মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন।

পঞ্চদশী

"দীপপঞ্চক"নামক দ্বিতীয়খণ্ডের

প্রথমভাগ (ক)

মুনীশ্বর ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য বিরচিত

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার

পদানুপদ বঙ্গানুবাদ

অন্যান্য টীকাটিপ্পনীর ও শাস্ত্রবচনের সাহায্যে

বিশদীকৃত।

শ্রুতিঃ সর্ব্বজ্ঞাসৌ হর তব স্তুতা শ্বাসজনিতা
পরাভক্তিং দেবে দিশতি চ গুরৌ জ্ঞানসরণীম্।
ততো দেব স্মৃত্বা স্বগুরুচুরিতং বন্ধরচনং
গুরুর্ভূত্বা বন্ধং ত্রুটসি সকলং ভক্তিভৃতিভুক্॥
প্রক্ষিপ্যাদ্বৈতবোধং নিজবিলয়করং দেশিকঃশিষ্যবুদ্ধা
বানন্দে তৎস্বরূপে ভজনরতিসুখং চাবিশত্তস্য লক্ষ্যে।
মিথ্যা গৌণী চ মুখ্যা ত্রিবিধতনুধরস্তত্র শশ্বন্মহেশো
দীপো নির্ব্বাণকল্পো লয়য়িব কৃতবান্ স্নেহসংহারহাস্তম্॥ ইতি—

অনুবাদক—

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৺কাশীধাম ৪৪নং কামাখ্যালেনস্থ মগনীরামমঠ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

অনুবাদকের নিবেদন—

সাহিত্যপ্রচারের এই দুর্দ্দিনে বিস্তর বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশীর দ্বিতীয় খণ্ডের (ক) নামক পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠকসমীপে উপস্থিত হইল। কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা যে এই সকল বিঘ্নের মধ্যে প্রধান, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উত্তরার্দ্ধের জন্য কাগজ সংগৃহীত হইয়াছে, শীঘ্রই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা যাইবে। তৃতীয় বা শেষ খণ্ড কিছু কাগজের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিপত্তির ঝঞ্ঝা বিবিধ মূর্ত্তি ধরিয়া বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে—মুদ্রাক্ষরোপাদান ধাতুর অভাব, কাগজের অভাব, কর্ম্মাভাবে আয়ের হ্রাস, শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি। তাহার উপর অযোগ্য বিষয়ের প্রচারের অপরাধে অনেক মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে এক প্রবচন আছে—Every cloud has a silver lining—'মেঘনা বারিদ কালো সীমন্তে তার আলো।' এই সকল বিঘ্ন-বিপত্তিরও শুভোদর্ক—ভাবী কল্যাণফল আছে। এই সকল বিঘ্নজনিত বিলম্বাবসরে আলোচ্য গ্রন্থের টীকাদিতে অনুক্ত অনেক আবশ্যক বিষয়ের সংযোজন, দুরুক্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ ও অনুদ্দিষ্ট প্রমাণ-বচন সমূহের আকরাবিষ্কার, করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। প্রথমখণ্ড প্রকাশের পর যে সকল প্রমাণাকর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মুদ্রাঙ্কনপরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইবে, তৎ সমস্তই গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইবে। এই সকল কারণে ভরসা হয়, বিলম্ব হইলেও প্রকৃত জিজ্ঞাসু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

এই গ্রন্থের জন্য কাগজ সংগ্রহের আনুকূল্যে দুইটি ভদ্র মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। পরিমাণ অল্প হইলেও উদারাশয়ের নিদর্শনরূপে তাহা মহামূল্য। অপর কয়েকজন মহোদয়ের নিকট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীশচন্দ্র মৈত্রেয় বি, এস্‌সি,—৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য—৫৲

বাসন্তী মহাষ্টমী, ১৩৪৯ সন।
১২ই এপ্রেল, ১৯৪৩।

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মুখপত্র [title page] হইতে সূচীপত্রের ।৵০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ইউরেকা প্রেসে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত দ্বারা, অবশিষ্ট তৎপূর্ব্বে সরলা প্রেসে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী

ষষ্ঠ অধ্যায়—চিত্রদীপ।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

* ভ্রমসংশোধন—১২৯ পৃঃ হইতে ১৩৭ পৃঃ পর্য্যন্ত শিরোনাম পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার শিরোনামক্রমেই হইবে। ১২৯ পৃঃ শীর্ষপংক্তি এস্থলে প্রদর্শিতরূপ হইবে।

সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ।

অষ্টম অধ্যায়—কূটস্থদীপ।

দশম অধ্যায়—নাটকদীপ

পঞ্চদশী

(দীপপঞ্চক—ত্বম্ পদার্থশোধন)।

ষষ্ঠ অধ্যায়—চিত্রদীপ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥

পরব্রহ্মের যে মূর্ত্তি সত্যযুগে শুক্লবসন ধারণ করিয়া চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ মনোহর জ্যোতিষ্মান হইয়া এবং চতুর্ভুজ প্রসন্নবদন লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সকল প্রকার বিঘ্নের নিবৃত্তির জন্য, ভগবান্ বিষ্ণুর সেই মূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে হয়।

যস্য স্মরণমাত্রেণ বিঘ্না দূরং প্রযান্তি হি।
বন্দেঽহং দন্তিবক্ত্রং তং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্॥

যাঁহার স্মরণমাত্রেই প্রতিবন্ধকরূপ দুরিতসমূহ একেবারেই বিদূরিত হয় (আর ফিরিয়া আইসে না,) সেই অভীষ্ট সিদ্ধিদাতা গজবদনকে বন্দনা করিতেছি।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে চিত্রদীপস্য ব্যাখ্যা তাৎপর্য্য-বোধিনী॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া চিত্রদীপের তাৎপর্য্য-বোধিনী-নাম্নী ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি অর্থাৎ চিত্রদীপে যে সকল পদ ও বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা বক্তার অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশিকা টীকা লিখিতেছি।

অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপ (নিগূঢ়) বস্ত্রখণ্ডের উপর জগদ্রূপ চিত্রের, প্রদীপের ন্যায় প্রকাশক বলিয়া এই প্রকরণের নাম 'চিত্রদীপ'। এই দৃষ্টান্তটির শ্রৌত প্রমাণ মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিতে [চিত্রমিব মিথ্যা-মনোরমম্]—জগৎ চিত্রিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা অথচ মনোরম—এইরূপ, এবং স্মার্ত্ত প্রমাণ বাশিষ্ঠ রামায়ণে "অকৃত্রিমমরঙ্গঞ্চ গগনে চিত্রমুত্থিতম্"—এই জগৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গগনে প্রদর্শিত নানাবর্ণের চিত্রের ন্যায় অকৃত্রিম এবং অলৌকিক রঙ্গরচিত,—এইরূপ দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থকার "চিত্রদীপ" নামক প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাহাতে তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, প্রথমশ্লোকোক্ত "পরমাত্মনি" (পরমাত্মায়) এই পদদ্বারা ইষ্টদেবতার স্বরূপের স্মরণরূপ মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান করিলেন অর্থাৎ উক্ত পদ প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অর্থ প্রকাশ করিয়া স্বকীয় শব্দদ্বারা শঙ্খঘণ্টাদির শব্দের ন্যায় মাঙ্গল্যসূচক হইল। অনন্তর

এই চিত্রদীপনামক গ্রন্থ বেদান্তশাস্ত্রেরই প্রকরণবিশেষ বলিয়া অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নামক যে চারিটি অবশ্যবক্তব্য অনুবন্ধ দেখাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিতে হয়, বেদান্তশাস্ত্রের সেই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় দ্বারাই এই অধ্যায়ের অনুবন্ধচতুষ্টয়ের বর্ণন সিদ্ধ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া পরমাত্মায় কল্পিত এই জগৎ কি প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কেননা, বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি ন্যায় বা নীতি আছে যে অধ্যারোপ বা তদুপরি কল্পনা ও অপবাদ বা তাহা হইতে সেই কল্পনার নিষেধ করিয়া, নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের, বর্ণনা করিতে হয়, অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে, যাহা আদৌ সর্প নহে. তাহাতে, সর্পের আরোপ বা কল্পনা হইয়া থাকে; সেইরূপ, বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্তুর অর্থাৎ অজ্ঞানের এবং অজ্ঞানকার্য্যরূপ জগতের, যে অধ্যারোপ বা কল্পনা, তদ্দ্বারা, এবং রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প যে রজ্জুভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এইরূপে, অবস্তুর অর্থাৎ অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চ যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এইরূপে, নিষেধ বা অপবাদদ্বারা, জাতি. গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রপঞ্চপরিশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই নীতির অনুসরণ করিয়া পরমাত্মায় জগৎ কি প্রকারে আরোপিত, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বর্ণন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

ব্রহ্মে আরোপিত জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তির, বর্ণন।

১। জগতের আরোপবিষয়ে (চিত্রস্থ) পটের দৃষ্টান্ত, এবং পটের চারি অবস্থার ন্যায় সিদ্ধান্তচৈতন্যের চারি অবস্থা।

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের ও সিদ্ধান্তের, চারি অবস্থার বর্ণনপ্রতিজ্ঞা।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥ ১

অন্বয় - যথা চিত্রপটে অবস্থানাম্ চতুষ্টয়ম্ দৃষ্টম্, তথা পরমাত্মনি অবস্থাচতুষ্টয়ম্ বিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ – যেমন চিত্রাঙ্কনযোগ্য বস্ত্রখণ্ডের [যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত (১) ধৌত, (২) ঘট্টিত (৩) লাঞ্ছিত ও (৪) রঞ্জিত এই] চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়. সেইরূপ, পরমাত্মায় (যথাক্রমে চিৎ, অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই) চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে।

টীকা—চিত্রপটের যেমন অগ্রে বর্ণিত চারিটি অবস্থা আছে, পরমাত্মাতেও সেইরূপ অগ্রে বর্ণিত চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে। ১

যদি বল তাহা কি প্রকার? তদুত্তরে, পটরূপ দৃষ্টান্ত এবং চৈতন্যরূপ দার্ষ্টান্তিক—এই উভয়েরই চারিটি অবস্থা যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

(খ) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত চারি অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে॥ ২

অন্বয়—যথা পটঃ (ক্রমাৎ) ধৌতঃ ঘট্টিতঃ লাঞ্ছিতঃ রঞ্জিতঃ (ভবতি) তথা আত্মা চিৎ অন্তর্য্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্ চ (ইতি) ঈর্য্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ—যেমন চিত্রাঙ্কন করিবার জন্য একখণ্ড বস্ত্রকে প্রথমে ধৌত করা হয়, পরে তদুপরি মণ্ডলেপন করিয়া শঙ্খপ্রস্তরাদিদ্বারা ঘুঁটিয়া সমবিস্তৃত করা হয়, পরে তদুপরি রেখাপাত করিয়া বস্তুবিশেষের আকৃতিমাত্র অঙ্কিত করা হয় এবং তৎপরে রংদ্বারা তাহার সকল অবয়ব প্রকটিত করা হয়; সেইরূপ সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য পরমাত্মায়, শুদ্ধচৈতন্যাবস্থা, মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্যাবস্থা, পরে সূক্ষ্মসৃষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাবস্থা এবং পরিশেষে স্থূলসৃষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট বিরাড়্-অবস্থা—এই চারিটি অবস্থার পরিকল্পনা করা যাইতে পারে।

টীকা—যেমন চিত্রপটের ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত—এই চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ পরমাত্মারও চিৎ, অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্—এই চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে। ২

পটরূপ দৃষ্টান্তস্থিত সেই চারিটি অবস্থা কি কি? তদুত্তরে দৃষ্টান্ত পট ও দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মা, এই উভয়ের সেই চারি চারিটি অবস্থার স্বরূপ, যথাক্রমে নাম করিয়া বর্ণনা করিতেছেন :—

গ। দৃষ্টান্ত পটের চারি অবস্থার অর্থ।

স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাদ্ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাদ্ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ৩

অন্বয়—অত্র স্বতঃ শুভ্রঃ ধৌতঃ, অন্নবিলেপনাৎ ঘট্টিতঃ স্যাৎ, মস্যাকারৈঃ লাঞ্ছিতঃ, বর্ণপূরণাৎ রঞ্জিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—এই চারিটি অবস্থার মধ্যে, পটের স্বভাবতঃ শুভ্রাবস্থার নাম ধৌতাবস্থা; অন্নমণ্ড বিলেপন করিয়া (শঙ্খপ্রস্তরাদিদ্বারা) ঘুঁটিলে যে অবস্থা হয় তাহার নাম ঘট্টিতাবস্থা; পরে কালীদ্বারা দেবমনুষ্যাদির মূর্ত্তির আকারমাত্র আঁকিলে, তাহার লাঞ্ছিতাবস্থা হয় এবং পরে লাল নীল প্রভৃতি রংদ্বারা সেই আকৃতির পূরণ করিলে, তাহার রঞ্জিতাবস্থা হয়।

টীকা—"অত্র"—এই চারিটি অবস্থার মধ্যে, "স্বতঃ"—স্বভাবতঃ অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সম্বন্ধ বিনা কার্পাসতন্তুনিষ্ঠ শুভ্রতাবশতঃ, "শুভ্রঃ"—পটের শুভ্রাবস্থা, "ধৌতঃ"—'ধৌত' এই নামে কথিত হয়। "অন্নবিলেপনাৎ"—অন্নমণ্ডের বিলেপনহেতু যে সমবিস্তৃত কঠিন অবস্থা হয় তাহা, "ঘট্টিতঃ স্যাৎ" তাহাকে 'ঘট্টিতা'বস্থা বলে। "মস্যাকারৈঃ"—মসী অর্থাৎ কালী প্রভৃতির দ্বারা অঙ্কিত দেবমনুষ্যাদির আকারমাত্রের সংযোজনদ্বারা যে অবস্থা হয় তাহাকে, "লাঞ্ছিতঃ"—'লাঞ্ছিতাবস্থা' বলে, "বর্ণপূরণাৎ"—লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা তাহার যথাযোগ্য পূরণ করিলে, "রঞ্জিতঃ স্যাৎ"—সেই অবস্থাকে 'রঞ্জিতা'বস্থা বলে। ৩

এক্ষণে দার্ষ্টান্তিকের সেইরূপ চারিটি অবস্থার বর্ণন করিতেছেন—

(ঘ) দার্ষ্টান্তিক চৈতন্যের চারি অবস্থার অর্থ।

স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈব বিরাডিত্যুচ্যতে পরঃ ॥ ৪

অন্বয়—পরঃ স্বতঃ তু চিৎ, মায়াবী অন্তর্য্যামী, সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ সূত্রাত্মা, স্থূলদৃষ্ট্যা বিরাট্ এব ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ—পরমাত্মা স্বরূপতঃ 'চিৎ'শব্দে উল্লিখিত হন; মায়ারূপ উপাধি-বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে 'অন্তর্য্যামী' কহে; সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা সূত্রাত্মা বা 'হিরণ্যগর্ভ' নামে পরিচিত হন, এবং স্থূলদৃষ্টির দ্বারা 'বিরাট্' এই নামেই কথিত হন।

টীকা—"পরঃ"—পরমাত্মা, "স্বতঃ তু"—মায়ার ও মায়ার কার্য্যের সহিত সম্বন্ধরহিত হইলে, "চিৎ"—'চিৎ' শব্দদ্বারা উক্ত হন; "মায়াবী (সন্)"—মায়ার সহিত যোগ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধহেতু তিনি, "অন্তর্য্যামী"—'অন্তর্য্যামী' শব্দবাচ্য হন, "সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ"—অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরের যোগ বা সম্বন্ধহেতু, "সূত্রাত্মা"—'সূত্রাত্মা' এই নামে অভিহিত হন, আর "স্থূলদৃষ্ট্যা"—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টিস্থূলশরীররূপ উপাধির সহিত যুক্ত হইলে, "বিরাট্ এব ইতি উচ্যতে"—তাঁহাকে 'বিরাট্' এই নামই দেওয়া হয়। ৪

২। চৈতন্যে আরোপিত চিত্রের বর্ণন।

(শঙ্কা) ভাল, পরমাত্মা যদি চিত্রের পটস্থানীয় হইলেন তবে সেই পটরূপ আধারে অবস্থিত চিত্র, কাহার প্রতিরূপক? তাহা ত' বলিতে হইবে; এইহেতু বলিতেছেন:—

(ক) ব্রহ্মা প্রভৃতিরূপ চিত্রের বর্ণন।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥ ৫

অন্বয়—অত্র উত্তমাধমভাবেন ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনঃ জড়াঃ অপি পটচিত্রবৎ বর্ত্তন্তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল চেতন ও জড়পদার্থ রহিয়াছে তাহারা (যথাক্রমে) কেহ বা উত্তম, কেহ বা অধম, এইভাবে পরব্রহ্মচৈতন্য-রূপ অধিষ্ঠানে, পটরূপ আধারে চিত্রের ন্যায়, অবস্থিত রহিয়াছে।

টীকা—"অত্র"—এই পরমাত্মায়, "উত্তমাধমভাবেন"—কেহ বা উত্তম, কেহ বা অধম এই-ভাবে বিদ্যমান, "ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তম্"—চেতনস্বভাব অর্থাৎ জঙ্গম ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া গিরি নদী প্রভৃতি অর্থাৎ স্থাবর জড়পর্য্যন্ত, 'অপ্রকাণ্ডে স্তম্বগুল্মৌ'—যাহার 'প্রকাণ্ড' নাই অর্থাৎ মূল হইতেই পত্র নির্গত হইতে থাকে এইরূপ তুচ্ছ তৃণাদি পর্য্যন্ত, (পটস্থিত) চিত্র-স্থানীয় অর্থাৎ চিত্রের প্রতিরূপক। ৫

ব্রহ্মাদি জাগতিক পদার্থের চৈতন্যরূপতার কারণ বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—

(খ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মাদির চেতনতার হেতু বুঝা যায়।

চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্।
চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ ॥ ৬

অন্বয়—চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাম্ পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাভাসাঃ চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশাঃ ইব কল্পিতাঃ।

অনুবাদ—যেমন চিত্রে লিখিত মনুষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাভাস বা কল্পিত বস্ত্রসমূহ, চিত্রের আধাররূপ (প্রকৃত) বস্ত্রের সহিত সমান বলিয়া কল্পিত হয়—

টীকা—"চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাম্"—চিত্রে লিখিত মনুষ্যাদিশরীরসকলের, "বস্ত্রাভাসাঃ"—নানাবর্ণবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ চিত্রিত বস্ত্র যাহারা শীতাদি নিবারণ করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃত বস্ত্র নহে, কিন্তু কল্পিত বস্ত্র অর্থাৎ শীতাদিনিবারকতারূপ বস্ত্রলক্ষণ তাহাতে না খাটিলেও, বস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ।৬

এক্ষণে দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন:—

পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্।
কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী ॥৭

অন্বয়—চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্ পৃথক্ পৃথক্ জীবনামানঃ চিদাভাসাঃ কল্প্যন্তে; অমী বহুধা সংসরন্তি।

অনুবাদ—চৈতন্যে অধ্যস্ত প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ অপ্রকৃত চৈতন্য জীবনামক চিদাভাসরূপে কল্পিত হয় (তাহাদিগকে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত তুল্যরূপ বলিয়া কল্পনা করা হয়)। তাহারাই বিবিধপ্রকারে অর্থাৎ দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদির শরীর লাভ করিয়া জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্"—পরমাত্মায় আরোপিত দেবাদিশরীরসকলের, "পৃথক্ পৃথক্"—প্রত্যেকের অর্থাৎ এক একটির, "জীবনামানঃ চিদাভাসাঃ"—জীবনামক চিদাভাস বা অপ্রকৃতচৈতন্য মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে; পর্ব্বতাদি জড়পদার্থের চিদাভাস কল্পিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত চিত্রলিখিত বস্ত্রসমূহের শীতাদি নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া, যেমন তাহাদিগকে বস্ত্রাভাস বলা হয়, কেননা, তাহারা বস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত বস্ত্র নহে, সেইরূপ মনুষ্যাদিদেহস্থিত চৈতন্যে, [সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ইত্যাদি] প্রকৃত চৈতন্যের লক্ষণ খাটে না বলিয়া অথচ প্রকৃত চৈতন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহাদিগকে চিদাভাস বলে। সেই তির্য্যক্-মনুষ্যদেবাদি দেহস্থিত চৈতন্যসকলকে চিদাভাস বা অসত্য চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করিবার কারণ এই যে, "অমী সংসরন্তি"—উহারা সংসরণ করে অর্থাৎ জন্মমরণাদি প্রাপ্ত হয়; তাহারা পরমাত্মা বা প্রকৃত চৈতন্য নহে, কেননা, তাহা নির্ব্বিকার—সত্যজ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, ইহাই অভিপ্রায়।৭

ভাল, নৈয়ায়িকাদি বাদিগণ এবং সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে যে, আত্মারই সংসার বা জন্মমরণ লাভ হয়। এইরূপ বলিবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞানই তাহার কারণ; এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন:—

(গ) সাক্ষী আত্মায় সংসার-প্রতীতির কারণ অজ্ঞান।

বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বদাধারবস্ত্রগান্।
বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিদ্গতং বিদুঃ ॥৮

অন্বয়—বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বৎ আধারবস্ত্রগান্ বদন্তি, তথা অজ্ঞাঃ জীবসংসারম্ চিদ্গতম্ বিদুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্থূলদৃষ্টি লোকে চিত্রিত বস্ত্রের বর্ণসকলকে চিত্রাধার

বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জ্ঞানহীন লোকে জীবগণের সংসারপ্রাপ্তিকে সাক্ষিচৈতন্যের সংসারপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করে।৮

পর্ব্বত নদ্যাদিতে চিদাভাস কল্পনার অভাব, দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা পর্ব্বতাদিতে চিদাভাস কল্পনার অভাবপ্রদর্শন।

চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে।
সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসাস্তথা ন হি ॥৯

অন্বয়—চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনাম্ বস্ত্রাভাসঃ ন লিখ্যতে, তথা সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাম চিদাভাসাঃ ন হি।

অনুবাদ—আর যেমন চিত্রস্থিত পর্ব্বতাদির (পরিধেয় বস্ত্র নাই বলিয়া মনুষ্যাদির চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায়) বস্ত্রাদি অঙ্কিত হয় না, সেইরূপ সৃষ্টিস্থিত মৃত্তিকাদিরও চিদাভাসের বা জীবচৈতন্যের কল্পনা করা হয় না।

টীকা—"ন লিখ্যতে"—অঙ্কিত হয় না, কেননা, পর্ব্বতাদি জড়পদার্থের চিদাভাসকল্পনার প্রয়োজনের অর্থাৎ সংসাররূপ ফলের, অভাব বলিয়া ; ইহাই অভিপ্রায়। বৃক্ষাদি জীব অন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া পর্ব্বতাদির অন্তর্গত (মনুসংহিতা—১।৪৯ দ্রষ্টব্য)। ৯

৩। অবিদ্যার স্বরূপবর্ণনপূর্ব্বক, তাহার নিবর্ত্তক বিদ্যার, সাধনসহিত স্বরূপবর্ণন।

এইরূপে আত্মায় যে সংসার কল্পিত হয়, তাহার জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে, এই তথ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য সেই সংসারের কারণস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ক) অবিদ্যার স্বরূপ এবং তাহার নিবৃত্তির বিদ্যারূপ উপায়।

সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি।
ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাদ্ বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে ॥১০

অন্বয়—অয়ম্ সংসারঃ পরমার্থঃ স্বাত্মবস্তুনি সংলগ্নঃ ইতি ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা স্যাৎ ; এষা বিদ্যয়া নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ ও টীকা—এই কর্ত্তৃত্বাদিরূপ অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা' এই প্রকার অভিমান হইতে উৎপন্ন, সংসার বাস্তবপদার্থ এবং তাহা আত্মায় সংলগ্ন অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম, এইরূপ যে ভ্রম বা উল্টাবুদ্ধি, তাহারই নাম অবিদ্যা বা কার্য্যরূপ অজ্ঞান। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে।১০

(শঙ্কা) ভাল, সেই বিদ্যা কি প্রকার ? তাহা লাভ করিবার উপায় কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই বিদ্যার স্বরূপ এবং সেই বিদ্যালাভের উপায় দেখাইতেছেন :-

(খ) বিদ্যার স্বরূপ এবং তাহার লাভের উপায়।

আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ।
ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ॥১১

অন্বয়—আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারঃ, আত্মবস্তুনঃ ন ইতি বোধঃ বিদ্যা ভবেৎ। অসৌ বিচারণাৎ লভ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—আত্মার আভাসস্বরূপ যে জীব, তাহারই সংসার হয়, যে আত্মা অকল্পিত, সেই আত্মার নহে,—এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাকেই বিদ্যা বলে। বিচারদ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ১১

(শঙ্কা) 'বিচারদ্বারাই সেই বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়'—এই যে উক্তি করা হইল, কোন্ বস্তুর বিচারদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(প, বিচারের বিষয় ও প্রয়োজন।)

সদা বিচারয়েৎ তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ।
জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥ ১২

অন্বয়—তস্মাৎ জগজ্জীবপরাত্মনঃ সদা বিচারয়েৎ, জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মা এব শিষ্যতে।

অনুবাদ - এইহেতু মুমুক্ষু জগৎ, জীব ও পরমাত্মা এই তিন বস্তুর সর্ব্বদা বিচার করিবেন ; কেননা, সেই জীবভাবের ও জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হইলে—ইহারা নশ্বর বলিয়া ইহাদের স্বরূপ বাধপ্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে পরমাত্মাই বিচারযোগ্য বস্তু হউন কেননা মোক্ষাবস্থায় তিনিই ফলরূপে থাকিয়া যান ; জীব ও জগৎ এই দুইটির বিচারের উপযোগিতা কোথায়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন -জীব ও জগৎ এই দুইটির অপবাদ করিলে বা বাধ প্রতিপন্ন হইলে, পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান। এইরূপে পরমাত্মবিচারের সহিত জীব ও জগতের বিচারেরও উপযোগিতা আছে। এইহেতু বলিলেন "সেই জীবভাবের ও জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হইলে" ইত্যাদি। ১২

ভাল, 'বিচারদ্বারা জীবভাবের ও জগদ্ভাবের বাধা হইলে, বিচারকারীর আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান'—উক্ত দ্বাদশ শ্লোকে যে এইরূপ বলা হইল, তাহা ত' হইতে পারে না, কেননা, বিচার দ্বারা জীবজগতের বাধা হইলে তদ্বিষয়ক কথন ও তদুভয়ের প্রতীতিরূপ ব্যবহারের বিলোপ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "বাধ" শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ এবং সেই অর্থ না অঙ্গীকার করিলে বিপরীতপক্ষে দণ্ডের বা অনিষ্টকারী তর্কের, ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(দ) বাধ শব্দের অর্থ।

নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।
নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো জনঃ॥ ১৩

অন্বয়—অপ্রতীতিঃ তয়োঃ বাধঃ ন কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ, নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ জনঃ অযত্নতঃ মুচ্যেত।

অনুবাদ—'বাধ' শব্দের অর্থ সেই জীব ও জগতের অপ্রতীতি—এইরূপ নহে, কিন্তু তদুভয়ের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ই 'বাধ' শব্দের অর্থ। যদি উক্ত অপ্রতীতিই বাধ শব্দের অর্থ হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা অবস্থাতে যখন দ্বৈতের প্রতীতি থাকে না, লোকে আপনা হইতেই মুক্ত হইত।

টীকা—সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, (মরণ এবং প্রলয়কালে) আপনা হইতেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিনাই মুক্তি সম্ভব হইত, ইহাই অভিপ্রায়। ১৩

বিচারকারীর আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (১২ শ্লোকে) এইরূপ বলায় ইহাই অভিপ্রেত যে, পরমাত্মাই সত্য, এইরূপ জ্ঞান ; সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যে জগৎ, তাহার বিস্মৃতি বুঝান ইহার উদ্দেশ্য নহে, কেননা, তাহা হইলে অর্থাৎ জগতের অপ্রতীতিই ইহার অর্থ হইলে, (শ্রুত্যনুমোদিত) জীবন্মুক্তি নামক অবস্থার (যাহাতে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিকায় জগতের প্রতীতি ও তন্মূলক ব্যবহার থাকে, তাহার) সম্ভাবনা থাকে না, এইহেতু বলিতেছেন :—

(৫) আত্মার অবশিষ্ট থাকিবার অর্থ।

পরমাত্মাবশেষোঽপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ।
ন জগদ্বিস্মৃতির্নো চেজ্জীবন্মুক্তির্ন সম্ভবেৎ॥ ১৪

অন্বয়—'পরমাত্মাবশেষঃ' অপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ন জগদ্বিস্মৃতিঃ। নো চেৎ জীবন্মুক্তিঃ ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান' ইহার অর্থ 'সেই পরমাত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু'—এইরূপ নিশ্চয় বা দৃঢ়বিশ্বাস। জগৎপ্রপঞ্চের বিস্মৃতি তাহার অর্থ নহে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে জীবন্মুক্তি নামক অবস্থা সম্ভবপর হয় না। ১৪

১২শ শ্লোকে যে বলা হইল 'সর্ব্বদা বিচার করিবেন'—এইরূপ উক্তিদ্বারা পাছে বুঝায় যে দেহপাত পর্য্যন্ত সেই বিচার করিতেই হইবে। এইহেতু সেই বিচারের অবধি নির্ণয় করিতেছেন :—

(৬) বিদ্যার বিভাগপূর্ব্বক বিচারের অবধি নির্ণয়।

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে॥ ১৫

অন্বয়—বিচারজা বিদ্যা পরোক্ষা অপরোক্ষা চ ইতি দ্বেধা, তত্র অপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ অয়ম্ বিচারঃ সমাপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারদ্বারা যে বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে। অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রাপ্তি হইলে বিচারের সমাপ্তি হইবে। ১৫

'বিচারদ্বারা উৎপন্ন বিদ্যা, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার'—এইরূপ যে বলা হইল তন্মধ্যে সেই উভয়ের স্বরূপ ক্রমান্বয়ে দেখাইতেছেন :

(৭) বিচারজনিত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—"ব্রহ্ম অস্তি" ইতি চেৎ বেদ তৎ পরোক্ষজ্ঞানম্ এব ; "অহম্ ব্রহ্ম" ইতি চেৎ বেদ সঃ সাক্ষাৎকারঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—'ব্রহ্ম আছেন'—যখন জ্ঞান এই প্রকারের হয়, তখন তাহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান ; আর যখন 'আমিই হইতেছি ব্রহ্ম'—এই প্রকারের জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানের নাম সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান।

টীকা—[অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ—তৈত্তিরীয় উপ, ব্রহ্মবল্লী—২।৬।১]—যদি কেহ জানেন অর্থাৎ বিশ্বাস করেন যে সর্ব্বাধিষ্ঠান, সর্ব্বজগৎকর্ত্তা, সর্ব্বলয়াধারভূত ব্রহ্ম আছেন, তবে ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সৎ' অর্থাৎ পরমার্থসদাত্মভাবাপন্ন বলিয়া জানেন ; সেইহেতু ব্রহ্ম আছেন এইরূপ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। [তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ —বৃহদা উ, ১।৪।১০]—তিনি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আপনাকেই জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি সর্ব্বাত্মক হইলেন। উক্ত দুই শ্রুতিবচনই এই শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে। ১৬

আত্মতত্ত্বের বিচারে জীব ও কূটস্থের বিচার।

১। দৃষ্টান্ত আকাশ ও দার্ষ্টান্ত চৈতন্য ; তদুভয়ের প্রকারভেদ।

১৬শ শ্লোকে যে আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলা হইল তাহার অসাধারণ কারণ যে আত্মতত্ত্ববিচার, তাহাই করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন:—

(ক) আত্মতত্ত্ব বিচারের প্রতিজ্ঞা।

তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—যেন অয়ম্ সর্ব্বসংসারাৎ সদ্যঃ এব বিমুচ্যতে তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থম্ আত্মতত্ত্বম্ বিবিচ্যতে।

অনুবাদ—যে সাক্ষাৎকারদ্বারা এই জীব সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে সদ্যঃই বিমুক্ত হইয়া যায়, সেই সাক্ষাৎকারসিদ্ধির নিমিত্ত আত্মার স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—"যেন"—যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা, "অয়ম্"—এই পুরুষ বা জীব, "সদ্যঃ এব"—তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের উৎপত্তির সময়েই, "সর্ব্বসংসারাৎ বিমুচ্যতে"—সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, "তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থম্"—সেই সাক্ষাৎকারের সিদ্ধির জন্য, "আত্মতত্ত্বম্ বিবিচ্যতে"—আত্মার স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে। ১৭

চিদাত্মার একতাই পারমার্থিক সত্য, ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য, সংসারব্যবহারের অবস্থায় প্রতীয়মান চৈতন্যের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতেছেন:—

(খ) চারি প্রকার চৈতন্য ও তাহাদের প্রতিরূপক চারিপ্রকার আকাশ

কূটস্থো ব্রহ্ম জীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা॥ ১৮

অন্বয়—কূটস্থঃ ব্রহ্ম জীবেশৌ ইতি এবম্ চিৎ চতুর্বিধা যথা ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে (অভ্রখ=মেঘাকাশ)।

অনুবাদ—কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য—এইরূপে চৈতন্য চারিপ্রকার, যেমন একই আকাশ (উপাধিভেদে) ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ।

টীকা—একই বস্তু কিরূপে চারিপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, তাহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—'যেমন একই আকাশ' ইত্যাদি। অদ্বৈতমতানুসারী কয়েকটি পক্ষ আছে, যাঁহারা ব্যবহার দশায়—জীব-চৈতন্য, ঈশ্বর-চৈতন্য ও শুদ্ধ-চৈতন্য এই তিন প্রকার চৈতন্য স্বীকার করিয়া থাকেন; বৃহদারণ্যকবার্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরাচার্য্যের ছয়টি অনাদি পদার্থের গণনাকালে,—(১) শুদ্ধচৈতন্য (২) ঈশ্বরচৈতন্য (৩) জীবচৈতন্য (৪) অবিদ্যা (৫) অবিদ্যা ও চৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ এবং (৬) এই পাঁচটির পরস্পর ভেদ—এই ছয়টি অনাদি বা উৎপত্তিহীন পদার্থের যে গণনা করিয়াছেন, ("জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥" "বেদান্তপরিভাষা", পেদ্দা দীক্ষিত কৃত টীকা, ২৩ পৃষ্ঠা ত্রিবেন্দ্রম্ গ্রন্থাবলী;)—তাহাতে চৈতন্যের তিনটি মাত্র প্রকার পরিলক্ষিত হয়। আর গ্রন্থকার যে এস্থলে চৈতন্যের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতেছেন, তাহাতে সুরেশ্বর-বচনের সহিত বিদ্যারণ্য-বচনের বিরোধ হয় এবং সেই তিনপ্রকার ভেদ মানিলেই মুমুক্ষুর, ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধ সম্ভব হয়। সেইহেতু এস্থলে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া চতুর্থ চৈতন্যের কল্পনা করিলে, গৌরবদোষ (১ম অঃ ৩য় শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) হয় বটে কিন্তু কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদ কেবল নামমাত্র বলিয়া এবং সেই ভেদ বাস্তব নয় বলিয়া, উক্ত বিরোধের সমন্বয় হইতে পারে।

আবার—প্রকারান্তরেও সেই সমন্বয় হয়, যথা বিদ্যারণ্যগুরু ভারতীতীর্থ 'বাক্যসুধা বা দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক' নামক গ্রন্থে ৩২ ও ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে 'কূটস্থকে' অবচ্ছিন্ন বা পারমার্থিক জীব বলিয়া ত্রিবিধ জীবের অন্তর্গত বলিয়াছেন, যথা—অবচ্ছিন্নশ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ। বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পারমার্থিকঃ॥ ৩২ অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাদবচ্ছেদ্যন্তু বাস্তবম্। তস্মিন্ জীবত্বমারোপাদ্‌ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ॥ ৩৩ (বসুমতীরামগ্রন্থাবলী—পৃঃ ১৫,১৬) জীব তিনপ্রকারের বুঝিতে হইবে, যথা—(১) অবচ্ছিন্ন, (২) চিদাভাস, (৩) স্বপ্নকল্পিত। তন্মধ্যে প্রথমপ্রকারের জীব (অর্থাৎ কূটস্থ) পারমার্থিক বা ব্রহ্মরূপ; জীবত্বরূপ অবচ্ছেদ কল্পিত; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ অবচ্ছেদ্য সত্য। সেই ব্রহ্মরূপ সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাসবশতঃ জীবত্ব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে কিন্তু সাক্ষীর ব্রহ্মরূপতা স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপে, জীবমধ্যে কূটস্থের পরিগণনা হইলে, বার্তিককারোক্ত তিন প্রকার চৈতন্যই বিদ্যারণ্যসম্মত বলিয়া সিদ্ধ হয় সুতরাং বিরোধ নাই। অথবা (জড়শক্তিঃ বা প্রকৃতিঃ) [জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি—ইতি নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উ, ৯ কণ্ডিকা]—জড়শক্তি, যিনি প্রকৃতি তিনি, আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে সৃজন করেন এবং সেই প্রকৃতিই (ঈশ্বরে) মায়া এবং (জীবে) অবিদ্যারূপ ধারণ করেন। এইরূপে প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্য, যাহা জীব ঈশ্বর উভয়েরই আধার, সেই চৈতন্যকে লইয়া চারি

চৈতন্য কল্পনা করিয়া, ব্রহ্মের সহিত আত্মার, একতা বুঝাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা উক্ত নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতির অর্থও সম্ভাবিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। ১৮

তন্মধ্যে ঘটাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ, অর্থাৎ ঘটাদির ভিতর যে আকাশ রহিয়াছে ও যে পরিমাণ আকাশে সেই ঘটাদি অবস্থিত, সেই ঘটাদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট "ঘটাকাশ" এবং সেই প্রকার ঘটাদিরূপ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে যে মহাকাশ, এই দুইটি সর্ব্বজনবিদিত বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ জলাকাশেরই বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) জলাকাশের স্বরূপ।

ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরং যত্তত্র প্রতিবিম্বিতঃ।
সাভ্রনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীর্য্যতে ॥১৯

অন্বয় - ঘটাবচ্ছিন্নে খে যৎ নীরম্, তত্র প্রতিবিম্বিতঃ সাভ্রনক্ষত্রঃ আকাশঃ জলাকাশঃ উদীর্য্যতে।

অনুবাদ—ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশমধ্যে যে জল আছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত মেঘনক্ষত্র সহিত যে আকাশ আছে, তাহাকেই জলাকাশ বলা হইতেছে। (এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন যে জলপূর্ণ ঘটমধ্যে যতটুকু আকাশ রহিয়াছে তাহাই ঘটস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এইহেতু "মেঘনক্ষত্রসহিত" প্রতিবিম্বের উল্লেখ হইল। তাহা ঘটের বহিঃস্থ মহাকাশেরই প্রতিবিম্ব। তাহা এইরূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, যেহেতু ঘটমধ্যস্থিত এক হাত পরিমাণ বা আধ হাত পরিমাণ গভীর জলে, যে গভীরতা প্রতীত হয়, তাহা বহিঃস্থ মহাকাশেরই গভীরতা হইতে পারে।)

টীকা ঘটাদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট আকাশে যে জল আছে, সেই জলে প্রতিবিম্বিত গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত যে আকাশ, তাহাই ঘটাকাশ বলিয়া কথিত হইল। ১৯

এক্ষণে অভ্রাকাশ বা মেঘাকাশের নির্ণয় করিতেছেন :—

(ঘ) মেঘাকাশের স্বরূপ।

মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে।
প্রতিবিম্বতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ ॥ ২০

অন্বয় —মহাকাশস্য মধ্যে যৎ মেঘমণ্ডলম্ ঈক্ষ্যতে তত্র জলে প্রতিবিম্বতয়া স্থিতঃ মেঘাকাশঃ।

অনুবাদ—মহাকাশের মধ্যে যে মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই মেঘমণ্ডলে যে জল আছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিতরূপে যে আকাশ আছে (বা আছে বলিয়া অনুমিত হয়) তাহাকেই মেঘাকাশ বলা হয়।

টীকা —"তত্র জলে"—সেই মেঘমণ্ডলে যে জল আছে, সেই জলে। ২০

(শঙ্কা) ভাল, মেঘে যে জল রহিয়াছে সেই জল ত' প্রতীত হয় না। তাহাতে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্।
তত্র খপ্রতিবিম্বোঽয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে ॥ ২১

অন্বয়—তুষারাকারসংস্থিতম্ মেঘাংশরূপম্ উদকম্, তত্র অয়ম্ খপ্রতিবিম্বঃ নীরত্বাৎ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—জলের সূক্ষ্মবিন্দুরূপ যে তুষার, সেই তুষারের আকারে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত মেঘের অংশরূপ যে জল, তাহা জল বলিয়া, তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, এইরূপ অনুমান করা যায়।

টীকা—মেঘস্থিত জল প্রত্যক্ষ প্রতীত না হইলেও বৃষ্টিরূপ কার্য্যদ্বারা মেঘে সেই বৃষ্টির উপাদান সূক্ষ্মাবয়ব অর্থাৎ বিন্দুরূপ জল আছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সেই অনুমান এইরূপ হইবে—মেঘে জল আছে (প্রতিজ্ঞা); বৃষ্টিরূপ কার্য্য হয়, দেখা যায় বলিয়া (হেতু); যেখানে যেখানে বৃষ্টি হয় সেখানে সেখানে অবশ্যই জল দেখা যায় (অন্বয়ব্যাপ্তি); পর্ব্বতনির্ঝর হইতে পতিত জলবিন্দুযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় (উদাহরণ)। আর জলের সত্তারূপ যে লিঙ্গ বা হেতু রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সেই জলের প্রতিবিম্ববত্তাও আছে—এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। সেই অনুমান এইরূপে হইবে—বিবাদের বিষয় যে মেঘস্থিত জল, তাহা আকাশের প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য—(পক্ষ)। যেহেতু তাহা জল—(হেতু); ঘটে অবস্থিত জলের ন্যায়—(উদাহরণ)। এইরূপ অনুমানদ্বারা জানা যায় যে মেঘের অংশরূপ জলে আকাশপ্রতিবিম্বের সত্তা আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ২১

এইরূপে দৃষ্টান্তস্বরূপ চারিটি আকাশের বর্ণন করিয়া দার্ষ্টান্তিক চৈতন্যচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম কথিত (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থচৈতন্যের বর্ণনা করিতেছেন :—

(৬) কূটস্থের স্বরূপ।

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ॥ ২২

অন্বয়—অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ কূটবৎ নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ এই উভয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান এবং সেই দেহদ্বয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা বা জীবসাক্ষী তাহাকেই কূটস্থ বলা হয়। [কূট অর্থাৎ কামারের হাতুড়ির ন্যায় সেই আত্মা (কেবলমাত্র জীবসাক্ষিরূপে) নির্ব্বিকার থাকেন বলিয়া, তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়।]

টীকা—পঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্যরূপ স্থূলদেহ এবং অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্যরূপ সূক্ষ্মদেহ, অবিদ্যাকল্পিত। এই দেহদ্বয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া, সেই দেহদ্বয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সেই দেহদ্বয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা—জীবসাক্ষী, তাঁহাকেই কূটস্থ বলা হইতেছে। সেই দেহসাক্ষী আত্মাকে "কূটস্থ" নাম দিবার কারণ এই "কূট" অর্থাৎ কামারের ("নাঙ্গ" নাভি) কিম্বা হাতুড়ির ন্যায়, সেই আত্মা নির্ব্বিকার—ইত্যাদি। কেহ বলেন 'কূট' শব্দে মিথ্যা বিকারী প্রপঞ্চ

বুঝায়; তাহার মধ্যে সত্য বা নির্ব্বিকার রূপে অবস্থিত থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম কূটস্থ; আবার কেহ বলেন—কূট শব্দে চূড়া বা স্তূপ, তাহার অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চের উপরি অধিষ্ঠিত নির্ব্বিকার চৈতন্ত বলিয়া—তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়; মধুসূদন সরস্বতী গীতার (১২।৩) টীকায় লিখিয়াছেন- "যন্মিথ্যাভূতং সত্যতয়া প্রতীয়তে তৎ কূটমিতি লোকৈরুচ্যতে যথা কূটকার্ষাপণং কূটসাক্ষিত্বমিত্যাদৌ; অজ্ঞানমপি মায়াখ্যং সহ কার্য্যপ্রপঞ্চেন মিথ্যাভূতমপি লৌকিকৈঃ সত্যতয়া প্রতীয়মানং কূটং; তস্মিন্নাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থম্ অজ্ঞানতৎকার্য্যাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ"। ২২

এইরূপে কূটস্থের বর্ণনা করিয়া জলাকাশস্থানীয় জীবের বর্ণনা করিতেছেন, কেননা, জীব কূটস্থে কল্পিত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বস্বরূপ বলিয়া, সেই কূটস্থের শ্রেণীতেই গণ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ কূটস্থের মত অপর একটি—এইরূপ ধরা হইয়া থাকে।

(চ) সংসারী জীবের স্বরূপ।

কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥ ২৩

অন্বয়—কূটস্থে (যা) কল্পিতা বুদ্ধিঃ তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ প্রাণানাং ধারণাৎ জীবঃ (ভবতি), সঃ সংসারেণ যুজ্যতে।

অনুবাদ—কূটস্থে কল্পিত যে বুদ্ধি তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব অর্থাৎ চিদাভাস, তাহাই জীব। তাহা দেহে প্রাণসংজ্ঞক বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিতির কারণ বলিয়া অর্থাৎ কূটস্থে কল্পিত যে বুদ্ধি, তাহাতে প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাস, কেবল সান্নিধ্যদ্বারা, ইন্দ্রিয়ধারণরূপ জীবন বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া, সেই চিদাভাসই জীবনামে কথিত হইয়া থাকে। সেই জীবকেই জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারে আবদ্ধ হইতে হয়।

টীকা—কি কারণে সেই চিদাভাস জীব নামে অভিহিত হয় তাহাই বলিতেছেন—"তাহা দেহে প্রাণসংজ্ঞক" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—দেহ হইতে প্রাণ বিনির্গত হইলে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ দেহে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণের শরণাগত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা 'প্রাণ' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। "প্রাণধারণ" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণের দেহে অবস্থিতির কারণ হওয়া। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ ভাবেন কূটস্থ হইতে ভিন্ন জীবের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কূটস্থ নির্ব্বিকার বলিয়া তাহার সংসারভোগ অসম্ভব; আর সংসারভোগ প্রত্যক্ষ প্রতীত হইতেছে, তাহার অস্বীকার করা যায় না। সেই সংসারভোগের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কূটস্থ হইতে পৃথক্ জীব মানিতেই হইবে। এই কারণে বলিতেছেন—"সেই জীবকেই" ইত্যাদি। চিৎপ্রতিবিম্ব বা চিদাভাসের ধারণা এইরূপে করা যাইতে পারে—১৯ শ্লোকের পাতনিকায় বর্ণিত যে 'ঘটাকাশ', সেই ঘটাকাশের আশ্রিত জলপূর্ণ ঘটে যেমন মহাকাশের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ কূটস্থে কল্পিত স্থূলদেহরূপ ঘটে অবিদ্যার অংশ অন্তঃকরণরূপ জলে প্রতিবিম্বিত মহাকাশসদৃশ ব্যাপক চৈতন্যের প্রতিবিম্বের নাম

চিদাভাস—অর্থাৎ, ঘটাকাশস্থানীয়—কূটস্থ, ঘটস্থানীয়—স্থূলদেহ, ঘটস্থ জলস্থানীয়—অবিদ্যাংশ অন্তঃকরণ, ঘটস্থ জলে মহাকাশপ্রতিবিম্বস্থানীয় চিদাভাস ; কূটস্থরূপ অধিষ্ঠান + চিদাভাস = জীব। ইহাতে আশঙ্কা এই—রূপযুক্ত জলে রূপরহিত আকাশের প্রতিবিম্ব মানা যাইতে পারে ; রূপযুক্ত দর্পণে রূপরহিত লালগুণের প্রতিবিম্ব মানা যাইতে পারে ; কিন্তু রূপরহিত অবিদ্যাংশ অন্তঃকরণে রূপরহিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অস্বীকার্য্য। কেননা, উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে, রূপযুক্ত বস্তুতেই প্রতিবিম্ব সম্ভব। ইহার সমাধান এই—উক্ত নিয়ম ব্যভিচারী, যেহেতু নীলাদিরূপযুক্ত অস্বচ্ছ ঘটাদি বস্তুতে প্রতিবিম্ব অসম্ভব, বরং কাচাদি স্বচ্ছ বস্তুতে প্রতিবিম্বধারণ সম্ভব বলিয়া নিয়ম হইতে পারে—স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্ব ধারণ করে। এইহেতু এইরূপ 'অনুমান' হইতে পারে—স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য,—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা স্বচ্ছ (হেতু), যেমন কাচাদি (উদাহরণ)। এই অনুমান স্বচ্ছ বস্তুর প্রতিবিম্বযুক্ততার সাধক, কেননা, যাহা যাহা স্বচ্ছ, তাহা তাহা প্রতিবিম্ববান্—এইরূপ ব্যাপ্তি ব্যভিচারশূন্য। আর যাহা যাহা রূপবান্ তাহা তাহা প্রতিবিম্ববান্, এইরূপ ব্যাপ্তি নীলাদিরূপবান্ ঘটাদিতে ব্যভিচারদুষ্ট বলিয়া, 'রূপযুক্ত বস্তু প্রতিবিম্ববান্ হইবার যোগ্য'—(প্রতিজ্ঞা), রূপবান্ বলিয়া—(হেতু),—এইরূপ অনুমান রূপযুক্ত বস্তুতে প্রতিবিম্বের সাধক হইতে পারে না। অবিদ্যাংশরূপ অন্তঃকরণ রূপরহিত হইলেও, সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছ, এইহেতু চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত। তৎসাধক অনুমান হইবে—'অবিদ্যাংশরূপ অন্তঃকরণ চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য'—(প্রতিজ্ঞা), 'যেহেতু তাহা স্বচ্ছ'—(হেতু), যেমন দর্পণ (উদাহরণ)।

অন্তঃকরণের চৈতন্যচ্ছায়াধারণ শ্রুতিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহা লইয়া তর্কোত্থাপন অবিধেয় ; কেননা, দৃষ্ট কল্পনারূপ যুক্তি পুরুষবুদ্ধিকল্পিত বলিয়া শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে প্রযুক্ত হইবার অযোগ্য। স্বর্গাদির অস্তিত্বে দৃষ্ট কল্পনা না চলিলেও স্বর্গাদি শ্রুত্যুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর চিচ্ছায়া বা চিদাভাস সম্বন্ধে স্পষ্ট শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[জীবেশাবাভাসেন করোতি—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়, কণ্ডিকা ৯]—(মায়া) আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন। [ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি - কঠ উ, ৩।১]—ব্রহ্মবিদ্‌গণ জীব ও পরমাত্মাকে প্রতিবিম্ব ও সূর্য্যের ন্যায় বিলক্ষণ বর্ণন করেন। [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—বৃহদা উ, ২।৫।১৯]—প্রতি উপাধিতে প্রতিবিম্বরূপ ধারণ করিলেন. [এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ —ব্রহ্মবিন্দু উ, ১২]—একই ভূতাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় একই রূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হয়। ২৩

২। জীব ও কূটস্থের অন্যোন্যাধ্যাস।

ভাল, জীব হইতে ভিন্ন কূটস্থ যদি থাকেন, তবে তাঁহার প্রতীতি হয় না কেন ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—জীবদ্বারা তিনি তিরোহিত হ'ন বলিয়া সেই কূটস্থের প্রতীতি হয় না। ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ক) জীব ও কূটস্থের অন্যোন্যাধ্যাসের স্বরূপ।

জলব্যোম্না ঘটাকাশো যথা সর্ব্বস্তিরোহিতঃ।
তথা জীবেন কূটস্থঃ সোঽন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে ॥২৪

অন্বয়—যথা জলব্যোম্না ঘটাকাশঃ সর্ব্বঃ তিরোহিতঃ (ভবতি) তথা জীবেন কূটস্থঃ (তিরোহিতঃ)। সঃ অন্যোন্যাধ্যাসঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—(কূটস্থ চৈতন্য সংসাররূপ উপাধিবর্জ্জিত এবং জীবচৈতন্য সংসাররূপ উপাধিবিশিষ্ট, এইরূপে তদুভয় পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও) যেমন জলাকাশ দ্বারা ঘটাকাশ তিরোহিত অর্থাৎ সমাবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবদ্বারা (জীবের অজ্ঞানপ্রাবল্যবশতঃ) কূটস্থ সমাবৃত থাকেন, প্রতীত হন না। জীবদ্বারা কূটস্থের সেই তিরোধান "শারীরক-ভাষ্য" প্রভৃতি গ্রন্থে "অন্যোন্যাধ্যাস" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, এই জীবদ্বারা অর্থাৎ চিদাভাসদ্বারা কূটস্থের সমাবরণ ত' কোনও শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সেই তিরোভাব বা সমাবরণ 'অধ্যাস' ('অন্যোন্যাধ্যাস') শব্দে কথিত হইয়াছে বলিয়া, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। "উচ্যতে"—কথিত হইয়াছে, 'শারীরক-ভাষ্যাদি শাস্ত্রে' এইরূপ পদ যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে (খ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ২৪

(শঙ্কা) ভাল, যদি জীবদ্বারা কূটস্থের এই সমাবরণই অধ্যাস হয়, তবে সেই অধ্যাসের কারণরূপ অবিদ্যা কি প্রকার, তাহা বলিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সংসারাবস্থায় জীব ও কূটস্থ এই দুইয়ের ভেদ যে প্রতীত হয় না, সেই অপ্রতীতিই অবিদ্যা :—

(খ) অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা।

অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্তি কদাচন।
অনাদিরবিবেকোঽয়ং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম্॥ ২৫

অন্বয়—অয়ম্ জীবঃ কদাচন কূটস্থম্ ন বিবিনক্তি, অয়ম্ অনাদিঃ অবিবেকঃ মূলাবিদ্যা ইতি গম্যতাম্।

অনুবাদ—এই জীব কখনই কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ বিচার করিতে পারে না অর্থাৎ আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারে না। এই যে অনাদিকালের অবিবেক অর্থাৎ কার্য্যরূপ অজ্ঞান, তাহা মূলাবিদ্যা, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

টীকা—কার্য্যরূপ অবিদ্যা ও কারণরূপ অবিদ্যা এই দুইটি বুঝিবার জন্য কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। বিচার করিলে যাহা থাকে না এইরূপ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট, অনাদি ভাবরূপ (Positive) যে পদার্থ (অর্থাৎ বিদ্যার অভাবরূপ Negative পদার্থ নহে), তাহাকেই অবিদ্যা বলে। সেই অবিদ্যা মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যাহা শুদ্ধচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে, তাহা মূলাবিদ্যা। যাহা ঘটাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে অর্থাৎ যাহা রজ্জু প্রভৃতিতে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতির উপাদানকারণ, তাহাকে তূলাবিদ্যা কহে। সেই মূলাবিদ্যা আবার কার্য্য ও কারণভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া গ্রহণরূপ যে প্রতীতি, তাহাই কার্য্যরূপ অবিদ্যা। আর আবরণ ও

বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট অনাদি ভাবরূপ যে অবিদ্যা, যাহা উক্তরূপ প্রতীতির কারণ, তাহাই কারণরূপ অবিদ্যা। সেই কার্য্যরূপ অবিদ্যা আবার চারি প্রকার, যথা (১) দেহাদিরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্ম-বুদ্ধি, (২) আকাশাদিরূপ অনিত্যবস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, (৩) ধনাদিরূপ দুঃখকর বস্তুতে সুখবুদ্ধি, (৪) এবং প্রিয়জনের দেহসংসর্গাদিরূপ অশুচি বস্তুতে শুচিবুদ্ধি। পাতঞ্জল দর্শনে যে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি "ক্লেশ" উক্ত হইয়াছে, (সাধনপাদ, সূত্র ৩, "যোগমণিপ্রভা" ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে শেষোক্ত চারিটি কার্য্যরূপ অবিদ্যারই অন্তর্গত। বুদ্ধি ও আত্মার একতাপ্রতীতির নাম অস্মিতা ; তাহাই সামান্যাহঙ্কার নামে পরিচিত। অনুকূলতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার নাম রাগ; প্রতিকূলতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার নাম দ্বেষ ; মরণভয়ে শরীর-রক্ষার যে আগ্রহ, তাহার নাম অভিনিবেশ। প্রথম ক্লেশরূপ অবিদ্যা মূলাবিদ্যা হইলেও তাহা অপর চারিটির কারণ বলিয়া, সেই কার্য্যরূপ অবিদ্যায় বর্ত্তমান। এই শ্লোকে যে মূলাবিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকার দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) অনর্থের হেতু বলিয়া, তাহাকে কার্য্যাবিদ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৫

২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে "জীবে"র উল্লেখ হইয়াছে, সেই জীব অবিদ্যাকল্পিত—ইহা বুঝাইবার জন্য অবিদ্যার বিভাগ করিতেছেন :—

(গ) অবিদ্যার দুইবিভাগ (আবরণ ও বিক্ষেপ ; আবরণের স্বরূপ।)

বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাং দ্বিধাবিদ্যা ব্যবস্থিতা।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ ॥২৬

অন্বয়—বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাম্ অবিদ্যা দ্বিধা ব্যবস্থিতা ; কূটস্থঃ 'ন ভাতি' 'ন অস্তি' ইতি আপাদনম্ আবৃতিঃ।

অনুবাদ—বিক্ষেপশক্তি অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি—'শোক'-রূপ (অকৃতার্থবুদ্ধিরূপ) সংসারসহিত দেহাদি প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, যদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি এবং আবরণ-শক্তি এই উভয়রূপে অবিদ্যা বিদ্যমান ; তন্মধ্যে যে শক্তি, 'নিত্যপ্রকাশ কূটস্থচৈতন্য প্রকাশিত হইতেছে না', 'সেই কূটস্থ চৈতন্য নাই'—এইরূপ ব্যবহারের হেতু, তাহাকে আবরণশক্তি বলে।

টীকা—উক্ত উভয় শক্তির মধ্যে আবরণশক্তি বিক্ষেপশক্তির কারণ বলিয়া অগ্রগণ্য অর্থাৎ প্রথমে উল্লেখযোগ্য—এইহেতু প্রথমেই আবরণশক্তির নির্দ্দেশ করিতেছেন। কূটস্থ—"ন ভাতি" প্রকাশিত হইতেছে না, "নাস্তি"—তাহা নাই—এই প্রকার ব্যবহারের হেতুকে আবরণশক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, সেই অবিদ্যা ও সেই অবিদ্যাজনিত আবরণ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তদ্বিষয়ে লোকের অনুভবই প্রমাণ।

(ঘ) অবিদ্যা ও অবিদ্যা-কৃত আবরণের অস্তিত্বে বিদ্বদনুভবই প্রমাণ।

অজ্ঞানী বিদুষা পৃষ্টঃ কূটস্থং ন প্রবুধ্যতে।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধ্বা বদত্যপি॥ ২৭

অন্বয়—(ত্বম্ কূটস্থম্ বেৎসি ইতি) বিদুষা পৃষ্টঃ (অসৌ) অজ্ঞানী কূটস্থম্ ন প্রবুধ্যতে (বুধ্‌ধাতু দিবাদি আত্মনেপদী কর্তৃবাচ্যে) ; কূটস্থঃ ন ভাতি, ন অস্তি ইতি বুদ্ধা বদতি অপি।

অনুবাদ—কোনও জ্ঞানী পুরুষ, কোনও অজ্ঞানীকে 'তুমি কি কূটস্থকে জান ?' এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, সে 'আমি কূটস্থচৈতন্য জানি না, কূটস্থচৈতন্য আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না, কূটস্থচৈতন্য বলিয়া কোনও পদার্থ নাই'—এইরূপ অনুভব করে এবং বলিয়াও থাকে।

টীকা—"বিদুষা পৃষ্টঃ"—'তুমি কূটস্থকে জান কি ?' এইরূপে কোনও জ্ঞানিকর্তৃক প্রশ্ন করা হইলে, (অসৌ) "অজ্ঞানী"—কোন অজ্ঞানী পুরুষ, "কূটস্থম্ ন প্রবুধ্যতে"—কূটস্থকে জানে না অর্থাৎ 'আমি জানি না,' এইরূপে অজ্ঞানকে অনুভব করিয়া বলে। ইহাই অজ্ঞানের অনুভব। সে কেবল যে অজ্ঞানের অনুভবের কথাই বলিয়া থাকে, এরূপ নহে, কিন্তু "কূটস্থঃ ন ভাতি ন অস্তি ইতি বুদ্ধা"—'কূটস্থ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই এবং (আমার বুদ্ধিতে) কূটস্থ প্রকাশ পায় না' এইরূপে কূটস্থের অভাব ও অভান বা অপ্রতীতিকে অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই আবরণের অনুভব। এইহেতু অবিদ্যা ও আবরণ এই উভয় বিষয়েই অনুভবরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। ২৭

(শঙ্কা) ভাল, আপনার (বেদান্ত-মতে) আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ আত্মায় ত' অবিদ্যা থাকিতে পারে না, কেননা, তেজ বা সূর্য্য এবং অন্ধকার যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে না, সেইপ্রকার আত্মা ও অবিদ্যার মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। আবার অবিদ্যার অভাবে, আত্মায় অবিদ্যাকৃত আবরণ, অনেক চেষ্টা করিলেও কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; আবার সেই আবরণের অভাবে আবরণজনিত বিক্ষেপরূপ সংসার অসম্ভব হইয়া পড়ে ; আবার সেই বিক্ষেপ না থাকিলে, জ্ঞানবিনাশ্য অনর্থের অভাব হয় ; তাহা হইলে জ্ঞান ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার সেই জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন হইলে জ্ঞানপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত লোকানুভবই এইরূপ শঙ্কার বাধক। এই কথাই বলিতেছেন :—

স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।
ইত্যাদি তর্কজালানি স্বানুভূতিগ্রসত্যসৌ ॥ ২৮

অন্বয়—স্বপ্রকাশে অবিদ্যা কুতঃ (আগচ্ছেৎ) ; তাম্ (অবিদ্যাম্) বিনা আবৃতিঃ কথম্ (স্যাৎ) ইত্যাদি তর্কজালানি অসৌ স্বানুভূতিঃ গ্রসতি।

অনুবাদ—যদি কাহারও মনে এইরূপ তর্ক বা আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, স্বপ্রকাশ আত্মায় অবিদ্যা কোথা হইতে আসিবে ? (সূর্য্যে ত' অন্ধকার থাকিতে পারে না) আর, অবিদ্যা যদি না থাকে, তবে আবরণ কি প্রকারে ঘটিবে ?

ইত্যাদি প্রকারের তর্কসমূহকে (২৭শ শ্লোকবর্ণিত) নিজ অনুভবই নিবারণ করিবে। কেননা, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, কোন তর্কই তাহার বাধা ঘটাইতে পারে না।

টীকা—'ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নম্'—যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে তদ্বিষয়ে অনুপপত্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা আসিতেই পারে না—এই নীতিই এই ২৮শ শ্লোকে অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য ও অবিদ্যা এতদুভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবতা ও বিনাভাবের প্রতিপাদনের জন্য যে তেজ বা সূর্য্যের এবং অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, সেই দৃষ্টান্তটি বস্তুতঃ একদেশী, সার্ব্বভৌমিক নহে। আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে সপ্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য দহ্যমান ধাতব পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ অগ্নিরই এক বিশেষ রূপ। সেইহেতু 'সূর্য্য'শব্দে অগ্নিকেই বুঝিতে হয়; কিন্তু অগ্নির দুইটি রূপ—বিশেষ ও সামান্য। এই দুইটি যথাক্রমে প্রজ্বলিত ও অপ্রজ্বালিত ইন্ধনে দৃষ্ট হয়। প্রজ্বলিত ইন্ধনের বা অগ্নির বিশেষরূপ, অন্ধকারের বাধক হইতে পারে বটে; সেইরূপ বৃত্ত্যারূঢ় বিশেষ চৈতন্যও অজ্ঞানের বাধক হইতে পারে; কিন্তু অগ্নির সামান্যরূপ যাহা ঘর্ষণাদির দ্বারা বিশেষভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্ধকারের বাধক নহে; অর্থাৎ অপ্রজ্বালিত ইন্ধন ও অন্ধকার যেমন অবিরোধে থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় প্রকাশমান সামান্য চৈতন্য ও অজ্ঞান অবিরোধে থাকিতে পারে। এই কারণে প্রত্যক্ষানুভবের সাহায্যে তর্কজাল নিবর্ত্তিত হইল। ২৮

(শঙ্কা) ভাল, ২৮শ শ্লোকোক্ত তর্কের সহিত ২৭শ শ্লোকোক্ত অনুভবের বিরোধ হওয়ায়, উক্ত অনুভব আভাসমাত্র অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব তদ্দ্বারা কোনও তত্ত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, যদি অনুভবের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল তর্ককেই তত্ত্বনির্ণায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কোন স্থলেই তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে না, কেননা, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইত্যাদি সূত্র (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১) রহিয়াছে—তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না—স্থির থাকে না; সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা-দোষ আছে। এই কথাই বলিতেছেন:—

(৫) অনুভববিরুদ্ধ তর্ক আদরণীয় নহে।

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

অন্বয়—স্বানুভূতৌ অবিশ্বাসে তর্কস্য অপি অনবস্থিতেঃ, তার্কিকম্মন্যঃ তত্ত্বনিশ্চয়ম্ কথম্ বা আপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ ও টীকা—স্বপ্নাদির ন্যায় ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া, যদি নিজের অনুভূতির উপর বিশ্বাসস্থাপন করা না যায়, তাহা হইলে, পক্ষান্তরে, তর্কও অপ্রতিষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া, যিনি আপনাকে তার্কিক মনে করেন—তর্ক ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয়ের উপায়ান্তর নাই, মনে করেন, তিনি কি প্রকারে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় করিবেন? ২৯

(শঙ্কা) অনুভূতির দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হয় বটে, কিন্তু অনুভূতির বিষয় যে সম্ভাবিত, তাহা জানিবার জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক—মানা যাইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার

উত্তরে বলিতেছেন, তর্ক অনুভবানুসারী হইলেই আদরণীয়,—অনুভববিরুদ্ধ হইলে পরিত্যাজ্য। এই কথাই বলিতেছেন :—

(চ) অনুভবের অনুসারী তর্কই আদরণীয়।

বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্॥ ৩০

অন্বয়—বুদ্ধ্যারোহায় তর্কঃ অপেক্ষ্যেত চেৎ, তথা সতি স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাম্ মা কুতর্ক্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—কোনও অর্থ সম্ভাবিত বলিয়া বুদ্ধিতে ধারণা করাইবার জন্য তর্কের অপেক্ষা আছে, যদি এইরূপ বল, তবে স্বীয় অনুভূতির অনুসরণ করিয়া অনুকূল তর্ক কর, কুতর্ক করিও না ; (কুতর্কে অনিষ্টসম্ভাবনা)। ৩০

(শঙ্কা) ভাল, সেই অনুভবটি কি প্রকার, যাহার অনুসরণ করিলে তর্ক আদরণীয় হইবে ? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া (২৭শ শ্লোকে) বর্ণিত যে অনুভব অবিদ্যা ও আবরণকে নিজ বিষয় করে, সেই অনুভবের কথা স্মরণ করাইতেছেন :—

(ছ) অবিদ্যাবিষয়ক অনুভব স্মরণ করাইয়া ফলিতার্থের উল্লেখ।

স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা।
অতঃ কূটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্॥ ৩১

অন্বয়—স্বানুভূতিঃ অবিদ্যায়াম্ আবৃতৌ চ প্রদর্শিতা, অতঃ কূটস্থচৈতন্যম্ অবিরোধি ইতি তর্ক্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—অবিদ্যা ও আবরণবিষয়ক নিজানুভব পূর্ব্বে (২৭শ শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে ; তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, কূটস্থচৈতন্যের সহিত অবিদ্যা ও আবরণের বিরোধ নাই—এইরূপেই তর্ক করা আবশ্যক।৩১

সেই অনুভবের অনুসারী তর্ককে আকার দিয়া দেখাইতেছেন :—

(জ) ৩০শ শ্লোকোক্ত তর্কের স্বরূপ ও অবিদ্যার বিরোধী বিচার।

তচ্চেদ্বিরোধি কেনেয়মাবৃতির্হ্যনুভূয়তাম্।
বিবেকস্তু বিরোধ্যস্যাস্তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্॥ ৩২

অন্বয়—তৎ বিরোধি চেৎ, ইয়ম্ আবৃতিঃ কেন হি অনুভূয়তাম্? বিবেকঃ তু অস্যাঃ বিরোধী, তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি (অবিদ্যা ও অবিদ্যার আবরণশক্তির প্রকাশক কূটস্থ-) চৈতন্যকে (তদুভয়ের) বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর, তবে এই আবরণকে কি প্রকারে অনুভব করিবে (ও করিলে)? অতএব তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেই বিবেক যে অবিদ্যার বিরোধী, তাহা দেখিয়া লও।

টীকা—যাহার দ্বারা অবিদ্যা ও আবরণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই চৈতন্যকে তদুভয়ের বিরোধী বলিয়া মানিলে, 'কূটস্থ আমি জানি না'—এই আকারের অবিদ্যার প্রতীতি হইতে পারে না; আর সেইরূপ প্রতীতি হয়, দেখা যাইতেছে; এইহেতু কূটস্থ অবিদ্যার বিরোধী নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে সেই অবিদ্যার বিরোধী কে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"বিবেকঃ"—উপনিষদ্বিচারজনিত জ্ঞান, "অস্যাঃ বিরোধী"—এই অবিদ্যার নাশক। ভাল, বিবেক যে অবিদ্যার নাশক, তাহা কোথায় দেখা যায়? এইহেতু বলিতেছেন—"তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্"—যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ৩২

এই প্রকারে অবিদ্যা ও আবরণ সপ্রমাণ করিয়া বিক্ষেপের অধ্যাস বর্ণন করিতেছেন :—

(ঝ) শুক্তিদৃষ্টান্তদ্বারা বিক্ষেপাধ্যাসের স্বরূপ-বর্ণন।

অবিদ্যাবৃতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ।
শুক্তৌ রূপ্যবদধ্যস্তা বিক্ষেপাধ্যাস এব হি ॥৩৩

অন্বয়—অবিদ্যাবৃতকূটস্থে শুক্তৌ রূপ্যবৎ অধ্যস্তা দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ হি বিক্ষেপাধ্যাসঃ এব।

অনুবাদ—যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাস হয়, সেইরূপ অবিদ্যার আবরণ-শক্তির দ্বারা আবৃত কূটস্থচৈতন্যে অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের সহিত যে চিদাভাসের অধ্যাস, তাহাই বিক্ষেপাধ্যাস।

টীকা—"অবিদ্যাবৃতকূটস্থে"—পূর্ব্বে ২১শ শ্লোকে যে অবিদ্যা ও আবরণ বর্ণিত হইয়াছে সেই অবিদ্যা ও আবরণযুক্ত কূটস্থে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মায়, "অধ্যস্তা দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ"—আরোপিত স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরসহিত যে চিদাভাস, "হি বিক্ষেপাধ্যাসঃ এব"—তাহারই নাম বিক্ষেপাধ্যাস, ইহাই অর্থ।৩৩

এই বিক্ষেপের অধ্যাসরূপতা বা ভ্রান্তি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শুক্তিরজতের অধ্যাসের সহিত তুল্যতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঞ) বিক্ষেপাধ্যাসের, শুক্তিগত অধ্যাসের সহিত সাদৃশ্য - সামান্যাংশের প্রতীতি।

ইদমংশশ্চ সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।
স্বয়ন্ত্বং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেঽন্যগম্ ॥৩৪

অন্বয়—ইদমংশঃ সত্যত্বম্ চ শুক্তিগম্ (ইতি দ্বয়ম্) রূপ্যে ঈক্ষ্যতে। এবম্ অন্যগম্ স্বয়ত্বম্ বস্তুতা চ বিক্ষেপে বীক্ষ্যতে।

অনুবাদ—যেস্থলে শুক্তিকায় রজতভ্রম হয়, সেই স্থলে শুক্তিকাগত ইদমংশ—'এই-একটা-কিছু' এইরূপ ব্যবহার এবং সত্যবস্তু বলিয়া ব্যবহার রজতেও দেখা যায়; এইরূপ কূটস্থগত স্বয়ংরূপতা-ব্যবহার এবং সত্যবস্তু বলিয়া ব্যবহার অধ্যস্ত-বিক্ষেপেও দেখা যায়।

টীকা—"ইদমংশঃ সত্যত্বম্ চ শুক্তিগম্" (ইতি দ্বয়ম্)—শুক্তিকার যে 'এই-একটা-কিছু' বলিয়া

ব্যবহার অর্থাৎ সম্মুখদেশবর্ত্তিতা ও বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধতা এবং বাধের অযোগ্যতা অর্থাৎ সত্যরূপতা, "রূপ্যে ঈক্ষ্যতে"—আরোপিত রৌপ্যেও দেখা যায় ; "এবম্"—এইরূপ, "অনুগম্ স্বয়ন্ত্বম্ বস্তুতা চ"—অনুগত অর্থাৎ কূটস্থে স্থিত স্বয়ংরূপতা ও বাস্তবতা, "বিক্ষেপে বীক্ষ্যতে"—আরোপিত চিদাভাসেও দৃষ্ট হয়, ইহাই অর্থ। ভ্রান্তির সহিত যাহার প্রতীতি হয় এবং যাহার প্রতীতি না হইলে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না, সেইটুকুই অধিষ্ঠান (বা আধার) এবং অধ্যস্তের সামান্যাংশ। দৃষ্টান্তস্থিত 'ইদমংশ' অর্থাৎ সম্মুখবর্ত্তী এই-একটা-কিছু-রূপতা এবং বাধের অযোগ্যতা বা সত্যতা এবং সিদ্ধান্তস্থিত স্বয়ংরূপতা ও বাস্তবতা—এই দুইটিই উভয়ের সামান্যাংশ—দুইয়ের মধ্যে সাধারণ। যাহা ভ্রান্তিকালে প্রতীত হয় না কিন্তু যাহার প্রতীতি হইলে ভ্রান্তি দূর হয়, তাহাই বিশেষাংশ; তাহাকে অধিষ্ঠানও বলে। দৃষ্টান্ত শুক্তিকায় এই বিশেষাংশ হইতেছে নীলপৃষ্ঠতা, ত্রিকোণতা, শুক্তিত্ব প্রভৃতি এবং সিদ্ধান্তরূপ কূটস্থে তাহা চেতনতা, অসঙ্গতা, আনন্দতা, অদ্বয়তা, প্রভৃতি। ৩৪

শুক্তি ও কূটস্থ এই দুই স্থলে সামান্যাংশের প্রতীতির তুল্যতা দেখাইয়া বিশেষাংশের অপ্রতীতির তুল্যতা দেখাইতেছেন :—

(ট) বিশেষাংশের অপ্রতীতি লইয়াই বিক্ষেপাধ্যাস ও শুক্তিগত রজতাধ্যাসের তুল্যতা।

নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্।
অসঙ্গানন্দতাদ্যেবং কূটস্থেঽপি তিরোহিতম্ ॥ ৩৫

অন্বয়—নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বম্ যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্ এবম্ কূটস্থে অপি অসঙ্গানন্দতাদি তিরোহিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—আর শুক্তিকায় রজতভ্রমের কালে যেমন শুক্তিকার নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ ও ত্রিকোণতা তিরোহিত থাকে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যেরও অসঙ্গতা আনন্দতা প্রভৃতি তিরোহিত থাকে। ৩৫

অপর এক তুল্যতা দেখাইতেছেন :—

(ঠ) বিক্ষেপাধ্যাস ও শুক্তিগত রজতাধ্যাস এতদুভয়ের নামকল্পনা লইয়া তুল্যতা।

আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা।
কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬

অন্বয়—দৃষ্টান্তে আরোপিতস্য রূপ্যম্ নাম যথা, তথা কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনাম অহম্ ইতি নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—শুক্তিকার দৃষ্টান্তে আরোপিত বুদ্ধির নাম রজত ; সেইরূপ কূটস্থে অধ্যস্ত বিক্ষেপের নাম অহম্ বা আমি, এই নিশ্চয় হয়।

টীকা—দৃষ্টান্ত শুক্তিতে আরোপিত পদার্থের যেরূপ 'রজত' এই নাম হয়, সেইরূপ দার্ষ্টান্তে কূটস্থে কল্পিত (৩৩শ শ্লোকে বর্ণিত) চিদাভাসরূপ বিক্ষেপের 'অহম্' বা 'আমি' এই নাম হয়, ইহাই তাৎপর্য। ৩৬

(শঙ্কা) ভাল, দৃষ্টান্তে সম্মুখবর্ত্তী দেশে অবস্থিত শুক্তিকাখণ্ডের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ঘটিলে পর, 'ইহা রজত' এই প্রকারে, সেই শুক্তিকা হইতে ভিন্ন রজতের যে অভিমান 'রজত

দেখিয়াছি' এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা যেন বুঝা গেল ; সেইরূপ, দার্ষ্টান্তিক যে কূটস্থ আত্মা, তাহাতে ত' আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুর অভিমান বুঝা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতেছেন—এই দার্ষ্টান্তরূপ চিদাত্মা স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান হইতে থাকিলে, সেই কূটস্থ হইতে ভিন্ন 'অহম্' বা 'আমি'র অভিমান অনুভূত হয়, এইহেতু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের মধ্যে বৈষম্য নাই—এই কথাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

(ড) সিদ্ধান্তের কূটস্থ সামান্য ও বিশেষাংশের ভেদের অপ্রতীতির শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ইদমংশং স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যমিত্যভিমন্যতে।
তথা স্বঞ্চ স্বতঃ পশ্যন্নহমিত্যভিমন্যতে ॥ ৩৭

অন্বয়—ইদমংশম্ স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যম্ ইতি অভিমন্যতে ; তথা স্বম্ চ স্বতঃ পশ্যন্ অহম্ ইতি অভিমন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন লোকে ইদমংশকে—এই-একটা-কিছুকে—তাহার নিজরূপে দেখিয়াও তাহাকে রজত মনে করে, সেইরূপ কূটস্থ চিদাত্মাকে নিজরূপে অনুভব করিয়াও, 'আমি' এইরূপ মনে করে। ৩৭

৩। 'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দের অর্থের অভেদসহিত কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ।

(শঙ্কা) ভাল, 'স্বয়ম্' শব্দ এবং 'অহম্' শব্দ এই দুইটির অর্থ একই হওয়াতে (অর্থাৎ তদুভয়ের মধ্যে শুক্তি ও রজতের মত ভেদ না থাকায়), দৃষ্টান্ত শুক্তি ও দার্ষ্টান্তিক আত্মার সমতা কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান)—'ইদম্' শব্দ যেমন সামান্যরূপের অভিব্যঞ্জক এবং 'রূপ্য'শব্দ বিশেষরূপের অভিব্যঞ্জক, সেইরূপ 'স্বয়ং' শব্দ সামান্যরূপের অভিব্যঞ্জক এবং 'অহম্' শব্দ বিশেষরূপের অভিব্যঞ্জক বলিয়া দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা ঘটিতেছে ; এইহেতু 'দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের কি প্রকারে সমতা ঘটিবে ?' এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) 'স্বয়ং' শব্দের এবং 'অহং' শব্দের অর্থভেদ-বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নে স্বত্বাহন্তে তথেষ্যতাম্।
সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ উভয়ত্রাপি গম্যতে ॥ ৩৮

অন্বয়—ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নে, তথা স্বত্বাহন্তে ইষ্যতাম্ ; সামান্যম্ বিশেষশ্চ উভয়ত্র অপি গম্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—ভ্রমদৃষ্টান্তে, শুক্তিকার ইদং-ভাব যেমন সামান্যরূপ এবং রজতভাব বিশেষরূপ বলিয়া ভিন্ন, সেইরূপ দার্ষ্টান্ত কূটস্থচৈতন্যে স্বয়ংভাব সামান্যরূপ এবং অহং ভাব বিশেষরূপ ; এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এই উভয় স্থলেই সামান্য ও বিশেষভাব লইয়া দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা বুঝিতে হইবে। ৩৮

স্বয়ং-শব্দের অর্থ সামান্যরূপতা এই অর্থটি পরিস্ফুট করিবার জন্য, প্রথমে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার দেখাইতেছেন :—

(খ) স্বয়ং-শব্দের অর্থ সামান্তরূপতা, লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয়।

দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎ ত্বং বীক্ষস্ব স্বয়ং তথা।
অহং স্বয়ং ন শক্নোমীত্যেবং লোকে প্রযুজ্যতে॥৩৯

অন্বয়—'দেবদত্তঃ স্বয়ম্ গচ্ছেৎ' তথা 'ত্বম্ স্বয়ম্ বীক্ষস্ব', 'অহম্ স্বয়ম্ ন শক্নোমি' ইতি এবম্ লোকে প্রযুজ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—দেবদত্ত অর্থাৎ অমুক পুরুষ স্বয়ং অর্থাৎ নিজে যাইতেছে; সেইরূপ 'তুমি স্বয়ং (নিজে) দেখ'; 'আমি স্বয়ং সমর্থ নহি'—লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ প্রয়োগ হয়। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ প্রয়োগ হয়, মানিলাম; ইহার দ্বারা 'স্বয়ম্' শব্দের সামান্তরূপতা-অর্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'ইদম্' শব্দের অর্থের ন্যায় 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ সামান্তরূপতা হইবে—ইহাই বলিতেছেন:—

(গ) 'স্বয়ম্' শব্দের 'সামান্ত-রূপতা'-অর্থের সিদ্ধির জন্য 'ইদম্'-শব্দের অর্থরূপ উদাহরণদ্বারা সিদ্ধি।

ইদং রূপ্যমিদং বস্ত্রমিতি যদ্বদিদন্তথা।
অসৌ ত্বমহমিত্যেষু স্বয়মিত্যভিমন্যতে॥ ৪০

অন্বয়—'ইদম্ রূপ্যম্', 'ইদম্ বস্ত্রম্' ইতি যদ্বৎ, ইদম্ তথা অসৌ, ত্বম্, অহম্ ইতি এষু স্বয়ম্ ইতি অভিমন্যতে।

অনুবাদ—'ইহা রজত' 'ইহা বস্ত্র'—এই সকল স্থলে যে প্রকার ইদম্ (=ইহা) শব্দের প্রয়োগ বা সংসর্গ, ঐ তুমি, আমি ইত্যাদি সকল স্থলে স্বয়ম্ শব্দের সংসর্গও তদ্রূপ।

টীকা—যেমন রজত, বস্ত্র প্রভৃতি সকল স্থলেই 'ইদম্' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে বলিয়া 'ইদম্' শব্দের অর্থ 'সামান্তরূপতা,' সেইরূপ ঐ তুমি, আমি, ইত্যাদি সকল স্থলেই 'স্বয়ম্' শব্দের সংসর্গ আছে বলিয়া সেই 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ 'সামান্তরূপতা' বুঝা যায়—ইহাই অর্থ। অভিপ্রায় এই—লৌহ ও অগ্নির ন্যায় আত্মার অনাত্মার এবং অনাত্মার আত্মার, যে অধ্যাস তাহাকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে। বুদ্ধিস্থ চিদাভাসরূপ অনাত্মবস্তুতে কূটস্থরূপ আত্মবস্তুর অধ্যাস অন্যোন্যাধ্যাস; কেননা, অনাত্মচিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধি, কূটস্থ আত্মরূপ অধিষ্ঠানে আরোপিত হইয়া অবস্থিত; আর চিদাভাস বিশিষ্ট বুদ্ধিকে লইয়াই 'অহম্' প্রতীতি এবং কূটস্থচৈতন্যকে লইয়াই 'স্বয়ম্' প্রতীতি। পূর্বগত শ্লোকে বলা হইয়াছে 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ সকল প্রতীতিতেই অনুস্যূত (অনুগত), আর 'অহম্' 'ত্বম্' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ব্যভিচারী। 'স্বয়ম্' শব্দের 'কূটস্থ'-অর্থ সকল বস্তুতেই অনুগত বলিয়া তাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয়; আর 'অহম্' 'ত্বম্' প্রভৃতি শব্দের অর্থ—চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ জীব, ব্যভিচারী (জ্ঞাননিবর্ত্য) বলিয়া তাহাকে অধ্যস্ত বলা হয়। কূটস্থে জীবের যে অধ্যাস তাহা স্বরূপাধ্যাস: কেননা, সেই জীবত্ব, জ্ঞানদ্বারা বাধযোগ্য বস্তু; তাহা নিজস্বরূপে আত্মরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত হইয়াছে। আর জীবে যে কূটস্থের অধ্যাস, তাহা 'কেবল সম্বন্ধাধ্যাস' (কেননা, অনাত্মার যখন

আত্মার অধ্যাস হয় তখন আত্মায় অনাত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়, আত্মার স্বরূপ—আনন্দতা, অসঙ্গতাদি নহে।) কূটস্থ ও জীবের অধ্যাস অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়া অজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞকে পৃথক্ করিতে পারে না কিন্তু কূটস্থ ও চিদাভাস পরস্পর ভিন্ন। ৪০

(শঙ্কা) ভাল, লোকব্যবহারে স্বয়ম্ শব্দ ও অহম্ শব্দের ভেদ যেন মানা গেল, ইহার দ্বারা কূটস্থরূপ আত্মায় কি পাওয়া গেল? এই প্রশ্ন বাদী সিদ্ধান্তীকে করিতেছেন:—

(গ) 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ 'স্ব'-ত্ব বা কূটস্থরূপতা।

অহন্ত্বাদ্ ভিদ্যতাং স্বত্বং কূটস্থে তেন কিং তব।
স্বয়ং-শব্দার্থ এবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেৎ ॥ ৪১

অন্বয়—অহত্বাৎ স্বত্বম্ ভিদ্যতাম্, তেন কূটস্থে তব কিম্ (আয়াতম্)? (উত্তর) স্বয়ম্-শব্দার্থঃ এব এষঃ কূটস্থঃ ইতি মে ভবেৎ।

অনুবাদ—অহং-শব্দের অর্থ হইতে যেন স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল। কিন্তু তদ্দ্বারা কূটস্থচৈতন্যরূপ আত্মত্ববিষয়ে আপনি কি পাইলেন? (উত্তর) যদি জীববাচক অহং-শব্দের এবং স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল, তবে সেই স্বয়ং-শব্দের অর্থই এই কূটস্থ, ইহাই আমার সিদ্ধ হইল।

টীকা—'সামান্য রূপ' যে স্বয়ং-শব্দের অর্থ, তাহাই কূটস্থ—এই প্রকারে এই কূটস্থ সম্বন্ধে আমি ইহাই পাইলাম। ইহা দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে সিদ্ধান্তীর উক্তি। ৪১

(শঙ্কা) ভাল, 'স্বয়ংরূপতা'-রূপ যে ধর্ম, তাহা অন্যত্বনিবারকমাত্র; তাহা কূটস্থ রূপতার বোধক নহে—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন। এবং সিদ্ধান্তী তাহার সমাধান করিতেছেন):—

(ঙ) কূটস্থরূপতা বিষয়ে স্বয়ং-রূপতা লইয়া শঙ্কা ও সমাধান।

অন্যত্ববারকং স্বত্বমিতি চেদন্যবারণম্।
কূটস্থস্যাত্মতাং বক্তুরিষ্টমেব হি তদ্ভবেৎ ॥ ৪২

অন্বয়—অন্যত্ববারকং স্বত্বম্ ইতি চেৎ, কূটস্থস্য আত্মতাম্ বক্তুঃ তৎ অন্যবারণম্ ইষ্টম্ এব হি ভবেৎ।

অনুবাদ—'স্বয়ন্তা' অন্যতারই নিষেধক,—হে বাদিন্, যদি তুমি এইরূপ মনে কর, তাহা হইলে বলি, যিনি কূটস্থকেই আত্মা বলিতে চাহেন, সেই সিদ্ধান্তীর (অর্থাৎ আমার) পক্ষে অন্যের নিষেধ বাঞ্ছিতই হইতেছে।

টীকা—'স্বয়ম্'-শব্দের অর্থ যে কূটস্থ তাহাই আত্মা স্বয়ং নিজেই বলিয়া স্বয়ন্তার দ্বারা অন্যরূপতার যে নিবারণ তাহা আমার (সিদ্ধান্তীর) ইষ্ট বটে—এইরূপে সিদ্ধান্তী শঙ্কার পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—"তাহা হইলে বলি, যিনি" ইত্যাদি। ৪২

(শঙ্কা) ভাল, 'স্বয়ম্'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞকে একার্থক বলা চলে না, যেমন 'গো' শব্দ এবং 'অশ্ব' শব্দকে একার্থক

বলা চলে না। তাহা হইলে কূটস্থার্থক 'স্বয়ং' শব্দে কি প্রকারে আত্মরূপতা বুঝা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) যেমন 'হস্ত' শব্দ ও 'কর' শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সমানার্থক, সেইরূপ 'স্বয়ং' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দের একার্থতা সম্ভব বলিয়া, উক্তরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

(চ) 'স্বয়ং' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত। ফলিতার্থ কথন।

স্বয়মাত্মেতি পর্য্যায়ৌ তেন লোকে তয়োঃ সহ।
প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মত্বং চান্যবারকম্॥ ৪৩

অন্বয়—'স্বয়ম্' 'আত্মা' ইতি পর্য্যায়ৌ, তেন লোকে তয়োঃ সহ প্রয়োগঃ ন অস্তি। অতঃ স্বত্বম্ চ আত্মত্বম্ অন্যবারকম্।

অনুবাদ—'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দ এক পর্য্যায়ভুক্ত (Synonymous) শব্দ; সেই কারণেই লোকসমাজে 'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দের একত্র প্রয়োগ অর্থাৎ উচ্চারণ হয় না। এইহেতু স্বয়ন্তা ও আত্মতা অন্যের নিষেধক।

টীকা—সেই উভয় শব্দ পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ সমানার্থক। ইহা বলিবার হেতু—একত্র প্রয়োগাভাব। ফলিতার্থ বলিতেছেন—"এইহেতু" ইত্যাদি। ৪৩

(শঙ্কা) ভাল, অচেতন অর্থাৎ জড় ঘটাদিবিষয়েও স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, স্বয়ন্তা ও আত্মতা এক হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত লইয়া বাদীর এইরূপ শঙ্কা বলিতেছেন:—

(ছ) ঘটাদি অচেতনপদার্থে স্বয়ং শব্দের প্রয়োগ-হেতু স্বয়ন্তা আত্মতা নহে এই শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতীত্যেবং স্বত্বং ঘটাদিষু।
অচেতনেষু দৃষ্টং চেদ্দৃশ্যতামাত্মসত্ত্বতঃ॥ ৪৪

অন্বয়—ঘটঃ স্বয়ম্ ন জানাতি ইতি এবম্ অচেতনেষু ঘটাদিষু স্বত্বম্ দৃষ্টম্ চেৎ, আত্মসত্ত্বতঃ দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ—'ঘট স্বয়ং' (নিজে) (কিছুই) জানে না—এইরূপে অচেতন ঘটাদি বস্তুতেও স্বয়ন্তার অর্থাৎ স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তবে আত্মসত্তা বশতঃই ঘটাদিতে স্বয়ন্তার প্রয়োগ হয়, বুঝিয়া লও।

টীকা—ঘটাদি অচেতন বস্তুতেও 'ভাতি'-রূপ স্ফুরণদ্বারা আত্মচৈতন্যের সত্তাবশতঃ সেই ঘটাদিতেও স্বয়ংশব্দের প্রয়োগের বাধা হয় না, এই কথাই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"আত্মসত্তা বশতঃই" ইত্যাদি। ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদি বস্তুতেও যদি আত্মচৈতন্য বিদ্যমান, তাহা হইলে চেতনাচেতনরূপ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিভাগ নিদ্ধারণ হইয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) চিদাভাসের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিই সেই চেতনাচেতনরূপ বিভাগের কারণ হওয়ায় উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, এই বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন:—

(ঘ) জড় ও চেতনের ভেদ চিদাভাসেরই কার্য্য।

চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি।
কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫

অন্বয়—চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি, কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতা এব ইতি অবগম্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—চেতন ও অচেতনরূপে ভেদ, কূটস্থ আত্মচৈতন্যজনিত নহে কিন্তু বুদ্ধির অধীন যে আভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তদ্দ্বারাই সঙ্ঘটিত, এইরূপ বুঝিয়া লও। ৪৫

(শঙ্কা) ভাল, চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ, চিদাভাসের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিরূপ কারণদ্বারাই রচিত, ইহা অঙ্গীকার করিলে, অচেতন পদার্থেও আত্মার বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কার (সমাধান-) কল্পে বলিতেছেন—কূটস্থকে চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগের হেতু বলিয়া না মানিলেও, অচেতনের কল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়া কূটস্থকে মানিতে হইবে—এই অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে ঘটাদিও কূটস্থচৈতন্যে কল্পিত :—

(ঙ) কূটস্থে যেমন চিদাভাস কল্পিত, তেমনি ঘটাদিও কল্পিত।

যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥৪৬

অন্বয়—যথা চেতনঃ আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ তথা অচেতনঃ ঘটাদিঃ চ তত্র এব কল্পিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন চেতন আভাস বা জীবচৈতন্য ভ্রান্তিদ্বারা কূটস্থে কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন ঘটাদিও সেই কূটস্থচৈতন্যে কল্পিত। ৪৬

(শঙ্কা) স্বয়ন্তা ও আত্মতা একই হইলে অতিপ্রসক্তি দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ অভিমত বোধের সহিত অনভিমত বোধেরও সম্ভাবনা হয় :—

(চ) স্বয়ন্তা ও আত্মতা একই বস্তু হইলে অতিপ্রসক্তি দোষ হয় বলিয়া শঙ্কা।

তত্ত্বেদন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাদিষু।
সর্ব্বত্রানুগতে তেন তয়োরপ্যাত্মতেতি চেৎ ॥৪৭

অন্বয়—স্বত্বম্ ইব তত্ত্বেদন্তে অপি ত্বংহমাদিষু সর্ব্বত্র অনুগতে, তেন তয়োঃ অপি আত্মতা ইতি চেৎ।

অনুবাদ—(শঙ্কা) যদি বল স্বয়ন্তা যেমন 'তুমি', 'আমি' ইত্যাদি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে, সেইরূপ 'তত্তা' বা সেইরূপতা এবং 'ইদন্তা' বা এইরূপতাও, 'তুমি', 'আমি', ইত্যাদি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইহেতু তত্তা ও ইদন্তা উভয়েরই আত্মস্বরূপতা হইবে।

টীকা—'স্বত্ব' বা স্বয়ন্তা যেমন 'ত্বম্' 'অহম্'—'তুমি', 'আমি', ইত্যাদি সকল স্থলেই অনুগত

(অনুস্যূত), সেইরূপ তত্তা ও ইদন্তা—(সেইরূপতা ও এইরূপতাও) সর্বত্র অনুগত ; সেইহেতু তদুভয়েরও আত্মরূপতা কেন না হইবে ? ইহাই অভিপ্রায়। ৪৭

(সমাধান)—তদুত্তরে বলিতেছেন তত্তা ও ইদন্তা আত্মতা অপেক্ষা অধিকদেশব্যাপী বলিয়া তদুভয় আত্মতা হইতে পারে না :—

(ট) উক্ত অতিপ্রসক্তি-শঙ্কার সমাধান।

তে আত্মত্বেঽপ্যনুগতে তত্ত্বেদন্তে ততস্তয়োঃ।
আত্মত্বং নৈব সম্ভাব্যং সম্যক্ত্বাদের্যথা তথা ॥৪৮

অন্বয়—তে তত্ত্বেদন্তে আত্মত্বে অপি অনুগতে, ততঃ তয়োঃ আত্মত্বম্ সম্ভাব্যম্ ন এব, যথা সম্যক্ত্বাদেঃ তথা।

অনুবাদ—সেই তত্তা ও ইদন্তা যখন আত্মতাতেও অনুস্যূত অর্থাৎ যখন 'সেই আত্মরূপতা', 'এই আত্মরূপতা' এইরূপ ব্যবহার হয় তখন তত্তা ও ইদন্তা কখনই আত্মতা হইতে পারে না, যেমন সম্যক্তা প্রভৃতির (সমীচীনতা, অসমীচীনতা ইত্যাদির) আত্মতা হইতে পারে না, সেইরূপ।

টীকা—তত্তা ও ইদন্তা এই দুইটিও স্বয়ন্তার ন্যায় যদ্যপি 'ত্বম্' 'অহম্' প্রভৃতি বস্তুতে অনুগত, তথাপি সেই 'ত্বম্' ও 'অহম্' ইত্যাদিতে অনুস্যূত যে আত্মতা, তাহাতেও সেই তত্তা ও ইদন্তা অনুগত রহিয়াছে ; কেননা, 'সেই' আত্মতা (বা আত্মরূপতা) এবং 'এই' আত্মতা ইত্যাদিরূপ ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। এইহেতু সেই তত্তা ও ইদন্তা আত্মতাপেক্ষা অধিকতর দেশবর্ত্তী বলিয়া কখনই আত্মতা হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন সম্যক্তা ইত্যাদি" ; 'আত্মতা সম্যক্ অর্থাৎ সমীচীন' এবং 'আত্মতা অসম্যক্ বা অসমীচীন' এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া, আত্মতাতেও সেই সম্যক্-তা ও অসম্যক্-তা অনুগমন করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'তৎ'-তা এবং 'ইদং'-তাও সেইরূপ, ইহাই অর্থ। ৪৮

এইরূপে প্রসঙ্গাগত বিষয়ের উপসংহার করিয়া ফলিতার্থ বুঝাইবার জন্য লোকব্যবহারদ্বারা সিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদ করিতেছেন :—

(ঠ) প্রতিযোগিরূপ লোকব্যবহার-সিদ্ধ অর্থের অনুবাদ।

তত্ত্বেদন্তে স্বতান্যত্বে ত্বন্তাহন্তে পরস্পরম্।
প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৪৯

অন্বয়—তত্ত্বেদন্তে, স্বতান্যত্বে ত্বন্তাহন্তে পরস্পরম্ প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে, (অত্র) সংশয়ঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—তৎ-তা ও ইদন্তা, স্বয়ন্তা ও অন্যতা, ত্বম্-তা ও অহম্-তা ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। অর্থাৎ সেই ও ইহা, স্বয়ং ও অন্য, তুমি ও আমি—ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী

টীকা—'তৎ-তা'র প্রতিযোগী 'ইদন্তা', যেমন 'সেই রহিয়াছে', 'এই রহিয়াছে'—এইরূপ ;

'স্বয়ংতার' প্রতিযোগী 'অন্যতা', যেমন 'স্বয়ং রহিয়াছে' 'অন্য রহিয়াছে' এইরূপ ; এবং 'ত্বন্তা'র প্রতিযোগী 'অহন্তা', যেমন 'তুমি রহিয়াছ', 'আমি রহিয়াছি'—এই প্রকারে লোকসমাজে এই সকল শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে, প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগের পরস্পর প্রতিযোগিরূপতা প্রসিদ্ধ, ইহাই অভিপ্রায়। ৪৯

ভাল, উক্তরূপ লোকব্যবহার আছে, মানিলাম। তদ্দ্বারা আলোচ্য ৩৮ সংখ্যক শ্লোকোক্ত জীব ও কূটস্থের পরস্পর ভেদ সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ড) ফলিতার্থ—জীব ও কূটস্থ পরস্পর ভিন্ন।

অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং কূটস্থ ইষ্যতাম্।
ত্বন্তায়াঃ প্রতিযোগ্যেষোঽহমিত্যাত্মনি কল্পিতঃ ॥৫০

অন্বয়—অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং কূটস্থঃ ইষ্যতাম্, ত্বন্তায়াঃ প্রতিযোগী এষঃ অহম্ ইতি আত্মনি কল্পিতঃ।

অনুবাদ—তাহার মধ্যে, অন্যত্বের প্রতিযোগী ('অন্য' শব্দার্থের বিরোধী) স্বয়ং-শব্দার্থ বলিয়া কূটস্থকে মানিতে হইবে এবং ত্বত্তার 'তুমিরূপতা'র প্রতিযোগী 'এষঃ অহং' শব্দার্থ 'এই আমি'রূপ যে চিদাভাস, তাহা আত্মায় (কূটস্থে) কল্পিত।

টীকা—"অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী"—অন্যত্বের প্রতিরূপিকা—যাহা হইতে ভিন্নতা—সেই দ্বিতীয় পদার্থের স্বরূপ ; তাহাকে "স্বয়ম্ কূটস্থঃ ইষ্যতাম্"—স্বয়ম্-শব্দের অর্থ কূটস্থ বলিয়া মানিতে হইবে। "ত্বং"-তার প্রতিযোগী "এষঃ অহম্ ইতি আত্মনি কল্পিতঃ"—তুমিরূপতার প্রতিরূপক 'এই আমি' ইহা কূটস্থে কল্পিত চিৎপ্রতিবিম্ব, ইহাই অর্থ। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, জীব ও কূটস্থের ভেদ যদি উক্ত প্রকারে (৩৮ হইতে ৫০ শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইল, তাহা হইলে লোকে এই তত্ত্ব কেন বুঝিতে পারে না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঢ) জীব ও কূটস্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও তদুভয়কে এক বলিয়া বুঝিবার কারণ হইতেছে ভ্রম।

অহন্তাস্বত্বয়োর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব।
স্পষ্টেঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে ॥৫১

অন্বয়—রূপ্যতেদন্তয়োঃ ইব অহন্তাস্বত্বয়োঃ ভেদে স্পষ্টে অপি মোহম্ আপন্নাঃ একত্বম্ প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ—(শুক্তি-রজতের ভ্রমস্থলে) রজতত্ব ও 'এই'রূপতা (বা পুরোবর্ত্তী 'একটা-কিছু-রূপতা') যে প্রকার বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, 'অহং'-তা ও 'স্ব'-তার মধ্যে ভেদ সেইরূপ স্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইলেও, মোহপ্রাপ্ত বা ভ্রান্ত জীব তদুভয়কে এক বলিয়া বুঝে।

টীকা—যেহেতু বুদ্ধির সাক্ষী কূটস্থকে বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, সেইহেতু 'অহম্' এই বৃত্তিতে এককালেই জীব বা চিদাভাস এবং কূটস্থ এই উভয়ের যে ভান হয়, জ্ঞানহীন

লোকে ভ্রান্তিবশতঃ তদুভয়কে এক বলিয়া বুঝে অর্থাৎ তদুভয়ের ভেদ বুঝিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু সেই ভেদ এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, চিদাভাস কূটস্থের বিষয় হইয়া প্রতিভাত হয়, আর কূটস্থ বা আত্মা, অহং-বৃত্তির সহিত চিদাভাসকে প্রকাশ করিয়া নিজে স্বয়ংপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, জীব ও কূটস্থকে যে এক বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার কারণ কি ?—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত একতাভ্রান্তির কারণ—অবিদ্যা।

তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র পূর্ব্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ।
অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবর্ত্ততে ॥৫২

অন্বয়—তাদাত্ম্যাধ্যাসঃ এব অত্র পূর্ব্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ, অবিদ্যায়াম্ নিবৃত্তায়াম্ তৎকার্য্যম্ বিনিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—জীব ও কূটস্থের সেই একতাভ্রমরূপ তাদাত্ম্যাধ্যাস (এই প্রকরণে ১৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত শ্লোকে) বর্ণিত অবিদ্যাদ্বারা উৎপাদিত। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ভ্রমরূপ অবিদ্যাকার্য্য, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই, নিবৃত্ত হয়।

টীকা—এই 'চিত্রদীপ' প্রকরণের ২৫ শ্লোকে যে অবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে—'এই যে অনাদিকালের অবিবেক অর্থাৎ কার্য্যরূপ অজ্ঞান, তাহা মূলাবিদ্যা' ইত্যাদি—সেই অবিদ্যাদ্বারা উৎপাদিত,—জীব ও কূটস্থকে এক বলিয়া ভ্রম। ইহাই অর্থ। যেহেতু, (৫১ শ্লোকে) উক্ত ভ্রম, অবিদ্যারই কার্য্য, এইহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তিকারক জ্ঞানদ্বারাই সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, ইহাই বলিতেছেন—'পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ভ্রমরূপ' ইত্যাদি অর্দ্ধের বাক্যদ্বারা। ৫২

(শঙ্কা) ভাল, 'অধ্যাস অবিদ্যারই কার্য্য বলিয়া, সেই অবিদ্যার নিবৃত্তির দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়'—এই কথা যে গত শ্লোকে বলা হইল, তাহা ত' সিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, অবিদ্যার কার্য্য যে দেহাদি, তাহা প্রতীয়মান হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও পরে তাহার কার্য্যের প্রতীতি লইয়া শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়ৈব বিনশ্যতঃ।
বিক্ষেপস্য স্বরূপন্তু প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥৫৩

অন্বয়—অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়া এব বিনশ্যতঃ; বিক্ষেপস্য স্বরূপম্ তু প্রারব্ধক্ষয়ম্ ঈক্ষতে।

অনুবাদ—অবিদ্যাজনিত আবরণ ও তাদাত্ম্যাধ্যাস এই দুইটি বিদ্যাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর বিক্ষেপের স্বরূপ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মশরীর সহিত চিদাভাস, প্রারব্ধের ক্ষয়ের অপেক্ষা করে।

টীকা—"অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে"—অবিদ্যাই হইয়াছে মুখ্য কারণ যদুভয়ের, এইরূপ যে

আবরণ এবং জীব ও কূটস্থের একতাভ্রমরূপ তাদাত্ম্য, সেই দুইটি, "বিদ্যয়া এব বিনশ্যতঃ"—বিদ্যাদ্বারা বিশেষরূপে নিবৃত্ত হয়; "বিক্ষেপস্য স্বরূপম্ তু"—আর প্রারব্ধকর্ম্মরূপ উপাধিসহিত অবিদ্যাজনিত যে বিক্ষেপের স্বরূপ, তাহা কর্ম্মের অবসান পর্য্যন্ত থাকে, এই প্রকারে দেহাদির প্রতীতির সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৩

(শঙ্কা) ভাল, প্রারব্ধকর্ম্ম ত' নিমিত্ত-কারণ-মাত্র। প্রারব্ধকর্ম্মরূপ নিমিত্তকারণমাত্র থাকিতে, উপাদান-কারণের বিনাশ হইলে, কি প্রকারে কার্য্যরূপ বিক্ষেপের অনুবৃত্তি অর্থাৎ বাধ হইবার পরেও স্থিতি, সম্ভব হইতে পারে? —এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ন্যায়শাস্ত্ররূপ ভিন্ন শাস্ত্রদ্বারা সিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কার্য্যের অনুবৃত্তি বুঝাইতেছেন :—

(খ) উপাদাননাশেও কার্য্যের ক্ষণমাত্রস্থিতি নৈয়ায়িকসম্মত। তাহাদের দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল।

উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্ষণং কার্য্যং প্রতীক্ষতে।
ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তদ্বদস্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ? ॥৫৪

অন্বয়—উপাদানে বিনষ্টে অপি কার্য্যম্ ক্ষণম্ প্রতীক্ষতে ইতি তার্কিকাঃ আহুঃ; তদ্বৎ অস্মাকম্ কিম্ ন সম্ভবেৎ?

অনুবাদ—নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন, উপাদানের নাশ হইলেও তৎকার্য্য ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ বিক্ষেপাধ্যাসের উপাদানকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও বিক্ষেপাধ্যাস প্রারব্ধভোগের অবসানকে অপেক্ষা করিয়া কিছুকাল বিদ্যমান থাকে, ইহা বৈদান্তিক আমাদের পক্ষে অসম্ভব কিসে?

অনুবাদকের টীকা—উপাদানকারণের বিনাশ কার্য্যবিনাশের কারণ বলিয়া নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী: সেইহেতু কারণবিনাশের ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে কার্য্যের বিনাশ হয় অর্থাৎ কারণ যে ক্ষণে বিনষ্ট হয়, সেই ক্ষণে কার্য্যের নাশ হয় না বলিয়া কারণনাশক্ষণে কার্য্যের স্থিতি ঘটে। [প্রশস্তপাদকৃত 'বৈশেষিক দর্শনভাষ্যে'* (কাশী চৌখাম্বাগ্রন্থাবলী) পৃঃ ৯২ দ্রষ্টব্য: 'কিরণাবলী', 'মুক্তাবলী'তেও এ কথা আছে]।৫৪

(শঙ্কা) ভাল, নৈয়ায়িকগণ উপাদানের নাশ হইবার পরেও কার্য্যের ক্ষণমাত্রকাল অবস্থান স্বীকার করেন: তাঁহারা সেই কালকে চিরকাল বা দীর্ঘকাল বলেন না এইরূপ আশঙ্কায় উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) অনাদি-সংসারভ্রমের যোগ্যক্ষণ নিরূপণ

তন্তূনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্ ক্ষণ ঈরিতঃ।
ভ্রমস্যাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেষ্যতাম্ ॥৫৫

---

* প্রশস্তপাদ "বৈশেষিক-দর্শন-ভাষ্যে" ১।১।১১ সূত্রের সৃষ্টি-সংহার বিধির বর্ণনকালে লিখিয়াছেন "তদা পৃথিব্যাদিকচতুষ্টয়পবনানামপি মহাভূতানাম্ অনেনৈব ক্রমেণ উত্তরস্মিন্ উত্তরস্মিংস্ত বিনাশে সতি, পূর্ব্বপূর্ব্বস্য বিনাশঃ"। 'সমবায়িকারণনাশই কার্য্যনাশের প্রতি হেতু' এইমতে কারণনাশের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে কার্য্যনাশোৎপত্তি, বলিতে হইবে: কেননা, কারণ কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণবর্ত্তীই হইয়া থাকে। অতএব কারণনাশের আদ্যক্ষণে কার্য্য কারণব্যতিরেকেও থাকিতে পারে। ইতি নৈয়ায়িকপরামর্শ।

অন্বয়—দিনসংখ্যানাম্ তন্তূনাং তৈঃ তাদৃক্ ক্ষণঃ ঈরিতঃ ; ইহ অসংখ্যকল্পস্য ভ্রমস্য যোগ্যঃ ক্ষণঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—[উপাদানের নাশের পর কার্য্যের ক্ষণকালস্থিতি — এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া নৈয়ায়িকগণ এক অসম্ভব কথা বলেন যে বস্ত্রোপাদান তন্তুর, নাশের পর বস্ত্র ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে।] যে তন্তু, উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নাশ পর্য্যন্ত সংখ্যাতব্য কয়েকটিমাত্র দিন ধরিয়া বিদ্যমান থাকে, সেই তন্তু সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ সেইরূপ ক্ষণ (কার্য্যরূপ বস্ত্রের স্থিতিকাল) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ আমাদের সিদ্ধান্তে অসংখ্য কল্পের যে ভ্রম বা অবিদ্যা তাহার, (কার্য্যরূপ বিক্ষেপের —দেহদ্বয় স্থিতির) যোগ্যকাল মানিয়া লও অর্থাৎ অসংখ্যকল্পস্থায়ী অবিদ্যার যোগ্য বা উপযুক্ত ক্ষণকে—বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাকার্য্যের স্থিতিকালকে, প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল বলিয়া স্বীকার কর।

টীকা—যেহেতু সংসার অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (?) চলিয়া আসিতেছে, সেইহেতু সেই অনাদিকালের সংসার-সংস্কারবশে, কুলালচক্রের ভ্রমণের ন্যায়, ভ্রমরূপ সংসারের চিরকাল—প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি--অবিদ্যারূপ উপাদাননাশের পর বিক্ষেপরূপে স্থিতি—স্বীকার করা বিরুদ্ধ হয় না। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, নৈয়ায়িকগণ যেরূপ অযুক্ত কথা বলিয়াছেন আপনিও ত' সেইরূপ অযুক্ত কথা বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সিদ্ধান্তী আপনার যুক্তি যে নৈয়ায়িকগণের যুক্তি হইতে বিলক্ষণ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ধ) ৫৫ সংখ্যক শ্লোকোক্ত কথার অযুক্তিযুক্ততার শঙ্কা ও সমাধান।

বিনা ক্ষোদক্ষমং মানং তৈর্বৃথা পরিকল্প্যতে।
শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাং কিন্নু দুঃশকম্? ॥৫৬

অন্বয়—তৈঃ ক্ষোদক্ষমম্ মানম্ বিনা বৃথা পরিকল্প্যতে ; শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ বদতাম্ কিম্ নু দুঃশকম্ ?

অনুবাদ—উপাদাননাশে কার্য্যের ক্ষণকালস্থিতি তার্কিকেরা মানেন বটে কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তির পরে বিক্ষেপরূপ কার্য্যের যে দীর্ঘকাল স্থিতি, ইহা অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলি যে, নৈয়ায়িকগণ বিচারসহ প্রমাণ ব্যতিরেকেও যদি এই প্রকার বৃথা কল্পনা করিতে সাহস করেন, তবে আমরা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রমাণের বলে যাহা বলিতেছি, তাহা অসঙ্গত হইবে কেন ?

টীকা—"ক্ষোদক্ষমম্ মানম্ বিনা"—বিচারসহ প্রমাণ না থাকিলেও। [তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য উ, ৬।১৪।২]—সেই জ্ঞানীর সেই পর্য্যন্তই মোক্ষ বিষয়ে বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না দেহপাত হয়, অনন্তর দেহপাতের সমকালেই মোক্ষ হইয়া যায়—ইহাই শ্রুতির প্রমাণ, কুলালচক্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তরূপ যুক্তি, আর বিদ্বানগণের অনুভবরূপ যুক্তি—এই তিন

প্রমাণের বলে আমরা কি না বলিতে পারি ? অর্থাৎ এই তিন প্রমাণমূলক আমাদের সকল কথাই সম্বত। ইহাই অর্থ। ৫৬

একণে (৫১ শ্লোকারব্ধ) আলোচ্য প্রসঙ্গেরই অনুসরণ করিতেছেন :—

(ন) স্বয়ম্ ও অহম্ এই দুইটির একতা ভ্রান্তি-সিদ্ধ।

আস্তাং দুস্তার্কিকৈঃ সাকং বিবাদঃ প্রকৃতং ব্রুবে।
স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকত্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ॥ ৫৭

অন্বয়—দুস্তার্কিকৈঃ সাকম্ বিবাদঃ আস্তাম্, প্রকৃতম্ ব্রুবে ; কূটস্থপরিণামিনোঃ স্বাহমোঃ একত্বম্ সিদ্ধম্।

অনুবাদ—কুতার্কিকগণের সহিত নিষ্ফল বিচারের প্রয়োজন নাই ; একণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি ; কেননা, পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা স্বয়ম্-শব্দবাচ্য (নির্ব্বিকার) কূটস্থচৈতন্য এবং অহং-শব্দবাচ্য জীবচৈতন্যের অভেদ যে ভ্রান্তি-কল্পিত, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

টীকা—"স্বয়ম্" শব্দের অর্থ কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার সাক্ষী ; "অহম্" শব্দের অর্থ পরিণামী অর্থাৎ বিকারী, চিদাভাস। সেই দুইএর একতা ভ্রান্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। ৫৭

(শঙ্কা) ভাল, কূটস্থ ও জীবের একতা যদি ভ্রান্তিসিদ্ধই হইল, তবে 'ইহা ভ্রান্তি'—এইরূপ সকলেই জানিতে পারে না কেন ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তাহারা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যের আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ—ইহাই তাহার কারণ। এই কথাই বলিতেছেন :—

(প) ভ্রান্তিকে না চিনিবার কারণ — শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিচারের অভাব।

ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ সর্ব্বে লৌকিকতৈর্থিকাঃ।
অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাৎ কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ॥৫৮

অন্বয়—পণ্ডিতম্মন্যাঃ লৌকিকতৈর্থিকাঃ সর্ব্বে মৌর্খ্যাৎ শ্রুতিম্ অনাদৃত্য কেবলাম্ যুক্তিম্ আশ্রিতাঃ ভ্রাম্যন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা পণ্ডিত না হইলেও আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মানে, এইরূপ সাধারণ অজ্ঞজন এবং নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণ সকলেই মূর্খতা-বশতঃ অপৌরুষেয় শ্রুতির অনাদর করিয়া, কেবল পুরুষকল্পনারূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া (তত্ত্বনির্ণয়ে অকৃতার্থ হইয়া) ঘুরিয়া বেড়ায়। ৫৮

(শঙ্কা) ভাল, কোন কোন শ্রুতিব্যাখ্যাতাও কেন এই কূটস্থ ও জীবের একতাকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝেন না ? (সমাধান)—তাঁহারা সমগ্র শ্রুত্যর্থের পূর্ব্বাপর সমন্বয় করিয়া বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া :-

পূর্ব্বাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন।
বাক্যাভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়ন্ত্যপ্যলজ্জয়া॥ ৫৯

অন্বয়—তত্র পূর্ব্বাপরপরামর্শবিকলাঃ কেচন স্বস্বপক্ষে বাক্যাভাসান্ অপি অলজ্জয়া যোজয়ন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বাপর আলোচনায় অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ অল্প শ্রুতিজ্ঞান লইয়া, পূর্ব্বাপর বিরোধবশতঃ ভিন্ন অর্থের বোধক বাক্য বা বাক্যাভাস সমূহকে নির্লজ্জভাবে আপন আপন পক্ষের সমর্থনে প্রয়োগ করে।।৫৯

আত্মতত্ত্বের বিচারে আত্মা লইয়া মতভেদ

১। আত্মা লইয়া মতভেদ।

সেই সকল বিরুদ্ধপক্ষের মধ্যে লোকায়তিকগণ এক প্রত্যক্ষপ্রমাণমাত্র স্বীকার করে বলিয়া তাহাদের মত অতি স্থূল; সেইহেতু প্রথমে তাহারই অনুবাদ করিতেছেন:—

(ক) লোকায়তিকগণের ও ভোগরত অজ্ঞগণের মত—সঙ্ঘাতই আত্মা।

কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্যাত্মতাং জগুঃ।
লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রত্যক্ষাভাসমাশ্রিতাঃ॥৬০

অন্বয়—লোকায়তাঃ পামরাঃ চ প্রত্যক্ষাভাসম্ আশ্রিতাঃ কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্য আত্মতাম্ জগুঃ।

অনুবাদ—চার্ব্বাকমতানুযায়ী লোকায়তিকগণ এবং ভোগরত অজ্ঞগণ, কূটস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলশরীর পর্যন্ত যে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি, তাহাকেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষপ্রমার আভাসকেই অবলম্বন করেন বলিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।

টীকা—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, দেহাদির সঙ্ঘাতই যে আত্মা, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া পারমার্থিক অর্থাৎ বাস্তবিক হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তাঁহারা প্রত্যক্ষ-প্রমার আভাসকেই" ইত্যাদি। 'আভাস' বলিবার তাৎপর্য্য এই—যেমন 'আমি' এইরূপ প্রতীতির বিষয়রূপে দেহের প্রত্যক্ষভান হয়, সেইরূপ (অপ্রত্যক্ষ) ইন্দ্রিয়াদিরও, 'আমি'-প্রতীতির বিষয়রূপে প্রত্যক্ষভান হয়, বলিয়া সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক হইল; এইহেতু সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান আভাস মাত্র। ৬০

যাহারা প্রত্যক্ষরূপ একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে, সেই চার্ব্বাকাদি দেহাত্মবাদিগণ অপরকে ভ্রমে পাতিত করিবার জন্য অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক প্রতারণা করিবার জন্য, আপনাদের মতকে শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া শ্রুতিবাক্যের উদাহরণ দিয়া থাকেন, এই কথাই বলিতেছেন:—

শ্রৌতীকর্ত্তুং স্বপক্ষং তে কোশমন্নময়ং তথা।
বিরোচনস্য সিদ্ধান্তং প্রমাণং প্রতিজজ্ঞিরে॥৬১

অন্বয়—তে স্বপক্ষম্ শ্রৌতীকর্ত্তুম্ অন্নময়ম্ কোশম্ তথা বিরোচনস্য সিদ্ধান্তম্ প্রমাণম্ প্রতিজজ্ঞিরে।

অনুবাদ—তাহারা আপনাদের মতকে শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য

অন্নময় কোশকে এবং প্রহ্লাদপুত্র অসুররাজ বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

টীকা—"অন্নময়ম্ কোশম্"—ইহার দ্বারা অন্নময়কোশপ্রতিপাদক [স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ ইত্যাদি—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—'অন্ন হইতে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ এই পুরুষ বা স্থূলদেহ অন্নরসেরই বিকার'—এই শ্রুতিবাক্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "বিরোচনস্য সিদ্ধান্তম্"—ইহার দ্বারা বিরোচনসিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্য "আত্মা এব দেহময়ঃ"* (?)—[আত্মা এব ইহ মহয্যঃ আত্মা পরিচর্য্যঃ আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকৌ অবাপ্নোতি ইমম্ চ অমুম্ চ ইতি ছান্দোগ্য উ, ৮।৮।৪]—'ইহলোকে (দেহরূপ) আত্মাই একমাত্র মহনীয় অর্থাৎ পূজনীয় এবং সেবনীয়। এইজন্য, (দেহরূপ) আত্মার পূজা করিয়া এবং দেহরূপ আত্মার সেবা করিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় লোকই লাভ করিয়া থাকে'—তাহারা এই (উক্ত) দুইটি শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া বাহির করে কিন্তু তদ্দারা স্ব-মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হয় না; কেননা, তাহাদের প্রদত্ত তাৎপর্য্য শ্রুত্যুক্ত প্রকরণে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকগণের ও লোকায়তিকগণের মত যে অসঙ্গত তাহা দেখান যাইতেছে। চার্ব্বাকগণ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ স্বীকার করে না, লোকায়তিকগণ পাঁচটি ভূতই স্বীকার করে এবং সেই সেই ভূতের সংঘাতকেই আত্মা বলিয়া মানে। চার্ব্বাকগণ বুঝেন, যাহাই আমি-বুদ্ধির বিষয়, তাহাই আত্মা। 'আমি মনুষ্য', 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ', 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি অনুভবানুসারে, মনুষ্যত্ব, স্থূলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহই আমি-বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া স্থূলদেহই আত্মা। লোকায়তিকগণ বুঝেন, যাহা পরমপ্রীতির বিষয় তাহাই আত্মা। স্ত্রী-পুত্র-ধন-গৃহাদি দেহের উপকারক বলিয়া প্রীতির বিষয় হইলেও পরমপ্রীতির বিষয় নহে; স্থূল দেহই পরমপ্রীতির বিষয় বলিয়া আত্মা। বিবিধ প্রকার উপকরণদ্বারা সেই স্থূলদেহরূপ আত্মারই ভোগের আয়োজন এবং সুখভোগই পরমপুরুষার্থ। মরণেরই নাম মুক্তি এবং একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ; অনুমানাদি প্রমাণ নাই।

এই মতের দোষ সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইতেছে:—

(১) দেহে যেরূপ 'আমি'-বুদ্ধি হয়, সেইরূপ 'আমার'-বুদ্ধিও হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'আমি দেখিতেছি' এইরূপে যেমন দেহে 'আমি'-বুদ্ধি হইল, সেইরূপ 'আমার দেহ কৃশ হইতেছে', এইরূপে 'আমার' বুদ্ধিও হয়। তখন তাহাদের আত্মার লক্ষণ দেহে খাটে না।

(২) পুত্র-ধনাদি অপেক্ষা যেমন দেহে অধিক প্রীতি, সেইরূপ দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, যশ ইত্যাদিতে অধিক প্রীতি দেখা যায়। সেইহেতু দেহ পরমপ্রীতির বিষয় নহে বলিয়া, আত্মার দ্বিতীয় লক্ষণও নির্দ্দোষ নহে।

যদি (উভয় লক্ষণে অনুগত) 'চেতনতাবিশিষ্ট দেহই আত্মা' হয়, তবে অচেতন ভূত-সমষ্টিনির্ম্মিত দেহে সুষুপ্তি, মৃত্যু ও মূর্চ্ছায় চেতনতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া দেহ আত্মা নহে।

---

* "দেহময়ঃ" সকল সংস্করণেরই পাঠ। ইহার অর্থ হইলেও, পাঠটি "ইহ মহয্যঃ" ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত এই শব্দদ্বয়ের বিকৃতি বলিয়া মনে হয়।

যদি বল পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি অচেতন হইলেও ভূতসমষ্টিরূপ দেহে জ্ঞানশক্তি প্রকটিত হয়, যেমন মাদকতাবিহীন তণ্ডুলের ও গুড়ের সম্মিশ্রণে মাদকতা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ,—তবে বলি, তাহাও ঠিক নহে, কেননা, তাহা হইলে ভূতসমষ্টিরূপ ঘটেও চেতনতা দেখা যাইত; আর সুষুপ্তি-মৃত্যু-মূর্চ্ছার ঘটের ন্যায় দেহেরও অচেতনতা সর্ব্বজনবিদিত। এইহেতু দেহ জড় বলিয়া আত্মা হইতে পারে না। আর দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে বালক-শরীর যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, 'যে আমি বালক ছিলাম, সেই আমি যুবা হইয়াছি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না, কেননা, শারীর বৈজ্ঞানিকের মতে প্রতি সাত বৎসরে দেহ সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়।

আবার, শরীর জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে অবিদ্যমান বলিয়া এবং যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শরীর বাল্যাদির শরীর হইতে ভিন্ন বলিয়া, (তৃতীয় প্রকরণের চতুর্থ শ্লোকে সূচিত) 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' দোষপ্রাপ্তি ঘটে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বজন্মে কর্তার অভাবে, অকৃত কর্ম্মের ইহজন্মে ফলভোগসম্ভাবনা ঘটে এবং মরণের পর কর্ত্তা থাকিবে না বলিয়া বেদোক্ত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠানসম্ভাবনা থাকে না; এমন কি বাল্যকালের অধ্যয়নাদির ফল যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে পাইবার আশা থাকে না, এবং সকল জীবের ভোগ বৈচিত্র্যবিহীন একই প্রকারের হইয়া পড়ে। এইরূপ আরও প্রমাণদ্বারা দেহ যে আত্মা নহে, তাহা সপ্রমাণ করা যায়।

আবার, বিবিধোপকরণদ্বারা স্থূলদেহরূপ আত্মার ভোগসম্পাদন পুরুষার্থ হইতে পারে না; কেননা, যাহা পুরুষের ইচ্ছার বিষয় হয়, তাহাই পুরুষার্থ। সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি সর্ব্বলোক-বাঞ্ছিত, সেইহেতু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ হইতে পারে; তাহাই বেদান্তীর লক্ষ্য মোক্ষ। স্বর্গসুখভোগও 'ক্ষয়াতিশয়যুক্ত' (৪র্থ অঃ ৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বলিয়া পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না; তাহা হইলে ইন্দ্র, বরুণ, যমাদি দেবতাও মোক্ষলাভে প্রবৃত্ত হইতেন না।

আবার, মরণকেই মোক্ষ মানিলে, মরণান্তর দাহাদিদ্বারা দেহরূপ আত্মা বিনষ্ট হইলে, মোক্ষ হইবে কাহার? তখন 'মোক্ষ' শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর দৈনন্দিন ব্যবহারে 'অনুমান' 'শব্দ' প্রভৃতি প্রমাণ নিয়ামকরূপে গৃহীত হয় বলিয়া, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

এই সমস্ত কারণে দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকাদির মত বিচারসহ নহে। ৬১

এই দেহাত্মবাদিগণের মতে দোষপ্রদর্শন করিয়া অন্য মতের উত্থাপন করিতেছেন:—

(খ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন; ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর মতের বর্ণন।

জীবাত্মনির্গমে দেহমরণস্যাত্র দর্শনাৎ।
দেহাতিরিক্ত এবাত্মেত্যাহুর্লোকায়তাঃ পরে ॥৬২

অন্বয়—জীবাত্মনির্গমে অত্র দেহমরণস্য দর্শনাৎ, দেহাতিরিক্তঃ এব আত্মা ইতি পরে লোকায়তাঃ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—দেহ হইতে জীবাত্মা বিনির্গত হইয়া গেলে, ইহলোকেই দেহের বিনাশ দেখা যায় বলিয়া, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা মানিতে হইবে। এক শ্রেণীর লোকায়তিকগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন।৬২

(শঙ্কা) ভাল, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা কি প্রকার ? এবং কোন্ প্রমাণদ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মা জানা যাইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

প্রত্যক্ষত্বেনাভিমতাহংধীর্দেহাতিরেকিণম্ ।
গময়েদিন্দ্রিয়াত্মানং বচ্মীত্যাদিপ্রয়োগতঃ ॥ ৬৩

অন্বয়—প্রত্যক্ষত্বেন অভিমতা অহংধীঃ 'বচ্মি' ইত্যাদিপ্রয়োগতঃ দেহাতিরেকিণম্ ইন্দ্রিয়াত্মানম্ গময়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত 'আমি'-বুদ্ধি, 'আমি বলিতেছি', 'আমি দেখিতেছি', ইত্যাদি শব্দব্যবহারে দৃষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারাই দেহাতিরিক্ত 'আমি'-বুদ্ধিগম্য আত্মা বুঝা যায়, ইহাই ইন্দ্রিয়াত্মবাদী লোকায়তিকগণের মত ।৬৩

ভাল, অচেতন ইন্দ্রিয় কি প্রকারে আত্মা হইতে পারে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন, শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে) ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কথোপকথন বর্ণিত রহিয়াছে দেখা যায় বলিয়া, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন, এ কথা অসিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন :—

বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ ।
তেন চৈতন্যমেতেষামাত্মত্বং তত এব হি ॥ ৬৪

অন্বয়—বাগাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ, তেন এতেষাম্ চৈতন্যম্ ; ততঃ আত্মত্বম্ এব হি ।

অনুবাদ—যেহেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কলহ শ্রুতিমুখে শুনা যায়, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণের সচেতনতা সিদ্ধ, এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ সচেতন, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণের আত্মরূপতা সম্ভব ।

টীকা—চেতনতাই আত্মার লক্ষণ ; যেহেতু ইন্দ্রিয় চেতন, সেইহেতু আত্মা হইবার যোগ্য । এইরূপ তাহাদের যুক্তি বা অনুমান । ৬৪

অন্যমত অর্থাৎ প্রাণাত্মবাদীর মত উত্থাপন করিতেছেন :—

(গ) পূর্ব্বমত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন ; প্রাণাত্মবাদীর মত বর্ণন ।

হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্ত্বেবমূচিরে ।
চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেঽপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥ ৬৫

অন্বয়—হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনঃ তু এবম্ ঊচিরে, চক্ষুরাদ্যক্ষলোপে অপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ।

অনুবাদ—সমষ্টিপ্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ বলিয়া থাকে প্রাণই আত্মা ; তাহার কারণ তাহারা বলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল বিনষ্ট হইলেও প্রাণ থাকিলে জীবিত থাকা যায় । এইহেতু প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ নহে ।

টীকা—এই বিষয়ে তাহারা শ্রুত্যুক্ত হেতু বলিয়া কয়েকটি হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকে ; সেই প্রাণাত্মবাদিগণ চার্ব্বাক-মতাবলম্বিগণের এক শ্রেণী। তাহাদের উক্ত মত সমীচীন নহে ; কেননা, যাহা না থাকিলে দেহ থাকিতে পারে না, তাহাই আত্মা। আর শ্রোত্রাদি এক একটি ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলেও শরীর বধির প্রভৃতি রূপে থাকিয়াই যায়। এইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। তাহারা যে বলে 'আমি শুনিতেছি', 'আমি দেখিতেছি', এইরূপে 'আমি'-প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া 'ইন্দ্রিয়ই আত্মা', তাহা টিকে না ; কেননা, ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রায় এই যে 'শ্রোত্র'-বিশিষ্ট আমি শুনিতেছি, 'নেত্র'বিশিষ্ট আমি দেখিতেছি। উক্ত বাক্যসমূহের এরূপ অর্থ নহে যে শ্রোত্ররূপ আমি শুনিতেছি এবং নেত্ররূপ আমি দেখিতেছি। এইরূপে বুঝা যায়—যাহা আমি-প্রতীতির বিষয়, তাহা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় নহে। আবার কেহ কেহ বলে 'আমার কান কালা হইয়া গিয়াছে' 'আমার পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে।' ইহা হইতে দেখা যায় ইন্দ্রিয়সকল মমতারও বিষয় হয়। তদ্দ্বারা তাহাদের বাক্যের অর্থ ঠিক বা একই থাকে না। এইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

আবার ঘটদ্রষ্টা যেরূপ ঘট হইতে ভিন্ন, সেইরূপ বর্ণিত প্রকারে অপটু বা পটু ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা আত্মা হইতে ভিন্ন। আবার ক্রোধাদিদ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, কর্ণ শুনিতে পায় না, চক্ষু দেখিতে পায় না। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়েরই জড়ত্ব অনুভবে পাওয়া যায়। সেইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

তথাপি ইন্দ্রিয়গণকে চেতন বলিয়া মানিলে জিজ্ঞাস্য এই (১) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটিমাত্র চেতন ? অথবা (২) সকল ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি একেবারে চেতন ? অথবা (৩) সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চেতন ?

একটিমাত্রকে চেতন বলিলে, যেটিকে চেতন বলিবে, সেটি না থাকিলেও জ্ঞান ও জীবন-ধারণ হয় বলিয়া একটিমাত্র ইন্দ্রিয় চেতন নহে। একটি ইন্দ্রিয়ের নাশে সমষ্টিতা ভঙ্গেও জ্ঞান এবং জীবনধারণ হয় দেখিয়া, সকলগুলির সমষ্টিকে চেতন বা আত্মা বলা যায় না। সকলগুলিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে চেতন বলিলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বা বিপরীত প্রবৃত্তি হইলে, শরীরবিভাগ বা দেহ-নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এইহেতু অচেতন ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না। আর ইন্দ্রিয়গণের যে কথোপকথনরূপ চেতন ব্যবহার শ্রুতিমুখে শুনা যায়, তাহা জড় ইন্দ্রিয়গণের নহে, তাহা ইন্দ্রিয়াভিমানী চেতন ইন্দ্রিয়দেবতাগণের। ৬৫

প্রাণই আত্মা এ বিষয়ে তাহারা শ্রুত্যুক্ত হেতু বলিয়া কয়েকটি হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকে :—

প্রাণো জাগর্ত্তি সুপ্তেঽপি প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্।
কোশঃ প্রাণময়ঃ সম্যগ্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ॥ ৬৬

অন্বয়—সুপ্তে অপি প্রাণঃ জাগর্ত্তি, প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকম্ শ্রুতম্, প্রাণময়ঃ কোশঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সমূহ নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগিয়া থাকে ; প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি শ্রুতিমুখে শুনা যায়, এবং প্রাণময় কোশ সম্যগ্‌বিস্তৃতভাবে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—[প্রাণাদয়ঃ (প্রাণাগ্নয়ঃ ?) এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি—প্রশ্ন উ, ৪।৩]—'প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু এই দেহরূপ নগরে জাগ্রত থাকে'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাণের জাগরণ বর্ণিত আছে। [তৎপ্রাণে প্রপন্নে উদতিষ্ঠৎ তৎ উক্‌থম্ অভবৎ তৎ এতৎ উক্‌থম্—(নিরুদ্দেশ শ্রুতিবচন)]—সেই ইন্দ্রিয়গণ সুষুপ্তিকালে প্রাণে লয়প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রৎকালে প্রাণ হইতে উত্থিত হয়, এইহেতু প্রাণকে উক্‌থ বলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উত্থিত হয় যাহা হইতে তাহা এই উক্‌থ (শ্রেষ্ঠ)। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে অন্য শ্রুতিবচন [উক্‌থম্, প্রাণঃ বা উক্‌থম্, প্রাণঃ হি ইদম্ সর্ব্বম্ উত্থাপয়তি—বৃহদা উ, ৫।১৩।১]—উক্‌থরূপে প্রাণের আর একটি উপাসনা ; প্রাণ হইতেছে উক্‌থ, কারণ প্রাণই এই সমস্ত জগৎ উত্থাপিত করে। ভাষ্যকার-কৃত ইহার ব্যাখ্যা—'উক্‌থ হইতেছে শাস্ত্রবিশেষ, একপ্রকার গাথা বা স্তোত্র। মহাব্রত নামক ক্রতুতে এই উক্‌থই প্রধান অঙ্গ। সেই উক্‌থটি কি ? প্রাণই উক্‌থ, কেননা, প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রধান।' এই প্রকার শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা শুনা যায়। [অন্যোঽন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।২।১]—'স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন ও আভ্যন্তর, প্রাণময় আত্মরূপে পরিকল্পিত'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা প্রাণময় কোশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি'—এই 'প্রভৃতি' শব্দদ্বারা প্রাণের কথোপকথন এবং শরীরে প্রবেশ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ৬৬

প্রাণ হইতেও মন আন্তর বলিয়া নারদ-পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বিগণ, মনকেই যে আত্মা বলিয়া থাকে, তাহাদের সেই মত বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত মতে দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক, 'মনই আত্মা' এই উপাসক-মতের বর্ণন।

মন আত্মেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ।
প্রাণস্যাভোক্তৃতা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসস্ততঃ॥৬৭

অন্বয়—উপাসনপরাঃ জনাঃ মনঃ আত্মা ইতি মন্যন্তে ; (তেষাম্ যুক্তিঃ) প্রাণস্য অভোক্তৃতা স্পষ্টা, ততঃ মনসঃ ভোক্তৃত্বম্।

অনুবাদ—উপাসনাপরায়ণ অর্থাৎ নারদ-পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বিগণ, মনই আত্মা এইরূপ মনে করিয়া থাকে। প্রাণ যে আত্মা নহে তদ্বিষয়ে তাহাদের যুক্তি এই যে প্রাণ ভোক্তা নহে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু মনই ভোক্তা, সেইহেতু মনই আত্মা।

টীকা—(১) অনুমান—প্রাণ আত্মা নহে- (প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু প্রাণ বায়ুমাত্র (হেতু) ; যেমন বাহ্যবায়ু—(দৃষ্টান্ত)। (২) প্রাণের (প্রাণবায়ুর) লোপ হইলেই মৃত্যু হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, যেহেতু স্থাবর বৃক্ষাদিতে প্রাণবায়ু দৃষ্ট না হইলেও জীবিত থাকে এবং জঙ্গম মনুষ্যাদিতেও মূর্চ্ছাদি সময়ে প্রাণবায়ু লুপ্ত হইলেও মনুষ্যাদি জীবিত থাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) নিদ্রাকালে প্রাণবায়ু চলিতে থাকিলেও প্রাণ শরীরকে বা বাহ্যবস্তুকে অনুভব করিতে পারে না। (৪) 'প্রাণ বিনির্গত হইয়া যাইলেই দেহ বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রাণই আত্মা' এই যুক্তি বিচারসহ নহে; কেননা, জাঠরাগ্নি তিরোহিত হইলেও সেইরূপ হয়। (৫) শ্রুতিতে (যথা প্রশ্ন উ, ২।১৩ এবং বৃহদা উ, ৫।১৩।১) যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বচন রহিয়াছে, তাহা প্রাণোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অর্থবাদমাত্র। শ্রুতিতে প্রাণময় কোশকে আত্মা বলা হইয়াছে বটে, সেইরূপ মনোময় কোশকেও আত্মা বলা হইয়াছে, তদ্দারা পূর্ব্ববাক্য অনৈকান্তিক হইয়া পড়ে। ঐরূপ উক্তি কেবল অধিষ্ঠানরূপ প্রত্যগ্‌ব্রহ্মে বুদ্ধিকে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত। অপর তিন কোশেও ঐরূপ বুদ্ধি করিয়া পরিশেষে অন্তরাত্মাতেই বুদ্ধি পৌঁছে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণের কথোপকথনে এবং দেহে প্রাণের প্রবেশ বর্ণনে, 'প্রাণ' শব্দে প্রাণবায়ুর অভিমানিনী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে। (৬) 'ভোজন করিয়া আমার প্রাণ বাঁচিল' বা 'ভোজন বিনা আমার প্রাণ যাইতেছিল' এইরূপ অনুভবোক্তিতে প্রাণের মমতাই সিদ্ধ হয়, অহন্তা বা আত্মতা নহে। (৭) আমার প্রাণের গমনাগমনাদি আমি জানিতে পারি, এইহেতু প্রাণের জ্ঞাতা প্রাণ হইতে ভিন্ন। ৬৭

মনই আত্মা এ বিষয়ে যুক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন উক্ত উপাসকগণ, প্রদর্শন করিয়া থাকে :—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
শ্রুতো মনোময়ঃ কোশস্তেনাত্মেতীরিতং মনঃ॥ ৬৮

অন্বয়—"মনুষ্যাণাম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্ মনঃ এব" (ব্রহ্মবিন্দু উ, ২); মনোময়ঃ কোশঃ শ্রুতঃ (তৈত্তিরীয় উ, ২।৩।১); তেন মনঃ আত্মা ইতি ঈরিতম্।

অনুবাদ—যখন মনই ভোক্তা বলিয়া (পূর্ব্ব শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইল এবং এইরূপ শ্রুতিবচন পাওয়া যাইতেছে যে মনই মনুষ্যগণের বন্ধমুক্তির কারণ এবং শ্রুতি যখন মনোময় কোশকে প্রাণময় কোশ অপেক্ষা অভ্যন্তরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন মনই আত্মা।

টীকা [তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদ্ অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৩।১]—'বেদের মন্ত্রভাগবর্ণিত প্রাণময় অথবা এই ব্রাহ্মণভাগবর্ণিত প্রাণময় হইতে অন্য আন্তর আত্মা হইতেছেন মনোময়'—এইরূপ অন্য শ্রুতিবচন প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে—এইরূপে মনোময় কোশের কথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়; সেই কারণে মনই আত্মা—ইহা তাহাদিগের অভিপ্রায়। (১) কিন্তু মন আত্মা নহে—প্রতিজ্ঞা; তাহা করণ বা যন্ত্রমাত্র বলিয়া,—হেতু; যেমন লাঙ্গল,—(কৃষকের করণ)—দৃষ্টান্ত। এই অনুমানদ্বারা মনের অনাত্মতাই সিদ্ধ হয়। (২) তাহারা যে অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দেখায় যে, মন থাকিলেই চেতনতা থাকে, না থাকিলে চেতনতা থাকে না, সুষুপ্তিতে এই অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তির ভঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা, তখন মন না থাকিলেও সামান্য অর্থাৎ সবিশেষ জ্ঞানরহিত, চেতনতা থাকে। (৩) 'আমার মন স্থির হইয়াছে' বা 'আমার মন চঞ্চল হইয়াছে'—এইরূপে মন মমতার বিষয় হয়; তখন 'আমি'প্রতীতির বিষয় হয় না। তখন সেই মনের জ্ঞাতা (আত্মা), মন হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয়। (৪) চেতনের আভাস পাইয়া মন ভোক্তা হয়,

স্বতন্ত্রভাবে ভোক্তা হয় না। এইহেতু মনকে ভোক্তা বলিয়া তাহার আত্মতা সিদ্ধ করা যায় না। (৫) উক্ত প্রথম শ্রুতিবচনটি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে, অর্থাৎ উদ্ধৃত মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত উত্তরার্দ্ধের যোজনা করিলে অর্থাৎ "বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং মনঃ"—এই অংশের যোজনা করিলে, এবং তদনন্তর ইহার তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে বুঝা যায় যে জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা মনের বাধ সিদ্ধ হইলেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়; বিষয়-বাসনাদ্বারা মন মোক্ষের প্রতিরোধক হইয়া অধ্যাসের কারণ হইলে মন বন্ধের হেতু হয়। উক্ত শ্রুতিবচন মনের আত্মরূপতা খ্যাপন করিতেছে না; ইহা বন্ধের সাধনে নিবৃত্তির, ও মোক্ষের সাধনে প্রবৃত্তির, উপদেশ করিতেছে। (৬) মনোময় কোশ যে আত্মা নহে, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের (৫)-যুক্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইহেতু মন আত্মা হইতে পারে না। ৬৮

মন হইতেও আভ্যন্তর যে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাই আত্মা। ইহা যোগাচার নাস্তিক-বৌদ্ধগণের মত। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৬) ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদীর মত—বুদ্ধিই আত্মা।

বিজ্ঞানমাত্মেতি পর আহুঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।
যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্ ॥ ৬৯

অন্বয়—পরে ক্ষণিকবাদিনঃ বিজ্ঞানম্ আত্মা ইতি প্রাহুঃ, যতঃ মনসঃ বিজ্ঞানমূলত্বম্ স্ফুটম্ গম্যতে।

অনুবাদ—আর যাহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, তাহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে, যেহেতু, তাহারা বলে বিজ্ঞানই যে মনের কারণ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

টীকা—বুদ্ধি যে মন অপেক্ষা আভ্যন্তর, এবিষয়ে তাহাদের যুক্তি, বিজ্ঞানই মনের কারণ। ৬৯

(শঙ্কা) ভাল, 'বিজ্ঞান' ও 'মনস্'-শব্দের বাচ্য অন্তঃকরণ একই বস্তু বলিয়া, মন ও বিজ্ঞানের যথাক্রমে কার্য্য ও কারণভাব কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া—(সমাধান) সেই মন ও বিজ্ঞানের কার্য্য-কারণভাব সিদ্ধ করিবার জন্য, সেই মন ও বিজ্ঞানের ভেদ প্রথমে দেখাইতেছেন :—

অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ ॥ ৭০

অন্বয়—'অহম্'-বৃত্তিঃ, 'ইদম্'-বৃত্তিঃ ইতি অন্তঃকরণম্ দ্বিধা (ভবতি); অহংবৃত্তিঃ বিজ্ঞানম্ স্যাৎ, ইদংবৃত্তিঃ মনঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি'-বৃত্তি ও 'এই'-বৃত্তি ভেদে অন্তঃকরণ দুই প্রকারের; তন্মধ্যে 'আমি'-বৃত্তিকে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বলে, আর 'এই'-বৃত্তিকে মন বলা হইয়া থাকে। ৭০

সেই মন ও বুদ্ধির কার্য্য-কারণভাব দেখাইতেছেন :—

অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তেরিতি স্ফুটম্।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেত্তি ন তু ক্বচিৎ ॥ ৭১

অন্বয়—ইদম্-বৃত্তেঃ অহং-প্রত্যয়বীজত্বম্ ইতি স্ফুটম্; স্বম্ আত্মানম্ অবিদিত্বা ক্বচিৎ বাহ্যম্ ন তু বেত্তি।

অনুবাদ—'ইহা'-এইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির হেতু যে 'আমি'-রূপ বৃত্তি, তাহা স্পষ্ট; কারণ কেহই আপনার আত্মা বা স্বরূপকে না জানিয়া বাহ্য অনাত্মবস্তুকে জানিতে পারে না।

টীকা—'ইদং'-বৃত্তির কারণ যে 'অহং'-বৃত্তিগত, তাহা যুক্তিদ্বারা বুঝাইতেছেন—'কারণ কেহই' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'আমি'—এইরূপ বৃত্তির উদয় না হইলে, 'ইহা'—এইরূপ বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়া 'ইদং'-বৃত্তিরূপ মন এবং 'অহং'-বৃত্তিরূপ বুদ্ধির যথাক্রমে কার্য্যকারণ ভাব সিদ্ধ হয়; ইহাই অর্থ। ৭১

সেই বিজ্ঞান যে ক্ষণিক, এবিষয়ে অনুভবই প্রমাণ; ইহাই বলিতেছেন :—

ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহংবৃত্তের্মিতৌ যতঃ।
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেঃ ॥ ৭২

অন্বয়—যতঃ ক্ষণে ক্ষণে অহংবৃত্তেঃ জন্মনাশৌ মিতৌ (ভবতঃ), তেন বিজ্ঞানম্ ক্ষণিকম্, স্বতঃ মিতেঃ স্বপ্রকাশম্।

অনুবাদ—যেহেতু প্রতিক্ষণ 'অহং'-বৃত্তির জন্ম ও নাশ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, সেইহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং সেই বিজ্ঞান আপনা আপনিই প্রমিত হয় বলিয়া স্বপ্রকাশ।

টীকা—'প্রমিত হয় বলিয়া'—আপনা আপনি, সুখদুঃখের ন্যায় (প্রত্যক্ষ-) প্রমার বিষয় হয় বলিয়া, ইহাই হেতু। ৭২

বিজ্ঞানই যে আত্মা, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ—তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে :—

বিজ্ঞানময়কোশোঽয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥ ৭৩

অন্বয়—বিজ্ঞানময়কোশঃ অয়ম্ জীবঃ; জন্মনাশসুখাদিকঃ সর্ব্বসংসারঃ এতস্য ইতি আগমাঃ জগুঃ।

অনুবাদ—বিজ্ঞানময়কোশই এই জীবাত্মা; আর জন্মনাশ, সুখদুঃখ প্রভৃতি-রূপ সমস্ত সংসার এই বিজ্ঞানেরই; ইহা বেদবাক্যসমূহে বর্ণিত, তদ্দ্বারা জানা যায়।

টীকা—[তস্মাৎ বৈ (স্মরণার্থক অব্যয়) এতস্মাদ্ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৪।১]—সেই (ব্রাহ্মণভাগোক্ত) এই (মন্ত্রবর্ণোক্ত) সঙ্কল্পবৃত্তিক মনোময় আত্মা হইতে ভিন্ন, আভ্যন্তর এই নিশ্চয়বৃত্তিক বিজ্ঞানময় আত্মা, (অর্থাৎ আত্মরূপে কল্পিত)। [বিজ্ঞানম্ যজ্ঞম্ তনুতে—তৈত্তিরীয় উ, ২।৫।১]—এই বিজ্ঞাননামিকা বুদ্ধিই বৈদিক কর্ম্মসমূহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া থাকে এই সকল শ্রুতিবচন বিজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। ৭৩

এক্ষণে বৌদ্ধদিগের অবান্তর ভেদ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকনামক নাস্তিকদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঃ) পূর্ব্বগত শ্লোকপঞ্চোক্ত মতের দোষ বিচার পূর্ব্বক 'শূন্য আত্মা' এই মাধ্যমিক মত প্রতিপাদন।

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ।
অন্যস্যানুপলব্ধত্বাচ্ছূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ॥ ৭৪

অন্বয়—বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ ক্ষণিকম্ বিজ্ঞানম্ আত্মা ন, অন্যস্য অনুপলব্ধত্বাৎ মাধ্যমিকাঃ শূন্যম্ জগুঃ।

অনুবাদ—বিদ্যুৎ, মেঘ এবং চক্ষুর পলকের ন্যায় ক্ষণিক বিজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না। আর অন্য কোনও বস্তুর উপলব্ধি হয় না বলিয়া শূন্যই আত্মা—মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকে।

টীকা—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, বৌদ্ধদিগের যোগাচার সম্প্রদায়ের মতানুসারে বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে। তাহাদের যুক্তি এই—বাহিরে ভিতরে যে কোন বস্তু আছে, তাহা বিজ্ঞানেরই আকার। সেই বিজ্ঞান প্রতিক্ষণ বিদ্যুৎ, মেঘ ও চক্ষুর নিমেষের মত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। এইহেতু তাহাকে ক্ষণিক বলা হয়। তাহা জ্ঞানরূপ এবং আপনার ও অপর বস্তুর প্রকাশক। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানের ন্যায় অন্য বা দ্বিতীয় বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রথম বিজ্ঞানের নাশ হয় এবং তৃতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, দ্বিতীয় বিজ্ঞানের। এইরূপে বিজ্ঞানের যে ধারা চলিতেছে, তাহা দীপশিখারূপ প্রবাহের ন্যায় অথবা নদীপ্রবাহের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন। সেই বিজ্ঞান-ধারা দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা আলয়-বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান। 'আমি' 'আমি' এইরূপ আকারবিশিষ্ট ধারার নাম আলয়-বিজ্ঞানধারা, তাহা বুদ্ধিরূপ। আর 'এই ঘট', 'এই দেহ' ইত্যাদি আকারবিশিষ্ট হইলে সেই বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়; তাহাই মন প্রভৃতি বাহ্যরূপ ধরে। প্রথমে আলয়-বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হইলে, পরে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হয় বলিয়া, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা আলয়-বিজ্ঞানধারারূপ বুদ্ধিরই কার্য্য। সেই আলয়-বিজ্ঞানধারা-রূপ বুদ্ধিই, তাহাদের মতে আত্মা। এইহেতু তাহারা মোক্ষ বলিতে বুঝে—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা-রূপ মন প্রভৃতির বাধ চিন্তন করিয়া ক্ষণিক-বিজ্ঞান ধারার একরসরূপে অবস্থিতি। এই মত বিচার-সহ নহে; কেননা, বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ কার্য্যের করণমাত্র, যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, রূপাদিজ্ঞানরূপ কার্য্যের করণ; সেইরূপ। সেইহেতু, বুদ্ধিকে কর্ত্তা-আত্মা বলা অসঙ্গত; কেননা, সকল পদার্থের নিশ্চয়কর্ত্রী বুদ্ধিকে যে জানিতে পারে, সে-ই আত্মা। প্রকাশ সেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া

আত্মা সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেছেন। ভাস্য—'রূপ', যে প্রকারে ভাসক—'সূর্য্যাদি' হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ভাস্য বুদ্ধি, ভাসক আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন প্রদীপাদির 'আলোক', প্রকাশ্য 'ঘটাদি' বস্তুর আকার প্রাপ্ত হইয়া মিশ্রাকারে প্রকাশমান হইলেও সেই সেই বস্তুর আকার হইতে ভিন্নস্বভাব, সেইপ্রকার, জ্ঞানরূপ আত্মা বুদ্ধির সহিত একাকারতা প্রাপ্ত হইয়া মিশ্রভাবে প্রকাশমান হইলেও বস্তুতঃ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে ভিন্ন, নিত্যশুদ্ধস্বভাবই আছেন।

অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের সত্ত্বগুণের অংশসমূহ, মিলিত হইয়া যে কার্য্যরূপ একটিমাত্র অন্তঃকরণ উৎপাদন করে, তাহা, নিশ্চয়রূপ ক্রিয়া করিলে 'বুদ্ধি' নাম প্রাপ্ত হয়, সঙ্কল্প-বিকল্প-ক্রিয়া করিলে 'মন' নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ 'অহম্'-আকার ধারণ করিয়া আন্তর বৃত্তিরূপ বুদ্ধি হয় এবং 'ইদম্'-আকার ধারণ করিয়া বাহ্যবৃত্তিরূপ মন হয়; সেইহেতু তদুভয়ের মধ্যে মৌলিক ভেদ সিদ্ধ হয় না। এইরূপে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের ন্যায়, বুদ্ধিও ভৌতিক বলিয়া, অনাত্মা বলিয়াই সিদ্ধ হয়। আবার কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে আছে:—[আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু, বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্, আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩,৪]—শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে রথী বা রথের মালিক বলিয়া জানিবে; জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ বলিয়া, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে শরীররূপ রথের চালক অশ্ব বলিয়া থাকেন, শব্দাদি বিষয়সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়গণের গোচর বা বিচরণ স্থান বলিয়া থাকেন এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই শ্রুতিবচন হইতে বুদ্ধিরূপ সারথি আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া, 'অনাত্মা' বলিয়াই সিদ্ধ হয়।

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণ আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া মানিলে, প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে-আমি শৈশবে পিতামাতা অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি বার্দ্ধক্যে পৌত্র দৌহিত্র ভোগ করিতেছি—এইরূপ অনুভব অসম্ভব হয়।

তদুত্তরে তাহারা যে বলে প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রান্তিমাত্র; প্রথম আত্মা প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে, তাহাদের সংস্কারদ্বারাই দ্বিতীয় আত্মা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এইহেতু উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা এবং পূর্ব্বসদৃশ অন্য পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হয়। তাহাদের এই উক্তি বিচারসহ নহে: কেননা, তাহাদের অভিমত ক্ষণিক আত্মা উত্তরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ভ্রান্তির দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠান থাকে না; সেইহেতু ভ্রান্তি অসম্ভব এবং তাহাদের অভিমত বিজ্ঞান নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাহার সংস্কারও থাকিতে পারে না। আর যদি সমাধানের আগ্রহবশতঃ, সেই সংস্কার স্বীকার করা যায়, তবে তাহার আশ্রয় কি হইবে, বলিতে হয়। আর বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ না থাকাতে, বিজ্ঞানকেই সেই আশ্রয় বলিলে বিজ্ঞান আর নির্ব্বিশেষ থাকে না, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়; আবার সংস্কারকে বিজ্ঞানরূপ বলিলে, 'আত্মাশ্রয়'-দোষ উপস্থিত হয়।

আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া মানিলে, পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমান আপনার উত্তরক্ষণে অভাব

হয়, বলিতে হয়। তাহা হইলে মোক্ষের জন্য বিহিত বৈরাগ্যাদিসাধনে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? কাহারও নহে; কেননা, তাহাদের সম্মত ক্ষণিক-বিজ্ঞানধারায় স্থিতিরূপ মোক্ষে বিশ্রান্তি এবং মুমুক্ষু স্বয়ং না থাকিলে কোনও প্রকার কুশল লাভের ইচ্ছা একেবারে অসম্ভব হয়।

আবার সকলে অনুভব করে 'আমার বুদ্ধি মন্দ' অথবা 'তীব্র'। এইরূপে বুদ্ধিতে 'আমার' বুদ্ধিই সিদ্ধ হয়, 'আমি বুদ্ধি' না হওয়ায় বুদ্ধি স্বপ্রকাশ আত্মা হইতে পারে না, পরপ্রকাশ্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ এইহেতু যুক্তিহীন। ৭৪

'শূন্যই আত্মা'—এই অর্থের শ্রুতিবচন তাহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকে :—

অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতং ততঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্বং জগদ্ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্॥ ৭৫

অন্বয়—'ইদম্ অসৎ এব' ইত্যাদৌ ইদম্ এব শ্রুতম্, ততঃ (শূন্যম্ এব আত্মা), জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকম্ সর্বম্ জগৎ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্।

অনুবাদ—['অসদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ'—ছান্দোগ্য উ, ৩।১৯।১, ৬।২।১]—এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শূন্যই আত্মা বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু শূন্যই আত্মা। জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ সমস্ত জগৎ ভ্রান্তিদ্বারা শূন্যেই কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—ভাল, শূন্যই যদি আত্মা হইল, তাহা হইলে প্রতীয়মান এই জগতের গতি অর্থাৎ ব্যবস্থা কি প্রকার? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ সমস্ত জগৎ ভ্রান্তি-দ্বারা শূন্যেই কল্পিত হইয়াছে। ৭৫

শূন্যবাদীর এই মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত শ্লোকদ্বয়বর্ণিত মতের দোষপ্রদর্শন; ষষ্ঠ মতের উল্লেখ—আনন্দময় কোশই আত্মা।

নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোঽস্তিতা।
শূন্যস্যাপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্য তে॥৭৬

অন্বয়—নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ অভাবাৎ, শূন্যস্য অপি সসাক্ষিত্বাৎ আত্মনঃ অস্তিতা; অন্যথা অস্য উক্তিঃ তে ন (জায়তে)।

অনুবাদ—অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি কখনই জন্মিতে পারে না; আর শূন্যও আত্ম-স্বরূপ সাক্ষিবিশিষ্ট বলিয়া, আত্মার সত্তা মানিতে হইবে। তাহা না মানিলে, হে শূন্যবাদিন্, তোমার এই শূন্যের কথা উঠিতেই পারে না।

টীকা—আকাশকুসুমাদিতুল্য স্বরূপশূন্য শূন্য কখনই অধিষ্ঠান হইতে পারে না বলিয়া এবং অধিষ্ঠানরহিত ভ্রম অসম্ভব বলিয়া, জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মার সত্তা মানিতেই হইবে। আর শূন্যবাদীকেও, শূন্যের সাক্ষী বলিয়া আত্মার অস্তিত্ব মানিতেই হইবে। শূন্য-

বাদিন্, যদি তুমি শূন্য হইতে ভিন্ন আপনার আত্মাকে না মান, তাহা হইলে শূন্য সম্বন্ধে—'শূন্য আছে' এই প্রকার কথন, তোমার এই (মাধ্যমিক) বৌদ্ধমতে সিদ্ধ হইতে পারে না। কথাটি এই—মাধ্যমিক বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ শূন্যকেই আত্মা বলিয়া মানে। তাহাদের অভিপ্রায় এই,—আত্মা এবং আত্মভিন্ন সকল বস্তুই শূন্যরূপ। সেই শূন্য সকল বস্তুরই নিজরূপ বলিয়া পরম তত্ত্ব। সুষুপ্তিতে সকল পদার্থের অভাব হইলে, 'আমি কিছুই অনুভব করি নাই'—এইরূপ প্রতীতির বিষয় এবং বিদ্বানের দৃষ্টিতে তুচ্ছ অজ্ঞানরূপ যে আনন্দময় কোশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা শূন্যরূপ আত্মা। এই মতাবলম্বিগণকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—(১) এই শূন্য সসাক্ষিক অথবা (২) সাক্ষিশূন্য অথবা (৩) স্বপ্রকাশ—এই তিন বিকল্পই হইতে পারে; প্রথমপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—শূন্যের সাক্ষী মানিলে, সেই সাক্ষী শূন্য হইতে বিলক্ষণ আত্মাই হইবেন। দ্বিতীয়পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—সাক্ষিরহিত শূন্য অসিদ্ধ। তৃতীয় পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই,—যাহাকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইতেছে, তাহারই নামান্তর আমাদের অভীষ্ট ব্রহ্ম; তাহা শূন্য নহে।

আর 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই ছিল', এই ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের দ্বারা শূন্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, বুঝিলে পূর্ব বাক্যের সহিত উত্তর বাক্যের বিরোধ হয় বলিয়া উক্ত বাক্যে শূন্য প্রতিপাদিত হয় নাই, বুঝা যায়; কিন্তু নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও বৌদ্ধগণ যে (অনুভবসিদ্ধ) প্রাগভাবকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহারই অনুবাদ করিয়া, সেই বিপরীত সিদ্ধান্তের গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। এই সকল কারণে শূন্যবাদীর মত যুক্তিবিরুদ্ধ। ৭৬

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে 'আত্মা' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? তদুত্তরে অনুবাদী অর্থাৎ নৈয়ায়িক, প্রভাকর ও ভট্টমতানুসারিগণ বলে :—

অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥ ৭৭

অন্বয়—বিজ্ঞানময়তঃ অন্যঃ আন্তরঃ আনন্দময়ঃ; 'অস্তি' ইতি এব উপলব্ধব্যঃ ইতি বৈদিকদর্শনম্।

অনুবাদ ও টীকা—[তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৫।১]—সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটি আভ্যন্তর আত্মা আছে, যাহার নাম আনন্দময়; [অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চ উভয়োঃ। অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি—কঠ উ, ২।৩।১৩]—উপাধিযুক্ত এবং তদ্বিযুক্ত এই উভয় প্রকারের মধ্যে নিরুপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে 'অস্তি' অর্থাৎ সৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে লোক 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্বোক্ত তত্ত্বভাব—আত্মার কূটস্থ সত্যরূপ, প্রসন্ন হয় অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার

শ্রুতিবচন রহিয়াছে বলিয়া আনন্দময় কোশকেই আত্মা বলিয়া মানিতে হইবে। ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত—নৈয়ায়িক প্রভৃতি এইরূপ কহিয়া থাকে। ৭৭

২। আত্মার পরিমাণ লইয়া বিবাদ।

আত্মার স্বরূপ লইয়া এইরূপ বিবাদ দেখাইয়া আত্মার পরিমাণবিশেষ লইয়া বাদিগণের মধ্যে যে যে বিবাদ আছে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) সাধারণতঃ আত্মার পরিমাণ ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন।

অণুর্মহান্ মধ্যমো বেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ।
বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ॥ ৭৮

অন্বয়—অণুঃ মহান্ বা মধ্যমঃ ইতি এবম্, তত্র অপি বাদিনঃ শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ বহুধা বিবদন্তে হি।

অনুবাদ ও টীকা—কেহ বলে—'আত্মা অণুপরিমাণ'; কেহ বলে 'মহৎ পরিমাণ'; কেহ বলে 'মধ্যম পরিমাণ।' এই প্রকারে আত্মার পরিমাণ লইয়া বাদিগণ শ্রুতি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার বিবাদ করিয়া থাকে। ৭৮

এই পরিমাণভেদবাদিগণের মধ্যে, যাহারা আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া থাকে, সেই আন্তরালগণের মত :—

(খ) আন্তরালগণের মতে—আত্মা অণুপরিমাণ।

অণুং বদন্ত্যান্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ।
রোম্ণঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্॥ ৭৯

অন্বয়—আন্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ (আত্মানম্) অণুং বদন্তি, রোম্ণঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু (নাড়ীষু) অয়ম্ প্রচরতি।

অনুবাদ—ইহাদের মধ্যে 'আন্তরাল'-নামক বাদিগণ বলে, আত্মা অণুপরিমাণ; সেইরূপ বলিবার তাহাদের হেতু এই—আত্মা সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর বিচরণ করেন। সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া আত্মার সেই প্রচার তাহারা এইরূপে উপপাদন করে—একটি কেশের সহস্র ভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম নাড়ীসকলের ভিতর দিয়া আত্মার গমনাগমন হয়।

টীকা—সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া আত্মার যে প্রচার, তাহা আত্মার অণুত্ব বিনা সম্ভব হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৭৯

ভাল, আত্মা যে অণুপরিমাণ, তদ্বিষয়ে (শাস্ত্রীয়) প্রমাণ কি ?—তাহারা সেই প্রমাণের এইরূপ উল্লেখ করে :—

অণোরণীয়ানেষোঽণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ত্বিতি।
অণুত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৮০

অন্বয়—অণোঃ অণীয়ান্ এষঃ অণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরম্ তু ইতি শতশঃ অথ সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ অণুত্বম্ আহুঃ।

অনুবাদ—'অণু হইতেও এই আত্মা অত্যন্ত অণু'; 'এই আত্মা হইতেছে অণু', 'সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর'—এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র শ্রুতিবচন আত্মার অণুত্ব প্রমাণ করিতেছে।

টীকা—[অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্—কঠ উ, ২।২০, শ্বেতা উ, ৩।২০; মহানারা, উ, ৩; কৈবল্য ২০]—(আত্মা) অণু হইতেও অত্যন্ত অণু এবং মহান্ হইতেও অত্যন্ত মহান্; [এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ—মুণ্ডক উ, ৩।১।৯]—এই সূক্ষ্মরূপ আত্মাকে শুদ্ধ মন দিয়া জানিতে হয়; [সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যম্—কৈবল্য উ, ১৬]—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও নিত্য—এইরূপ অনেক শ্রুতিবচন আত্মার অণুরূপতা বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে, ইহাই অর্থ। ৮০

আত্মার অণুরূপতা বিষয়ে অন্য শ্রুতিবচনের (শ্বেতাশ্বতর উ, ৫।৯) উদাহরণ দেয়:—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥ ৮১

অন্বয়—বালাগ্রশতভাগস্য চ শতধা কল্পিতস্য ভাগঃ সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইতি চ অপরা শ্রুতিঃ আহ।

অনুবাদ—কেশের অগ্রভাগের যে শতভাগ (তাহার এক ভাগকে) শতভাগে কল্পনা অর্থাৎ তাহার বিভাগ করিলে, তাহার একভাগ যত সূক্ষ্ম হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম যে জীব, তাহা জানিবার যোগ্য। এই প্রকারে অন্য (শ্বেতাশ্বতর উ) শ্রুতিবচন আত্মার অণুরূপতার বর্ণন করিতেছে।

টীকা—যাহারা আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া মানে, সেই আন্তরালদিগের মত যুক্তিসহ নহে; কেননা, আত্মা যদি অণুপরিমাণ হ'ন, তাহা হইলে অণুস্বরূপ জ্ঞাতা আত্মা শরীরের এক অংশেই থাকিবেন; তাহা হইলে চরণে ও মস্তকে পীড়ার বা সুখের জ্ঞান, একই সময়ে হওয়া উচিত হয় না। তদুত্তরে তাহারা বলে এক স্থানে অবস্থিত পুষ্পাদির গন্ধ চারিদিকে প্রসারিত হয়; সেই প্রকার দেহের একভাগে অবস্থিত আত্মার জ্ঞানগুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। সেই প্রকারে চরণে ও মস্তকে পীড়ার ও সুখের জ্ঞান এককালেই সম্ভাবিত হয়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেমন ঘটের নীলাদিগুণ ঘটকে ছাড়িয়া বাহিরে থাকে না, সেইরূপ তাহাদের সম্মত আত্মার জ্ঞানগুণ আত্মার বাহিরে থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে সেই অণুপরিমাণাত্মবাদিগণ বলে, যেমন শরীরের একদেশে সংলগ্ন চন্দনের শীতলতা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ, শরীরের একাংশে স্থিত অণুপরিমাণ আত্মার জ্ঞান সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। একথা কিন্তু অসঙ্গত; কেননা, শরীরের একাংশে চন্দনস্পর্শ হইলে, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত জলাংশের ঘনীভাব উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্দ্বারাই সমস্ত শরীরের শীতলতা সম্পাদিত হয়। সেই শীতলতা চন্দনের নহে। সেইহেতু চন্দনের দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রসঙ্গে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। কোন অণ্বাত্মবাদী বলে, দীপ

যেমন গৃহের এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, সেইরূপ একদেশাবস্থিত আত্মার জ্ঞানগুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আত্মাকে সাবয়ব পরপ্রকাশ্য এবং পরিশেষে দৃশ্য বলিয়া বিনাশশীল, এইরূপ মানিতে হয়। তাহা হইলে আত্মার অভাব সম্ভাবনা।

আত্মার অণুরূপতাশ্রুতির তাৎপর্য্য এই—স্থূলবুদ্ধি পুরুষের নিকট আত্মা অণুর ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। আবার অনেক স্থলে শ্রুতি আত্মাকে ব্যাপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইহেতু আত্মা উপাসকাদির অভিমত অণুপরিমাণ নহেন। ৮১

আত্মার মধ্যম পরিমাণবাদী দিগম্বরনামক নাস্তিকগণের মত—আত্মা দেহের সহিত সমপরিমাণ; তাহারই বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) দিগম্বর বৌদ্ধ বা জৈনদিগের মত—আত্মা মধ্যমপরিমাণ।

দিগম্বরা মধ্যমত্বমাহুরাপাদমস্তকম্।
চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেরানখাগ্রশ্রুতেরপি॥ ৮২

অন্বয়—দিগম্বরাঃ (আত্মনঃ) মধ্যমত্বম্ আহুঃ আপাদমস্তকম্ চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেঃ, অপি চ আনখাগ্রশ্রুতেঃ।

অনুবাদ ও টীকা—দিগম্বর-মতাবলম্বিগণ আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ অর্থাৎ দেহের সহিত সমপরিমাণ বলিয়া থাকে; তাহাদের যুক্তি এই যে চৈতন্যরূপ আত্মা, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হন এবং শ্রুতিও আত্মাকে দেহে নখাগ্রপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—[সঃ এবঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—জগৎকারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই এই পরমেশ্বর এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ব্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ৮২

ভাল, আত্মা মধ্যমপরিমাণ হইলে, (৭৯ শ্লোকোক্ত) শ্রুতিসিদ্ধ, (আত্মার) নাড়ীপ্রচার অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে তাহারা বলে :—

সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্তু সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্ভবেৎ।
স্থূলদেহস্থ হস্তাভ্যাং কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ॥ ৮৩

অন্বয়—সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারঃ তু স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাম্ কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ সূক্ষ্মৈঃ অবয়বৈঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—স্থূলদেহ যেমন দুই হস্তদ্বারা কঞ্চুকে বা জামায় প্রবেশ করে সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচার, সূক্ষ্ম অবয়বদ্বারাই হইতে পারে অর্থাৎ স্থূল দেহ যেমন দুই হস্তদ্বারা জামায় প্রবেশ করিলেই দেহের জামায় প্রবেশ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্ম অবয়বরূপ সূক্ষ্ম নাড়ীতে প্রবেশ করিলেই আত্মার শ্রুতি-বর্ণিত নাড়ীপ্রবেশ সিদ্ধ হয়।

টীকা—যেমন দেহাবয়বরূপ হস্তদ্বয়ের কঞ্চুকপ্রবেশদ্বারা দেহের কঞ্চুকপ্রবেশ হইল, বলা

হয়, সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্ম অবয়বরূপ (সূক্ষ্ম) নাড়ীতে প্রচার হইলেই উপচারক্রমে অর্থাৎ আরোপ করিয়া আত্মার প্রচার হয়, বলা হইয়া থাকে ; ইহাই অর্থ। ৮৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মার পরিমাণ যদি মধ্যমরূপেই নিয়মিত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবশে আত্মার পিপীলিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র শরীরে এবং হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে প্রবেশ সম্ভবপর হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহারা বলে আত্মার অবয়বের উৎপত্তি ও নাশদ্বারা আত্মার মধ্যমপরিমাণতা নিয়মিত থাকায়, আত্মার নিয়তমধ্যমপরিমাণতা ও ছোট বড় শরীরে দেহের ন্যায় প্রবেশ, এতদুভয় বিরুদ্ধ হয় না,—অর্থাৎ ছোট শরীরে প্রবেশকালে আত্মার অবয়ববিনাশ, এবং বৃহৎ শরীরে প্রবেশকালে অবয়বোৎপত্তি হয় বলিয়া মধ্যমপরিমাণ আত্মার, দেহের প্রবেশের ন্যায় ছোট বড় শরীরে প্রবেশ সম্ভাবিত হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশোঽপি গমাগমৈঃ।
আত্মাংশানাং ভবেত্তেন মধ্যমত্বং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৮৪

অন্বয়—ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশঃ অপি আত্মাংশানাম্ গমাগমৈঃ ভবেৎ, তেন মধ্যমত্বম্ বিনিশ্চিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্ব হইতে বড় এবং পূর্ব্ব হইতে ছোট শরীরে আত্মার প্রবেশও আত্মার অংশের (অবয়বের) উৎপত্তি ও বিনাশদ্বারা সম্ভাবিত হয়। সেইহেতু আত্মার মধ্যমপরিমাণতা অর্থাৎ শরীরের সহিত সমানপরিমাণতা বিশেষরূপে নিশ্চিত। ৮৪

আত্মা সাবয়ব হইলে ঘটাদি সাবয়ব বস্তুর ন্যায় আত্মা অনিত্যই হইয়া পড়ে—এই বলিয়া মধ্যমপরিমাণবাদী দিগম্বরগণের মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

যে আত্মার মধ্যমপরিমাণতার দোষ প্রদর্শন ; প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত—আত্মা বিভু।

সাংশস্য ঘটবন্নাশো ভবত্যেব তথা সতি।
কৃতনাশাকৃতাভ্যাগময়োঃ কো বারকো ভবেৎ? ॥৮৫

অন্বয়—সাংশস্য ঘটবৎ নাশঃ ভবতি এব ; তথা সতি কৃতনাশাকৃতাভ্যাগময়োঃ বারকঃ কঃ ভবেৎ ?

অনুবাদ—সাবয়ব বস্তুমাত্রই ঘটের ন্যায় অবশ্যই নশ্বর হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ আত্মার নাশ হইলে, কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দুই দোষের নিবারক কে হইবে ?

টীকা—সাবয়ব আত্মা ঘটের ন্যায় নশ্বর হইলে তাহাতে দোষ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তাহা হইলে' ইত্যাদি। "কৃতনাশ"—কৃত যে পুণ্যপাপ তাহাদের ভোগপ্রদান বিনা নাশের নাম 'কৃতনাশ' ; 'অকৃতাভ্যাগম'—কৃত হয় নাই যে পুণ্যপাপ, তাহাদের অকস্মাৎ ফলপ্রদানতার নাম অকৃতাভ্যাগম। আত্মাকে অনিত্য বলিয়া মানিলে এই দুইটি দোষ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৮৫

যেহেতু আত্মার অণুপরিমাণতা ও মধ্যমপরিমাণতা এই উভয় পক্ষই দোষাক্রান্ত, সেইহেতু পরিশেষে আত্মার বিভুত্ব অর্থাৎ মহৎপরিমাণতাই সিদ্ধ হয়, এই কথাই বলিতেছেন :—

তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ।
আকাশবৎ সর্ব্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ ॥ ৮৬

অন্বয়—তস্মাৎ আত্মা মহান্ এব, অণুঃ ন এব, মধ্যমঃ অপি ন, আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ।

অনুবাদ—সেইহেতু আত্মা মহান্ অর্থাৎ ব্যাপকই হইবেন। তিনি অণুও নহেন, তিনি মধ্যম অর্থাৎ শরীরের সহিত সমপরিমাণও নহেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিরবয়ব। এইরূপ আত্মাই শ্রুতিসম্মত।

টীকা—সেই আত্মার বিভুরূপতা বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—"তিনি আকাশের ন্যায়" ইত্যাদি। [আকাশবৎ—সর্ব্বোপনিষৎ ৪ ; সর্ব্বগতঃ চ নিত্যঃ—মুণ্ডক উ, ১।১।৬]—আত্মা আকাশের ন্যায় ব্যাপক, সর্ব্বত্র অবস্থিত ও নিত্য [নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৯]—আত্মা নিরবয়ব ও ক্রিয়াহীন—ইত্যাদি বেদবাক্যই আত্মার মহত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ। ৮৬

এই প্রকারে আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধ করিয়া, আত্মার চৈতন্যরূপতার নিশ্চয় করিবার জন্য, বাদিগণের মধ্যে বিবাদ বর্ণন করিতেছেন :

৩। আত্মার বিলক্ষণ বা বিশেষরূপ লইয়া বিবাদ।

(ক) ত্রিবিধ বাদীর সম্মত আত্মার ত্রিবিধ বিশেষরূপের বর্ণন।

ইত্যুক্ত্বা তদ্বিশেষে তু বহুধা কলহং যযুঃ।
অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপশ্চিদচিদ্রূপ ইত্যপি ॥ ৮৭

অন্বয়—ইতি উক্ত্বা তদ্বিশেষে তু অচিদ্রূপঃ অথ চিদ্রূপঃ চিদচিদ্রূপঃ ইতি অপি বহুধা কলহম্ যযুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে আত্মার মহত্ত্ব সিদ্ধ করিয়া, সেই আত্মার বিশেষতা বা বিলক্ষণতা বিষয়ে—কেহ বলে আত্মা জড়, কেহ বলে আত্মা চেতন, কেহ বলে আত্মা জড়চেতন উভয় রূপ —এইরূপে বহুপ্রকারের কলহে ব্যাপৃত হয়। ৮৭

যাহারা আত্মাকে অচিৎ বা জড় বলে তাহাদের মত প্রদর্শন করিতেছেন :

(খ) প্রভাকর ও নৈয়ায়িকদিগের মত - আত্মা জড়রূপ।

প্রাভাকরাস্তার্কিকাশ্চ প্রাহুরস্যাচিদাত্মতাম্।
আকাশবদ্দ্রব্যমাত্মা শব্দবত্তদ্গুণশ্চিতিঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—প্রাভাকরাঃ তার্কিকাঃ চ অস্য অচিদাত্মতাম্ প্রাহুঃ : আকাশবৎ আত্মা দ্রব্যম্, শব্দবৎ চিতিঃ তদ্গুণঃ।

অনুবাদ—ভট্টশিষ্যের মতানুসারী প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে অচিৎ অর্থাৎ জড়রূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। তাহারা বলে আত্মা আকাশের

ন্যায় দ্রব্য অর্থাৎ গুণের আশ্রয় (১ম খণ্ড 'ক' পরিশিষ্ট ২০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য); চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান আকাশের গুণ; শব্দ যেমন আকাশের গুণ, সেইরূপ।

টীকা—প্রাভাকরগণের প্রক্রিয়া বা প্রমাণশৈলীর অনুবাদ করিতেছেন—'আত্মা আকাশের ন্যায় দ্রব্য' ইত্যাদি; তাহাদের সূচিত অনুমান এইরূপ—আত্মা দ্রব্য (অর্থাৎ গুণাশ্রয়) হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা গুণবান্—হেতু; যেমন আকাশ—দৃষ্টান্ত। পৃথিব্যাদি অন্য দ্রব্য হইতে আত্মার ভেদসাধক বিশেষ গুণ দেখাইতেছেন—আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি অন্য দ্রব্য হইতে ভিন্ন—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা জ্ঞানগুণবান্—হেতু; যে বস্তু পৃথিবী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে তাহা জ্ঞানগুণবান্ও নহে—ব্যাপ্তি; যেমন পৃথিব্যাদি—দৃষ্টান্ত; এইরূপ অনুমান বুঝিয়া লইতে হইবে। ৮৮

সেই জ্ঞানগুণবান্ আত্মার বিশেষ অন্য গুণ কহিতেছেন :

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখাসুখে।
তৎসংস্কারাশ্চ তস্যৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাঃ ॥ ৮৯

অন্বয়—ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাঃ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখাসুখে চ তৎসংস্কারাঃ এতে চিতিবৎ তস্য গুণাঃ ঈরিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, এবং তাহাদের ভাবনারূপ সংস্কার—এই আটটি জ্ঞানের ন্যায় আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হয়। ৮৯

এই জ্ঞানাদি গুণসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলিতেছেন :—

আত্মনো মনসা যোগে স্বাদৃষ্টবশতো গুণাঃ।
জায়ন্তেঽথ প্রলীয়ন্তে সুষুপ্তেঽদৃষ্টসংক্ষয়াৎ ॥ ৯০

অন্বয়—স্বাদৃষ্টবশতঃ আত্মনঃ মনসা যোগে গুণাঃ জায়ন্তে, অথ সুষুপ্তে অদৃষ্টসংক্ষয়াৎ প্রলীয়ন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—নিজের প্রারব্ধকর্ম্মরূপ অদৃষ্টের বশে আত্মার মনের সহিত সংযোগ ঘটিলে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান (চৈতন্য) প্রভৃতি গুণসকল উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুষুপ্তিকালে অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে (আত্মা ও মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে) গুণসকল বিলীন হইয়া যায়। ৯০.

(শঙ্কা) আত্মা যদি জড়রূপই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার চেতনতা কি প্রকারে মানা হইতেছে ? (সমাধান) তদুত্তরে তাহারা বলে, আত্মার চৈতন্য-গুণ থাকায় আত্মাকে চেতন বলিয়া মানা হয়—এই কথাই বলিতেছেন :—

চিতিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্।
স্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ কর্ত্তা ভোক্তা দুঃখাদিমত্ত্বতঃ ॥ ৯১

অন্বয়—চিতিমত্ত্বাৎ অয়ম্ চেতনঃ ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ত্তা দুঃখাদিমত্ত্বতঃ ভোক্তা স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—আত্মা চৈতন্যগুণক বলিয়া চেতন। আত্মা যে চেতন তদ্বিষয়ে অন্য হেতু এই—আত্মা ইচ্ছা, দ্বেষ এবং উৎসাহবিশেষরূপ প্রযত্নবিশিষ্ট: এবং সেই আত্মা ঈশ্বর হইতে বিলক্ষণ; কেননা, আত্মা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই কর্ত্তা ও সাংসারিক সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা। ৯১

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যদি বিভু বা ব্যাপক হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার লোকান্তরে গমন এবং লোকান্তর হইতে আগমন কি প্রকারে সম্ভব হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই দেহে কর্ম্মবশে ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইলে আত্মা ইহলোকে অবস্থিত রহিয়াছেন ইত্যাদিরূপ ব্যবহার যে প্রকারে হইয়া থাকে, সেই প্রকারে লোকান্তরে কর্ম্মবশে অন্য দেহের উৎপত্তি হইলে সেই দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশে, সুখপ্রভৃতির উৎপত্তির বশে, সেই পরলোকে আত্মার গমনাগমনাদি হইল—এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মার গমনাগমনাদি উপচারক্রমেই অর্থাৎ আরোপ করিয়াই কথিত হইয়া থাকে—এই আশয় লইয়াই বলিতেছেন :—

যথাত্র কর্ম্মবশতঃ কাদাচিৎকং সুখাদিকম্।
তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণেচ্ছাদি জন্যতে॥ ৯২
এবং সর্ব্বগতস্যাপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ ॥৯২ $\frac{1}{2}$

অন্বয়—যথা অত্র কর্ম্মবশতঃ কাদাচিৎকম্ সুখাদিকম্ তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণা ইচ্ছাদি জন্যতে। এবম্ সর্ব্বগতস্য অপি (আত্মনঃ) গমাগমৌ সম্ভবেতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন ইহলোকে আত্মার সদসৎ কর্ম্মবশে কখন কখন উৎপদ্যমান সুখদুঃখাদি হইয়া থাকে, সেইপ্রকার লোকান্তরে প্রাপ্ত দেহেও কর্ম্মবশতঃ ইচ্ছাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে। ৯২। এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বগত শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে সর্ব্বগত অর্থাৎ ব্যাপক হইলেও আত্মার গমনাগমন সম্ভবপর হয়। ৯২ $\frac{1}{2}$

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যে কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? (সমাধান) এইহেতু বলিতেছেন :-

কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন্॥ ৯৩

অন্বয়—সমগ্রঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ অত্র প্রমাণম্ ইতি তে অবদন্।

অনুবাদ ও টীকা—সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড এ বিষয়ে প্রমাণ—সেই প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার কহিয়া থাকে। ৯৩

ভাল, ৭৭ শ্লোকে "অন্যঃ বিজ্ঞানময়তঃ আনন্দময়ঃ আন্তরঃ"—সেই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্ স্বাভ্যন্তর আত্মা আনন্দময়—এইরূপে আনন্দময়-কোশকেই আত্মা বলা হইয়াছে, আর এখন

আনন্দময়-কোশ হইতে ভিন্ন অন্য ইচ্ছাদিমান্ আত্মার প্রতিপাদন করা হইতেছে। ইহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

আনন্দময়কোশো যঃ সুষুপ্তৌ পরিশিষ্যতে।
অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূর্ব্বকোশোঽস্য তে গুণাঃ ॥৯৪

অন্বয় সুষুপ্তৌ অস্পষ্টচিৎ যঃ আনন্দময়কোশঃ পরিশিষ্যতে সঃ পূর্ব্বকোশঃ এষাম্ আত্মা, তে গুণাঃ অস্য।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে অস্পষ্ট চৈতন্যস্বরূপ যে আনন্দময়-কোশ অবশিষ্ট থাকে, পঞ্চকোশের মধ্যে তাহাই প্রথম কোশ, প্রাভাকর ও তার্কিকেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই সকল গুণ তাহারই।

টীকা—"সুষুপ্তৌ অস্পষ্টচিৎ যঃ আনন্দময়কোশঃ পরিশিষ্যতে"—সুষুপ্তি-অবস্থায় বিলীন জ্ঞানগুণযুক্ত যে আনন্দময়-কোশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, "সঃ পূর্ব্বকোশঃ"—তাহাই শ্রুত্যুক্ত পঞ্চ কোশের মধ্যে প্রথম কোশ, "এষাম্ আত্মা"—এই প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকসম্মত আত্মা, "তে গুণাঃ অস্য"—৮৮,৮৯ শ্লোকোক্ত জ্ঞানাদি গুণসমূহ, এই আত্মারই—ইহাই অর্থ। প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকগণের উক্ত মত অসঙ্গত; কেননা, তাহারা যে বলে, সুষুপ্তিতে জ্ঞান না থাকায় আত্মা জড়রূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে যে বলে 'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, সুখে ঘুমাইতেছিলাম'—এই প্রকারে সুষুপ্তিকালে অনুভূত অজ্ঞান ও সুখের স্মৃতি, উক্ত মতের বাধক হইয়া দাঁড়ায়; যেহেতু আত্মা যদি জড় হইত, তবে উক্তরূপ স্মৃতি হইতে পারিত না। এইরূপে স্মৃতি হয় বলিয়া আত্মা জড় নহেন, চেতন—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আবার বেদে আত্মা নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সেইহেতু আত্মা ইচ্ছাদি গুণ-বিশিষ্ট হইতে পারেন না। ইচ্ছাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। অন্যোন্য অধ্যাসবশতঃ তাহারা আত্মারই বলিয়া প্রতীত হয়। আর ইচ্ছাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম [কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মন এব—বৃহদা উ, ১।৫।৩]—কাম—(ভোগাভিলাষ) সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধিবৃত্তি, ভয়—এ সমস্ত মনই—মনের ধর্ম্ম ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে ইহা জানা যায়। আর অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারাও ইচ্ছাদি অন্তঃকরণেরই গুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়; কেননা, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণ থাকিলে, ইচ্ছাদি দেখা যায়,—সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ না থাকিলে ইচ্ছাদিও থাকে না।

নৈয়ায়িকসম্মত আত্মা ব্যাপক ও নানা; এইহেতু সকল আত্মারই একই কালে, সকল শরীর, সকল কর্ম্ম, সকল ভোগ ও সকল মনের সহিত সম্বন্ধ ঘটায়, কোন্ শরীরাদি কোন্ আত্মার—তাহা নির্ণয় হয় না। এইরূপ নানাদোষাক্রান্ত বলিয়া উক্ত মত পরিত্যাজ্য। ৯৪

এই আনন্দময়-কোশরূপ আত্মাকেই পূর্ব্বমীমাংসার বার্ত্তিককার কুমারিলভট্টের মতাবলম্বিগণ চিজ্জড় উভয়স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করে ইহাই কহিতেছেন :—

(গ) পূর্ব্ব-শ্লোকসমুক্তোক্ত দোষ দেখাইয়া ভট্টমতের বর্ণনা—আত্মা চিজ্জড়রূপ।

গূঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্রেক্ষ্য জড়বোধস্বরূপতাম্।
আত্মনো ব্রুবতে ভাট্টাশ্চিদুৎপ্রেক্ষোত্থিতস্মৃতেঃ ॥৯৫

অন্বয়—ভাট্টাঃ গূঢ়ম্ চৈতন্যম্ উৎপ্রেক্ষ্য আত্মনঃ জড়বোধস্বরূপতাম্ ব্রুবতে; উত্থিতস্মৃতেঃ চিদুৎপ্রেক্ষা।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা ভট্টমতের অনুসরণ করে, তাহারা সুষুপ্তিকালীন অস্পষ্ট চৈতন্যের বিচার করিয়া, আত্মাকে চিজ্জড় উভয়স্বরূপ বলে। তাহাদের মতে চৈতন্য কল্পনা করিবার কারণ এই যে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষের যে স্মৃতি জন্মে, তাহা হইতে চৈতন্যের কল্পনা হয়। ৯৫

তাহারা যে যুক্তির দ্বারা চৈতন্যের কল্পনা করে, তাহাই পরিস্ফুট করিতেছেন :—

জড়ো ভূত্বা তদাস্বাপ্সমিতি জাড্যস্মৃতিস্তদা।
বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ৯৬

অন্বয়—তদা জড়ঃ ভূত্বা অস্বাপ্সম্ ইতি জাড্যস্মৃতিঃ তদা জাড্যানুভূতিং বিনা কথঞ্চিৎ ন উপপদ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—সেই সুষুপ্তিকালে, 'আমি জড় হইয়া ঘুমাইয়াছিলাম', জাগ্রৎকালে এইরূপ যে জড়তার স্মৃতি হয়, তাহা তৎকালীন জড়তার অনুভব বিনা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না; এইহেতু তাহারা সুষুপ্তিকালের জড়তার জ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকে। ৯৬

সুষুপ্তিকালে যে চৈতন্যের বিলোপ হয় না, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতিবচন তাহারা দেখাইয়া থাকে :

দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্ত্বয়ম্।
অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যামাত্মা খদ্যোতবদ্‌যুতঃ ॥ ৯৭

অন্বয়—সুপ্তৌ দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ অলোপঃ চ শ্রুতঃ, ততঃ তু অয়ম্ আত্মা খদ্যোতবৎ অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাম্ যুতঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপরূপ নাশ হয় না—ইহা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। সেইহেতু এই আত্মা জোনাকী পোকার ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ উভয়স্বভাববিশিষ্ট।

টীকা—[ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ - বৃহদা উ, ৪।৩।২৩]—(সুষুপ্তিসময়ে জীব যে দর্শন করে না—বুঝিতে হইবে—দেখিয়াও দেখে না;) দ্রষ্টার (জীবের) দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বভাব অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসরহিত। এই শ্রুতিবচনে শুনা যায় যে আত্মার স্বরূপভূত

যে দৃষ্টি বা জ্ঞান, তাহার লোপ নাই, যেহেতু আত্মা বিনাশরহিতস্বভাব, অন্যথা অর্থাৎ চৈতন্যের লোপ হয় মানিলে, যে বলিবে চৈতন্যের লোপ হয়, তাহাকে সেই লোপের সাক্ষী নাই বলিতে হইবে ; তাহা ত' বলা চলে না ; এই কারণে শ্রুতিমুখে শুনা যায় চৈতন্যের লোপ নাই : "ততঃ তু অয়ম্ আত্মা খদ্যোতবৎ অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাম্ যুতঃ" -সেই কারণে এই আত্মা খদ্যোতের ন্যায় স্ফুরণ-অস্ফুরণ এই উভয়স্বভাবযুক্ত। ১৭

এই ভাট্টমতের দোষবর্ণনপূর্ব্বক সাংখ্যমতের দোষ বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) পূর্ব্ব-শ্লোকত্রয়োক্ত মতের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক সাংখ্যমত বর্ণন—আত্মা চৈতন্যরূপ।

নিরংশস্যোভয়াত্মত্বং ন কথঞ্চিদ্ঘটিষ্যতে।
তেন চিদ্রূপ এবাত্মেত্যাহুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ॥১৮

অন্বয়—বিবেকিনঃ সাংখ্যাঃ নিরংশস্য উভয়াত্মত্বম্ কথঞ্চিৎ ন ঘটিষ্যতে, তেন আত্মা চিদ্রূপঃ এব ইতি আহুঃ।

অনুবাদ—পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য নির্ণয়কারী কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ বলে নিরবয়ব আত্মা—জড়চেতন উভয়াত্মক কোন প্রকারেই হইতে পারে না ; সেই আত্মা চেতনস্বরূপই।

টীকা—ভট্টমত যে যুক্তিসহ নহে তাহা এইরূপে বুঝা যায়। একই বস্তু জড়চেতন উভয়াত্মক ও বিরুদ্ধস্বভাব ইহা কখনই হইতে পারে না, যেমন একই বস্তু আলোকান্ধকারময় হইতে পারে না। যদি তাহার দুই পৃথক্ অংশ মানা যায়, তাহা হইলে তাহার জড় অংশই অনুভবগোচর হইতে পারে, চেতনাংশ অনুভবের অগোচর থাকিয়া যাইবে, দুই অংশই অনুভবগোচর হইতে পারে না, একই আত্মার এই বিলক্ষণ স্বভাব সম্ভব হয় না। যেমন একমাত্র দণ্ডদ্বারাই দণ্ডী হয় না, দণ্ড ও পুরুষ উভয় দৃষ্ট হইলেই দণ্ডী হয় ; সেইরূপ কেবল জড়াংশের জ্ঞানদ্বারাই উভয়াত্মক আত্মা সিদ্ধ হয় না। আর যদি চেতনাংশকে অনুভবগোচর বলিয়া মানা যায়,—তাহা হইলে সেই অংশ আর চেতন থাকে না, জড় হইয়া যায়।

আবার জড়চেতনরূপ উভয়াংশের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে ? তাহা সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না : কেননা, সংযোগসম্বন্ধ দুই অনিত্য দ্রব্যেরই হইতে পারে বলিয়া আত্মাকে অনিত্য বলিয়া মানিতে হয়। উভয়ের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ মানিলে, জড়াংশ চেতন হইবে এবং চেতনাংশ জড় হইবে। জড়চেতনের প্রতীত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়াই প্রতি[illegible] হয়। উভয়ের বিষয়বিষয়িভাব মানিলে দুইটিই ঘটের ন্যায় অনাত্মবস্তু হইয়া পড়িবে।

শ্রুতি আত্মাকে বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আত্মার অর্দ্ধজড়তার কোনই প্রমাণ নাই। আত্মার জড়রূপতাপ্রতিপাদক যে স্মৃতির কথা বলা হয়, তাহা সুষুপ্তিতে অবস্থিত অজ্ঞানাংশকেই বিষয় করিয়া থাকে, আত্মতার জড়তাকে নহে। ১৮

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যদি চৈতন্যরূপই হইলেন, তাহা হইলে ১৬ সংখ্যক শ্লোকে যে

জড়তার স্মৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার গতি কি প্রকার হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় :—

জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপং বিকারি ত্রিগুণঞ্চ তৎ।
চিতো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ত্ততে ॥৯৯

অন্বয়—জাড্যাংশঃ প্রকৃতেঃ রূপম্, তৎ বিকারি চ ত্রিগুণম্, সা প্রকৃতিঃ চিতঃ ভোগাপবর্গার্থম্ প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ—আত্মা যদ্যপি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ তথাপি আত্মায় যে জাড্যাংশের অনুভূতি হয় এবং পরে স্মৃতি হয়, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ, তাহা বিকারশীল ও ত্রিগুণ। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত সেই প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয় (প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে)।

টীকা—"তৎ ত্রিগুণম্"—সেই প্রকৃতির স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতিরূপ জড়াংশের কল্পনার প্রয়োজন বলিতেছেন -'চৈতন্যস্বরূপ আত্মার' ইত্যাদি। "চিতঃ"—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের। ৯৯

(শঙ্কা) ভাল, চেতনপুরুষ অসঙ্গ বলিয়া এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া প্রকৃতির প্রবৃত্তির দ্বারা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়—তদুভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেই পুরুষে ভোগ এবং মোক্ষরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন :

অসঙ্গায়াশ্চিতের্বন্ধমোক্ষৌ ভেদাগ্রহান্মতৌ।
বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থং পূর্ব্বেষামিব চিদ্ভিদা ॥ ১০০

অন্বয়—অসঙ্গায়াঃ চিতেঃ ভেদাগ্রহাৎ বন্ধমোক্ষৌ মতৌ। বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থম্ পূর্ব্বেষাম্ ইব চিদ্ভিদা।

অনুবাদ—পুরুষ অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও (এবং সেইহেতু অচেতন প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও) তদুভয়ের ভেদ উপলব্ধি করিতে না পারিলেই বন্ধন ও মোক্ষ মানিতে হয়। সেই বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ পুরুষের বিভাগ করিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ চেতন আত্মার ভেদ স্বীকার করিয়া থাকে।

টীকা—তার্কিকদিগের ন্যায় সাংখ্যমতাবলম্বিগণ আত্মার অর্থাৎ তাঁহাদের ভেদ স্বীকার করে -এই কথাই বলিতেছেন —'সেই বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত' ইত্যাদি। ১০০

প্রকৃতি বলিয়া যে বস্তু আছে এবং পুরুষ যে অসঙ্গ, তদ্বিষয়ে শ্রুতিবাক্যপ্রমাণস্বরূপ তাহারা উদাহরণ দেয় :—

মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরুচ্যতে।
শ্রুতাবসঙ্গতা তদ্বদসঙ্গো হীত্যতঃ স্ফুটা ॥১০১

অন্বয় —"মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" ইতি শ্রুতৌ প্রকৃতিঃ উচ্যতে, তদ্বৎ অসঙ্গঃ হি ইতি অতঃ অসঙ্গতা স্ফুটা।

অনুবাদ—(মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া) মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্ হইতেছেন অব্যক্ত বা অজ্ঞান—এই কঠশ্রুতিবচনে (কঠ উ, ৩।১১) 'অব্যক্ত' শব্দদ্বারা প্রকৃতিই সূচিত হইয়াছে। সেইরূপ 'এই পুরুষ একেবারে অসঙ্গ'—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন (বৃহদা উ, ৪।৩।১৫) হইতে পুরুষের অসঙ্গতা স্পষ্ট।

টীকা —সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে (যাহার নামান্তর প্রধান ও অব্যক্ত) জগতের কারণ বলিয়া মানা হয় এবং তাহাকেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের (মোক্ষের) হেতু বলা হয়। এই মত কিন্তু বিচারসহ নহে; কেননা, তাহারা সেই প্রকৃতির লক্ষণ বলে -"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" -প্রলয়কালে সত্ত্বাদিগুণত্রয় সাম্যাবস্থায় (equilibriumএ) থাকিলে, তুল্যবল বলিয়া পরস্পরাভিভবে অসমর্থ থাকিলে তাহাকে প্রকৃতি বলে; সেই সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ করিলেই জগতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি জড় বলিয়া সেই সাম্যাবস্থা পরিত্যাগে সামর্থ্যহীন। আর চেতন পুরুষ অসঙ্গ বলিয়া প্রকৃতির সহিত নিঃসম্বন্ধ। আর চৈতন্যের সম্বন্ধ বিনা জড়ের দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব। এইহেতু প্রধান হইতে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এই কারণে প্রকৃতিবিশিষ্ট বা মায়াযুক্ত চেতন অন্তর্য্যামীই হইতেছেন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার সাংখ্যমতে সুখ-দুঃখের বা বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাপক চৈতন্যরূপ পুরুষ বা আত্মাকে নানা বা বহু বলিয়া মানা হয়। কিন্তু সেই পুরুষ বা আত্মাকে একমাত্র ব্যাপক চৈতন্য মানিলে অন্তঃকরণরূপ উপাধির নানাত্বদ্বারা ভোগাদির পার্থক্যের ব্যবস্থা বা বিভাগ করা যায়। কেবল সেই ব্যবস্থার জন্য আত্মার নানাত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। আবার পুরুষ বা আত্মাকে নানা এবং প্রকৃতিকে নিত্য বলিয়া মানিলে, পুরুষের সহিত প্রকৃতির সজাতীয় সম্বন্ধ অথবা বিজাতীয় সম্বন্ধ মানা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে 'নানা' পুরুষের অসঙ্গতার বাধা হয়। ১০১

আত্মতত্ত্বের বিচারে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিবাদ

১। অন্তর্য্যামী হইতে বিরাট্ পর্য্যন্ত ঈশ্বর লইয়া বিবাদ।

এইরূপে বাদিগণসম্মত জীববিষয়ক বিরুদ্ধ মতরূপ বিবাদ প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরবিষয়ক বিরুদ্ধ মত দেখাইবার জন্য প্রথমে ঈশ্বরের রূপ স্থাপন করিতেছেন :—

(ক) যোগমত অসঙ্গ-চৈতন্য ঈশ্বর।

চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্।
ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ ॥১০২

অন্বয়—যোগাঃ চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতেঃ নিয়ামকম্ হি ঈশ্বরম্ ব্রুবতে ; সঃ জীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা যোগমতানুসারী, তাহারা চৈতন্যের সান্নিধ্যে (সৃষ্টি-সংহার-) প্রবৃত্তা প্রকৃতির প্রেরক পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে ; সেই ঈশ্বর জীবগণ হইতে যে ভিন্ন, একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। ১০২

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক সেই শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ।
আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ হ্যন্তর্য্যাম্যুপপাদিতঃ ॥ ১০৩

অন্বয়—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ" ইতি হি শ্রুতিঃ ; আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ অন্তর্য্যামী হি উপপাদিতঃ।

অনুবাদ—'ঈশ্বর প্রকৃতির ও জীবের পতি ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ামক'—শ্রুতি এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। [প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ, সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেতাশ্ব উ, ৬।১৬]। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে আদর পূর্ব্বক ঈশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

টীকা—"প্রধানম্"—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর তুল্যবলরূপে সম্মিলিতাবস্থারূপ প্রকৃতি, "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ"—শরীররূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবসমূহ, তাহাদের "পতি"—নিয়ামকঃ। "গুণাঃ"—সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয়, তাহাদের 'ঈশ' বা নিয়ামক বলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন কেবল একটিমাত্র নহে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণনামক তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণ সমগ্রই ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে—এই কথাই বলিতেছেন—"বৃহদারণ্যক উপনিষদে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ১০৩

বাদিগণের ঈশ্বরবিষয়ক সেই কলহের বিন্যাস করিতেছেন :—

অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ।
বাক্যান্যপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি হি ॥১০৪

অন্বয়—অত্র অপি বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ কলহায়ন্তে, দার্ঢ্যায় বাক্যানি অপি যথাপ্রজ্ঞম্ হি উদাহরন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—এই ঈশ্বরবিষয়ে বাদিগণ আপন আপন যুক্তিদ্বারা পরস্পর কলহ করে এবং আপন আপন পক্ষসমর্থনের জন্য শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়া, যে যেমন বুঝে, সেই অর্থে প্রয়োগ করে। ("যথাপ্রজ্ঞম্"—নিজ নিজ প্রজ্ঞার উল্লঙ্ঘন না করিয়া—অব্যয়ীভাব সমাস)। ১০৪

এক্ষণে পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রতিপাদনের জন্য ঈশ্বরের যে লক্ষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণসূত্র—ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ (সমাধিপাদ ২৪) অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকৈস্তদাশয়ৈরপ্যসংযুতঃ।
পুংবিশেষো ভবেদীশো জীববৎ সোঽপ্যসঙ্গচিৎ ॥১০৫

অন্বয়—ক্লেশকর্ম্মবিপাকৈঃ তদাশয়ৈঃ অপি অসংযুতঃ পুংবিশেষঃ ঈশঃ ভবেৎ। সঃ অপি জীববৎ অসঙ্গচিৎ।

অনুবাদ—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও তাহাদের আশয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত যে বিশিষ্ট অর্থাৎ কালত্রয়ে উক্তসম্বন্ধরহিত, পুরুষ তিনিই ঈশ্বর। তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গচৈতন্য।

টীকা—"ক্লেশ"—("অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ"—সাধনপাদ ৩)—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি "ক্লেশ" বা দুঃখহেতু চিত্তবৃত্তি। উক্ত পাঁচটি, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক হইয়া পুরুষকে, 'ক্লিশ্নন্তি'—দুঃখগ্রস্ত করে; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্লেশ বলে। ("অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিঃ অবিদ্যা"—সাধনপাদ ৫)—স্বর্গাদিরূপ অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, পুত্রমুখচুম্বনাদিরূপ অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, ধনাদিরূপ ভোগসাধন দুঃখরূপ বস্তুতে সুখবুদ্ধি এবং দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি—এইরূপ যে বিপর্য্যয়-জ্ঞান তাহার নাম অবিদ্যা; ("দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা"—সাধনপাদ ৬)—দৃক্শক্তি বা পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি এই দুইটিকে ভ্রমবশতঃ এক বলিয়া মনে করার নাম অস্মিতা; ("সুখানুশয়ী রাগঃ"—সাধনপাদ ৭)—বুদ্ধির যে বৃত্তি সুখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ সুখ স্মরণ করিয়া তাহা পাইবার লোভ করে, তাহার নাম রাগ; ("দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ"—সাধনপাদ ৮)—বুদ্ধির যে বৃত্তি দুঃখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বুদ্ধি যে প্রতিকূল ভাব ধরে, তাহার নাম দ্বেষ; (স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ"—সাধনপাদ ৯)—সাধারণ জ্ঞানিব্যক্তিদিগেরও (মূর্খদিগের ন্যায়) পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী যে মরণভয় তাহা একপ্রকার বিপর্য্যয়জ্ঞান; তাহা স্বরসবাহী—অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে অনেকবার মরণদুঃখ অনুভব করিয়াছে বলিয়া সেই 'স্বরস' অনুসারে অর্থাৎ সেই মরণানুভবের সংস্কার-ধারায়, বহিতে—চলিতে থাকে বলিয়া 'স্বরসবাহী'। সেই মরণভয়ের নাম অভিনিবেশ। "কর্ম্ম"—("কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্" কৈবল্যপাদ ৭)—যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল-অকৃষ্ণ—শুভাশুভ হইতে বিলক্ষণ; অপর সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ পুণ্য, পাপ অথবা পাপপুণ্যমিশ্রিত। বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য যে সকল কর্ম্মের ফল, সুখভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহা শুক্লকর্ম্ম; সেইরূপ কর্ম্ম তপঃ স্বাধ্যায়াদি-নিরত ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। দুঃখ যেসকল কর্ম্মের একমাত্র ফল, তাহাদিগকে কৃষ্ণকর্ম্ম কহে। "বিপাক"—("সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"—সাধনপাদ ১৩)—"ক্লেশরূপ মূল থাকিলে, কর্ম্মের জাতি (জন্ম), আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক বা ফল জন্মে। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা বসুমতীর গ্রন্থাবলীর "যোগমণিপ্রভা"র ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) সেই 'কর্ম্মবিপাক' শব্দে

উক্ত ফলবিশেষ বুঝিতে হইবে। "তদাশয়াঃ"—সেই ফলবিশেষের সংস্কার। যিনি উক্তরূপ ক্লেশকর্ম্ম বিপাক ও আশয়দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তিনিই 'পুরুষবিশেষঃ', 'স ঈশ্বরঃ (ভবতি)'—তিনিই হইতেছেন ঈশ্বর। "স অপি জীববৎ অসঙ্গঃ"—তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ। অভিপ্রায় এই—সাংখ্যমতে কপিল জীবের যেপ্রকার স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ অসঙ্গ স্বপ্রকাশ কূটস্থচৈতন্য, যোগমতে পতঞ্জলিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েরই জীব কেবল ভোক্তা; কর্ত্তা নহে। কর্ত্তৃত্ব কেবল বুদ্ধিরই। সুখদুঃখ বুদ্ধির ধর্ম্ম। আত্মা বা জীব, যাহা অবিবেকোপলক্ষিত অনুভবস্বরূপ, বুদ্ধি হইতে আপনাকে পৃথক্ করিতে না পারিয়া ভোক্তা সাজিয়া বসে এবং আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। জীব সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাকদ্বারা আপনাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ করিতে পারিলে, অবিবেকের নিবৃত্তি হয় এবং তদ্দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের সমূলোচ্ছেদ ঘটে। তাহাই যোগমতে মোক্ষ। একশ্রেণীর সাংখ্যবাদী ঈশ্বর স্বীকার করে না। যোগমতাবলম্বিগণ ঈশ্বর মানে। সেই ঈশ্বর জীবের ন্যায় অসঙ্গচৈতন্য। ১০৫

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর যদি অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ হইলেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? (সমাধান) তদুত্তরে বলা হয়:—

তথাপি পুংবিশেষত্বাদ্‌ঘটতেঽস্য নিয়ন্তৃতা।
অব্যবস্থৌ বন্ধমোক্ষাবাপতেতামিহান্যথা ॥ ১০৬

অন্বয়—তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ অস্য নিয়ন্তৃতা ঘটতে, অন্যথা ইহ বন্ধমোক্ষৌ অব্যবস্থৌ আপতেতাম্।

অনুবাদ—তথাপি, (পতঞ্জলি বলেন) ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া ঈশ্বরের নিয়ন্তৃতা সম্ভব হয়। অন্যথা অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকৃত না হইলে, এই সংসারে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না।

টীকা—নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর না মানিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—'অন্যথা' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—যেমন অরাজক দেশে লোকে উত্তম কর্ম্ম করিয়া পুরস্কার লাভ করিতে পারে না, এবং অধম কর্ম্ম করিয়া বন্ধনদণ্ড পায় না, সেইরূপ অমুক জীব মোক্ষের যোগ্য, অমুক জীব বন্ধনের যোগ্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কেহ থাকে না। ১০৬

(শঙ্কা) ভাল, অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃতা ত' কোনও প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কার-সমাধান জন্য বলা হয়:—

ভীষাস্মাদিত্যেবমাদাবসঙ্গস্য পরাত্মনঃ।
শ্রুতং তদ্যুক্তমপ্যস্য ক্লেশকর্ম্মাদ্যসঙ্গমাৎ ॥ ১০৭

অন্বয়—অস্মাৎ ভীষা ['পবতে বায়ুঃ' তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১, নৃসিংহ উ তা, উ, ২] ইতি এবমাদৌ অসঙ্গস্য পরাত্মনঃ তৎ শ্রুতম্; অস্য ক্লেশকর্ম্মাদ্যসঙ্গমাৎ যুক্তম্ অপি।

অনুবাদ—'এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু চলিতেছে', ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনে অসঙ্গ পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব শুনা যায়। এই পরমেশ্বরের ক্লেশকর্ম্মাদি জীবধর্ম্মের অপ্রাপ্তি বা অভাববশতঃ নিয়ন্তৃত্ব যুক্তই বটে।

টীকা—ভাল, (অসঙ্গ) ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব শ্রুতিমুখে শুনা গেলেও, এই প্রকার অযুক্ত বাক্য কি প্রকারে গ্রহণ করা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই পরমেশ্বরের ক্লেশকর্ম্মাদি জীবধর্ম্মের অভাববশতঃ নিয়ন্তৃত্ব সঙ্গত হয়—ইহাই অর্থ। ১০৭

(শঙ্কা) ভাল, জীবও ত' অসঙ্গ চিদ্রূপ (এবং ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত); তাহা হইলে সেই জীব হইতে ঈশ্বরের কি প্রভেদ রহিল? (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়—জীব স্বরূপতঃ ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত হইলেও, বুদ্ধির সহিত আপনার ভেদ বুঝিতে না পারায় জীবে ক্লেশাদি বিদ্যমান। এ কথা পূর্ব্বে ১০০ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন :—

জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদির্ন হ্যথাপি চ।
বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্ম্মাদি প্রাগুদীরিতম্॥ ১০৮

অন্বয়—জীবানাম্ অপি অসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদিঃ ন হি। অথ অপি চ বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্ম্মাদি প্রাক্ উদীরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদ্যপি জীব স্বরূপতঃ অসঙ্গ বলিয়া ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত বা সুখদুঃখাদিশূন্য, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার ভেদজ্ঞানের অভাবে, জীবে ক্লেশকর্ম্মাদি আছে, একথা পূর্ব্বে (১০০ সংখ্যক শ্লোকে) বর্ণিত হইয়াছে।১০৮

নৈয়ায়িকগণ অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের কথা সহন করিতে না পারিয়া, জীব হইতে তাঁহার বিলক্ষণতাসিদ্ধির জন্য, ঈশ্বরের জ্ঞানাদি তিনটি গুণ নিত্য বলিয়া স্বীকার করে।

(খ) পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসপ্তকোক্ত মতে দোষপ্রদর্শন: নৈয়ায়িক মতের বর্ণন।

নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণানীশস্য মন্বতে।
অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ॥ ১০৯

অন্বয়—তার্কিকাঃ ঈশস্য নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণান্ মন্বতে, অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বম্ অযুক্তম্ ইতি।

অনুবাদ ও টীকা—তার্কিকদিগের মত এই যে অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব হইতে পারে না। এইহেতু তাহারা মানে—নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্য-ইচ্ছা এই গুণত্রয় ঈশ্বরে বিদ্যমান। ১০৯

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর যদি ইচ্ছাদি গুণযুক্ত হইলেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের, জীব হইতে বিলক্ষণতা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এইরূপে তাহার পরিহার করে—ঈশ্বরে উক্ত গুণত্রয় নিত্য বলিয়া জীব হইতে ঈশ্বরের বিলক্ষণতা সিদ্ধ হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেব ন চান্যথা।
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০

অন্বয়—অস্য পুংবিশেষত্বম্ অপি গুণৈঃ এব চ অন্যথা ন, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ইত্যাদি শ্রুতিঃ জগৌ।

অনুবাদ ও টীকা—এই ঈশ্বরের যে পুরুষবিশেষতা অর্থাৎ বিলক্ষণপুরুষরূপতা, তাহাও নিত্যজ্ঞানাদিরূপ গুণবশতঃ; অন্য প্রকারে নহে। শ্রুতি (ছান্দোগ্য উ, ৮।১।৫, ৮।৭।১,৩) ঈশ্বরের গুণের নিত্যতা এইরূপে বলিতেছেন—তিনি সত্যকাম অর্থাৎ নিত্যেচ্ছাযুক্ত, সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ নিত্যালোচনরূপ জ্ঞানযুক্ত। ১১০

সেই নৈয়ায়িক-মতেও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, অপরের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভোপাসকের মত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতেরদোষপ্রদর্শন; হিরণ্যগর্ভোপাসকের মত বর্ণন।

নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ।
হিরণ্যগর্ভ ঈশোঽপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥১১১

অন্বয়—অস্য নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বে সদা এব সৃষ্টিঃ ভবেৎ; (অতঃ) হিরণ্যগর্ভঃ ঈশঃ; (সঃ) অপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ।

অনুবাদ—ঈশ্বরকে নিত্যজ্ঞানাদিমান্ বলিয়া মানিলে, সদাই সৃষ্টি থাকিবে; (কিন্তু তাহা থাকে না)। অতএব লিঙ্গ শরীরের সমষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর।

টীকা—সেই হিরণ্যগর্ভস্বরূপ ঈশ্বরের রূপটি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই হিরণ্যগর্ভ "লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ"—মায়ারূপ উপাধিযুক্ত পরমাত্মাই লিঙ্গ শরীরের সমষ্টিতে অভিমান করিয়া—'আমি ইহা' এইরূপ মানিয়া, হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই—ঈশ্বরকে যদি নিত্যজ্ঞানাদিযুক্ত বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে সৃষ্টির আরম্ভকালে, ঈশ্বরের জ্ঞানাদির উৎপত্তির কথা রহিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় এবং শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত সিদ্ধান্তও টিকে না। এইহেতু উক্ত 'সত্যকাম', 'সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবচনে 'সত্য' শব্দের অর্থ আপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ প্রলয়কালপর্য্যন্ত স্থায়ী। সেই সত্য ও নিত্য সমানার্থক নহে। (প্রথমাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের টীকায় 'সত্য' ও 'নিত্য' শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। সেই কারণে নৈয়ায়িক-মত অসঙ্গত। ১১১

(শঙ্কা) হিরণ্যগর্ভই যে ঈশ্বর, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? (সমাধান) তদুত্তরে বলা হয় :—

উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্।
লিঙ্গসত্ত্বেঽপি জীবত্বং নাস্য কর্ম্মাদ্যভাবতঃ ॥ ১১২

অন্বয়—উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যম্ অতিবিস্তৃতম্ অস্য লিঙ্গসত্ত্বে অপি কর্ম্মাদ্যভাবতঃ জীবত্বম্ ন।

অনুবাদ—উদ্গীথব্রাহ্মণে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, এই হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার সেই লিঙ্গ শরীর থাকিলেও কামকর্ম্মাদি না থাকায়, তিনি জীব নহেন।

টীকা—ভাল, লিঙ্গ শরীরের সহিত সম্বন্ধ যখন রহিয়াছে তখন সেই হিরণ্যগর্ভ অবশ্যই জীব। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, অবিদ্যাকামকর্ম্ম তাঁহাতে না থাকায় তিনি জীব নহেন—'তাঁহার লিঙ্গ শরীর থাকিলেও' ইত্যাদি দ্বারা। ১১২

স্থূল দেহকে ছাড়িয়া কোথাও লিঙ্গ দেহ দেখা যায় না বলিয়া স্থূল শরীরের সমষ্টির অভিমানী বিরাট্ হইতেছেন ঈশ্বর। ইহা বিরাড়ুপাসকগণের মত :—

(গ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন। বিরাড়ুপাসকের মত—বিরাট্ই ঈশ্বর।

স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্বাপি দৃশ্যতে।
বৈরাজো দেহ ঈশোঽতঃ সর্ব্বতো মস্তকাদিমান্॥ ১১৩

অন্বয়—স্থূলদেহম্ বিনা লিঙ্গদেহঃ ক অপি ন দৃশ্যতে: অতঃ সর্ব্বতঃ মস্তকাদিমান্ বৈরাজঃ দেহঃ ঈশঃ।

অনুবাদ ও টীকা—স্থূল দেহ ছাড়িয়া কেবল লিঙ্গ দেহ কোথাও দৃষ্ট হয় না। অতএব সর্ব্বত্র যিনি মস্তকাদি অঙ্গবান্, সেই বিরাট্ পুরুষের দেহই ঈশ্বর। ১১৩

সেইরূপ বিরাট্ পুরুষ যে আছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া হয় :—

সহস্রশীর্ষেত্যেবং চ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি।
শ্রুতমিত্যাহুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ॥ ১১৪

অন্বয়—সহস্রশীর্ষা ইতি এবম্ চ বিশ্বতঃ চক্ষুঃ ইতি অপি শ্রুতম্ ইতি অনিশম বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ আহুঃ।

অনুবাদ—"যিনি বিরাট্ পুরুষ তিনি সহস্র সহস্র মস্তকযুক্ত", ইত্যাদি অর্থের ঋগ্বেদবচন, "তিনি সকলদিকেই আততনেত্র", ইত্যাদি অর্থের শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন, শুনা যায়; এই প্রকার নিত্য বিশ্বরূপ যে বিরাট্ পুরুষ, বিরাড়ুপাসকগণ তাঁহাকে এই ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করে।

টীকা—[সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ —১ ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত]—যিনি বিরাট্ পুরুষ তাঁহার সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র চক্ষু, সহস্র সহস্র চরণ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুলপরিমিত

স্থান (অথবা দশবারে তর্জ্জনীপ্রদিষ্ট দশদিক্) অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান।* [বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ স বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥—শ্বেতাশ্ব উ, ৩।৩]—এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত প্রাণীর কার্য্য ও ইন্দ্রিয়সমূহ, ঈশ্বরেরই কার্য্য ও ইন্দ্রিয়। ঈশ্বর "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ"—সকল প্রাণীর চক্ষুই ঈশ্বরের চক্ষু, সেইরূপ সকল প্রাণীরই মুখ, বাহু, চরণ তাঁহার সেই সেই ইন্দ্রিয়। সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়সংযোজয়িতা তিনিই, অথবা তিনি মনুষ্যদিগকে বাহুদ্বয়ের সহিত সংযোজিত করেন এবং পক্ষীদিগকে পক্ষদ্বয়ের সহিত সংযোজিত করেন। তিনি, পৃথিবী দ্যৌঃ অর্থাৎ সকল লোক এবং তদন্তর্গত সকল পদার্থ উৎপাদন করেন। তিনি দ্যোতনস্বভাব এবং অদ্বিতীয়। ১১৪

২। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশ্বর—এই মত লইয়া বিবাদ।

এই বিরাডুপাসকদিগের মতে দোষ দর্শন করিয়া কেহ কেহ 'ব্রহ্মা'-রূপ অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা বলে :—

(ক) উক্ত শ্লোকদ্বয়-বর্ণিত মতে দোষ-প্রদর্শনপূর্ব্বক পুত্রকামিগণের মত—ব্রহ্মাই ঈশ্বর।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বে কৃম্যাদেরপি চেশতা।
ততশ্চতুর্ম্মুখো দেব এবেশো নেতরঃ পুমান্ ॥ ১১৫

অন্বয়—সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বে কৃম্যাদেঃ অপি চ ঈশতা (স্যাৎ); ততঃ চতুর্ম্মুখঃ দেবঃ এব ঈশঃ ইতরঃ পুমান্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—সর্ব্বত্র পাণিপাদবিশিষ্ট হইলে যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে হয়, তাহা হইলে, কৃমি-কীটাদিকেও ঈশ্বর বলিতে হয়; সেইহেতু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই ঈশ্বর; অন্য কেহ ঈশ্বর নহেন। ১১৫

কাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া তাহারা বলে :—

---

* সায়নভাষ্যের অনুবাদ —"সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি ষোলটি ঋক্-মন্ত্রে এই বিখ্যাত পুরুষসূক্ত রচিত। নারায়ণ নামক ঋষি এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা; ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত, কেবল শেষেরটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষ, (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১) যাঁহাকে শ্রুতি (কঠ উ, ৩।১১) 'পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তিনিই এই সূক্তের দেবতা। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সমষ্টিস্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দেহস্বরূপ, সেই বিরাট্ পুরুষকে 'সহস্রশীর্ষা' বলিয়া এই সূক্তে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিরাট্পুরুষের সহস্র মস্তক ইহার অর্থ তিনি অনন্ত শিরোবিশিষ্ট। সকল প্রাণীর মস্তকগুলি তাঁহার দেহের অন্তঃপাতী হওয়ায় সেইগুলি তাঁহারই মস্তক, এইরূপ কল্পনায় তাঁহাকে 'সহস্রশীর্ষা' বলা হইল। এইরূপে সহস্রাক্ষিত্ব ও সহস্রপাদত্ব বুঝিতে হইবে। সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপ ভূমিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুলপরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। দশাঙ্গুল শব্দটি উপলক্ষণ, ইহার অর্থ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। (গীতা ১০ম অধ্যায়ের শেষের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

পুত্ত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজা অসৃজতেত্যাদি শ্রুতিং চোদাহরন্ত্যমী ॥ ১১৬

অন্বয়—পুত্ত্রার্থম্ তম্ উপাসীনাঃ এবম্ আহুঃ; অমী "প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিম্ উদাহরন্তি চ।

অনুবাদ ও টীকা—পুত্ত্র কামনা করিয়া যাহারা ব্রহ্মার উপাসনা করে, তাহারা এইরূপ বলে। তাহারা আবার 'প্রজাপতি (ব্রহ্মা) লোক সৃজন করিলেন' (তৈত্তিরীয় শাখার শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতিবচন ব্রহ্মার ঈশ্বরতাবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ পাঠ করে। ১১৬

ভাগবতদিগের অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তদিগের মত লিখিতেছেন :—

(খ) বৈষ্ণবদিগের মত— বিষ্ণুই ঈশ্বর।

বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজস্ততঃ।
বিষ্ণুরেবেশে ইত্যাহুর্লোকে ভাগবতা জনাঃ ॥১১৭

অন্বয়—কমলজঃ বেধাঃ বিষ্ণোঃ নাভেঃ সমুদ্ভূতঃ; ততঃ বিষ্ণুঃ এব ঈশঃ ইতি লোকে ভাগবতাঃ জনাঃ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন; কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মারও জনক; এইহেতু বিষ্ণুই ঈশ্বর, বৈষ্ণবেরা সংসারে এইরূপ প্রচার করিয়া থাকে। ১১৭

শৈবদিগের মত বলিতেছেন :—

(গ) শৈবদিগের মত— শিবই ঈশ্বর।

শিবস্য পাদাবন্বেষ্টুং শার্ঙ্গ্যশক্তস্ততঃ শিবঃ।
ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥ ১১৮

অন্বয়—শিবস্য পাদৌ অন্বেষ্টুম্ শার্ঙ্গী অশক্তঃ (বভূব); ততঃ শিবঃ ঈশঃ (ভবতি) বিষ্ণুঃ ন ইতি আগমমানিনঃ শৈবাঃ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিষ্ণু শিবের পাদদ্বয় অন্বেষণ করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; সেইহেতু তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না; শিবই ঈশ্বর। আগমনামক শৈবশাস্ত্রানুসারিগণ এইরূপ বলিয়া থাকে। ১১৮

গণপতিভক্তগণের মত বলিতেছেন :—

(ঘ) গণেশভক্ত গাণপত্যগণের মত গণপতিই ঈশ্বর।

পুরত্রয়ং সাদয়িতুং বিঘ্নেশং সোঽপ্যপূজয়ৎ।
বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥১১৯

অন্বয়—সঃ অপি পুরত্রয়ম্ সাদয়িতুম্ বিঘ্নেশম্ অপূজয়ৎ, (অতঃ) গাণপত্যমতে রতাঃ বিনায়কম্ ঈশম্ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই শিবও পুরত্রয় বিনাশ করিবার জন্য বিঘ্ননাশন গণপতির পূজা করিয়াছিলেন ; এইহেতু গাণপত্যমতে আসক্ত লোকে গণপতিকেই ঈশ্বর বলিয়া থাকে। ১১৯

১০২ হইতে ১১৯ পর্যন্ত শ্লোকে যে ন্যায় (নিয়ম) বর্ণিত হইল, তাহাই অন্যমতসমূহে অতিদেশ (প্রযোজ্য বলিয়া বর্ণন) করিতেছেন :—

(৬) স্থাবর অর্থাৎ জড় ঈশ্বরবাদীর—মত বর্ণন।

এবমন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেনান্যথান্যথা।
মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীনাশ্রিত্য প্রতিপেদিরে ॥ ১২০

অন্বয়—এবম্ অন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেন অন্যথা অন্যথা মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীন্ আশ্রিত্য প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ—এই প্রকারে অন্যান্য ভৈরব, মৈরাল*, সৌর প্রভৃতি উপাসকগণ স্বস্বপক্ষের সত্যতাভিমানে মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া, অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বর প্রতিপাদন করে।

টীকা—ভৈরবোপাসকগণ—শিবের ভৈরব নামক আটপ্রকার মূর্তি বিশেষের উপাসকগণ ; মৈরালোপাসকগণ—"খণ্ডুবা" প্রভৃতি দেবতার উপাসকগণ। তাহাদের অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বর প্রতিপাদন করিবার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহারা নিজ নিজ পক্ষের অভিমান করিয়া সেই সেই মতই সত্য, অন্য মত অসত্য এইরূপ বুঝিয়া, ঐরূপ করে। তাহারা নিজ নিজ মতের প্রমাণ রূপে দেখাইয়া থাকে : 'মন্ত্র'—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতিরূপ সিদ্ধির সাধনস্বরূপ নিজ নিজ ইষ্টদেব ভৈরবাদির মন্ত্র ; 'অর্থবাদ'—লোকপ্রসিদ্ধ ভৈরবাদি দেবতার স্তুতি ও অন্য দেবতার নিন্দা ; 'কল্প'—মন্ত্রতন্ত্রপ্রতিপাদক আধুনিক গ্রন্থ—'ইতিকর্তব্যতা'-প্রতিপাদক কল্পসূত্রাদি নহে। এই সমুদায়কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করে। ১২০

ভাল, এই প্রকার কত মত আছে ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন :—অসংখ্য মত আছে।

অন্তর্য্যামিণমারভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ।
সন্ত্যশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্বদর্শনাৎ ॥ ১২১

---

* E Thurnston বিরচিত "Castes and Tribes of Southern India" (Vol IV), গ্রন্থে মৈরাল বা "মৈলারী"দিগের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। Madras Census Report 1901 এ ইহাদের "বালহাঞ্জার মৈলারী"—এই নামও পাওয়া যায়। ইহারা অনুনা এক শ্রেণীর ভিক্ষুক, কোমরে [illegible] মস্তকে [illegible] পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টী [illegible], [illegible], কোমরবন্ধে একটী [illegible], হাতে বালা এবং পায়ে [illegible] পরিয়া, ভিক্ষা করে। ইহারা "মুরারিকা বা কণ্ডিকা আম্মার" উপাসক। সেই দেবতা [illegible] নিমিত্ত অধিষ্ঠান করেন। [illegible] বলেন মৈরালগণ "খণ্ডুবা" প্রভৃতি দেবতার উপাসক।

অন্বয়—অন্তর্য্যামিণম্ আরভ্য স্থাবরান্তেপবাদিনঃ সন্তি ; অশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবতদর্শনাৎ।

অনুবাদ—অন্তর্য্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থাবর বৃক্ষাদি পর্য্যন্তকে লোকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে, যেহেতু দেখা যায় অশ্বত্থ, আকন্দ, বাঁশ প্রভৃতি লোকের কুলদেবতা।

টীকা—স্থাবরকে ঈশ্বর বলা, কোথাও ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'যেহেতু দেখা যায় ইত্যাদি'। ১২১

আত্মতত্ত্বের বিচারে সর্ব্বমতের অবিরুদ্ধ ঈশ্বরস্বরূপনির্ণয়

১। ঈশ্বরত্বের উপাধি (জগদুপাদান) মায়ার বর্ণন।

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া যখন এত মতভেদ, তখন কোন্ মত গ্রাহ্য ও কোন্ মত পরিত্যাজ্য ইহার নির্ণয় কি প্রকারে হইবে ? (সমাধান) এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) সর্ব্বমতের অবিরুদ্ধ, বিচারসম্মত ঈশ্বরস্বরূপ-বর্ণন প্রতিজ্ঞা।

তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্।
একৈব প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে ॥১২২

অন্বয়—তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্ প্রতিপত্তিঃ একা এব স্যাৎ। সা অত্র অপি স্ফুটম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—তত্ত্ব নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা সদ্যুক্তি ও শ্রুতিবচনের অর্থ বিচার করেন, তাঁহাদের একই সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত এই প্রকরণেও আমি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছি।

টীকা—"তত্ত্বনিশ্চয়কামেন"—অবাধিতার্থবিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ইচ্ছায়, "ন্যায়াগমবিচারিণাম্"—যুক্তিমূলক শাস্ত্রের এবং আপ্তমূলক বেদাদিবাক্যের বিচারপ্রবণ পুরুষদিগের, "প্রতিপত্তিঃ একা এব স্যাৎ"—সিদ্ধান্ত একই হইবে। অচ্যুতরায় বলেন "ন্যায়াগম" বলিতে বুঝিতে হইবে বেদাদি কাব্যান্ত সমস্ত শব্দব্রহ্ম। সেই একই সিদ্ধান্ত কি প্রকার ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ১২২

সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার জন্য তাহার অনুকূল শ্রুতিবচন (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০) (উপক্রমরূপে) পাঠ করিতেছেন :—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১২৩

অন্বয়—মায়াম্ তু (এব) প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)। তস্য অবয়বভূতৈঃ তু সর্ব্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্।

অনুবাদ—মায়াকেই প্রকৃতি বা জগদুপাদানকারণ বলিয়া এবং মায়াবীকে মহেশ্বর বা সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদ অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা বলিয়া জানিবে। ইহার অর্থাৎ এই মায়োপাধিক চৈতন্যরূপ মহেশ্বরের অবয়বস্বরূপ সমুদায় জীব এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

টীকা—"মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ"—মায়াকেই প্রকৃতি বা জগতের উপাদানকারণ বলিয়া জানিবে। "মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ বিদ্যাৎ"—মায়োপাধিক অন্তর্যামীকেই মায়ার অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত-কারণ বলিয়া জানিবে। "অস্য"—এই মায়োপাধিক মহেশ্বরের, "অবয়বভূতৈঃ তু"—অংশরূপ চরাচর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের দ্বারাই, "সর্ব্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্"—সম্পূর্ণ এই বিবিধ প্রত্যয়গম্য জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।* ১২৩

এই শ্রুতিবচনানুসারেই ঈশ্বরস্বরূপবিষয়ক নির্ণয় করা উচিত, এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শ্রুতিবচনানুসারেই ঈশ্বরস্বরূপ নির্ণেয়।

ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায্যো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ ॥১২৪

অন্বয়—ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ঈশ্বরে নির্ণয়ঃ ন্যায্যঃ। তথা সতি স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ অবিরোধঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—এই শ্রুতিবচনানুসারেই ঈশ্বরবিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে যাহারা স্থাবর পর্য্যন্তকে ঈশ্বর বলিয়া মানে তাহাদের সহিত আর বিরোধ হয় না।

টীকা—এই প্রকার নির্ণয় বা সিদ্ধান্তস্থাপন কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত নানা পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, তাহাদের সকলের মতের সহিত আর বিরোধ থাকে না বলিয়া যুক্তিযুক্ত—'তাহা হইলে' ইত্যাদি দ্বারা। ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতেরই ঈশ্বরত্ব মানিলে, কোনও মতাবলম্বীর সহিত আর বিরোধ হয় না। ১২৪

ভাল, জগতের উপাদানকারণরূপ মায়ার রূপটি কি প্রকার? তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) মায়ার রূপ অজ্ঞান : তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥১২৫

অন্বয়—ইয়ম্ চ মায়া তমোরূপা, তাপনীয়ে তদীরণাৎ; তত্র অনুভূতিম্ মানম্ শ্রুতিঃ স্বয়ম্ প্রতিজজ্ঞে।

অনুবাদ—এই মায়া অজ্ঞানস্বরূপা, কেননা, নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়

---

* শঙ্করানন্দ এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "অবয়বভূতৈঃ একদেশভূতৈঃ"; বিজ্ঞানভগবান্ লিখিয়াছেন "অবয়বভূতৈঃ [illegible] ইদং চরাচরবিশ্বং [illegible] ব্যাপ্তম্।"

উপনিষদে মায়া 'তমোরূপা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অনুভূতিই প্রমাণ, এই কথা শ্রুতি নিজেই স্পষ্টাক্ষরে অবধারণ করিয়াছেন।

টীকা—"ইয়ম্ চ মায়া তমোরূপা"—['মায়া চ তমোরূপা অনুভূতেঃ'—নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উ. ৯] এই মায়া যে 'অজ্ঞানস্বরূপ', তাহা কি প্রকারে জানা যায়? তাহা উক্ত শ্রুতিবচন হইতে জানা যায় অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যখন মন্ত্র ও ঔষধিদ্বারা দর্শকের অজ্ঞানে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া দর্শককে আপনার অভীষ্ট অঘটনঘটনা দেখায়, তখন তাহার সেই শক্তিকে 'মায়া' এই আখ্যা দেওয়া হয়। সেই মায়ানাম্নী শক্তি অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয় বলিয়া অজ্ঞানই মায়ার রূপ। সেই প্রকার ব্রহ্ম যে শক্তির দ্বারা আপনার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করেন, তাঁহার সেই শক্তিকেও মায়া এই আখ্যা দেওয়া হয়। জীবের অজ্ঞানই সেই মায়ার রূপ। (আত্মার স্বরূপের) জ্ঞান তাহার বিরোধী বা বিনাশক বলিয়া তাহার নাম অজ্ঞান। মায়া যে অজ্ঞানরূপ তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন "অনুভূতেঃ"—এ বিষয়ে নিজ নিজ অনুভবই প্রমাণ; শ্রুতি এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন। এই কথাই বিদ্যারণ্য মুনি স্বয়ং "দীপিকায়" অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যায় এইরূপে বুঝাইয়াছেন—'আত্মা যদি পরমাত্মার সহিত একীভূত হইলেন, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ আত্মার সুষুপ্তি অবস্থায় কেন তাঁহাতে মায়া ও অবিদ্যা সম্ভব হয়? যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি সত্য বটে এইরূপ অনুপপত্তি হয়; তাহা হইলেও, সকলকেই নিজ নিজ অনুভূতিবশতঃ তমোরূপ মায়া স্বীকার করিতে হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ।' সমস্ত জগৎ এই তমোরূপিণী মায়ার দ্বারা রচিত, ইহাই বলা হইল, আত্মার অদ্বয়স্বরূপতা বুঝাইবার জন্য। ১২৫

(শঙ্কা) ভাল, সেই মায়া যে তমোরূপ বা অজ্ঞানস্বরূপ, তদ্বিষয়ে সেই শ্রুত্যুক্ত লোকানুভব কি প্রকার? (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই শ্রুতিই উক্ত বচনমধ্যে সেই অনুভব পরিস্ফুট করিয়াছেন :—[তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকম্ অনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্য—নৃসিংহ উ, তা, উ, ৯] এই কথাই বলিতেছেন :—

(গ) মায়ার অজ্ঞানরূপতা-বিষয়ে সেই শ্রুত্যুক্ত লোকানুভব বর্ণন।

জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।
আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাব্রবীৎ ॥১২৬

অন্বয়—তৎ জড়ম্ চ মোহাত্মকম্ ইতি শ্রুতিঃ অনুভাবয়তি, আবালগোপম্ স্পষ্টত্বাৎ তস্য আনন্ত্যম্ সা অব্রবীৎ।

অনুবাদ—সেই মায়ার কার্য্য যে জড়রূপ এবং মোহরূপ শ্রুতি ইহা অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। মায়ার সেই জড়রূপ ও মোহরূপ কার্য্য, বালক, মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া শ্রুতি সেই মায়ার রূপকে অনন্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

টীকা উক্ত শ্রুতিবচনের অর্থ—মায়ার সেই এই (আলোচ্য) রূপটি জড়, মোহস্বরূপ,

অনন্ত ও তুচ্ছ (অনির্ব্বচনীয়)। শ্রুতিবচনদ্বারা তাহার সর্ব্বানুভবসিদ্ধতা সূচনা করিতেছেন। 'বালক মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র'—ইত্যাদি দ্বারা।* ১২৬

জড় শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) মায়ার বিশেষণ—জড় ও মোহের অর্থ।

অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।
যত্র কুণ্ঠীভবেদ্ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ॥১২৭

অন্বয়—অচিদাত্মঘটাদীনাম্ যৎ স্বরূপম্ তৎ হি জড়ম্। যত্র বুদ্ধিঃ কুণ্ঠীভবেৎ সঃ মোহঃ ইতি লৌকিকাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অচেতন ঘটাদির যে স্বরূপ তাহাকেই জড় বলা হয় এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়, অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারে না,—বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহাকে মোহ বলা হয়। এইরূপই লোকব্যবহার। ১২৭

এই দুই শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, মায়ার অনন্ততা অর্থাৎ সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধতাবিশিষ্ট অনন্ততা সিদ্ধ হইল, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) যুক্তিদ্বারা ও শ্রুতির দ্বারা মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা সাধন।

ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্ব্বৈরপ্যনুভূয়তে।
যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্ব্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ॥১২৮

অন্বয়—ইত্থম্ লৌকিকদৃষ্ট্যা এতৎ সর্ব্বৈঃ অপি অনুভূয়তে। যুক্তিদৃষ্ট্যা তু অনির্ব্বাচ্যম্, "ন অসৎ আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে লৌকিক দৃষ্টিতে, এই জড়তা ও মোহরূপ মায়া যে তমোরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যুক্তিপূর্ব্বক দেখিতে গেলে তাহা অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না। তদ্বিষয়ে "নাসদাসীয়" শ্রুতিই প্রমাণ।

---

* উক্ত উপনিষদের স্ব-রচিত টীকা "দীপিকায়" বিদ্যারণ্যমুনি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এষা এব সকলম্" এই অবিদ্যাই সমস্ত জগৎ ; ইহা প্রতিপাদন করিতে, অবিদ্যার জগৎকারণতা উপপাদন করিবার জন্য সেই অবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছেন তৎ এতৎ জড়ম্ ইত্যাদি। জড়রূপ জগতের কারণ বলিয়া উপপাদন করিবার জন্য এই মায়ার 'তমঃ' যে জড়, তাহা সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদিতে সকলেরই অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় এই কথাই বলিতেছেন—'মায়ার এইরূপটি জড়' আমি জড় অজ্ঞান। ছিলাম, এই জগৎও জড় [illegible]। ছিল এইরূপে প্রসিদ্ধ [illegible] সুষুপ্তিকালীন মোহের নিরূপণ, ইহা বলিবার জন্য সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ তাহাই বলিতেছেন 'মোহাত্মকম্' এই শব্দদ্বারা। সেই মোহ যে সকলেরই কারণ, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য সুষুপ্তিকালে তাহার যে অনন্ততা অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় তাহাই বলিতেছেন 'অনন্তম্' এই শব্দদ্বারা। অজ্ঞানরূপ তমঃ যে অনন্ত, তাহা জাগ্রৎকালেও সিদ্ধ, কেননা, জাগ্রৎকালেও সর্ব্ববিষয়ের অজ্ঞান দৃষ্ট হয়। তাহাকে অনির্ব্বচনীয় জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ করিবার জন্য সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় তাহা যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা অনুভববলে সিদ্ধ হয়, সেই অনির্ব্বচনীয়তা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন 'তুচ্ছ'। সৎকার্য্যবাদীর পক্ষ উপপাদনের জন্য সমস্ত কার্য্যই যে সুষুপ্তিকালীন অন্ধকারে (অজ্ঞানে) বাসনারূপে অবস্থান করে, ইহা বুঝাইতে বলিতেছেন—'ইদং রূপম্ তস্য' ইহার এই রূপ।

টীকা—"এতৎ"—মায়ার এই জাড্যমোহরূপ তমোরূপতা। (শঙ্কা) ভাল, মায়া যদি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ হইল, তাহা হইলে ঘটাদি যেমন জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত (তিরোহিত) হয় না, সেইরূপ মায়ারও জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আর যুক্তিপূর্ব্বক দেখিতে গেলে" ইত্যাদি। "তু"—কিন্তু, এই শব্দটি মায়ার তমোরূপের অনির্ব্বচনীয়তা-বিষয়ে শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য। যাহাকে 'সৎ' বলা যায় না, 'অসৎ' বলা যায় না, (কিম্বা 'সদসৎ' বলা যায় না) তাহাকে 'অনির্ব্বাচ্য' বলে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'নাসদাসীয়' শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সংখ্যক সূক্ত [নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং, নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥]—প্রলয়কালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না। (তৎকালে অসৎ ও সৎ উভয় হইতে ভিন্ন, যাহাকে মায়া বলে, তাহাই কেবল বিদ্যমান ছিল।) পৃথিবী প্রভৃতি 'লোক' (ভুবন) ছিল না, অন্তরিক্ষও ছিল না এবং স্বর্গাদিলোক যাহা অন্তরিক্ষের পারে, তাহাও ছিল না, (ইহার দ্বারা জগতের ব্যক্ত দশার নিষেধ করা হইল।) ব্রহ্মাণ্ডের আবরক তত্ত্বসকল বিদ্যমান ছিল না। কোন্ প্রদেশে থাকিয়াই বা আবরণ করিবে? কাহার ভোগের জন্যই বা আবরণ করিবে? (জীবের ভোগের জন্য জগতের অভিব্যক্তি; পুরাণাদিতে আছে, জগতের অভিব্যক্তিকালে আকাশাদি ভূতসকল ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিয়া থাকে; প্রলয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবসকল প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থান করে। সুতরাং জীবভোগার্থ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ সম্ভব হয় না)। তখন কি অগাধ জলরাশি ছিল? [না, তাহাও ছিল না]।১২৮

এই শ্রুতিবচনের অভিপ্রায় বলিতেছেন :—

(চ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদক শ্রুতির অভিপ্রায়।)

নাসদাসীদ্বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ।
বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥১২৯

অন্বয়—বিভাতত্বাৎ, ন অসৎ আসীৎ, নো চ সৎ আসীৎ বাধনাৎ। বিদ্যাদৃষ্ট্যা তুচ্ছম্ শ্রুতম্, তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ।

অনুবাদ—অনুভূতির বিষয় হইয়া ভাসমান রহিয়াছে বলিয়া (সেই মায়াকে) অসৎ বলা যায় না; তাহার বাধ হয় বলিয়া অর্থাৎ তাহা জ্ঞানবিনাশ্য বলিয়া সেই মায়াকে সৎও বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা নিত্যনিবৃত্ত বলিয়া শ্রুতি মায়াকে 'তুচ্ছ' বলিয়াছেন।

টীকা—"বাধনাৎ"—['নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—বৃহদা উ, ৪।৪।১৯; কঠ উ, ৪।১১]—এই ('অনানা') ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানাত্ব (বিভাগ বা ভেদ) নাই—এই শ্রুতিবচনদ্বারা (ভেদ-প্রতীতিজনক) অজ্ঞান নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া। মায়ার রূপ সেই অজ্ঞানের সদসৎ উভয়রূপতা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অযুক্ত অর্থাৎ বিকল্প করিবার অযোগ্য, এইহেতু শ্রুতি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। এই প্রকারে যুক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞানের

অনির্ব্বচনীয়তা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়া, "ইহার (মায়ার) এই অজ্ঞানরূপটি তুচ্ছ" এই শ্রুতিবচন বুঝাইতেছে যে যিনি বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহার অনুভবে এই মায়া তুচ্ছ—'জ্ঞান-দৃষ্টিতে' ইত্যাদি শব্দদ্বারা। অজ্ঞান আকাশকুসুমের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ হেয়, তাহার হেতু বলিতেছেন—"নিত্যনিবৃত্তিতঃ"—নিত্যনিবৃত্ত অর্থাৎ নিত্যবাধিত বলিয়া। বাধ 'বিষয়রূপ' এবং 'বিষয়িরূপ' ভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে রজ্জুতে সর্পের বাধ বা ব্যাবহারিক অভাব যেমন তিন কালেই বিদ্যমান, সেইরূপ অধিষ্ঠান-ব্রহ্মে অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্য্যের বাধ অর্থাৎ পারমার্থিক অভাব, তিন কালেই বিদ্যমান। ইহার নাম 'বিষয়িরূপ' বাধ। আর অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যের উক্তরূপ সদাই অভাবের যে নিশ্চয়রূপ বাধ, তাহা 'বিষয়রূপ' বাধ। 'বিষয়' বলিতে যাহার প্রকাশ হয় তাহাকে এবং 'বিষয়ী' বলিতে প্রকাশককে বুঝিতে হইবে।

এখন মহাবাক্যদ্বারা 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয় হইলে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্ত্তী ক্ষণে, 'তিন কালেই আমাতে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চ নাই'—এই আকারের বৃত্তিরূপ যে বাধ, তাহা পূর্ব্বসিদ্ধ অবিদ্যাদির অভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া 'বিষয়িরূপ' বাধ। আর, 'বিষয়রূপ' বাধ না হইলেও কেবল তাহার নিশ্চয়রূপ 'বিষয়িবাধ' হয়—এইরূপ মানিলে, তাহা ভ্রমরূপই হইবে অর্থাৎ 'একে অন্যবুদ্ধি' হইবে। এইহেতু 'বিষয়রূপ' বাধ অবশ্যই মানিতে হইবে। এই কারণে এস্থলে 'নিত্যনিবৃত্ত'-শব্দ দ্বারা 'বিষয়রূপ' বাধকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১২৯

উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(ক) মায়ার ত্রৈবিধ্যাবধারণ করিয়া পূর্ব্বপঠ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার।

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ ১৩০

অন্বয়—শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ত্রিভিঃ বোধৈঃ অসৌ মায়া তুচ্ছা অনির্ব্বচনীয়া বাস্তবী চ ইতি ত্রিধা জ্ঞেয়া।

অনুবাদ—সেই মায়াকে তিন প্রকার দৃষ্টিতে বুঝা যায় ; শ্রৌতদৃষ্টিতে তাহা তুচ্ছ, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় ; এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবী।

টীকা—'শ্রৌতবোধে'—অর্থাৎ শ্রুত্যর্থ বিচারজনিত দৃষ্টিতে, মায়া "তুচ্ছা"—তিন কালেই অসৎ ; যুক্তিজনিত দৃষ্টিতে মায়া "অনির্ব্বচনীয়"—'সৎ', 'অসৎ' ও 'সদসৎ' হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা এবং লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টিতে মায়া সত্য। মায়াকে এই তিন প্রকারে বুদ্ধিগম্য করা যায়। ১৩০

(মায়া) [অস্য (জগতঃ) সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি—নৃসিংহ উ, তা, উ, ৯]– এই শ্রুতিবচনের অর্থরূপে মায়াকার্য্যের বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) মায়ার কার্য্য জগতের সদসদ্রূপ প্রদর্শন।

অস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ।
প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাদ্যথা চিত্রপটস্তথা॥১৩১

অন্বয়—অসৌ অস্য জগতঃ সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি, প্রসারণাৎ সঙ্কোচাৎ চ যথা চিত্রপটঃ (লিখিতশরীরাদেঃ সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি) তথা।

অনুবাদ—এই মায়া জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, অর্থাৎ সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দেখাইতেছেন যেমন চিত্রপট সঙ্কোচ ও বিস্তারদ্বারা সেই চিত্রলিখিত শরীরাকারাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দেখায়, সেইরূপ।

টীকা—এই মায়া জগতের 'সত্ত্ব'—সদ্ভাব, ও 'অসত্ত্ব'—অসদ্ভাব দেখান: এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন চিত্রপট" ইত্যাদিদ্বারা।* ১৩১

[(সিদ্ধত্বাসিদ্ধত্বাভ্যাম্) স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেন (সৈষা বটবীজসামান্যবদনেকবটশক্তিরেকৈব) ইত্যাদি নৃসিংহোত্তর তা উ, ৯] এই শ্রুতিবচনদ্বারা মায়ার 'স্বতন্ত্রভাবে' ও 'অস্বতন্ত্রভাবে' এই উভয় ভাবেই বিদ্যমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয় পক্ষেই যে যুক্তি আছে, 'চিত্রদীপ'কার তাহাই দেখাইতেছেন:—

ট) মায়ার স্বতন্ত্রতা ও অস্বতন্ত্রতার যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন।

অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতের্বিনা চিতিম্।
স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ॥ ১৩২

অন্বয়—মায়া চিতিম্ বিনা অপ্রতীতেঃ অস্বতন্ত্রা হি স্যাৎ তথা এব অসঙ্গস্য অন্যথাকৃতেঃ স্বতন্ত্রা অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—চৈতন্য বিনা মায়ার প্রতীতি হয় না বলিয়া মায়া অস্বতন্ত্রা বা পরাধীনা; আবার অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যরূপ অর্থাৎ সসঙ্গ ইত্যাদি করে বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রাও বটেন।

টীকা—"অস্বতন্ত্রা"—আপনার প্রকাশক যে চৈতন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রকাশিত হন না বলিয়া অস্বতন্ত্রা, আবার অসঙ্গ অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মাকে অন্য প্রকার অর্থাৎ সঙ্গবান্ করেন বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রা; ইহাই অর্থ।† ১৩২

---

* নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদের 'দীপিকা'নাম্নী টীকার রচয়িতা 'বিদ্যারণ্য' ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ লিখিতেছেন:— 'অস্য' স্বাশ্রয়বিষয়রূপস্য চৈতন্যস্য 'সত্ত্বম্' স্বসাক্ষ্যত্বেন সর্বাত্মকত্বাদ্ দর্শয়তি স্বতঃ [illegible] চৈতন্যম্। অসত্ত্বং আচ্ছাদকত্বেন মূঢ়ানাং দর্শয়তি' ইত্যর্থঃ। 'অস্য' বলিতে তিনি জগৎকে না বুঝিয়া চৈতন্যকে বুঝিতেছেন। ইহাতে মনে হয় দীপিকা-রচয়িতা 'বিদ্যারণ্য' ও 'পঞ্চদশী'-রচয়িতা বিদ্যারণ্য এক ব্যক্তি নহেন, অথবা এই শ্লোকটি ভারতীতীর্থ-রচিত হইলে তিনি ভিন্নার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† দীপিকায় কিন্তু উক্ত শ্রুতিবচন এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তাভ্যাং সিদ্ধত্বাসিদ্ধত্বাভ্যাম্ আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যং পারতন্ত্র্যং চ ভবতি ঈশ্বরত্বে জীবত্বে চ নিমিত্তভূতাবিদ্যায়াঃ 'স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেনেতি'। স্বয়ংসিদ্ধত্বেন অবিদ্যায়াঃ সত্তাপ্রতীত্যর্থক্রিয়াপ্রদত্বেন অবিদ্যাং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ভবতি, চৈতন্যস্যাবিদ্যাকৃতাভাসদ্বারা তস্যাম্ আত্মত্বারোপাৎ তদ্বৎ পারতন্ত্র্যং চ ভবতি চৈতন্যস্য অতএব চৈতন্যং জীবেশ্বরত্বেন ভিন্নমিব ভবতি, [illegible] ইত্যর্থঃ।

মায়াদ্বারা আত্মার অন্যথাকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ঠ) মায়াকর্তৃক আত্মার অন্যথাকরণের অর্থ।

কূটস্থাসঙ্গমাত্মানং জগত্ত্বেন করোতি সা।
চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্মমে॥ ১৩৩

অন্বয়—সা কূটস্থাসঙ্গম্ আত্মানম্ জগত্ত্বেন করোতি, চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশৌ অপি নির্মমে।

অনুবাদ—সেই মায়া কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার অসঙ্গ আত্মাকে অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চময় জগদ্রূপ দেন এবং চিদাভাসস্বরূপে জীব এবং ঈশ্বরকেও নির্ম্মাণ করেন।

টীকা—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি—নৃসিংহোত্তর তা. উ, ৯] এই শ্রুতিবচনোক্ত জীবেশ্বরবিভাগ* মায়াই করিয়া থাকেন; এই কথাই বলিতেছেন "এবং চিদাভাসস্বরূপে" ইত্যাদিদ্বারা। ১৩৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা অন্যথাকৃত হইলে, আত্মার কূটস্থতা বা নির্ব্বিকারতা ত' থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন (সমাধান) :—

(ড) উক্তার্থে শঙ্কা ও সমাধান, মায়ার অঘটন-ঘটনকারিত্ব।

কূটস্থমনুপদ্রুত্য করোতি জগদাদিকম্।
দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ ?॥১৩৪

অন্বয়—কূটস্থম্ অনুপদ্রুত্য জগদাদিকম্ করোতি, দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাম্ মায়ায়াম্ কা চমৎকৃতিঃ ?

অনুবাদ—আত্মার কূটস্থতার হানি না করিয়াই তাঁহাতে জগদাদিদর্শন করান; ইহা পরম বিস্ময়কর হইলেও, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

টীকা—ভাল, কূটস্থের বিনাশ না ঘটিলে জগদাদির স্বরূপতাসম্পাদন অর্থাৎ জগৎ, জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের সম্পাদন ত' দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যেহেতু দুর্ঘটসম্পাদনে মায়াই একমাত্র অর্থাৎ মুখ্য সম্পাদয়িত্রী, মায়ার পক্ষে ইহা কোনও বিস্ময়ের কারণ নহে—"ইহা পরম বিস্ময়কর হইলেও" ইত্যাদিদ্বারা। "অন্যথা"—অর্থাৎ মায়া যদি দুর্ঘটসম্পাদন না করেন, তবে মায়ার মায়াত্ব ঘুচিয়া যাইবে। ১৩৪

---

* দীপিকা—এবম্ একস্যা অপি অবিদ্যায়া মায়ানামিকায়া অনেকজীবাদিপ্রতিভাসোৎপাদনসামর্থ্যম্ অভিধায় চৈতন্যস্য তদবভাসেন জীবাবিভাবে আবেহ—জীবেশাবাভাসেন করোতি ইতি। আভাসমাত্রেণ অবিবেকাৎ তত্ত্বাঃ বস্তুতো জীবো নিরহঙ্কারঃ অবাঙ্মানসগোচরঃ সর্বজ্ঞত্বকর্তৃত্বাৎ ঈশ্বরঃ ইত্যাদি। "বিদ্যারণ্যকৃত" এই ব্যাখ্যা উক্ত শ্লোকোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে।

মায়ার দুর্ঘটসম্পাদনকারিত্বের দৃষ্টান্ত :—

(৮) মায়ার অঘটনঘটন-পটুতার দৃষ্টান্ত।

দ্রবত্বমুদকে বহ্নাবৌষ্ণ্যং কাঠিন্যমশ্মনি।
মায়ায়াং দুর্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যতঃ ॥ ১৩৫

অন্বয়—উদকে দ্রবত্বম্, বহ্নৌ ঔষ্ণ্যম্, অশ্মনি কাঠিন্যম্ চ, মায়ায়াম্ দুর্ঘটত্বম্ স্বতঃ সিধ্যতি, অন্যতঃ ন।

অনুবাদ—যেমন জলে দ্রবস্বভাব, অগ্নিতে উষ্ণস্বভাব এবং পাষাণে কঠিন-স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ অঘটনঘটনসামর্থ্য মায়াতেই স্বতঃসিদ্ধ, অন্য কোথাও নহে।

টীকা—জলাদির দ্রবত্ব প্রভৃতি যেমন স্বাভাবিক, মায়ার অঘটনঘটনসামর্থ্যও সেইরূপ স্বাভাবিক : ইহাই অভিপ্রায়। ১৩৫

(শঙ্কা) ভাল, এই যে বলিলেন (১৩৪ শ্লোকে)—মায়ার অঘটনঘটনকারিতা আশ্চর্য্যের কারণ নহে, তাহা ত' মানিয়া লওয়া যায় না ; কেননা, মায়া যে চমৎকার সাধন করিয়া থাকে, ইহা সংসারে সকলেই দেখিয়া থাকে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) সংসারে মায়ার প্রযোক্তা যে ঐন্দ্রজালিক, যে পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, অর্থাৎ 'ইনিই ঐন্দ্রজালিক' এইরূপে তাঁহাকে না চিনিতে পারা যায়, তাঁহার সেই পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্তই মায়ার চমৎকার-সাধকতা থাকে, পরে আর থাকে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(৭) মায়ার অঘটনঘটন-কারিতায় শঙ্কার সমাধান।

ন বেত্তি লোকো যাবত্তং সাক্ষাত্তাবচ্চমৎকৃতিম্।
ধত্তে মনসি পশ্চাত্তু মায়েষেত্যুপশাম্যতি ॥ ১৩৬

অন্বয়—লোকঃ যাবৎ তম্ সাক্ষাৎ ন বেত্তি, তাবৎ মনসি চমৎকৃতিম্ ধত্তে, পশ্চাৎ তু এষা মায়া ইতি উপশাম্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—যতকাল পর্য্যন্ত লোকে সেই মায়ার প্রয়োগকর্ত্তাকে সাক্ষাদ্-ভাবে না জানিতে পারে ততকাল পর্য্যন্ত লোকে চমৎকারিত্ব অনুভব করে, পরে কিন্তু 'ইহা মায়া' জানিয়া উপশান্ত হয়—আশ্চর্য্যের নিবৃত্তি অনুভব করে। ১৩৬

কি , জগৎকে সত্য বলিয়া মানে, যে নৈয়ায়িক প্রভৃতি, তাহাদিগের প্রতিই এই প্রশ্ন করা উচিত, মায়াবাদী বৈদান্তিক আমাদিগের প্রতি নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

প্রসরন্তি হি চোদ্যানি জগদ্বস্তুত্ববাদিষু।
ন চোদনীয়ং মায়ায়াং তস্যাশ্চোদ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭

অন্বয়—জগদ্বস্তুত্ববাদিষু চোদ্যানি প্রসরন্তি হি। মায়ায়াম্ চোদনীয়ম্ ন, তস্যাঃ চোদ্যৈকরূপতঃ।

অনুবাদ—উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ জগৎসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতিই চলিতে পারে। যাঁহারা জগৎকে মায়াময় বলেন, সেই বৈদান্তিকদিগের প্রতি এইরূপ প্রতিষেধার্থক প্রশ্ন করা অর্থাৎ আক্ষেপ অনুচিত, যেহেতু মায়াই মুখ্য আক্ষেপণীয়স্বরূপ।

টীকা—আত্মার কূটস্থত্বকে অব্যাহত রাখিয়া মায়া কিরূপে তাঁহাকে জগদ্রূপে প্রদর্শন করেন? এইরূপ কার্য্যকারণভাববিষয়ক প্রশ্ন আরম্ভপরিণামাদিবাদী তার্কিকাদির প্রতিই চলিতে পারে—বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকদিগের প্রতি নহে। "মুখ্য আক্ষেপণীয়স্বরূপ" অর্থাৎ প্রতিষেধার্থক প্রশ্নের মূলীভূত অজ্ঞানমাত্ররূপ। ১৩৭

মায়াবাদীর প্রতি প্রশ্ন করিলে, অতিপ্রসঙ্গতা বা অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়া পড়ে, ইহাই বলিতেছেন :—

চোদ্যেঽপি যদি চোদ্যং স্যাত্ত্বচ্চোদ্যে চোদ্যতে ময়া।
পরিহার্য্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥১৩৮

অন্বয়—চোদ্যে অপি যদি চোদ্যম্ স্যাৎ, ত্বচ্চোদ্যে ময়া চোদ্যতে; ততঃ চোদ্যম্ পরিহার্য্যম্ : পুনঃ (ত্বয়া) ন প্রতিচোদ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি সেই আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়া লইয়া তুমি আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিষেধাভিপ্রায়ক প্রশ্ন কর, তবে তোমার সেইরূপ আক্ষেপের প্রতি আমিও আক্ষেপ করিতে পারি। সেইহেতু সেইরূপ প্রতিষেধার্থক পূর্ব্বপক্ষকরণে বিরতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। তোমার আবার প্রতিপ্রশ্ন করা উচিত হয় না।

টীকা—(অচ্যুতরায়)। (যদি আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়া লইয়া) আক্ষেপ করিতে আগ্রহান্বিত হও, তবে যেহেতু তোমার সেই আক্ষেপ একটি 'কার্য্য', তাহার অবশ্য একটি কারণ মানিতে হইবে, এবং সেই কারণকে আক্ষেপরূপ কার্য্যের 'নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি' হইতে হইবে, এবং সেই কারণের কারণতা যখন উক্ত কার্য্যের কার্য্যতাসাপেক্ষ, তখন তোমার উপর আমার 'অন্যোন্যাশ্রয়রূপ' আক্ষেপ পড়িল। তাহার পরিহার তোমার অসাধ্য। অতএব বিবর্ত্তবাদীর প্রতি, হে ভেদবাদিন্, তোমার 'আক্ষেপ' কর্ত্তব্য নহে; ইহাই অভিপ্রায়। ১৩৮

এই কথাই সবিস্তর বলিতেছেন অর্থাৎ মায়ার স্বরূপ লইয়া পূর্ব্বপক্ষকারীকে নিরস্ত করিয়া প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন :—

বিস্ময়ৈকশরীরায়া মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ।
অন্বেষ্যঃ পরিহারোঽস্যা বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৯

অন্বয়—বিস্ময়ৈকশরীরায়াঃ মায়ায়াঃ চোদ্যরূপতঃ অস্যাঃ পরিহারঃ বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ অন্বেষ্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—(অঘটিতঘটনপটুতাহেতু) বিস্ময়ই মুখ্যতঃ যাঁহার শরীর অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংশয়বিষয়ীভূত অর্থ, সেই আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়ার পরিহারের নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ; তাহার স্বরূপনির্ণয়ে আগ্রহ করা উচিত নয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে অজ্ঞানবশতঃ মায়াকার্য্যের সন্দিগ্ধত্ব ভাসমান হয়, তাহার নিবৃত্তির উপায়োদ্ভাবন অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্ম-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানলাভই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ১৩৯

(শঙ্কা) ভাল, মায়ার স্বভাব নির্ণীত হইলেই, তবে সেই মায়ার নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করা উচিত হয়। সেই মায়ার স্বভাব ত' এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বাদী এই প্রকারে মনে সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ত) মায়ার লক্ষণ অসিদ্ধ বলিয়া শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চেত্তর্হি নিশ্চিনু।
লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্তদীক্ষ্যতাম্ ॥১৪০

অন্বয়—মায়াত্বম্ এব নিশ্চেয়ম্ ইতি চেৎ, তর্হি নিশ্চিনু : লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়াঃ যৎ লক্ষণম্ তৎ ঈক্ষ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল মায়ার স্বভাব নির্ণয় করা উচিত, তবে বলি, তাহাই কর : লোকপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালরূপ মায়ার যাহা লক্ষণ, তাহাই এই মায়ায় প্রয়োগ করিয়া দেখ।

টীকা—বলিলেন ত' 'তাহাই কর' অর্থাৎ মায়ার স্বভাব নির্ণয় কর,—কিন্তু মায়ার লক্ষণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"লোকপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালরূপ মায়ার" ইত্যাদি। ১৪০

ভাল, সেই লোকপ্রসিদ্ধ মায়ার লক্ষণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(থ) ইন্দ্রজালরূপ লৌকিক মায়ার লক্ষণ।

ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥১৪১

অন্বয়—যা ন নিরূপয়িতুম্ শক্যা, বিস্পষ্টম্ ভাসতে চ, সা মায়া ইতি ইন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, তাহাকেই লোকে 'মায়া' বলে। ইন্দ্রজালাদিতে লোকে ইহা দেখিয়া থাকে।

টীকা—তাহা হইলে মায়ার লক্ষণ হইল—'নিরূপণানর্হত্বে সতি স্পষ্টতরভাসমানত্বম্ মায়াত্বম্'—যাহা নিরূপণের অযোগ্য হইয়াও স্পষ্টতর ভাবে ভাসমান, তাহাই মায়া। ব্রহ্ম বুদ্ধির অবিষয় বলিয়া নিরূপণের অযোগ্য হইলেও আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছ নহেন : আবার শশশৃঙ্গ প্রভৃতি 'তুচ্ছ' হইলেও স্পষ্টতর ভাবে ভাসমান হয় না বলিয়া মায়া নহে। সুতরাং উক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ নাই। ১৪১

ইন্দ্রজালাদি দৃষ্টান্তদ্বারা যে লক্ষণ সিদ্ধ হইল, আলোচ্য মায়ারূপ দার্ষ্টান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন :—

(দ) জগদ্রূপ দার্ষ্টান্তে ইন্দ্রজালের দৃষ্টান্তের যোজনা।

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪২

অন্বয়—ইদম্ জগৎ স্পষ্টম্ ভাতি, তন্নিরূপণম্ চ অশক্যম্, তস্মাৎ অপক্ষপাততঃ জগৎ মায়াময়ম্ ঈক্ষস্ব।

অনুবাদ ও টীকা—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অথচ ইহার কোন একটি বস্তু লইয়া তাহার স্বরূপ অনুধাবন কর, তাহার নিরূপণ করিতে পারিবে না। অতএব পক্ষপাতরহিত হইয়া এই জগৎ মায়াময় কি না, বিচার কর। ১৪২

(শঙ্কা) জগতের নিরূপণ অসাধ্য কিসে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই অসাধ্যতা দেখাইতেছেন :—

(ধ) জগতের স্বরূপ-নিরূপণ অসাধ্য।

নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥১৪৩

অন্বয়—নিখিলৈঃ পণ্ডিতৈঃ অপি নিরূপয়িতুম্ আরব্ধে তেষাম্ কাসুচিৎ কক্ষাসু পুরতঃ অজ্ঞানম্ ভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—জগতের সমস্ত পণ্ডিত মিলিত হইয়া যদি সেইরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনও না কোন নির্ণয়স্তরে উপনীত হইলে দেখিতে পাইবেন, সম্মুখে অজ্ঞান বিদ্যমান (ও পথ রুদ্ধ)। ১৪৩

সেইরূপ নিরূপণ যে অসাধ্য, তাহা উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ন) উদাহরণদ্বারা নিরূপণের অসাধ্যতা স্পষ্টীকরণ।

দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্য্যেণোৎপাদিতাঃ কথম্।
কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্? ॥১৪৪

অন্বয়—দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ ভাবাঃ কথম্ বীর্য্যেণ উৎপাদিতাঃ? কথম্ বা তত্র চৈতন্যম্ ইতি উক্তে তে উত্তরম্ কিম্ (স্যাৎ)?

অনুবাদ ও টীকা—(দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ বীর্যদ্বারা কি প্রকারে উৎপাদিত হইল? কি প্রকারেই বা সেই সেই পদার্থে চৈতন্যের সমাবেশ হইল? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার উত্তর কি হইবে? ১৪৪

এই প্রশ্ন লইয়া স্বভাববাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(প) স্বভাববাদীর শঙ্কা ও সমাধান।

বীর্য্যস্যৈষ স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া।
অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বন্ধ্যবীর্য্যতঃ ॥ ১৪৫

অন্বয়—(স্বভাববাদী—) এষঃ বীর্য্যস্য স্বভাবঃ (ইতি) চেৎ ? (সিদ্ধান্তী—) কথম্ তৎ ত্বয়া বিদিতম্ ? [(স্বভাববাদী—) অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ তৎ জানামি।] (সিদ্ধান্তী) অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ (ত্বয়া উক্তৌ) তৌ বন্ধ্যবীর্য্যতঃ ভগ্নৌ।

অনুবাদ—স্বভাববাদী যদি বলেন—'কেন, বীর্য্যের স্বভাবই এইরূপ' ; সিদ্ধান্তী বলিবেন—বীর্য্যের যে ঐরূপ স্বভাব তাহা তুমি কি প্রকারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার ? [স্বভাববাদী তদুত্তরে বলিবেন—'কেন ? অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা নিশ্চয় করিতেছি।'] এইরূপ উত্তরের ব্যাপ্ত্যভাব দেখাইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন – তুমি যে অন্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতেছ, বন্ধ্যবীর্য্য পুরুষে ও বন্ধ্যানারীতে তাহার ত' ভঙ্গ বা অব্যাপ্তি দেখিতেছি।

টীকা—"বন্ধ্যবীর্য্যপুরুষে" ইত্যাদি—বন্ধ্য পুরুষের বীর্য্যে এবং বন্ধ্যানারীতে আহিত বীর্য্যের, ব্যর্থতা দেখিয়া 'যেখানে যেখানে বীর্য্য, সেখানে সেখানেই দেহাদি' এইরূপ ব্যাপ্তি খাটে না এবং ব্যাপ্তির অভাবে 'বীর্য্য হইলেই দেহাদি হইবে' এইরূপ অন্বয়ও ঘটে না। আবার স্বেদজে ও উদ্ভিজ্জে, বীর্য্যের দ্বারাই উৎপত্তি, এই নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, বীর্য্য না হইলে উৎপত্তি হইবে না, এইরূপ ব্যতিরেকও ঘটে না। ১৪৫

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, পরিশেষে উত্তর দিতে হইবে—'কিছুই জানি না' এই ফলিতার্থই বলিতেছেন :—

(ফ) ফলিতার্থ—জগৎ ইন্দ্রজাল।

ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব।
অতএব মহান্তোঽস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্ ॥ ১৪৬

অন্বয়—অন্তে, এতৎ কিম্ অপি ন জানামি ইতি তব শরণম্। অতঃ এব মহান্তঃ অস্য ইন্দ্রজালতাম্ প্রবদন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—'আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা কিছুই জানি না'—পরিশেষে (হে ভেদবাদিন্ তার্কিক) তুমি এইরূপে অজ্ঞানকেই আশ্রয় করিবে। এই কারণে জ্ঞানিগণ এই জগৎকে ইন্দ্রজাল বলেন। ১৪৬

উক্ত ছয়টি শ্লোকে বর্ণিত, জগতের অনির্ব্বচনীয়তা বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণও যে একমত, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ব) মায়ার ইন্দ্রজালতা বিষয়ে প্রাচীনগণের ঐকমত্য।

এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গার্ভবাসস্থিতং
রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরাবেষৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথাগচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥১৪৭

অন্বয়—এতস্মাৎ অপরম্ ইন্দ্রজালম্ কিম্ ইব যৎ গর্ভবাসস্থিতম্ রেতঃ চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্ (সৎ) পর্য্যায়েণ অনেকৈঃ শিশুত্বযৌবনজরাবেষৈঃ বৃতম্ পশ্যতি অত্তি, শৃণোতি, জিঘ্রতি, তথা গচ্ছতি, অথ আগচ্ছতি। * (শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দঃ)।

অনুবাদ ও টীকা—ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আর কি আছে যে বীর্য্য গর্ভবাসে থাকিয়া চৈতন্যময় হইয়া উঠে অর্থাৎ স্পন্দন করে, কর-চরণ-শিরোরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা পল্লবিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে শৈশব-যৌবন-জরারূপ বেষে আচ্ছাদিত হইয়া, দর্শন, ভোজন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি এবং গমনাগমনাদি বিবিধ প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে ? ১৪৭

কেবল দেহই যে অনির্ব্বচনীয়স্বভাব এরূপ নহে, বটবৃক্ষাদিও এইরূপ অনিরূপণস্বভাব :—

(ভ) মনুষ্যদেহের ন্যায় বৃক্ষাদিও দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ।

দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্।
ক্ব ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু॥১৪৮

অন্বয়—দেহবৎ বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্ ক্ব ধানাঃ, কুত্র বা বৃক্ষঃ তস্মাৎ মায়া ইতি নিশ্চিনু।

অনুবাদ—দেহের ন্যায় বটবৃক্ষাদির ক্ষুদ্র বীজ লইয়া বিচার করিয়া দেখ, কোথায় সেই অতি সূক্ষ্ম বীজ আর কোথায়ই বা বিশাল বটমহীরুহ। এইহেতু এ সকলই যে মায়া, তাহা অবধারণ কর।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে এবং নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উপনিষদের নবম খণ্ডিকায় বটফলের বীজ লইয়া বিচার বর্ণিত আছে। ১৪৮

(শঙ্কা। ভাল, আমরাই যেন মায়াস্বরূপাবধারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু (নৈয়ায়িক) উদয়ন প্রভৃতি আচার্য্যগণ ত' মায়ার নিরূপণ করিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(য) মায়ার স্বরূপ নৈয়ায়িকদিগের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

নিরুক্তাবভিমানং যে দধতে তার্কিকাদয়ঃ।
হর্ষমিশ্রাদিভিস্তে তু খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ॥১৪৯

---

* [illegible]

অন্বয়—যে তার্কিকাদয়ঃ নিরুক্তৌ অভিমানম্ দধতে, তে তু হর্ষমিশ্রাদিভিঃ খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ।

অনুবাদ—যে সকল তার্কিক 'আমরা মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি', বলিয়া গর্ব্ব করে, শ্রীহর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন।

টীকা—উদয়নাচার্য্য—(সম্ভবতঃ ৯৪৪—১০৪৪ খৃঃ অব্দ) মিথিলায় আবির্ভূত হন। ইঁনি ন্যায়তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন—কারণবিশেষরূপে জগন্নির্ম্মাত্রী শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হইবে। (এইরূপে মায়া নির্ব্বচনীয়া)। শ্রীহর্ষাচার্য্য প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে আবির্ভূত হন; ইনি "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য"-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাবতীয় মতবাদিগণের মত খণ্ডন করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—অর্ণববর্ণন, শিবশক্তি-সিদ্ধি, সাহসাঙ্ক-চরিত, ছন্দঃপ্রশস্তি, বিজয়প্রশস্তি, গৌড়োর্ব্বীশী-কুলপ্রশস্তি, ঈশ্বরাভিসন্ধি, স্থৈর্য্যবিচারণ-প্রকরণ, নৈষধচরিত ইত্যাদি। ইনি খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (অথবা ১৪০ কণ্ডিকায়) কারণতার যাবতীয় লক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং কারণতাই যখন সিদ্ধ হয় না, তখন কারণবিশেষরূপে শক্তি বা মায়া সিদ্ধ হয় না, অথচ মায়াকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীত হইতেছে; এইহেতু মায়া অনির্ব্বচনীয়া। ১৪৯

অতীত আটটি শ্লোকে বর্ণিত, জগতের অনির্ব্বচনীয়তাবিষয়ে বেদান্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বাক্য (সম্ভবতঃ মহাভারত, বনপর্ব্ব হইতে) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(য) জগতের অচিন্ত্যরূপতা-বিষয়ে ভাষ্যকারোদ্ধৃত পৌরাণিক [ভারত] বচন প্রমাণ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।
অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু ॥ ১৫০

অন্বয়—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ খলু তান্ তর্কেষু ন যোজয়েৎ; জগৎ খলু মনসা অপি অচিন্ত্যরচনারূপম্।

অনুবাদ ও টীকা—যে সকল পদার্থ, চিন্তার বহির্ভূত, তাহাদিগকে মনুষ্যকল্পিত তর্কের বিষয় করিতে নাই; যেহেতু জগতের রচনা মনেরও অগোচর; সুতরাং মনের উদ্ভাবিত তর্কেরও অগোচর; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৫০

ভাল, জগতের রচনা অচিন্ত্যস্বরূপ মানিলাম; তাহাতে মায়ায় অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(র) মায়ারূপ বীজের বা কারণের বর্ণন।

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু।
মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ১৫১

অন্বয়—অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজম্ মায়া ইতি নিশ্চিনু। তৎ এব একম্ মায়াবীজম্ সুষুপ্তৌ অনুভূয়তে।

অনুবাদ—অচিন্ত্যরচনারূপ এই জগতের সেই অচিন্ত্যরচনাশক্তির বীজের নাম মায়া—এইরূপ নিশ্চয় কর। সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজ সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয়।

টীকা—অচিন্ত্যরচনাশক্তিবিশিষ্ট যে বীজ অর্থাৎ কারণ, তাহাকেই মায়া বলে, ইহাই অর্থ। ভাল, এইপ্রকার অচিন্ত্যরচনাশক্তিবিশিষ্ট কারণ কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজ" ইত্যাদি। ১৫১

(শঙ্কা) ভাল, সেই মায়াকে জগতের বীজ কিরূপে বলা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ল) এই বীজে সর্ব্বজগতের সংস্কার অবস্থিত।

জাগ্রৎস্বপ্নজগত্তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ।
তস্মাদশেষজগতো বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ॥ ১৫২

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নজগৎ তত্র বীজে দ্রুমঃ ইব লীনম্। তস্মাৎ অশেষজগতঃ বাসনাঃ তত্র সংস্থিতাঃ।

অনুবাদ—জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালে অনুভূত জগৎপ্রপঞ্চ সুষুপ্তিকালে বিদ্যমান সেই মায়ারূপ বীজে বৃক্ষের ন্যায় লীন হইয়া থাকে। সেই কারণে সমস্ত জগতের বাসনা অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, সেই মায়াতেই সংস্থিত।

টীকা—সেই মায়াতেই জগতের বিলয় হয় বলিয়া কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই কারণে" ইত্যাদি। যেহেতু মায়াই জগতের কারণ, সেইহেতু সমস্ত জগতের বাসনা বা জ্ঞানজন্য সংস্কার সেই মায়াতেই অবস্থিত। ১৫২

২। ঈশ্বরের স্বরূপ বা আনন্দময় কোশ।

মায়ায় সেই সংস্কারের স্থিতিদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(ক) মায়ায় স্থিত বুদ্ধি-সংস্কারগত চিদাভাসই ঈশ্বরের রূপ—দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন।

যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি।
মেঘাকাশবদস্পষ্টচিদাভাসোঽনুমীয়তাম্॥ ১৫৩

অন্বয়—যাঃ বুদ্ধিবাসনাঃ তাসু চৈতন্যম্ প্রতিবিম্বতি। মেঘাকাশবৎ অস্পষ্টচিদাভাসঃ অনুমীয়তাম্।

অনুবাদ—(জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপ জগতের জ্ঞানরূপ) বুদ্ধির (উপাদান সত্ত্বগুণ-রূপে, যে সকল) সংস্কার মায়ায় অবস্থিত থাকে, তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন। চৈতন্যের সেই প্রতিবিম্বিত আভাস মেঘাকাশের ন্যায় অস্পষ্ট; সেই চিদাভাসকে অনুমানদ্বারা জানিতে হইবে।

টীকা—ভাল, চৈতন্য যখন সেই সংস্কারসমূহে প্রতিবিম্ব-রূপ ধারণ করেন, তখন কেন তাহা অনুভূত হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"চৈতন্যের সেই প্রতিবিম্বিত আভাস"

ইত্যাদি ; অস্পষ্ট থাকে বলিয়া অনুভূত হয় না। ভাল, সংস্কারসমূহে যখন চিদাভাস অস্পষ্ট থাকে, তখন কোন্ প্রমাণদ্বারা সেই চিদাভাসের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অনুমানদ্বারা" ইত্যাদি। ১৫৩

ভাল, মেঘের অংশরূপ জল, অস্পষ্ট আকাশ-প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হইলেও, স্পষ্ট আকাশ প্রতিবিম্বযুক্ত সেই মেঘজলের সজাতীয় ঘটজলের দৃষ্টান্ত থাকায়, মেঘাকাশের অনুমান সম্ভব হয়। কিন্তু এস্থলে সংস্কারগত চিদাভাস বিষয়ে তাহার সমান দৃষ্টান্ত না থাকায় কি প্রকারে অনুমানের উদয় হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া এস্থলেও সেই প্রকার দৃষ্টান্ত সম্পাদন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

(খ) মায়ায় অস্পষ্ট চিদাভাসের অনুমান।

সাভাসমেব তদ্বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি।
অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে॥১৫৪

অন্বয়—সাভাসম্ এব তৎ বীজম্ ধীরূপেণ প্ররোহতি। অতঃ বুদ্ধৌ চিদাভাসঃ বিস্পষ্টম্ প্রতিভাসতে।

অনুবাদ—সেই আভাসসহিত মায়ারূপ (অজ্ঞানরূপ) বীজই বুদ্ধির আকারে পরিণত হয়। এইজন্যই চিদাভাস বুদ্ধিতে বিস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

টীকা—চিদাভাসবিশিষ্ট সেই অজ্ঞানই বুদ্ধিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্পষ্ট চিদাভাসবিশিষ্ট হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে এইস্থলে এইরূপই অনুমান সূচিত হইতেছে—'বিবাদের বিষয় যে বুদ্ধির সংস্কারসমূহ, তাহারা চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য ;—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহারা বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ ;—হেতু। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ;—উদাহরণ। ১৫৪

এই প্রকারে জীব ও ঈশ্বরের যে মায়িকতা (নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উ, ৯) শ্রুতিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন :—

(গ) শ্রুত্যুক্ত জীব-ঈশ্বরের মায়িকতাপ্রসঙ্গের উপসংহার।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ॥ ১৫৫

অন্বয়—মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতি ইতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ; মেঘাকাশজলাকাশৌ ইব তৌ সুব্যবস্থিতৌ।

অনুবাদ—মায়া বা মূলপ্রকৃতি আপনার চৈতন্যপ্রতিবিম্বরূপ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের মায়িকতা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় সেই ঈশ্বর ও জীব ব্যবহারে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয়।

টীকা—ভাল, জীব ও ঈশ্বর যদি তুল্যরূপেই মায়িক, তাহা হইলে জীব অপরোক্ষাদিরূপ এবং ঈশ্বর পরোক্ষাদিরূপ, এইরূপ অবান্তর ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ?—এইরূপ আশঙ্কা

হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাবৃত বাসনারূপ অস্পষ্ট এবং বুদ্ধিরূপ স্পষ্ট, উপাধিযুক্ত বলিয়া, মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় ঈশ্বর ও জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়—"মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায়" ইত্যাদিদ্বারা। জীব ও ঈশ্বরকে এই যে মায়িক বলা হইল, এই স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, উভয়ই মায়ার কার্য্য অর্থাৎ কার্য্য বলিয়া আদিমান্; কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের সিদ্ধি মায়াসিদ্ধির অধীন, এইমাত্র বলা হইল, যেহেতু তাহা না হইলে—(১) জীব, (২) ঈশ্বর, (৩) শুদ্ধচেতন, (৪) অবিদ্যা, (৫) অবিদ্যা ও শুদ্ধচেতনের সম্বন্ধ, আর (৬) এই পাঁচ বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ—এই ছয়টি স্বরূপতঃ অনাদি—বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয়। 'মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন'—এস্থলে এই 'করেন' শব্দের অর্থ এই—মায়া আপনার সিদ্ধির অধীন জীবেশ্বর-সিদ্ধি, ইহাই প্রদর্শন করেন।১৫৫

ঈশ্বরের মেঘাকাশের সহিত তুল্যতা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঘ) ঈশ্বরের ২০-২১ শ্লোকোক্ত মেঘাকাশের সহিত সাদৃশ্যের স্পষ্টীকরণ।

মেঘবদ্বর্ত্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ।
ধীবাসনাশ্চিদাভাসস্তুষারস্থখবৎ স্থিতঃ॥ ১৫৬

অন্বয় - মেঘবৎ মায়া বর্ত্ততে, মেঘস্থিততুষারবৎ ধীবাসনাঃ (সন্তি); তুষারস্থখবৎ চিদাভাসঃ স্থিতঃ।

অনুবাদ—উক্ত সাদৃশ্য নির্ণয়ে মায়া হইতেছেন মেঘস্থানীয়; বুদ্ধিবাসনা বা বুদ্ধিস্থ সংস্কারসমূহ মেঘস্থিত সূক্ষ্ম জলবিন্দুস্থানীয়; আর চিদাভাস সেই সূক্ষ্মজল-বিন্দুস্থিত আকাশ অর্থাৎ আকাশপ্রতিবিম্বস্থানীয়। তিনিই হইতেছেন ঈশ্বর।

টীকা—এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিশ্চলদাস স্বরচিত 'বৃত্তিপ্রভাকর' গ্রন্থে "বুদ্ধিবাসনায় প্রতিবিম্বের ঈশ্বরতাখণ্ডন" নামক ১২৭ কণ্ডিকায় (পৃঃ ৩৩৪) লিখিতেছেন :—পরন্তু বুদ্ধিবাসনার প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলা চলে না; সেইরূপ আনন্দময় কোশকেও ঈশ্বর বলা চলে না (অগ্রে ১৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কেন চলে না, দেখ। যিনি বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানে প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর—(১) ঈশ্বরভাবের উপাধি কেবল অজ্ঞান? অথবা (২) বাসনা সহিত অজ্ঞান? অথবা (৩) কেবল বাসনা? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন কর, তাহা হইলে 'বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট' অজ্ঞানে প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন কর তাহা হইলে বলি কেবল অজ্ঞানকেই ঈশ্বরভাবের উপাধি বলিয়া মানা উচিত, 'বুদ্ধি-বাসনা বিশিষ্ট' অজ্ঞানকে ঈশ্বরের উপাধি বলা নিষ্ফল। ইহাতে যদি বিদ্যারণ্যস্বামীর ভক্ত এই প্রকার উত্তর করেন যে যদি কেবল অজ্ঞানকেই ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না; এইহেতু ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার সিদ্ধির জন্য 'বুদ্ধিবাসনাকেও' অজ্ঞানের বিশেষণ বলিয়া মানা হয়।—এইরূপ উত্তর কিন্তু অসঙ্গত। যদি বল—কেন? তবে বলি—অজ্ঞানস্থিত সত্ত্বাংশের সর্ব্বগোচর বৃত্তিদ্বারা যখন সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়, তখন বুদ্ধিবাসনাকে অজ্ঞানের বিশেষণ বলিয়া মানা নিষ্ফল। আর অজ্ঞানস্থ সত্ত্বাংশের বৃত্তিদ্বারাই সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব

হয়, বুদ্ধিবাসনাদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না ; কেননা, এক এক 'বুদ্ধিবাসনার' পক্ষে নিখিল পদার্থগোচরতা সম্ভব হয় না ; তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্য সকল বাসনাকেই 'অজ্ঞান বিশেষণ' বলিয়া মানা উচিত। প্রলয়কাল ভিন্ন অন্য এককালে, সেই সকল বাসনার সম্মেলন সম্ভব নহে। এইহেতু বাসনার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধি হইতে পারে না। এই প্রকারে বুদ্ধি-বাসনাসহিত অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি, এই দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে। আর যদি 'কেবল বাসনাই ঈশ্বরের উপাধি' এইরূপ বলিয়া তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন কর, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—'এক এক বাসনায় প্রতিবিম্ব ঈশ্বর ? অথবা সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব ঈশ্বর ?' যদি প্রথম পক্ষই অবলম্বন কর, তাহা হইলে জীবে জীবে বুদ্ধির বাসনা অনন্ত বলিয়া, সেই সকল বাসনার প্রতিবিম্বরূপ ঈশ্বরও অনন্ত হইবেন। আর এক এক বাসনার গোচরতা অল্প বলিয়া, তাহাতে প্রতিবিম্বরূপ অনন্ত ঈশ্বরও অল্পজ্ঞই হইবেন। আর যদি সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব মানো, তাহা হইলে, সকল বাসনার প্রলয়কাল ভিন্ন অন্য কালে সম্মেলন বা যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভব হয় না। আর অনেক উপাধিতে অনেক প্রতিবিম্ব হইলে, সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না—এই প্রকারে কেবল অজ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি।

মনীষী পীতাম্বর পুরুষোত্তম এই অভিযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। তিনি বলেন,—এই পঞ্চদশী গ্রন্থের পূর্ব্বোত্তর বাক্যসমূহ বিচার করিলে অনেক স্থলে মায়ারূপ অজ্ঞানই ঈশ্বরভাবের উপাধি বলিয়া প্রতীত হয় ; সেইহেতু অজ্ঞানই ঈশ্বরভাবের উপাধি, বুদ্ধিবাসনা নহে। তথাপি এস্থলে যে অজ্ঞানে বুদ্ধিবাসনাকে উপাধিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই—অজ্ঞানে যে সর্ব্বজ্ঞতাকারণ সত্ত্বগুণ রহিয়াছে, তাহাই জ্ঞানরূপ সকল বুদ্ধির উপাদান, আর সুষুপ্তিতে সকল বুদ্ধিরই আপন আপন উপাদানাংশে লয় হয় বলিয়া উপাদানরূপেই স্থিতি ঘটে। সেই উপাদানরূপে স্থিতিই সূক্ষ্মাবস্থারূপ সংস্কার শব্দের অর্থ। সেই সংস্কারকেই বাসনা বলা হইয়াছে। এই প্রকারে দেখিলে, বাসনা শব্দের অর্থ অজ্ঞাননিষ্ঠ 'সত্ত্ব'-অংশ হইতে ভিন্ন নহে। এইহেতু এস্থলে, 'বুদ্ধিবাসনা' এই পদদ্বারা অজ্ঞাননিষ্ঠ সত্ত্বাংশই সূচিত হইয়াছে। আর যে (জীবে প্রযোজ্য) 'বাসনা' শব্দের উল্লেখ, তাহা কেবল সকল লোকের অনুভবে পৌছিয়া দিবার নিমিত্ত, কিম্বা জীব ও ঈশ্বরের অভেদতার প্রসিদ্ধির জ্ঞাপনার্থ। আর (জীবের) সুষুপ্তিগত অজ্ঞান, সমষ্টি-অজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ দৃষ্টিতে তাহা ঈশ্বরের উপাধি। ১৫৬

(শঙ্কা) মায়াপ্রতিবিম্বই যে ঈশ্বর তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিই ইহার প্রমাণ :—

(৫) মায়াগত প্রতিবিম্বের ঈশ্বরত্বাদি বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণনির্দ্দেশ।

মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ।
অন্তর্য্যামী চ সর্ব্বজ্ঞো জগদ্যোনিঃ স এব হি ॥১৫৭

অন্বয়—মায়াধীনঃ চিদাভাসঃ মায়ী মহেশ্বরঃ শ্রুতঃ ; অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞঃ জগদ্যোনিঃ চ সঃ এব হি।

অনুবাদ—'মায়া অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির অংশ, অধীন যাঁহার',—এইরূপ

যে চিদাভাস, তিনিই হইতেছেন মায়াধীশ মহেশ্বর; শ্রুতিমুখে (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০) এইরূপ শুনা যায়। তিনিই অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, জগদ্যোনি বা জগতের কারণ।

টীকা—এই মায়াগত প্রতিবিম্বের কেবল ঈশ্বরত্বই যে শ্রুতিমুখে শুনা যায় এরূপ নহে কিন্তু অন্তর্য্যামিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহও শুনা যায় (যথা বৃহদা উ, ৩।৭।১,২,৩; মাণ্ডুক্য উ, ৬; নৃসিংহোত্তর তা, উ, ১; সর্ব্ব উ, ৩; রামপূর্ব্ব তা, উ, ২৬) এই কথাই বলিতেছেন "তিনিই অন্তর্য্যামী" ইত্যাদিদ্বারা। ১৫৭

ভাল, বুদ্ধির বাসনায় যে প্রতিবিম্ব, তাহার ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম কি প্রকারে শ্রুতিসিদ্ধ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের নির্দ্দেশ করিতেছেন:—

(চ) পূর্ব্বশ্লোকে সূচিত আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবচননির্দ্দেশ।

সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রক্রম্যৈবং শ্রুতির্জগৌ।
এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি সোঽয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ ॥১৫৮

অন্বয়—সৌষুপ্তম্ আনন্দময়ম্ প্রক্রম্য "এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইতি এবম্ শ্রুতিঃ জগৌ। সঃ অয়ম্ বেদোক্তঃ ঈশ্বরঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালীন আনন্দময় কোশের কথার প্রথমারম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন এই আনন্দময় কোশই ঈশ্বর। এইহেতু আনন্দময় কোশই বেদোক্ত ঈশ্বর।

টীকা—যে শ্রুতিবচনে বুদ্ধিবাসনাগত প্রতিবিম্বরূপ আনন্দময় কোশের ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা এই—[সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ – মাণ্ডুক্য ৪,৫]—ভগবান ভাষ্যকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সেই এই সুষুপ্তাবস্থা যাঁহার স্থান, তিনি সুষুপ্তস্থান; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশির দ্বারা গ্রস্ত হয় অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন স্থানদ্বয়ে বিভিন্ন প্রকার মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈতসমূহ নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিলেও যেন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইবার অযোগ্য হইয়া যায়; এই কারণে একীভূত বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান-সমূহ যেন ঘনীভূতই হইয়া থাকে; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া "প্রজ্ঞানঘন" নামে কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ—রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্‌ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয়, যেন ঘনভাব বা একাকারতা প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞান-ঘনই হয়। "এব" শব্দ হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ কিছু থাকে না। তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না; এইজন্য আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দবহুল হয়; কিন্তু কেবলই আনন্দস্বরূপ নহে; কেননা, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে। সংসারে নিরায়াসস্থিত সুখী ব্যক্তি যেমন (আয়াসক্লেশরাহিত্যনিবন্ধন) আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হন, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন। এই কারণে তিনি আনন্দভুক্; যেহেতু শ্রুতি

বলিয়াছেন যে "ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ"। "চেতঃ" অর্থ স্বপ্নাদিজ্ঞান, ইহা তাহার উপায়-স্বরূপ বলিয়া "চেতোমুখঃ"; অথবা স্বপ্নাদিলাভে জ্ঞানরূপী চেতঃ ইহার মুখ বা দ্বারস্বরূপ এই কারণে "চেতোমুখঃ"। ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিজ্ঞানের কর্ত্তা; এইজন্য 'প্রাজ্ঞ'নামে অভিহিত। জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে (সুষুপ্তিসময়ে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলেও) 'ভূতপূর্ব্বগতি' নিয়মানুসারে সুষুপ্তিসময়ে প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। অথবা কেবলই যে প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা তাহা ইঁহারই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম, এইজন্য ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থাদ্বয়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, (কিন্তু এ অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে), সেইজন্য এই 'প্রাজ্ঞ' তৃতীয় পাদ বলিয়া কথিত হন।

বিদ্যারণ্যস্বামী যে এই আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বর্ণন করিলেন, নিশ্চলদাস 'বৃত্তিপ্রভাকর' গ্রন্থের ১৯৮ কণ্ডিকায় (পৃঃ ৩৩৫) তাহার খণ্ডন এইরূপে করিয়াছেন—"বিদ্যারণ্যস্বামী চিত্রদীপে বাসনার নিষ্ফল অনুসরণ করিয়াছেন; আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতা বর্ণনও সেইরূপ অসঙ্গত। যদি বল—কেন? বলিতেছি—জাগ্রৎ ও স্বপ্নে স্থূলাবস্থাবিশিষ্ট প্রতিবিম্বসহিত অন্তঃকরণকে বিজ্ঞানময় বলা হয়। বিজ্ঞানময় জীবই সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মরূপে বিলীন হইলে, আনন্দময় বলিয়া কথিত হয়। তাহাকেই যদি ঈশ্বর বলিয়া মানা হয় তাহা হইলে জাগ্রতে ও স্বপ্নে অন্তঃকরণের বিলীনাবস্থারূপ আনন্দময়ের অভাবহেতু, ঈশ্বরেরও অভাব হওয়া উচিত; আর অসংখ্য পুরুষের সুষুপ্তিতে অসংখ্য ঈশ্বর হওয়া উচিত। আর সকল গ্রন্থকারই জীবেরই পঞ্চকোশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আর পঞ্চদশীর 'পঞ্চকোশবিবেক'নামক প্রকরণে বিদ্যারণ্যস্বামী নিজেই জীবের পঞ্চকোশের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দময় কোশকে ঈশ্বর বলিয়া মানিলে সেই সকল বচন অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইহেতু আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতা সম্ভব নহে।

মাণ্ডূক্যোপনিষদে যে আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বেশ্বরতা কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় না; কেন হয় না, শুন:—মাণ্ডূক্যোপনিষদে এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞভেদে জীবের তিনটি স্বরূপ; আর বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতরূপে ঈশ্বরের তিনটি ভেদ। যদ্যপি সকল উপনিষদেই হিরণ্যগর্ভ জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং হিরণ্যগর্ভতাপ্রাপ্তির হেতু উপাসনা উপনিষদে প্রসিদ্ধ, আর উপনিষদনুসারী উপাসক জীবই কল্পান্তরে হিরণ্যগর্ভপদবী প্রাপ্ত হয়, এবং সেইরূপ বিরাডভাব প্রাপ্তির উপাসনার দ্বারা কল্পান্তরে জীবেরই বিরাড্রূপপ্রাপ্তি ঘটে, আর হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা বিরাটের ঐশ্বর্য্য ন্যূন, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিরতিশয় বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাঁহাতে অপকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্ভব হয় না; আর বিরাট্ হিরণ্যগর্ভের পুত্র হইয়া ক্ষুৎপিপাসার বাধা অনুভব করিয়াছিলেন, এই বার্ত্তা পুরাণে প্রসিদ্ধ—এইহেতু হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌কে ঈশ্বররূপে বর্ণন সম্ভবে না। আবার যিনি সত্যলোকবাসী সূক্ষ্মসমষ্টির অভিমানী সুখভোক্তা হিরণ্যগর্ভ, তিনি জীব; আর স্থূলসমষ্টির অভিমানী বিরাট্ও জীব। আর সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্য্যামীও হিরণ্যগর্ভশব্দের অর্থ। সেই প্রকার স্থূল প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্য্যামীও বিরাট্‌শব্দের অর্থ। চৈতন্যপ্রতিবিম্বগর্ভ অজ্ঞানরূপ অব্যাকৃতই সূক্ষ্মসৃষ্টিকালে যখন তাহার প্রেরক হন, তখন হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং স্থূলসৃষ্টিকালে

যখন তাহার প্রেরক হন, তখন বিরাট্‌সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এইরূপে জীবে ও ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌শব্দের প্রয়োগ হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম ও স্থূলের অভিমানী জীবে হিরণ্যগর্ভশব্দের ও বিরাট্‌-শব্দের শক্তিবৃত্তি এবং দ্বিবিধ প্রপঞ্চের প্রেরক ঈশ্বরে, সেই শব্দদ্বয়ের গৌণী বৃত্তি। যেমন জীবরূপ হিরণ্যগর্ভের ও বিরাটের স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চের সহিত স্বীয়তা (মমতাভিমান) সম্বন্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চের প্রের্য্যতা সম্বন্ধ। এইহেতু সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্বন্ধিত্বরূপ হিরণ্যগর্ভবৃত্তিগুণের যোগহেতু ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ভ শব্দের গৌণী বৃত্তি; সেই প্রকার স্থূলদৃষ্টিসম্বন্ধিত্বরূপ বিরাড়্‌বৃত্তিগুণের যোগহেতু ঈশ্বরে বিরাট্‌শব্দের গৌণী বৃত্তি। এই প্রকারে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌শব্দের জীব ও ঈশ্বর এই দুই অর্থ ই হয়। যে প্রসঙ্গে যে অর্থ সম্ভব, সেই প্রসঙ্গে সেই অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা গুরুসম্প্রদায় বিনা বেদান্তগ্রন্থের বিচার করেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার জ্ঞান হয় না। এইহেতু হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌শব্দে, কোথাও জীব অর্থের, কোথাও বা ঈশ্বর অর্থের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ত্রিবিধ জীবের ত্রিবিধ ঈশ্বরের সহিত অভেদ চিন্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। যে মন্দবুদ্ধি পুরুষের মহাবাক্যবিচারদ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না, তাহার জন্য মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণব চিন্তন বিহিত হইয়াছে। "বিচারসাগর"গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে তাহার প্রণালী বিস্পষ্ট করা হইয়াছে; সেই স্থলে বিশ্ব-বিরাট্‌, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, ও প্রাজ্ঞ-ঈশ্বরের অভেদচিন্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু ঈশ্বরের ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি প্রাজ্ঞরূপ আনন্দময়ে, অভেদচিন্তনের জন্য কথিত হইয়াছে; তাহা আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বলিবার জন্য কথিত হয় নাই, যেমন বিশ্ববিরাটের অভেদচিন্তনজন্য বৈশ্বানরের ১৯ মুখ কথিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ত্রিপুটী এবং পঞ্চপ্রাণ এই ১৯টি বিশ্বের ভোগসাধন বলিয়া বিশ্বের মুখ; আর বৈশ্বানর ঈশ্বর; তাঁহার ভোগ হয় না। এইহেতু বিশ্ববিরাটের অভেদচিন্তনের নিমিত্তই বিশ্বের ভোগ-সাধন পদার্থসমূহকে বৈশ্বানরের ভোগসাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিরাটকেই বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। অভেদচিন্তনে মাণ্ডুক্যবচনের তাৎপর্য্য। চিন্তন বস্তুর স্বরূপ অনুসারেই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, কিন্তু চিন্তন অন্যরূপেও হইতে পারে; এই কথা "বিচারসাগরে" স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এইহেতু মাণ্ডুক্যবচনদ্বারা আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় নাই। ২০০ কণ্ডিকা—**আনন্দময়ের ঈশ্বরতাকথনে বিদ্যারণ্যস্বামীর তাৎপর্য্য নহে।** আর বিদ্যারণ্যস্বামী ব্রহ্মানন্দগ্রন্থে (পঞ্চদশীর একাদশ পরিচ্ছেদে, ৫৮—৬৩ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—আনন্দময় কোশ জীবেরই অবস্থা-বিশেষ। সেস্থলে প্রসঙ্গ এই—জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল কর্ম্ম ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণের ভোগপ্রদ কর্ম্মবশে যে ঘনীভাব হয়, তাহাকে বিজ্ঞানময় বলে। সেই বিজ্ঞানময় সুষুপ্তিতে বিলীনাবস্থ অন্তঃকরণরূপ উপাধির সম্বন্ধহেতু আনন্দময় বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রকারে বিজ্ঞানময়ের অবস্থাবিশেষকেই আনন্দময় বলে; এইহেতু বিদ্যারণ্যস্বামীরও আনন্দময় কোশে জীবত্বই ইষ্ট। যদ্যপি রচনার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া প্রতীত হয় এবং পরম্পরাগত বার্ত্তানুসারেও কথিত হইয়া থাকে যে "বিবেক"-পঞ্চক ও "দীপ"-পঞ্চক বিদ্যারণ্যবিরচিত এবং "আনন্দ"-পঞ্চক ভারতীতীর্থবিরচিত, তথাপি একই গ্রন্থে পূর্ব্বোত্তর বিরোধ সম্ভব হয় না। এইহেতু পঞ্চদশী-গ্রন্থে আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বিবক্ষিত নহে। আর চিত্রদীপে তাহারই ঈশ্বরতা পঠিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যবচনের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত চিন্তনীয়

অভেদে তাৎপর্য্যবশতঃ তাহা কথিত হইয়াছে। আনন্দময়ের ঈশ্বরতায় বিদ্যারণ্যস্বামীর তাৎপর্য্য নহে। তিনি মন্দবুদ্ধি পুরুষদিগের জীবেশ্বরের অভেদচিন্তনের জন্য আনন্দময়ে ঈশ্বরতার আরোপ করিয়াছেন। ১৫৮

৩। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব।

(শঙ্কা) ভাল, আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ত' অনুভববিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব।

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে তস্য নৈব বিপ্রতিপদ্যতাম্।
শ্রৌতার্থস্যাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াং সর্ব্বসম্ভবাৎ ॥ ১৫৯

অন্বয়—তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে ন এব বিপ্রতিপদ্যতাম্ : শ্রৌতার্থস্য অবিতর্ক্যত্বাৎ, মায়ায়াম্ সর্ব্বসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—সেই আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বেশ্বরতা লইয়া বিবাদ করিতে নাই, যেহেতু শ্রুতিসিদ্ধ অর্থে তর্ক অকর্ত্তব্য ; আর মায়াতে সকলই সম্ভব।

টীকা—কেন বিবাদ করিতে নাই তাহার হেতু বলিতেছেন—"যেহেতু শ্রুতিসিদ্ধ অর্থে" ইত্যাদি। আর অপর এক কারণে আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞতাদি লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে। তাহা কি ? উত্তর—"মায়াতে সকলই সম্ভব" অর্থাৎ মায়া অঘটিত পদার্থের ঘটনে সমর্থ বলিয়া ; ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় তাহাতে সকলই সম্ভব। ১৫৯

ভাল, যখন অনুকূল যুক্তি নাই, তখন শ্রুতিবচনও, "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে"—পাষাণখণ্ডসকল ভাসমান হয়, এইরূপ বিরুদ্ধার্থবোধক বাক্যদ্বারা, পাষাণখণ্ডের দোষাভাবরূপ স্তুতিবোধক বাক্যের ন্যায়, স্তুতিবোধক অর্থবাদ বাক্যমাত্র হইতে পারে।* এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রুতির প্রমাণতা সিদ্ধ করিবার জন্য আনন্দময়ের সর্ব্বেশ্বরতাদি যুক্তি ও হেতুদ্বারা উপপাদন করিতেছেন :—

---

* প্রশংসা বা নিন্দা যে বাক্যের তাৎপর্য্য তাহাকে অর্থবাদ বলে, * * * অর্থবাদবাক্যের যাহা স্বকীয় অর্থ, তৎপ্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নহে। যাহা বিহিত হয় বা নিষিদ্ধ হয় তল্লক্ষণার দ্বারা তাহার প্রশংসা বা নিন্দা প্রতিপাদন করাই ইহার তাৎপর্য্য। * * * এই অর্থবাদ তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে, যথা—

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥

* * * যদি অর্থবাদবাক্যের সহিত প্রমাণান্তরের বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে অর্থবাদ গুণবাদ হইবে অর্থাৎ কোনও গুণের প্রকাশক হইবে। যেমন "আদিত্যো যূপঃ" যূপকাষ্ঠের সহিত আদিত্যের অভেদ (যাহা উক্ত বাক্যের বাচ্যার্থ, তাহা) প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া এই অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বলত্বরূপ গুণ প্রতিপাদন করিতেছে। (সেইরূপ "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" ; পাষাণখণ্ডসকলের ভাসমানতা প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া উক্ত বাক্যটি লক্ষণার দ্বারা প্রস্তরখণ্ডসকলের দোষাভাব প্রতিপাদন করিতেছে।) যদি অর্থবাদ-বাক্য এরূপ কোনও অর্থ বুঝায়, যাহা প্রমাণান্তরদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, তবে তাহাকে অনুবাদ বলে ; যেমন "অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্"—

(খ) ঈশ্বরের সর্ব্বেশ্বরতা।

অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতীরিতঃ॥১৬০

অন্বয়—অয়ম্ যৎ বিশ্বম্ সৃজতে তৎ অন্যথয়িতুম্ কঃ অপি পুমান্ ন শক্তঃ। তেন অয়ম্ সর্ব্বেশ্বরঃ ইতি ঈরিতঃ।

অনুবাদ—এই ঈশ্বর যে বিশ্ব সৃজন করেন, তাহাকে অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। সেইজন্য ইহাকে 'সর্ব্বেশ্বর' বলা হয়।

টীকা—এই আনন্দময় যে জাগ্রদাদিরূপ বিশ্ব সৃজন করেন, সেই বিশ্বকে কেহ অন্যরূপ অথবা অন্যরূপে করিতে সমর্থ নহে। সেইহেতু এই আনন্দময়কোশ সর্ব্বেশ্বর, ইহাই অর্থ। ১৬০

এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞতা উপপাদন করিতেছেন :—

(গ) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা।

অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ॥১৬১

অন্বয়—তত্র অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাম্ বাসনাঃ সংস্থিতাঃ; তাভিঃ সর্ব্বম্ ক্রোড়ীকৃতম্, তেন সর্ব্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধির যে বাসনারূপ সংস্কার তাহা সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে সংস্থিত অর্থাৎ সঞ্চিত থাকে। সমস্ত জগৎ সেই সকল বাসনার বিষয় বা গোচরীভূত। সেই কারণে এই অজ্ঞানকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা হয়।

টীকা—"তত্র"—সেই কারণভূত সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে, "অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাম্ বাসনাঃ সংস্থিতাঃ"—সেই অজ্ঞানের কার্য্যরূপ সকল প্রাণিবুদ্ধিসমূহের বাসনাসকল নিবাস করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে সঞ্চিত আছে; "তাভিঃ"—সেই সকল বাসনাদ্বারা, "সর্ব্বম্"—সমস্ত জগৎ, "ক্রোড়ীকৃতম্"—বিষয়ীকৃত অর্থাৎ গোচরীকৃত হইয়াছে, "তেন"—সেইহেতু অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায়, "সর্ব্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ"—এই আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞনামে অভিহিত হন, ইহাই অর্থ। ১৬১

(শঙ্কা) ভাল, যদি আনন্দময় সর্ব্বজ্ঞই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সর্ব্বজ্ঞতা কেন অনুভূত হয় না? (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেই আনন্দময়রূপ ঈশ্বরের উপাধি—বাসনাসমূহ, পরোক্ষ বলিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞতা অনুভূত হয় না :—

অগ্নি হিমের ঔষধ (বা প্রতিকারক), এস্থলে অগ্নি যে হিমের প্রতিকারক তাহা অজ্ঞ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায়। যদি অর্থবাদ-বাক্য এরূপ কোনও অর্থ বুঝায়, যাহার প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ নাই বা প্রমাণান্তরদ্বারা যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহাকে ভূতার্থবাদ বলে। যেমন "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" ইন্দ্র বৃত্রের উপর বজ্র উদ্যত করিলেন। (ইন্দ্র আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও সেইহেতু ইন্দ্রের বজ্রোত্তোলন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধী। লৌগাক্ষি-কৃত "অর্থসংগ্রহ"।

বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং ন হীক্ষ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধিষু তদ্দৃষ্ট্বা বাসনাস্বনুমীয়তাম্ ॥ ১৬২

অন্বয়—বাসনানাম্ পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ন হি ঈক্ষ্যতে। সর্ব্ববুদ্ধিষু তৎ দৃষ্ট্বা বাসনাসু অনুমীয়তাম্।

অনুবাদ—বুদ্ধি-বাসনাসকল (ধর্ম্মাদির ন্যায়) পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলিয়া আনন্দময়রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না। (যদি বল—তবে কি প্রকারে সেই সর্ব্বজ্ঞতার জ্ঞান হইবে? তদুত্তরে বলি—) সর্ব্ববুদ্ধিতে অর্থাৎ সমস্ত বৌদ্ধপ্রত্যয়ে* সেই সর্ব্বজ্ঞতার উপলব্ধি করিয়া বাসনাসমূহেও সেই সর্ব্বজ্ঞতার অনুমান কর।

টীকা—এই স্থলে সেই অনুমান এইরূপ হইবে:—সর্ব্ববুদ্ধিতে স্থিত যে সর্ব্বজ্ঞতা, তাহা আপন কারণরূপ বাসনাগত সর্ব্বজ্ঞতাপূর্ব্বক হইবার যোগ্য,—প্রতিজ্ঞা: তাহা কার্য্যরূপ সর্ব্ববুদ্ধিতে স্থিত ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া,—হেতু: তদ্রূপ কারণের কার্য্য বস্ত্রগত রূপাদির ন্যায়,—দৃষ্টান্ত। সাক্ষীর যে সেই সর্ব্বজ্ঞতার ভান হয়, তাহা কিন্তু অজ্ঞাতস্বরূপে; অতএব জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব এই উভয়রূপে সমস্তই সাক্ষিভাস্য—"বিবরণ"কার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ১৬২

সর্ব্বজ্ঞতার উপপাদন করিয়া "ইনি অন্তর্য্যামী" (মাণ্ডুক্য উ, ৪: নৃসিংহ পূ, তা. উ, ৪।১: নৃসিংহ উ. তা. উ, ১) এই শ্রুতিবচনোক্ত অন্তর্য্যামিতা উপপাদন করিতেছেন:—

(৬। ঈশ্বরের অন্তর্যামিতা।)

বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোশেষ্বন্যত্র চৈব হি।
অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্য্যামিতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬৩

অন্বয়—বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোশেষু চ অন্যত্র এব হি অন্তঃ তিষ্ঠন্ যময়তি। তেন অন্তর্য্যামিতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—বিজ্ঞানময় কোশ যাহাদের মুখ্য, এইরূপ চারি কোশের এবং পৃথিবী প্রভৃতি অন্য বস্তুসকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, যেহেতু তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, সেইহেতু অন্তর্য্যামিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

টীকা "অন্যত্র"—পৃথিবী প্রভৃতিতে, "তিষ্ঠন্ যময়তি"—অবস্থিত হইয়া—যেহেতু তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, সেইহেতু—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। ১৬৩

ঈশ্বরের এই অন্তর্য্যামিতারূপ অর্থ প্রতিপাদনজন্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ নামক তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ, ইহার প্রমাণ—ইহা দেখাইবার জন্য সেই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত অংশ [যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ]—যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি

* "প্রতিবোধবিদিতং মতম্" (কেন উ, ২।৪।) ইহার ব্যাখ্যা বসুমতীর র. পি. গ্রন্থাবলীর শাঙ্করভাষ্যে ৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হইতে পৃথক্, বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা—এই বাক্যটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্যা ধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্ ॥ ১৬৪

অন্বয়—বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্ অস্যাঃ আন্তরঃ, চ ধিয়া অনীক্ষ্যঃ ধীবপুঃ ধিয়ম্ অন্তঃ যময়তি ইতি এবম্ বেদেন ঘোষিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি বিজ্ঞানময়-কোশরূপ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধির আন্তর, এবং বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হন না, আর বুদ্ধি যাঁহার শরীর এবং বুদ্ধিকে ভিতর হইতে প্রেরণা করেন—এই প্রকারে বেদ ঘোষণা করিয়াছেন। ১৬৪

এক্ষণে অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণের প্রতি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, গ্রন্থবাহুল্য হইবে, এই আশঙ্কায় গ্রন্থকার যাহাতে নিজ ব্যাখ্যা সকল পর্য্যায়েরই তাৎপর্য্যপ্রকাশক হয় এইজন্য ৩।৭।১৫ পর্য্যায়টির মাত্র অর্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠ করিতেছেন—[যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ অথাধ্যাত্মম্। বৃহদা উ, ৩।৭।১৫]—যিনি সমস্ত ভূতে আছেন অথচ সমস্ত ভূতের অভ্যন্তর, সমস্ত ভূত যাঁহাকে জানে না, সমস্ত ভূত যাঁহার শরীর এবং যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ; এই পর্য্যন্ত অধিভূত অর্থাৎ ভূতাধিকারের কথা। অতঃপর আত্মাধিকারের কথা বলা হইতেছে।

তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।
সর্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৬৫

অন্বয়—যদ্বৎ তন্তুঃ উপাদানতয়া পটে স্থিতঃ তথা অয়ম্ সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—সূত্র যেমন উপাদানকারণরূপে বস্ত্রে অবস্থিত, সেইপ্রকার ঈশ্বর সকল বস্তুর উপাদানকারণরূপে সকল বস্তুতে অবস্থিত। ১৬৫

(শঙ্কা) ভাল, যদি উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহা হইলে কি হেতু তিনি সর্ব্বত্র উপলব্ধ বা অনুভূত হন না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি "সর্ব্বান্তর" বলিয়া অনুভূত হন না :—

পটাদপ্যান্তরস্তন্তুস্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ।
আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তির্যত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬

অন্বয়—পটাৎ অপি আন্তরঃ তন্তুঃ, তন্তোঃ অপি আন্তরঃ অংশুঃ। আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তিঃ যত্র অসৌ অনুমীয়তাম্।

অনুবাদ—পটের অভ্যন্তরে তন্তু, এবং তন্তুর অভ্যন্তরে অংশু (আঁশ) বিদ্যমান; ইত্যাদিরূপে যাঁহাতে আভ্যন্তরত্বের বিশ্রান্তি, তাঁহাকে অনুমান কর।

টীকা—এইস্থলে অনুমান এইরূপ—আন্তরতার তারতম্যতা বা ন্যূনাধিক ভাব কোনও স্থলে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে,—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা তারতম্য,—হেতু; যেমন অণুত্বের তারতম্য,—দৃষ্টান্ত। ১৬৬

ভাল, অন্তর্য্যামী আন্তর হইলেও বস্ত্রের (সূত্রের) সূক্ষ্ম অংশু যেমন দেখা যায়, সেইরূপ অন্তর্য্যামীকে কেন দেখা যাইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন, অংশুসকল যেমন বাহ্য পদার্থ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, অন্তর্য্যামী সেইরূপ বাহ্যপদার্থ নহেন, এইহেতু তাঁহাকে দেখা যায় না:—

দ্বিত্রান্তরত্বকক্ষাণাং দর্শনেঽপ্যয়মান্তরঃ।
ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নির্ণয়ঃ॥ ১৬৭

অন্বয়—দ্বিত্রান্তরত্বকক্ষাণাম্ দর্শনে অপি অয়ম্ আন্তরঃ ন বীক্ষ্যতে; ততঃ যুক্তিশ্রুতিভ্যাম্ এব নির্ণয়ঃ।

অনুবাদ—আন্তরতায় দুই তিন কক্ষা—স্তর বা অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইলেও, যাহা সর্ব্বান্তর তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারাই তাহার নির্ণয় হইতে পারে।

টীকা—যদি অন্তর্য্যামী দৃষ্টিগোচর হন না, তবে তাহা হইলে কোন্ প্রমাণে সেই অন্তর্য্যামীর নিশ্চয় হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা তাহা নির্ণয় হইবে। চৈতন্যদ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে অচেতনের প্রবৃত্তি সম্ভবে না—ইহাই হইল যুক্তি। আর শ্রুতিবচন—অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণরূপ, (বৃহদা উ, ৩।৭। সমস্ত পর্য্যায়) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৬৭

[যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরম্—বৃহদা উ. ৩।৭।১৫]—সমস্ত ভূত যে ঈশ্বরের শরীর—এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন:—

পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্বপুর্যথা।
সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্ব্বমস্য বপুস্তথা॥ ১৬৮

অন্বয়—পটরূপেণ সংস্থানাৎ তন্তোঃ পটঃ বপুঃ যথা, তথা সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ অস্য সর্ব্বম্ বপুঃ।

অনুবাদ—যেমন সূত্রসকল বস্ত্ররূপে অবস্থিত হয় বলিয়া, বস্ত্রই সেই সূত্রের

শরীর হয় ; সেই প্রকার ঈশ্বর সর্ব্বরূপে অবস্থিত হইলে, এই সমস্ত জগৎকেই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

টীকা—যেমন বস্ত্ররূপে অবস্থিত সূত্রের শরীর সেই বস্ত্রই হয়, সেইরূপ সর্ব্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই সর্ব্বরূপই শরীর হয়। ১৬৮

[যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি—বৃহদা উ, ৩।৭।১৫]—যিনি সমস্ত ভূতের অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন—এই বাক্যের তাৎপর্য্য দৃষ্টান্ত সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটস্তথা।
অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৬৯
তথান্তর্য্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা।
বিক্রিয়েত তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০

অন্বয়—(যথা) তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটঃ অবশ্যম্ এব (সঙ্কুচিতঃ বিস্তৃতঃ চালিতঃ ইত্যাদিরূপঃ) ভবতি, পটে স্বাতন্ত্র্যম্ মনাক্ ন, তথা অয়ম্ অন্তর্য্যামী যত্র যয়া বাসনয়া যথা বিক্রিয়েত, তথা অবশ্যম্ ভবতি এব, সংশয়ঃ ন।

অনুবাদ—যেরূপ সূত্রের সঙ্কোচ, বিস্তার ও চলনাদির দ্বারা বস্ত্র অবশ্য সঙ্কুচিত বিস্তৃত চালিত ইত্যাদিরূপ হয়, তাহাতে বস্ত্রের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা নাই, সেইরূপ এই অন্তর্য্যামী যেস্থলে যে বাসনাদ্বারা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হন, সংসারও অবশ্য তদ্রূপই হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই।

টীকা—সূত্রের সঙ্কোচাদিদ্বারা যেরূপ বস্ত্রের সঙ্কোচাদি হইয়া থাকে; সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুতেও উপাদান-রূপে অবস্থিত অন্তর্য্যামী যে যে বাসনাদ্বারা যেরূপ ঘটাদি কার্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন, সংসারের কার্য্যসমূহ অবশ্য তদ্রূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; ইহাই তাৎপর্য্য। ১৬৯,১৭০

এই প্রকারে অন্তর্য্যামিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন প্রদর্শন করিয়া ভগবদ্বাণী-রূপ স্মৃতিবচন (ভগবদ্গীতার ১৮।৬১) উদ্ধৃত করিতেছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৭১

অন্বয়—হে অর্জ্জুন, ঈশ্বরঃ যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিত আছেন ; তিনি দেহযন্ত্রারূঢ় সর্ব্বজীবকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন।

টীকা—ভাল, একই ঈশ্বর সর্ব্বজীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন অথবা নানা ঈশ্বর নানা জীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন ? উত্তর—উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্যে—'ঈশ্বর'শব্দ যখন প্রথমার একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে একই ঈশ্বর নানা জীবের প্রেরণা করিতেছেন। বল্লভাচার্য্য-মতানুসারিগণ বলেন, ঈশ্বরশব্দে একবচনের প্রয়োগ জাতির বোধক ; সেই-হেতু বুঝিতে হইবে নানা ঈশ্বর নানা জীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন। যেমন সর্ব্বভূতের "হৃদ্দেশে"—এই শব্দে একবচনের প্রয়োগ বহুহৃদয়সূচক, সেইরূপ। 'প্রতিবাদীর উত্তর'—অন্য অন্য স্থলে হৃদয়দেশ নানা এইরূপ শুনা যায় বলিয়া এবং লোকানুভবদ্বারা সমর্থিত হয় বলিয়া 'হৃদ্দেশে' শব্দে একবচনের উক্ত প্রয়োগে জাতিবোধকতা সম্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বরের নানাত্ব শ্রুতিস্মৃতি বা পুরাণাদিতে কোথাও শুনা যায় নাই এবং লোকানুভবও তাহার সমর্থন করে না। শাস্ত্র ও অনুভব উভয়ত্র ঈশ্বরের একত্বই প্রতীত হয়। ঈশ্বরশব্দে একবচন জাতির সূচক, ইহা সম্ভব নহে। আবার প্রতি জীবশরীরে যদি ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মানা যায়, তাহা হইলে এক ব্রহ্মাণ্ডের অনেক নিয়ন্তা হইয়া জগদ্ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। 'উত্তর'—এক রাজার অনেক ভৃত্যের ন্যায় এক ব্রহ্মরূপ মহেশ্বরের অংশভূত নানা আধিকারিক বা নিয়ন্তা মানিলে বিরোধ হইবে না। 'প্রতিবাদীর প্রশ্ন'—ভাল, তবে প্রশ্ন করি, সেই অদ্বিতীয় মহেশ্বর সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—বিশিষ্ট, অথবা সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—শূন্য ? যদি বল সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—শূন্য, তাহা হইলে তিনি রাজার ন্যায় অনীশ্বর জীব হইবেন। আর যদি বল তিনি সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—যুক্ত, তাহা হইলে একই মহেশ্বর সর্ব্বজ্ঞতাপূর্ব্বক সকলকে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহার অংশভূত নানা অন্তর্য্যামী স্বীকার করা নিষ্ফল, এবং তাহা গৌরবদোষযুক্ত হইয়া অপ্রমাণও হইয়া পড়ে। যদি বল 'তবে বাচস্পতি মিশ্র কেন ঈশ্বরের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন ?'—তবে বলি, তাঁহার তাৎপর্য্য অধ্যারোপ বুঝাইয়া অপবাদদ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব মুমুক্ষুর বোধগম্য করিয়া দেওয়া ; ঈশ্বর-নানাত্ব মানায় তাঁহার তাৎপর্য্য নহে। এইহেতু বাচস্পতিমতের সহিত ঈশ্বরৈকত্ববাদের বিরোধ নাই। ঈশ্বরনানাত্ববাদী বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারী বল্লভপন্থিগণ সাম্প্রদায়িকতারক্ষার জন্য উক্তরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অগৌরবই করিয়াছেন। ১৭১

উদ্ধৃত গীতাবাক্যে "সর্ব্বভূতানাম্" পদের অর্থ বলিতেছেন :—

সর্ব্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ।
তদুপাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়তে খলু ॥ ১৭২

অন্বয়—সর্ব্বভূতানি বিজ্ঞানময়াঃ, তে হৃদয়ে স্থিতাঃ। তদুপাদানভূতেশঃ তত্র খলু বিক্রিয়তে।

অনুবাদ—সর্ব্বভূত অর্থাৎ জীব বিজ্ঞানময়-কোশরূপ। সেই বিজ্ঞানময় জীব-সকল নিজ নিজ হৃৎপদ্মে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই বিজ্ঞানময় জীবসমূহের উপাদান-কারণ ; (তিনি আনন্দময়।) তিনি সেই হৃদয়ে বিজ্ঞানময়ের বিকারে নিয়তই বিকৃতের ন্যায় হন।

টীকা—'সেই জীব হৃদয়পদ্মে অবস্থিত'—(শঙ্কা) ভাল, জীবগণ কেন হৃদয়েই অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু হৃদয়েই অন্তর্যামী বিজ্ঞানময়ের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন—"তিনি সেই হৃদয়ে" ইত্যাদিদ্বারা। অভিপ্রায় এই, জীবগণকে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত বিকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বাসনাদিরূপ উপাধি ধারণ করেন এবং জীবেও সেই সেই কামাদি-ব্যাপাররূপ অন্তঃকরণপরিণাম ঘটে। ১৭২

উক্ত ১৭১ শ্লোকে যে "যন্ত্রারূঢ়ানি" পদের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে 'যন্ত্র' ও 'আরোহ' এই দুই পদের অর্থ বলিতেছেন :—

দেহাদিপঞ্জরং যন্ত্রং তদারোহোঽভিমানিতা।
বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তির্ভ্রমণং ভবেৎ ॥ ১৭৩

অন্বয়—দেহাদিপঞ্জরম্ যন্ত্রম্, অভিমানিতা তদারোহঃ, বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তিঃ ভ্রমণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—দেহাদিসঙ্ঘাতরূপ যে পিঞ্জর, তাহাই যন্ত্র; তাহাতে অভিমানিতাই যন্ত্রে অবস্থান; এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শুভ ও অশুভ কর্ম্মে জীবের যে প্রবৃত্তি, তাহাই ভ্রমণ।

টীকা—গীতা-শ্লোকস্থিত "ভ্রাময়ন্" এই পদের ধাত্বর্থ বলিতেছেন—"এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ… কর্ম্মে" ইত্যাদিদ্বারা। তাৎপর্য্য এই—ধাতুপাঠে আছে "ভ্রম্ অনবস্থানে"—ভ্রম্ ধাতুর অর্থ—স্থিতির অভাব, তাহাই প্রবৃত্তি (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে)। ১৭৩

এক্ষণে "ভ্রাময়ন্" এই পদে যে ভ্রম্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ রহিয়াছে তাহার, এবং "মায়য়া" এই পদে মায়া শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ।
স্বশক্ত্যেশো বিক্রিয়তে মায়য়া ভ্রামণং হি তৎ ॥ ১৭৪

অন্বয়—বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ স্বশক্ত্যা ঈশঃ বিক্রিয়তে; তৎ হি মায়য়া ভ্রামণম্।

অনুবাদ ও টীকা—বিজ্ঞানময়রূপ জীবরূপে এবং সেই বিজ্ঞানময়ের প্রবৃত্তি-স্বরূপে ঈশ্বর নিজ মায়াশক্তির দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন। তাহারই নাম—মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান। ১৭৪

১৬৪ সংখ্যক শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অন্তর্গত "যময়তি" (প্রেরণ করেন) এই পদেরও ইহাই অর্থ—ইহাই বলিতেছেন :—

অন্তর্যময়তীত্যুক্ত্যায়মেবার্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
পৃথিব্যাদিষু সর্ব্বত্র ন্যায়োঽয়ং যোজ্যতাং ধিয়া ॥ ১৭৫

অন্বয়—"অন্তঃ যময়তি" ইতি উক্ত্যা অয়ম্ এব অর্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ। অয়ম্ ন্যায়ঃ পৃথিব্যাদিষু সর্ব্বত্র ধিয়া যোজ্যতাম্।

অনুবাদ—"অন্তর্যময়তি"—'অন্তরে প্রেরণা করেন'—এই পদদ্বারা পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত ভ্রমণরূপ অর্থই শ্রুতিবচনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (কেবল হৃদয়ে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থেই বুদ্ধিদ্বারা এই (১৭৪) শ্লোকোক্ত নীতির যোজনা করিয়া লও।

টীকা—"যময়তি"র—উক্ত ব্যাখ্যা, অনুপর্য্যায়রূপ শব্দসমূহে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন—"(কেবল হৃদয়ে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থেই" ইত্যাদি শব্দদ্বারা। ১৭৫

সকল প্রবৃত্তিই যে সর্ব্বেশ্বরের অধীন এই বিষয়টি শাস্ত্রান্তর বাক্যদ্বারা সমর্থন করিতেছেন :—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥১৭৬

অন্বয়—ধর্ম্মম্ জানামি চ (কিন্তু তত্র) প্রবৃত্তিঃ ন মে (মম); অধর্ম্মম্ জানামি, (তস্মাৎ) নিবৃত্তিঃ চ ন মে। (অতঃ নিশ্চিনোমি) কেন অপি হৃদি স্থিতেন দেবেন যথা নিযুক্তঃ অস্মি তথা করোমি।

অনুবাদ—ধর্ম্মসাধক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহ আমি জানি, কিন্তু তাহাতে যে প্রবৃত্তি হয়, সে প্রবৃত্তি আমার নহে। অধর্ম্মজনক শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহও আমি জানি; সেই কর্ম্মসমূহ হইতে যে নিবৃত্তি হয়, সেই নিবৃত্তি আমার নিজের নহে; এইহেতু আমি স্থির করিয়াছি কোনও অন্তর্য্যামী দেব আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করেন, আমি সেইরূপ আচরণ করি।

টীকা—"পাণ্ডবগীতার" (নামান্তরে "প্রপন্নগীতার") এই কথাগুলি দুর্য্যোধনদ্বারা উচ্চারিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় "কেনাপি দেবেন" স্থলে "ত্বয়া হৃষীকেশ" এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ-কর্ম্মফলভোগ পরিহারের নিমিত্ত কর্তৃত্বাভিমানী পুরুষকর্ত্তৃক এই বাক্যটি উচ্চারিত হয় নাই। কিন্তু, জ্ঞানলাভের ফলে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া অনুভবকারী কোন জ্ঞানীর অনুভবোক্তি।১৭৬

(শঙ্কা) ভাল, প্রবৃত্তি যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু উৎসাহরূপ পুরুষপ্রযত্ন ত' ব্যর্থ এবং তদ্বিষয়ক বিধিনিষেধ-শাস্ত্রও ত' ব্যর্থ? (সমাধান)—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, পুরুষ-প্রযত্নও ঈশ্বরের রূপ : এই বলিয়া আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।
ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে॥ ১৭৭

অন্বয়—পুরুষকারেণ অর্থঃ ন ইতি এবম্ মা শঙ্ক্যতাম্; যতঃ ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণ অপি বিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—তাহা হইলে পুরুষকারে প্রয়োজন নাই—এইরূপ আশঙ্কা করিও না; যেহেতু, ঈশ্বর সেই পুরুষকাররূপে পরিণত হন।

টীকা—"অর্থঃ"—প্রয়োজন; "পুরুষকারেণ"—পুরুষ প্রযত্ন লইয়া। ১৭৭

(শঙ্কা) ভাল, পুরুষ-প্রযত্ন যদি ঈশ্বরেরই রূপ বা পরিণাম হইল, তাহা হইলে, তিনি "যময়তি" বা নিয়মন করেন বা ভ্রমণ করান—এইরূপে ১৬৪-১৭৬ শ্লোকে প্রতিপাদিত অন্তর্যামি-প্রেরণা ত' নিরর্থক হইয়া পড়ে,—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—না, তাহা নিরর্থক নহে; কেননা, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা আপনার—আত্মরূপ সাক্ষীর—অসঙ্গতাজ্ঞানরূপ ফললাভ হয়:—

ঈদৃগ্‌বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্মৈব বার্য্যতাম্।
তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ॥ ১৭৮

অন্বয়—ঈদৃগ্‌বোধেন ঈশ্বরস্য প্রবৃত্তিঃ মা এব বার্য্যতাম্, তথাপি ঈশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ।

অনুবাদ—ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন, এই জ্ঞানদ্বারা, ঈশ্বরের প্রবৃত্তির বা নিয়ামকত্বের জ্ঞানকে নিষ্ফল বুঝিও না; কেননা, ঈশ্বরকে উক্ত প্রকারে নিয়ামক বলিয়া বুঝিলে, আপনার আত্মা যে অসঙ্গ—এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

টীকা—"ঈদৃগ্‌বোধেন"—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর পুরুষপ্রযত্নরূপেও অবস্থান করেন, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা, ঈশ্বরের "প্রবৃত্তিঃ"—অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে প্রেরণা। ১৭৮

(শঙ্কা) ভাল, আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া জানিবার প্রয়োজন কি? (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন:—

তাবতা মুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।
শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্॥ ১৭৯

অন্বয়—তাবতা মুক্তিঃ ইতি শ্রুতয়ঃ তথা স্মৃতয়ঃ আহুঃ; "শ্রুতিস্মৃতী মম এব আজ্ঞে" ইতি অপি ঈশ্বরভাষিতম্।

অনুবাদ—'তদ্দ্বারাই মুক্তি হয়'—ইহা, সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। আর ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন 'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আজ্ঞা'।

টীকা—শ্রুতির উপদেশ এবং স্মৃতির উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে নাই—এ বিষয়ে স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিতেছেন—"আর ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আজ্ঞা।" "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপদ্যতে॥"—বরাহপুরাণ। ১৭৯

আর শ্রুতিও (কঠ উ. ৬।৩; তৈত্তি উ. ২।৮।১; নৃসিংহ পূ তা উ. ২।৪) ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাস্মাদিতি হি শ্রুতম্।
সর্ব্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্ ॥ ১৮০

অন্বয়—আজ্ঞায়াঃ ভীতিহেতুত্বম্ 'ভীষা অস্মাৎ' ইতি হি শ্রুতম্। এতৎ সর্ব্বেশ্বরত্বম্ অন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্ স্যাৎ।

অনুবাদ—[ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ—তৈত্তি উ, ২।৮।১]—'এই ঈশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবহমাণ রহিয়াছে, সূর্য্য উদিত হইতেছেন' ইত্যাদি ; এই শ্রুতিবচনে শুনা যায় যে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভয়ের কারণ। এইহেতু তাঁহার সর্ব্বেশ্বরতা অন্তর্য্যামিতা হইতে পৃথক্।

টীকা—শ্রুতি ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ বলিয়া কি হেতু বর্ণন করিয়াছেন ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—'ঈশ্বরের সর্ব্বেশ্বরতা অন্তর্য্যামিতা হইতে পৃথক্'—ইহা সিদ্ধ হইবে, এই মনে করিয়া বলিতেছেন—"এইহেতু তাঁহার সর্ব্বেশ্বরতা" ইত্যাদি। ১৮০

বাহিরে ও ভিতরে ঈশ্বরই নিয়ামক অর্থাৎ প্রেরক, এই তাৎপর্য্যের দুইটি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ।
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ১৮১

অন্বয়—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইতি শ্রুতিঃ চ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ অয়ম্ জনানাম্ শাস্তা" ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র উক্ত অক্ষরব্রহ্মের শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে ; হে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরব্রহ্মের শাসনেই স্থির রহিয়াছে—[এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ তিষ্ঠতঃ—বৃহদা উ, ৩।৮।৯]। অপর শ্রুতিবচন—এই পরমাত্মা জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের শাসক বা নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন—[অয়ম্ জনানাম্ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা (? কর্ত্তা)—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩।১১]। ১৮১

(মাণ্ডুক্য উ, ৬) শ্রুতিবচনের অন্তর্গত ঈশ্বর-বিশেষণসমূহের বিচারে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত "এষঃ যোনিঃ" এই বিশেষণটির অর্থ বলিতেছেন :—

(৫) ঈশ্বরের জগদ্যোনিত্ব-রূপ কারণতা।

জগদ্যোনির্ভবেদেষ প্রভবাপ্যয়কৃত্ত্বতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ মতৌ ॥ ১৮২

অন্বয়—এষঃ জগদ্যোনিঃ ভবেৎ প্রভবাপ্যয়কৃত্ত্বতঃ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ. আবির্ভাবতিরোভাবৌ মতৌ।

অনুবাদ—যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্ব জগতের উৎপত্তি প্রলয়াদির কর্ত্তা, সেইহেতু তাঁহাকে জগদ্যোনি বলা হয়। জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে যথাক্রমে জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই বুঝিতে হইবে।

টীকা—ঈশ্বরের জগৎকারণতারূপ প্রতিজ্ঞাত অর্থে [প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—মাণ্ডুক্য উ, ৬; নৃসিংহ পূ. তা, উ. ৪।১; নৃসিংহ উ তা. উ, ১]—'সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-প্রলয় তাঁহা হইতে' এই শ্রুতিবচনের হেতুরূপে যোজনা করিতেছেন—প্রভব ও অপ্যয় শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও প্রলয় - তাহাই তিনি করেন বলিয়া তিনি 'জগদ্যোনি'। উৎপত্তি ও প্রলয় এই শব্দদ্বয়ের অভীষ্ট অর্থ বলিতেছেন—"উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে" ইত্যাদি। উক্তরূপ অর্থে শ্লোকের অন্বয় বুঝিতে হইবে। ১৮২

ঈশ্বর যে, জগতের আবির্ভাবকারী, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া উপপাদন করিতেছেন :—

আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥ ১৮৩

অন্বয়—যদ্বৎ প্রসারিতঃ পটঃ, এষঃ প্রাণিকর্ম্মবশাৎ স্বস্মিন্ বিলীনম্ সকলম্ জগৎ আবির্ভাবয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন সঙ্কোচিত চিত্রপট প্রসারণ প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে স্থিত চিত্রিত মূর্ত্তিসকল প্রকাশ করে, সেইরূপ ইনি (অর্থাৎ ঈশ্বর) আপনার শরীরে বিলীন (অর্থাৎ প্রলয়কালে) সংস্কাররূপে স্থিত, এই সমস্ত জগৎকে প্রাণিগণের কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৮৩

সেই ঈশ্বরই যে প্রলয়ের কারণ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সঙ্কোচিতপটো যথা ॥ ১৮৪

অন্বয়—যথা সঙ্কোচিতপটঃ প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ পুনঃ স্বাত্মনি এব অখিলম্ জগৎ তিরোভাবয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন পট সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে চিত্রিত মূর্ত্তিসকল তিরোহিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও প্রাণিকর্ম্মক্ষয়ে সমস্ত জগৎ আবার স্বীয় শরীরে তিরোধাপিত করেন। ১৮৪

সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব অন্য দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন :—

রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে।
তূষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥ ১৮৫

অন্বয়—রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধৌ উন্মীলননিমীলনে তূষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব ইমৌ সৃষ্টিলয়ৌ।

অনুবাদ ও টীকা—জীবগণের যেমন রাত্রি ও দিন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, মনের নির্ব্বিকল্পতারূপ তূষ্ণীম্ভাব ও মনের বিকল্পবিলাসরূপ মনোরাজ্য, ঈশ্বরের পক্ষে জগতের সৃষ্টিপ্রলয়ও সেইরূপ। (ঘস্রো দিনাহনী বা তু ক্লীবে দিবনবাসরৌ—ইত্যমরঃ)। ১৮৫

ভাল. ঈশ্বর যে, জগতের কারণ তাহা কি "আরম্ভ"-কর্তৃরূপে অথবা জগদাকারে "পরিণামি"-রূপে? তাৎপর্য্য এই—যে স্থলে অনেক কারণরূপ অবয়বসমূহের সংযোগে অত্যন্ত ভিন্ন 'আরম্ভ' দ্বারা (অর্থাৎ প্রাথমিক ব্যাপারের উপক্রমদ্বারা) অবয়বিরূপ কার্য্যদ্রব্য সমবায়সম্বন্ধে সমবেত (অর্থাৎ যুক্ত) হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই স্থলে সেই কার্য্যকে আরম্ভকার্য্য বলে; যেমন, কপালরূপ অবয়বসমূহের সংযোগদ্বারা সেই সকল কপাল হইতে ভিন্ন, ঘটরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়; অথবা পুরাণ গৃহের ইষ্টকাদি অবয়ব হইতে ভিন্ন, নূতন গৃহরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়; সেই স্থলে উপাদানকারণ আপনার স্বরূপকে পরিত্যাগ করে না অথচ উপাদান হইতে ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়। সেই স্থলে সেই উৎপত্তি "আরম্ভ" নামে কথিত হয়; যেমন সূত্রের দ্বারা বস্ত্রের উৎপত্তি। সে স্থলে কার্য্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়া থাকে। আর "উপাদানসমসত্তাকত্বে সতি অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ"—যে স্থলে উপাদানের সহিত সমানসত্তাবিশিষ্ট কার্য্যরূপ রূপান্তরের উৎপত্তি হয়, সেই স্থলে সেই উৎপত্তিকে এবং সেই কার্য্যকে 'পরিণাম' বলে। পরিণামিদ্বারা একাংশের রূপান্তর হইয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি; সে স্থলে বিদ্যমান দুগ্ধের পূর্ব্বরসের তিরোভাব এবং অম্লরসাত্মক গুণান্তরের আবির্ভাব। ইহাতে পরিণামরূপ কার্য্য এবং পরিণামিরূপ কারণ—এই দুইটির অভেদ স্বীকৃত হয়; যেমন মৃত্তিকার ঘটরূপ পরিণাম; অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ পরিণাম; প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণাম। ইহা সাংখ্যবাদিগণের এবং কয়েকটি উপাসক-সম্প্রদায়ের অভিমত। সাংখ্যবাদিগণ জগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া মানে এবং সেই উপাসকগণ জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানে। ঈশ্বর জগতের "আরম্ভ"-কর্তৃরূপ কারণ হইতে পারেন না; কেননা, যিনি অদ্বিতীয়, তিনি "আরম্ভ"-কর্তৃরূপ কারণ হইলে, "আরম্ভ"-কার্য্য হইতে ভিন্ন হইতে পারেন না; আর আরম্ভবাদে কার্য্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়া থাকে। আবার ঈশ্বর (জগদাকারে) পরিণামিরূপে কারণ হইতে পারেন না; কেননা, যিনি চেতন ও নিরবয়ব বা নিরংশ, তাঁহার পরিণামপ্রাপ্তি অসম্ভব, যেহেতু, চৈতন্যের পরিণাম মানিলে চৈতন্যের বিনাশিত্ব আসিয়া পড়ে, চৈতন্য জড় হইয়া পড়ে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, বিবর্ত্তবাদ নামক তৃতীয় পক্ষ আশ্রয় করিলে উক্ত দুই পক্ষে যে দোষ, তাহা ঘটিতে পারে না। "বিবর্ত্তো নাম উপাদানবিষমসত্তাককার্য্যাপত্তি"

(বেদান্তপরিভাষা ১)—যেস্থলে উপাদানকারণ নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বিষমসত্তাবিশিষ্ট কার্য্যরূপে রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে সেই বিষমসত্তাবিশিষ্ট রূপান্তররূপ কার্য্যকে বিবর্ত্ত বলা হয়, যেমন শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি ; স্বর্ণে ভূষণের উৎপত্তি ; এইরূপে বিবর্ত্তপক্ষ আশ্রয় করিয়া দোষদ্বয়ের পরিহার করিতেছেন :—

আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা।
আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ ॥ ১৮৬

অন্বয়—আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা অত্র আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাম্ সম্ভবঃ ন।

অনুবাদ—ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিরোভাবের শক্তি যে মায়ারূপ সামর্থ্য, ঈশ্বর সেই মায়ারূপ সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া, আমাদের এই সিদ্ধান্তে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ বা স্বভাববাদরূপ (অমূলক) কল্পনার সম্ভাবনা (ও অবসর) নাই।

টীকা—আরম্ভবাদের, পরিণামবাদের এবং বিবর্ত্তবাদের আলোচনা অগ্রে "ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ"নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৪৯ হইতে ৫২ শ্লোকে ও তত্তট্টীকায় দ্রষ্টব্য। হেত্বন্তর-নিরপেক্ষ বস্তুধর্ম্মবিশেষবাদী অথবা জন্মান্তরকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশুভাশুভ সংস্কারবাদীকে 'স্বভাববাদী' বলে। ১৮৬

(শঙ্কা) ভাল, একই ঈশ্বর, চেতন অচেতন এই উভয়রূপ জগতের উপাদান কি প্রকারে হইতে পারেন ? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—মায়ারূপ উপাধির প্রাধান্য হইলে তদ্দ্বারা ঈশ্বর, দেহাদি জড়বস্তুর উপাদান হন এবং চিদাভাসাংশের প্রাধান্য হইলে, জীবরূপ চিদাভাসের উপাদান হন :—

অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্জাড্যাংশেনেশ্বরস্তথা।
চিদাভাসাংশতস্ত্বেষ জীবানাং কারণং ভবেৎ ॥ ১৮৭

অন্বয়—জাড্যাংশেন ঈশ্বরঃ অচেতনানাম্ হেতুঃ স্যাৎ, তথা চিদাভাসাংশতঃ তু এষঃ জীবানাম্ কারণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—জড়তাস্বভাব মায়ারূপ অংশদ্বারা, ঈশ্বর জড়সমূহের কারণ হন ; সেই প্রকার চিদাভাসরূপ অংশদ্বারা, এই ঈশ্বরই চিদাভাসরূপ জীবসমূহের কারণ হন। ১৮৭

৪। প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবিষয়ক বিচার।

ভাল, মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা ত' অযুক্ত ; কেননা, বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য পরমাত্মাকেই (পরব্রহ্মকেই) জগতের কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই প্রকারে দুইটি শ্লোকে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) 'পরমাত্মাই জগৎকারণ', বার্ত্তিককার সুরেশ্বরের এইরূপ উক্তি। 'বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক' ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ৩৪২ শ্লোক।

তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্।
পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ ॥ ১৮৮ ॥

অন্বয়—পরঃ ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ তমঃপ্রধানঃ (সন্) ক্ষেত্রাণাম্ কারণতাম্ এতি, চিৎপ্রধানঃ (সন্) চিদাত্মনাম্ (কারণতাম্ এতি)।

অনুবাদ—যিনি পরমাত্মা, তিনি (জীবের) সংস্কার, জ্ঞান ও কর্ম্মকে নিমিত্ত করিয়া, তমোগুণপ্রধান মায়োপাধিক হইয়া, (জীবের) শরীরাদির কারণ এবং চৈতন্যপ্রধান হইয়া চিদাভাসসমূহের কারণ হন।

টীকা—['বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক'ব্যাখ্যাবসরে আনন্দগিরি এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভাল, (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) পরমাত্মাই যদি কারণ হইলেন, তবে সেই কারণের কার্য্যরূপ জগতে চেতন ও অচেতন এই উভয়রূপ বিভাগ কি প্রকারে ঘটিল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, কারণেই ঐরূপ বিভাগ হয় বলিয়া কার্য্যেও ঐরূপ বিভাগ ঘটে ; এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন :—পরমাত্মা স্বয়ং দ্বেষাসক্তি প্রভৃতি দোষরহিত বলিয়া, তাঁহার দ্বারা তারতম্যাত্মক প্রপঞ্চসৃষ্টি কেন হয় ? "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি" (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪)—কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, এরূপ বিষম সৃষ্টি দেখিয়া সে দোষ ঈশ্বরে স্থাপন করিতে পার না। দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহার দেখিয়া তাঁহাকে নির্ঘৃণ অর্থাৎ নির্দ্দয় বলিতেও পার না। কারণ এই যে, ঐ সকল নিমিত্তান্তরযোগেই হয়। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া উত্তর দিতেছেন :—] "তমঃপ্রধানঃ"—"তমঃ" তমোগুণ হইয়াছে 'প্রধান' যাহাতে এইরূপ যে মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদ, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, "ক্ষেত্রাণাম্"—ক্ষেত্ররূপ শরীরাদির, "কারণতাম্ এতি"—কারণতা প্রাপ্ত হন—উৎপাদক হন ; "চিৎপ্রধানঃ"—চৈতন্য হইয়াছে 'প্রধান' বা মুখ্য যাঁহাতে, এইরূপ পরমাত্মা চিদাভাসের কারণ হন। "ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ"—'ভাবনা' শব্দে সংস্কার, 'জ্ঞান' শব্দে দেবতাধ্যানাদি, 'কর্ম্ম' পুণ্যাপাপরূপ,—সেই সেই নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া পরমাত্মা জড়চেতনরূপ জগতের কারণ হন—ইহাই অর্থ। ১৮৮

ইতি বার্ত্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা।
পরমাত্মন এবোক্তা নেশ্বরস্যেতি চেচ্ছৃণু ॥ ১৮৯

অন্বয়—ইতি বার্ত্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা পরমাত্মনঃ এব উক্তা, ঈশ্বরস্য ন ইতি চেৎ, শৃণু।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য জড়চেতনরূপ জগতের কারণ, পরমাত্মাকেই বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে নহে। হে বাদিন্, যদি এইরূপ বল, তবে শ্রবণ কর। ১৮৯

এক্ষণে এই শঙ্কার সমাধান করিতে উদ্যত হইয়া সিদ্ধান্তী বাদীকে অভিমুখ করিতেছেন। 'ত্বম্' পদের অর্থের ন্যায় 'তৎ' পদের অর্থে এবং 'তৎ' পদের অর্থের ন্যায় 'ত্বম্' পদের অর্থে, অধিষ্ঠান ও আরোপের অন্যোন্যাধ্যাস (পরস্পরাধ্যাস) বর্ণন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া, 'পরমাত্মাই জগতের কারণ' এইরূপ বলায় দোষ হয় নাই—এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

(খ) সমাধান—বার্ত্তিককার ঈশ্বর ব্রহ্মের অধ্যাস 'সিদ্ধ' ধরিয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়াছেন।

অন্যোন্যাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।
ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ ॥১৯০

অন্বয়—অত্র অপি জীবকূটস্থয়োঃ ইব ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ অন্যোন্যাধ্যাসম্ সিদ্ধম্ কৃত্বা সুরেশ্বরঃ ব্রূতে।

অনুবাদ ও টীকা—এই 'তৎ'পদের অর্থ সম্বন্ধেও, জীব ও কূটস্থের ন্যায়, মায়োপাধিক ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য পরমাত্মাকে জগৎকারণ বলিয়াছেন। ১৯০

ভাল, সুরেশ্বরাচার্য্য যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) জগতের কারণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে জানিলেন?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন 'শ্রুতির অর্থ বিচার করিয়া সেই অর্থের অনুসরণে এই কথা বলিতেছি', ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(গ) উক্ত অর্থানুসারী শ্রুতি-প্রমাণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম তস্মাৎ সমুত্থিতাঃ।
খং বাৰ্যগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ ॥১৯১

অন্বয়—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ যৎ ব্রহ্ম তস্মাৎ খম্ বায়্বগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ সমুত্থিতাঃ ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন ও দেহ উৎপন্ন হইয়াছে—এই অর্থের এক শ্রুতিবচন রহিয়াছে।

টীকা—তৈত্তিরীয়োপনিষদে (ব্রহ্মবল্লী, ১) আছে [সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (১)]—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ; তদনন্তর (২) মন্ত্রে পঠিত হয় [তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি]—পূর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণোক্ত এবং এই স্থলে এই মন্ত্রোক্ত প্রত্যগ্রূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি। ১৯১

ভাল, উক্ত অর্থের শ্রুতিবচনে পরমাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া গেল: উক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা অন্যোন্যাধ্যাস কি প্রকারে বুঝা যায়? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন:

(ঘ) ১৯০ শ্লোকোক্ত অন্যোন্যাধ্যাস গতশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা সিদ্ধ।

আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস ইষ্যতে॥১৯২

অন্বয়—তত্র আপাতদৃষ্টিতঃ ব্রহ্মণঃ হেতুতা ভাতি, হেতোঃ সত্যতা চ; তস্মাৎ অন্যোন্যাধ্যাসঃ ইষ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত শ্রুতিবচন হইতে আপাতদৃষ্টিতে অর্থাৎ শ্রুতিবচনের সম্যক্ বিচার না করিলেও, (নির্গুণ বলিয়া অহেতু) ব্রহ্ম হেতু বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, আর (মায়ায় চিদাভাস প্রতিবিম্ব এবং সেইহেতু অসত্য) ঈশ্বররূপ হেতুও সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু অন্যোন্যাধ্যাস অঙ্গীকার করিতেই হয়।

টীকা—"তত্র"—সেই ১৯১ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে। সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ (নির্গুণ) ব্রহ্মের জগৎকারণতা এবং মায়া যাহার অধীন, সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত (অসত্য) চিদাভাসরূপ জগৎকারণের সত্যতা উক্ত শ্রুতিবচনের অর্থবিচার বিনাই (অর্থাৎ সম্যক্ প্রমিত না হইলেও) আপাতপ্রতীত হইতেছে; তাহা অন্যোন্যাধ্যাস বিনা সঙ্গত হয় না। সেইহেতু অন্যোন্যাধ্যাস অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। অভিপ্রায় এই—নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ হইয়া জগৎকারণ হওয়া এবং মায়াধীশ অসত্য চিদাভাসের (অর্থাৎ ঈশ্বরের) সত্য বলিয়া প্রতীত হওয়া তদুভয়ে পরস্পরের অধ্যাস বিনা সম্ভব নহে। যেমন লৌহপিণ্ডের দাহকতা এবং অগ্নির গুরুত্ব পরস্পরাধ্যাস বিনা সম্ভবে না, সেইরূপ। ১৯২

এইরূপে পরস্পরাধ্যাসদ্বারা সিদ্ধ যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একতা, তাহা এই প্রকরণের ১ হইতে ৪ শ্লোকে, উদাহরণস্বরূপে বর্ণিত অন্নলিপ্ত পটের দৃষ্টান্তটি স্মরণ করাইয়া, দৃঢ় করিতেছেন:—

(ঙ) ঘট্টিত পটের দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অর্থের দৃঢ়ীকরণ।

অন্যোন্যাধ্যাসরূপোঽসাবন্নলিপ্তপটো যথা।
ঘট্টিতেনৈকতামেতি তদ্বদ্ভ্রান্ত্যৈকতাং গতঃ॥১৯৩

অন্বয়—যথা অন্নলিপ্তপটঃ ঘট্টিতেন (পটেন) একতাম্ এতি, তদ্বৎ অসৌ অন্যোন্যাধ্যাসরূপঃ ভ্রান্ত্যা একতাম্ গতঃ।

অনুবাদ—(যেমন চিত্রাঙ্কন জন্য গৃহীত শুদ্ধ) বস্ত্রখণ্ড, অন্নমণ্ডলিপ্ত (হইয়া ঘট্টিত হইলে সেই) ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডের সহিত (ভ্রান্তিবশতঃ) একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই অন্যোন্যাধ্যাসরূপ ভ্রান্তিবশতঃ একতাপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ উভয়ের স্বরূপ এক আকারে প্রতীত হয়।

টীকা—নিরুপাধিক পরব্রহ্ম ও সোপাধিক ঈশ্বরের অভিন্নাধিষ্ঠানরূপতা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তে একই বস্ত্রখণ্ডের দুই আকারে দুইবার উল্লেখ হইল। ১৯৩

ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরের সহিত একত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে ঘট্টিত বস্ত্রখণ্ডের দৃষ্টান্ত বলিয়া,

আপাতদর্শী অর্থাৎ অবিচারদৃষ্টি পুরুষ যে সেই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ উপলব্ধি করিতে পারে না তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত অর্থাৎ ২০ শ্লোকোক্ত অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ, পরব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একতাবিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত।)

মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ।
তদ্বদ্‌ব্রহ্মেশয়োরৈক্যং পশ্যন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥১৯৪

অন্বয়—পামরৈঃ মেঘাকাশমহাকাশৌ ন বিবিচ্যেতে, তদ্বৎ আপাতদর্শিনঃ ব্রহ্মেশয়োঃ ঐক্যম্ পশ্যন্তি।

অনুবাদ—অল্পবুদ্ধি লোকে যেরূপ মেঘাকাশ ও মহাকাশের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ আপাতদর্শী লোকে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের (পার্থক্য অনুভব করিতে না পারিয়া) ঐক্যই অনুভব করিয়া থাকে।

টীকা—"ঐক্যম্ পশ্যন্তি"—ইহার অর্থ 'ভেদম্ ন পশ্যন্তি'—ভেদ দেখিতে পায় না। ১৯৪

তাহা হইলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ-প্রতীতি কি প্রকারে হইতে পারে? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ছ) শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গ দ্বারা ঈশ্বরব্রহ্মের ভেদজ্ঞান।

উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যস্য বিচারণাৎ।
অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৯৫

অন্বয়—উপক্রমাদিভিঃ লিঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যস্য বিচারণাৎ ব্রহ্ম অসঙ্গম্; মায়াবী এষঃ মহেশ্বরঃ সৃজতি।

অনুবাদ—শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য্য বিচার করিলে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম অসঙ্গ; এবং মায়াবী যে এই মহেশ্বর, ইনিই (জগৎ) সৃজন করেন।

টীকা—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।" উপক্রম-উপসংহারের একরূপতা, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি,—এই ছয়টি "শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গ" অর্থাৎ বৈদিকবাক্যের তাৎপর্য্য জ্ঞানের হেতু। ধূমদ্বারা বহ্নির অস্তিত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া ধূম বহ্নির 'লিঙ্গ'; সেইরূপ উক্ত ছয়টির দ্বারা শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয় বলিয়া উহাদিগকে 'শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গ' বলে। (১) (বৈদিক বাক্যসমূহরূপ) গ্রন্থের আরম্ভে যে অর্থ পাওয়া যায়, গ্রন্থের সমাপ্তিতে সেই অর্থ পাওয়া গেলে, উপক্রমোপসংহারের একরূপতা আছে বলা হয়, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের উপক্রমে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায় এবং উপসংহারেও সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাওয়া যায়। (২) পুনঃ পুনঃ কথনের নাম 'অভ্যাস'। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যটি নয়বার আছে; এইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে 'অভ্যাস' রহিয়াছে। (৩) প্রমাণান্তরদ্বারা অজ্ঞাততাকে 'অপূর্ব্বতা' বলে; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষদ্রূপ শব্দপ্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের বিষয় নহেন। এইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞাততারূপ 'অপূর্ব্বতা' আছে। (৪) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা মূলসহিত শোক-মোহ-নিবৃত্তিরূপ 'ফল' কথিত হইয়াছে। (৫) স্তুতি অথবা নিন্দার বোধক বচনকে

'অর্থবাদ' কহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতি উপনিষদে স্পষ্ট রহিয়াছে। (৬) বর্ণিত অর্থের অনুকূল যুক্তিকে 'উপপত্তি' বলে। ছান্দোগ্যোপনিষদে, সকল পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে অভেদ বর্ণন জন্য, কার্য্যের কারণ হইতে অভেদ অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (পঞ্চমাধ্যায়ের শেষে 'গ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই প্রকারে বর্ণিত ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা শ্রুতির তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলে পর "অবগম্যতে"—বুঝিতে পারা যায়—এই প্রকারে ক্রিয়াপদ যোজনা করিতে হইবে। "ব্রহ্ম অসঙ্গম্, মায়াবী স্রষ্টা"—ব্রহ্ম অসঙ্গ এবং মায়াতে প্রতিবিম্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনিই স্রষ্টা অর্থাৎ জগতের কর্ত্তা। ১৯৫

শ্রুতিবচন বিষয়ে উপক্রম বা আরম্ভ এবং উপসংহার বা সমাপ্তি, উভয়ের একরূপতা দেখাইয়া ব্রহ্মের বর্ণিত অসঙ্গতা স্পষ্ট করিতেছেন:—

(জ) ব্রহ্মের অসঙ্গতার স্পষ্টীকরণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যুপক্রম্যোপসংহৃতম্।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ॥ ১৯৬

অন্বয়—"সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" চ ইতি উপক্রম্য "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে" (ইতি) উপসংহৃতম্ ইতি অসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ ও টীকা—(তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লী—১) 'ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ' এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া, 'যে ব্রহ্ম হইতে বচনসকল ফিরিয়া আইসে'—এইরূপে উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের অসঙ্গতার নির্ণয় হয়। 'ভবতি' (হয়)—এই ক্রিয়াপদযোগে বাক্য শেষ করিতে হইবে। ১৯৬

মায়ায় প্রতিবিম্বস্বরূপ (মায়াধীশ) ঈশ্বরই যে (জগতের) স্রষ্টা—এই তত্ত্বের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন অর্থদ্বারা পাঠ করিতেছেন:—

(ঝ) ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদক দুইটি বচন।

মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া।
অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ॥ ১৯৭

অন্বয়—মায়ী বিশ্বম্ সৃজতি, তত্র অন্যঃ মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ইতি অপরা শ্রুতিঃ ব্রূতে, তেন ঈশ্বরঃ সৃজেৎ।

অনুবাদ—'যিনি মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ তিনিই বিশ্ব সৃজন করেন; সেই বিশ্বে অন্য অর্থাৎ জীব মায়াদ্বারা সম্যক্ প্রকারে নিরুদ্ধ।' এইরূপে অন্য এক শ্রুতি-বচন (অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯) সেই কথাই বলিতেছেন। সেইহেতু ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করেন—এই কথা সিদ্ধ।

টীকা—[ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি, ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদাঃ বদন্তি। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯]—এই শ্রুতিবচন ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব এবং সেই জগতে জীবের বদ্ধত্ব দেখাইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য। বিজ্ঞান-ভগবান্

উক্ত শ্রুতিবচনের টীকায় বলিতেছেন—"পরমেশ্বর নিজের মায়াশক্তির দ্বারা পুরুষার্থসাধনের প্রতিপাদক বেদসমূহ, সেই বেদপ্রতিপাদ্য যাগাদি এবং তৎসাধ্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রপঞ্চ-সমূহ সৃজন করিয়া, নিজের মায়াশক্তির বিবর্ত্ত সমষ্টিব্যষ্টিরূপ কার্য্যকারণাত্মক উপাধিতে, চন্দ্রের জলপ্রবেশের ন্যায়, অনুপ্রবেশ করিয়া অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া জীবনাম লাভ করেন, ইহাই এই মন্ত্রে বলিতেছেন * * *।" শেষার্দ্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"অস্মাৎ"—আলোচ্য 'অক্ষর'-নামক ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, এইরূপে "সর্ব্বম্ সমুৎপদ্যতে" এই শব্দদ্বয় সংযোজন করিয়া অর্থ করিতে হইবে। কূটস্থ ব্রহ্ম কি প্রকারে জগদুপাদান হইতে পারেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন "মায়ী সৃজতে বিশ্বম্"—মায়ায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বিশ্ব সৃজন করেন। কূটস্থও মায়োপাধিক বলিয়া মায়াশক্তিবশে কূটস্থের বিশ্বস্রষ্টা হওয়া অসম্ভব নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। 'এতৎ' শব্দের 'অস্মাৎ' এই শব্দের সহিত অন্বয় দেখান হইল। "তস্মিন্"—সেই সমষ্টিব্যষ্টি-কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে "স এব মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ"—মায়াদ্বারা নির্ম্মিত সেই বিশ্বপ্রপঞ্চে মায়াদ্বারা সন্নিরুদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে বদ্ধ এবং মায়া দ্বারা 'অন্য' হইয়া পরিবর্ত্তিত হন, মায়ী বা মায়োপাধিক হইয়া, "এতৎ"—এই পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব সৃজন করেন—"ইতি বেদাঃ বদন্তি"—বেদসমূহ এইরূপ কহিয়া থাকেন। অথবা—"অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ মায়য়া অন্যঃ সন্, তস্মিন্ নিরুদ্ধঃ বদ্ধঃ"—এইরূপেও দূরান্বয় হইতে পারে। ১৯৭

৫। ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার।

এইরূপে আনন্দময় কোশরূপ ঈশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করিয়া, সেই ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনপূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি।

আনন্দময় ঈশোঽয়ং বহু স্যামিত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥১৯৮

অন্বয়—অয়ম্ আনন্দময়ঃ ঈশঃ বহু স্যাম্ ইতি অবৈক্ষত, (ঈক্ষিত্বা চ) হিরণ্যগর্ভরূপঃ অভূৎ, যথা সুপ্তিঃ স্বপ্নঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—এই আনন্দময়রূপ ঈশ্বর, 'আমি বহু হইব' এই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টি বা ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন। তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইলেন, যেমন সুষুপ্তি স্বপ্নরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার।

টীকা—'ঈক্ষণ করিয়া হিরণ্যগর্ভ হইলেন' এইরূপ অর্থ পাইবার জন্য 'ঈক্ষিত্বা' শব্দের যোজনা করিয়া অন্বয় করিতে হইবে ; সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন সুষুপ্তি স্বপ্নরূপ ধারণ করে", সেইরূপ। ১৯৮

[তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ৪]—সেই মন্ত্রভাগোক্ত বা এই ব্রাহ্মণভাগোক্ত, আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি—এই শ্রুতি-বচনে সক্রম সৃষ্টির কথা শুনা যায়। [ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ—বৃহদা উ, ১।২।৫]—

এইরূপ চিন্তার পর সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য ও মনের সংযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু"—এই স্থলে যুগপৎ (এককালে) অক্রম সৃষ্টির কথা শুনা যায়। তাহা হইলে কোন্ শ্রুতি-বচনটি অর্থাৎ সক্রম বা অক্রম পক্ষ, গ্রহণ করিতে হইবে, আর কোন্‌টিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া উভয়পক্ষ শ্রৌতপ্রামাণ্যযুক্ত এবং যুক্তিসমর্থিত বলিয়া উভয় পক্ষই গ্রাহ্য অর্থাৎ অধিকারিভেদে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে. ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সক্রম ও অক্রম এই দুই প্রকার সৃষ্টির বর্ণন।

ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথাশ্রুতি।
দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাদ্দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১৯

অন্বয়—এষা (জগৎ-) সৃষ্টিঃ দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ ক্রমেণ যুগপৎ বা যথাশ্রুতি জ্ঞেয়া (শব্দ যোজনা এইরূপে হইবে, সেই দুই প্রকার সৃষ্টিবিষয়ে যুক্তি)—দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ।

অনুবাদ—এই জগতের সক্রমসৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির এবং অক্রমসৃষ্টির অর্থাৎ এক কালেই সমস্ত সৃষ্টির, প্রতিপাদক শ্রুতিবচন পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি যে প্রকারে বুঝাইয়াছেন সেই প্রকারেই সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেননা, স্বপ্নসন্দর্শনে স্বাপ্ন পদার্থের ক্রমিক উৎপত্তি ও যুগপৎ উৎপত্তি, উভয় প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—এই জগৎসৃষ্টি শ্রুতি-অনুসারে সক্রম ও অক্রম বা যুগপৎ এই উভয় প্রকারেরই, এইরূপ বুঝিতে হইবে; কেননা, উভয় প্রকারেরই সমর্থক শ্রুতিবচন বিদ্যমান-এইরূপ অর্থ পাইবার মত শব্দযোজনা বা অন্বয় করিতে হইবে। সৃষ্টির এই উভয়প্রকারতাবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন, "দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ"—স্বপ্নের পদার্থসম্বন্ধে ক্রমিক ও যুগপৎ এই উভয় প্রকারই দৃষ্ট হয় বলিয়া জগৎসৃষ্টিতেও উভয় প্রকারই সম্ভব—ইহাই তাৎপর্য্য। এই স্থলে 'ক্রমসৃষ্টি' শব্দদ্বারা "সৃষ্টিদৃষ্টি"বাদিগণের এবং 'অক্রমসৃষ্টি' শব্দদ্বারা "দৃষ্টিসৃষ্টি"বাদিগণের সিদ্ধান্ত সূচিত হইতেছে। কোন কোন আচার্য্য স্থূলবুদ্ধি শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন যে 'সৃষ্টি' প্রথমে বিদ্যমান থাকে, পরে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সেই সৃষ্টির 'দৃষ্টি' বা জ্ঞান হয়। ইহার নাম (১) সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ; এই পক্ষে ঘটাদি অনাত্মবস্তুর সত্তা চৈতন্যের সত্তার ন্যায় অজ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে অনুপস্থিত, বলিয়া মানা হয় এবং শুক্তিরজতাদির সত্তা জ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপস্থিত বলিয়া মানা হয়। ঘটাদি অনাত্মপদার্থ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহাদিগের সত্তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা নিজে অনুভব করিয়া জ্ঞানজনক শব্দপ্রয়োগে অপরকে অনুভব করান যায় এবং শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিকসত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ নিজে অনুভব করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অনুভব করাইতে, পারা যায় না। ঘটাদি অনাত্মপদার্থ যেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় বলিয়া ব্যাবহারিক, গুরুশাস্ত্রাদিও সেইরূপ ব্যাবহারিক। (২) দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে সমস্ত অনাত্মপদার্থেরই সত্তা জ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপস্থিত এবং সকল

অনাত্মপদার্থই শুক্তিরজতাদির ন্যায় প্রাতিভাসিক বলিয়া সাক্ষিভাস্য, প্রমাণের বিষয় নহে; তাহাদিগকে প্রমাণের বিষয় বলিয়া প্রত্যয় করা ভ্রান্তিরূপ। পদার্থের দর্শনই পদার্থের উৎপত্তি এবং পদার্থের অদর্শনই পদার্থের নাশ। যদি বলা যায় অদর্শনকে বিনাশ বলিয়া বুঝিলে প্রত্যভিজ্ঞা হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলা যাইবে 'সেই দেবদত্ত এই' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা, নদীর প্রবাহের, দীপজ্যোতিঃপ্রবাহের এবং স্বাপ্ন পদার্থের প্রত্যভিজ্ঞার ন্যায় ভ্রান্তিরূপ, কেননা উত্তরকালিক অনুভূতবস্তু পূর্ব্বকালিক অনুভূতবস্তু হইতে একান্ত ভিন্ন। সেই কারণে গুরু-শাস্ত্রাদিও প্রাতিভাসিক। এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদেও মতভেদ আছে—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে সৃষ্টি দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান হইতে ভিন্ন সৃষ্টি নাই। আবার অনেক আকরগ্রন্থে অবধৃত হইয়াছে যে দৃষ্টিসময়েই অর্থাৎ জ্ঞানসমকালেই সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের পূর্ব্বে অনাত্ম বস্তু নাই। এই উভয় পক্ষই অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রসম্মত; ব্যাবহারিক সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ এবং প্রাতিভাসিক দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ উভয়ই শ্রুতির অনুসরণে স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যাবহারিক পক্ষে ব্যাবহারিক সুবর্ণাদি পদার্থ হইতে কুণ্ডলাদি কার্য্যের সিদ্ধি হয়, এবং প্রাতিভাসিক পক্ষে প্রাতিভাসিক পদার্থ হইতে সেইরূপ কার্য্যের সিদ্ধি হয় না বটে, তথাপি (১) অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা কার্য্যের বাধ (২) সদসৎ হইতে বিলক্ষণতা (এবং সেইহেতু) বাধযোগ্যতারূপ অনির্ব্বচনীয়তা এবং (৩) কার্য্যের আপন অধিষ্ঠানে পারমার্থিক অভাবরূপতা, উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ। এইহেতু ব্যাবহারিক পক্ষ মানিলেও কোন ক্ষতি নাই। এই কারণেই অধিকারিভেদে উভয় পক্ষই বেদে এবং অদ্বৈতপর গ্রন্থসমূহে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৯

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন:—

(গ হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ।)

সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ।
সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্ ॥২০০

অন্বয়—সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ, (তথা) ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্।

অনুবাদ—যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি জগৎপটের সূত্রস্থানীয় বলিয়া সূত্রাত্মা নামে কথিত; তাঁহার নামান্তর সূক্ষ্মদেহ; সূক্ষ্মশরীর যাহাদের উপাধি এইরূপ সমস্ত জীবের তিনি সমষ্টিস্বরূপ; কেননা, ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর মাত্রেই তাঁহার অহংবুদ্ধি; তিনি (ইচ্ছাশক্তি), জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন।

টীকা—"সূত্রাত্মা"—বস্ত্রে যেরূপ সূত্র অনুস্যূত, জগতে সেইরূপ অনুস্যূত হইয়াছে 'আত্মা' বা স্বরূপ যাঁহার, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ; তিনি কিরূপ?—"সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ"—'সূক্ষ্মদেহ' হইয়াছে আখ্যা বা নাম যাঁহার, সেইরূপ, আবার "সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ"—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত জীবের ঘনাত্মক বা সমষ্টিস্বরূপ। সেই হিরণ্যগর্ভ কি প্রকারে সমস্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ হইলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ"—সমস্ত ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরে 'আমিই এই' এইরূপ

অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য ; আবার "জ্ঞান-ক্রিয়াদিশক্তিমান্"—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদিরূপ শক্তিসমন্বিত ; আদি শব্দদ্বারা 'ইচ্ছা-শক্তি' গৃহীত হইয়াছে। ২০০

হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎপ্রতীতি কিরূপ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঘ) হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎপ্রতীতির দৃষ্টান্ত।

প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্যয়ম্।
লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে ॥২০১

অন্বয়—যথা বা প্রত্যূষে বা প্রদোষে অয়ম্ লোকঃ মন্দে তমসি মগ্নঃ ভাতি, তদ্বৎ অস্পষ্টম্ জগৎ ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন ঊষাকালে অথবা সায়ংকালে এই জগৎ মন্দান্ধকারে মগ্ন হইয়া (অস্পষ্টভাবে) প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার হিরণ্যগর্ভাবস্থায়, এই জগৎ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। ২০১

এই প্রকারে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকে—"যেমন ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত পট"—এইরূপে বর্ণিত, লাঞ্ছিত পটের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছেন :—

সর্ব্বতো লাঞ্ছিতো মস্যা যথা স্যাদ্ ঘট্টিতঃ পটঃ।
সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশস্য বপুঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্ ॥২০২

অন্বয়—যথা ঘট্টিতঃ পটঃ সর্ব্বতঃ মস্যা লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ তথা ঈশস্য বপুঃ সূক্ষ্মাকারৈঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন মণ্ডলিপ্ত, ঘট্টিত চিত্রপট মসীময় রেখাপাতদ্বারা লাঞ্ছিত হয়, সেইরূপ মায়াবী ঈশ্বরের শরীরও (অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের কার্য্য—) সূক্ষ্মশরীরসমূহদ্বারা সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত হয়। ২০২

বিবক্ষিতকে শিষ্যবুদ্ধিতে সম্যক্‌প্রকারে স্থাপন করিবার জন্য নিজের প্রচুরদৃষ্টান্তসংগ্রহ-শক্তিবশতঃ অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

শস্যং বা শাকজাতং বা সর্ব্বতোঽঙ্কুরিতং যথা।
কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ ॥ ২০৩

অন্বয়—যথা শস্যম্ বা শাকজাতম্ বা সর্ব্বতঃ কোমলম্ অঙ্কুরিতম্ তদ্বৎ এব এষঃ পেলবঃ জগদঙ্কুরঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন শস্যোৎপাদক বা শাকোৎপাদক উদ্ভিদ্ (সমগ্র ক্ষেত্রে বা) সর্ব্বাংশে কোমলতা লইয়া অঙ্কুরিত হয়, হিরণ্যগর্ভ ঠিক সেইরূপ জগতের কোমল অঙ্কুরস্বরূপ। ২০৩

এইরূপে সূত্রাত্মার স্বরূপ বিস্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়া সেই অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্য লিঙ্গশরীর-সমষ্টিরূপ সূত্রাত্মারই অবস্থাবিশেষরূপ অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্যরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে বিরাট্, তাঁহারই স্বরূপ, সেই তিনটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিস্পষ্ট করিতেছেন :—

(৫) পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা বিরাটের বর্ণন।

আতপাভাতলোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ।
শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্টবপুর্বিরাট্ ॥২০৪

অন্বয়—যদ্বৎ বা আতপাভাতলোকঃ বা বর্ণপূরিতঃ পটঃ বা ফলিতম্ শস্যম তথা স্পষ্টবপুঃ বিরাট্।

অনুবাদ—রৌদ্রোজ্জ্বল বিশ্বপদার্থসকল অথবা বর্ণপূরিত অর্থাৎ হরিতাল-হিঙ্গুলাদি রঙ্গচিত্রিত চিত্রপট অথবা ফলবান্ ধান্যাদি শস্য যেমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিরাডবস্থায় এই জগৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

টীকা —"আতপাভাতলোকঃ"—সূর্য্যোদয় হইবার পর সূর্য্যালোকে যে বিশ্ব প্রকাশিত হয়।২০৪

এই বিরাটের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন :—

বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে।
ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ ॥ ২০৫

অন্বয়—বিশ্বরূপাধ্যায়ে পৌরুষে সূক্তে অপি এষঃ উক্তঃ; ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ এতস্য অবয়বান্ বিদুঃ।

অনুবাদ—বিশ্বরূপাধ্যায়ে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদসংহিতার দ্বিতীয়াষ্টকের পঞ্চমাধ্যায়ে এবং পুরুষসূক্তে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায়—"দশোপনিষৎ"নামক আরণ্যকে চিত্তিনামক তৃতীয়োপনিষদের এক প্রকরণে এবং ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে এই বিরাট্ বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর জগৎকে বেদবেত্তৃগণ বিরাট্ পুরুষের অবয়ব বলিয়া জানেন।

টীকা—ভাল, সেই বিশ্বরূপাধ্যায় প্রভৃতিতে বিরাটের রূপ কি প্রকার বর্ণিত আছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর জগৎই তাঁহার রূপ—"ব্রহ্মা হইতে" ইত্যাদি। ২০৫

৬। সর্ব্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার ফল।

১২২ হইতে ২০৫ পর্য্যন্ত শ্লোকদ্বারা বর্ণিত সকল মতেরই অবিরুদ্ধ ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত হইল, তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন যে, অন্তর্য্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া কুদ্দালক প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটিকেই ঈশ্বররূপে পূজা কর :—

ঈশসূত্রবিরাড়্বেধো বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ॥ ২০৬

(ক) অন্তর্য্যামী হইতে কুদ্দালাদি পর্য্যন্ত সকলই ঈশ্বরভাবে পূজ্য; সেই পূজায় ফলের প্রমাণ।

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥ ২০৭

জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥ ২০৮

অন্বয়—ঈশসূত্রবিরাড়্বেধঃ বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ বিপ্রক্ষত্রিয়-বিট্‌শূদ্রাঃ গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ অশ্বত্থবটচূতাদ্যাঃ যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ এতে সর্ব্বে এব ঈশ্বরাঃ; পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তর্য্যামিরূপ ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নরাজ গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকা দেবী, যক্ষ ও রাক্ষস, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, এবং অশ্বত্থ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং যব, ব্রীহি, তৃণপ্রভৃতি, জল, পাষাণ, মৃৎ, কাষ্ঠ, বাস্যা, কুদ্দালক প্রভৃতি, ইহাদের সকলই ঈশ্বর। ইহারা পূজিত হইলে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২০৬,২০৮

['তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি'—অজ্ঞাতাকর শ্রুতিবচন। 'সেই ঈশ্বরের যেমন যেমন উপাসনা করা হয়, ফলপ্রাপ্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে'—এই শ্রুতিবচনই সেই সেই ঈশ্বরের পূজায় যে সেই সেই ফল আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ; ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থে শ্রুতি-প্রমাণ; ফলবৈষম্যবিষয়ে শঙ্কা সমাধান।

যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ॥ ২০৯

অন্বয়—তম্ যথা যথা উপাসতে তথা তথা ফলম্ ঈয়ুঃ; ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানু-সারতঃ (ভবতঃ)।

অনুবাদ—লোকে সেই ঈশ্বরের যেমন যেমন উপাসনা করে, ঠিক তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পূজ্যের স্বরূপ ও পূজার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। ("যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য এই শ্রুতিবচনেরই প্রতিধ্বনি।)

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, সকল বস্তুই যখন ঈশ্বররূপ, তখন ফলের তারতম্য হয় কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, পূজ্যের অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতার এবং পূজার অর্থাৎ অর্চ্চনাদির সাত্ত্বিকতাদিভেদবশতঃ বৈষম্য ঘটিয়া থাকে—"ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ" ইত্যাদি দ্বারা। ২০৯

অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানে সবিশেষ উপযোগী তত্ত্বকথা

১। **জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধির চালনা নিষ্প্রয়োজন ; বিচারপূর্ব্বক তদুভয়ের একতা।**

(শঙ্কা) এইরূপ ঈশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক ফললাভ হইতে পারে, মানিলাম ; কিন্তু কোন্ দেবতার উপাসনায় মুক্তি হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান বিনা অন্য কোনও প্রকারে মুক্তি হইতে পারে না :—

(ক) জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভবিষয়ে স্বপ্নদৃষ্টান্ত।

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্ব-স্বপ্নো হীয়তে যথা॥ ২১০

অন্বয়—মুক্তিঃ তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাৎ এব, ন চ অন্যথা, যথা স্বপ্রবোধম্ বিনা স্বস্বপ্নঃ ন এব হীয়তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, অন্যপ্রকারে হয় না, যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থার নিবারণের জন্য নিজের জাগরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ।

টীকা—জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থার" ইত্যাদি। নিজের জাগরণ বিনা যেমন নিজনিদ্রাকল্পিত স্বপ্ন নিবৃত্ত হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বিনা —'আমিই নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞান না হইলে, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত আপনার জন্মমরণাদিরূপ সংসার নিবৃত্ত হয় না—ইহাই তাৎপর্য্য। ২১০

(শঙ্কা) ভাল, দ্বৈতনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তির কথা বলা হইল এবং স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইল, তাহা ত' বিচারসহ নহে ; কেননা, যে দ্বৈতের নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা আদৌ স্বপ্নতুল্য নহে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান)—এই দ্বৈত, এক বস্তুকে অন্য বলিয়া অর্থাৎ বিপরীতস্বরূপে গ্রহণরূপ বলিয়া, ইহাতে ত' স্বপ্নসাদৃশ্য রহিয়াছে, কেননা,—শ্রুতি বলিতেছেন—[ত্রয়মপ্যেতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নং মায়ামাত্রম্—নৃসিংহোত্তর তা. উ, ১]—(তট্টীকা)—এবম্ পাদত্রয়মাত্মনি আরোপ্য তস্য অজ্ঞান-মিথ্যাজ্ঞানরূপত্বেন অবস্তুত্বমাহ—"ত্রয়মপ্যেতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নমিতি"—জাগ্রদাদিকমেতৎ ত্রয়মপি সুষুপ্তম্—ন হি অত্র কিঞ্চিদপি বস্তু জ্ঞায়তে তত্ত্বেন মূঢ়ৈঃ ; স্বপ্নরূপং চৈতৎ ত্রয়ম্—অন্যথাজ্ঞানরূপত্বাৎ ; তাৎপর্য্যম্ আহ—"মায়ামাত্রম্" ইতি—'এই প্রকারে আত্মায় জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপ পাদত্রয়ের আরোপ করিয়া সেই তিনটিই অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানরূপ বলিয়া অবস্তু, তাহাই বলিতেছেন—এই তিন অবস্থাই সুষুপ্ত ও স্বপ্ন অর্থাৎ জাগ্রদাদি তিন অবস্থাই সুষুপ্তাবস্থা, যেহেতু এই তিন অবস্থাতে কিছুই পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না ; আবার এই তিন অবস্থা স্বপ্নরূপ—কেননা, এই তিন অবস্থাই—"অন্যথাগ্রহণরূপ"—যাহা স্বপ্নের লক্ষণ। তাৎপর্য্য বলিতেছেন—'এই তিন অবস্থাই মায়ামাত্র।' শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না ; এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) দ্বৈতজগৎ স্বপ্নতুল্য।

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥২১১

অন্বয়—ঈশজীবাদিরূপেণ (বর্ত্তমানম্) চেতনাচেতনাত্মকম্ (যৎ) অখিলম্ জগৎ (অস্তি), অয়ম্ অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নঃ—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে।

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর, জীবদেহ, প্রকৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই যে সমগ্র জগৎ, ইহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের (জ্ঞান হইলে, তাহার তুলনায়) স্বপ্নস্বরূপ।২১১

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর ও জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে জগতের অন্তর্ভূত হইবেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, (সমাধান)—ঈশ্বর ও জীব মায়ার দ্বারাই কল্পিত বলিয়া জগতের অন্তঃপাতী :—

(গ) ঈশ্বর ও জীব জগতের অন্তর্ভূত।

আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥২১২

অন্বয়—আনন্দময়বিজ্ঞানময়ৌ ঈশ্বরজীবকৌ এতৌ মায়য়া কল্পিতৌ, তাভ্যাম্ সর্ব্বম্ প্রকল্পিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব এই উভয়ই মায়ার দ্বারা কল্পিত এবং তদুভয়দ্বারাই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে। ২১২

(শঙ্কা) ভাল, "তদুভয়দ্বারাই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে", এই যে বলা হইল, তন্মধ্যে কাহার দ্বারা কতটুকু জগৎ কল্পিত হইয়াছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন (সমাধান) :—

(ঘ) জীব ও ঈশ্বরকৃত সৃষ্টির বিভাগ পূর্ব্বক অবধি নির্ণয়।

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ২১৩

অন্বয় ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশেন কল্পিতা; জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকল্পিতঃ। (৭।৪ ; ৮।৬৯ শ্লোকরূপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।)

অনুবাদ—ঈক্ষণ বা সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবদ্বারা কল্পিত

টীকা— স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি—ঐতরেয় উ, ১।১।১]—তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন 'আমি অম্ভঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব'—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত—ঐতরেয় উ, ১।৩।১২]—'পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর মস্তকদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে (জীব) দেহে প্রবেশ করিলেন'—এই পর্য্যন্ত অংশে প্রতিপাদিত সৃষ্টি ঈশ্বর-নির্ম্মিত। আর তস্য ত্রয় আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—ঐতরেয় উ,

১।৩।১২]—'এই প্রকারে জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট চিদাভাসরূপ পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি, যথা—(১) জাগরণকালে দক্ষিণ চক্ষুঃ ; (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ বা মন ; (৩) সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াকাশ (অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ এবং স্বীয় দেহ)'—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [স এতম্ এব পুরুষং ব্রহ্ম ততম্ অপশ্যৎ - ঐ, ৩।১৩]—'তিনি জীবরূপে অবস্থান করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিয়াছি, বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন'—এই পর্যন্ত অংশে প্রতিপাদিত জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্যন্ত যে সংসার, তাহাই জীব-রচিত, ইহাই অর্থ। ২১৩

(**শঙ্কা**) ভাল, ব্রহ্মই যদি একমাত্র পারমার্থিক সত্য, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বাদিগণের মধ্যে বিবাদ কি হেতু ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান)—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ যে শ্রুতিসিদ্ধ তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান না থাকাই বাদিগণমধ্যে জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদের কারণ। ইহাই বলিতেছেন :—

(৫) জীব ও ঈশ্বর লইয়া বাদিগণের বিবাদের কারণ —একমাত্র অজ্ঞান।

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।
জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৃথৈব কলহং যযুঃ ॥ ২১৪

অন্বয়—অদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গম্ তৎ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ন জানতে। মায়িকয়োঃ জীবেশয়োঃ বৃথা এব কলহম্ যযুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যে বাদিগণ অদ্বিতীয় অসঙ্গ ব্রহ্মের স্বরূপ জানে না, তাহারাই মায়াকল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথাই কলহ করিয়া থাকে। ২১৪

ভাল, বাদিগণের জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ অজ্ঞানের কার্য বলিয়া সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য, আপনার (অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর) ন্যায় জ্ঞানিগণকর্তৃক তাহারা ত' বুঝাইবার যোগ্য ! এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—এইরূপ চেষ্টা বৃথাশ্রম বলিয়া, আমরা তাহাদিগকে বুঝাইতে বিরত, ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) এইরূপ বিবাদকারিগণ জ্ঞানিগণের উপদেশের অযোগ্য।

জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠাননুমোদামহে বয়ম্।
অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৈর্বিবদামহে ॥ ২১৫

অন্বয়—তত্ত্বনিষ্ঠান্ জ্ঞাত্বা বয়ম্ সদা অনুমোদামহে ; অন্যান্ অনুশোচামঃ এব ; ভ্রান্তৈঃ ন বিবদামহে।

অনুবাদ—যাঁহারা তত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, আমরা সর্বদাই তাঁহাদিগের অনুমোদন করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রতি মুদিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকি ; অপরকে দেখিয়া অর্থাৎ জিজ্ঞাসু ও বিষয়ী পুরুষের সহিত

ব্যবহার করিতে হইলে, মৈত্রী ও করুণাবশতঃ সহানুভূতি করিয়া থাকি ; এবং যাহারা ভ্রান্ত অর্থাৎ পামর তাহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই না।

টীকা—আচার্য্যপাদ পীতাম্বর পুরুষোত্তমের মতে এই শ্লোকে জ্ঞানীর ব্যবহারে সংসারের চারি প্রকার লোককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা পামর, বিষয়ী, জিজ্ঞাসু ও মুক্ত। "পামর" বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা শাস্ত্রসংস্কাররহিত বলিয়া শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ উভয় প্রকার ভোগেই আসক্ত। ইহারা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ (বা অল্প) ভেদে তিন প্রকার। শাস্ত্রবেত্তা হইয়াও যথেচ্ছ ঐহিক ভোগে আসক্ত হইলে, উত্তম পামর: অশাস্ত্রবেত্তা কিন্তু লোকমুখে শ্রুত শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসবিহীন হইয়া, যথেচ্ছ ঐহিক ভোগাসক্ত হইলে মধ্যম পামর: এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়াও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতাবশতঃ যথেচ্ছাচারী হইলে কনিষ্ঠ পামর। এই তিন শ্রেণীর পামরই বহির্মুখ বলিয়া 'ভ্রান্ত' পদদ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতি উপেক্ষা বা মধ্যস্থবৃত্তিই করণীয়। "বিষয়ী" বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা শাস্ত্রবিধানানুসারে বিষয় ভোগ করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে। "জিজ্ঞাসু" বলিতে বুঝিতে হইবে, যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে (১) বিষয়-সুখ অনিত্য, অনৈকান্তিক ও দুঃখগ্রস্ত অর্থাৎ আয়োজনের ও রক্ষণের ক্লেশদ্বারা এবং পরিণামে বিনাশভয়দ্বারা, আক্রান্ত ; (২) দুঃখনিবৃত্তি লৌকিকোপায়সাধ্য নহে ; কেননা, দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না, অথবা নিবৃত্ত হইলেও ফিরিয়া আইসে এবং (৩) শরীর, যাহা পুণ্য ও পাপ এই উভয়দ্বারা রচিত হয়, তাহা থাকিতে দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব। ("জ্ঞানী" বা "মুক্তের" স্বভাব আলোচ্য শ্লোকে বর্ণিত।) ইহাদের সহিত ব্যবহারে চিত্তপ্রসাদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পতঞ্জলির উপদিষ্টা নীতিই অনুসরণীয়া বলিয়া এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই নীতি এই—"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ (১।৩৩)"—সুখী প্রাণীতে মিত্রতা, দুঃখী প্রাণীতে করুণা, পুণ্যবৃত্তি প্রাণীতে মুদিতা বা হর্ষ, এবং অপুণ্যবৃত্তি অর্থাৎ পাপে রত প্রাণিসমূহে উপেক্ষা অর্থাৎ মধ্যস্থবৃত্তি ভাবনা করিবে। তাহা করিলে তাহাদের প্রতি ঈর্ষা, অপকারেচ্ছা, অসূয়া ও দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। তন্মধ্যে বিষয়ী প্রাণীতে মৈত্রীবশতঃ, তাহাকে অবিদ্যাগ্রস্ত দেখিয়া তাহার প্রতি, জ্ঞানহীন শিশুর প্রতি ধাত্রীর করুণার ন্যায়, জ্ঞানীর করুণা হয় এবং জিজ্ঞাসু বিষয়পরাঙ্মুখ হইয়াও আত্মস্বরূপ লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার প্রতিও, বালকের মৈত্রীর ন্যায় মৈত্রীবশতঃ জ্ঞানীর করুণার সঞ্চার হয় এবং সেই সেই করুণাবশতঃ তদুভয়ের প্রতি অনুশোচনা হয়, যেমন ভীষ্মের প্রতি মৈত্রীবশতঃ অর্জ্জুনের অনুশোচনা হইয়াছিল। জ্ঞানী সংসারভারমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি মুদিতাবৃত্তি বা হর্ষভাবনা করিতে হয়, যাহাতে ঈর্ষা বা অসূয়া না আসিতে পারে। ২১৫

ঈশ্বরবিষয়ে ও জীববিষয়ে ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদকারী বাদিগণের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ছ) জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদকারিগণের বিভাগ।

তৃণার্চ্চকাদিযোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ।
লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীবে বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ॥২১৬

অন্বয়—তৃণার্চ্চকাদিযোগান্তাঃ ঈশ্বরে ভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ; লোকায়তাদিসাংখ্যান্তাঃ জীবে বিভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—তৃণ-বৃক্ষাদির উপাসক হইতে যোগাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই ঈশ্বরস্বরূপনির্ণয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং লোকায়তিক হইতে সাংখ্যাচার্য্য পর্য্যন্ত বাদিগণ জীবের স্বরূপবিচারে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ২১৬

কি কারণে তাহাদের ভ্রান্ততা? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(জ) বাদিগণের ভ্রান্ততা অজ্ঞাননিবন্ধন; তাহারা মুক্তি ও সুখে বঞ্চিত।

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্॥২১৭

অন্বয়—অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বম্ যদা ন জানন্তি, তদা অখিলাঃ ভ্রান্তাঃ এব; তেষাম্ ক্ব মুক্তিঃ, ইহ বা ক্ব সুখম্?

অনুবাদ ও টীকা—যখন তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না তখন তাহারা সকলেই ভ্রান্ত; সেই ভ্রান্তগণের মুক্তি কোথায়? (কোথাও নাই); ইহলোকে তাহাদের সুখই বা কোথায়? (কোথাও নাই)। ২১৭

(শঙ্কা) ভাল, সেই বিবাদকারিগণের ব্রহ্মবিদ্যালাভ না হইলেও অপর যে শাস্ত্রবিদ্যা, তদ্দ্বারা তাহাদের উত্তমাধমভাবপ্রাপ্তি ত' দেখা যায়। এইহেতু উত্তমতাপ্রযুক্ত সুখ ত', এইরূপ বিবাদকারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও, হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে—(সমাধান)—সেই প্রকার উত্তমতালভ্য সুখ মুমুক্ষুগণের আদরণীয় নহে:—

(ঝ) অপরবিদ্যালভ্য সুখ মুমুক্ষুর অনাদরণীয়।

উত্তমাধমভাবশ্চেত্তেষাং স্যাদস্তু তেন কিম্?।
স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু॥ ২১৮

অন্বয়—তেষাম্ উত্তমাধমভাবঃ চেৎ স্যাৎ অস্তু, তেন কিম্? স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাম্ বুদ্ধঃ খলু ন স্পৃশ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—সেই বাদিগণের যদি উত্তমাধমভাব প্রাপ্তি হয়, হউক না কেন; তাহাতে কি আসিয়া গেল? কিন্তু যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্যলাভ অথবা ভিক্ষাবৃত্তি জাগ্রত পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার আসক্তি বা বিদ্বেষ উদ্রিক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ সেই উত্তমাধম ভাব মুমুক্ষুকে স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার প্রয়োজনসাধক হয় না। ২১৮

জীব ও ঈশ্বরবিষয়ক বাদ মুক্তির হেতু নহে। সেইহেতু সেই প্রকার বাদে মুমুক্ষুজনের বুদ্ধিচালনা অকরণীয়—এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :—

(ঞ) মুমুক্ষুর ব্রহ্মবিচারই কর্ত্তব্য, জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ নিষিদ্ধ।

তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব মতির্জীবেশবাদয়োঃ।
কার্য্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাঞ্চ তৎ ॥২১৯

অন্বয়—তস্মাৎ মুমুক্ষুভিঃ জীবেশবাদয়োঃ মতিঃ ন কার্য্যা এব; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বম্ বিচার্য্য চ তৎ বুধ্যতাম্।

অনুবাদ—সেইহেতু মুমুক্ষুগণের জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধির চালনা নিশ্চিতই কর্ত্তব্য নহে. কিন্তু কেবল ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারই করণীয় এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়াই একমাত্র কার্য্য।

টীকা—তাহা হইলে—জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ পরিত্যাজ্য হইলে, কি করা উচিত? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, শ্রুতিবিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভই কর্ত্তব্য অর্থাৎ কেবল বিচারেই কালক্ষেপ করা উচিত নহে, কিন্তু সেই বিচারের ফলীভূত যে জ্ঞান তদ্বিষয়ে নিজের কি প্রতিবন্ধ আছে, ইহা পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রোক্ত উপায়দ্বারা তাহার পরিহারসাধন করিয়া অচিরে অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধনীয়। ২১৯

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মতত্ত্বের নিশ্চয় করিবার জন্য জীবেশ্বরের স্বরূপ হেয়রূপেও অর্থাৎ পরিত্যাজ্যরূপেও ত' জ্ঞাতব্য?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) —তাহা হইলেও সেই জীবেশ্বরবিষয়ক বাদেই বুদ্ধির পরিসমাপ্তি করা উচিত নহে :—

(ট) জীবেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পরিত্যাজ্যরূপেই গ্রহণীয় বলিয়া মানা যায়।

পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ চেত্তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্।
প্রাপ্নুতোহস্তু নিমজ্জস্ব তয়োর্নৈতাবতাবশঃ ॥২২০

অন্বয়—পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্ প্রাপ্নুতঃ চেৎ, অস্তু; এতাবতা তয়োঃ অবশঃ (সন্) ন নিমজ্জস্ব।

অনুবাদ—যদি সেই সাংখ্যাদিকল্পিত জীবেশ্বরস্বরূপ, পরব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিবার হেতু বলিয়া পূর্ব্বপক্ষরূপে নির্ণয়যোগ্য হয়, ত' হউক না কেন, কিন্তু তাই বলিয়া সেই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বাদে অবশ হইয়া নিমগ্ন হওয়া বিধেয় নহে। (যেহেতু সেই বাদের সীমা নাই এবং তাহা অনর্থের হেতু।)

টীকা—"এতাবতা"—পূর্ব্বপক্ষরূপে পরব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ের হেতু হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, "তয়োঃ—সেই জীবেশ্বরবিষয়ক বাদে, তদুভয়ের স্বরূপনির্ণয়ে, "অবশঃ"—বিবেকজ্ঞান-শূন্য হইয়া, "ন নিমজ্জস্ব"—নিমগ্ন হওয়া—ডুবিয়া যাওয়া, উচিত নহে, এইরূপে শব্দযোজনা করিতে হইবে। ২২০

(শঙ্কা) ভাল, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জীব ও যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর উভয়ই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ;

সেইহেতু তত্ত্বভয় আপনার অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর উপাদেয়। সেই কারণে তত্ত্বভয়কে লইয়া পূর্বপক্ষ করা যাইতে পারে না—এইরূপে বাদী মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঠ) জীবেশ্বরের তাত্ত্বতা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

অসঙ্গচিদ্বিভুর্জীবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ।
যোগোক্তস্তত্ত্বমোরর্থৌ শুদ্ধৌ তাবিতি চেচ্ছৃণু ॥২২১

অন্বয়—অসঙ্গচিৎ বিভুঃ জীবঃ সাংখ্যোক্তঃ। তাদৃক্ ঈশ্বরঃ যোগোক্তঃ। তৌ শুদ্ধৌ তত্ত্বমোঃ অর্থৌ ইতি চেৎ ? শৃণু।

অনুবাদ—ভাল, সাংখ্যশাস্ত্রে জীব অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; আর সেইরূপ অর্থাৎ অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরও যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেই শুদ্ধ জীব ও ঈশ্বর যথাক্রমে 'ত্বম্' ও 'তৎ'পদার্থের অর্থ হইতে পারে—এইরূপ শঙ্কা হইলে শ্রবণ কর।

টীকা—সাংখ্যশাস্ত্রে জীবের ও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধচৈতন্যরূপতা অঙ্গীকৃত হইলেও, তত্ত্বভয়ের বাস্তব ভেদ উক্ত দুই শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা আমাদিগের অর্থাৎ বৈদান্তিকদিগের সিদ্ধান্ত নহে ; এইহেতু বলিতেছেন—'তবে শ্রবণ কর'। ২২১

(ড) কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ অদ্বৈতবোধের সোপানরূপে বর্ণিত হয় মাত্র।

ন তত্ত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাং গতৌ।
অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কক্ষা কাচিদিষ্যতে ॥ ২২২

অন্বয়—তত্ত্বমোঃ (তৎ-ত্বম্‌পদয়োঃ) উভৌ অর্থৌ অস্মৎসিদ্ধান্ততাম্ ন গতৌ। (ইতি শব্দযোজনা) অদ্বৈতবোধনায় এব সা কাচিৎ কক্ষা ইষ্যতে।

অনুবাদ—'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের উক্ত দুই অর্থ আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত নহে। অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই সেইরূপ এক সোপানমাত্র অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

টীকা—ভাল, আপনিও ত' কূটস্থ ও ব্রহ্ম এই শব্দদ্বারা 'তৎ' ও 'ত্বম্'পদের শুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিরহিত অর্থ দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন ? এইরূপ শঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—'অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—ভেদ বলিতে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে, সেইরূপ ভেদের নিষেধ করিয়া সেই 'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের অর্থের একতা বুঝাইবার জন্য সেই 'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের অর্থ দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করা হইয়া থাকে ; তদ্দ্বারা তত্ত্বভয়ের বাস্তব ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। ২২২

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত পদার্থদ্বয়ের অর্থের শোধনের প্রয়োজন কি ? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ঢ) ভ্রান্তির নিরাকরণই উক্ত পদার্থ দুইটির শোধনের প্রয়োজন।

অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ।
মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ ॥ ২২৩

অন্বয়—ভ্রান্তাঃ অনাদিমায়য়া জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ মন্যন্তে। কেবলম্ তদ্ব্যুদাসায় তয়োঃ শোধনম্

অনুবাদ—লোকে অনাদি মায়ার বশে ভ্রান্ত হইয়া জীব ও ঈশ্বরের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। কেবল সেই ভেদের নিবৃত্তির জন্য সেই পদদ্বয়ের অর্থের শোধন করা হইয়া থাকে।

টীকা—এস্থলে মায়াশব্দদ্বারা মায়ার আশ্রয় আত্মার ব্যামোহোৎপাদনকারিণী অবিদ্যাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই অবিদ্যাবশতঃ লোকে বুদ্ধিবিপর্য্যয়গ্রস্ত হইয়া জীবকে পারমার্থিক বা বাস্তবিকভাবে কর্ত্তৃত্বাদিযুক্ত এবং ঈশ্বরকে পারমার্থিক বা বাস্তবিকভাবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযোগী বলিয়া মনে করে। এইহেতু সেই বিপর্য্যয়জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য উক্ত পদার্থদ্বয়ের শোধন করা হইয়া থাকে। ২২৩

কি প্রকারে সেই পদার্থশোধন করিতে হইবে তাহা দেখাইবার ইচ্ছায় তাহার উপায়স্বরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত (১৮শ শ্লোকোক্ত) দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইতেছেন :—

(গ) পদার্থশোধনে উপকারক বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আকাশ চতুষ্টয়ের দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ।

অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্ সম্যগীরিতঃ।
ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ ॥ ২২৪

অন্বয়—অতঃ এব অত্র ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ যোগ্যঃ দৃষ্টান্তঃ প্রাক্ সম্যক্ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—এইহেতু এই স্থলে পদার্থশোধন বিষয়ে সবিশেষ উপযোগী পূর্ব্ববর্ণিত অর্থাৎ ১৮শ শ্লোকোক্ত ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশের দৃষ্টান্ত সম্যক্ প্রকারে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

টীকা—"অতঃ এব"—এই কারণেই অর্থাৎ যেহেতু পদার্থশোধন করা আবশ্যক, এইহেতু চারি আকাশের দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ইহাই অভিপ্রায়। ২২৪

এক্ষণে পদার্থশোধনের প্রকার বলিতেছেন :—

জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ।
আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ ॥ ২২৫

অন্বয়—তে জলাকাশাভ্রখে জলাভ্রোপাধ্যধীনে ; তয়োঃ আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ।

অনুবাদ—জলাকাশ ও মেঘাকাশ, জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন, আর তদুভয়ের আধার ঘটাকাশ ও মহাকাশ একেবারে নির্ম্মল।

টীকা—জলাকাশ ও মেঘাকাশরূপ যে দুই আকাশ, তাঁহারা জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন বলিয়া অপারমার্থিক এবং তাহাদের আধারস্বরূপ যে ঘটাকাশ ও মহাকাশ এই দুই আকাশ নির্ম্মল অর্থাৎ জলাদি উপাধির অপেক্ষারহিত—আকাশমাত্ররূপ, ইহাই অর্থ। ২২৫

এই শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন :—

(ত) এই শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক।

এবমানন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োর্বশৌ।
তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্ম্মলে ॥ ২২৬

অন্বয়—এবম্ আনন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োঃ বশৌ ; তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্ম্মলে।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ আনন্দময় বা ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় বা জীব মায়া ও বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন ; কিন্তু তদুভয়ের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য উভয়ই সদাই নির্ম্মল। ২২৬

ভাল, উক্ত দুই পদার্থের শোধনরূপ কক্ষা বা সোপানের জন্য উপযোগী বলিয়া যদি সাংখ্য ও যোগমত অঙ্গীকার করা উচিত বল, তাহা হইলে তুমি ত' অতি অল্পই অঙ্গীকার করিলে ; কেননা, চার্ব্বাকাদি অন্য শাস্ত্রেরও উপযোগিতা, দেহাদি হইতে আত্মার শোধনরূপ কক্ষার বা সোপানে আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি ; এই কথাই গ্রন্থকর্ত্তা বা সিদ্ধান্তী বাদীর পক্ষে বলিতেছেন :—

(থ) পদার্থশোধনে সাংখ্য ও যোগের উপযোগিতা মানিলে লোকায়তিকাদি মতেরও উপযোগিতা মানিতে হয়।

এতৎকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগৌ মতৌ যদি।
দেহোঽন্নময়কক্ষত্বাদাত্মত্বেনাভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২২৭

অন্বয়—এতৎকক্ষোপযোগেন যদি সাংখ্যযোগৌ মতৌ, অন্নময়কক্ষত্বাৎ দেহঃ আত্মত্বেন অভ্যুপেয়তাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই দুই পদার্থের শোধনরূপ সোপানে উপযোগী বলিয়া যদি সাংখ্যের ও যোগের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তাহা হইলে অন্নময় কোশের শোধনরূপ সোপানের জন্য স্থূলদেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার কর। ২২৭

(সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা আছে বলিয়াই উক্ত প্রকার অতিপ্রসক্তি অসম্ভব, এবং তদুভয়ের সহিত বেদান্তের একতার সম্ভাবনা নাই)। যদি বল—সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা কোন্ অংশে ? তবে বলি, জীবসমূহের ভেদ, জগতের সত্যতা, ঈশ্বরের তটস্থতা অর্থাৎ জীব ও জগৎ হইতে ভিন্নতা—এই সকল অংশে সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা রহিয়াছে—ইহাই বলিতেছেন :—

(দ) বেদের সহিত সাংখ্যের ও যোগের বিরোধ।

আত্মভেদো জগৎসত্যমীশোঽন্য ইতি চেত্রয়ম্।
ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ ॥ ২২৮

অন্বয়—আত্মভেদঃ জগৎসত্যম্ ঈশঃ অন্যঃ ইতি ত্রয়ম্ তৈঃ ত্যজ্যতে চেৎ তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—যদি আত্মা বা জীবের নানাত্ব, জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বরের জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্‌ত্ব এই তিনটি উক্ত সাংখ্য ও যোগমতে পরিত্যক্ত হয়, তবে এই তিন শাস্ত্রের ঐকমত্য বা একনিশ্চয় সিদ্ধ হয়। ২২৮

ভাল, সাংখ্যমতে জীবের অসঙ্গতার জ্ঞানদ্বারাই যদি মুক্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অদ্বৈতজ্ঞান বিনা অসঙ্গতাদির সম্ভাবনা নাই, এই অভিপ্রায় হৃদয়ে নিগূঢ় রাখিয়া উত্তর দিতেছেন :—

জীবোঽসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থ ইতি চেত্তদা।
স্রক্‌চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ॥ ২২৯

অন্বয়—জীবঃ অসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থঃ ইতি চেৎ, তদা স্রক্‌চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণ অপি কৃতার্থতা (স্যাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—জীব যদি কেবল অসঙ্গতাদ্বারাই অর্থাৎ 'আমি অসঙ্গ' এইরূপ জ্ঞানদ্বারাই কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে মালাচন্দন প্রভৃতির নিত্যতামাত্রদ্বারাও অর্থাৎ সত্যতাজ্ঞানদ্বারাও জীবের কৃতার্থতা হউক। (এইরূপ প্রতিবন্দিদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন)। ২২৯

এক্ষণে অপ্রকটিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন :—

যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাত্মনঃ।
অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতোর্জগদীশয়োঃ ॥ ২৩০

অন্বয়—যথা স্রগাদিনিত্যত্বম্ দুঃসম্পাদ্যম্ তথা জগদীশয়োঃ জীবতোঃ আত্মনঃ অসঙ্গত্বম্ ন সম্ভাব্যম্।

অনুবাদ—যেমন মাল্যচন্দনাদি কাম্যদ্রব্যকে নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর করিয়া রাখা (অথবা তদ্রূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা) অসম্ভব, সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিতে, (ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিতস্বরূপ এবং জগদ্ভোক্তৃস্বরূপ) জীবের অসঙ্গতাজ্ঞান অসম্ভব।

টীকা—"জগদীশয়োঃ জীবতোঃ" (বিশেষ্যবিশেষণাকারেণ ? ভাসমানয়োঃ)* জগৎ এবং ঈশ্বর 'বিশেষ্য-বিশেষণাকারে' ভাসমান হইতে থাকিলে অর্থাৎ জগৎ এবং ঈশ্বর 'জীবরূপ'-বিশেষ্যের বিশেষণাকারে, ফলতঃ জীবের জীবত্ব কল্পিত না হইয়া সত্য বলিয়া, প্রতীত হইতে থাকিলে। ২৩০

* পুনা নগরের রামকৃষ্ণকৃত টীকায় এ স্থলের পাঠ—"বিশেষণাকারেণ ভাসমানয়োঃ" সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'অনিত্য জীবের অসঙ্গতাজ্ঞানদ্বারাই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে নিত্যত্বেরূপে অনিত্য স্রক্‌চন্দনাদির নিত্যতাজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হউক' এরূপ যুক্তিতেই প্রতিবন্দি সম্পুষ্ট হয়। কেননা, তাহা হইলেই "প্রবৃত্ত এক কার্য্যে প্রবৃত্ত বাদীর উদ্দেশ্য অপ্রবৃত্ত কার্য্যের প্রতিপাদন" হয়।

জগৎ ও ঈশ্বর থাকিতে জীবের অসঙ্গতাসাধন যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন :—

অবশ্যং প্রকৃতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েত্তথা।
নিযচ্ছত্যেতমীশোঽপি কোঽস্য মোক্ষস্তথা সতি ॥২৩১

অন্বয়—প্রকৃতিঃ পুরা ইব অবশ্যম্ সঙ্গম্ আপাদয়েৎ, তথা এতম্ ঈশঃ অপি নিযচ্ছতি; তথা সতি অস্য কঃ মোক্ষঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—প্রকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় জীবের সঙ্গ উৎপাদন করিতে অবশ্য প্রবৃত্ত থাকিবে এবং ঈশ্বরও সেইরূপ জীবকে প্রেরণা করিতে থাকিবেন। সেইরূপ সঙ্গ ও প্রেরণার ফলে জীবের কি প্রকার মোক্ষ হইবে ? ২৩১

(শঙ্কা) ভাল, সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা অবিবেকের কার্য্য বলিয়া বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ বিচারলব্ধ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা সেই অবিবেক নিবৃত্ত হইবে—বাদী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইলেন :—

অবিবেককৃতঃ সঙ্গো নিয়মশ্চেতি চেত্তদা।
বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ২৩২

অন্বয়—সঙ্গঃ নিয়মঃ চ অবিবেককৃতঃ ইতি চেৎ ? তদা দুর্ম্মতেঃ সাংখ্যস্য বলাৎ মায়াবাদঃ আপতিতঃ।

অনুবাদ—যদি বল সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা উভয়ই অবিবেকজনিত, তাহা হইলে দুর্ম্মতি বা অদূরদর্শী সাংখ্যের উপর মায়াবাদই বলপূর্ব্বক অর্থাৎ অব্যাহতভাবে আসিয়া পড়িল।

টীকা—সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা অবিবেকের কার্য্য বলিয়া মানিলে, সাংখ্যের অপসিদ্ধান্ত হয় ; এই বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে দুর্ম্মতি সাংখ্যের"—ইত্যাদি বলিয়া। তাৎপর্য্য এই—অবিবেক বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? বিবেকের অভাব কিম্বা বিবেক হইতে ভিন্ন অন্য কিছু ? কিম্বা সেই বিবেক যাহার বিরোধী এইরূপ কিছু ? এই তিন বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে যদি বলা যায়, বিবেকের অভাবই অবিবেক, তবে বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা, কেবল অভাব, সঙ্গ ও প্রেরণারূপ ভাব-কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারে না। আবার যদি দ্বিতীয় বিকল্প মান অর্থাৎ যদি বল, যাহা বিবেক হইতে ভিন্ন, তাহা অবিবেক ; তাহা বলিতে পার না, কেননা, ঘটাদি বস্তু বিবেক হইতে ভিন্ন অথচ তাহারা সঙ্গের হেতু হইল, দেখা যায় না। আবার তৃতীয় বিকল্প অবলম্বন করিয়া যদি বল, অবিবেক বলিতে, বিবেক বা জ্ঞান যাহার বিরোধী তাহাই ; তাহা হইলে অবিবেক ভাবরূপ অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে সাংখ্য-মতে আমাদের মায়াবাদই আসিয়া পড়ে। ২৩২

অদ্বৈতমত মানিলে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা অসঙ্গত হয় বলিয়া আত্মার ভেদ স্বীকার করা উচিত। এইরূপে বাদী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন :—

(ধ) অদ্বৈতমতে মায়াদ্বারা বন্ধমোক্ষব্যবস্থা।

বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্বমিষ্যতাম্।
ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা॥ ২৩৩

অন্বয়—বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থম্ আত্মনানাত্বম্ ইষ্যতাম্ ইতি চেৎ, ন, যতঃ মায়া ব্যবস্থাপয়িতুম্ ক্ষমা।

অনুবাদ—ভাল, বন্ধমোক্ষের নিয়মস্থাপন জন্য জীবের নানাত্ব বা পরস্পর ভেদ স্বীকার করা ত' কর্ত্তব্য? না, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু মায়ার দ্বারাই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা হইতে পারে।

টীকা—যেহেতু মায়াদ্বারা একই আত্মার বন্ধমোক্ষব্যবস্থা সম্ভব, সেইহেতু আত্মার ভেদ মানিতে হইবে, এইরূপ বলা চলে না। সিদ্ধান্তী এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—"না" ইত্যাদি শব্দদ্বারা। ২৩৩

(শঙ্কা) ভাল, মায়াও কি প্রকারে সেই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা করিতে পারেন? (সমাধান) যেহেতু দুর্ঘটঘটন মায়ার স্বভাব, ইহাই বলিতেছেন :—

দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি?
বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্॥ ২৩৪

অন্বয়—দুর্ঘটম্ ঘটয়ামি ইতি বিরুদ্ধম্ কিম্ ন পশ্যসি? বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতিঃ ন সহতেতরাম্।

অনুবাদ—'যাহা দুর্ঘট তাহাও আমি ঘটাইয়া থাকি', মায়ার এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব কি তুমি ইন্দ্রজালাদিতে দেখিতে পাও না? আর বাস্তব বন্ধমোক্ষ অর্থাৎ বন্ধমোক্ষের নিত্যতা শ্রুতি আদৌ সহন করেন না।

টীকা—বন্ধ অবিদ্যার কার্য্য অর্থাৎ অবাস্তব হইলেও, মোক্ষ যে বাস্তব তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন, 'এরূপ বলিও না, কেননা, তাহা হইলে শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়'—ইহাই বলিতেছেন—'আর বাস্তব বন্ধমোক্ষ ইত্যাদি'। শ্রুতি বন্ধের ন্যায় মোক্ষেও বাস্তবতা সহন করেন না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৩৪

মোক্ষাদির বাস্তবতার নিষেধকারিণী শ্রুতি পাঠ করিতেছেন :—

(ন) শ্রুতিকর্তৃক বন্ধের বন্ধমোক্ষের নিষেধ।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ২৩৫

অন্বয়—ন নিরোধঃ, চ ন উৎপত্তিঃ, ন বদ্ধঃ, ন চ সাধকঃ, ন মুমুক্ষুঃ, বৈ ন মুক্তঃ ইতি এষা পরমার্থতা।

অনুবাদ—(গৌড়পাদাচার্য্য-বিরচিত মাণ্ডূক্যকারিকার 'বৈতথ্য' প্রকরণের তাৎপর্য্যোপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি 'ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ' (১০) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে)—(সাধক) যখন ধারণা করেন দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই যথার্থ সৎ পদার্থ, তখন এইরূপ নিশ্চয় হয়—লোকসিদ্ধ এবং বেদবিহিত এই সমস্ত ব্যাপারই অবিদ্যার বিষয়ীভূত (অজ্ঞানাধীন); তদবস্থায় নিরোধ থাকে না—'নিরোধ' অর্থাৎ নিরোধন, প্রলয় ; 'উৎপত্তি' অর্থাৎ জন্ম ; 'বদ্ধ' অর্থাৎ সংসারী জীব ; 'সাধক'—মোক্ষোপযোগী সাধনসম্পন্ন ; 'মুমুক্ষু'—মোক্ষার্থী ; 'মুক্ত'—বন্ধনবিমুক্ত। 'উৎপত্তি' ও 'প্রলয়' না থাকায় বদ্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না ; ইহাই 'পরমার্থতা'—যথার্থ অবস্থা। (মাণ্ডূক্যকারিকা ভাষ্যের অনুবাদ)।

টীকা—"নিরোধঃ"—নাশ ; "উৎপত্তিঃ"—দেহের সহিত সম্বন্ধ ; "বদ্ধঃ"—সুখদুঃখাদি-ধর্ম্মবান্ সাধক, শ্রবণাদির অনুষ্ঠানকর্ত্তা. "মুমুক্ষুঃ"—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, "মুক্তঃ"—যাহার অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে ; এই সমস্ত বস্তুতঃ নাই। ২৩৫

এইরূপে জীবেশ্বরাদি ভেদ যে মায়াময় অর্থাৎ মিথ্যারূপ তাহা উপপাদন করিলেন। এক্ষণে তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

(গ) জীবেশ্বরাদি ভেদ মায়াময় - উপসংহার।

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্ত্বদ্বৈতমেব হি ॥২৩৬

অন্বয়—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোঃ জীবেশ্বরৌ উভৌ বৎসৌ ; যথেচ্ছম্ দ্বৈতম্ পিবতাম্, তত্ত্বম্ তু অদ্বৈতম্ এব হি।

অনুবাদ ও টীকা—মায়ানাম্নী কামধেনুর, জীব এবং ঈশ্বর দুইটি বৎস ; যথাভিলাষ দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ দুগ্ধ পান করিতে বাধা নাই ; তবে যদি তত্ত্বের কথা বল, তবে অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব। ২৩৬

(শঙ্কা) ভাল, জীব ও ঈশ্বর মায়িক বলিয়া ব্রহ্মে জীবেশ্বররূপ ভেদ মিথ্যা মানিলাম ; কিন্তু কূটস্থ ও ব্রহ্ম ত' পারমার্থিক ; সেইহেতু কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ ত' পারমার্থিক হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) দুই বস্তু স্বরূপতঃ বিলক্ষণ হইলে, সেই বিলক্ষণতাই ভেদের কারণ হয়। ব্রহ্ম ও কূটস্থের মধ্যে যখন সেই স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য নাই, তখন উভয়ের ভেদ পারমার্থিক, ইহা বলা চলে না। এইরূপে শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে ন হি ক্বচিৎ ॥২৩৭

অন্বয়—কূটস্থব্রহ্মণোঃ ভেদঃ নামমাত্রাৎ ঋতে ন হি। ঘটাকাশমহাকাশৌ ক্বচিৎ হি ন বিযুজ্যেতে।

অনুবাদ—কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ কেবল নামমাত্রে; তদ্ভিন্ন তদুভয়ের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র ভেদ নাই, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ কোথাও পরস্পর বিযুক্ত বা ভিন্ন হইতে পারে না: তদুভয়ের ভেদ কেবল উপাধিজনিত, সেইরূপ।

টীকা—কেবল নামদ্বারা ভেদ প্রতীত হইতে থাকিলেও বস্তুদ্বয়ের স্বরূপতঃ ভেদাভাবের পূর্ব্বোক্ত ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত দৃষ্টান্তের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন "যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ"—ইত্যাদিদ্বারা। ২৩৭

(শঙ্কা) এইরূপে ভেদের মিথ্যাত্ব স্মরণ করাইয়া কি ফললাভ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন (সমাধান):—

(ক) ভেদমিথ্যাত্ব কথনের ফল অদ্বৈতনিশ্চয়।

যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তদেবাদ্য চোপরি।
মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ॥২৩৮

অন্বয়—যৎ অদ্বৈতম্ সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রুতম্ তৎ এব অদ্য চ উপরি মুক্তৌ অপি। মায়া অখিলান্ জনান্ বৃথা ভ্রাময়তি।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অদ্বৈতের কথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়, সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব এখনও অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও সেইরূপ বিদ্যমান এবং পরে সৃষ্টির প্রলয়কালে, এবং মুক্তিতেও তাহাই। মায়া বৃথাই সকল লোককে ঘুরাইতেছে—মোহগ্রস্ত করিতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—হে সোম্য! অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত (দৃশ্যমান জগৎ) এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এই শ্রুতিবচনে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কালত্রয়দ্বারা বাধিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বাস্তব; তাহাতে ভেদ নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) তাহা হইলে কি কারণে সকল লোকের ভেদপ্রতিপাদনে এত আগ্রহ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'মায়া বৃথাই সকল লোককে' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই, সকল লোকে তত্ত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া, ভেদবিষয়ে যে অভিনিবেশ বা আগ্রহ তাহাই করিয়া থাকে। ২৩৮

(শঙ্কা) ভাল, যাঁহারা প্রপঞ্চ মিথ্যাস্বরূপ এবং যাহা তত্ত্ব বা প্রপঞ্চের সার তাহা অদ্বিতীয়, এইরূপ বর্ণনা করেন, তাঁহাদিগকেও ত' সংসারগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান লইয়া হইবে কি? বাদী এইরূপে মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন:—

(খ) জ্ঞানীরও সংসার-ভ্রমসম্ভাবনায় শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

যে বদন্তীত্থমেতেঽপি ভ্রাম্যন্তে বিদ্যয়াত্র কিম্?
ন যথা পূর্ব্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ ॥ ২৩৯

অন্বয়—যে ইত্থম্ বদন্তি এতে অপি অত্র ভ্রাম্যন্তে; বিদ্যয়া কিম্ ? (উত্তর) ন, পূর্ব্বম্ যথা এতেষাম্ অত্র ভ্রান্তেঃ অদর্শনাৎ।

অনুবাদ—যাঁহারা এইরূপ বলেন, ইঁহারাও সংসারপ্রপঞ্চে ভ্রমণ করেন। এইহেতু বিদ্যা লইয়া কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? (উত্তর) না, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে; কেননা, জ্ঞানিগণের এই সংসারপ্রপঞ্চে ভ্রান্তি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় দেখা যায় না ; (জ্ঞানিগণের ভ্রান্তি ঘটিলেও তাহা ক্ষণমাত্রস্থায়ী)।

টীকা—প্রারব্ধকর্ম্মবশে কোন কোন জ্ঞানী ব্যবহাররত হইলেও, ব্যবহারে পূর্ব্বকালীন অজ্ঞানাবস্থার ন্যায় তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না। সেইহেতু জ্ঞানীও ভ্রান্তিগ্রস্ত হন, এরূপ বলা চলে না ;—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"না, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে" ইত্যাদিদ্বারা। ২৩৯

জ্ঞানিগণের ভ্রান্তি ঘটে না, ইহা দেখাইবার জন্য অগ্রে অজ্ঞানিগণের নিশ্চয় বা ধারণা কিরূপ, তাহা দেখাইতেছেন :—

ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্ব্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ।
ন ভাতি নাস্তি চাদ্বৈতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৪০

অন্বয়—ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্ব্বঃ সংসারঃ বাস্তবঃ ততঃ অদ্বৈতম্ ন ভাতি, ন চ অস্তি ইতি অজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—অজ্ঞানিগণের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখদুঃখময় সমস্ত সংসার বাস্তব অর্থাৎ নিত্য পদার্থ ; সুতরাং অজ্ঞানিগণের নিকট অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হয় না এবং অদ্বৈত পদার্থই নাই।

টীকা—"ঐহিকঃ"—'ইহ ভবঃ' এই লোকে যে স্ত্রী-পুত্রাদির পোষণ-রক্ষণাদিরূপ সংসার এবং "আমুষ্মিকঃ"—পরলোকে স্বর্গসুখাদিভোগরূপ সংসার। ২৪০

জ্ঞানিগণের সত্যবস্তুর নিশ্চয় যে তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তাহার বিপরীত, তাহাতে ভ্রান্তি নাই, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(ত) জ্ঞানিগণের নিশ্চয়: জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর নিশ্চয়ের ফল।

জ্ঞানিনাং বিপরীতোঽস্মান্নিশ্চয়ঃ সম্যগীক্ষ্যতে।
স্বস্বনিশ্চয়তো বদ্ধো মুক্তোঽহং চেতি মন্যতে ॥ ২৪১

অন্বয়—জ্ঞানিনাম্ নিশ্চয়ঃ অস্মাৎ বিপরীতঃ সম্যক্ ঈক্ষ্যতে। স্বস্বনিশ্চয়তঃ অহম্ বদ্ধঃ চ মুক্তঃ ইতি মন্যতে।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণের ধারণা ইহার বিপরীত, ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে 'আমি বদ্ধ' ও 'আমি মুক্ত' এইরূপ মনে করে।

টীকা—অদ্বৈততত্ত্বই পারমার্থিক সত্য এবং তাহা অনুভবগোচর হয়, আর সংসার অপারমার্থিক বা মিথ্যা—জ্ঞানীর এইরূপ ধারণা, ইহাই অর্থ। সেইরূপ ধারণা হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনাপন নিশ্চয়ানুসারে ফল পায়—"অজ্ঞানী ও জ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে", ইত্যাদি। ২৪১

দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার ;—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা

অদ্বৈত প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয় এইরূপ উক্তি শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনুভবগোচর হয় না ; এইহেতু অদ্বৈতের নিশ্চয় হয় না, বাদী এই প্রকার শঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) অদ্বৈতের অপ্রকাশ-মানতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্চেন্ন চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ।
অশেষেণ ন ভাতঞ্চেদ্ দ্বৈতং কিং ভাসতেঽখিলম্॥২৪২

অন্বয়—অদ্বৈতম্ অপরোক্ষম্ ন, চেৎ? ন, চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ। অশেষেণ ন ভাতম্ চেৎ? দ্বৈতম্ কিম্ অখিলম্ ভাসতে?

অনুবাদ—যদি বল অদ্বৈতবস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, তবে বলি, এরূপ বলিতে পার না, কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে সদাই ভাসমান। যদি বল, অদ্বৈত-তত্ত্ব সামান্যরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে জিজ্ঞাসা করি, তোমার দ্বৈতবস্তুও কি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে?

টীকা—অদ্বৈততত্ত্ব অনুভবের বিষয় হয় না, একথা অসিদ্ধ—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে" ইত্যাদি বলিয়া। ইহার অভিপ্রায় এই—ঘট স্ফুরিত (প্রকাশিত) হইতেছে, পট স্ফুরিত হইতেছে—এইরূপে ঘটাদিতে অনুস্যূত স্ফুরণরূপে অদ্বৈততত্ত্ব ভাসমান হইতেছে বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব অনুভবের অবিষয় নহে। ভাল, অদ্বৈততত্ত্ব চিদ্রূপে প্রতিভাত হইলেও, সেই চিদ্রূপতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয় না—বাদী এইরূপে শঙ্কা তুলিলে তদুত্তরে, বলিতেছেন—যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে অদ্বৈত-তত্ত্ব সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে অদ্বৈততত্ত্বের যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশাভাব, তাহা জগদ্রূপ দ্বৈতবিষয়েও সমান, এইজন্য সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তোমার দ্বৈতবস্তুও কি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে?' ২৪২

'এই প্রকারে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় পক্ষেই দোষ তুল্যরূপ' এইরূপ বলিয়া সেই দোষের পরিহারও তুল্যরূপ হইবে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

দিঙ্মাত্রেণ বিভানন্তু দ্বয়োরপি সমং খলু।
দ্বৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিম্?॥ ২৪৩

অন্বয়—দিঙ্মাত্রেণ বিভানম্ তু দ্বয়োঃ অপি খলু সমম্। তাবতা তে দ্বৈতসিদ্ধিবৎ অদ্বৈত-সিদ্ধিঃ কিম্ ন (স্যাৎ)?

অনুবাদ—একদেশ লইয়া প্রতীতি অর্থাৎ আংশিক প্রকাশ যে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় পক্ষেই সমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার পক্ষেও যেমন সেই আংশিক প্রকাশদ্বারা দ্বৈতের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ আংশিক প্রকাশদ্বারা অদ্বৈতের সিদ্ধি কেন না হইবে?

টীকা—"দিঙ্মাত্রেণ"—একাংশদ্বারা অর্থাৎ আংশিক প্রকাশদ্বারা, "বিভানম্ তু দ্বয়োঃ সমম্"—প্রকাশ দ্বৈতাদ্বৈত উভয় পক্ষেই তুল্য, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারাই পরিহার অর্থাৎ দোষের নিবৃত্তি কি প্রকারে তুল্যরূপ হইল? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তোমার পক্ষেও যেমন সেই আংশিক প্রকাশদ্বারা, দ্বৈতের সিদ্ধি" ইত্যাদি। "তাবতা"—তোমার পক্ষেও, একদেশের প্রতীতির দ্বারা, "দ্বৈতসিদ্ধিবৎ"—দ্বৈতের নিশ্চয়ের ন্যায়, অদ্বৈতের সিদ্ধি কেন হইবে না? অভিপ্রায় এই—যেমন এক গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশের অসঙ্গতাদির ধারণা হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত আকাশের অসঙ্গতাদির ধারণা হয়, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ ধারণাদ্বারা অর্থাৎ অন্তর্মুখনিশ্চয়বৃত্তির দ্বারা প্রত্যগাত্মায় চেতনতা, আনন্দতা, অদ্বয়তা, পূর্ণতা, নিত্যমুক্ততা, অসঙ্গতাদি ব্রহ্মবিশেষণের ধারণা হইলে, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাকে চৈতন্যাদিরূপ বলিয়া ধারণা করিলে, প্রত্যগাত্মগত অবিদ্যাংশের নিবৃত্তি হইয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের স্বয়ংপ্রকাশতার দ্বারা ভান বা প্রকাশ সম্ভব হয়। এইরূপে একদেশের প্রতীতির দ্বারা অদ্বৈতের নিশ্চয় হয়। যেমন ভাতের হাঁড়ি হইতে একটি ভাত টিপিয়া দেখিলে সকল ভাতের পরীক্ষা হয়; মহাভাষ্যে (১।৪।২৩) আছে—"পর্য্যাপ্তো হি একঃ পুলাকঃ স্থাল্যাঃ নিদর্শনায়"। ২৪৩

পূর্ব্বপক্ষী অন্য প্রকারে অদ্বৈতের অসিদ্ধির আশঙ্কা উঠাইতেছেন:—

(খ) দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে অদ্বৈতের অসিদ্ধি-শঙ্কা।

দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানে কথং ত্বিদম্।
চিদ্ভানং ত্ববিরোধ্যস্য দ্বৈতস্যাতোঽসমে উভে॥২৪৪

অন্বয়—(শঙ্কা) অদ্বৈতম্ দ্বৈতেন হীনম্, ইদম্ দ্বৈতজ্ঞানে তু কথম্ (স্যাৎ)? চিদ্ভানম্ তু অস্য দ্বৈতস্য অবিরোধী, অতঃ উভে অসমে।

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষী)—ভাল, অদ্বৈত ত' দ্বৈতরহিত; তাহা হইলে দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব? (তদুত্তরে যদি সিদ্ধান্তী বলেন অদ্বৈতের সহিত দ্বৈতের বিরোধও তদ্রূপ বলিয়া অদ্বৈতের প্রতীতি হইলে দ্বৈতও তদ্রূপ অসিদ্ধ হইবে), তবে বলি অদ্বৈতের প্রতীতি বা চৈতন্যরূপপ্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নহে; সেইহেতু এই দুই আপত্তি তুল্যরূপ নহে।

টীকা—অদ্বৈত বলিতে দ্বৈতরহিত বস্তু বুঝায়; সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতবস্তু পরস্পর বিরোধী বলিয়া সেইরূপ বিরোধে দ্বৈতের প্রতীতি থাকিতে, অদ্বৈত অর্থাৎ অদ্বৈতের প্রতীতি সম্ভব নহে। ইহাই 'কি প্রকারে সম্ভব' এই আপত্তির অর্থ। ইহা শুনিয়া যদি সিদ্ধান্তী বলেন—হে

পূর্ব্বপক্ষিন্ অদ্বৈতের সহিতও তোমার দ্বৈতের বিরোধ থাকায়, অদ্বৈতের প্রতীতি হইলে, দ্বৈতও সেইরূপ অসিদ্ধ হইবে—এইরূপ উত্তরের সম্ভাবনা ভাবিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন) চৈতন্যরূপপ্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নহে, সেইহেতু আমার আপত্তি ও আপনার আপত্তি তুল্যরূপ নহে, তাহার অর্থ এই—হে সিদ্ধান্তিন্, আপনার মতে চৈতন্যের প্রতীতিই অদ্বৈতের প্রতীতি বলিয়া সেই চৈতন্যরূপ প্রতীতির সহিত আমার দ্বৈতের কোনও বিরোধ নাই। সেইহেতু আপনার আপত্তি ও আমার আপত্তি তুল্যরূপ নহে। ২৪৪

(তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) প্রতীয়মান দ্বৈতের বাস্তবতা নাই; সেইহেতু সেই দ্বৈতের সহিত বাস্তব অদ্বৈতের বিরোধিতা নাই—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন :—

এবং তর্হি শৃণু দ্বৈতমসন্মায়াময়ত্বতঃ।
তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদ্বিভাসতে ॥ ২৪৫

অন্বয়—(সমাধান) এবম্ তর্হি শৃণু; দ্বৈতম্ অসৎ মায়াময়ত্বতঃ; তেন পরিশেষাৎ বাস্তবম্ অদ্বৈতম্ বিভাসতে।

অনুবাদ—যদি এইরূপ বল, তবে হে পূর্ব্বপক্ষিন্ শ্রবণ কর, দ্বৈত অসৎ যেহেতু মায়াময়, সেইহেতু পরিশেষে বাস্তব অদ্বৈতই প্রকাশমান।

টীকা—'পরিশেষ' এই পারিভাষিক শব্দের অর্থ এই সম্ভাবিতের নিষেধ হইলে, স্থানান্তরে অসম্ভাবনা হেতু অবশিষ্ট স্থলে যে সম্প্রত্যয় বা দৃঢ়প্রতীতি, তাহার নাম 'পরিশেষ'। ২৪৫

অদ্বৈতই কি প্রকারে পরিশিষ্ট থাকে তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) অদ্বৈতে পরিশেষের প্রকার প্রদর্শন।

অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ।
ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশেষ্যতাম্ ॥ ২৪৬

অন্বয়—'অচিন্ত্যরচনারূপম্ সকলম্ জগৎ মায়া এব' ইতি নিশ্চিত্য অদ্বৈতে বস্তুত্বম্ পরিশেষ্যতাম্।

অনুবাদ—'অচিন্ত্যরচনারূপ এই সমুদয় জগৎ মায়াই অর্থাৎ মায়ারই কার্য্য'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বস্তুত্ব অদ্বৈতেই পরিশেষ করিতে হইবে—অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র নিত্য বলিয়া তাহাই বস্তু, এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে।

টীকা—"অচিন্ত্য"—(সকল চিন্তাশক্তি অতিক্রম করে বলিয়া) যাহা চিন্তা করিবার অযোগ্য (অর্থাৎ যাহা অনাত্মবস্তু বলিয়া এবং অনির্ব্বচনীয়স্বভাব বলিয়া মিথ্যা)। অচিন্ত্য যে রচনা তাহাই রূপ যাহার, এইরূপ যে সমগ্র জগৎ তাহা মায়া অর্থাৎ মিথ্যাই। এই প্রকারে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, বাস্তব যে অদ্বৈত তাহাই পরিশেষ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাকেই বস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে—(অন্য সকলই অবস্তু)। ২৪৬

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপে অদ্বৈতের নিশ্চয় হইলেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ দ্বৈত ত' পুনঃ পুনঃ

সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তাহার নিবৃত্তির জন্ম পুনঃ পুনঃ দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বিচার করিতে থাকিবে ; (সমাধান) :—

(ঘ) অদ্বৈতজ্ঞানের পর দ্বৈতের বস্তুরূপে প্রতীতি-বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর।

পুনর্দ্বৈতস্য বস্তুত্বং ভাতি চেত্ত্বং তথা পুনঃ।
পরিশীলয় কো বাত্র প্রয়াসস্তেন তে বদ ॥ ২৪৭

অন্বয়—দ্বৈতস্য বস্তুত্বম্ পুনঃ ভাতি চেৎ, ত্বম্ তথা পুনঃ পরিশীলয় : তেন তে অত্র কঃ বা প্রয়াসঃ বদ।

অনুবাদ—(তাহার পরও) যদি দ্বৈত আবার বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তবে তুমি আবার সেইরূপে বিচার কর। সেইরূপ বিচার করিলে, তোমার তাহাতে কি—শ্রমানুভব হইতে পারে, তাহাই বল। (উত্তর) তাহা সবিশেষ আয়াসসাধ্য নহে।

টীকা—ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে ব্যাস আত্মবিষয়ক শ্রবণাদির আবর্ত্তন বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধিতে সমারোপণের জন্ম অথবা ধ্যেয়াকারে আকারিত বৃত্তিলাভের জন্ম শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস উপদেশ করিয়াছেন, যথা "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১)—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—এই সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে—যাবৎ আত্মদর্শন না হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে ; শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার ও শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন। ২৪৭

(শঙ্কা) ভাল, কতকাল ধরিয়া সেই শ্রবণাদিরূপ বিচার করিতে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্ম বলিতেছেন যে, ইহার উত্তর ত' এই অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। "তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে"। সেইহেতু অদ্বৈতবিচারে এইরূপ আয়াসের কথার উত্থাপন চলে না ; বরং দ্বৈতের প্রতীতিবিষয়ে একথা উঠাইতে পার, ইহাই বলিতেছেন :—

ঙ) সেই বিচারের অবধি কোথায় : অদ্বৈতবিচারে খেদ নাই।

কিয়ন্তং কালমিতি চেৎ খেদোঽয়ং দ্বৈত ইষ্যতাম্।
অদ্বৈতে তু ন যুক্তোঽয়ং সর্বানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮

অন্বয়—কিয়ন্তম্ কালম্ ইতি চেৎ ? অয়ম্ খেদঃ দ্বৈতে ইষ্যতাম্, অদ্বৈতে তু অয়ম্ ন যুক্তঃ সর্বানর্থনিবারণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল কতকাল ধরিয়া এইরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে ? তবে বলি, অদ্বৈতের বিচারে এইরূপ আয়াসের কথা উঠান ঠিক হয় না, বরং যদি আয়াস স্বীকার করিতেই হয় তবে দ্বৈতের বিচারে তাহা কর ; কেননা, অদ্বৈতের বিচারে সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হয়। ২৪৮

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপ অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াও আমাতে ত' ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ দেখা যাইতেছে; তাহা হইলে ত' আত্মজ্ঞান অনর্থনিবারক, একথা অসিদ্ধ। বাদী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(১) ক্ষুৎপিপাসাদি অহঙ্কারের ধর্ম

ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথাপূর্ব্বং ময়ীতি চেৎ ?
মচ্ছব্দবাচ্যেঽহংকারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ॥২৪৯

অন্বয়—ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ ময়ি যথাপূর্ব্বম্ দৃষ্টাঃ ইতি চেৎ ? মচ্ছব্দবাচ্যে অহঙ্কারে দৃশ্যতাম্। ন ইতি কঃ বদেৎ ?

অনুবাদ—ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম, অজ্ঞানাবস্থায় আমার যেমন ছিল, জ্ঞানাবস্থায় সেইরূপই দেখা যাইতেছে,—যদি এইরূপ বল তবে বলি, বেশ ত' দেখা যাউক না কেন ? এই 'আমাতে' বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়, সেই অনর্থ তাহাতেই রহিয়াছে, দেখ। কে বলিতেছে, দেখা যায় না ? (সেই অনর্থ কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে নাই, কেননা, আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়।)

টীকা—'ক্ষুধাপিপাসাদিরূপ অনর্থ আমাতে ত' দেখা যাইতেছে'—এই যে 'আমাতে' বলিলে, ইহার দ্বারা 'আমি' বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়, তাহাতে দেখিতেছ অথবা 'আমি' শব্দদ্বারা যে চিদাত্মা উপলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অনুভব করিতেছ ?—এই প্রকারে দুই বিকল্প করিয়া সিদ্ধান্তী প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করিতেছেন—'এই "আমাতে" বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়' ইত্যাদি দ্বারা। যদি বল, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে দেখিতেছি, তবে বলি, একথা ঠিক না ; কেননা, সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়। এই হেতুটি শ্লোকের শব্দদ্বারা সূচিত হয় নাই, বাহির হইতে আনিয়া জুটাইতে হইবে ২৪৯

(শঙ্কা) ভাল, সেই ক্ষুৎপিপাসাদির প্রতীতি, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে না থাকিলেও, ভ্রান্তিবশতঃ তথায় (আত্মায়) উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত বিরোধে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

চিদ্রূপেঽপি প্রসজ্যেরংস্তাদাত্ম্যাধ্যাসতো যদি।
মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকং কুরু সর্ব্বদা ॥২৫০

অন্বয় তাদাত্ম্যাধ্যাসতঃ যদি চিদ্রূপে অপি প্রসজ্যেরন্ ত্বম্ অধ্যাসম্ মা কুরু কিন্তু সর্ব্বদা বিবেকম্ কুরু।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল (অগ্নি ও লৌহপিণ্ডের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাসের ন্যায়) অহঙ্কারের সহিত চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বেও ক্ষুৎপিপাসাদি উপস্থিত হইতে পারে, তবে বলি সেই অনর্থের হেতু

অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদা বিচার কর; (তদ্দ্বারা অধ্যাস পরিহৃত হইবে)। ২৫০

অনাদিকালের সংস্কারবশতঃ যদি অধ্যাস ফিরিয়া আইসে তবে তাহার নিবৃত্তির জন্য বারবার বিবেকাভ্যাস করিবে; অন্য কোনও উপায় নাই :—

ঝটিত্যধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়েতি চেৎ।
আবর্ত্তয়েদ্বিবেকং চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং তদা॥ ২৫১

অন্বয়—দৃঢ়বাসনয়া অধ্যাসঃ ঝটিতি আয়াতি ইতি চেৎ, দৃঢ়ম্ বাসয়িতুম্ বিবেকম্ তদা আবর্ত্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—উহাতেও যদি (অনাদিকালের সঞ্চিত) সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ সহসা অধ্যাস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, বিচারজনিত সংস্কারকে দৃঢ় করিবার জন্য বিচারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবে। ২৫১

(শঙ্কা) ভাল, বিচারদ্বারা দ্বৈতের যে মায়াময়ত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব (প্রতিপাদিত হয়) তাহা যুক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অনুভবদ্বারা তাহা ত' সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অচিন্ত্যরচনারূপ মিথ্যাত্বের যে অনুভব, সেই অনুভব সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া ঐরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। এইরূপে তাহার পরিহার করিতেছেন : (সমাধান) :—

(খ) বিচারদ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বানুভবে শঙ্কা ও সমাধান।

বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যৈবেতি ন ভণ্যতাম্।
অচিন্ত্যরচনাত্বস্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী॥ ২৫২

অন্বয়—বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বম্ যুক্ত্যা এব ইতি ন ভণ্যতাম্; হি (যতঃ) অচিন্ত্যরচনাত্বস্য অনুভূতিঃ স্বসাক্ষিকী।

অনুবাদ ও টীকা—বিচার উপস্থিত হইলে, দ্বৈতের যে মিথ্যাত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা কেবল যুক্তিসিদ্ধ, অনুভবসিদ্ধ নহে—এরূপ বলিও না; যেহেতু দ্বৈতের অচিন্ত্যরচনারূপতার (অভাবনীয়োৎপত্তিকতার) যে অনুভূতি তাহা সর্ব্বসাক্ষিরূপ আত্মচৈতন্য। ২৫২

(শঙ্কা) ভাল, অচিন্ত্যরচনারূপতা যাহা মিথ্যাপদার্থের লক্ষণরূপে ২৪৬শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, চিদাত্মাতেও ত' তাহার অতিব্যাপ্তি হইতে পারে। বাদী এইরূপ প্রতিবন্দি করিয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) অচিন্ত্যরচনারূপ মিথ্যাপদার্থের লক্ষণে শঙ্কা ও সমাধান।

চিদপ্যচিন্ত্যরচনা যদি তর্হ্যস্তু নো বয়ম্।
চিতিং সুচিন্ত্যরচনাং ব্রূমো নিত্যত্বকারণাৎ॥ ২৫৩

অন্বয়—চিৎ অপি অচিন্ত্যরচনা যদি (এবম্ ব্রূষাঃ), তর্হি অস্তু, বয়ম্ চিতিম্ সুচিন্ত্য-রচনাম্ নো ব্রূমঃ নিত্যত্বকারণাৎ।

অনুবাদ—হে বাদিন্, যদি বল চৈতন্যও অচিন্ত্যরচন (অভাবনীয়োৎপত্তিক), তবে বলি—হউক না কেন ? আমরা ত' চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন (ভাবনীয়োৎপত্তিক) বলি না, কেননা, চৈতন্য যে নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিহীন।

টীকা—প্রাগভাবযুক্ত হইয়া যাহা অচিন্ত্যরচন হয় তাহাই মিথ্যা। মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ বলিবার গূঢ় অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী আত্মার অচিন্ত্যরচনরূপতা (অভাবনীয়োৎপত্তিকতার) অঙ্গীকার করিয়া লইলেন—"তবে বলি—হউক না কেন ?" ইত্যাদি বলিয়া। 'কিন্তু এই প্রকারে চৈতন্যকে অচিন্ত্যরচন বলিয়া মানিলে, হে সিদ্ধান্তিন্, আপনার ত' অপসিদ্ধান্ত হইবে'—বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন :—'আমরা ত' চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন বলি না'। চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচনাস্বরূপ বলিয়া না মানিবার অর্থাৎ 'অচিন্ত্যরচনা-স্বরূপ' মানিয়া লইবার হেতু বলিতেছেন—'কেননা, চৈতন্য যে নিত্য'। নিত্যতারূপ কারণবশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তির অভাবহেতু আমরাও চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন অর্থাৎ অনায়াসে চিন্তনীয় হইয়াছে রচনা বা উৎপত্তি যাহার (অর্থাৎ যাহাকে অনিত্য বলে) এইরূপ বলি না, ইহাই বলিতেছেন—কেননা, চৈতন্য যে নিত্য বা প্রাগভাবরহিত। এই অর্থে শব্দযোজনা করিয়া আরোপিতদোষাঙ্গীকারের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। চৈতন্য প্রাগভাবরহিত বলিয়া মিথ্যা হইল না, চৈতন্যে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিল না। ২৫৩

(শঙ্কা) ভাল, চৈতন্যকে নিত্য বলা যায় কি হেতু ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু চৈতন্যের প্রাগভাবের অনুভব হয় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য :—

(ঙ) চৈতন্যের নিত্যতা ও দ্বৈতের অনিত্যতা।

প্রাগভাবো নানুভূতশ্চিতের্নিত্যা ততশ্চিতিঃ।
দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্তু চৈতন্যেনানুভূয়তে॥ ২৫৪

অন্বয় চিতেঃ প্রাগভাবঃ ন অনুভূতঃ, ততঃ চিতিঃ নিত্যা ; দ্বৈতস্য প্রাগভাবঃ তু চৈতন্যেন অনুভূয়তে।

অনুবাদ—চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভূত হয় না, সেইহেতু চৈতন্যকে নিত্য বলা যায়, কিন্তু দ্বৈতের অর্থাৎ জড়পদার্থের প্রাগভাব চৈতন্য দ্বারা অনুভূত হয়। (এইহেতু তাহা অনিত্য)।

টীকা—যেহেতু চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভব করা যায় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য—এই অর্থ পাইবার মত করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। এস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই :—যিনি বলেন চৈতন্যের প্রাগভাব আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, চৈতন্যের সেই প্রাগভাব কি চৈতন্যই অনুভব করে অথবা অন্য কেহ অর্থাৎ চৈতন্য ভিন্ন জড় ? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাগভাব চৈতন্যভিন্ন জড়ের দ্বারা অনুভূত হয়, ইহা

যুক্তিযুক্ত হয় না, কেননা, যাহা জড় তাহার অনুভবকর্তা হওয়া অসম্ভব। আবার প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ চৈতন্যই অনুভব করে বলিলে, জিজ্ঞাস্য অন্য চৈতন্য তাহা অনুভব করে অথবা যে চৈতন্যের প্রাগভাব, সেই আপনার দ্বারাই আপনার প্রাগভাব অনুভব করে? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্প টিকে না, কেননা, অদ্বৈতবাদে দ্বিতীয় চৈতন্যের অভাব। আবার দ্বিতীয় চৈতন্য স্বীকার করিলেও, চৈতন্য হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার—যে অভাবের, এইরূপ অভাব চৈতন্যের গ্রহণ বিনা গৃহীত অর্থাৎ বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতে পারে না, কেননা, নিয়মই রহিয়াছে প্রতিযোগীর অর্থাৎ যাহার অভাব, তাহার প্রতীতি না হইলে, তদভাবের প্রতীতি হয় না। এই কারণে চৈতন্যরূপ প্রতিযোগীর প্রতীতি বিনা, চৈতন্যের অভাবের প্রতীতি সম্ভব হয় না। আবার চৈতন্যের গ্রহণ বা প্রতীতি হয় মানিলে, চৈতন্য ঘটাদির ন্যায় জড় হইয়া পড়ে। আর চৈতন্য আপনিই আপনার প্রাগভাব অনুভব করে—এই দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না; কেননা, আপনার অভাবকালে আপনি অবিদ্যমান বলিয়া আপনার দ্বারা আপনার অভাব অনুভূত হইতে পারে না।

(শঙ্কা) ভাল, চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভূত হয় না বলিয়া চৈতন্য যেমন নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, সেইরূপ দ্বৈতও নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, কেননা, দ্বৈত বলিতে প্রমাতা প্রভৃতি অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়রূপ ভেদ বুঝায়; সেই প্রমাত্রাদিরূপ দ্বৈতের পক্ষে নিজেই নিজের অভাব অনুভব করা অসাধ্য, আর সেই দ্বৈতের প্রাগভাবের অন্য অনুভবকর্তা নাই, সুতরাং দ্বৈতও নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (সমাধান)—দ্বৈতের প্রাগভাবের অন্য অনুভবকর্তা নাই, এই কথাই অসিদ্ধ। এইরূপে উহার পরিহার করিতেছেন:—'দ্বৈতের প্রাগভাব ত' চৈতন্যের দ্বারা অনুভূত হয়'। তাৎপর্য্য এই—জাগ্রদাদি দ্বৈতের অভাব সুষুপ্তিকালে সাক্ষিকর্ত্তৃক অনুভূত হয় বলিয়া এবং [তমসঃ সাক্ষী সর্ব্বস্য সাক্ষী—নৃসিংহ, উ, তা, ২•]—'যিনি অজ্ঞানের সাক্ষী তিনি সকলেরই সমস্ত দ্বৈতেরই সাক্ষী' এইরূপ শ্রুতিবচন রহিয়াছে বলিয়া, দ্বৈতের প্রাগভাব নিঃসাক্ষিক নহে। ২৫৪

'যাহাই প্রাগভাববিশিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যরচনারূপ, তাহাই মিথ্যা'—মিথ্যাত্বের এই লক্ষণ এইরূপে সিদ্ধ হওয়াতে, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল, ইহাই বলিতেছেন:—

(খ) দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-সিদ্ধি।

প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
তথাপি রচনাঽচিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥২৫৫

অন্বয়—প্রাগভাবযুতম্ দ্বৈতম্ ঘটাদিবৎ রচ্যতে হি, তথা অপি রচনা অচিন্ত্যা, তেন ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা।

• সম্পূর্ণ পাঠ—তত্ বা এতত্ আত্মানং জাগ্রতি অস্বপ্নম্ অসুপ্তম্, স্বপ্নে অজাগ্রতম্ অসুপ্তম্, সুষুপ্তে অজাগ্রতম্ অস্বপ্নম্, তুরীয়ে অজাগ্রতম্ অস্বপ্নম্ অসুষুপ্তম্ অব্যভিচারিণং নিত্যানন্দসদেকরসং হি এবং চক্ষুষো দ্রষ্টা, বাচো দ্রষ্টা, মনসো দ্রষ্টা, বুদ্ধের্দ্রষ্টা, প্রাণস্য দ্রষ্টা, তমসো দ্রষ্টা, সর্বস্য দ্রষ্টা, ততঃ সর্বস্মাৎ অন্যোঽস্য ন কঃ বিলক্ষণঃ চক্ষুষঃ সাক্ষী, শ্রোত্রস্য সাক্ষী, বাচঃ সাক্ষী, মনসঃ সাক্ষী, বুদ্ধেঃ সাক্ষী, প্রাণস্য সাক্ষী, তমসঃ সাক্ষী, সর্বস্য সাক্ষী • • •।

অনুবাদ—প্রাগভাববিশিষ্ট জগদ্রূপ যে দ্বৈত, তাহা ঘটাদির মতই রচিত হইয়া থাকে। আর সেই দ্বৈতের রচনাও অচিন্ত্য ; সেইহেতু এই জগদ্রূপ দ্বৈত মিথ্যা ; দৃষ্টান্ত—ইন্দ্রজাল যেমন মিথ্যা, সেইরূপ।

টীকা—উক্ত লক্ষণে "প্রাগভাববিশিষ্ট" এই যে বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হেতুগর্ভিত বিশেষণ। দ্বৈত প্রাগভাববিশিষ্ট বলিয়া ঘটাদির ন্যায়ই রচনাসাপেক্ষ, আবার রচনাসাপেক্ষ হইয়া দ্বৈতের রচনা অচিন্ত্য। সেই রচনাসাপেক্ষতাবিশিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যরচনা-রূপতারূপ হেতুবশতঃ ইন্দ্রজাল-রচিত রাজপ্রাসাদের ন্যায় দ্বৈত মিথ্যা, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৫৫

প্রথমতঃ চৈতন্য স্বপ্রকাশ বলিয়া নিত্য এবং অপরোক্ষরূপে ভাসমান ; তাহার পর সেই চৈতন্যব্যতিরিক্ত জগতের মিথ্যাত্ব সেই চৈতন্যদ্বারাই অনুভূত হয়—ইহা পূর্ব্বগত চৌদ্দটি শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। ইহার উপরেও বাদী যদি বলেন যে, অদ্বৈত অপরোক্ষ নহে, তাহা হইলে বাদীর সেই উক্তি ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই বলিতেছেন :—

ট) অদ্বৈতের অপরো-ক্ষতার অস্বীকারে ব্যাঘাতদোষ।

চিৎ প্রত্যক্ষা ততোঽন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে।
নাদ্বৈতমপরোক্ষং চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ? ॥ ২৫৬

অন্বয়—চিৎ প্রত্যক্ষা ; ততঃ অন্যস্য মিথ্যাত্বম্ অনুভূয়তে চ ; অদ্বৈতম্ চ অপরোক্ষম্ ন—ইতি এতৎ কথম্ ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—চৈতন্য অপরোক্ষ বস্তু ; আর সেই চৈতন্যভিন্ন যে দ্বৈত, তাহার মিথ্যাত্ব যদি অনুভবগোচর বলিয়া সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অদ্বৈতবস্তু অপরোক্ষ নহে—এইরূপ উক্তি কেন ব্যাঘাতদোষ-দুষ্ট হইবে না ?

টীকা—শ্লোকে যে 'চ' শব্দ রহিয়াছে তাহা ২৪২ শ্লোকোক্ত, 'কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে সদাই ভাসমান'—এই যুক্তির সহিত সমুচ্চয় বা সম্মেলনের জন্য। শেষচরণদ্বয়ের শব্দযোজনা অন্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৪২ শ্লোকে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে—যে অদ্বৈত অপরোক্ষ নহে—এই আপত্তি কেন ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইবে না ? ইহা অবশ্যই ব্যাঘাতদোষযুক্ত, ইহাই অভিপ্রায়। ২৫৬

(এক্ষণে বাদী সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই পূর্ব্বগত পনেরটি শ্লোকোক্ত) বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও কোন কোন লোকের ইহাতে বিশ্বাস হয় না কেন ?

(ঠ) বেদান্ত তাৎপর্য্য জানিয়াও কাহার কাহার সংশয়নিবৃত্তি হয় না কেন ?

ইত্থং জ্ঞাত্বাপ্যসন্তুষ্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্য্যতাম্।
চার্ব্বাকাদেঃ প্রবুদ্ধস্যাপ্যাত্মা দেহঃ কুতো বদ ॥ ২৫৭

অন্বয়—(বাদী)—ইত্থম্ জ্ঞাত্বা অপি কেচিৎ অসন্তুষ্টাঃ কুতঃ ? ইতি ঈর্য্যতাম্। (সিদ্ধান্তী)—প্রবুদ্ধস্য চার্ব্বাকাদেঃ অপি দেহঃ আত্মা কুতঃ বদ।

অনুবাদ—(বাদী কহিতেছেন) এই প্রকার অর্থাৎ বর্ণিত বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও

কেহ কেহ কেন অসন্তুষ্ট? (অর্থাৎ বিশ্বাসবিহীন থাকিয়া যায়?) আপনি ইহা বলুন। (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তুমি ত' আগে বল, চার্ব্বাকাদি যুক্তিতর্কনিপুণ হইয়াও কেন স্থূলদেহকে আত্মা বলিয়া মানে?

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাহেন যে, তাহারা সম্যগ্‌বিচারশূন্য বলিয়া বিশ্বাসবিহীন থাকিয়া যায়; এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিদ্বারা (১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ ৪।৩২ টীকা, এবং ২য় খণ্ড ১২৩ পৃঃ ৬।২৩০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য) বাদীর প্রশ্নে বাধা দিতেছেন :—'ভাল, তুমি ত' আগে বল—ইত্যাদি'। 'চার্ব্বাকাদি' এই শব্দদ্বারা 'পামরদিগকে' (পৃ ১১৭ টীকা দ্রষ্টব্য) বুঝান হইতেছে। 'প্রবুদ্ধ'শব্দে বিকল্প করিতে ও খণ্ডন করিতে কুশল চার্ব্বাকাদিকে বুঝিতে হইবে। তাহারা দেহে কেন আত্মবুদ্ধি করে তাহা তুমি আমাকে বল। ২৫৭

এক্ষণে বাদী উক্ত প্রতিবন্দি হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার সম্ভাবিত উত্তর সূচনা করিতেছেন :—

সম্যগ্‌বিচারো নাস্ত্যস্য ধীদোষাদিতি চেত্তথা।
অসন্তুষ্টাস্তু শাস্ত্রার্থং ন ত্বৈক্ষন্ত বিশেষতঃ ॥ ২৫৮

অন্বয়—অস্য ধীদোষাৎ সম্যক্ বিচারঃ ন অস্তি ইতি চেৎ—(বাদীর আপত্তি) : (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তথা অসন্তুষ্টাঃ তু (ধীদোষাৎ) বিশেষতঃ শাস্ত্রার্থম্ ন তু ঐক্ষন্ত।

অনুবাদ—'এই চার্ব্বাকাদির বুদ্ধিদোষবশতঃ সম্যগ্‌বিচার সম্ভবে না', এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে বলি, তাহারা সেইরূপেই সংশয়গ্রস্ত থাকিয়া, বুদ্ধিদোষবশতঃ বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থবিচার করিয়া নিঃসন্দেহ হয় নাই।

টীকা—বাদীর সূচিত উত্তর শুনিয়া সিদ্ধান্তী কলহ পরিত্যাগ করিয়া তাহারই উত্তরের সাহায্যে সমাধান করিতেছেন—'তাহা হইলে বলি, তাহারা সেইরূপেই' ইত্যাদি। শ্লোকের শেষার্দ্ধে, পূর্ব্বার্দ্ধের "ধীদোষাৎ"—বুদ্ধিদোষবশতঃ এই পদের সম্বন্ধ আনিয়া অর্থ করিতে হইবে। "ন তু"—এই 'তু' শব্দ নিশ্চয়বাচক 'এব' ও 'হি' শব্দের পর্য্যায়শব্দ। ২৫৮

তত্ত্বজ্ঞানের ফল

১। তত্ত্বজ্ঞানফলপ্রতিপাদক শ্রুতির ব্যাখ্যা।

এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিচারদ্বারা, সেই বিচারজন্য তত্ত্বজ্ঞানফলের বিচার করিবার উদ্দেশ্যে সেই ফলপ্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন (৬।১৪) পাঠ করিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানফলপ্রতিপাদক শ্রুতি ও তাহার অর্থে বিদ্বানদিগের শঙ্কা ও সমাধান

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
ইতি শ্রৌতং ফলং দৃষ্টং নেতি চেদ্দৃষ্টমেব তৎ ॥ ২৫৯

অন্বয়—'অস্য হৃদিশ্রিতাঃ যে কামাঃ, (তে) সর্ব্বে যদা প্রমুচ্যন্তে', ইতি ফলম্ শ্রৌতম্, দৃষ্টম্ ন ইতি চেৎ, তৎ দৃষ্টম্ এব।

অনুবাদ—যে সমস্ত কাম বা কামনা এই মুমুক্ষুপুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সমুদয় কাম যখন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়, (তখন সেই পুরুষ, মর্ত্ত্য—মরণশীল হইয়াও অমরত্ব লাভ করেন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করেন)—ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ ফল, উক্ত কঠ-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, সেই ফল, শ্রুতিমুখে শুনা যায় মাত্র, তাহা দৃষ্ট নহে, তবে বলি এইরূপ বলিতে পার না ; সেই শ্রুত্যুক্ত ফল দৃষ্টই (বিদ্বজ্জনের অনুভূত)।

টীকা—[যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥] এইটি সমগ্র শ্রুতিবচন; পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র মূল শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—"অস্য"—এই মুমুক্ষুর, "হৃদিশ্রিতাঃ যে কামাঃ (সন্তি)"—বুদ্ধিনিষ্ঠ যে সকল কামনা অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাসমূলক ইচ্ছাদি থাকে, "(তে) সর্ব্বে যদা প্রমুচ্যন্তে"—সেই সমস্ত যখন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অধ্যাসনিবৃত্তি হইলে, নিবৃত্ত হয় ; "অথ"—তৎকালেই, "মর্ত্ত্যঃ"—পূর্ব্বে দেহের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ মরণস্বভাব পুরুষ, "অমৃতঃ (ভবতি)"—অধ্যাসের অভাববশতঃ মরণ-রহিত হইয়া যান। সেইরূপ অমৃত হইবার হেতু বলিতেছেন—"অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"—এই দেহেই সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হন—ব্রহ্মভাব আস্বাদন করেন। ইহাই উক্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ। ইহা শুনিয়া বাদী শঙ্কা করিতেছেন—ভাল, শ্রুতি যে কামনিবৃত্তিপ্রভৃতিরূপ তত্ত্বজ্ঞানফল প্রতিপাদন করিলেন, তাহা ত' অনুভবসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা শাব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধমাত্র। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের (অর্থাৎ কঠ উ, ৩।১৫) তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সেই শ্রুতিবচনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের ফলের দৃষ্টরূপতা সিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তবে বলি এইরূপ বলিতে পার না, সেই শ্রুত্যুক্ত ফল দৃষ্টই"। ২৫৯

জ্ঞানের সেই কামনিবৃত্তিরূপ ফলের 'দৃষ্টতা' পরিস্ফুট করিবার জন্য পূর্ব্বশ্লোকোক্ত শ্রুতি-বচনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বচনের উল্লেখ করিয়া তাহার অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুত্যর্থদ্বারা পূর্ব্বগত শ্লোকোক্ত (কামরূপ-গ্রন্থিভেদফলের) দৃষ্টরূপতার স্পষ্টীকরণ।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থয়স্ত্বিতি।
কামা গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ॥ ২৬০

অন্বয়—'যদা সর্ব্বে হৃদয়গ্রন্থয়ঃ তু প্রভিদ্যন্তে' ইতি বাক্যশেষতঃ কামাঃ গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতাঃ।

অনুবাদ—"যখন সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, 'ভেদ' অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়"—পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যের অঙ্গীভূত এই বাক্যের দ্বারা, 'কামই' হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা—এই বাক্যশেষদ্বারা, কামপ্রমুক্তি বা কামনানিবৃত্তিই "গ্রন্থিভেদ"পদের অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হওয়াতে এবং অহঙ্কার ও চিদাত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাসনিবৃত্তিরূপ যে গ্রন্থিভেদ, তাহা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া, কামনিবৃত্তিরূপ শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানফল অপ্রত্যক্ষ নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। "বাক্যশেষতঃ"* —পূর্ব্বগত শ্রুতিবচনের অঙ্গীভূত এই শ্রুতিবচনদ্বারা। ২৬০

(শঙ্কা) ভাল, লোকসমাজে 'কাম'শব্দে বিবিধ প্রকার ইচ্ছা বুঝায়। এইহেতু সেই 'কাম'শব্দে শ্রুতি কি প্রকারে 'গ্রন্থি' বুঝাইলেন? এই আশঙ্কা উঠিতেছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অধ্যাস যাহার মূল এইরূপ ইচ্ছাবিশেষ 'কাম' শব্দের বাচ্যার্থ; ইচ্ছামাত্রই কামশব্দের বাচ্যার্থ নহে :—

(গ) কামশব্দের অর্থ।

অহঙ্কারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ।
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥২৬১

অন্বয়—অহঙ্কারচিদাত্মানৌ অবিবেকতঃ একীকৃত্য 'মে ইদম্ স্যাৎ, মে ইদম্ স্যাৎ' ইতি ইচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চিদাত্মাকে এক বলিয়া জানিলে, 'ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক' এই প্রকার ইচ্ছাই কামশব্দের বাচ্যার্থ। এই কারণেই কঠোপনিষদে 'কাম' গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২৬১

(শঙ্কা) ভাল, অধ্যাসমূলক কামই যদি পরিত্যাজ্য হইল তাহা হইলে যে কামের মূলে অধ্যাস নাই, সেই অপর প্রকার কামকে ত' অঙ্গীকার করা যাইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, (সমাধান) যেহেতু কোনও বাধক নাই, সেইহেতু অধ্যাসরহিত অর্থাৎ আভাসরূপ কাম অঙ্গীকার করা যাইতে পারে :—

(ঘ) যাহাতে অধ্যাস নাই, সেই কামরূপ ইচ্ছা স্বীকার্য।

অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যন্নহংকৃতিম্।
ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তূনি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ ॥২৬২

অন্বয়—(অহঙ্কারে) চিদাত্মানম্ অপ্রবেশ্য অহঙ্কৃতিম্ পৃথক্ পশ্যন্ কোটিবস্তূনি ইচ্ছন্ তু গ্রন্থিভেদতঃ বাধঃ ন (স্যাৎ)।

অনুবাদ—অহঙ্কারে চিদাত্মাকে প্রবেশ না করাইয়া অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত অহঙ্কারের অভেদবুদ্ধি না করিয়া—অহঙ্কারকে চিদাত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া,

* কঠশ্রুতিবচনের (৬।১৪) অর্থ ২২৯ শ্লোকের অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে 'সেই মনুষ্য কাম যখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বিমুক্ত হইয়া যায়'। এখন প্রশ্ন হইতেছে—সেই কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন? তদুত্তরে পরবর্তী কঠ-বাক্যে (৬।১৫) উক্ত হইয়াছে—এই মনুষ্যদেহেই যখন সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি অহংকার ও চিদাত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস, 'ভিন্ন' অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্য, অমৃতত্ব লাভ করে, এই পর্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ। এইহেতু এই বাক্যটি পূর্ববাক্যের অঙ্গভূত বা 'বাক্যশেষ'।

কোটিবস্তুর ইচ্ছা করিলেও, জ্ঞানপরিপাকে গ্রন্থিভেদ হইয়াছে বলিয়া সাক্ষী আত্মার অর্থাৎ জ্ঞানরূপ মোক্ষের বাধা হয় না।

টীকা—'অহঙ্কারে চিদাত্মাকে প্রবেশ না করাইয়া' অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাসদ্বারা চৈতন্যে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব না করাইয়া,—ইহাই অর্থ। এই স্থলে যে তত্ত্বটি লক্ষিত হইতেছে তাহা ভারতীতীর্থ স্ব-রচিত "দৃগ্দৃশ্যবিবেকের" অষ্টম শ্লোকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—অহঙ্কারস্য তাদাত্ম্যং চিচ্ছায়াদেহসাক্ষিভিঃ। সহজং কর্ম্মজং ভ্রান্তিজন্যঞ্চ ত্রিবিধং ক্রমাৎ॥—চিদাভাসের ও অহঙ্কারের যে তাদাত্ম্য বা সম্বন্ধ, তাহা উক্ত দুই সম্বন্ধীর উৎপত্তিকালেই উহাদের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইহেতু উহাকে 'সহজ' বলা হইয়াছে। আর অহঙ্কার ও দেহের যে সম্বন্ধ, তাহা যে সকল কর্ম্ম জাগ্রৎকালীন ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মহেতুই জন্মিয়া থাকে; ইহা অন্বয়ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বুঝা যায় অর্থাৎ জাগ্রৎকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কর্ম্ম থাকিলেই অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে এবং সুষুপ্তিকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কর্ম্ম না থাকায় অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে না। এইহেতু সেই সম্বন্ধকে 'কর্ম্মজ' বলে। অহঙ্কার ও সাক্ষীর যে সম্বন্ধ তাহা অনাদি অনির্ব্বচনীয় ভ্রান্তিহেতুই জন্মিয়া থাকে; এইহেতু তাহাকে 'ভ্রান্তিজন্য' বলা হইয়াছে। এস্থলে অধিষ্ঠানের স্বরূপ না জানাকেই ভ্রান্তি বলা হইয়াছে। (উক্ত শ্লোকের সবিশেষ ব্যাখ্যা 'নগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত "দৃগ্দৃশ্যবিবেক" গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) অহঙ্কারের সেই ত্রিবিধ তাদাত্ম্যের মধ্যে সহজ ও কর্ম্মজ তাদাত্ম্য জ্ঞানীতেও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানীর অজ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ ভ্রমজনিত তাদাত্ম্য ঘটে না। এইহেতু অহঙ্কারের ধর্ম্ম আভাসরূপ ইচ্ছাদিদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানীর স্বরূপের অর্থাৎ সাক্ষীর বাধ হয় না। ২৬২

ভাল, অধ্যাসের অভাব হইলে, কামের ত' আর উদয় হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রারব্ধবশে কামের উৎপত্তি সম্ভব হইবে :—

(৬) অধ্যাস বিনা প্রারব্ধবশেও কাম সম্ভব।

গ্রন্থিভেদেঽপি সম্ভাব্যা ইচ্ছাঃ প্রারব্ধদোষতঃ।
বুদ্ধ্বাপি পাপবাহুল্যাদসন্তোষো যথা তব॥ ২৬৩

অন্বয়—গ্রন্থিভেদে অপি প্রারব্ধদোষতঃ ইচ্ছাঃ সম্ভাব্যাঃ যথা বুদ্ধ্বা অপি পাপবাহুল্যাৎ তব অসন্তোষঃ।

অনুবাদ ও টীকা—গ্রন্থিভেদ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মদোষে ইচ্ছাদির উদয় হইতে পারে; (তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন)—যেমন অদ্বৈততত্ত্বের বোধ হইলেও পাপের আধিক্যবশতঃ তোমার সন্তোষ জন্মে নাই, সেইরূপ। ২৬৩

অধ্যাস না থাকিলে অহঙ্কারগত চিদাভাসস্থিত ইচ্ছাদি যে বাধক হইতে পারে না, তাহা দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিশদ করিতেছেন :—

(চ) অধ্যাসরহিত ইচ্ছাদি বাধক নহে ; দুইটি দৃষ্টান্ত।

অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈর্দেহব্যাধ্যাদিভিস্তথা।
বৃক্ষাদিজন্মনাশৈর্বা চিদ্রূপাত্মনি কিং ভবেৎ॥২৬৪

অন্বয়—দেহব্যাধ্যাদিভিঃ বা বৃক্ষাদিজন্মনাশৈঃ তথা অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈঃ চিদ্রূপাত্মনি কিম্ ভবেৎ ?

অনুবাদ—যেমন দেহের ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অথবা বৃক্ষাদির জন্মনাশদ্বারা চিদ্রূপ আত্মার কোনও বাধ বা খেদ উপস্থিত হয় না, সেইপ্রকার অহঙ্কার-প্রতিবিম্বিত চিদাভাসগত ইচ্ছাদির দ্বারা কূটস্থ চিদ্রূপ আত্মার কি হইবে ? কিছুই হইবে না।

টীকা—যেমন দেহগত রোগাদি ধর্ম্মের দ্বারা অহঙ্কার-সাক্ষী আত্মার বাধ হয় না, কেননা, আত্মা দেহের সহিত সম্বন্ধরহিত, কিম্বা যেমন বৃক্ষাদিগত জন্মাদিদ্বারা, দেহ ও অহঙ্কারের সাক্ষীর বাধা হয় না, সেই প্রকার অধ্যাসের নিবৃত্তি হইলে, অহঙ্কারে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসগত ইচ্ছাদি ধর্ম্মদ্বারাও, সাক্ষী বা কূটস্থ আত্মার বাধা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৬৪

(শঙ্কা) ভাল, চিদাত্মার অসঙ্গতা ত' একরূপ অর্থাৎ তিন কালেই সমান ; সেইহেতু, গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও ত' আত্মার কামাদিজনিত বাধা থাকে না। পূর্ব্বপক্ষী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ছ) গ্রন্থিভেদের অর্থ।

গ্রন্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেত্তন্ন বিস্মর।
অয়মেব গ্রন্থিভেদস্তব তেন কৃতী ভবান্॥ ২৬৫

অন্বয়—গ্রন্থিভেদাৎ পুরা অপি এবম্ ইতি চেৎ, তৎ ন বিস্মর ; অয়ম্ এব তব গ্রন্থিভেদঃ, তেন ভবান্ কৃতী (স্যাৎ)।

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা) গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও ত' আত্মার কামাদিজনিত বাধাভাব (এইরূপ ত' জানাই আছে)। (উত্তর) সেই জ্ঞানটিকে ভুলিতে নাই। ইহাই তোমার সেই গ্রন্থিভেদ ; ইহার দ্বারাই তুমি কৃতার্থ হইবে।

টীকা—গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও অহঙ্কারগত কামাদির দ্বারা, সদা অসঙ্গ আত্মার বাধ বা খেদ হয় না। এই প্রকার জ্ঞানকেই আমরা গ্রন্থিভেদ বলিয়াছি। এইহেতু তোমার এই প্রশ্ন আমাদের অনুকূলই বটে, ইহাই বলিতেছেন—"সেই জ্ঞানটিকে ভুলিতে নাই", ইত্যাদি। ২৬৫

গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও কামাদিদ্বারা আত্মার বাধ বা খেদ হয় না—এই প্রকার জ্ঞানের অভাবই গ্রন্থি : এই কথা বলিতেছেন :—

(জ) গ্রন্থি নিবৃত্ত হইলেই জ্ঞানী, না হইলেই অজ্ঞানী—এইমাত্র ভেদ।

নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেৎ সোঽয়ং গ্রন্থির্ন চাপরঃ।
গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ॥২৬৬

অন্বয়—(পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা) মূঢ়াঃ এবম্ ন জানন্তি (ইতি) চেৎ, সঃ অয়ম্ গ্রন্থিঃ, চ অপরঃ ন; গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ মূঢ়বুদ্ধয়োঃ বৈষম্যম্।

অনুবাদ—যদি বল মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহা ত' জানে না ; তবে বলি তাহাই এই হৃদয়গ্রন্থি ; তাহা অন্য কিছু নহে। কেবল গ্রন্থি ও তাহার নাশদ্বারাই যথাক্রমে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর প্রভেদ জানা যায়।

টীকা—ভাল, জ্ঞানীরও ইচ্ছাদি থাকে, ইহা মানিলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ কি লইয়া ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—গ্রন্থিভেদ বিনা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর অন্য বৈলক্ষণ্য নাই—'কেবল গ্রন্থি ও তাহার নাশদ্বারাই', ইত্যাদি। ২৬৬

গ্রন্থিভেদ বিনা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বৈলক্ষণ্যের অন্য কারণ নাই, এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

(খ) গ্রন্থিভেদ ভিন্ন জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ভেদের অন্য কারণ নাই।

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমস্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ॥ ২৬৭

অন্বয়—দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা অজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ কিঞ্চিৎ অপি বৈষম্যম্ ন অস্তি।

অনুবাদ ও টীকা—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদের প্রবৃত্তিবিষয়ে বা নিবৃত্তিবিষয়ে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ২৬৭

দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথার সমর্থন করিতেছেন :—

ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োর্বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা।
নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোঽয়ং ন্যায়োঽত্র যোজ্যতাম্॥২৬৮

অন্বয়—ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োঃ বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা (ভবতি); আহারাদৌ ভেদঃ ন অস্তি। সঃ অয়ম্ ন্যায়ঃ অত্র যোজ্যতাম্।

অনুবাদ—ব্রাত্য (বা অকৃতযজ্ঞোপবীত-সংস্কার ত্রৈবর্ণিক) এবং শ্রোত্রিয় (বা কৃতসংস্কার, অধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্কর্ম্মরত ব্রাহ্মণাদি) এই উভয়ের মধ্যে বেদপাঠ ও তদভাব লইয়াই ভেদ; আহারাদি লইয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। সেই দৃষ্টান্ত এই স্থলে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে লাগাইয়া বুঝিয়া লও।

(অনুবাদকের) টীকা—মনুসংহিতার (২।৩৮,৩৯) 'ব্রাত্যের' সংজ্ঞা এইরূপ বর্ণিত আছে "আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে। আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥ অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥"—ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের গর্ভচতুর্ব্বিংশ পর্য্যন্ত সাবিত্রী অর্থাৎ

উপনয়ন অতিক্রান্তকাল হয় না। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎকাল পর্য্যন্তও সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে ইহারা উপনয়নভ্রষ্ট হইয়া সাধুগণসমাজে নিন্দনীয় হয়। আর পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে, ১১৬ অধ্যায়ে—"শ্রোত্রিয়"-সংজ্ঞা এইরূপ কথিত হইয়াছে :—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি।"—ব্রাহ্মণ পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে, (দশবিধ) সংস্কারলাভহেতু তাঁহাকেই দ্বিজ বলা যায়; বেদাভ্যাসী হইলে তাঁহাকে বিপ্র বলা হয়, এবং উক্তরূপ জন্ম হইলে এবং উক্তরূপ সংস্কার ও বেদাভ্যাস থাকিলে ধর্ম্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'শ্রোত্রিয়' বলেন। "দানকমলাকরে"—'শ্রোত্রিয়' এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন :—"একশাখাং সকলাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥" —সমগ্র বেদ কিম্বা একটিমাত্র শাখা, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মনিরত থাকিলে তিনি শ্রোত্রিয়, তিনি ধর্ম্মবিৎ॥ ইহা মনু ও মার্কণ্ডেয়ের অভিমত। ২৬৮

জ্ঞানীর গ্রন্থিরাহিত্যবিষয়ে গীতাবাক্য (১৪।২২-২৩) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ঞ) জ্ঞানীর গ্রন্থিরাহিত্য-বিষয়ে গীতাবাক্যের সমর্থনা।

ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে॥ ২৬৯

অন্বয়—সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি, উদাসীনবৎ আসীনঃ ইতি গ্রন্থিভিদা উচ্যতে।

অনুবাদ—জ্ঞানী, আপনা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত কার্য্যের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত কার্য্যেরও প্রতি সুখবুদ্ধিবশতঃ অভিলাষ করেন না কিন্তু উদাসীনের মত অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করেন। ইহাকেই 'গ্রন্থিভেদ' বলে।

টীকা—"সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি"—উপস্থিত দুঃখের প্রতি দ্বেষ করেন না, কিম্বা "নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি"—নিবৃত্ত সুখের প্রতি অভিলাষও করেন না, কিন্তু "উদাসীনবৎ"—উদাসীনের ন্যায়, "আসীনঃ"—সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন; ইহাই "গ্রন্থিভিদা"—গ্রন্থির বিনাশ। ২৬৯

(শঙ্কা) ভাল, এই গীতাবাক্যটির এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে যে, জ্ঞানীকে উদাসীন হইয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ ইহা জ্ঞানিপক্ষে ঔদাসীন্যের বিধি (ইষ্টসাধনতাবোধক পুরুষ-প্রবর্ত্তক বাক্য) ইহা ত' গ্রন্থিভেদের প্রমাণ নহে—এইরূপ আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ট) গীতাবাক্যের অর্থ লইয়া শঙ্কা ও সমাধান।

ঔদাসীন্যং বিধেয়ঞ্চেদ্বচ্ছব্দব্যর্থতা তদা।
ন শক্তা অস্য দেহাদ্যা ইতি চেদ্রোগ এব সঃ॥ ২৭০

অন্বয়—ঔদাসীন্যম্ বিধেয়ম্ চেৎ তদা ('বৎ'-শব্দ) বচ্ছব্দব্যর্থতা। 'অস্য দেহাদ্যাঃ শক্তাঃ ন ইতি চেৎ, সঃ রোগঃ এব।

অনুবাদ—'(জ্ঞানিগণের জন্য সমস্ত কর্ম্মে) ঔদাসীন্য বিধান করাই এই গীতাবাক্যের উদ্দেশ্য' যদি এইরূপ বল তবে বলি 'তাহা হইলে "উদাসীনবৎ"—এই

'বৎ'-শব্দের অর্থাৎ বতিচ্ প্রত্যয়ের (সার্থকতা থাকে না), অর্থ নিষ্ফল হইয়া যায়।' তাহার পরেও যদি বল যে জ্ঞানীর দেহাদি, কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, তবে বলি, তাহাকে ঔদাসীন্য বলা যায় না, তাহাকে 'রোগ' বলিতে হয়।

টীকা—(বাদী শঙ্কা করিতেছেন) ভাল, জ্ঞানীর কার্য্যে অপ্রবৃত্তি গ্রন্থিভেদবশতঃ নহে, দেহাদির অক্ষমতাবশতঃ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী উপহাস করিয়া বলিতেছেন "তবে বলি" ইত্যাদি। ২৭০

(বাদী) ভাল, তত্ত্ববোধকেই রোগ মানা যাউক না কেন? তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তত্ত্ববোধং ক্ষয়ং ব্যাধিং মন্যন্তে যে মহাধিয়ঃ।
তেষাং প্রজ্ঞাতিবিশদা কিং তেষাং দুঃশকং বদ ॥ ২৭১

অন্বয়—যে মহাধিয়ঃ তত্ত্ববোধম্ ক্ষয়ম্ ব্যাধিম্ মন্যন্তে, তেষাম্ প্রজ্ঞা অতিবিশদা; তেষাম্ কিম্ দুঃশকম্ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—যে মহাবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষয়রোগ মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অতি নির্ম্মল! তাঁহাদের অসাধ্য কি আছে? বল। (অভিপ্রায় এই—যাহারা এইরূপ মনে করে, তাহারা মহামূর্খ)। ২৭১

(বাদী) ভাল, উক্তরূপ পরিহাস এস্থলে ত' "অকাণ্ডে তাণ্ডব" হইল, অর্থাৎ অনবসরে হইল। উহা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা, জ্ঞানিগণের যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকে না, একথা পুরাণসিদ্ধ :—

ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেতি চেত্বদা।
জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রৌষীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৭২

অন্বয়—ভরতাদেঃ অপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তা ইতি চেৎ? তদা জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিম্ বিন্দন্ ইতি শ্রুতিম্ কিম্ ন অশ্রৌষীঃ?

অনুবাদ—'ভাল, জড়ভরতাদির ঔদাসীন্য বা অপ্রবৃত্তি ভাগবতাদি পুরাণে ত' বর্ণিত আছে', যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—"জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, রতিলাভ করিতে করিতে" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন তুমি কি শুন নাই?

টীকা—[(স উত্তমপুরুষঃ) স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং সঃ—ছান্দোগ্য উ, ৮।১২।৩]—উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া হাস্য করত, ক্রীড়া করত, ব্রহ্মলোকাদিগত মনোময় স্ত্রীগণের সহিত, অথবা অশ্বাদিযানের সহিত, অথবা বন্ধুগণের সহিত (মনে মনে) আমোদ উপভোগ করত, আত্মসন্নিহিত (অথবা জনসন্নিহিত) এই শরীরকে স্মরণ না

করিয়া অবস্থান করেন। এই শ্রুতিবচন তুমি কি শুন নাই ? ইহাই অর্থ। জক্ষ ধাতুর ভক্ষণ ও হসন অর্থে প্রয়োগ হয়। (জক্ষ ধাতুর অভ্যস্ত সংজ্ঞা হয় বলিয়া শতৃপ্রত্যয়ে নুমাগম হইল না; 'জক্ষন্' না হইয়া জক্ষৎ হইল।) "জক্ষৎ"—ভোজন করিতে করিতে, "ক্রীড়ন্"—স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে করিতে, "রতিম্ বিন্দন্"—স্ত্রীপ্রভৃতিদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, "উপজনম্"—জন সমীপে বর্ত্তমান নিজ শরীরকে জ্ঞানী স্মরণ না করিয়া; ইহাই অর্থ। মূলশ্লোকে "রতিং বিন্দন্'' (রতি লাভ করিয়া) এই যে পদদ্বয় রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত শ্রুতিবচনগত "রমমাণঃ'' এই পদের ব্যাখ্যারূপ। গ্রন্থকর্ত্তা বিদ্যারণ্য মুনি স্বয়ং 'অনুভূতিপ্রকাশে'র পঞ্চমাধ্যায়ে ৬৮ হইতে ৮২ শ্লোকে এই শ্রুতিবচনের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—তত্ত্ববিৎ কখনও স্বর্গপতি, ভূপতি প্রভৃতিরূপ দেহে অবস্থান করিয়া, বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিয়া বালকগণের সহিত হাস্য-কৌতুক করেন, কখন বা অঙ্গনাগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করেন ।৬৮। কোথাও বা অশ্বাদি যানে আরোহণ করিয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত আনন্দে বিহার করেন। কিন্তু জনসমীপস্থ এই নিজ শরীরকে কখনও স্মরণ করেন না ।৬৯। পূর্ব্বে ভ্রান্তিবশতঃ এই দেহের সহিত একীভূত হইয়া অর্থাৎ আপনাকে দেহ মনে করিয়া যে দুঃখ ভোগ করিতেন, বিচারপ্রভাবে সেই ভ্রম অপগত হওয়ায় এখন আর সেই দুঃখ অনুভব করেন না ।৭০। ইন্দ্র-দেহ, নৃপতি-দেহ প্রভৃতি দেহের সহিত পূর্ব্বেও তাদাত্ম্য ছিল না; এইহেতু এখনও তাঁহার দেহের সহিত তাদাত্ম্য-জনিত দুঃখের আশঙ্কা নাই।৭১। সাক্ষিরূপে তিনি সেই সেই দেহগত সমস্ত দুঃখ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানী আপনাকে সাক্ষী আত্মা মনে করিয়াই সেই সেই সুখের অভিমান করিয়া থাকেন। (সেই সেই সুখের দেহি-ভোক্তৃ বলিয়া তাঁহার অভিমান নাই)।৭২। জ্ঞানী এই সকল দেহে সাক্ষিরূপে দুঃখও দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখসকল মায়িক বলিয়া তিনি দুঃখসম্বন্ধে অভিমান গ্রহণ করেন না অর্থাৎ দুঃখসকলকে নিজের বলিয়া অনুভব করেন না ।৭৩। বিষয়সমুদ্ভব সমস্ত আনন্দই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণা বলিয়া তত্ত্ববিৎ সেই সেই আনন্দের পক্ষপাতী হন (অর্থাৎ বিষয়ানন্দকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিয়া বিষয়ের পক্ষপাতী হন না)।৭৪। [পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি—বৃহদা উ, ১।৫।২০]—(ভাষ্যানুবাদ) পরন্তু প্রাজাপত্য-পদে (হিরণ্যগর্ভের অধিকারে অবস্থিত) এই পুরুষে কেবল পুণ্যই আশ্রয় লাভ করে। (এখানে 'পুণ্য'শব্দে পুণ্যফলই বুঝিতে হইবে।) তিনি অত্যধিক পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন; সেইহেতু সেই পুণ্যফলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেবগণকে কখনও পাপ আশ্রয় করে না, অর্থাৎ দেবগণে পাপফল দুঃখ-সমুৎপত্তির অবসরই থাকে না, সুতরাং পাপফল দুঃখও তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে না—এইরূপ উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি সর্ব্বাত্মদর্শীর সুখের কথাই বলিয়া থাকেন।৭৫। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ—[যদ্ উ কিঞ্চ ইমাঃ প্রজাঃ শোচন্তি অমা এব আসাং তদ্ ভবতি]—এই প্রজাগণ (প্রাণিসমূহ) যে কিছু শোক করিয়া থাকে, তাহারা পরিচ্ছিন্নজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের সহিতই সেই শোকাদিজনিত দুঃখের সম্বন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর সহিত সম্বন্ধবোধই সেই শোকাদি দুঃখের কারণ, কিন্তু যিনি সর্ব্বাত্মা তাঁহার সম্বন্ধে কোন্ বস্তু কাহার সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে ?—উক্ত শ্রুতিবচনই পূর্ব্বার্দ্ধে এই কথাই বলিয়াছেন।৭৬। আমি সমস্ত

হইলেও আমাতে দেহাদিদোষের লেপ লাগে না, যেমন সূর্য্যজ্যোতিঃ চাণ্ডালাদি স্পর্শ করিলেও দূষিত হইয়া যায় না।৭৭। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী, তাহারা সকলে আমারই শরীর বুঝিয়াছি। সুতরাং অনুজীবদ্বারা কামক্রোধাদিদোষ আমাতে কি প্রকারে উৎপাদিত হইতে পারে? ।৭৮। এইরূপ ব্রহ্মানুভবকুশল আচার্য্য পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কেবল সুখই গ্রহণ করিতেন (এবং যাবতীয় দুঃখ মায়িক বলিয়া পরিহার করিতেন)। এবিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ৭৯। মধুকর বৃক্ষের পুষ্পরস বা মধুই গ্রহণ করিয়া থাকে (বৃক্ষের তিক্তকষায়াদি রস গ্রহণ করে না)। যতি গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষাই গ্রহণ করেন; কাহারও অশৌচ গ্রহণ করেন না।৮০। যদি বল, সুখের প্রতি পক্ষপাত মূর্খেরও আছে, তবে বলি সেই সুখকে 'প্রসিদ্ধ' অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুঃখরহিত করিবার জন্য মূর্খও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করুক।৮১। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে দেহের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব ও স্মরণ করিবে না। সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দুঃখ বিনষ্ট হইলে তদনন্তর সে সর্ব্বদাই অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভব করিতে থাকিবে। ৮২।২৭২

ভাল, তাহা হইলে আপনার পুরাণের গতি কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে—ঔদাসীন্য উপদেশ করা পুরাণেরও তাৎপর্য্য নহে কিন্তু প্রবৃত্তির অভাব উপদেশ করাই তাৎপর্য্য, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

ন হ্যাহারাদি সন্ত্যজ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ।
কাষ্ঠপাষাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে॥ ২৭৩

অন্বয়—ন হি ভরতাদ্যাঃ আহারাদি সন্ত্যজ্য কাষ্ঠপাষাণবৎ ক্বচিৎ স্থিতাঃ, কিন্তু সঙ্গভীতাঃ উদাসতে।

অনুবাদ ও টীকা—ভরতাদি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোথাও পাষাণাদির ন্যায় অবস্থান করেন নাই, কেবল সংসর্গদোষভয়ে ভীত হইয়া ঔদাসীন্য-ব্যবহার করিতেন। (বিষ্ণুভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে নবম ও দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ২৭৩

(শঙ্কা) ভাল, সঙ্গই বা কি হেতু পরিত্যাজ্য? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে।
তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্ব্বদা সুখমিচ্ছতা॥ ২৭৪

অন্বয়—হি (যতঃ) লোকে সঙ্গী বাধ্যতে, নিঃসঙ্গঃ সুখম্ অশ্নুতে, তেন সুখম্ ইচ্ছতা সঙ্গঃ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু সংসারে সংসর্গী ব্যক্তিই দুঃখ অনুভব করে এবং নিঃসঙ্গই সুখী হয়, সেই কারণে যিনি সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ২৭৪

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে মানসিক আসক্তিই পরিত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধ হইল; কিন্তু অন্তরে আসক্তিশূন্য, বাহিরে ব্যবহারপরায়ণ লোককে কেন সাধারণতঃ 'জ্ঞানহীন' ইত্যাদি বলা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যাহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝে না তাহারাই এইরূপ জ্ঞানিপুরুষকে 'অজ্ঞ' ইত্যাদি বলিয়া থাকে :—

২। বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতির বর্ণন।

(ক) জ্ঞানীর ব্যবহার-বিষয়ে স্বসিদ্ধান্তবর্ণন-প্রতিজ্ঞা।

অজ্ঞাত্বা শাস্ত্রহৃদয়ং মূঢ়ো বক্ত্যন্যথান্যথা।
মূর্খাণাং নির্ণয়স্ত্বাস্তামস্মৎসিদ্ধান্ত উচ্যতে॥ ২৭৫

অন্বয়—মূঢ়ঃ শাস্ত্রহৃদয়ম্ অজ্ঞাত্বা, অন্যথা অন্যথা বক্তি; মূর্খাণাম্ নির্ণয়ঃ তু আস্তাম্, অস্মৎসিদ্ধান্তঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইয়া, অন্তরে সঙ্গরহিত বাহিরে ব্যাপারপরায়ণ জ্ঞানিগণ সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। মূঢ়গণের সেই সেই সিদ্ধান্ত থাকুক, আমরা আমাদের (অর্থাৎ বিদ্বান্‌দিগের) সিদ্ধান্তই বিচার করিতেছি।

টীকা—এইহেতু মূঢ়গণের ব্যবহার, এই শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বিচারে আলোচ্য নহে—ইহাই বলিতেছেন—'মূঢ়গণের সেই সেই সিদ্ধান্ত থাকুক'। তাহা হইলে বিচারদ্বারা নির্ণেয় বস্তুটি কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায়ই বিচারযোগ্য; আমরা বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত বিচার করিতেছি। ২৭৫

সেই সিদ্ধান্তটি কি? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(খ) শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়াস্তে পরস্পরম্।
প্রায়েণ সহ বর্ত্তন্তে বিযুজ্যন্তে ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ২৭৬

অন্বয়—বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ তে পরস্পরম্ সহায়াঃ, প্রায়েণ সহ বর্ত্তন্তে; ক্বচিৎ ক্বচিৎ বিযুজ্যন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যক; ইহারা প্রায়শঃ একাধারেই থাকে অর্থাৎ যাহারা প্রতিবন্ধককর্ম্মশূন্য, অনুকূল দেশ-কালাদিতে লব্ধজন্মা এবং জন্ম হইতেই নিবৃত্তিমান, এইরূপ শুকদেব বামদেব প্রভৃতির ন্যায় পুরুষে একাধারে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোথাও কোথাও প্রতিবন্ধককর্ম্মযুক্ত প্রতিকূল দেশ-কালাদিতে লব্ধজন্মা শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ব্যবহারপরায়ণ পুরুষে বিযুক্ত ভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়। ২৭৬

বৈরাগ্যাদি তিনটি (পরস্পরকে না ছাড়িয়া) একাধারে দৃষ্ট হয় বলিয়া, তিনটি পরস্পর

অভিন্ন বলিয়া সংশয় হইতে পারে। সেইহেতু তাহাদের হেতু প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা যে পরস্পর ভিন্ন, তাহা বুঝিয়া লইতে হয়ঃ—

(গ) হেতু, স্বরূপ, কার্য্য বা ফল অনুসারে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য।

হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নান্যেষামসঙ্করঃ।
যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা ॥ ২৭৭

অন্বয়—হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নানি; শাস্ত্রার্থম্ প্রবিবিচ্যতা (প্রবিবিচিন্বতা?) এষাম্ অসঙ্করঃ যথাবৎ অবগন্তব্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ইহাদিগের কারণ, স্বরূপ, কার্য্য বা ফল ভিন্ন ভিন্ন। এইহেতু যিনি শাস্ত্রবিচার করিবেন অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈত শাস্ত্ররহস্য অনুধাবন করিবেন, তিনি এইগুলির বিচার করিয়া বৈরাগ্যাদির বিবিধ প্রকার ভেদ বুঝিয়া লইবেন। ২৭৭

তন্মধ্যে বৈরাগ্যের হেতু প্রভৃতি তিনটি দেখাইতেছেনঃ—

(ঘ) বৈরাগ্যের হেতু, স্বরূপ ও ফল।

দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা।
অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োঽপ্যমী ॥ ২৭৮

অন্বয়—দোষদৃষ্টিঃ চ জিহাসা, ভোগেষু পুনঃ অদীনতা অমী ত্রয়ঃ অপি বৈরাগ্যস্য অসাধারণহেত্বাদ্যাঃ।

অনুবাদ—বিষয়ে দোষদৃষ্টি বৈরাগ্যের অসাধারণ কারণ বা হেতু; বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের নিজস্বরূপ বা প্রকৃতি, এবং বিষয়ে অদীনতা অর্থাৎ স্বপ্রযত্ন বিনা প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত ধনাদিতে ইষ্টবুদ্ধিবশতঃ পুনর্গ্রহণেচ্ছার অভাব—ইহাই বৈরাগ্যের বিলক্ষণ বা অসাধারণ ফল।

টীকা—গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এই দোষদৃষ্টি "জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিবিষয়ে দুঃখ ও দোষের যে বারম্বার দর্শন—শাস্ত্রপ্রদর্শিত পরিপাটী অনুসারে এবং নিজের অনুভবানুসারে পুনঃ পুনঃ আলোচন—যথা "জন্মে"—অর্থাৎ জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গর্ভবাসে নবম মাস পর্য্যন্ত কলল-বুদ্বুদপিণ্ডাদি রূপ ধরিয়া মলমূত্রাদি মধ্যে অবস্থান, মাতার ক্ষুৎপিপাসাদিজনিত নিজের অবসাদকাতরতা, প্রসববায়ুর দ্বারা আকর্ষণ এবং সঙ্কীর্ণ যোনিদ্বারা বহির্নির্গমন ইত্যাদি দুঃখ; "মৃত্যুতে"—সমস্ত নাড়ীর আকর্ষণ, মর্ম্মস্থান ভেদন, প্রাণের সঙ্কোচন, মলমূত্রকুণ্ডমধ্যে অবস্থানাদিজনিত শারীর ক্লেশ এবং প্রিয়বিয়োগ ও সম্ভাবিত নরকাদিসংযোগজনিত মানসিক যাতনা ও তদ্রূপ দুঃখ; "জরায়"—সর্ব্বাঙ্গের শিথিলতা, অন্ধতা, বধিরতা, বচনের অস্পষ্টরূপতা, কম্প, উত্থানাদিপ্রয়াসে পতন, বেগধারণে অসমর্থ হইয়া মলমূত্রাদিত্যাগ, স্বজনের গলগ্রহ হইয়া তিরস্কার সহন ইত্যাদি; "ব্যাধিতে"—নির্ব্বলতা, সন্তাপ-কম্পনাদিবশতঃ দেহদুঃখ,

তিক্তকষায়ক্কাথাদিরূপ ঔষধ সেবন, ইত্যাদি দুঃখ সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল দোষের বারম্বার চিন্তা করিলে বিবেকী পুণ্যশীলজনের তীব্র বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

বৈরাগ্য দুই প্রকারের—যথা জিজ্ঞাসাবৈরাগ্য ও জিহাসাবৈরাগ্য। 'কামধেনুর্গৃহে যেষাং নিবাসো নন্দনে বনে। কশ্যপাদ্যাস্তপস্যন্তি জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ।' ৭—যাঁহাদের গৃহে সর্ব্বকামপ্রদা কামধেনু রহিয়াছে, যাঁহাদের নিবাস স্বর্গের নন্দনকাননে, সেই কশ্যপাদি যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য। 'আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ। যে জীবাঃ মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা।' ৮—যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য। (সবিস্তর মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "বোধসারে"—পৃ ১৮-২৩—'বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধ'-নামক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।)

পতঞ্জলিও দুই প্রকার বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা (১) 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।' সমাধিপাদ, ১৫—দৃষ্টবিষয়ে অর্থাৎ ইহলোকের অদিব্য ভোগ্যবস্তুসমূহে এবং আনুশ্রবিকবিষয়ে অর্থাৎ বেদোক্ত নন্দনকাননাদি দিব্য ভোগ্যবস্তুসমূহে একান্ত স্পৃহাশূন্য হইয়া যোগীর যে স্থিতি হয়, তাহাকে 'বশীকার'-নামক বৈরাগ্য বলে (তাহা 'অপর বৈরাগ্য') (২) 'তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্।' পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সমস্ত গুণকার্য্যে বিতৃষ্ণা হয়, তাহা 'পর-বৈরাগ্য'। বশীকার বৈরাগ্যের তিন প্রকার পূর্ব্বাবস্থা—যথা যতমান, ব্যতিরেক ও একেন্দ্রিয়। রাগকে উৎপাটিত করিবার জন্য যে যত্নশীলতা তাহা যতমান। 'যতমানের' ফলে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরাগ সিদ্ধ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাধিতে হইবে—এইরূপে ব্যতিরেক করিয়া বা পৃথক্ করিয়া—কোন্‌গুলিতে আসক্তি নাই, কোন্‌গুলিতে আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া—যে বৈরাগ্য অবধারণ করা যায়, তাহাই 'ব্যতিরেক'-নামক বৈরাগ্য। তাহার পর যখন মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে রাগ কেবল ঔৎসুক্যমাত্ররূপে অর্থাৎ দৈহিক কার্য্যে পরিণত হইবার শক্তিরহিত হইয়া, ক্ষীণভাবে অবস্থান করে, তাহা একেন্দ্রিয়। তাদৃশ ক্ষীণরূপে স্থিত রাগেরও নাশ হইলে বশীকার সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত জিহাসামুখ্য বৈরাগ্যের সহিত 'অপর'বৈরাগ্যের সাদৃশ্য আছে বটে, কেননা, উভয়েই ত্যাগের জন্য প্রযত্ন বিদ্যমান, কিন্তু জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের সহিত পরবৈরাগ্যের সাদৃশ্য নাই; কেননা, প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা বৈরাগ্যের কারণ এবং দ্বিতীয়টিতে বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল; প্রথমটির স্বরূপ রাগত্যাগ উভয়েই অনাদর; দ্বিতীয়টির স্বরূপ ত্রিগুণকার্য্যমাত্রের প্রতি, এমন কি বিদেহপ্রকৃতিলয়াদির প্রতি বিরাগ। 'জীবন্মুক্তিবিবেকের' প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে ৬—৮ শ্লোকে যে মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর—এই তিন প্রকার বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আচার্য্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম বশীকার বৈরাগ্যেরই প্রকারভেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ("মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর" অন্তর্গত সেই গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) ২৭৮

এক্ষণে তত্ত্ববোধের হেতু, স্বরূপ ও কার্য্য বা ফল দেখাইতেছেন :—

(৫) তত্ত্ববোধের হেতু, স্বরূপ ও ফল।

শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্ ।
পুনর্গ্রন্থেরনুদয়ো বোধস্যৈতে ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২৭৯

অন্বয়—শ্রবণাদিত্রয়ম্, তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্, পুনঃ গ্রন্থেঃ অনুদয়ঃ বোধস্য এতে ত্রয়ঃ মতাঃ।

অনুবাদ—শ্রবণাদি তিনটি, জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বা হেতু ; কূটস্থরূপ 'তত্ত্ব' এবং অহঙ্কাররূপ 'মিথ্যা'র বিবেচন বা ভেদজ্ঞান, জ্ঞানের স্বরূপ এবং নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কার্য্য বা ফল,—ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের মত।

টীকা—"শ্রবণাদিত্রয়ম্"—এই 'আদি' শব্দদ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসন বুঝিতে হইবে। শ্রবণাদি জ্ঞানের হেতু, কেননা, আত্মদর্শনের সাধনরূপে শ্রবণাদি তিনটি বেদে বিহিত হইয়াছে ; যথা [আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহদা উ, ২।৪।৫ ; ৪।৫।৬ :]—'হে মৈত্রেয়ি, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে সেই সর্ব্বাধিকপ্রিয় আত্মার স্বরূপ জানিবে, তর্কদ্বারা সেই আত্মস্বরূপ অবধারণ করিবে, তাহার পর নিঃসংশয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে।' যদ্যপি চক্ষু যেমন সূর্য্যদর্শনের সাক্ষাৎ হেতু, সেইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে নিঃসৃত 'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্য জ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু ; তথাপি অঞ্জনাদি যেমন চক্ষুর্দোষ নিবৃত্তিদ্বারা সূর্য্যদর্শনের হেতু হয়, সেইরূপ শ্রবণাদি তিনটি অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানের হেতু হয়। "তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্"—অহঙ্কারাদি 'মিথ্যা' হইতে কূটস্থরূপ 'তত্ত্বে'র ভেদজ্ঞান ; তাহাই বোধের স্বরূপ। যদ্যপি ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদনিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ, তথাপি অহঙ্কারাদি হইতে কূটস্থের ভেদজ্ঞানরূপ গ্রন্থিভেদ, সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, কেননা, আমি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত স্বপ্রকাশ অসঙ্গ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম আর এই অহঙ্কারাদি সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হইতে থাকিলেও মিথ্যা, এই দৃঢ়-নিশ্চয়রূপ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত চিত্তবৃত্তি, তত্ত্ব ও মিথ্যাবিবেচনের পরিপাক ফল, এবং তাহাই ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। "গ্রন্থেঃ অনুদয়ঃ"—অন্যোন্যাধ্যাসের অনুৎপত্তি বোধের ফল। যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞানের ফল মোক্ষ অর্থাৎ জন্মাদিকার্য্যসহিত অবিদ্যানিবৃত্তি এবং পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি ; গ্রন্থির পুনঃ অনুদয় সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, তথাপি অবিদ্যা অন্যোন্যাধ্যাসের হেতু এবং অন্যোন্যাধ্যাস জন্মাদি অনর্থের হেতু বলিয়া, অবিদ্যার নিবৃত্তি বিনা অন্যোন্যাধ্যাসের নিবৃত্তি সম্ভব নহে এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি আবার কূটস্থ ও অহঙ্কারের ভেদজ্ঞান বিনা অর্থাৎ গ্রন্থিভেদ বিনা বা 'তত্ত্ব ও মিথ্যার বিবেচন' বিনা সম্ভব নহে। সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি অদৃঢ় হইলে অন্যোন্যাধ্যাসরূপ গ্রন্থির পুনরুদয় হইবে : তাহা দৃঢ় হইলে অন্যোন্যাধ্যাসরূপ গ্রন্থির পুনরুদয় হইবে না। তাহার অনুদয়েই জন্মাদি অনর্থের নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা এবং অধ্যাসরূপ অবিদ্যাকার্য্য এবং জন্মাদিরূপ অধ্যাসকার্য্য—এই তিনই একসঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইহেতু জীবদ্দশায় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অবস্থায় অহঙ্কারাদি অনাত্মবস্তুতে

পুনর্বার আত্মবুদ্ধির অভাবরূপ চিজ্জড়গ্রন্থির অনুদয়ই কার্য্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তি অধিষ্ঠান আনন্দরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু অধিষ্ঠানরূপই। এইহেতু গ্রন্থির পুনরনুদয়ই মোক্ষের রূপ। ২৭৯

উপরতির অর্থ উপশম; তাহার হেতু, স্বরূপ ও ফল দেখাইতেছেন :—

(১) উপরতির হেতু, স্বরূপ ও ফল।

যমাদির্ধীনিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ।
স্যুর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈরিতঃ॥ ২৮০

অন্বয়—যমাদিঃ চ ধীনিরোধঃ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ উপরতেঃ হেত্বাদ্যাঃ স্যুঃ ইতি অসঙ্করঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি—এই আটটি যোগাঙ্গ উপরতির হেতু বা সাধন। সমাধির অভ্যাসদ্বারা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ যে পঞ্চবৃত্তির নিরোধ, তাহাই উপরতির স্বরূপ এবং লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণ উপরতির ফল। এই প্রকারে (একত্র বিদ্যমান) বৈরাগ্যাদির হেতু, স্বরূপ ও ফলানুসারে ভেদ কথিত হইল।

টীকা—"যমাদিঃ"—এস্থলে 'আদি' শব্দ দ্বারা নিয়ম প্রভৃতি আটটি অঙ্গ বুঝিতে হইবে। 'যম-নিয়মা-সন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি'। (পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ২৯ সূত্র। (নগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী—"যোগমণিপ্রভা" পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য) এই আটটি অঙ্গ উপরতির হেতু। 'অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-পরিগ্রহাঃ যমাঃ।' ৩০ সূত্র: 'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি **নিয়মাঃ**।' ৩২ সূত্র, পৃঃ ৬২। 'স্থিরসুখমাসনম্'। ৪৬ সূত্র পৃঃ ৭০। পদ্ম, বীর, ভদ্র, স্বস্তিক প্রভৃতি ৮৪ প্রকারের শরীরাবস্থানকে শারীর **আসন** বলে। 'তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ **প্রাণায়ামঃ**'। সূত্র ৪৯, পৃঃ ৭১। 'বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ'। সূত্র ৫০, পৃঃ ৭১। 'স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং **প্রত্যাহারঃ**।' সূত্র ৫৪, পৃঃ ৭৪-৭৫। 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য **ধারণা**।' বিভূতিপাদ সূত্র ১। 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা **ধ্যানম্**।' বিভূতিপাদ সূত্র ২ পৃঃ ৭৮, 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য **ধারণা**।' বিভূতিপাদ ১। 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব **সমাধিঃ**।' ৩ সূত্র, পৃঃ ৭৯। 'ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।' বিভূতিপাদ ৯ সূত্র, পৃঃ ৮১। 'বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ **সম্প্রজ্ঞাতঃ**' (সবিকল্পঃ)। সমাধিপাদ ১৭ সূত্র। 'বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ **(নির্বিকল্পঃ)**।' সমাধিপাদ ১৮ সূত্র, পৃঃ ১১-১৬। এইগুলি উপরতির সাধন। ঐ সকল সূত্র উক্ত গ্রন্থে সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া বিস্তারভয়ে এখানে ব্যাখ্যাত হইল না। বৃত্তির অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধকাল যোগ উপরতির স্বরূপ। আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণই উপরতির ফল। ২৮০

এই বৈরাগ্যাদি তিনটির প্রাধান্য কি তুল্যরূপ ? অথবা তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও উপরতি এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য।

তত্ত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ।
বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥২৮১

অন্বয়—তত্ত্ববোধঃ প্রধানম্ স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ ; বৈরাগ্যোপরমৌ এতৌ উভৌ বোধোপকারিণৌ।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও উপরতি এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ বলিয়া অপর দুইটি অপেক্ষা প্রধান, আর বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী সাধনমাত্র।

টীকা—[তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্ব উ, ৩।৮, ৬।১৫]—'সেই প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিলেই, মৃত্যু বা জন্মমরণাদিরূপ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায় ; সেই তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।' এই শ্রুতিবচন হইতে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য জানিতে পারা যায়। আর অপর দুইটি অর্থাৎ বৈরাগ্য ও উপরতি যে তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী অর্থাৎ সাধন (সেইহেতু অপ্রধান) ইহা এই দুই শ্রুতিবচন হইতে জানা যায়, যথা—[ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক উ, ১।২।১২]—'(দক্ষিণোত্তরমার্গগম্য সমস্ত লোক বা ভোগস্থানই—যাবতীয় ভোগ্যপদার্থই, সম্পাদিত অর্থাৎ অনিত্য ইহা জানিয়া,) যে মুমুক্ষু ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন ; কার্য্যস্বরূপ কর্ম্মদ্বারা, নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ হয় না।' [তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ—মুণ্ডক উ, ১।২।১২]—'সেই প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে অনুভব করিবার নিমিত্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন'। [শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ—বৃহদা উ, ৪।৪।২৩]—'(এই প্রকার মহিমজ্ঞ পুরুষ) শান্ত—অন্তঃকরণজয়ী, দান্ত—হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়-সংযমী, উপরত—বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত, তিতিক্ষু—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং সমাহিত—একাগ্রচিত্ত হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন'। ২৮১

বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতি এই তিনটি প্রায়শঃ একাধারেই বিদ্যমান থাকে ; কোথাও কোথাও বিযুক্তভাবে অবস্থান করে,—২৭৬ সংখ্যক শ্লোকে যে এই কথা বলা হইল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

(জ) বৈরাগ্যাদিত্রয়ের একত্র অথবা বিযুক্ত হইয়া স্থিতির কারণ।

ত্রয়োঽপ্যত্যন্তপক্বাশ্চেন্মহতস্তপসঃ ফলম্।
দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥২৮২

অন্বয়—ত্রয়ঃ অপি অত্যন্তপক্বাঃ চেৎ মহতঃ তপসঃ ফলম্। দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে।

অনুবাদ—বৈরাগ্যাদি তিনটি যদি কোনও পাত্রে অত্যন্ত পরিপক্ক দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে মহাতপস্যার ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। পাপকর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ কোথাও কোথাও, কখন কখন, কোন কোন পুরুষে, কিছু পরিমাণে (বা বস্তু-বিশেষে) সেই তিনটির কোনটি প্রতিবন্ধ বা ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়। (কিন্তু সকল পুরুষে সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থলে বা সর্ব্ববস্তুতে নহে।)

টীকা—অনেক জন্মার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জের পরিপাক হইলে, উক্ত তিনটির একত্র অবস্থান হয়; তাহা না হইলে অর্থাৎ পুণ্যরাশির পরিপাক বিনা প্রতিবন্ধক পাপানুসারে, পুরুষবিশেষে, কালবিশেষে, বৈরাগ্যাদি তিনটির মধ্যে কোনটির ন্যূনতা বা তিরোধান ঘটে। অত্যুতরায় দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, যেমন জনক-সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের, ধেনুরূপ বিষয় লইয়া তিরস্কারকালে বৈরাগ্য প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তিনি বলিয়াছিলেন [নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মঃ গোকামাঃ বয়ম্—বৃহদা উ, ৩।১।২]—আমি ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করিতেছি; ধেনুগুলি লইতে আমি অভিলাষী। ২৮২

সেই তিনটির মধ্যে যদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে মোক্ষলাভ হয় না; ইহাই বলিতেছেন :—

(ঝ) পূর্ণ বৈরাগ্য ও পূর্ণ উপরতি থাকিতেও তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে মোক্ষাভাব।

বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবধ্যতে।
যস্য তস্য ন মোক্ষোঽস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ॥২৮৩

অন্বয়—যস্য বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে, বোধঃ তু প্রতিবধ্যতে, তস্য মোক্ষঃ ন অস্তি। তপোবলাৎ পুণ্যলোকঃ (অস্তি)

অনুবাদ—বৈরাগ্য ও উপরতি কাহারও পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও যদি তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার মোক্ষ হয় না; কিন্তু বৈরাগ্য ও উপরতিরূপ তপস্যার অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের বলে, স্বর্গাদি পুণ্যলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

টীকা—ভাল, মোক্ষ না হইলে ত' বৈরাগ্যাদি সম্পাদন নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া 'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥' (গীতা ৬।৪১)—যোগভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন বৈরাগ্য ও উপরতি লাভ করিয়াও জ্ঞানলাভ না হইলে, পুণ্যকর্ম্মশীলগণের লভ্য স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি ঘটে; তথায় বহুকাল নিবাস করিবার পর সদাচার শ্রীমান্ ধনিগৃহে জন্মলাভ হয়।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বচনপ্রমাণে বৈরাগ্যাদি নিষ্ফল হয় না, বৈরাগ্যাদি সম্পাদনদ্বারা পুণ্যলোক-প্রাপ্তি হয়, ইহাই "পুণ্যলোকঃ তপোবলাৎ" ইহার অর্থ। ২৮৩

বৈরাগ্য ও উপরতির প্রতিবন্ধক ঘটিলে, জীবন্মুক্তিসুখ সিদ্ধ হয় না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঞ) বৈরাগ্য ও উপরতি বিনা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে মোক্ষ নিশ্চিত বটে কিন্তু দুঃখের নাশ হয় না।

পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবদ্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি॥২৮৪

অন্বয়—বোধে পূর্ণে তদন্যৌ দ্বৌ যদা প্রতিবদ্ধৌ তদা মোক্ষঃ বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখম্ ন নশ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে কিন্তু অপর দুইটি অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং উপরতি প্রতিবন্ধকপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মোক্ষ নিশ্চিত; কেননা, জ্ঞানদ্বারা বন্ধের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে এবং নিবৃত্তাবিদ্যার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব; সুতরাং মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাঁহার ইহলোকের ব্যবহারজনিত বিক্ষেপরূপ দৃষ্টদুঃখের নাশ হয় না। বাসনাক্ষয়ের কারণ বৈরাগ্যের অভাববশতঃ এবং মনোনাশের কারণ উপরতির অভাববশতঃ রজোগুণের ও তমোগুণের আধিক্যহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণ তিরোহিত হয়; সেইহেতু ইহলোকসম্বন্ধীয় অনুকূল প্রতিকূল পদার্থরূপ নিমিত্তজনিত বিক্ষেপরূপ দৃষ্টদুঃখের তিরোভাব ঘটে না, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা জন্মান্তর অসম্ভব হইয়া যাওয়ায় পরলোকোৎপাদক আগামী দুঃখের অভাব হয়। ২৮৪

এক্ষণে বৈরাগ্যাদি তিনটির অবধি দেখাইতেছেন :—

(৩) বৈরাগ্যাদির অবধি।

ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্ম্মতঃ।
দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে॥২৮৫

অন্বয়—ব্রহ্মলোকতৃণীকারঃ বৈরাগ্যস্য অবধিঃ মতঃ। দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ্যজাতে যখন তৃণের ন্যায় তুচ্ছবুদ্ধি হয়, তখন বৈরাগ্য সীমালাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং যখন দেহে আত্মবুদ্ধির ন্যায় পরব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় হইবে, তখন তত্ত্বজ্ঞান সীমালাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

টীকা—অজ্ঞানীর যেমন 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়', 'আমি মনুষ্য', 'আমি অমুকনামা' এইরূপ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত দৃঢ়জ্ঞান বা আত্মবুদ্ধি দেহের প্রতি আছে, সেই প্রকার শ্রবণাদিরূপ ব্রহ্মাভ্যাসের বলে ব্রাহ্মণত্বাদিবিশিষ্ট দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বাধ করিয়া, যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মার সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় আত্মবুদ্ধি হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান সীমায় পৌঁছিয়াছে বুঝিতে হইবে। ২৮৫

সুপ্তিবদ্বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি।
দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যমবান্তরম্॥ ২৮৬

অন্বয়—সুপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ উপরমস্য সীমা ভবেৎ হি। অনয়া দিশা অবান্তরম্ তারতম্যম্ বিনিশ্চেয়ম্।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে যেমন বাহ্যবিষয়বিস্মৃতি হয়, জাগ্রৎকালে (ও স্বপ্নকালে) সেইরূপ বিষয়ভোগবিস্মৃতি জন্মিলে উপরতি সীমায় পৌঁছিয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে যে প্রণালী প্রদিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীতে অবান্তর তারতম্য বুঝিয়া লইবে।

টীকা—বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞানপরিপাকের তারতম্য বা ন্যূনাধিকতাবিষয়ে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় করিয়া লইবে। ২৮৬

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরও রাগদ্বেষাদিমত্তাহেতু বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, জ্ঞান যে মুক্তির হেতু, এবিষয়ে নিশ্চয় করা সম্ভব নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, রাগদ্বেষাদি ব্যাধির ন্যায় প্রারব্ধকর্ম্মের ফল বলিয়া, সেই রাগাদি যে মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় একথা অসিদ্ধ : সেইহেতু দৃঢ়জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এই শাস্ত্রার্থ লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে :—

(ঠ) প্রারব্ধবশতঃ জ্ঞানিগণের ব্যবহার পরস্পর বিলক্ষণ হয়; তাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক নহে।

আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাদবুদ্ধানামন্যথান্যথা।
বর্ত্তনং তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ॥২৮৭

অন্বয়—আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাৎ বুদ্ধানাম্ অন্যথা অন্যথা বর্ত্তনম্। তেন পণ্ডিতৈঃ শাস্ত্রার্থে ন ভ্রমিতব্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু প্রারব্ধকর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সেইহেতু জ্ঞানিগণের ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। সেই কারণে পরস্পর বিভিন্ন ব্যবহার দেখিয়া পণ্ডিতগণের অর্থাৎ সুবুদ্ধি লোকের 'জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হয়'—এই শাস্ত্রার্থে বিপরীতবুদ্ধি করা উচিত নহে। ২৮৭

তাহা হইলে কি প্রকার নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(ড) সকল জ্ঞানীর জ্ঞান ও মোক্ষ তুল্যরূপ।

স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥২৮৮

অন্বয়—তে স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যথা তথা বর্ত্তন্তাম্। সর্ব্ববোধঃ অবিশিষ্টঃ মুক্তিঃ সমা ইতি স্থিতিঃ।

অনুবাদ—সেই জ্ঞানিগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে-কোনও প্রকার ব্যবহারে নিরত থাকুন না কেন, সকলেরই জ্ঞান তুল্যরূপ আর সেই জ্ঞানফল মুক্তি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তিবিষয়ে কোনও তারতম্য নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

টীকা—সকল জ্ঞানীরই 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান, একই আকারের এবং সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত একরূপে স্থিতিরূপ মুক্তি, সকল জ্ঞানীরই সমান—ইহা এই প্রাচীন শ্লোকদ্বারা কথিত

হইয়া থাকে :—'কৃষ্ণো ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ। বশিষ্ঠঃ কর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বে তে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥' কৃষ্ণ ষোড়শসহস্র ললনাসম্ভোগী, শুক অনুপনীত পরিব্রাজক, জনক অহন্তা-মমতাশূন্য "বিদেহ" মিথিলাধিপতি, রাম বানর-সৈন্যনায়ক রাবণবিজয়ী অযোধ্যাধিপতি এবং বশিষ্ঠ বৈদিককর্ম্মদক্ষ রঘুকুলপুরোহিত থাকিলেও ইঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞানে তারতম্য আদৌ নাই।২৮৮

এই প্রকরণের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(চ) সংক্ষেপে এই প্রকরণের তাৎপর্য্য।

জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্।
মায়য়া তদুপেক্ষ্যৈব চৈতন্যং পরিশেষ্যতাম্ ॥২৮৯

অন্বয়—জগচ্চিত্রম্ পটে চিত্রম্ ইব স্বচৈতন্যে মায়য়া অর্পিতম্। তৎ উপেক্ষ্য চৈতন্যম্ এব পরিশেষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই যে জগদ্রূপ চিত্র, তাহা পটের উপর চিত্রের ন্যায়, মায়া নিজ স্বরূপভূত চৈতন্যের উপর অধ্যারোপিত করিয়াছে। সেই জগদ্রূপ চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া—মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, তাহাকে বিস্মৃত হইয়া, চৈতন্য-রূপেই তাহার পরিশেষ করা কর্ত্তব্য। ২৮৯

এক্ষণে গ্রন্থাভ্যাসের ফল বলিতেছেন :—

(ছ) গ্রন্থাভ্যাসের ফল।

চিত্রদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ।
পশ্যন্তোঽপি জগচ্চিত্রং তে মুহ্যন্তি ন পূর্ব্ববৎ ॥২৯০

ইতি চিত্রদীপঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—যে বুধাঃ ইমম্ চিত্রদীপম্ নিত্যম্ অনুসন্দধতে তে জগচ্চিত্রম্ পশ্যন্তঃ অপি পূর্ব্ববৎ ন মুহ্যন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে শুদ্ধবুদ্ধি মুমুক্ষু এই চিত্রদীপপ্রকরণের নিগূঢ়ার্থ নিত্য আলোচনা করেন, তিনি এই জগদ্রূপ চিত্র দেখিতে থাকিলেও পূর্ব্বের ন্যায় মুগ্ধ হন না। ২৯০

ইতি সটীক চিত্রদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

অখণ্ডানন্দরূপায় শিবায় গুরবে নমঃ।
শিষ্যাজ্ঞানতমোধ্বংসপটুর্কেন্দ্বগ্নিমূর্ত্তয়ে॥

যিনি অখণ্ডানন্দরূপ পরমমঙ্গলময় এবং শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিতে কুশল, সেই গুরু মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করিতেছি। তাঁহার দেহে দিবাকর দক্ষিণনয়নরূপে বিরাজমান থাকিয়া আমাকে অজ্ঞান তিমিরনিবারক জ্ঞানালোক এবং মৃত্যুনিবারক তাপ বা সাধনোৎসাহ প্রদান করুক; নিশাকর বামনেত্ররূপে প্রকাশমান থাকিয়া চিত্তচকোরকে শান্তজ্ঞানালোক এবং শান্তিসুধা প্রদান করুক এবং হুতাশন ললাটস্থিত তৃতীয়নয়নরূপে নিমেষণ করিয়া দীপ, উল্কা প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বব্যবহারে মোহতমঃ ধ্বংস করুক।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ।

যিনি সর্ব্ববিদ্যার আকর বলিয়া শিবসদৃশ মহেশ্বর, সেই পরমগুরু বিদ্যাতীর্থ, বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া, তদ্দ্বারা আমার হৃদগত অন্ধকার নিবারণ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ আমাকে প্রদান করুন।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে তৃপ্তিদীপস্য ব্যাখ্যানং গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া গুরুকৃপাশ্রয় লাভ করিয়া পঞ্চদশীর 'তৃপ্তিদীপ'-নামক এই সপ্তম প্রকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

(আত্মানঞ্চেদিত্যাদি শ্রুতিবচনে) "পুরুষ" ও "অস্মি"পদের অভিপ্রায় অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন বর্ণন

১। গ্রন্থারম্ভ।

এক্ষণে 'তৃপ্তিদীপ'-নামক প্রকরণ আরম্ভ করিয়া গুরু শ্রীভারতীতীর্থ এই প্রকরণটি শ্রুতি-ব্যাখ্যারূপ বলিয়া, তদ্দ্বারা প্রথমে বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন আদিতে পাঠ করিতেছেন:—

(ক) সমগ্র তৃপ্তিদীপে ব্যাখ্যেয় শ্রুতিবচনের পাঠ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ ১

অন্বয়—পুরুষঃ আত্মানম্ "অয়ম্ অস্মি" ইতি বিজানীয়াৎ চেৎ কিম্ ইচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ ? (কাণ্বশাখীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদগত ৪।৪।১২ মন্ত্র)।

অনুবাদ ও টীকা—পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে, 'আমি হইতেছি এতৎস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ,' তাহা হইলে সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় (কোন্ প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর অর্থাৎ দুঃখ অনুভব করিবে ? (জীবের যে দুঃখ হয়, তাহার কারণ আপনার স্বরূপ না জানা এবং শরীরে আত্মাভিমান স্থাপন করা। সেই দুইটি কারণের অভাব হইলে আত্মার যে ইচ্ছা বা কামনা এবং শরীরানুগত দুঃখসম্বন্ধ—এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায়)। ১

এক্ষণে যে গ্রন্থের রচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন তাহার বিচার এবং বিচার-ফল দেখাইতেছেন :—

(খ) গ্রন্থের বিচার ও তাহার ফল।

অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্য্যতে।
জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥ ২

অন্বয়—অত্র অস্যাঃ শ্রুতেঃ অভিপ্রায়ঃ সম্যক্ বিচার্য্যতে, তেন জীবন্মুক্তস্য যা (শ্রুতিপ্রসিদ্ধা) তৃপ্তিঃ সা (মুমুক্ষুপ্রবৃত্তয়ে) বিশদায়তে।

অনুবাদ—এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই প্রকরণে সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইবে এবং সেই বিচারদ্বারা জীবন্মুক্তগণের যে আনন্দলাভ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

টীকা—"অত্র"—এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণগ্রন্থে "অস্যাঃ শ্রুতেঃ"—এই "আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের, "অভিপ্রায়ঃ সম্যক্ বিচার্য্যতে"—তাৎপর্য্য সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইবে, "তেন"—সেই অভিপ্রায়ের বিচারদ্বারা, "জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ"—জীবন্মুক্তের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ যে আনন্দলাভ, "সা বিশদায়তে"—তাহা মুমুক্ষুজনের প্রবৃত্তিকারণরূপে পরিস্ফুট হইবে। ২

২। 'পুরুষ'শব্দের ব্যাখ্যায় উপযোগী সৃষ্টির বর্ণনপূর্ব্বক 'পুরুষ'শব্দের অর্থ।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" (পাঠান্তর—"আক্ষেপোঽথ সমাধানং ব্যাখ্যানং ষড়্বিধং মতম্)—পরাশরপুরাণ, ১৮শ অধ্যায়। (সর্ব্বত্র ব্যাখ্যানে বীজং তু অপ্রতিপত্তিঃ বিপ্রতিপত্তিঃ অন্যথাপ্রতিপত্তিশ্চ ইত্যনুসন্ধেয়ম্ তাৎপর্য্যের অগ্রহণ, বিপরীতভাবে গ্রহণ, অথবা অযথাভাবে গ্রহণের নিবৃত্তির জন্যই সকল প্রকার ব্যাখ্যা—বুঝিতে হইবে। তিনটিই সকল ব্যাখ্যার নিদান।) 'পদচ্ছেদ' অর্থাৎ শ্লোকস্থ

পদসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখান, 'পদার্থোক্তি'—পদের অর্থ কথন, 'বিগ্রহ'—সমাসস্থ বিভক্ত্যন্ত-পদসমূহের যথাযোগ্য অর্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রদর্শন, 'বাক্যযোজনা'—বাক্যের যোজনা বা অন্বয়—'আক্ষেপের' অর্থাৎ শঙ্কার সমাধান অথবা (পাঠান্তরে) শঙ্কা এবং সমাধান এই পাঁচটি বা ছয়টি ব্যাখ্যানের লক্ষণ শাস্ত্রান্তরে অর্থাৎ পরাশরপুরাণে উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে উক্ত শ্রুতিগত 'পুরুষ' এই পদের অর্থ বলিবার জন্য, তাহার উপোদ্ঘাতরূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) জীব ঈশ্বরপ্রভৃতি সৃষ্টির বর্ণন।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্॥৩

অন্বয়—'মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতি' ইতি শ্রুতত্বতঃ জীবেশৌ কল্পিতৌ এব। তাভ্যাম্ সর্বম্ প্রকল্পিতম্।

অনুবাদ—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায় আছে—অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপা মায়া আভাসচৈতন্যদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করেন। সেই কারণে জীব ও ঈশ্বর কল্পিত, তাঁহারা উভয়ে এই সমুদয় জগৎ কল্পনা করিয়াছেন।

টীকা—"প্রতিপাদ্যম্ অর্থম্ বুদ্ধৌ সংগৃহ্য প্রাগেব তদর্থম্ অর্থান্তরবর্ণনম্ উপোদ্ঘাতঃ।"—কোনও বিষয় প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে সেই বিষয়টিকে অগ্রেই বুদ্ধিতে সংগ্রহ করিয়া সম্যক্ প্রকারে অবধারণ করিয়া, তজ্জন্য অন্যবিষয়ের বর্ণনকে উপোদ্ঘাত বলে।*

এস্থলে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের 'মায়া'শব্দদ্বারা চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় জগদুপাদান প্রকৃতিকেই বুঝান হইতেছে। সেই প্রকৃতিই সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও অবিশুদ্ধিবশতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' সংজ্ঞাদ্বয় প্রাপ্ত হয়। সেই মায়ায় ও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই যথাক্রমে 'ঈশ্বর' ও 'জীব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যগুরু এই কথা "তত্ত্ববিবেক"-নামক প্রকরণে নির্ণয় করিয়াছেন—(পৃঃ ১৩।১৪, শ্লোক ১৫-১৭)। চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ। তাহা দুই প্রকার। মায়া ও অবিদ্যা—(১।১৫)। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ শুদ্ধ হইলে তাহাকে 'মায়া' বলা যায় এবং তাহা অবিশুদ্ধ হইলে তাহাকে 'অবিদ্যা' বলা যায়। মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সেই মায়াকে আপনার বশবর্ত্তিনী করিলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হন—(১।১৬)।

---

* 'উপোদ্ঘাত' শব্দের এই লক্ষণের পদকৃত্য এইরূপ—প্রতিজ্ঞাত বস্তুর বর্ণনকেই যাহাতে উপোদ্ঘাত বলিয়া না বুঝায় এইজন্য "অর্থান্তর" বা অন্যবিষয়ের সমাবেশ; অসম্বদ্ধ বিষয়ের বর্ণন উপোদ্ঘাত শব্দে না বুঝায় এইজন্য "তদর্থম্" (তজ্জন্য) শব্দের প্রয়োগ। 'অগ্নি আন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, 'যেহেতু অগ্নি ধূমবান্' এইরূপে অন্য বিষয়ের বর্ণন না বুঝায় এইজন্য "প্রতিপাদ্যম্ অর্থম্ বুদ্ধৌ সংগৃহ্য" এইরূপ উক্তি। এই পর্য্যন্তমাত্র বলিলেই অর্থাৎ "প্রাগেব" এই অংশ পরিত্যাগ করিলে বুদ্ধিতে সংগ্রহ করিবার পরে প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহার বর্ণন হইবে তাহা যাহাতে উপোদ্ঘাত না হইতে পারে, তন্নিবারণজন্য "প্রাগেব" (অগ্রেই) শব্দদ্বয়ের সমাবেশ। কাহারও কাহারও মতে এই প্রাগেব শব্দদ্বয় নিষ্প্রয়োজন। অপর একটি লক্ষণ "চিন্তাপ্রসক্তিপ্রসাধকত্বম্ উপোদ্ঘাতত্বম্"। তৃতীয় লক্ষণ—"অনং নিবিঘ্ন বক্তা ইত্যাদি প্রযোজন। নবকাৰ্য্যচিন্তায়াঃ চ উপোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে।

কিন্তু অন্যটিতে অর্থাৎ অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিদাত্মা বা জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী। সেই অবিদ্যার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তির্য্যগাদিভেদে নানাপ্রকার। সেই অবিদ্যাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় প্রাজ্ঞ—(১।১৭)। এই অর্থটিকে মনে রাখিয়াই নিম্নলিখিত শ্রুতিবচন প্রবৃত্ত হইয়াছে :—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি—নৃসিংহোত্তর তা, উ, ৯]—জীব ও ঈশ্বরকে আভাসদ্বারা (চৈতন্যপ্রতিবিম্বদ্বারা) সৃজন করেন এবং প্রকৃতি নিজেই যথাক্রমে (ঈশ্বরজীবোপাধিস্বরূপ) মায়া এবং অবিদ্যা হন। ইহার দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের মায়াকল্পিতত্ব সিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ তদুভয়দ্বারাই কল্পিত। ৩

ভাল, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে কে কতটুকু জগৎ কল্পনা করিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ৪

অন্বয়—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশেন কল্পিতা, জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকল্পিতঃ। (৬ অঃ, ২১৩ শ্লোকরূপে পূর্ব্বে পঠিত হইয়া গিয়াছে।)

অনুবাদ—"ঈক্ষণ"—(আলোচনা) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশ পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহা ঈশ্বরদ্বারাই কল্পিত ; আর জাগ্রৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত যে সংসার, তাহাই জীবকল্পিত।

টীকা—[তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।৩]—সেই সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—'আমি বহু হইব—জন্মিব'—এই শ্রুতিবচন হইতে শ্রুত যে ঈক্ষণ বা আলোচনা তাহাই আদি যাহার তাহা ঈক্ষণাদি ; [অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—ছান্দোগ্য উ, ৬।৩।২]—আমি এই জীবাত্মরূপে ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ-বাচক শব্দ ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি, ব্যক্ত করিব—এই শ্রুতিবচন হইতে শ্রুত যে প্রবেশ, তাহাই হইয়াছে অন্ত যাহার, এই প্রকার যে সৃষ্টি, তাহাই 'প্রবেশান্তা' ; যাহা ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা, সেই সৃষ্টি, (কর্ম্মধারয় সমাস) ঈশ্বরদ্বারা কল্পিত। আর জাগ্রদবস্থা হইয়াছে আদি যাহার, সে সংসারের, তাহা জাগ্রদাদি ; বিমোক্ষ বা মুক্তি হইয়াছে অন্ত যাহার তাহা বিমোক্ষান্ত ; এইরূপ যে সংসার, তাহা জীবদ্বারা কল্পিত, কেননা, জীব তাহার অভিমানী। জীবের এই জাগ্রদাদি সংসার, শ্রুতিকর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—(কৈবল্যোপনিষৎ ১৪, ১৫, ১৬ এবং ২০ মন্ত্র)—[স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্র্যন্নপানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ১৪। স্বপ্নেঽপি জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত-বিশ্বলোকে। সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি। ১৫। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্ম-যোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ। পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্ ॥ ১৬।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০]

ভাল, এই অসঙ্গ উদাসীন অদ্বিতীয় আত্মার বন্ধনরূপ সংসার কোথা হইতে আসিল? তদুত্তরে উক্ত চতুর্দ্দশ মন্ত্রে বলিতেছেন—অসঙ্গ উদাসীন সেই আত্মা নিজেই আবরণবিক্ষেপকরী অবিদ্যাদ্বারা, আপনার স্বপ্রকাশ আনন্দরূপতার তিরোভাব ঘটাইয়া, স্থূল-সূক্ষ্মাদি ভেদভিন্ন মনুষ্যাদি শরীরে সম্পূর্ণ অভিমান করিয়া নিখিল কর্ম্ম করিতেছেন। (তিনিই এই শরীরে সম্পূর্ণ অভিমান করিয়া নিখিল কর্ম্ম করিতেছেন।) তিনিই এই মনোনুকূল স্ত্রী অন্ন পান বসন আচ্ছাদন ইত্যাদি বিচিত্র ভোগ্যপদার্থযোগে জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধি করিয়া সুখদুঃখ পাইতেছেন। ১৪। স্বপ্নাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যবিষয় গ্রহণে নিবৃত্ত হয়, তখন সেই জীব বা প্রাণ-ধারণকর্ত্তাই বিবিধ প্রকার দেহের অভিমানী হইয়া অজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানবশতঃ নিজ নিজ সংস্কার-বিরচিত বিবিধ ভোগ্যজাত লইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে এবং সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ আনন্দভোগ-সময়ে, সকল প্রকার বিশেষবিজ্ঞান নিজ কারণে বিলীন হইয়া গেলে, সেই জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশ—আনন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। ১৫। সেই জীবই আবার আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মবশে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয় অথবা জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও অজ্ঞাননামক দেহত্রয়ে বিহার করে, সেই জীব বস্তুতঃই প্রাণধারক পরমাত্মা। তাঁহা হইতেই এই বিবিধ নামরূপকর্ম্মাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হয়। ১৬। 'যিনি বিশ্ব-বিরাট্, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাজ্ঞ অব্যাকৃতরূপে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিকালীন প্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্মই আমি'—এইরূপ জানিলে, 'আমি, আমার' ইত্যাদি কারণসহিত সকল প্রকার বন্ধন তিরোহিত হয় ॥ ২০। ৪

এইরূপে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ বুঝিবার উপযোগী সৃষ্টি বর্ণন করিলেন। এক্ষণে পুরুষ শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) পুরুষপদের অর্থ।

ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ।
অন্যোন্যাধ্যাসতোঽসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র পূরুষঃ ॥ ৫

অন্বয়—কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা অন্যোন্যাধ্যাসতঃ অসঙ্গধীস্থজীবঃ অত্র "পূরুষঃ" ।৫

অনুবাদ—প্রথম শ্লোকে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত "পূরুষঃ" শব্দের অর্থ এই—অবিকারী, অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ (পরমাত্মা), দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান, (স্বরূপতঃ সম্বন্ধরহিত হইয়াও) আপনার সহিত পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে পরস্পরাধ্যাসবশতঃ অবস্থিত হইয়া—'জীব' হন; তিনিই এই শ্রুতিবচনোক্ত 'পূরুষ'।

টীকা—যিনি "কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ"—অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ, "ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা"—ভ্রমের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান পরমাত্মা হইতেছেন, তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ থাকিয়া, "অন্যোন্যাধ্যাসতঃ"—পরস্পরে পরস্পরের স্বরূপ ও পরস্পরের ধর্ম্মসমূহকে অধ্যাস

করিয়া সকল ব্যবহারভাগী অর্থাৎ সকল ব্যবহারের আশ্রয় হন—ভগবান ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ যে তাদাত্ম্যাধ্যাস নিরূপণ করিয়াছেন, সেই তাদাত্ম্যাধ্যাসহেতু, "অসঙ্গধীস্থজীবঃ"—আপনার সহিত পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে বিদ্যমান হইয়া যে জীব হন, তাহাই "অত্র"—এই প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে, "পুরুষঃ"—পুরুষ শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। [স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ—বৃহদা উ, ২।৫।১৮]—সেই এই পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত পুরে অর্থাৎ স্থূলাদি শরীরত্রয়ে হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে অবস্থান করেন, এইহেতু তিনি 'পুরুষ'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। "পুরুষঃ" পাঠ বৈদিক। শ্রুতি এইরূপে 'পুরুষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ করিয়াছেন বলিয়া, বুদ্ধিপ্রভৃতির কল্পনার অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্যই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বরূপ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই "পুরুষ" শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—আভাসযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব পুরুষ শব্দের অর্থ। "তাদাত্ম্যাধ্যাস"—অধ্যাসতত্ত্ব (ঘ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ৫

(শঙ্কা) ভাল, প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতিবচনে 'পুরুষ'-শব্দদ্বারা কেবল চিদাভাসরূপ জীবকেই বুঝা উচিত ; এই অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রয়োজন কি ? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেই চিদাভাসের মোক্ষ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত্বের সিদ্ধি করিবার জন্য অধিষ্ঠান চৈতন্যেরও স্বীকার করা কর্তব্য :—

(গ) অধিষ্ঠানকূটস্থ-সহিত চিদাভাসেরই বন্ধ-মোক্ষে অধিকার।

সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ জীবোঽধিক্রিয়তে ন তু।
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ কাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥ ৬

অন্বয়—সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ বিমোক্ষাদৌ অধিক্রিয়তে, ন তু কেবলঃ ; ক্ব অপি নিরধিষ্ঠান-বিভ্রান্তেঃ অসিদ্ধিতঃ।

অনুবাদ—অধিষ্ঠানসহিত জীবই বন্ধমোক্ষের অধিকারী হইতে পারে, কেবল চিদাভাস তাহা হইতে পারে না ; কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম কোথাও দৃষ্ট হয় না।

টীকা—"সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ"—কূটস্থচৈতন্যরূপ যে অধিষ্ঠান, তাহার সহিত জীব অর্থাৎ চিদাভাস, "বিমোক্ষাদৌ অধিক্রিয়তে"—মোক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতির সাধনের অনুষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারে, কেবল চিদাভাস হইতে পারে না। কেবল চিদাভাস বন্ধ-মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না কেন ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম" ইত্যাদি অর্থাৎ অধিষ্ঠান-শূন্য আরোপিত বস্তু সংসারে কোথাও দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৬

৩। 'অহম্' ও 'অস্মি' এই পদদ্বয়ের অর্থের মধ্যে 'অহম্' পদের অর্থের বিচার।

এক্ষণে অধিষ্ঠানসহিত চিদাভাসের সংসার প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত্ব দুইটি শ্লোকদ্বারা বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ক) 'অহম্' ও 'অস্মি'র অর্থনির্ণয়পূর্ব্বক জীবের সংসার ও মোক্ষের বিভাগ।

অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে।
যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোঽভিমন্যতে॥ ৭

অন্বয়—যদা জীবঃ অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তম্ ভ্রমাংশম্ অবলম্বতে, তদা 'অহম্ সংসারী' ইতি এবম্ অভিমন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—জীব যখন অধিষ্ঠানের অংশরূপ কূটস্থের সহিত ভ্রমের অংশরূপ চিদাভাসযুক্ত দুই শরীরকে আশ্রয় করে অর্থাৎ নিজের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে, তখন 'আমি সংসারী' এইরূপ অভিমান করে। ৭

ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা।
যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে॥ ৮

অন্বয়—যদা ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাৎ অধিষ্ঠানপ্রধানতা, তদা 'অহম্ চিদাত্মা অসঙ্গঃ অস্মি' ইতি বুধ্যতে।

অনুবাদ—আর যখন ভ্রমাংশকে বিদূরিত করিয়া অধিষ্ঠানের প্রধানতাকে জীব বলিয়া মানে অর্থাৎ আপনাকে অধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ মনে করে তখন 'আমি অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ' এইরূপ উপলব্ধি করে।

টীকা—আবার যখন "ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাৎ"—দেহদ্বয় সহিত চিদাভাসরূপ ভ্রমাংশকে তিরস্কার করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনাদর করে এবং "অধিষ্ঠানপ্রধানতা"—অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থের প্রধানতা হয় অর্থাৎ নিজের স্বরূপভূত জীব বলিয়া গ্রহণ করে, তখন জীব "অহম্ চিদাত্মা অসঙ্গঃ"—আমি হইতেছি চৈতন্যস্বরূপ এবং অসঙ্গ, ইহা বুঝিতে পারে। ৮

(শঙ্কা) ভাল, অধিষ্ঠানচৈতন্যকে জীবের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে, জীব আপনাকে চিদাত্মা ও অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে,—এইরূপ যে উক্তি করা হইল, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে; কেননা, অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ ত' অহম্‌প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না: এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন:—

(খ) 'কূটস্থ'—অহম্-শব্দের অবিষয়। 'অহম্'-অর্থের বিভাগ করিয়া সমাধান।

নাসঙ্গেঽহংকৃতির্যুক্তা কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু।
একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থস্ত্রিবিধোঽহমঃ॥ ৯

অন্বয়—(শঙ্কা) অসঙ্গে অহংকৃতিঃ ন যুক্তা; কথম্ অস্মি ইতি চেৎ? শৃণু (সমাধান) একঃ মুখ্যঃ, দ্বৌ অমুখ্যৌ ইতি অহমঃ ত্রিবিধঃ অর্থঃ।

অনুবাদ—যদি বল অসঙ্গচৈতন্যে 'অহঙ্কার' সম্ভবে না; জীব কি প্রকারে 'আমি অসঙ্গ' এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারে? তদুত্তরে বলি, হে বাদিন্! আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর; অহম্ শব্দের তিনটি অর্থ—একটি মুখ্য, অপর দুইটি গৌণ।

টীকা—"অসঙ্গে অহঙ্কৃতিঃ ন যুক্তা"—'আমি' এই আকারের শব্দ ও বৃত্তিরূপ অহম্প্রত্যয়ের অবিষয় অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপে যেহেতু উক্ত অহম্প্রত্যয় সম্ভবে না, সেইহেতু জীব কি প্রকারে জানিবে 'আমি হইতেছি অসঙ্গ চিদাত্মা'? কোনও প্রকারে জানিতে পারে না। ইহাই শঙ্কার তাৎপর্য্য। তদুত্তরে, শব্দের যেটি মুখ্যশক্তি সেই শক্তিরূপ বৃত্তিদ্বারা, আত্মা অহম্‌প্রত্যয়ের বিষয় না হইলেও, লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা আত্মা অহম্‌প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারেন, ইহাই বলিবার ইচ্ছায়, আচার্য্য প্রথমে অহম্ শব্দের অর্থের বিভাগ করিতেছেন—"তদুত্তরে বলি, হে বাদিন্" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—'অহম্' শব্দের মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ হইতেছে আভাসসহিত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য; তাহাই হইতেছে 'অহম্' শব্দের বিষয়। শুদ্ধচৈতন্য অহম্ শব্দের মুখ্যার্থ নহে এবং অহম্ শব্দের বিষয়ও নহে; কিন্তু ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা (খ পরিশিষ্ট ২০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আভাসসহিত অন্তঃকরণ এবং চৈতন্য এই দুইটির মধ্যে 'আমি ভোজন করিতেছি' ইত্যাদিরূপ লৌকিক অথবা 'আমি শিবরূপ' ইত্যাদি প্রকার বৈদিক প্রসঙ্গ অনুসারে, একভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট ভাগটি অহম্‌শব্দের লক্ষ্যার্থ হয়। তাহাকেই অহম্ শব্দের মুখ্যার্থ বলা হয়। এই প্রকারে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা শুদ্ধচৈতন্য 'অহম্' শব্দের বিষয় হইতে পারে, আর যাহা শব্দের বিষয় হয়, তাহাই বৃত্তির বিষয় হইতে পারে; এইহেতু লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা চৈতন্যকে অহম্‌বৃত্তির বিষয়ও বলা হইয়া থাকে। আপনার প্রকাশকচৈতন্যের আবরণের নিবৃত্তিই 'বৃত্তির বিষয় হওয়া'র অর্থ; অন্য কিছুই নহে। এস্থলে আভাসসহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ অহম্ শব্দের বাচ্যার্থের, গমনাদি লৌকিক ব্যবহার অথবা জ্ঞাননিষ্ঠরূপ বৈদিক ব্যবহারের অসম্ভবতাই লক্ষণার (কল্পনার ও প্রয়োগের) কারণ। "অহমঃ"—অহম্ শব্দের (অহঙ্কারের)। ৯

অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থটি কি প্রকার? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ দেখাইতেছেন :—

গ. অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ।

অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্ব্বপুঃ।
একীভূয় ভবেন্মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১০

অন্বয়—কূটস্থাভাসয়োঃ বপুঃ অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ একীভূয় মুখ্যঃ ভবেৎ? তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে।

অনুবাদ—কূটস্থচৈতন্য ও চিদাভাসের স্বরূপ পরস্পরাধ্যাসবশতঃ এক হইয়া অহম্-শব্দের মুখ্যার্থ হয়, (যেহেতু) বিচারবিহীন লোকে তাহাতেই অহম্ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে।

টীকা—কূটস্থ ও চিদাভাস এই উভয়ের স্বরূপ অন্যোন্যাধ্যাসদ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অহম্ শব্দের বাচ্যরূপে মুখ্যার্থ হয়। এই মিলিত কূটস্থচিদাভাসস্বরূপ কি প্রকারে মুখ্যতা প্রাপ্ত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু 'বিচারবিহীন লোকে" ইত্যাদি। এস্থলে "যতঃ"—(যেহেতু) এই শব্দটির অধ্যাহার করিতে হইবে। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ বিচারদ্বারা

অপৃথক্‌কৃত কূটস্থ ও চিদাভাসস্বরূপে. যেহেতু বিবেকজ্ঞানশূন্য সকল লোকে 'অহম্' শব্দের প্রয়োগ করে, এইহেতু ইহার মুখ্যতা ; ইহাই অর্থ। ১০

এক্ষণে অহম্ শব্দের দুইটি অমুখ্য অর্থ দেখাইতেছেন :—

(ঘ) 'অহম্' শব্দের অমুখ্যের অর্থ দুই প্রকার।

পৃথগাভাসকূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ।
পর্য্যায়েণ প্রযুংক্তেঽহং শব্দং লোকে চ বৈদিকে ॥১১

অন্বয়—পৃথক্ আভাসকূটস্থৌ অমুখ্যৌ ; তত্ত্ববিৎ তত্র 'অহম্'-শব্দম্ লোকে বৈদিকে চ পর্য্যায়েণ প্রযুংক্তে।

অনুবাদ—পৃথক্ চিদাভাস ও কূটস্থচৈতন্য উভয়ই 'অহম্'-শব্দের অমুখ্য অর্থ। তত্ত্বজ্ঞ তদুভয় অর্থে অহম্ শব্দকে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

টীকা—আভাস ও কূটস্থের প্রত্যেকটিকে যখন অহং-শব্দের অর্থরূপে সূচনা করিবার ইচ্ছা করা হয়, তখন অহম্ শব্দের অমুখ্য অর্থ অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ হয়। পৃথক্ চিদাভাস ও কূটস্থ এই দুইটির অমুখ্যতার কারণ বলিতেছেন—"তত্ত্বজ্ঞ তদুভয় অর্থে" ইত্যাদি। যেহেতু তত্ত্ববিৎ সেই চিদাভাস ও কূটস্থ অর্থে অহম্ শব্দকে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এইহেতু আভাস ও কূটস্থের প্রত্যেকটি অহম্ শব্দের অমুখ্যার্থ ; এই অর্থে অন্বয় করিতে হইবে। ইহার অভিপ্রায় এই—চিদাভাস ও কূটস্থের অপৃথক্‌কৃত রূপটি সকল অবিবেকী লোকের ব্যবহারের বিষয় হয় বলিয়া, তাহাই অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ। আর চিদাভাস ও কূটস্থের (বিচারদ্বারা পৃথক্‌কৃত) রূপ অতি অল্প লোকেই কখন কখন অর্থাৎ বিচারাদিকালে ব্যবহার করে বলিয়া সেই দুইটি অহম্-শব্দের অমুখ্য অর্থ। ১১

"পর্য্যায়ক্রমে অহম্ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন" এই একাদশ শ্লোকোক্ত অর্থ যাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তজ্জন্য দুইটি শ্লোকদ্বারা তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

লৌকিকব্যবহারেঽহং গচ্ছামীত্যাদিকে বুধঃ।
বিবিচ্যৈব চিদাভাসং কূটস্থাত্তং বিবক্ষতি ॥ ১২

অন্বয়—বুধঃ "অহম্ গচ্ছামি" ইত্যাদিকে লৌকিকব্যবহারে কূটস্থাৎ চিদাভাসম্ বিবিচ্য তম্ এব বিবক্ষতি।

অনুবাদ—"আমি যাইতেছি" ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে জ্ঞানী কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিয়া, সেই চিদাভাসকেই আমি বা অহম্ শব্দদ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন।

টীকা—"বুধঃ"—যিনি বুদ্ধ, তিনি 'আমি গমন করিতেছি' ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে

কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া, কেবল সেই চিদাভাসকেই অহম্ বা আমি এই শব্দদ্বারা বুঝাইবার ইচ্ছা করেন। ১২

অসঙ্গোঽহং চিদাত্মাহমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ।
অহংশব্দং প্রযুংক্তেঽয়ং কূটস্থে কেবলে বুধঃ॥ ১৩

অন্বয়—অয়ম্ বুধঃ শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ কেবলে কূটস্থে "অহম্ অসঙ্গঃ" "অহম্ চিদাত্মা" ইতি অহম্শব্দম্ প্রযুংক্তে।

অনুবাদ—(আর বৈদিক ব্যবহারে) সেই জ্ঞানী শাস্ত্রীয় দৃষ্টির প্রয়োগে কেবল কূটস্থ অর্থে, "আমি হইতেছি অসঙ্গ", "আমি হইতেছি চিদাত্মা", এই প্রকারে অহম্-শব্দের প্রয়োগ করেন।

টীকা—"অয়ম্ বুধঃ"—এই জ্ঞানীই, বেদান্তশ্রবণদ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানের সাহায্যে কেবল চিদাভাস হইতে পৃথক্ করিয়া কূটস্থ অর্থেই "আমি হইতেছি অসঙ্গ", "আমি হইতেছি চিদাত্মা" এই প্রকারে, লক্ষণাদ্বারা অহম্-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইহেতু লক্ষণাদ্বারা 'অহম্' শব্দের অর্থ হয় বলিয়া, 'অহম্'-প্রত্যয়ের বিষয় হওয়া সম্ভব হয়; সেইহেতু 'আমি হইতেছি অসঙ্গ' এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; ইহাই অভিপ্রায়। ইহাই নবম শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান। ১৩

(**শঙ্কা**) ভাল, একাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "পৃথক্ (অর্থাৎ পৃথক্কৃত) চিদাভাস ও কূটস্থ-চৈতন্য উভয়ই অহম্ শব্দের অনুখ্য অর্থ।" সেই চিদাভাস ও কূটস্থ এই দুইটির মধ্যে কূটস্থ কি অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য 'আমি হইতেছি অসঙ্গ' এইরূপ জানেন (অর্থাৎ জ্ঞান অভ্যাস করেন)? অথবা চিদাভাস সেইরূপ করে?—এই দুই বিকল্প হইতে পারে। তন্মধ্যে কূটস্থ সেইরূপ জানেন এই প্রথমপক্ষ সম্ভব নহে; কেননা, সেই কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য বলিয়া তাহার জ্ঞানিত্ব বা অজ্ঞানিত্ব সম্ভব নহে। এইহেতু সেই জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসেরই বলা উচিত। তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসেরই ধর্ম্ম হইলে, কূটস্থ হইতে ভিন্ন যে চিদাভাস, তাহার পক্ষে "আমি কূটস্থ" এইরূপ জ্ঞান অযোগ্য—এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(৫) কূটস্থ হইতে পৃথক্কৃত চিদাভাসের 'আমি হইতেছি কূটস্থ' - এই জ্ঞান অযুক্ত।

জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাত্মাভাসস্যৈব ন চাত্মনঃ।
তথা চ কথমাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতি বুধ্যতাম্॥ ১৪

অন্বয়—জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে তু আত্মাভাসস্য এব, ন চ আত্মনঃ, তথা চ আভাসঃ "কূটস্থঃ অস্মি" ইতি কথম্ বুধ্যতাম্?

অনুবাদ—জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসের অর্থাৎ আভাস চৈতন্যেরই ধর্ম্ম; তাহা কখনও 'আত্মার' বা কূটস্থচৈতন্যের নহে। তাহা হইলে সেই চিদাভাস কি প্রকারে ভাবিতে পারে 'আমি হইতেছি কূটস্থ'?

টীকা—যেহেতু চিদাভাস কূটস্থ হইতে ভিন্ন—কল্পিত, সেইহেতু চিদাভাসের 'আমি হইতেছি কূটস্থ' এই প্রকার জ্ঞান, যেটি যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি করিলে যে 'ভ্রান্তি' হয়, তাহাই। এইহেতু তাহা কি প্রকারে সম্ভবে ? ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা। ১৪

সেই চিদাভাস কূটস্থ হইতে ভিন্ন, ইহাই অসিদ্ধ ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন :—

(চ) কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভেদ অবাস্তব বলিয়া অসিদ্ধ; এইরূপে উক্ত শঙ্কার সমাধান।

নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্।
আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫

অন্বয়—অয়ম্ দোষঃ ন ; চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্ ; আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তী :—) তদুত্তরে বলি, কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভিন্নতা—ইহা দোষ নহে ; কেননা, চিদাভাস কূটস্থের সহিত অভিন্নস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কূটস্থই চিদাভাসের মুখ্যস্বরূপ বলিয়া চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা ; সেইহেতু কূটস্থেই তাহার পর্য্যবসান বা অবশেষ।

টীকা—চিদাভাস যে কূটস্থের সহিত অভিন্নস্বভাববিশিষ্ট, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন :—চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা। যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখপ্রতিবিম্বের বাস্তবরূপ হইতেছে (স্কন্ধদ্বয়মধ্যে অবস্থিত) গ্রীবার উপরিস্থিত মুখ, সেইরূপ চিদাভাসের বিম্বরূপ কূটস্থই বাস্তব স্বরূপ, ইহাই অভিপ্রায়। আভাসবাদীর (খ পরিশিষ্টে ১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) প্রদর্শিত যুক্তিতে যেমন দর্পণস্থিত মুখপ্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান হইতেছে দর্পণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, সেইরূপ অন্তঃকরণস্থিত, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসের অধিষ্ঠান হইতেছে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্য। যেহেতু কল্পিতবস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, বলিয়া সিদ্ধ হয় না, সেইহেতু প্রতিবিম্ববিশিষ্ট প্রতিবিম্বের বাধ করিলে অবশিষ্ট অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্যই প্রতিবিম্বের স্বরূপ থাকিয়া যায়। ব্রহ্ম ও কূটস্থের মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় মুখ্য সামানাধিকরণ্য, এবং চিদাভাস কূটস্থের বাধ সামানাধিকরণ্য। এইহেতু বাধ না করিলে অর্থাৎ চিদাভাসের অভাব না করিলে, কূটস্থের সহিত অভেদ হয় না, কিন্তু বাধ করিলেই সেই অভেদ হয়। যে সম্বন্ধদ্বারা ভিন্নার্থবোধক শব্দদ্বয়ের একার্থবোধকতা জন্মে, তাহার নাম সামানাধিকরণ্য। (২০০ পৃঃ ৫ম অঃ ৪র্থ শ্লোকের টীকা ও অগ্রে ৮ম অঃ ৪২শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৫

ভাল, চিদাভাস নিজে মিথ্যা বলিয়া, সেই চিদাভাসের আশ্রিত—'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এইরূপ জ্ঞান ত' মিথ্যা হইবেই। এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ছ) (শঙ্কা) মিথ্যা চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞান ত' মিথ্যা। (সমাধান) তাহা ত' ইষ্টাপত্তি।

কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি মিথ্যা চেন্নেতি কো বদেৎ।
ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬

অন্বয়—(শঙ্কা) 'কূটস্থঃ অস্মি' ইতি বোধঃ অপি মিথ্যা চেৎ? (সমাধান) ন ইতি কঃ বদেৎ? ন হি রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ সত্যতয়া অভীষ্টম্।

অনুবাদ—যদি বল 'আমি হইতেছি কূটস্থ', চিদাভাসের যে এই প্রকার বোধ তাহা ত' মিথ্যা; তবে বলি—কে তাহা অস্বীকার করিতেছে? রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের গমনাগমন সত্য বলিয়া কাহারও অভিমত নহে।

টীকা—কূটস্থস্বরূপ হইতে ভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হওয়াতে, সেই চিদাভাসের আশ্রিত 'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এই আকারের যে জ্ঞান, তাহাও মিথ্যা; ইহা অদ্বৈতবাদী আমাদের ত' ইষ্টই—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—"ন ইতি কঃ বদেৎ"—সেই জ্ঞান যে মিথ্যা নহে, ইহা কে বলিতেছে? সেই বোধের মিথ্যারূপতারূপ অর্থ দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—"রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের গমনাগমনাদি প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সেই প্রকার চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞানও বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ১৬

ভাল, জ্ঞান যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব নহে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞানদ্বারা যে সংসারের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই সংসারই যে মিথ্যা। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র দেখিয়া যেমন (স্বপ্নপ্রপঞ্চ এবং তৎসহ) নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব:—

(জ) মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব।

তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো হি নিবর্ত্ততে।
যক্ষানুরূপো হি বলিরিত্যাহুর্লৌকিকা জনাঃ ॥১৭

অন্বয়—তাদৃশেন অপি বোধেন সংসারঃ নিবর্ত্ততে হি: হি (যথা) যক্ষানুরূপঃ বলিঃ ইতি লৌকিকাঃ জনাঃ আহুঃ।

অনুবাদ—সেই প্রকার জ্ঞানদ্বারাও সংসার নিবৃত্তি হয়, যেহেতু সংসারও ত' মিথ্যা। লোকে প্রবাদ রহিয়াছে 'যেমন দেবতা তাহার বলিও (নৈবেদ্য) তেমনি'; (অলক্ষ্মীর উপহার ছেঁড়াচুল ও শাল্মলীবীজ। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৬ ভামতী টীকায় ব্যাখ্যাত)।

টীকা—মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা যে মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি হয় তদ্বিষয়ে "যাদৃশো যক্ষস্তাদৃশো বলিঃ" লোকসমাজে প্রচলিত এই গাথাকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। এস্থলে তাৎপর্য্য এই—সমানসত্তাবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পর সাধক বা বাধক হয়, বিষমসত্তাবিশিষ্ট সেরূপ হয় না। যেমন ব্যাবহারিক অন্নজলদ্বারা ব্যাবহারিক ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়, প্রাতিভাসিক (যথা স্বপ্নদৃষ্ট) অন্নজলদ্বারা ব্যাবহারিক ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তি হয় না। ব্যাবহারিক রজতাদিদ্বারা ব্যাবহারিক বলয়াদি ভূষণনির্ম্মাণ সিদ্ধ হয়, প্রাতিভাসিক রজতাদিদ্বারা তাহা হয় না; স্বপ্নদৃষ্ট প্রাতিভাসিক রোগক্ষুধাদির নিবৃত্তি, প্রাতিভাসিক ঔষধ-অন্নাদিদ্বারাই হয়, ব্যাবহারিক ঔষধাদিদ্বারা হয় না: সেই প্রকার দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীর মতে (খ পরিশিষ্ট, ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

প্রাতিভাসিকরূপ মিথ্যা সংসার, এবং সৃষ্টিদৃষ্টিবাদীর মতে (খ পরিশিষ্ট, ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ব্যাবহারিকরূপ মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি স্ব-সমানসত্তাবিশিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানদ্বারাই সম্ভব ; পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা নহে ; আবার "অনির্ব্বাচ্যাচ্চানির্ব্বাচ্যোৎপত্তৌ নানুপপত্তিঃ" ভামতী। ১৭

ষষ্ঠ শ্লোকে উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(ঝ) ষষ্ঠ শ্লোকে উপপাদিত অর্থের উপসংহার।

তস্মাদাভাসপুরুষঃ সকূটস্থো বিবিচ্য তম্।
কূটস্থোঽস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্হতীত্যভ্যধাচ্ছ্রুতিঃ ॥ ১৮

অন্বয়—তস্মাৎ সকূটস্থঃ আভাসপুরুষঃ ; তম্ বিবিচ্য "কূটস্থঃ অস্মি" ইতি বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি ইতি শ্রুতিঃ অভ্যধাৎ।

অনুবাদ—সেইহেতু 'পুরুষ'শব্দের বাচ্য যে কূটস্থসহিত চিদাভাস, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া কূটস্থকে চিদাভাস হইতে ভিন্ন করিয়া '(আমি) হইতেছি কূটস্থ' এইরূপে জানিতে পারা যায়। এই অর্থই উক্ত শ্রুতিবচন 'আমি হইতেছি' এই পদদ্বারা কহিতেছেন।

টীকা—যেহেতু কূটস্থই চিদাভাসের নিজ অর্থাৎ বাস্তব স্বরূপ, সেইহেতু "পুরুষ" শব্দের বাচ্য যে 'কূটস্থসহিত চিদাভাস', সেই কূটস্থকে, মিথ্যাস্বরূপ আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা—'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এইরূপ জানিতে সমর্থ হন। এই অভিপ্রায়েই প্রথমোক্ত শ্রুতিবচনে শ্রুতি 'অস্মি'—হইতেছি—এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই অর্থ। ১৮

"আত্মানঞ্চেৎ" শ্রুতিতে 'অয়ম্' পদের অভিপ্রায় : চিদাভাসের সপ্তাবস্থা

১। 'অয়ম্'-পদলভ্য অপরোক্ষজ্ঞান ও তাহার বিষয়—নিত্য অপরোক্ষ চৈতন্যের বর্ণন।

এই প্রকারে শ্রুতিবাক্যে 'পুরুষ' ও 'অস্মি' এই পদদ্বয়ের উচ্চারণের অভিপ্রায় বর্ণন করিয়া, 'অয়ম্' এই পদের প্রয়োগের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) 'অয়ম্'পদের মুখ্য অভিপ্রায় - দেহে আত্মজ্ঞানের ন্যায় আত্মার অপরোক্ষজ্ঞান।

অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তবোধো দেহাত্মনীক্ষ্যতে।
তদ্বদত্রেতি নির্ণেতুময়মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯

অন্বয়—দেহাত্মনি অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তবোধঃ ঈক্ষ্যতে ; অত্র তদ্বৎ ইতি নির্ণেতুম্ অয়ম্ ইতি অভিধীয়তে।

অনুবাদ—যেমন দেহরূপ আত্মায় (জ্ঞানহীন) লোকের 'আমি দেহ' এই সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত জ্ঞান দৃষ্ট হয়, এই (কূটস্থ) আত্মায় সেই প্রকার

জ্ঞানও মুক্তির সিদ্ধির জন্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য—ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি 'অয়ম্' (এই) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

টীকা—অজ্ঞানী জনসাধারণের প্রসিদ্ধ দেহরূপ আত্মার সংশয় ও বিপরীতভাবনা-রহিত—'আমি হইতেছি ব্রাহ্মণ', 'আমি হইতেছি মনুষ্য' এইরূপ জ্ঞান যেমন দৃষ্ট হয়, মুক্তি-সিদ্ধির জন্য, "অত্র"—এই প্রত্যগাত্মায়—(কূটস্থে) সেই প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করা উচিত; "ইতি নির্ণেতুম্ অয়ম্ ইতি অভিধীয়তে"—ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি 'অয়ম্' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯

এই প্রকারের জ্ঞান যে, মোক্ষের সাধন, তদ্বিষয়ে 'উপদেশসাহস্রী'র ('তত্ত্বজ্ঞানস্বভাব' বা 'অহম্প্রত্যয়' প্রকরণনামক চতুর্থ প্রকরণে ৫ম শ্লোক) আচার্য্য শঙ্করের বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(খ) কূটস্থে সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত আত্মবুদ্ধি যে মুক্তির সাধন, তদ্বিষয়ে উপদেশসাহস্রীর প্রমাণ।

দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥ ২০

অন্বয়—যস্য দেহাত্মজ্ঞানবৎ আত্মনি এব দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্ জ্ঞানম্ ভবেৎ, স ন ইচ্ছন্ অপি মুচ্যতে।

অনুবাদ—অবিবেকীর যে প্রকার, দেহে 'আমি মনুষ্য', 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপ আমি-বুদ্ধি সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্য বা অবাধিত, সেই দেহাত্মজ্ঞানের বিলোপসাধক বা বিনাশক 'আমি দেহ নহি, কিন্তু দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্তের সাক্ষিমাত্র', এইরূপ জ্ঞান, যে বিবেকীর, সেইরূপ সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য ও অবাধিত, তিনি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান।

টীকা—'আমি হইতেছি মনুষ্য' এই প্রকার দেহরূপ আত্মবিষয়ক দৃঢ়নিশ্চয়, অ-বিচারশীল সাধারণ লোকের হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রত্যগাত্মবিষয়ে, দেহাত্মরূপ জ্ঞানের বিনাশক, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান যাহার হইবে, "সঃ"—সেই বিদ্বান্, "অনিচ্ছন্ অপি মুচ্যতে"—মোক্ষের ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান, যেহেতু সংসারের কারণ যে অজ্ঞান তাহা তাঁহার জ্ঞানদ্বারা বাধিত (নিবারিত) হইয়া গিয়াছে * ।২০

* 'উপদেশসাহস্রী'র টীকাকার রামতীর্থকৃত 'পদযোজনিকা' ব্যাখ্যা :— যেমন দেখা যায় আত্মতত্ত্ববিচারে অনভ্যস্ত সংসারী লোকের, দেহে "আমি মনুষ্য" এইরূপ আত্মজ্ঞান সর্ব্বসন্দেহপরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ যথা আত্মাতেই অর্থাৎ দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্তের সাক্ষিরূপ আত্মাতেই, যাঁহার পূর্ব্বোক্ত দেহাত্মজ্ঞানের নিবারক 'আমি হইতেছি পরব্রহ্ম' এইরূপ সন্দেহবিবর্জ্জিত জ্ঞান জন্মে, তিনি, ঐ প্রকার জ্ঞানের বলে অনর্থরাশি অপনীত হইয়া যায় বলিয়া, মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও, তাঁহার মুক্তি বলপূর্ব্বক সর্ব্ববিঘ্ন ঠেলিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ হইবার কারণ এই যে যাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার দেহে আত্মাভিমানের আমি-বুদ্ধির কোনও হেতু না থাকায় তাঁহার মোক্ষে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে না, ইহাই তাৎপর্য্য। সেই অর্থে শ্রুতিবচন রহিয়াছে — 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' মুণ্ডক ২।২।৮। জীবাত্মা হইতে অভিন্ন সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে

'অয়ম্' এই পদের প্রয়োগের অন্য অভিপ্রায় আছে—এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) অয়ম্-পদের অপর অভিপ্রায়—চৈতন্য সদাই অপরোক্ষ।

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চেত্তদুচ্যতাম্।
স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ ॥ ২১

অন্বয়—'অয়ম্' ইতি অপরোক্ষত্বম্ উচ্যতে চেৎ, তৎ উচ্যতাম্ যতঃ স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যম্ সদা অপরোক্ষম্।

অনুবাদ—যদি বল 'অয়ম্' এই পদদ্বারা আত্মার অপরোক্ষতা বুঝান হইতেছে, তবে বলি—তাহাই বল, যেহেতু স্বয়ম্প্রকাশ কূটস্থচৈতন্য সদাই অপরোক্ষ।

টীকা—যেমন 'ইহা ঘট' ইত্যাদি বাক্যের উচ্চারণে 'ইহা' এইরূপে বস্তুর অপরোক্ষতা প্রদর্শিত হইতেছে, সেইরূপ 'অয়ম্ অস্মি'—এই হইতেছি আমি—এই বাক্যের উচ্চারণদ্বারা প্রতিকর্তার আত্মার অপরোক্ষতাই প্রদর্শিত হইতেছে—ইহাই বাদীর অভিপ্রায়। (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—আত্মার সেই অপরোক্ষতা আমাদেরও ইষ্ট—'তাহাই বল।' ভাল, আপনি আত্মার অপরোক্ষতা কিহেতু বলিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যেহেতু' ইত্যাদি। অন্য সাধনের অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকাশমান যে চৈতন্য, তাহার ব্যবধানকর্তার অর্থাৎ আবরকের অভাবহেতু, তাহা নিত্য অপরোক্ষ, ইহা আমরাও অঙ্গীকার করি বলিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ বলিলাম—ইহাই অর্থ। এস্থলে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—চৈতন্যের যদি আবরণ ঘটে তাহা হইলে চৈতন্যের বাহিরে প্রকাশকের অভাবে, জগতের অন্ধতা বা অপ্রতীতি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর আচার্য্য শঙ্কর চৈতন্যের আবরণ অস্বীকার করিয়া—'আমি অজ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানি না'—এই অনুভব-বাক্যানুসারে অজ্ঞানকে ব্রহ্মের আশ্রিত এবং ব্রহ্মকে বিষয়কারী (আচ্ছাদক) বলিয়া ব্রহ্মের 'স্বাশ্রয়-স্ববিষয়' বলিয়াছেন; তাঁহার সেই উক্তির সহিত বিরোধ হয়। এইহেতু সামান্যাংশের প্রতীতি ও বিশেষাংশের অপ্রতীতি স্বীকার করিলেই অবিরোধ সম্ভব হয়। ২১

ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশচৈতন্যস্বরূপ বলিয়া নিত্য অপরোক্ষ, এইরূপ মানিলে, 'অয়ম্' (এই) পদপ্রয়োগের (১৯-২১) শ্লোকোক্ত অভিপ্রায় নির্দ্দেশের অঙ্গীকারবলে প্রাপ্ত যে আত্মার পরোক্ষবিষয়তা ও অপরোক্ষবিষয়তা, বা ১৪ শ্লোকোক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞানের আশ্রয় বিষয়-

---

পর, এই জীবের হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাসংস্কার) বিনষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্মৃতিবচনও রহিয়াছে—"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।" যেমন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ ধান্যাদি বীজ পুনর্ব্বার অঙ্কুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশরূপ ক্লেশসকল আত্মজ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হইলে, আর আত্মার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে না। "যথা পর্ব্বতমাদীপ্তং নাশ্রয়ন্তি মৃগদ্বিজাঃ। তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদো দোষা নাশ্রয়ন্তে কদাচন।" যেমন দাবাগ্নিদ্বারা তৃণগুল্মাচ্ছাদিত পর্ব্বত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তথায় আর পশুপক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্গণকে দোষ কখনই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। "মন্ত্রৌষধবলেনৈব জীর্যতে ভক্ষিতং বিষম্। তদ্বৎ সর্বাণি কর্মাণি জীর্যন্তে জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ।" যেমন মন্ত্রের বল এবং ঔষধের বলে, ভক্ষিত বিষ জীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম (সঞ্চিত, আগামী, ক্রিয়মাণ, এমন কি, প্রারব্ধকর্ম্মও) মুহূর্ত্তমধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়।

রূপতা—তাহা ত' যুক্তিবিরুদ্ধ বা পরস্পর অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "দশমের" ন্যায় সমস্তই সঙ্গত, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) নিত্যপ্রত্যক্ষ চৈতন্যে পরোক্ষতাপরোক্ষতা উভই সম্ভব; যথা, দশম পুরুষে জ্ঞানাজ্ঞান।

পরোক্ষমপরোক্ষং চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ।
নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপি দ্বয়ং স্যাদ্দশমে যথা ॥২২

অন্বয়—পরোক্ষম্ চ অপরোক্ষম্ চ জ্ঞানম্ অজ্ঞানম্ ইতি অদঃ দ্বয়ম্ যথা দশমে, নিত্যাপরোক্ষরূপে অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব, জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইটি যেমন দশম পুরুষে সঙ্গত হয়, সেইরূপ নিত্য অপরোক্ষ কূটস্থচৈতন্যেও সম্ভব হয়।

টীকা—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই এক যুগল, এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহা অপর যুগল। এই দুই যুগল নিত্য অপরোক্ষ আত্মায় দশম পুরুষের ন্যায় সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। ২২

২। দশম পুরুষের দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তসহিত সপ্তাবস্থা প্রতিপাদন।

প্রথমে দশমের দৃষ্টান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ক) দশমের অজ্ঞানাবস্থা।

নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপি তান্নব ॥২৩

অন্বয়—নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানঃ দশমঃ তদা তান্ নব বীক্ষ্যমাণঃ অপি বিভ্রমাৎ, দশমঃ অস্মি ইতি ন বেত্তি।

অনুবাদ—(অচ্যুতরায় এই স্থলে লক্ষ্যীকৃত আখ্যায়িকাটি এইরূপে বর্ণন করেন—দশ ব্রাহ্মণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ-নিষেবণে বাহির হইয়া একদিন সায়ংকালে এক বিপুলজলা নদী সন্তরণ করিয়া রাত্রিকালে পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তাহাদের একজন ঐরূপ দেশে ও ঐরূপ কালে, 'আমাদের কেহ হয়ত নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে' ভাবিয়া সকলকে গণিতে প্রবৃত্ত হইল। ভ্রান্তিবশতঃ সে আপনাকে না গণিয়া নয় জন মাত্র পাইল। তদনন্তর যে-ই গণনায় প্রবৃত্ত হয়, সে-ই ঐরূপ গণনা করিয়া নয় জন মাত্র পায়; এইরূপে)—সেই নয় সংখ্যা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দশম পুরুষ, সেই নয় জনকে সম্মুখে দেখিতে থাকিলেও, বিভ্রমবশে 'আমিই দশম পুরুষ' ইহা বুঝে না।

টীকা—(গণনীয় পুরুষসমূহে অবহিত) নব সংখ্যাদ্বারা অপহৃত হইয়াছে (বিবেক-) জ্ঞান যাহার—'নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানঃ', এইরূপ যে দশম পুরুষ সে তৎকালে পরিগণনীয় নবসংখ্যা;

"তান্ বীক্ষ্য"—তাহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে দেখিয়াও, "বিভ্রমাৎ"—ভ্রান্তিবশতঃ, (গণনাকর্তা) আপনাকে, "দশমঃ অহম্ অস্মি ইতি ন বেত্তি"—আমিই হইতেছি দশম—এইরূপ বুঝিতে পারে না। ২৩

এই প্রকারে দশম পুরুষে অজ্ঞান দেখাইয়া, সেই অজ্ঞানের কার্য্য আবরণ দেখাইতেছেন :—

(খ) দশম পুরুষের অজ্ঞানের আবরণাবস্থা।

ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা।
মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ ॥ ২৪

অন্বয়—তদা স্বম্ দশমম্ (সন্তম্), "দশমঃ ন ভাতি, ন অস্তি" ইতি মত্বা বক্তি। তৎ অজ্ঞানকৃতম্ আবরণম্ বিদুঃ।

অনুবাদ—তখন দশম পুরুষ, আপনি দশম হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও আপনাকে, 'দশম পুরুষকে দেখিতেছি না, দশম পুরুষ নাই' এইরূপ মনে করিয়া সেইরূপ কহিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'অজ্ঞানকৃত আবরণ' বলিয়া জানেন।

টীকা—"তদা দশমঃ স্বম্ দশমম্ (সন্তম্)"—তখন দশম পুরুষ নিজে দশম হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও, "দশমঃ ন ভাতি ন অস্তি"—'দশমকে দেখিতে পাইতেছি না, দশম নাই' এইরূপ মনে করিয়া, সেইরূপই বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহারের যাহা কারণ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ 'অজ্ঞানকৃত আবরণ' বলিয়া জানেন *। ২৪

অজ্ঞানেরই কার্য্যবিশেষ (অথবা অপর কার্য্য)—বিক্ষেপ ; তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) দশম পুরুষের অজ্ঞান-কার্য্য—বিক্ষেপাবস্থা।

নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি।
অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৫

---

* অচ্যুতরায় 'মত্বা'র সহিত রামকৃষ্ণকৃত অন্বয়ে দোষ ধরিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত দশম পুরুষ নিত্য অপরোক্ষভাবে প্রকাশমান থাকিলেও, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানানুভব এইরূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই অজ্ঞানকৃত দুইটি আবরণকে (যাহা যথাক্রমে পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা বিনাশ্য) সাধারণভাবে একটি ধরিয়া বলিতেছেন—"ন ভাতি" ইতি—'দশমঃ ন ভাতি' তোমাদের নয়জনের গণনা করা হইলেও, দশম প্রকাশিত হইতেছে না অর্থাৎ দশমকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহাই অর্থ। এইটিকেই অভানাবরণ বলে, ইহা একমাত্র অপরোক্ষ-প্রমার দ্বারা বিনাশ্য। ইহা ইঙ্গিতে সূচিত হইল। অতএব "ন অস্তি" সে বিদ্যমান নাই, এইটিকে 'অসত্ত্বাবরণ' বলে। ইহা একমাত্র পরোক্ষ-প্রমার দ্বারা বিনাশ্য; ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। 'ইতি' এই বাক্যোক্ত প্রকারে, 'তদা' আপনাকে ছাড়িয়া, নয় পুরুষের পরিগণনা-কালে, 'স্বম্' আপনাকে 'দশমম্' দশ মিলাইতে [illegible] তৎ—পূর্বোক্ত প্রণালীতে দশসংখ্যার পরিগণনার জন্য প্রবৃত্ত যে আমি, এতাদৃশ আপনাকে অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত দশটির গণনায় প্রবৃত্ত, "মত্বা অপি" এইরূপ নিত্য অপরোক্ষরূপে জানিয়াও, "বক্তি" (ঐ সে কথা) বলে, "যৎ তৎ অজ্ঞানকৃতম্ আবরণম্" তাহাকে অজ্ঞানকৃত আবরণ বলিয়া "বিদুঃ" (বিদ্বান্) জানেন, 'পণ্ডিতগণ' এইরূপে অন্বয়ের যোজনা করিয়া বাক্যশেষ করিতে হইবে।

এই ব্যাখ্যার অনুসরণে মহাশয় [illegible] করিলেও, 'তদা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত বলিতে হইবে।

অন্বয়—নত্বাম্ দশমঃ মমার ইতি শোচন্ প্ররোদিতি। রোদনাদিম্ বুধাঃ অজ্ঞানকৃত-বিক্ষেপম্ বিদুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—দশম পুরুষ নদীতে (ডুবিয়া) মরিয়াছে, এই ভাবিয়া শোকে রোদন করিতে লাগিল। পণ্ডিতগণ এই রোদনাদিকে অজ্ঞানকৃত বিক্ষেপ অর্থাৎ অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া জানেন। ২৫

দশম পুরুষের অভাবরূপ অংশের নিবর্ত্তক পরোক্ষজ্ঞান বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) দশম পুরুষের পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা।

ন মৃতো দশমোঽস্তীতি শ্রুত্বাপ্তবচনং তদা।
পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ॥ ২৬

অন্বয়—দশমঃ ন মৃতঃ অস্তি ইতি আপ্তবচনম্ শ্রুত্বা তদা পরোক্ষত্বেন স্বর্গাদিলোকবৎ দশমম্ বেত্তি।

অনুবাদ—'দশম পুরুষ মরে নাই, সে বিদ্যমান'—আপ্তের (ভ্রমবিপ্রলম্ভ-বর্জ্জিত উপদেষ্টার) এইরূপ বচন শুনিয়া তাহারা স্বর্গাদি লোকের জ্ঞানের ন্যায়, দশম পুরুষবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া দশম পুরুষকে জানিল।

টীকা—(অচ্যুতরায়বর্ণিত আখ্যায়িকানুবৃত্তি) তখন তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া কাকতালীয় ন্যায়ে কোনও পূর্ব্বপরিচিত পুরুষ তথায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কথার প্রভূত প্রামাণ্য পূর্ব্ব হইতে সকলেই জানিত এবং তাঁহাকে অবঞ্চক বলিয়াও জানিত। এইহেতু তিনি শ্রদ্ধেয় বা অবধেয়বচন। ২৬

সেই দশম পুরুষেরই অভানাংশ বা অপ্রকাশাংশ-নিবর্ত্তক অপরোক্ষজ্ঞানের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঙ) দশম পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান, শোক-নিবৃত্তি ও তৃপ্তির অবস্থা।

ত্বমেব দশমোঽসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ।
অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যত্যেব ন রোদিতি॥ ২৭

অন্বয়—গণয়িত্বা 'ত্বম এব দশমঃ অসি' ইতি প্রদর্শিতঃ অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যতি এব, ন রোদিতি।

অনুবাদ—গণনা করিয়া 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপ বুঝাইয়া দিলে, দশম পুরুষকে অপরোক্ষভাবে জানিয়া সে হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং রোদন পরিত্যাগ করিল।

টীকা—আপনার দ্বারা গণিত নয় জনের সহিত, আপনাকেও গণনা করিয়া, আপনিই যে দশম পুরুষ তাহা যখন সেই আপ্তপুরুষ (বিশ্বস্ত উপদেষ্টা) 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' বলিয়া দেখাইলেন, তখন 'আমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপ দশমপুরুষবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া সে হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং রোদন পরিত্যাগ করিল। ২৭

এইরূপে পূর্ব্বগত ২৭ পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত দশম পুরুষবিষয়ক সাত অবস্থার যথাতথ বর্ণন করিয়া, দার্ষ্টান্তিকরূপ আত্মবিষয়েও সেই সাত অবস্থার যোজনা করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ সাত অবস্থার উল্লেখ করিয়া আত্মায় যোজনা।

অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ।
শোকাপগম ইত্যেতে যোজনীয়াশ্চিদাত্মনি ॥২৮

অন্বয়—অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ শোকাপগমঃ ইতি এতে চিদাত্মনি যোজনীয়াঃ।

অনুবাদ—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ (বা শোক), পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-ভেদে দুই প্রকার জ্ঞান, তৃপ্তি ও শোকনিবৃত্তি এই বর্ণিত সাত অবস্থা চিদাত্মায় প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।

টীকা—এস্থলে 'অজ্ঞান', 'আবৃতি' বা আবরণ, 'বিক্ষেপ', 'দ্বিবিধজ্ঞান' ও 'তৃপ্তি' এই কয়েকটি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। ২৮

৩। চিদাভাসের সাত অবস্থার বর্ণন।

২৯ হইতে চারিটি শ্লোকে সেই আত্মায়, অজ্ঞানাদি সাতটি অবস্থা যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ক) চিদাভাসের অজ্ঞানাবস্থা।

সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন।
স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্ত্যয়ম্ ॥ ২৯

অন্বয়—অয়ম্ চিদাভাসঃ সংসারাসক্তচিত্তঃ সন্ কদাচন স্বতত্ত্বম্ স্বয়ম্প্রকাশকূটস্থম্ ন এব বেত্তি।

অনুবাদ—এই চিদাভাস সংসারে সমাসক্ত হইয়া কোন সময়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ কূটস্থকে জানিতেই পারে না।

টীকা—এই চিদাভাস বিষয়সংগ্রহপ্রভৃতির ধ্যানে আসক্তচিত্ত হইয়া বেদান্ত বিচারের পূর্ব্বে কখনও, "স্বতত্ত্বম্"—আপনার তত্ত্ব বা নিজরূপ এই যে "স্বয়ম্প্রকাশকূটস্থম্"—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে, "ন এব বেত্তি"—জানিতেই পারে না, তাহাই অজ্ঞান। ২৯

(খ) চিদাভাসের দুই অবস্থা—আবরণ ও বিক্ষেপ।

ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ।
কর্ত্তা ভোক্তাঽহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০

অন্বয়—প্রসঙ্গতঃ "কূটস্থঃ ন অস্তি, ন ভাতি" ইতি বক্তি; "অহম্ কর্ত্তা ভোক্তা অস্মি" ইতি বিক্ষেপম্ প্রতিপদ্যতে।

অনুবাদ—চিদাত্মবিষয়ক প্রসঙ্গ উঠিলে, 'কূটস্থ চৈতন্য নাই, কূটস্থ

চৈতন্যের প্রকাশ বা প্রতীতি হয় না'—এই প্রকার বলিয়া থাকে, আর 'আমি কর্তা, ভোক্তা' এই প্রকার বিক্ষেপ বা শোক প্রাপ্ত হয়।

টীকা—চিদাত্মবিষয়ক প্রসঙ্গ উঠিলে, 'কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রতীতি হয় না'—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া তদ্রূপ বলিয়া থাকে। ইহা অজ্ঞানের কার্য্য—আবরণ। 'আর যেমন বলে, কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রতীতি হয় না, সেইরূপ আত্মার কর্তৃত্বাদির আরোপ করিয়া থাকে। এই আরোপের হেতু যে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ দুই দেহসহিত চিদাভাস, তাহাই বিক্ষেপ। ৩০

(গ) চিদাভাসের পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা ও অপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা।

অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।
পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥ ৩১

অন্বয়—আদৌ বার্ত্তয়া 'কূটস্থঃ অস্তি' ইতি পরোক্ষম্ বেত্তি, পশ্চাৎ বিচারতঃ 'কূটস্থঃ এব অস্মি' ইতি এবম্ বেত্তি।

অনুবাদ—প্রথমে আপ্তবাক্যদ্বারা কূটস্থচৈতন্য আছে, এইরূপ পরোক্ষভাবে জানিতে পারে—(তাহাই পরোক্ষজ্ঞান); পরে বিচারদ্বারা 'আমিই কূটস্থচৈতন্য' এইরূপে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে—(ইহাই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান)।

টীকা—অপরে অর্থাৎ আপ্তজন বা ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু বুঝাইলে, 'কূটস্থ আছে' এই প্রকারে জানিতে পারে ; ইহাকেই পরোক্ষজ্ঞান বলে : আর শ্রবণাদির পরিপাকের বশে কূটস্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন যে প্রত্যগাত্মা, 'তাহাই হইতেছি আমি' ; এই প্রকারে জানিতে পারে। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। 'আমি হইতেছি কূটস্থ'—ইহাই 'ত্বম্'-পদার্থবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান বটে, কিন্তু সেইপরিমাণ জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানাদি সকল প্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। 'তৎ' পদার্থ হইতে অভিন্ন 'ত্বম্'-পদার্থবিষয়ক 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ জ্ঞানই সকল অনর্থের নিবৃত্তির কারণ। তথাপি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের অপরোক্ষতা বুঝাইবার জন্য কর্তৃত্বাদি কার্য্যরূপ অনর্থনিবারক—'আমি হইতেছি কূটস্থ' এই অপরোক্ষ জ্ঞান উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলেন। ৩১

(ঘ) চিদাভাসের শোক-নিবৃত্তির অবস্থা ও তৃপ্তির অবস্থা।

কর্ত্তাভোক্তেত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥৩২

অন্বয়—কর্তাভোক্তা ইত্যেবমাদি শোকজাতম্ প্রমুঞ্চতি, কৃতম্ কৃত্যম্ প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব তুষ্যতি।

অনুবাদ—তাহার পর 'আমি হইতেছি কর্তা', 'আমি হইতেছি ভোক্তা' ইত্যাদি

শোকসমূহ পরিত্যাগ করে, এবং যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, করিয়াছি; যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল, পাইয়াছি; এই প্রকারে পরিতোষ লাভ করে।

টীকা—নির্ব্বিকার ও অসঙ্গ আত্মার জ্ঞান হইলে, পরে কর্তৃত্বাদি শোকসমূহ পরিত্যাগ করে। এই যে শোকসমূহের ত্যাগ, তাহাই শোকনাশ। "কৃত্যম্"—কর্ত্তব্যসমূহ, "কৃতম্"—নিষ্পাদিত হইয়াছে; "প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্"—প্রাপ্তব্য ফলসমূহ লব্ধ হইয়াছে; এইহেতু "তৃপ্যতি"—সন্তোষরূপ যে হর্ষ তাহা লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তৃপ্তি। ৩২

চিদাভাসরূপ দার্ষ্টান্তসম্বন্ধে উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়বর্ণিত সাত অবস্থার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(৪) চিদাভাসরূপ দার্ষ্টান্তে এই শ্লোক-চতুষ্টয়োক্ত সাত অবস্থার পুনঃপ্রয়োগ।

অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বদ্বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ।
অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা॥ ৩৩

অন্বয়—অজ্ঞানম্ আবৃতিঃ তদ্বৎ বিক্ষেপঃ চ পরোক্ষধীঃ অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষঃ নিরঙ্কুশা তৃপ্তিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, শোকাপগম এবং অশৃঙ্খলিত বা অবাধ তৃপ্তি—এই সাত অবস্থা। ৩৩

(শঙ্কা) উক্ত সাত অবস্থাকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিলে সেই আত্মার কূটস্থতার অর্থাৎ 'নির্ব্বিকারতায় ত' ব্যাঘাত ঘটে। এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেই অবস্থা সাতটি চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে :—

(৫) উক্ত সাত অবস্থা চিদাভাসের ধর্ম, কূটস্থের নহে, সেইহেতু বন্ধমোক্ষে অব্যবস্থাশঙ্কা নাই।

সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্বিমৌ।
বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৪

অন্বয়—সপ্তাবস্থাঃ চিদাভাসস্য সন্তি; তাসু ইমৌ বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ; তত্র তিস্রঃ বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ।

অনুবাদ—এই সাত অবস্থা চিদাভাসরূপ জীবেরই, কূটস্থের নহে; বন্ধ ও মোক্ষ এই সাত অবস্থাতেই অবস্থিত। তন্মধ্যে (অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই) তিন অবস্থাই বন্ধের কারণ বলিয়া বিদিত।

টীকা—'সর্ব্বং বাক্যং সাবধারণম্'—সকল বাক্যই নির্ণয়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মক; এই নূতন বা সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে বলিয়া ইহাতে 'হি' শব্দের বা ইহার পর্য্যায় 'এব' শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। ইহার দ্বারা "অন্যযোগব্যবচ্ছেদ" (জগদীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর "কেনোপনিষৎ" ১৬২ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বন্ধমোক্ষ চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে। (শঙ্কা) ভাল, এস্থলে সপ্তাবস্থার বর্ণনের আরম্ভ ত' নিরর্থক ? (সমাধান) না নিরর্থক নহে; এই

সপ্তাবস্থাই বন্ধমোক্ষকারক, ইহা বুঝানই এই বর্ণনারম্ভের ফল; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন:—বন্ধমোক্ষ এই সাত অবস্থাতেই অবস্থিত। (শঙ্কা) ভাল, এই এই সাতটি কি নির্ব্বিশেষে বন্ধমোক্ষকারক? (সমাধান) না, সেরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন:—'তন্মধ্যে, অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ—এই তিন অবস্থাই বন্ধের কারণ বলিয়া বিদিত'। ৩৪

এই তিন অবস্থা কিপ্রকারে বন্ধমোক্ষের কারণ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, তিনটির প্রত্যেকটির স্বরূপ, এক একটির কার্য্য দেখাইয়া স্পষ্ট করিবার ইচ্ছায়, আচার্য্য প্রথমে অজ্ঞানের স্বরূপ দেখাইতেছেন:—

(চ) অজ্ঞানের স্বরূপ

ন জানামীত্যুদাসীনব্যবহারস্য কারণম্।
বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ৩৫

অন্বয়—বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তম্ উদাসীনব্যবহারস্য কারণম্, 'ন জানামি' ইতি অজ্ঞানম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—তত্ত্ববিচারের অনুদয়রূপ প্রাগভাবযুক্ত, উদাসীনব্যবহারের কারণ এবং 'আমি কিছুই জানি না' এইরূপে, যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই অজ্ঞান।

টীকা—আত্মতত্ত্ববিচারের প্রাগভাবযুক্ত অর্থাৎ অনুদিতাত্মতত্ত্ববিচার তূষ্ণীম্ভাবরূপ উদাসীনের ব্যবহার অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও ভাষণ, এবং তাহার কারণরূপে, 'আমি কিছুই জানি না' এই আকারে যাহা অনুভূত হয় তাহাই অজ্ঞান। ৩৫

আবরণের স্বরূপ ও তাহার কার্য্য দেখাইতেছেন:—

(ছ) আবরণের স্বরূপ ও কার্য্য।

অমার্গেণ বিচার্য্যাথ নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ।
বিপরীতব্যবহৃতিরাবৃতেঃ কার্য্যমিষ্যতে ॥ ৩৬

অন্বয়—অমার্গেণ বিচার্য্য অথ 'অসৌ ন অস্তি চ নো ভাতি' ইতি বিপরীতব্যবহৃতিঃ আবৃতেঃ কার্য্যম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল তর্ক-সাহায্যে বিচার করিয়া, তদনন্তর "কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রকাশ হয় না" এই প্রকার যে বিপরীত ব্যবহার, তাহাই আবরণের কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহাই অর্থ। ৩৬

বিক্ষেপের স্বরূপ ও তাহার কার্য্য দেখাইতেছেন:—

(জ) বিক্ষেপের স্বরূপ ও কার্য্য।

দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ঈরিতঃ।
কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যোঽস্য বন্ধকঃ ॥ ৩৭

অন্বয়—দেহদ্বয়চিদাভাসরূপঃ বিক্ষেপঃ ঈরিতঃ; বন্ধকঃ সংসারাখ্যঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ অস্য।

অনুবাদ—বিক্ষেপ, দেহদ্বয়যুক্ত চিদাভাসরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; বন্ধকের অর্থাৎ বন্ধনের কারণের নাম সংসার; কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত শোক এই চিদাভাসের কার্য্য।

টীকা—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ নামক দুই শরীরসহিত চিদাভাসই বিক্ষেপ এবং বন্ধের কারণের নাম সংসার। কর্ত্তৃত্ব-প্রমাতৃত্ব লইয়া সম্পূর্ণ শোক (অকৃতার্থবুদ্ধিতা) এই চিদাভাসের কার্য্য। এস্থলে 'কার্য্য' এই পদটি বাহির হইতে আনিয়া সংযোগ করিতে হইবে। "কর্ত্তৃত্বাদি"—কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি, এই 'প্রভৃতি' শব্দ দ্বারা প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি বুঝান হইতেছে। ৩৭

ভাল, ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল, উক্ত সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, একথা ত' সঙ্গত নহে, কেননা, 'অজ্ঞান' ও 'আবরণ' এই দুইটি দেহদ্বয়সহিত চিদাভাসরূপ বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব্বেই বিদ্যমান। আর চিদাভাস বিক্ষেপের অন্তর্গত বলিয়া, চিদাভাসেরই সাত অবস্থা—এই কথা অসঙ্গত। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, আত্মার নহে, এই বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

অজ্ঞানমাবৃতিশ্চৈতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ।
যদ্যপ্যথাপ্যবস্থে তে বিক্ষেপস্যৈব নাত্মনঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—যদ্যপি অজ্ঞানম্ চ আবৃতিঃ এতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ তথাপি তে অবস্থে বিক্ষেপস্য এব ন আত্মনঃ

অনুবাদ—যদ্যপি অজ্ঞান ও আবরণ এই দুই অবস্থা, বিক্ষেপ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যমান, তথাপি ঐ দুই অবস্থা বিক্ষেপরূপ চিদাভাসেরই; আত্মার নহে।

টীকা—এই অজ্ঞান ও আবরণ বিক্ষেপের পূর্ব্বেই বিদ্যমান বলিয়া, আত্মার অবস্থা নহে, কেননা, আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব। এইহেতু পরিশেষে অজ্ঞান আর আবরণকে চিদাভাসের অবস্থা বলিতে হইবে; ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৮

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে অবস্থাবিশিষ্ট বিক্ষেপ নিজেই অবিদ্যমান বলিয়া, অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিয়া বর্ণন করা ত' অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—বিক্ষেপের [illegible] হইলেও [illegible] অবিদ্যমান থাকিলেও, বিক্ষেপের সংস্কার বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকায়, অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিলে [illegible]

বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্ব্বমপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ।
অস্ত্যেব তদবস্থাত্বমবিরুদ্ধং ততস্তয়োঃ ॥ ৩৯

অন্বয়—বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্ব্বম্ অপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ (অস্তি)। ততঃ তয়োঃ তদবস্থাত্বম্ অবিরুদ্ধম্ অস্তি এব।

অনুবাদ—বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে বিক্ষেপের সংস্কার বিদ্যমান থাকে সেই কারণে অজ্ঞান ও আবরণকে সেই চিদাভাসের অবস্থা বলিয়া বর্ণন অবিরুদ্ধ।

টীকা—"ততঃ"—সেই কারণবশতঃ, "তয়োঃ তদবস্থাত্বম্ (তদবস্থাত্ববর্ণনম্) অবিরুদ্ধম্"—এই অর্থে অন্বয় করিতে হইবে। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, অপ্রসিদ্ধ সংস্কার আনিয়া অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিয়া বর্ণন করা অপেক্ষা অধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরই অবস্থাবিশিষ্টতা বর্ণন করাই ত বরং ভাল; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যে তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয় বলিয়া সেইরূপ বলিতে পারা যায় না—যেস্থলে যাহার জ্ঞান অভিপ্রেত, সেই স্থলে তাহা ছাড়িয়া তদতিরিক্তের জ্ঞানের সম্ভাবনা হইবে বলিয়া অর্থাৎ তাহা হইলে অবস্থাশূন্য ব্রহ্মের উপর উক্ত সাত অবস্থাই চাপাইতে হয়—এই বলিয়া আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি।
ন শঙ্কনীয়ং সর্ব্বাসাং ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ ॥ ৪০

অন্বয়—ব্রহ্মণি আরোপিতত্বেন ইমে ব্রহ্মাবস্থে ইতি শঙ্কনীয়ম্ ন, সর্ব্বাসাম্ ব্রহ্মণি এব অধিরোপণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পরব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া এই দুই অবস্থা তাঁহারই, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা, সকল অর্থাৎ উক্ত সাত অবস্থাই ব্রহ্মে আরোপিত। ৪০

উক্তরূপ পরিহারের প্রতিবাদে বাদী যদি বলে, ভাল, সকল অবস্থারই ব্রহ্মে আরোপ তুল্যরূপ হইলেও সংসারিত্ব প্রভৃতি, বিক্ষেপের পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন হয় বলিয়া, জীবেরই আশ্রিত, এইরূপ অনুভূত হয়; এইহেতু সেই সকল অবস্থা ব্রহ্মের নহে :—

সংসার্য্যহং বিবুদ্ধোঽহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি।
জীবগা উত্তরাবস্থা ভান্তি ন ব্রহ্মগা যদি ॥ ৪১

অন্বয়—যদি (এবম্ উচ্যতে) অহম্ সংসারী, অহম্ বিবুদ্ধঃ নিঃশোকঃ তুষ্টঃ ইতি অপি উত্তরাবস্থাঃ জীবগাঃ ভান্তি, ন ব্রহ্মগাঃ—

অনুবাদ—যদি বল বিক্ষেপের উৎপত্তির পরবর্ত্তী কালে, 'আমি সংসারী', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি শোকরহিত' এবং 'আমি পরিতৃপ্ত', এই কয়েকটি অবস্থা জীবেরই দেখা যায়, ব্রহ্মের নহে, তাহা হইলে—

টীকা—"সংসারী"—কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, "বিবুদ্ধঃ"—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান, "নিঃশোকঃ"—

কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ শোকরহিত, (অথবা অকৃতার্থবুদ্ধিতারূপ শোকশূন্য) "তৃপ্তঃ"—আমি পরিতৃপ্ত অর্থাৎ অগ্রে ২৫২ হইতে ২৯৮ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত কৃতকৃত্যতা প্রভৃতিজনিত সন্তোষবিশিষ্ট, এইরূপ "উত্তরাবস্থাঃ"—অজ্ঞান ও আবরণের পশ্চাদ্বর্ত্তী অবস্থা, "জীবগাঃ ভান্তি"—জীবাশ্রিত বলিয়া প্রতীত হয়, এইহেতু "ন ব্রহ্মগাঃ"—ব্রহ্মের আশ্রিত নহে ; ইহাই অর্থ। ৪১

যদি এইরূপ বল, তবে বলি—অজ্ঞান এবং আবরণও জীবাশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয় ; এইহেতু তদুভয়ও জীবের অবস্থা—এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

তর্হ্যজ্ঞোঽহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতো ন হি।
ইতি পূর্ব্বে অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু ॥ ৪২

অন্বয়—তর্হি অহম্ অজ্ঞঃ, ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতঃ ন হি, ইতি পূর্ব্বে অবস্থে চ খলু জীবগে ভাসেতে।

অনুবাদ ও টীকা—তাহা হইলে আমি অজ্ঞানী, পরব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার অনুভবে আসে না—এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞান ও আবরণ নামক দুইটি অবস্থা যেহেতু জীবেরই আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয়, এইহেতু তদুভয়ও জীবেরই অবস্থা। ৪২

ভাল, তাহা হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি প্রকারে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐরূপ বলিবার উদ্দেশ্য দেখাইতেছেন :—

অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জগুঃ।
জীবাবস্থাত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥ ৪৩

অন্বয়—অধিষ্ঠানতয়া অজ্ঞানস্য আশ্রয়ঃ ব্রহ্ম ইতি জগুঃ। অজ্ঞানাভিমানিত্বাৎ জীবাবস্থাত্বম্ অবাদিষম্।

অনুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ যে পরব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কেবল অধিষ্ঠানরূপে ; (নতুবা অজ্ঞান পরব্রহ্মের অবস্থা নহে) ; আর 'আমি হইতেছি অজ্ঞ' এইরূপে জীবের অজ্ঞানের অভিমান হয় বলিয়া অজ্ঞানকে আমরা জীবের অবস্থা বলিয়াছি।

টীকা—ব্রহ্মকে অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) আপনি কি অভিপ্রায়ে অজ্ঞানকে জীবের অবস্থা বলিলেন? এইরূপ আশঙ্কা (আকাঙ্ক্ষা?) হইতে পারে বলিয়া [illegible] "আমি হইতেছি অজ্ঞ এইরূপে" ইত্যাদি। ৪৩

এইরূপে [illegible] অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপরূপ তিন অবস্থা [illegible]

অবস্থার মধ্যে ৩৬শ শ্লোকোক্ত অজ্ঞান ও আবরণের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির হেতু দুই অবস্থা দেখাইতেছেন :—

(ট) অজ্ঞান ও আবরণের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ।

জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টেঽস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃতিঃ।
ন ভাতি নাস্তি চেত্যেষা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪

অন্বয়—জ্ঞানদ্বয়েন অস্মিন্ অজ্ঞানে নষ্টে, তৎকৃতা 'ন ভাতি' 'ন অস্তি' ইতি এষা দ্বিবিধা আবৃতিঃ অপি বিনশ্যতি।

অনুবাদ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হইলে, সেই অজ্ঞানের কার্য্য—'নাই' এবং 'প্রকাশ হইতেছে না'—এই দুই প্রকার আবরণই বিনষ্ট হয়।

টীকা—"জ্ঞানদ্বয়েন"—পরোক্ষতা এবং অপরোক্ষতারূপ লক্ষণবিশিষ্ট দুই জ্ঞানদ্বারা আবরণের কারণ, "অজ্ঞানে নষ্টে"—অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, "তৎকৃতাবৃতিঃ"—সেই অজ্ঞানদ্বারা উৎপাদিত যে 'নাই' এবং 'প্রতীত হইতেছে না' এইরূপ ব্যবহারের কারণ, দুই প্রকার অজ্ঞানই কারণের অভাবে বিনষ্ট হয়। ৪৪

কাহার দ্বারা কোন্ অংশের নিবৃত্তি? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া উভয়ের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্ত্বাবৃতিহেতুতা।
অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হ্যভানাবৃতিহেতুতা ॥ ৪৫

অন্বয়—পরোক্ষজ্ঞানতঃ অসত্ত্বাবৃতিহেতুতা নশ্যেৎ; অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হি অভানাবৃতিহেতুতা।

অনুবাদ—পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের অসত্তা বা অভাবরূপ স্বরূপাবরণের হেতুতা বিনষ্ট হয় এবং অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের অভান বা অপ্রকাশরূপ আবরণের হেতুতার বিনাশ করিতে পারা যায়।

টীকা—'কূটস্থ আছে' এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান হইতে, অজ্ঞানের অসত্ত্বাবরণ-কারণতা—'নাই' এইরূপ আবরণের কারণ হওয়াস্বভাব, তিরোহিত হয়, আর 'আমিই হইতেছি কূটস্থ' এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের 'কূটস্থ প্রকাশ হইতেছে না' এইরূপ অভানাবরণের কারণতা তিরোহিত হয়। ৪৫

এক্ষণে জ্ঞানের ফলরূপ দুই অবস্থার মধ্যে শোকনিবৃত্তিরূপ প্রথমাবস্থার কথা বলিতেছেন :—

[illegible]

অভানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ।
কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যো নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬

অন্বয়—অজ্ঞানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ সংসারাখ্যঃ শোকঃ নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—অপ্রকাশরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে, জীবত্বের আরোপ সম্যক্ প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, কর্তৃত্বাদিরূপ সংসার নামক শোক নিবৃত্ত হয়।

টীকা—অজ্ঞান বা অপ্রকাশরূপ আবরণ নিবৃত্ত হইলে ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া সেই জীবভাবরূপ নিমিত্তবিশিষ্ট যে কর্তৃত্বাদিরূপ সংসারনামক শোক, তাহা সমস্তই নিবৃত্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৪৬

এইরূপে শোকনিবৃত্তিরূপ অবস্থা দেখাইয়া, এক্ষণে নিরঙ্কুশা তৃপ্তিরূপ দ্বিতীয়াবস্থা দেখাইতেছেন :—

(চ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলরূপ দ্বিতীয়াবস্থা।

নিবৃত্তে সর্ব্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ।
নিরঙ্কুশা ভবেত্তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকসমুদ্ভবাৎ ॥ ৪৭

অন্বয়—সর্ব্বসংসারে নিবৃত্তে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ পুনঃ শোকসমুদ্ভবাৎ নিরঙ্কুশা তৃপ্তিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ সমস্ত সংসার নিবৃত্ত হইলে নিত্যমুক্ত স্বরূপতার প্রকাশহেতু আর শোকের উৎপত্তি হয় না; সেইহেতু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অব্যাহত তৃপ্তির অনুভব হয়। ৪৭

ভাল, (প্রথম শ্লোকে) "জীব যদি বুঝিতে পারে যে" ইত্যাদি অর্থের মন্ত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যান ছাড়িয়া তাহার মধ্যে অজ্ঞানাদি সাত অবস্থার নিরূপণ, আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "সাত অবস্থার নিরূপণ", "জীব যদি বুঝিতে পারে" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনতাৎপর্য্যের নিরূপণের অঙ্গীভূত অর্থাৎ উপযোগী বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, তাহা আলোচ্য বিষয়ের বিচারে অসঙ্গত নহে, এই বলিবার উদ্দেশ্যে উক্ত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ছ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় সাত অবস্থার নিরূপণের সঙ্গতি প্রদর্শন।

অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে ইমে।
অবস্থে জীবগে ব্রূত আত্মানং চেদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৮

অন্বয়—'আত্মানম্ চেৎ' ইতি শ্রুতিঃ অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে ইমে অবস্থে জীবগে ব্রূতে।

অনুবাদ—প্রথম শ্লোকোক্ত "আত্মানম্ চেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচন, অপরোক্ষ জ্ঞান ও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ শোকনিবৃত্তি, এই দুই অবস্থা জীবেরই আশ্রিত, ইহাই বুঝাইতেছে

টীকা—চিদাভাসে অবস্থিত [illegible] অবস্থা, তন্মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞান ও শোকনিবৃত্তিরূপ

দুই অবস্থার প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে "জীব যখন জানিতে পারে" এই মন্ত্রটির আরম্ভ করা হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৮

৪। আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব।

২১ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইয়াছে, 'অয়ম্' এই শব্দদ্বারা আত্মার অপরোক্ষতা বুঝান হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় আত্মা অপরোক্ষজ্ঞানেরই বিষয় হইতে পারেন ; (পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আত্মার সেই অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়তা বুঝাইবার জন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) আত্মা পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন - বুঝাইবার জন্য দুই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানের বর্ণন।

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্দ্বিবিধং ভবেৎ।
বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্ধিয়াপ্যেবং তদীক্ষণাৎ॥ ৪৯

অন্বয়—অয়ম্ ইতি অপরোক্ষত্বম্ উক্তম্ : তৎ দ্বিবিধম্ ভবেৎ, বিষয়স্বপ্রকাশত্বাৎ, ধিয়া অপি এবম্ তদীক্ষণাৎ ;

অনুবাদ—'অয়ম্' এই পদদ্বারা, আত্মার যে অপরোক্ষতা (২১ সংখ্যক শ্লোকে , উক্ত হইয়াছে তাহা দুই প্রকারের ; বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা আছে বলিয়া, তাহাই, প্রথম প্রকারের অপরোক্ষতা ; এবং বুদ্ধিদ্বারা সেই আত্মরূপ বিষয়ের আলোচনরূপ দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতা।

টীকা—আত্মার অপরোক্ষতার দুই প্রকারের হইবার কারণ বলিতেছেন—"বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা" ইত্যাদি। "বিষয়"—চৈতন্যস্বরূপ আত্মার, "স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ"—আপনার প্রতীতিরূপ ব্যবহারের জন্য অন্য সাধনের অপেক্ষারহিত বলিয়া, এবং "ধিয়া তদীক্ষণাৎ"—বুদ্ধিদ্বারা সেই আত্মরূপ বিষয়কে স্বপ্রকাশরূপে উপলব্ধিকরণহেতু ; "অয়ম্" পদদ্বারা সূচিত যে অপরোক্ষত্ব, তাহা আত্মরূপ বিষয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিরূপ নিমিত্তভেদে দুই প্রকারের, ইহাই অর্থ। ৫৯

ভাল, অপরোক্ষতা যে দুই প্রকারের, তাহা মানিলাম ; তদ্দ্বারা আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে আত্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতা এবং পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া পরস্পরবিরুদ্ধ নহে :—

(খ) বিষয়ের স্বপ্রকাশতার সহিত পরোক্ষজ্ঞানের অবিরোধ।

পরোক্ষজ্ঞানকালেঽপি বিষয়স্বপ্রকাশতা।
সমা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশমস্তীত্যেবং বিবোধনাৎ॥ ৫০

অন্বয়—পরোক্ষজ্ঞানকালে অপি বিষয়স্বপ্রকাশতা সমা ; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশম্ অস্তি ইতি এবম্ বিবোধনাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষজ্ঞানকালেও বিষয়ের স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা থাকে, কেননা, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন, এই প্রকার শাব্দ জ্ঞান হয়।

টীকা—যেমন অপরোক্ষজ্ঞানকালে, সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানকালেও ব্রহ্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতা বিদ্যমান। পরোক্ষজ্ঞানকালেও, সেই আত্মরূপ বিষয়ের যে স্বপ্রকাশতা থাকে তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন—"কেননা, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন" ইত্যাদি। ৫০

প্রত্যক্ অর্থাৎ অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কি কারণে পরোক্ষজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়? এইরূপ আশঙ্কা (আকাঙ্ক্ষা) হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন প্রত্যগংশের অগ্রহণ অর্থাৎ অন্তরাত্মা হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহেন, ইহার অনুপলব্ধিহেতু উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানকে পরোক্ষ বলা হয়:—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মের প্রত্যগ-ভিন্নতাজ্ঞান না থাকিলেই পরোক্ষ.
(ঘ) বিকল্প চতুষ্টয়দ্বারা পরোক্ষ-জ্ঞানের অভ্রান্ততা-সিদ্ধি।

অহং ব্রহ্মেত্যনুল্লিখ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুল্লিখন্।
পরোক্ষজ্ঞানমেতন্ন ভ্রান্তং বাধানিরূপণাৎ ॥ ৫১

অন্বয়—'অহম্ ব্রহ্ম' ইতি অনুল্লিখ্য 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি এবম্ উল্লিখন্ পরোক্ষজ্ঞানম্; এতৎ ভ্রান্তম্ ন, বাধানিরূপণাৎ।

অনুবাদ—'আমিই হইতেছি পরব্রহ্ম' ইহার উল্লেখ না করিলে অর্থাৎ এইরূপ উপলব্ধিকে জ্ঞানের বিষয় না করিলে, (কেবল) 'ব্রহ্ম আছেন', ইহাকেই জ্ঞানের বিষয় করিলে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান। এই পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত জ্ঞান নহে, কেননা, এই জ্ঞানের কোনও বাধক নিরূপণ করা যায় না।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, এই পরোক্ষজ্ঞান ত' ভ্রান্তিরূপ হইবেই; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাল, এই পরোক্ষজ্ঞানকে যে ভ্রান্তিরূপ বলা হইতেছে, ইহা কি ইহার বাধযোগ্যস্বরূপভাবশতঃ? অথবা ইহা ব্রহ্মের আকারকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া? অথবা অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মরূপ বিষয়কে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করে বলিয়া? অথবা ইহা প্রত্যগংশকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া? সিদ্ধান্তী এই চারিপ্রকার বিকল্প করিয়া বাদীকে প্রশ্ন করিলেন। তদনন্তর প্রথম বিকল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানের স্বরূপ বাধিত হইবার যোগ্য নহে, বলিয়া ইহা ভ্রান্তিজ্ঞান নহে, "কেননা এই জ্ঞানের কোনও বাধকের নিরূপণ" ইত্যাদি। ৫১

পরোক্ষজ্ঞানের অভ্রান্তিরূপতাবিষয়ে, ইহার বাধকের নিরূপণ করা যায় না বলিয়া যে 'হেতু'-প্রদর্শন করিলেন, তাহারই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন:—

ব্রহ্ম নাস্তীতি মানং চেৎ স্যাদ্বাধ্যেত তদা ধ্রুবম্।
ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোহতো ন বাধ্যতে ॥ ৫২

অন্বয়—'ব্রহ্ম ন অস্তি' ইতি মানম্ চেৎ স্যাৎ, তদা বাধ্যেত ধ্রুবম্; এবম্ চ প্রবলম্ মানম্ ন পশ্যামঃ, অতঃ ন বাধ্যতে।

অনুবাদ—'ব্রহ্ম নাই' এ বিষয়ে যদি প্রমাণ থাকিত, তবে পরোক্ষজ্ঞান

বাধাপ্রাপ্ত হইত। আর এই প্রকার প্রবল প্রমাণ বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই না ; এইহেতু পরোক্ষজ্ঞান বাধা পায় না অর্থাৎ অযথার্থ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। ৫২

দ্বিতীয় বিকল্পের অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্যক্তি বা আকারকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ, এই দ্বিতীয় বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন যে, ইহা মানিলে অতিপ্রসক্তিদোষ হয় অর্থাৎ পরোক্ষ স্বর্গেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় :—

ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে স্বর্গধীরপি।
ভ্রান্তিঃ স্যাদ্‌ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥ ৫৩

অন্বয়—ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ স্বর্গধীঃ অপি ভ্রান্তিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বিষয় করিতে অর্থাৎ বিশেষরূপকে গ্রহণ করিতে, না পারিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয়, তাহা হইলে বিশেষাকারের অগ্রহণবশতঃ, সামান্য আকার গ্রহণ করিয়া প্রতীত হয় বলিয়া, স্বর্গের জ্ঞানও ভ্রান্তিরূপ হইবে।

টীকা—'এই স্বর্গ' এই আকারে গ্রহণ হয় না বলিয়া কিন্তু 'স্বর্গ আছে' এই সামান্য আকারে প্রতীত হয় বলিয়া স্বর্গরূপ জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে, ইহাই অর্থ। ৫৩

এক্ষণে অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মের পরোক্ষরূপে গ্রহণহেতু পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তিজ্ঞান, এই তৃতীয় বিকল্পের নিরাস করিতেছেন :—

অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য ন পরোক্ষমতির্ভ্রমঃ।
পরোক্ষমিত্যনুল্লেখাদর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ ॥ ৫৪

অন্বয়—অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য পরোক্ষমতিঃ ভ্রমঃ ন। পরোক্ষম্ ইতি অনুল্লেখাৎ ; অর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—যে পদার্থ অপরোক্ষরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য তাহার পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি হইতে পারে না, যেহেতু সেই জ্ঞানে বস্তুকে পরোক্ষ বলিয়া নিশ্চয়তা নাই ; বস্তুতঃ তাহার পরোক্ষত্ব সম্ভব হয়।

টীকা—অপরোক্ষভাবে গ্রহণের যোগ্য যে প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপ বিষয়, তাহার পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা সম্ভবে না। ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা কেন সম্ভব নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই জ্ঞানে" ইত্যাদি অর্থাৎ 'ব্রহ্ম পরোক্ষই' এই আকারে, অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না বলিয়া, ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ নহে। তবে সেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব হইল কিসে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"বস্তুতঃ তাহার পরোক্ষত্ব"

ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—'ইহাই ব্রহ্ম' এই আকারে ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না, এই যুক্তির বলে সেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। ৫৪

প্রত্যগংশের অগ্রহণহেতু পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি—এই যে চতুর্থ বিকল্পরূপ শঙ্কা, তাহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেছেন :—

অংশাগৃহীতেভ্র্রান্তিশ্চেদ্ ঘটজ্ঞানং ভ্রমো ভবেৎ।
নিরংশস্যাপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্ত্যাংশবিভেদতঃ॥ ৫৫

অন্বয়—অংশাগৃহীতেঃ ভ্রান্তিঃ চেৎ ঘটজ্ঞানম্ ভ্রমঃ ভবেৎ। ব্যাবর্ত্ত্যাংশবিভেদতঃ নিরংশস্য অপি সাংশত্বম্।

অনুবাদ—অন্তরাত্মরূপ অংশের গ্রহণ হইল না বলিয়া পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে ঘটের জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে, আর নিষেধ-যোগ্য অংশজনিত ভেদবশতঃ নিরবয়ব ব্রহ্মেরও সাংশতা ঘটিবে।

টীকা—শঙ্কার তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মরূপ অংশের গ্রহণ হইলেও, প্রত্যক্‌সাক্ষিরূপ অংশের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা। কোনও অংশের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয় তাহা হইলে ঘটাদির জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়িবে—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে ঘটের জ্ঞানও ভ্রম হইয়া পড়ে" অর্থাৎ ঘটেরও ভিতরের অবয়বসমূহের গ্রহণ হয় না বলিয়া ঘটজ্ঞানও ভ্রমজ্ঞান হইয়া পড়ে। (শঙ্কা) ভাল, ঘট সাবয়ব বলিয়া তাহার কয়েক অংশের গ্রহণ হইলেও, অপর কয়েক অংশের অগ্রহণ সম্ভব হয়, কিন্তু ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া, তাহার অংশের অগ্রহণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিবার যোগ্য অংশরূপ যে উপাধি, ব্রহ্মের সেই উপাধি-জনিত সাবয়বত্ব হইতে পারে। ৫৫

নিষেধ করিবার যোগ্য এই অজ্ঞানাংশ দুইটি কি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

১ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা
২ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা
নিবৃত্তিঃ অজ্ঞানাংশদ্বয়।

অসত্ত্বাংশো নিবর্ত্তেত পরোক্ষজ্ঞানতস্তথা।
অভানাংশনিবৃত্তিঃ স্যাদপরোক্ষধিয়া কৃতা॥ ৫৬

অন্বয়—[illegible] নিবর্ত্তেত, তথা অপরোক্ষধিয়া অভানাংশনিবৃত্তিঃ [illegible]।

অনুবাদ ও টীকা—পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অসদ্ভাব-সম্পাদক ('নাই' এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক) অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়; সেই প্রকার [illegible] অপ্রতীতি-সম্পাদক ('প্রকাশ হইতেছে না' এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক) [illegible]
[illegible]

(চ) অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় বস্তু পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইলে, সেই পরোক্ষজ্ঞানের অভ্রান্ততাবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

দশমোঽস্তীত্যবিভ্রান্তং পরোক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতে।
ব্রহ্মাস্তীত্যপি তদ্বৎ স্যাদজ্ঞানাবরণং সমম্ ॥ ৫৭

অন্বয়—'দশমঃ অস্তি' ইতি পরোক্ষজ্ঞানম্ অবিভ্রান্তম্ ঈক্ষ্যতে, তদ্বৎ 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি অপি ; অজ্ঞানাবরণম্ (উভয়ত্র) সমম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—যেমন পূর্ব্ববর্ণিত দশমপুরুষবিষয়ে, 'দশম পুরুষ আছে' এই পরোক্ষজ্ঞান, অভ্রান্তিরূপ বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানও অভ্রান্তিরূপ। উভয় স্থলেই অজ্ঞানের আবরণ তুল্যরূপ।

টীকা—বিশ্বাসাস্পদ আপ্তপুরুষের 'দশম পুরুষ বিদ্যমান'—এই বাক্য হইতে উৎপন্ন পরোক্ষজ্ঞান যেমন অভ্রান্ত, সেই প্রকার 'ব্রহ্ম আছেন' এই বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অভ্রান্ত। যেহেতু, উভয় স্থলেই অজ্ঞানজনিত অসত্ত্বাবরণাংশ সমান ; ইহাই তাৎপর্য। ৫৭

৫। অবান্তর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান, আর বিচারসহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান।

ভাল, বাক্যজ্ঞান হইতে যদি পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে কাহা হইতে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন বিচারসহিত বাক্য হইতেই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে ;—

(ক) বাক্যার্থের বিচার হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় ; দশমের দৃষ্টান্ত।

আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে।
ব্যক্তিরুল্লিখ্যতে যদ্বদ্দশমস্ত্বমসীত্যতঃ ॥ ৫৮

অন্বয়—'আত্মা ব্রহ্ম' ইতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে (সতি), ব্যক্তিঃ উল্লিখ্যতে, যদ্বৎ 'দশমঃ ত্বম্ অসি' ইতি অতঃ।

অনুবাদ—'আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম' এই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিচার করিলে, ব্যক্তি অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মভাব অবগত হওয়া যায়। 'তুমিই হইতেছ দশম'—এই বাক্য হইতে যে প্রকারে আপনাতে দশমত্বের সাক্ষাৎকারলাভ হয়, সেইরূপ।

টীকা—"এই আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যার্থ সম্যক্‌প্রকারে বিচারিত হইতে থাকিলে, 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপে পূর্ব্ব হইতে পরোক্ষভাবে অবগত ব্রহ্ম, অন্তরাত্মা হইতে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষীভূত হন। সকল অদ্বৈতগ্রন্থেরই সিদ্ধান্ত এই যে, উত্তমাধিকারীর পক্ষে শ্রবণাদি জ্ঞানের সাধন, এবং মধ্যম অধিকারীর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের অহংগ্রহ উপাসনা—'সোঽহম্' 'আমিই সেই' অথবা 'সেই-ই আমি' এইরূপ উপাসনা জ্ঞানের সাধন। কিন্তু উভয় স্থলেই 'প্রত্যয়' (শব্দ, শক্তি বা অধ্যবসায় ও প্রত্যয়ের আবৃত্তি) বা বৃত্তিপ্রবাহ হইতেছে জ্ঞানের কারণরূপ প্রমাণ। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে যেমন নির্গুণ ব্রহ্মাকারের অভ্যাসই প্রতিরূপ উপাসনা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাহাই

তাহার প্রসংখ্যান, সেইরূপ উত্তমাধিকারীর পক্ষেও শ্রবণ-মননের পরে নিদিধ্যাসন হইতেছে 'প্রসংখ্যান', তাহাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ। যদ্যপি এই প্রসংখ্যান বেদান্তানুমোদিত প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণের অন্তর্গত নহে, তথাপি এই কথা সকল শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে, সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান সগুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। যেমন সম্মুখে অনুপস্থিত তেঁতুল, আচার ইত্যাদির ধ্যানরূপ প্রসংখ্যান করিলে, রসনা সজল হইয়া এবং নাসারন্ধ্রে আচারগন্ধ প্রকটিত হইয়া, সেই সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে সেইরূপ প্রসংখ্যান যে সাক্ষাৎকারের করণ, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ। এইহেতু নিদিধ্যাসনরূপ প্রসংখ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। আর সম্বাদী ভ্রমের ন্যায় বিষয় অবাধিত বলিয়া অথবা 'প্রসংখ্যান' শব্দপ্রমাণমূলক হওয়ায়, প্রসংখ্যানোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান প্রমাণজন্য না হইলেও প্রমারূপ হইয়া যায়, ইহা কোন কোন আচার্যের মত। আর বাচস্পতির মতে মনই ব্রহ্মজ্ঞানের করণ, প্রসংখ্যান মনের সহকারিমাত্র। অদ্বৈত গ্রন্থসমূহের মুখ্য মত এই—মহাবাক্য হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহা পরে প্রসংখ্যানের অপেক্ষা রাখে না; মহাবাক্য হইতেই অদ্বৈত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। এইহেতু, বেদান্তবাক্যরূপ শব্দই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের কারণ, আর নিদিধ্যাসনরূপ প্রসংখ্যান হইতে উৎপন্ন একাগ্রতার সহিত মন তাহার সহকারী হয়। সে স্থলেও, অন্য গ্রন্থকারের মতে বিচারসহিত মহাবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু—এইমাত্র প্রভেদ। প্রমাজ্ঞানের করণের নাম প্রমাণ। যেহেতু মহাবাক্যরূপ শব্দ, অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের করণ, সেইহেতু তাহা প্রমাণ। এইহেতু মহাবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথন যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে।

সেই বাক্যার্থের বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—" 'তুমিই হইতেছ দশম'—এই বাক্য হইতে যে প্রকারে" ইত্যাদি। 'আমি হইতেছি দশম' এই আকারের দশমের স্বরূপবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান, 'তুমিই দশম' এই দশমস্বরূপবোধক শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয় বা মন হইতে উৎপন্ন হয় না, কেননা, শরীররূপ দশম, নেত্রেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না। আর নেত্রেন্দ্রিয়দ্বারাই যদি শরীরের দশমত্বের জ্ঞান হয়, তবে নিমীলিতনয়ন পুরুষের 'তুমিই দশম' এই বাক্য শুনিয়া আপনার দশমত্বের যে জ্ঞান হয়, তাহা হওয়া উচিত নহে। সেইহেতু নেত্রেন্দ্রিয়দ্বারা দশমের জ্ঞান জন্মে না। আর মনের বাহ্য-পদার্থজ্ঞানের সামর্থ্য নাই কিন্তু আন্তর পদার্থের জ্ঞানের সামর্থ্য আছে। আর দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি নাম সূক্ষ্মশরীর সহিত স্থূলশরীরেরই সম্বন্ধ; আর 'তুমি' 'আমি' এইরূপ ব্যবহারও [illegible] শরীর সহিত স্থূলদেহেই বটে; সেই স্থূলদেহের জ্ঞান মনদ্বারা সম্ভব হয় না। এই প্রকারে দেখা যায় যে দশমের জ্ঞান শব্দপ্রমাণজনিত; [illegible] মন সেই শব্দপ্রমাণের সহকারী। 'তুমিই দশম' এই [illegible] হইতে যে প্রকারে [illegible] আপনাতে দশমত্বের সাক্ষাৎকার হয় [illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা [illegible] [illegible]

(খ) বিচারসহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত।

দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে।
গণয়িত্বা স্বেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ ॥ ৫৯

অন্বয়—দশমঃ কঃ? ইতি প্রশ্নে ত্বম্ এব ইতি নিরাকৃতে, স্বেন সহ গণয়িত্বা স্বম্ এব দশমম্ স্মরেৎ।

অনুবাদ—'দশম পুরুষ কে?' এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপ উত্তর দিলে, পরে আপনাকে ধরিয়া অপর নয়জনকে গণিলে আপনাকেই দশম বলিয়া বুঝিতে পারে।

টীকা—আপনি যে বলিলেন 'দশম পুরুষ আছে, (মরে নাই)', তবে বলুন কে সেই দশম পুরুষ?—আপ্ত পুরুষকে এইরূপ দশমপুরুষবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপে আপ্তপুরুষ উত্তর দিলে, সে আপনার সহিত অন্য নয়জনকে গণনা করিয়া 'আমিই সেই দশম পুরুষ', এইরূপে আপনাকেই দশম বলিয়া স্মরণ করে—ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৯

'আমিই হইতেছি সেই দশম'—ইহার এই জ্ঞান, বিচারসহিত বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে 'বিপরীত' ভাবনা ইত্যাদি বলা যায় না, ইহাই বলিতেছেন :—

দশমোঽস্মীতি বাক্যোত্থা ন ধীরস্য বিহন্যতে।
আদিমধ্যাবসানেষু ন নবত্বস্য সংশয়ঃ ॥ ৬০

অন্বয়—'দশমঃ অস্মি' ইতি বাক্যোত্থা অস্য ধীঃ ন বিহন্যতে, আদিমধ্যাবসানেষু নবত্বস্য সংশয়ঃ ন।

অনুবাদ—'আমিই দশম' এই বাক্য হইতে উৎপন্ন যে দশমের জ্ঞান, তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, আর (পূর্ব্বে দশম যেরূপ নয়টির গণনার অবসানে আপনাকে গণিতে ভুলিয়াছিল) এখন তাহাকে নয়জনের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে রাখিয়া গণনা করিতে বলিলে, আপনাকে নয়টির অন্তর্গত বলিয়া, অথবা আমি দশম কি না এইরূপ, সংশয় হয় না।

টীকা—এই দশম পুরুষের 'তুমিই হইতেছ দশম' এই বাক্য হইতে বিচারসাহায্যে অর্থাৎ পরিগণনাদিরূপ বিচার করিবার পর উৎপন্ন যে 'আমিই হইতেছি দশম' এইরূপ জ্ঞান তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ অন্য কোনও জ্ঞানদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। আর গণনারূপ ক্রিয়ায় সেই দশম পুরুষকে নয়টি পুরুষের আদিতে, মধ্যে অথবা অন্তে রাখিয়া তাহার দ্বারা গণনা করাইলে, 'আমি দশম কি না' এইরূপ সংশয় হয় না। এইহেতু সেই বিচারসহিত বাক্য হইতে উৎপন্ন 'আমি হইতেছি দশম' এইরূপ বুদ্ধি দৃঢ় অপরোক্ষরূপা, ইহাই অর্থ। ৬০

এই দৃষ্টান্তে বর্ণিত সকল বিচার দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(গ) উক্ত দশমের দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্ম সত্ত্বং পরোক্ষতঃ।
গৃহীত্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদ্ব্যক্তিং সমুল্লিখেৎ॥ ৬১

অন্বয়—সৎ এব ইত্যাদিবাক্যেন পরোক্ষতঃ ব্রহ্ম সত্ত্বম্ গৃহীত্বা "তত্ত্বমস্যা"দিবাক্যাৎ ব্যক্তিম্ সমুল্লিখেৎ।

অনুবাদ—'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ'—'হে সৌম্য অগ্রে সৎই ছিল', ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্বের ধারণা করিয়া 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা 'ব্যক্তির'—অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের—'উল্লেখ' অর্থাৎ অপরোক্ষতা সাধন করিতে হয়।

টীকা—'হে সোম্য অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল'—ইত্যাদি অবান্তর বাক্য হইতে ব্রহ্মের সদ্ভাব বা অস্তিত্ব প্রথমে নিশ্চয় করিয়া, সেই ব্রহ্মের জীবরূপে দেহমধ্যে প্রবেশাদি যুক্তির পর্য্যালোচনা করিয়া, সেই ব্রহ্ম নিজের অন্তরাত্মস্বরূপ, এইরূপ সম্ভাবনা বা ধারণা করিয়া, 'তত্ত্বমসি' (তাহাই হইতেছ তুমি) ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আত্মার 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে মুমুক্ষু সাক্ষাৎকার করেন। ৬১

আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্য ব্রহ্মত্বধীরিয়ম্।
নৈব ব্যভিচরেত্তস্মাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৬২

অন্বয়—ইয়ম্ স্বস্য ব্রহ্মত্বধীঃ আদিমধ্যাবসানেষু ন এব ব্যভিচরেৎ। তস্মাৎ আপরোক্ষ্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্।

অনুবাদ—আপনার ব্রহ্মরূপতাবিষয়িণী এই বুদ্ধি আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কখনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না; সেইহেতু এই বুদ্ধির অপরোক্ষজ্ঞানরূপতা সম্যক্ স্থিত বা দৃঢ়।

টীকা—যেহেতু, পঞ্চকোশের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে আত্মার ব্যবহার হইলেও, আত্মার এই ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধি, বিপরীত হইয়া যায় না, এই বুদ্ধির অপরোক্ষজ্ঞানরূপতা সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত বা দৃঢ়। ইহাই অর্থ। ৬২

ভাল, এই যে প্রথমতঃ কেবলবাক্য হইতে পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে বিচারসহিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তত্ত্ব কোথা হইতে জানা গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা জানা যায়:—

(ঘ) কেবলবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান এবং বিচার সহিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান—তৈত্তিরীয় শ্রুতি।

জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন ভৃগুঃ পুরা।
পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বাথ বিচারাদ্ব্যক্তিমৈক্ষত॥ ৬৩

অন্বয়—ভৃগুঃ পুরা জন্মাদিকারণত্বাথ্যলক্ষণেন পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বা অথ বিচারাৎ ব্যক্তিম্ ঐক্ষত।

অনুবাদ—ভৃগু জগতের জন্মাদির কারণতারূপ লক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া পরে বিচারদ্বারা ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ অন্তরাত্মার ব্রহ্মত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

টীকা—"ভৃগুঃ"—বরুণনামক ঋষির পুত্র ভৃগু নামে এক ঋষি। [যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি'—তৈত্তিরীয় উ. ৩।১।১]—যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করে এবং মরিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকে তুমি বিশেষ করিয়া জান—এই বাক্য হইতে তিনি জগতের জন্মাদিকারণরূপ লক্ষণদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মকে প্রথমে পরোক্ষভাবে জানিয়া পরে অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা "ব্যক্তিম্ ঐক্ষত"—প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিলেন অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিলেন; ইহাই অর্থ। ৬৩

ভাল, শ্রুতির এই প্রকরণে 'তুমিই ব্রহ্ম' এই প্রকারের কোনও উপদেশ-বাক্য না থাকায়, ভৃগু ঋষির আত্মসাক্ষাৎকার কি প্রকারে হইল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই প্রকারের কোনও উপদেশ-বাক্য না থাকিলেও, সেই উপদেশ ভৃগুকে আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু বিচারযোগ্য (পঞ্চকোশরূপ) স্থল প্রদর্শন করায় ভৃগুর আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল :—

যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যং নোচে ভৃগোঃ পিতা।
তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচার্য্যস্থলমুক্তবান্ ॥ ৬৪

অন্বয়—যদ্যপি অত্র ভৃগোঃ পিতা 'ত্বম্ অসি' ইতি বাক্যম্ ন উচে, তথাপি অন্নম্ প্রাণম্ ইতি বিচার্য্যস্থলম্ উক্তবান্।

অনুবাদ ও টীকা—যদ্যপি এই প্রকরণে ভৃগুর পিতা 'তুমি হইতেছ ব্রহ্ম' এইরূপ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, তথাপি অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, ইত্যাদি পঞ্চকোশরূপ বিচার করিবার স্থলের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ৬৪

ভাল, অন্নময়াদিকোশের বিচারদ্বারা প্রত্যগাত্মার অর্থাৎ কূটস্থেরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়, মানিলাম, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইল কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চকোশ বিচারদ্বারা আনন্দরূপ আত্মার স্বরূপ অপরোক্ষ করিয়া, ভৃগু প্রত্যগাত্মার বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মলক্ষণ প্রয়োগ করিয়া অনুভব করিলেন—[আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১] আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে এবং মরিয়া আনন্দেই প্রবেশ করে;

অন্নপ্রাণাদিকোশেষু সুবিচার্য্য পুনঃপুনঃ।
আনন্দব্যক্তিমীক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মাপ্যযূযুজৎ॥ ৬৫

অন্বয়—অন্নপ্রাণাদিকোশেষু পুনঃ পুনঃ সুবিচার্য্য আনন্দব্যক্তিম্ ঈক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্ম অপি অযূযুজৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্ন, প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চকোশের বারম্বার বিচারদ্বারা আনন্দরূপ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে ব্রহ্মের লক্ষণও প্রয়োগ করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। (লক্ষ্মন্-ক্লীং-লক্ষণম্) ৬৫

ভাল, ব্রহ্মের আনন্দাত্মরূপ লক্ষণের ত' প্রত্যগাত্মায় যোজনা করা যায় না ; কেননা, ব্রহ্ম তটস্থ অর্থাৎ পঞ্চকোশের বাহিরে অবস্থিত এবং প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষী হইতে ভিন্ন ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—ব্রহ্ম এবং প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষীর ভেদ সিদ্ধ হয় না, "সত্য-জ্ঞান-অনন্ত"রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত—একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায় :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্।
উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোশেষ্বেতৎ প্রদর্শিতম্॥ ৬৬

অন্বয়—'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' চ ইতি এবম্ ব্রহ্মস্বলক্ষণম্ উক্ত্বা কোশেষু গুহাহিতত্বেন এতৎ প্রদর্শিতম্।

অনুবাদ—"সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম" এই প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া, শ্রুতি 'পঞ্চকোশমধ্যে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত'—এইরূপে ব্রহ্মের অন্তরাত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

টীকা—(তৈত্তিরীয় ২।১।১ মন্ত্রে) সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম—এইরূপে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া, ["যো বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্"]—'পরম ব্যোমে অর্থাৎ অব্যাকৃত আকাশে বিদ্যমান, **পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন'**—এই বাক্যদ্বারা 'পঞ্চকোশরূপ গুহার ভিতরে **অবস্থিত'**—এইরূপে সেই ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতা, তৈত্তিরীয়শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপদর্শনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ; ইহাই অর্থ। অসাধারণ অর্থাৎ একবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যকে 'লক্ষণ' বলে অথবা অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি, অসম্ভব এই দোষত্রয়শূন্য ধর্ম্মের প্রতিপাদক বাক্যকে 'লক্ষণ' বলে, যেমন সাস্নাদিমত্ত্ব গোত্বের লক্ষণ। লক্ষণ দুই প্রকার, যথা—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। যে ধর্ম্ম, স্বরূপের অন্তর্গত থাকিয়া অর্থাৎ যতকাল তাহা থাকে ততকাল তাহার স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য হইতে তাহার ব্যাবর্ত্তক বা ভিন্নতার জ্ঞাপক হয়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বলে। 'স্বরূপান্তর্গতত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্' ; যেমন 'আকাশ বিল বা ছিদ্র' ; যেমন বেদান্তমতে "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।" উক্ত স্থলে সাস্নাদিমত্ত্ব (গলকম্বলাদিযুক্ততা) গোত্বের স্বরূপবোধক বলিয়া এবং যতকাল [illegible] বর্ত্তমান থাকিয়া, অশ্বাদি হইতে গোত্বের ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া, 'সাস্নাদিমত্ত্ব' গোত্বের স্বরূপলক্ষণ।

সেইরূপ শ্রুত্যুক্ত সত্যজ্ঞানানন্দরূপত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া এবং সর্ব্বকালে জ্ঞানাজ্ঞানদশায় ব্রহ্মে বিদ্যমান বলিয়া অসজ্জড়দুঃখরূপ প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক হইতেছে। এইহেতু তাহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। "যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থায়িত্বে সতি যদ্ব্যাবর্ত্তকং তৎ তটস্থম্"—যাহা লক্ষ্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্যে বিদ্যমান থাকে না অথচ লক্ষ্যের ব্যাবর্ত্তক হয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ, যেমন গন্ধবতী পৃথিবী ; গন্ধবত্তা মহাপ্রলয়ে পরমাণুতে এবং উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া তটস্থ লক্ষণ ; কিম্বা "জগজ্জন্মাদিকারণত্বম্ ব্রহ্মত্বম্"—জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণতা এবং তদুপলক্ষিত ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা কেবল অজ্ঞানদশায় থাকিয়া ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। যে বাটীর উপর কাক বসিয়া রহিয়াছে ঐটি রামের বাটী—তটস্থ লক্ষণের দৃষ্টান্ত। 'শাদা রঙের উত্তরদ্বারী বাটী রামের বাটী',—স্বরূপলক্ষণ। ৬৬

অতীত ৬২-৬৬ পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে (যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত) তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের বিচার করিয়া দেখাইলেন যে ভৃগুর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পর বিচার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ছান্দোগ্যশ্রুতির বিচারদ্বারাও সেই কথার সমর্থন করিতেছেন অর্থাৎ দেখাইতেছেন যে পরোক্ষজ্ঞান হইতে বিচারদ্বারা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় :—

[illegible] ৫৮ শ্লোকোক্ত অবান্তর বাক্য ও মহা-বাক্যের ফলসম্বন্ধে ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রমাণ।

পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ।
অপরোক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছংশ্চতুর্বারং গুরুং যযৌ ॥ ৬৭

অন্বয়—ইন্দ্রঃ 'যঃ আত্মা (অপহতপাপ্মা)' ইত্যাদিলক্ষণাৎ পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্য অপরোক্ষী-কর্ত্তুম্ ইচ্ছন্ চতুর্ব্বারম্ গুরুম্ যযৌ।

অনুবাদ—"যিনি আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিলক্ষণ শুনিয়া ইন্দ্র পরোক্ষ-ভাবে পরব্রহ্ম অবগত হইয়া তাঁহাকে অপরোক্ষ করিবার ইচ্ছায় উপর্য্যুপরি চারিবার গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য উ, ৮।৭।১—৮।৭।৩ দ্রষ্টব্য)

টীকা—[য আত্মা অপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ছান্দোগ্য ৮।৭।১]—'যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ অর্থাৎ কর্ম্মের এবং কর্ম্মাশ্রয় স্থূলসূক্ষ্মশরীরের সংসর্গশূন্য, জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকদুঃখ-বিবর্জ্জিত, ভোজনেচ্ছারহিত, পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে, 'জিজ্ঞাসা করিবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে'—এই বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত লক্ষণের সাহায্যে ইন্দ্র আত্মাকে পরোক্ষরূপে অবগত হইয়া বিচার-দ্বারা তিনটি শরীরকে নিরাকরণ বা পৃথক্ করিয়া সেই আত্মার সাক্ষাৎকার করিবার জন্য, "গুরুম্"—(উপদেষ্টা) ব্রহ্মার নিকট, "চতুর্ব্বারম্ যযৌ"—চারিবার 'উপসদন' করিয়াছিলেন। বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ হাতে উপহার লইয়া গুরুচরণগ্রহণপূর্ব্বক "হে ভগবন্, আমাকে উপদেশ করুন" ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাকে "উপসদন" বলে। ইন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। ইহা সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে (৮।৭।১) বর্ণিত আছে। ৬৭

এক্ষণে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় শ্রুতির সাহায্যে, 'পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পর বিচার-দ্বারা সাক্ষাৎকারের উৎপত্তি হয়' এই কথার সমর্থন করিতেছেন :—

(চ) ৬৮ শ্লোকোক্ত বিষয়ে ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণ।

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ পরোক্ষং ব্রহ্ম লক্ষিতম্।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মদর্শিতম্ ॥৬৮

অন্বয়—(ঐতরেয়োপনিষদি ১।১।১) 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদৌ পরোক্ষম্ ব্রহ্ম লক্ষিতম্ ; অধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম দর্শিতম্।

অনুবাদ—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল" ইত্যাদি বাক্যে **পরব্রহ্ম পরোক্ষভাবেই লক্ষিত হইয়াছেন,** পরে অধ্যারোপ ও অপবাদনামক **প্রক্রিয়ার দ্বারা (বস্তুতে অবস্তুর আরোপ এবং** মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণার্থ **অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে তাহার অভাবনিশ্চয়দ্বারা)** প্রত্যগাত্মাকেই ব্রহ্মরূপে প্রদর্শন **করা হইয়াছে।**

টীকা—[আত্মা বৈ ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ ন অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ (ব্যাপারবৎ)—ঐতরেয় উ, ১।১।১]—'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই নামরূপদ্বারা অভিব্যক্ত জগৎ, সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য ব্যাপক ব্রহ্মই ছিল, সজাতীয় বা বিজাতীয় অন্য কোনও সক্রিয় বস্তু ছিল না'—এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া, [সঃ ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ—ঐতরেয় উ, ১।১।১]—তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—'আমি অন্তঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব'—এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া—[তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ—ঐতরেয় উ, ১।৩।১২]—জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি—(১) জাগরণকালে দক্ষিণ চক্ষু, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ মন, (৩) সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃশরীর ও স্বীয় দেহ—এই তিনটি। এই তিন অবস্থা অবিদ্যাজনিত এবং সেইহেতু মিথ্যা বলিয়া স্বপ্ন ; এই স্বপ্ন তিন প্রকার—(১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। 'এই আবসথ', 'এই আবসথ' 'এই আবসথ' বলিয়া উক্ত তিন অবস্থাকেই পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :—এই বাক্যদ্বারা পরমাত্মায় জগতের অধ্যারোপপ্রকার বর্ণন করিয়া [সঃ জাতো ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ—কিম্ ইহ অন্যম্ বাবদিষৎ—ঐতরেয় উ, ১।৩।১৩]—সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদিগকে স্ব-স্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, তিনি এই শরীরে অন্য কাহারই বা কথা বলিবেন ?—এই বাক্যদ্বারা সেই আরোপিত জগতের অপবাদ বর্ণন করিয়া—[সঃ এতম্ এব পুরুষম্ ব্রহ্ম ততম্ অপশ্যৎ ইদম্ অদর্শম্ ইতি ৩—ঐতরেয় উ, ১।৩।১৩*]—তিনি (জীবরূপে অবস্থান করিতে করিতে) সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের

* ঐতরেয়োপনিষদের ১।৩।১৩ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের অনুসারে : সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মরূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতসমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভূতবর্গে তাদাত্ম্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে পরমকারুণিক আচার্যকর্তৃক তাঁহার পক্ষে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেই বেদান্তবাক্যরূপ মহাদীপ কর্ণমূলে উদ্ভাসমান হইতে থাকিলে, সেই তিনি সৃষ্টিপ্রভৃতির ব্রহ্মরূপে [illegible]

কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন—এই বাক্যদ্বারা প্রত্যগাত্মারই ব্রহ্মভাব কথিত হইয়াছে। আবার [পুরুষে বা অয়ম্ আদিতঃ গর্ভো ভবতি যদ্ এতদ্ রেতঃ—ঐতরেয় উ, ২।১]—অবিদ্যাকাম কর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ পুরুষশরীরে গর্ভরূপী হয়—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জ্ঞানসাধন বৈরাগ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভবাসাদি দুঃখ, প্রদর্শন করিলেন : তদনন্তর [কোঽয়মাত্মেতি বয়ম্ উপাস্মহে—ঐতরেয় উ, ৩।১।১]—আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন – আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি ? এবং শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে সেই আত্মা কোন্‌টি ?—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিচার পূর্ব্বক 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থের শোধনপূর্ব্বক, [প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম—ঐতরেয় উ, ৩।১।৩]—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, এইরূপে প্রজ্ঞানরূপ আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য স্বামী অপবাদ প্রক্রিয়া "অনুভূতি প্রকাশে" 'ঐতরেয়োপনিষদ্বিবরণ' নামক প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—স সংসারীশ্বরো জাত ঈশ্বরানুগ্রহাৎ পুনঃ। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি যথাশাস্ত্রং ব্যচারয়ৎ ॥ ১৯ ॥ সেই ঈশ্বর দেহপ্রবেশহেতু জাগ্রদাদি অবস্থাক্রান্ত হইয়া সংসারী (জীব) হইলেন ; আবার (কোনও সময়ে) ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ গুরুশাস্ত্রপ্রসাদে ক্ষিতি প্রভৃতি (ভূতগণ) লইয়া (তন্নির্ম্মিত দেহত্রয়ের) যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া তাহাদের স্বরূপ অবগত হইলেন ॥ পরমাত্মন উৎপন্নং জগদাত্মৈব নেতরৎ। মৃদো জাতো ঘটো যদ্বন্মৃদেব তথেক্ষ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জগৎ আত্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট বস্তুতঃ মৃত্তিকাই, অন্য কিছু নহে ; ইহাও সেইরূপে বুঝিয়া লও :—অর্থাৎ জগৎ আত্মমাত্র—(প্রতিজ্ঞা) ; কেননা, আত্মা হইতে উৎপন্ন (হেতু) ; যাহা যদুৎপন্ন তাহা তন্মাত্র ; যেমন মৃদুৎপন্ন ঘট মৃন্মাত্র, ইহাও সেইরূপ ॥ ঘটঃ শরাব ইত্যাদি বিকারাণাং মৃদঃ পৃথক্। তত্ত্বং নাস্তি প্রতীতে তু নামরূপে প্রকল্পিতে ॥ ২১ ॥ ঘট, শরাব ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকারসমূহের, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ স্বরূপ নাই। তাহাদের ঘট, শরাব ইত্যাদি নাম এবং কম্বুগ্রীবাদি আকার কাল্পনিকমাত্র ॥ প্রতিবিম্বভ্রমোনীরাদ্যুপাধিবশতো যথা। সন্নিবেশোপাধিতোঽয়ং তথা কুম্ভাদিবিভ্রমঃ ॥ ২২ ॥ যেমন জলাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখাদি মুখাদির ভ্রমমাত্র, জলাদিরূপ উপাধিই সেই সেই ভ্রমের কারণ ; সেইরূপ অবয়বসংযোগবিশেষরূপ উপাধিই কুম্ভাদিভ্রমের কারণ।

(শঙ্কা) ভাল, যেস্থলে শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, সেই স্থলে, সেই শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিলেই যেমন রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ কুম্ভকে মৃত্তিকা বলিয়া জানিলেই কেন কুম্ভ-

পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়পুরে অবস্থিত আত্মাকে, 'ততম্' (ততম্) সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'ততমম্' শব্দে একটি 'ত'র লোপ হইয়াছে ; বস্তুতঃ "তততমম্" বুঝিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন ? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এইভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। (এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন)। জ্ঞানবিষয়ে বিচারপ্রকাশনার্থ 'ইতি' শব্দে প্লুতি (প্লুতস্বর) ব্যবহৃত হইয়াছে ('৩' সংখ্যা তাহারই জ্ঞাপক। প্লুতস্বরের অভিপ্রায় এই যে 'আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইল কি না ?' এইরূপ বিচারান্তে জ্ঞানের সত্য অবধারণ করত, আপনার কৃতার্থতা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে

জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেনঃ—ভ্রান্তিঃ সোপাধিকোপাধিনিবৃত্তৈ্যব নিবর্ত্ততে। ন বোধাৎ তেন ভাসন্তে জ্ঞানতোঽপি ঘটাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ যেস্থলে ভ্রমটি উপাধিজনিত, সেইস্থলে, উপাধির নিবৃত্তিতেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। মৃত্তিকাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদি ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। সেইহেতু মৃত্তিকাদির জ্ঞান থাকিলেও ঘটাদিরূপ ভ্রম থাকিয়া যায়। সেই উপাধির অর্থাৎ ঘটাদিরূপ আকারবিশেষের নিবৃত্তি হইলেই ঘটাদি ভ্রমের নিবৃত্তি হয়।

ভাল, তার্কিক (বৈশেষিক-) গণ যে বলিয়া থাকেন—পৃথগ্‌দ্রব্যস্বরূপঃ সন্ সমবেতো ঘটো মৃদি। ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তন্ন, দ্বৈগুণ্যপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ ঘট একটি পৃথগ্‌দ্রব্যস্বরূপ ; ঘট একটি পৃথগ্‌দ্রব্যস্বরূপেই মৃত্তিকায় সমবেত থাকে ; তাহার উত্তর কি ? তাহার উত্তর :—তাহা ঠিক নহে, তাহা হইলে গুণসমূহের দ্বিগুণতার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে ॥ মৃদ্ভারাদ্ ঘটভারাচ্চ গুরুত্বং দ্বিগুণং ভবেৎ। তথালঙ্কারকর্ত্তা স্যাৎ কৃতী হেমাদিবৃদ্ধিতঃ ॥ ২৫ ॥ গুরুত্বরূপ গুণ যেমন মৃত্তিকায় থাকে, সেইরূপ ঘটেও থাকে। এইহেতু গুরুত্ব দ্বিগুণ হওয়া উচিত, (কিন্তু তাহা ত' হয় না।) তাহা হইলে সুবর্ণাদির দ্বারা অলঙ্কারের নির্ম্মাতা সুবর্ণাদির বৃদ্ধি করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেন ॥ ন সন্নিবেশমাত্রেণ পৃথগ্‌দ্রব্যত্বসম্ভবঃ। শয়নোত্থানগমনৈর্ন পুত্রে বহুপুত্রতা ॥ ২৬ ॥ কেবল আকারবিশেষরূপ উপাধির সংযোগ মাত্রেই পৃথগ্‌দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেননা, তোমার পুত্র শয়ন করিলে, উত্থান করিলে, গমন করিলে সেই সেই সন্নিবেশবশতঃ তোমার একটি মাত্র পুত্র ত' অনেকগুলি পুত্র হইয়া যায় না।

তস্মাৎ কার্য্যং ন বস্তু স্যাৎ কারণব্যতিরেকতঃ। কিন্তু কারণ এবৈতদনৃতং ভাসতে মৃষা ॥ ২৭ ॥ সেইহেতু কারণকে ছাড়িয়া কার্য্য একটি পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না, কিন্তু কার্য্য অসত্য, কারণে মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। যদি বল, ঘটের জলধারণসামর্থ্য আছে, মৃৎপিণ্ডের তাহা নাই, তাহা হইলে বলি :—অর্থক্রিয়াঽনৃতেঽপ্যস্তি স্থাণৌ চোরভয়েক্ষণাৎ। ততোঽনৃতা ঘটাস্ত্বাঃ স্ফূর্ত্তাব কুর্ব্বন্তু বা ক্রিয়াম্ ॥ ২৮ ॥ মিথ্যা বস্তুতেও কার্য্যসাধনশক্তি আছে, যেমন দেখিতে পাওয়া যায় কাঠের গুঁড়ি অন্ধকারে চোরকে (প্রহরীর) ভয় প্রদান করে। সেইহেতু ঘটাদি কার্য্যরূপে প্রকাশিত হউক বা জলাদিধারণরূপ উদ্দেশ্য সাধন করুক, তাহারা মিথ্যা ॥ সন্নিবেশোপাধিহানে গচ্ছন্ত্যেব ঘটাদিধীঃ। বিবেকিনাং তু বস্তুত্বং ঘটাদীনাং নিবর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥ অবয়ব সংযোগবিশেষরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে বিচারবিহীন ব্যক্তিরও ঘটাদিবুদ্ধি তিরোহিত হয় ॥ বিচারশীল ব্যক্তির কিন্তু সেই উপাধি থাকিতেও ঘটাদিতে বস্তুত্ববুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। ঘটঃ শরাব ইত্যেবং নাচৈবাৱভ্যতে বৃথা। মৃত্তিকেত্যেবং সত্যং স্যান্ন তু সত্যং ঘটাদিকম্ ॥ ৩০ ॥ ঘট, শরাব ইত্যাদিরূপ কার্য্য কেবল সেই সেই শব্দদ্বারা মিথ্যা উৎপন্ন হয়। সেই সেই কার্য্য মধ্যে কেবল মৃত্তিকাই সত্য কিন্তু ঘটাদি সত্য নহে ॥ এবমাত্মন উৎপন্নং পৃথিব্যাদ্যপি নাত্মনঃ। পৃথগস্তি কিন্ত্বাত্মন্যারোপাৎ প্রতিভাসতে ॥ ৩১ ॥ এইরূপে আত্মা হইতে উৎপন্ন পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যও আত্মা হইতে পৃথগবস্তু নহে, কিন্তু আত্মায় পরিকল্পিত হওয়ায়, প্রতিভাত হয় ॥ সত্যত্ব হ্যাত্মনস্তত্ত্বং তস্মিন্ তুষ্যাদিকল্পনাৎ। পৃথিব্যাদীনি সন্তীতি ভাসতে তত্ত্বদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥ সেইহেতু আত্মস্বরূপই ঘটাদি মিথ্যা কার্য্যের মধ্যে সত্য বস্তু, সেইহেতু সেই আত্মস্বরূপে,

ক্ষিতি প্রভৃতি পরিকল্পিত হওয়াতে, ক্ষিত্যাদির গ্রাহক সেই সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রতীতি জন্মে, যে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য বস্তুতঃই রহিয়াছে ॥ ইন্দ্রিয়োপাধিকা ভ্রান্তিরক্ষরোধান্ন ভাসতে। ইত্যেতদ্বিশদীকর্ত্তুং যোগো বেদেষু বর্ণ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিবশতঃই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে সেই ভ্রান্তি আর প্রতীত হয় না। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বেদসমূহে যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ সদাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতমসদ্ ভূম্যাদি তেন তৎ। ভাত্বৈঃ কার্য্যকৃদ্বস্তু মিথ্যৈব স্যাদ্ ঘটাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥ কালত্রয়দ্বারা অবাধিত আত্মস্বরূপ হইতে পৃথগ্‌ভূত পৃথিব্যাদি জগৎ অসৎ। সেইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিবশতঃ প্রকাশিত হয়, হউক না কেন। কোনও বস্তু অর্থসাধক হইলেও তাহা ঘটাদির ন্যায় মিথ্যা ॥ ঈদৃগ্‌বিবেকদৃষ্ট্যেদং জগদাত্মৈব নেতরৎ। এবং সত্যাত্মনোঽন্যৎ কিং বস্তুতোঽস্তীতি শঙ্ক্যতে ॥ ৩৫ ॥ এইরূপ বিচারদৃষ্টি লইয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে এই জগৎ আত্মাই; তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইরূপ সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন, অন্য কিছু বস্তুতঃ আছে, কেন এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ?। অদ্বয়ানন্দরূপাত্মা সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমভূদ্ যথা। তথৈবাদ্যাপি সম্প্রত্যো বুদ্ধ্যা সম্যগ বিবেচিতঃ ॥ ৩৬॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন অদ্বয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই ছিলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্যক্ বিচার করিলে, এই সৃষ্টিদশাতেও সেই অদ্বয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই রহিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধ হয় ॥ ইত্থং সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম বিবিচ্য পুনরপ্যসৌ। এতমেব স্বমাত্মানং ব্রহ্মত্বেন ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৭ ॥ এই প্রকারে ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সকল বস্তুরই স্বরূপ, এইরূপ নির্ণয় করিয়া সেই জীব নিজের আত্মাকেও ব্রহ্মরূপে দেখিলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম এই আত্মারও স্বরূপ, এইরূপ ধারণা করিলেন। ৩৮ ॥ ৬৮

এই প্রকারে, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও ঐতরেয় এই তিন উপনিষদে বর্ণিত প্রণালী অন্য শ্রুতিতে অতিদেশ করিতেছেন :—

(ছ) অতীত এগারটি শ্লোকোক্ত প্রণালীর অতিদেশ সকল শ্রুতিতে।

অবান্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীর্ভবেৎ।
সর্ব্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাদপরোক্ষধীঃ ॥ ৬৯

অন্বয়—সর্ব্বত্র এব অবান্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীঃ ভবেৎ। মহাবাক্যবিচারাৎ অপরোক্ষধীঃ।

অনুবাদ—অপরাপর সকল শ্রুতির বিচারেই, অবান্তর বাক্যদ্বারা পরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং মহাবাক্যের বিচারদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

টীকা---এস্থলে 'সর্ব্বত্র' শব্দে 'সকল শ্রুতিবিষয়েই' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অপরোক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিচার (ঙ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ৬৯

ভাল, মহাবাক্যের বিচার হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, এই যাহা বলিলেন, তাহা ত' আপনার স্বকপোলকল্পিত,—করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র; তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ প্রতিপাদিত বা নিজ বিচারসিদ্ধ বলিয়া "হৃদয়েন অভ্যনুজ্ঞাত" নহে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকর্তৃক "বাক্যবৃত্তি" গ্রন্থে ৩৭ হইতে ৫২ শ্লোকে

এই কথা প্রতিপাদিত হওয়াতে, মহাবাক্যবিচার হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা আমার কপোলকল্পিত নহে :—

(জ) মহাবাক্যবিচার অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক : "বাক্যবৃত্তি"স্থিত আচার্য্য-বাক্য প্রমাণ।

ব্রহ্মাপরোক্ষসিদ্ধ্যর্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্।
বাক্যবৃত্তাবতো ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমতির্ন হি ॥ ৭০

অন্বয়—বাক্যবৃত্তৌ 'ব্রহ্মাপরোক্ষসিদ্ধ্যর্থম্ মহাবাক্যম্' ইতি ঈরিতম্ ; অতঃ ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমতিঃ ন হি।

অনুবাদ—যেহেতু 'বাক্যবৃত্তি'গ্রন্থে, 'ব্রহ্মের অপরোক্ষতাসিদ্ধির জন্যই মহাবাক্য'—এইরূপ কথিত হইয়াছে, এইহেতু মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই বা থাকিতে পারে না।

টীকা—"অতঃ"—এইহেতু, মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বা বিবাদ নাই, ইহাই অর্থ। 'বাক্যবৃত্তি' গ্রন্থে ৩১ হইতে ৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৭০

'বাক্যবৃত্তি' গ্রন্থে (৪৪ সংখ্যক শ্লোক) 'মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান' জন্মে ইহা যে প্রকারে উপপাদিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন :—

আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ৭১

অন্বয়—যঃ অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ অস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ আলম্বনতয়া ভাতি সঃ ত্বমপদাভিধঃ

অনুবাদ—অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, 'আমি'-রূপ প্রত্যয় অর্থাৎ বৃত্তির এবং 'আমি'-রূপ শব্দের আশ্রয়রূপে প্রতীত হন, তিনিই 'ত্বম্' পদের বাচ্য।

টীকা—"যঃ অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ"—অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট চিদাত্মা, "অস্মৎ-প্রত্যয়শব্দয়োঃ"—'আমি' এইরূপ জ্ঞানের এবং 'আমি' এইরূপ শব্দের, "আলম্বনতয়া ভাতি"—বিষয়স্বরূপ হইয়া প্রতীত হয়, "সঃ ত্বম্পদাভিধঃ"—সেই প্রকার বোধ, তৎ-ত্বম্-অসি বাক্যান্তর্গত 'ত্বম্' (তুমি) এই পদ হইয়াছে অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক যাহার, এইরূপে "ত্বম্পদাভিধঃ"। অভিপ্রায় এই—'ঘট' এইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তির এবং 'ঘট' এই শব্দের বিষয় হইতেছে 'ঘট'। সেই স্থলে 'ঘট' এই বৃত্তি অন্তঃকরণে অবস্থিত, 'ঘট' এই শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত এবং 'ঘট' এই বিষয় মৃত্তিকায় অবস্থিত ; এইহেতু তিনটি পরস্পর ভিন্ন ; সেইরূপ 'অহম্' বা আমি এই বৃত্তির ও 'অহম্'-আমি—এই শব্দের বিষয় হইতেছে অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চেতনরূপ জীব। সেই স্থলে 'অহম্' এই বৃত্তি অন্তঃকরণে অবস্থিত, 'অহম্' এই শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত। আর এই দুইটির বিষয় অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য "নিজ মহিমায়" (ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।১) অবস্থিত। এইহেতু 'অহম্' বৃত্তি, 'অহম্' শব্দ হইতে পৃথক্। যদ্যপি 'অহম্'-বৃত্তি অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া জীব হইতে তাহার ভিন্নতা সম্ভবে না, তথাপি যেমন ঘটাকাশ ও ঘটাকাশস্থদ্বারা

ঘট ও ঘটাকাশের ভেদ, ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে, সেইরূপ অন্তঃকরণস্বরূপ ধর্ম্ম এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টচেতনস্বরূপ ধর্ম্মের ভেদদ্বারা অন্তঃকরণ ও জীবের ভেদ ব্যবহার হইতে পারে। এইহেতু জীব হইতে অহংবৃত্তির ভেদ আছে। আর 'অহং' শব্দের লক্ষ্যার্থ এবং 'অহং' বৃত্তির প্রকাশক কূটস্থচৈতন্য অহংবৃত্তি হইতে সর্ব্বথা পৃথক্—এই তত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে জানা যাইতেছে। ৭১

এই প্রকারে 'ত্বং'পদের বাচ্যার্থ বর্ণন করিয়া 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ বর্ণন করিতেছেন :—

মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥ ৭২

অন্বয়—মায়োপাধিঃ জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞতাদিলক্ষণঃ পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকঃ তৎপদাভিধঃ। (বাক্যবৃত্তি ৪৫ শ্লোক)

অনুবাদ—আর মায়োপাধিক জগৎকারণ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণ এবং পরোক্ষত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন মহাবাক্যস্থ 'তৎ' পদের বাচ্য।

টীকা—"পারোক্ষ্যশবলঃ"—'পরোক্ষত্বধর্ম্মবিশিষ্ট', এই পর্য্যন্ত বিশেষণদ্বারা তটস্থ লক্ষণ বলিয়া, স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—"সত্যাদ্যাত্মকঃ"—সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ, ইনিই 'তৎ'পদের বাচ্য। 'সত্য' আদি যাহাদের, যে জ্ঞানাদির—তাহাই আত্মা বা স্বরূপ যাহার, তিনি উক্তরূপ অর্থাৎ "সত্য-জ্ঞানানন্ত"-স্বরূপ। তৎপদ হইয়াছে অভিধা বা বাচক যাঁহার, তিনি "তৎপদাভিধঃ"*। ৭২

এইরূপে মহাবাক্যান্তর্গত 'ত্বম্' ও 'তৎ'পদের অর্থ বলিয়া এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়, তাহারই কথা বলিতেছেন :—

প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।
বিরুদ্ধ্যেতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে ॥৭৩

---

* বাক্যবৃত্তি-টীকাকার বিশ্বেশ্বর এই শ্লোক এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—"আনখনতলং" ইত্যাদি (৭১) শ্লোকে অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া ত্বংপদের বাচ্যার্থরূপ জীবের সদ্বিতীয়তা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পরোক্ষত্ব ও পূর্ণত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—"মায়োপাধিঃ" ইত্যাদি। যেহেতু তিনি 'মন্ত্রে'র অর্থাৎ সর্ব্বচেষ্টার আশ্রয় এবং দর্পণের ন্যায় (একান্ত নির্লিপ্ত থাকিয়া) সমষ্টি অজ্ঞানের আশ্রয় এবং মায়ো-পাধিক অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জীবের অগোচর এবং ঐরূপে যাঁহার অদ্বয়ানন্দস্বরূপ (জীবের নিকট, ঐন্দ্রজালিকের স্বরূপের ন্যায়) আবৃত হইয়া রহিয়াছে, সেইহেতু তিনি "মায়োপাধিঃ"। উক্তরূপ আবৃততাহেতু যিনি "জগদ্-যোনিঃ"—জগদ্রূপ বিক্ষেপের অধিষ্ঠান, কেননা, দেখা যায়, রজ্জুপ্রভৃতির বিশেষাংশের আবরণ ঘটিলে অর্থাৎ ইদমংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেই) সর্পাদিভ্রমের অধিষ্ঠানতা ঘটে; "সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ"—এইহেতু তিনিই নিমিত্তকারণ, ইহাই এতদ্দ্বারা উক্ত হইল, কেননা, মুণ্ডকশ্রুতি (১।১।৯) বলিতেছেন যিনি সামান্যরূপে সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষরূপে সর্ব্ববেত্তা, "পারোক্ষ্যশবলঃ"—আবৃত থাকিয়া জীবের নিকট পরোক্ষতাবিশিষ্ট, "সত্যাদ্যাত্মকঃ"—অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দস্বরূপ—এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট যিনি, তিনি "তৎপদাভিধঃ"—'তৎ'পদবাচ্য ঈশ্বর। মায়োপাধিযুক্ত বলিয়া ইনি 'পরোক্ষ', সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠান বলিয়া 'পূর্ণ'।

অন্বয়—প্রত্যক্‌পরোক্ষতা সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা একস্য যতঃ বিরুদ্ধ্যেতে, তস্মাৎ লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে। (বাক্যবৃত্তি ৪৭ শ্লোক)

অনুবাদ—যেহেতু একই বস্তুর (একই কালে) প্রত্যক্ (আন্তর বা অপরোক্ষ) এবং পরোক্ষ হওয়া কিম্বা সদ্বিতীয় এবং পূর্ণ হওয়া, পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অসম্ভব, সেইহেতু সেই সেই স্থলে লক্ষণা আসিয়াছে অর্থাৎ অঙ্গীকার করিতে হয়।

টীকা—প্রত্যক্‌তাসহিত পরোক্ষতা, সদ্বিতীয়ত্বতা-(পরিচ্ছিন্নত্বতা-) সহিত পূর্ণতা—'সহিত'-রূপ মধ্যপদলোপী সমাস; এই দুইটি ধর্ম্ম যেহেতু একই বস্তুতে বিরুদ্ধ, সেইহেতু লক্ষণাবৃত্তি (প্রথম খণ্ডে পরিশিষ্ট খ, পৃ ২০৭, পং ২২ দ্রষ্টব্য) আশ্রয়যোগ্য হইয়া পড়ে। ইহাই অর্থ *। ৭৩

মহাবাক্যসমূহে আশ্রয়যোগ্য সেই লক্ষণাবৃত্তি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিব নাপরা ॥৭৪

অন্বয়—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা (বা ভাগত্যাগলক্ষণা); "সঃ অয়ম্"—ইত্যাদিবাক্যস্থপদয়োঃ ইব, অপরা ন। (বাক্যবৃত্তি ৪৮ শ্লোক)

অনুবাদ—তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই—ইত্যাদিরূপ বাক্যসমূহে যে লক্ষণা আশ্রয় করিয়া অর্থ বুঝিতে হয়, তাহা ভাগ-(-ত্যাগ-) লক্ষণা; "সঃ অয়ম্"—(সে-ই এই) ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "সঃ"—সেই ও "অয়ম্" এই—এই দুই পদের অর্থের ভাগত্যাগলক্ষণা করিয়া যেমন উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়, সেইরূপ; ইহাতে অপর অর্থাৎ 'জহৎ'-লক্ষণা বা 'অজহৎ'-লক্ষণা করিতে হইবে না। (প্রথম খণ্ডে খ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। †

---

* বিশ্বেশ্বরাচার্য্য (বাক্যবৃত্তি-টীকায়) বলেন এই বিরোধ, দেশোপাধিকত্ব—কালোপাধিকত্ব, সম্মুখত্ব, কিঞ্চিজ্ঞত্ব—ইত্যাদিরূপ।

† আচার্য্য বিশ্বেশ্বর এই শ্লোকের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে 'সেই' এবং 'এই' এই দুই শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে, সেই দেশ এবং সেই অতীতকালরূপ বিশিষ্টতার, এই দেশ এবং এই (বর্ত্তমান) কালরূপ বিশিষ্টতা নাই বলিয়া, সেই দুই পদের মুখ্যার্থের একত্ব অসম্ভব হওয়ায়, 'সেই' এবং 'এই' এই উভয়পদসূচিত বিশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া দেবদত্তমাত্রে (কেবল দেবদত্তশরীরে), (লক্ষ্যার্থ) প্রবৃত্ত হয়; তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেও সেইরূপ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে তৎপদের এবং ত্বম্‌পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না, কেননা, তৎপদসূচিত ব্রহ্মের পরোক্ষতায় 'ত্বম্'-পদসূচিত প্রত্যক্ত্ব (অন্তরাত্মতারূপ অপরোক্ষতা) নাই; সেইরূপ অপরিচ্ছিন্নরূপ পূর্ণে দ্বিতীয়ত্ব নাই, এইহেতু তদুভয়ের

টীকা—"ভাগলক্ষণা" শব্দে ভাগত্যাগলক্ষণা বুঝিতে হইবে। সেই ভাগত্যাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'এই সেই দেবদত্ত' এই বাক্যের অন্তর্গত 'এই' এবং 'সেই' এই দুই পদে যেমন * 'জহৎ-অজহল্লক্ষণা' অর্থাৎ ভাগত্যাগলক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' প্রভৃতিরূপ পদে ভাগত্যাগলক্ষণারই আশ্রয় করিতে হইবে। "ন অপরা"—জহৎ-লক্ষণা বা অজহৎ-লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হইবে না। যাহাকে ভাগত্যাগলক্ষণা বলে তাহারই অপর নাম জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা। ৭৪

ভাল, 'গাম্ আনয়'—গরুটিকে আন—ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি বিনাই বাক্যার্থের বোধ হয়, দেখা যায়; 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যে কেন না হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ॥ ৭৫

অন্বয়—অত্র সংসর্গঃ বা বিশিষ্টঃ বা বাক্যার্থঃ সম্মতঃ ন; অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থঃ বিদুষাম্ মতঃ। (বাক্যবৃত্তি ৩৮ শ্লোক)

অনুবাদ—এই সকল মহাবাক্যে সংসর্গরূপ বা বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থ* মানা যাইতে পারে না। অতএব পণ্ডিতগণ অখণ্ডৈকরসরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই সকল বাক্যদ্বারা তাঁহারা বুঝেন যে, জীবে জীবে অবস্থিত যে জীবচৈতন্য, তিনি অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং অদ্বয়ানন্দস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তিনিই জীবচৈতন্য—এই অখণ্ডৈকরসতারূপ ঐক্যই বুঝেন। (ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বুঝার্থের একতা অসম্ভব হয়। সেইহেতু 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই উভয় পদেই, পরোক্ষত্ব ও সদ্বিতীয়ত্বাদি বৈশিষ্ট্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, যথাক্রমে পূর্ণানন্দ ও প্রত্যগ্‌বোধ এই দুই অর্থ গ্রহণীয় হয়। ভাল, তাহা হইলেও পূর্ণানন্দ ও প্রত্যগ্‌বোধের তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভিন্নতা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে 'অসি' (হও) এই পদদ্বারা প্রত্যগ্‌বোধেরই ব্রহ্মরূপতা হেতু পূর্ণানন্দৈকতা কথিত হওয়ায় (৭৩ শ্লোকের পাদটীকায়) বর্ণিত উপায়ে পূর্ণানন্দতা সিদ্ধ হওয়ায়, প্রত্যগ্‌-রূপতার পরিহার হয়। এইরূপে 'তৎ' ও 'ত্বম্'পদের ভাগলক্ষণাদ্বারাই তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, অন্য লক্ষণাদ্বারা সেই তাদাত্ম্য অসম্ভব। বিশ্বেশ্বরাচার্য তদনন্তর বলিতেছেন যাঁহারা ত্বম্‌পদার্থকে তৎপদার্থের অংশ বা বিকার বলিয়া মহাবাক্যব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মত একান্ত উপেক্ষণীয়, তাহার সবিস্তর যুক্তি দিয়াছেন।

* বাক্যবৃত্তি টীকাকার (বিশ্বেশ্বরাচার্য) এই শ্লোকের সুবিস্তৃত টীকায় 'সংসর্গ' ও 'বিশিষ্ট' এই দুইটির প্রভেদ এইরূপে দেখাইয়াছেন—'নীল উৎপল'—এই বাক্যটি উচ্চারিত হইলে যখন 'নীল' এই পদটি 'উৎপল' দ্রব্যকে শ্বেতপীতাদি (উৎপল) হইতে পৃথক্ করিয়া, এই ব্যাবর্তকতাহেতু 'বিশেষণ' হইয়া 'বিশেষ্য' উৎপল পদের সহিত 'সংসর্গ' অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় এবং সেইরূপ আবার 'উৎপল' এই পদটি, 'নীল'গুণকে (নীল-) বস্ত্রাদি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষণ নীলপদের সহিত সংসর্গ প্রাপ্ত হয়, তখন বিশেষণবিশেষ্যভাব-সংসর্গ। যখন পরস্পর ব্যাবৃত্তির অপেক্ষা না করিয়াই সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ—'নীলবিশিষ্ট উৎপল' 'দণ্ডবিশিষ্ট দেবদত্ত' এইরূপে, প্রধানভাবে (মুখ্যতঃ) 'একবিশিষ্ট অন্যপদার্থ' বুঝায়, তখন বিশিষ্টের (বিশেষ্য পদার্থের) অনুকূলতাহেতু 'বিশিষ্ট'। এইরূপে 'সংসর্গ' ও 'বিশিষ্ট' বাক্যার্থের ভেদ।

টীকা—'গরুটিকে আন' ইত্যাদি বাক্যসমূহে 'গরুটিকে' ও 'আন' এইরূপ পদসকল যে, আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট ('চ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) গো প্রভৃতি পদের অর্থকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের যে অন্বয় বা সম্বন্ধ, তাহাই সেই বাক্যের অর্থ বলিয়া জনসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে ; আবার যেমন 'নীল মহাসুগন্ধি কমল'—ইত্যাদি বাক্যে নীলত্বাদিবিশিষ্ট উৎপলই বাক্যের অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে ; মহাবাক্যসমূহে সংসর্গরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধরূপ এবং বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ বিশেষণযুক্তরূপ বাক্যার্থমধ্যে একটিও মহাবাক্যসমূহের অর্থ বলিয়া সেইরূপে অঙ্গীকৃত হয় না, কিন্তু অখণ্ড—একরস বলিয়া স্বগতাদিভেদশূন্য বস্তুমাত্ররূপ বাক্যার্থ পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এইহেতু লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অভিপ্রায় এই—যেমন, 'তুমি গরুটি আন'—এই বাক্যের অন্তর্গত তিনটি পদের অর্থের যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধই অথবা সম্বন্ধসহিত পদার্থই বাক্যার্থ। এইহেতু 'তুমি-গরুটিকে-আন'—ইহাই সমগ্র বাক্যের অর্থ। (তাহাকেই "সংসর্গ"রূপ বাক্যার্থ বলে।) কিন্তু মহাবাক্যের এইরূপ অর্থ সম্ভব হয় না, কেননা, (১) ত্বম্ পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'তৎ'পদের অর্থ অথবা 'তৎ'পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'ত্বম্'পদের অর্থ—এইরূপ মানিলে [অসঙ্গোঽয়ম্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫]—এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা অসঙ্গ—এই শ্রুতিবাক্য-প্রতিপাদিত অসঙ্গতার ব্যাঘাত হয়। এইহেতু মহাবাক্যের সম্বন্ধরূপ বা সংসর্গরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। (২) আবার যেমন "নীল মহাসুগন্ধি কমল" এই বাক্যে 'নীল' ও 'মহাসুগন্ধি' এই দুই পদ বিশেষণরূপ গুণের বাচক, আর 'কমল' 'পদ্ম'রূপ দ্রব্যের বাচক, এইহেতু "নীলরংবিশিষ্ট মহাসুগন্ধি কমল দ্রব্য"—ইহাই সমগ্র বাক্যের অর্থ। (তাহাকেই "বিশিষ্ট"রূপ বাক্যার্থ বলে)। কিন্তু মহাবাক্যের সেইরূপ অর্থ সম্ভবে না ; কেননা 'ত্বম্'পদার্থবিশিষ্ট (অর্থাৎ 'ত্বম্'-পদার্থরূপ বিশেষণ যুক্ত) হইতেছে যে 'তৎ'পদের অর্থ অথবা 'তৎ'পদের অর্থরূপ বিশেষণযুক্ত যে 'ত্বম্'পদের অর্থ-মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, একই বস্তুর সর্বজ্ঞত্বাদি-অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্মবিশিষ্টতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় এবং [সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১১]—সাক্ষী চৈতন্যরূপ কেবল ও নির্গুণ'—এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচনের এবং [যদ্ হি এব এষ এতস্মিন্ উং অরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্য ভয়ম্ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭।১]—যে অল্পমাত্রও (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবরূপ বা উপাস্য-উপাসকরূপ) ভেদ করে, পরে তাহার জন্মাদি অনর্থরূপ ভয় হয় ;—এই সকল শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের যে কেবলতা, সর্বধর্মরহিততা, নির্গুণতা, সজাতীয়াদি ভেদরাহিত্য ও নিঃশেষে অন্যভাবজনিতভেদরাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার বাধা হয়। এইহেতু মহাবাক্যের 'বিশিষ্ট'রূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হয় না। এই কারণে পণ্ডিতগণ লক্ষণাদ্বারা মহাবাক্যের অখণ্ডৈকরসতারূপ * অর্থ স্বীকার করেন।

---

* বিদ্যারণ্যাচার্য উক্ত টীকায় —'অখণ্ডৈকরসতা' এইরূপে বুঝাইয়াছেন —'অখণ্ডৈকরসতা বলিতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মই হইয়েছেন আমি' এইরূপ ব্যতিহারক্রমে যাহা দেখা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতিবচন [ত্বং বাহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বা ত্বমসি] এস্থলে দুই 'বা'শব্দ 'এব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। [সত্যাৎ সত্যতরঃ নিত্যম্ ত্বমেব ত্বমেব ত্বং —কৈবল্য উ, ২০], গণপতি ব্যাখ্যায় শ্রুতিবচন "অহং ত্বং ত্বমহং দেব [illegible] নাবয়োঃ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ত্বয়াবয়োঃ পদঃ। তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে। নমো দেবাধিদেবায় পরায় পরমাত্মনে।"

(শঙ্কা) বাচ্যার্থের লক্ষ্যার্থরূপ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, লক্ষ্যার্থের অসঙ্গতার হানি হয়; আবার সেই সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে লক্ষণা ঘটে না, কেননা, শক্যসম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যসম্বন্ধের নাম লক্ষণা; অসঙ্গ লক্ষ্যার্থে সেই সম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (সমাধান)—'তৎ' পদের বাচ্যার্থের দুই ভাগ—জড় ও চৈতন্য; 'ত্বম্'পদেরও সেইরূপ দুই ভাগ। চৈতন্যভাগের লক্ষ্যার্থের সহিত তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ, আর জড়ভাগের লক্ষ্যের সহিত অধিষ্ঠানতা সম্বন্ধ; কল্পিতের সম্বন্ধের দ্বারা বা আপনার তাদাত্ম্যসম্বন্ধদ্বারা, লক্ষ্যার্থে চৈতন্যের অসঙ্গতাস্বভাবের হানি হয় না। (দ্বিতীয় শঙ্কা) 'তৎ'পদ ও 'ত্বম্'পদ এই দুইটির যদি অখণ্ডচৈতন্যের সহিত লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'ঘট হইতেছে ঘট' এই বাক্যের ন্যায় মহাবাক্যও পুনরুক্তি-দোষাক্রান্ত বা বাক্যাভাস মাত্র হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যায়; আর উক্ত দুই পদের লক্ষ্যার্থ ভিন্ন বলিয়া মানিলে মহাবাক্যের অভেদার্থবোধকতা সম্ভব হয় না। (সমাধান)—'তৎ'পদের বাচ্যার্থ মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ মায়া ঈশ্বরের স্বরূপে প্রবিষ্ট; 'ত্বম্'পদের বাচ্যার্থ অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ জীবের স্বরূপে প্রবিষ্ট; আর 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ মায়ারূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ মায়া ঈশ্বরের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট এবং 'ত্বম্'পদের লক্ষ্যার্থ অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ জীবের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট। ব্রহ্মচৈতন্যকে তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ মানিলে অবশ্যই পুনরুক্তিদোষ হয় কিন্তু মায়োপাধিযুক্ত এবং অন্তঃকরণোপাধিযুক্ত চৈতন্যই তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ; উপাধিভেদেই তদুভয়ের ভেদ; সেইহেতু পুনরুক্তি হয় না, কিন্তু তদুভয়ের বাস্তব অভেদ। এইহেতু তাহাদের পরস্পর উদ্দেশ্য-বিধেয় ভাব মানিলেই মহাবাক্যের অভেদার্থবোধকতা সম্ভব হয়। অথবা দুই পদের পৃথক্ লক্ষকতা স্বীকার করিলেই পুনরুক্তির শঙ্কা হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের পৃথক্ লক্ষকতা নাই। তদুভয় মিলিত হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মের লক্ষক; এই কারণেও পুনরুক্তিদোষ হয় না। ৭৫

অখণ্ড একরস বস্তুই যে মহাবাক্যের অর্থ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

প্রত্যগ্বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ॥ ৭৬

অন্বয়—যঃ প্রত্যগ্বোধঃ আভাতি, সঃ অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ; অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ। (বাক্যবৃত্তি ৩৯ শ্লোক)

অনুবাদ—যাহা সর্ব্বজীবের আন্তর চিদাত্মরূপে ভাসমান, তাহা অদ্বয় আনন্দস্বরূপ; আর যাহা অদ্বয় আনন্দস্বরূপ (পরমাত্মা) তাহাই সর্ব্বজীবের আন্তর চিদেকরসস্বরূপ আত্মা।

টীকা—"যঃ প্রত্যগ্বোধঃ"—যাহা সর্ব্বজীবের আন্তর চিদাত্মা, "আভাতি"—বুদ্ধি প্রভৃতির

সাক্ষিরূপে স্ফুরিত হইতেছেন. "সঃ অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ"—তিনি অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা—ইহাই অর্থ। "অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ"—সেইরূপ পরমাত্মা, "প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ"—চিদেকরস প্রত্যগাত্মাই।* ৭৬

এইরূপে অখণ্ডার্থের জ্ঞানদ্বারা কি ফল হইবে ?—তদুত্তরে বলিতেছেন (বাক্যবৃত্তি ৪০ শ্লোক):—

(খ) অখণ্ডার্থের অপরোক্ষজ্ঞানের ফল।

ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি ॥ ৭৭

অন্বয়—ইত্থম্ অন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তিঃ † যদা ভবেৎ, তদা এব ত্বমর্থস্য অব্রহ্মত্বম্ ব্যাবর্ত্তেত হি।

অনুবাদ ও টীকা—যখন এই প্রকারে ব্রহ্ম ও আত্মার পরস্পর অভেদের নিশ্চয় হইবে, তখনই ত্বম্‌-পদের অর্থ প্রত্যগাত্মার অব্রহ্মরূপতা নিবৃত্ত হইবে—। ৭৭

তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধোঽবতিষ্ঠতে ॥ ৭৮

অন্বয়—চ তদর্থস্য পারোক্ষ্যম্ (ব্যাবর্ত্তেত) ; যদি এবম্, ততঃ কিম্ ? শৃণু, পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগবোধঃ অবতিষ্ঠতে। (বাক্যবৃত্তি, ৪১ শ্লোক)

অনুবাদ—এবং তৎ-পদের অর্থের পরোক্ষতা নিবৃত্ত হইবে। তাহার পর যদি বাদী জিজ্ঞাসা করেন—'ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতে হইবে কি ?'

---

* বিশ্বেশ্বরাচার্য্যকৃত এই শ্লোকের টীকা—অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া যে বোধ প্রত্যক্‌। অর্থাৎ অন্তরাত্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 'ত্বম্'পদের লক্ষ্যার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই "অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ"—অদ্বয়ানন্দস্বরূপ; "অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ" আবার অদ্বয়ানন্দরূপ যে পরমাত্মা 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশমান, তিনি "প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ"—প্রত্যগ্‌বোধের সহিত এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াছে লক্ষণ—স্বরূপ, যাহার সেইরূপ। (শঙ্কা) ভাল, আনন্দ ও বোধ এই দুইয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নতা কি প্রকারে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় ? (উত্তর) এস্থলে কোনও বিরোধ নাই, কেননা, আত্মা বোধানন্দস্বরূপ বলিয়া আত্মাতেই আনন্দ ও বোধের অভিন্নতার উপলব্ধি হয়। ভাল, তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে কেন বলা হইতেছে না যে অদ্বয়ানন্দবোধই প্রত্যগানন্দবোধ ? সেস্থলে অভিপ্রায় এই—বোধরূপ (অর্থাৎ 'জ্ঞানকর্ত্তা') আত্মা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আত্মা; যখন সেই আত্মা অদ্বিতীয়রূপে দুঃখভয়াদির অভাবহেতু অন্য সকল বৃত্তি রহিত হইয়া যান, তখন সেই বোধের (জ্ঞানকর্ত্তার) স্ফুরণ না হওয়ায় আনন্দরূপে অবস্থান করেন। এইহেতু তদুভয় একরূপই বলিয়া, এইরূপ ঐক্যে কোনও অনুপপত্তি হয় না। সংসর্গবিশিষ্ট পক্ষে (ঐক্য মানিলে) দুই বাচ্যার্থের ঐক্য প্রত্যক্ষবিরোধবশতঃ ঔপচারিকই হইবে, সেইরূপ ঐক্য যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

† বিশ্বেশ্বরাচার্য্যকৃত টীকা—"অন্যোন্যতাদাত্ম্যম্"—উভয়েরই পরস্পর তাদাত্ম্য ; সেই আত্মা—তদাত্মা, 'তৎ'পদার্থেরও যাহা আত্মা বা স্বরূপ তাহাই 'ত্বম্' পদার্থের স্বরূপ ; এইরূপ 'ত্বম্' পদার্থেরও যাহা আত্মা স্বরূপ, তাহাই 'তৎ'পদার্থের ; তাহার ভাব তাদাত্ম্য ; তাহার প্রতিপত্তি জ্ঞান ; তাহা যখন হইবে তখনই 'অব্রহ্মত্বম্'—'আমি মনুষ্য' এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা [illegible] "ত্বমর্থস্য" প্রত্যগাত্মার, 'ব্যাবর্ত্তেত' নিবৃত্ত হইবে। 'হি' শব্দের অর্থ হেতু।

তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 'তবে শ্রবণ কর—কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে প্রত্যগাত্মা অবস্থিত থাকিবেন।'

টীকা—'ত্বম্'পদের অর্থরূপ প্রত্যগাত্মার, ভ্রান্তিসিদ্ধ অব্রহ্মরূপতা এবং "তদর্থস্ত"—'তৎ'পদের অর্থরূপ ব্রহ্মের একমাত্রপরোক্ষজ্ঞানবিষয়তা নিবৃত্ত হইবে। (বাদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তাহা যেন হইল, তাহাতে হইল কি? সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিতেছেন—"তবে শ্রবণ কর" ইত্যাদি।* ৭৮

ভাল, "সময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষানুভবসাধনম্ আগমঃ"—প্রাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া অথবা সত্যতার বলে সম্যক্ পরোক্ষানুভবের সাধন শাস্ত্রবচনকে আগম বা শাস্ত্র বলে। ('সিদ্ধং সিদ্ধৈঃ প্রমাণৈস্তু হিতং চাত্র পরত্র বা। আগমঃ শাস্ত্রমাপ্তানামাপ্তাস্তত্ত্বার্থবেদিনঃ॥'—সিদ্ধ প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত ইহলোকে এবং পরলোকে হিতাবহ, আপ্তজনকথিত শাস্ত্রের নাম আগম। আপ্তগণ তত্ত্বার্থবেদী)। ইহাই আগমের অর্থাৎ শাস্ত্রবচনের লক্ষণ বলিয়া, শাস্ত্রবচনকে কি প্রকারে আপনি অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক বলিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া গ্রন্থকর্তা, 'এই বাদী বা শঙ্কাকারী সিদ্ধান্তপরিজ্ঞানশূন্য' এই কথাটি মনে করিয়া উপহাস করিতেছেন :—

(এ) মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে শঙ্কাকারীর প্রতি উপহাস।

এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমীর্য্যতে।
যৈস্তেষাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্॥৭৯

অন্বয়—এবম্ সতি যৈঃ মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানম্ ঈর্য্যতে, তেষাম্ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানম্ শোভতেতরাম্।

অনুবাদ—ইহাই সিদ্ধান্ত হইলে, যাহারা অসমীচীন মতের অনুবর্ত্তী হইয়া বলে—মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞান অতিশয় উজ্জ্বল, বলিতে হইবে।

টীকা—যাহারা এইরূপ বলে যে মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, তাহারা সিদ্ধান্তরহস্য জানেই না; ইহাই অর্থ। ৭৯

---

* বিশ্বেশ্বরকৃত টীকা—ব্রহ্ম নিজেই নিজের পরোক্ষ হন না কিন্তু অব্রহ্মত্ববিশিষ্ট প্রত্যগাত্মারই পরোক্ষ হন; যেহেতু এইরূপ, এইহেতু প্রত্যগাত্মার অব্রহ্মত্বের তিরোভাব হইলে ব্রহ্মের পরোক্ষতারও তিরোভাব হইবে; ইহাই বলিতেছেন :—তৎপদের অর্থ ও ত্বম্পদের অর্থ এই দুইটির একত্বজ্ঞানের ফলে অজ্ঞানসম্ভূত সেই পরোক্ষতা ও অব্রহ্মতার ব্যাবৃত্তি-তিরোভাব; ইহাই অর্থ। তাহা হইলে কি হইবে অর্থাৎ তাহার কিরূপে অবস্থিতি হইবে? ইহাই শিষ্যের প্রশ্ন। পরোক্ষতা ও অব্রহ্মতার ব্যাবৃত্তির পর পূর্ণতার ও প্রত্যক্তা (আন্তরাত্মরূপতা) উভয়ই ব্যাবৃত্ত হইবে অথবা হইবে না?—ইহাই প্রশ্নের অভিপ্রায়। আচার্য্য শিষ্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহার উত্তর দিবার জন্য বলিতেছেন—শ্রবণ কর ইত্যাদি। আত্মা স্বরূপতঃই পূর্ণ; অবিদ্যাবশতঃই সেই আত্মার প্রত্যক্তা বা আন্তরতা, এইহেতু আত্মার স্ববিষয়ক বিদ্যাদ্বারা প্রত্যক্তারই নিবৃত্তি বা তিরোভাব হইতে পারে, পূর্ণতার নহে, ইহাই বলিতেছেন—কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে ইত্যাদি; পূর্ণানন্দরূপে এক অর্থাৎ অভিন্ন, স্বরূপ যাঁহার, তিনিই "পূর্ণানন্দৈকরূপঃ"। "প্রত্যগ্বোধঃ"—জ্ঞানস্বরূপ অন্তরাত্মাই, আন্তররূপতার ব্যাবৃত্তি বা তিরোভাব ঘটিলে পূর্ণানন্দরূপে অবস্থিত থাকেন, ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, সিদ্ধান্ত এখন থাকুক ; 'বাক্য যে পরোক্ষজ্ঞানের জনক, ইহা অনুমান সিদ্ধ'—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্তবীজ লইয়া তর্ক উঠাইতেছেন :—

(ট) বাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতাবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

আস্তাং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুক্ত্যা বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ।
স্বর্গাদিবাক্যবন্নৈবং দশমে ব্যভিচারতঃ ॥ ৮০

অন্বয়—শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তঃ আস্তাম্ ; যুক্ত্যা স্বর্গাদিবাক্যবৎ বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ ; ন এবম্ দশমে ব্যভিচারতঃ।

অনুবাদ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এখন থাকুক ; বাক্য হইতে যে কেবল পরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ ; যেমন স্বর্গাদি প্রতিপাদক বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়, সেইরূপ।—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—(বাদীর) একথা গ্রহণযোগ্য নহে, কেননা, দশম পুরুষবিষয়ে এ কথার ব্যভিচার হয়।

টীকা—(অনুমান) বিবাদের বিষয় বাক্য (পক্ষ) পরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইবার যোগ্য (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা বাক্য—হেতু : স্বর্গাদিবিষয়ক বাক্যের ন্যায়—উদাহরণ ; এই অনুমানদ্বারা মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতা সিদ্ধ হয় : ইহাই অর্থ। এই অনুমানের 'যেহেতু তাহা বাক্য', এই যে হেতু কথিত হইয়াছে, সেই হেতুটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উহার পরিহার করিতেছেন—"(বাদীর) এ কথা" ইত্যাদি। 'তুমিই হইতেছ দশম' ইহা একটি বাক্য ; তথাপি ইহাতে অপরোক্ষজ্ঞান-জনকতা প্রতীত হইতেছে। এই কারণে হেতুটি ব্যভিচারী। হেতুটি ব্যভিচারী বলিয়া, সেই হেতুর সাহায্যে উৎপন্ন যে অনুমান, সেই অনুমানদ্বারা মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতা সিদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই—শব্দের স্বভাব এই—শব্দ হইতে, অন্তরায়যুক্ত বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানই হয় ; অপরোক্ষজ্ঞান কোন প্রকারে হইতে পারে না। যেমন স্বর্গাদির বা ধর্ম্মাধর্ম্মের শাস্ত্ররূপ শব্দদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। আর অন্তরায়রহিত বস্তুর শব্দ হইতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞানই হয়। যে প্রকার 'দশম পুরুষ আছে', অথবা (বিস্মৃত) 'কণ্ঠভূষণ আছে'—এই আপ্তবাক্য হইতে অন্তরায়রহিত দশম পুরুষের ও কণ্ঠভূষণের পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। আর 'দশম পুরুষ তুমি' এবং 'কণ্ঠভূষণ এই যে' এইরূপ আপ্তবাক্য হইতে দশম পুরুষের ও কণ্ঠভূষণের অপরোক্ষজ্ঞান হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মের অবান্তর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান এবং মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। ৮০

অথবা 'ত্বম্'পদের অর্থ জীবের অপরোক্ষতার অভাবের সম্ভাবনা হয় বলিয়া, মহাবাক্য পরোক্ষজ্ঞানজনক নহে, ইহা মানিতে হইবে ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ঠ) 'ত্বম্'পদার্থ জীবের স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষতা অস্বীকার করিতে হয় বলিয়া মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতার অস্বীকার।

স্বতোঽপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ।
নশ্যেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্মহত্যহো ॥ ৮১

অন্বয়—স্বতঃ অপরোক্ষজীবস্ত ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ সিদ্ধাপরোক্ষত্বম্ নশ্যেৎ ইতি যুক্তিঃ মহতী অহো।

অনুবাদ ও টীকা—স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের ব্রহ্মভাবলাভের কামনায়, জীবের সিদ্ধ অপরোক্ষতা বিনষ্ট হইবে, তোমার এই যুক্তিটি কি আশ্চর্য্যরূপ! ৮১

'জীবের অপরোক্ষতার নাশ আমার (জীবের) পক্ষে ত ইষ্টাপত্তি' অর্থাৎ আমি ত' তাহাই চাই; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঙ) 'জীবের অপরোক্ষতা-হানি ইষ্টাপত্তি'—এইরূপ শঙ্কার সোপহাস সমাধান।

বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীদৃশম্।
লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥৮২

অন্বয়—বৃদ্ধিম্ ইষ্টবতঃ মূলম্ অপি নষ্টম্ ইতি ঈদৃশম্ লৌকিকম্ বচনম্ ত্বৎপ্রসাদতঃ সার্থম্ সম্পন্নম্।

অনুবাদ ও টীকা—("বাণিজ্যাদির দ্বারা") মূলধনের বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়া মূলধনও হারাইল—এইরূপ লৌকিক প্রবচন তোমার প্রসাদেই সার্থকতা-লাভ করিল! ৮২

৬। অপরোক্ষ হইবার যোগ্য সোপাধিক প্রত্যগ্-অভিন্ন ব্রহ্মের, মহাবাক্য-জন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বৃত্তিব্যাপ্যতাদ্বারা, বর্ণন।

'ভাল, জীব সোপাধিক বলিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া জীব অপরোক্ষ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম নিরুপাধিক বলিয়া সেইরূপ অপরোক্ষ হইতে পারেন না'—এইরূপ শঙ্কায় উপহাস করিতেছেন :—

(ক) নিরুপাধিক বলিয়া ব্রহ্মের অপরোক্ষতার শঙ্কা।

অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধো জীবোঽপরোক্ষতাম্।
অর্হত্যুপাধিসদ্ভাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাধিতঃ ॥ ৮৩

অন্বয়—অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ জীবঃ উপাধিসদ্ভাবাৎ অপরোক্ষতাম্ অর্হতি, ব্রহ্ম তু অনুপাধিতঃ ন (অপরোক্ষতাম্ অর্হতি)।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল, অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের উপাধি থাকায় জীব অপরোক্ষ হইতে পারে; আর ব্রহ্মের কোনও উপাধি নাই, কি প্রকারে ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইবেন; ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতে পারেন না। ৮৩

'ব্রহ্মের নিরুপাধিকতা অসিদ্ধ'—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্ম যে নিরুপাধিক, এ কথাই অসিদ্ধ।

নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ।
যাবদ্বিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ ॥ ৮৪

অন্বয়—এবম্ ন, ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ; যাবৎ বিদেহকৈবল্যাম্ উপাধেঃ অনিবারণাৎ।

অনুবাদ—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, ব্রহ্মভাবের* বোধ সোপাধিক-বিষয়ক। যতদিন বিদেহকৈবল্য না হয় ততদিন উপাধির নিবৃত্তি অসম্ভব।

টীকা—জীবের যে ব্রহ্মরূপতার জ্ঞান হয়, তাহা সোপাধিক-বস্তুবিষয়ক বলিয়া, সেই জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মও সোপাধিক। জ্ঞেয়বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের সোপাধিকতা না থাকিলে জ্ঞানের সোপাধিকবিষয়ত্ব সম্ভব হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। জ্ঞানের সেই সোপাধিক-বিষয়কতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন -"যতদিন বিদেহকৈবল্য না হয় ততদিন" ইত্যাদি। ৮৪

ভাল, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের দুইটি বিলক্ষণ উপাধি কি কি? তাহার নির্ণয় হওয়া চাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) জীব ও ব্রহ্মের বিলক্ষণ উপাধির বর্ণন।

অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে।
উপাধির্জীবভাবস্য ব্রহ্মতায়াশ্চ নান্যথা॥ ৮৫

অন্বয়—জীবভাবস্য ব্রহ্মতায়াঃ চ উপাধিঃ অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাম্ বিশিষ্যতে, অন্যথা ন।

অনুবাদ ও টীকা—জীবভাবের উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্য এবং ব্রহ্মভাবের উপাধি অন্তঃকরণরাহিত্য; এইরূপেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ; অন্য কোন প্রকারে নহে। ৮৫

ভাল, অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ ভাবরূপ বলিয়া, অর্থাৎ 'রহিয়াছে' এইরূপে প্রতীত হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইতে পারে। আর অন্তঃকরণরাহিত্য অভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ 'নাস্তি' নাই—এইরূপ প্রতীতির বিষয় বলিয়া তাহা কিরূপে উপাধি হইতে পারে? তাহা ত' উপাধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—(মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতরত্নরক্ষণম্" গ্রন্থে *) উপাধির লক্ষণ করিয়াছেন,—"যাবৎ কার্য্যমবস্থায়িভেদ-

* মধুসূদন স্বামী "অদ্বৈতরত্নরক্ষণম্" গ্রন্থে (নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণের ৪৩ পৃঃ ১৬ পংক্তি) লিখিয়াছেন—(অনুবাদ) "আর উপাধি বিশেষণ নহে, উপলক্ষণও নহে; উপাধি তৃতীয় প্রকারের ভেদহেতু; কেননা, যাহা স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্টরূপে যাবৎকার্য্য অবস্থায়ী ভেদহেতু, তাহাই বিশেষণ, যেমন "দণ্ডী [illegible] অনুসরণক্রমে (অন্যের হইতে উচ্চারণ শুনিয়া) উচ্চারণ করেন।" এস্থলে দণ্ড বিশেষণ। এস্থলে বিশেষণত্বের প্রযোজক। কারণ, যে দণ্ডটি তাহা—(১) স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট এবং (২) যাবৎকার্য্যাবস্থায়ী; উভয়েরই অভাব হইলে যেহেতু উপলক্ষণ হইয়া থাকে এবং অন্যতরের (দুইটির কোন একটির) অভাব হইলে যেহেতু উপাধি হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। যেমন [illegible] ব্যক্তির পুরুষ স্বরূপে অপ্রবিষ্ট এবং "কাদাচিৎক" (যাহার [illegible]

হেতোরুপাধিতা"—যতকাল পর্য্যন্ত কার্য্য অবস্থান করে ততকাল পর্য্যন্ত অবস্থায়ী ভেদের হেতুকে 'উপাধি' বলে। এই লক্ষণ অন্তঃকরণসাহিত্যরূপ ভাবপদার্থ এবং অন্তঃকরণরাহিত্যরূপ অভাবপদার্থ উভয় স্থলে খাটে, কেননা, যেমন অপরোক্ষতা পর্য্যন্ত কার্য্যরূপ জীবে অবস্থিত ভাবরূপ অন্তঃকরণ-সাহিত্য হইতেছে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের হেতু, সেইরূপ অভাবরূপ অন্তঃকরণরাহিত্যও হইতেছে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদের হেতু। এইহেতু জীবের উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্যের ন্যায় অন্তঃকরণরাহিত্যও ব্রহ্মের উপাধি। এই প্রকারে উপাধির উক্ত লক্ষণ অন্তঃকরণসহিততা অন্তঃকরণরহিততা উভয়ত্রই বিদ্যমান বলিয়া অন্তঃকরণরহিততা উপাধি হইতে পারে, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) অন্তঃকরণাভাবের উপাধিত্বসিদ্ধি।

যথা বিধিরুপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্ ?
সুবর্ণলোহভেদেন শৃঙ্খলাত্বং ন ভিদ্যতে ॥ ৮৬

অন্বয়—বিধিঃ যথা উপাধিঃ স্যাৎ তথা প্রতিষেধঃ কিম্ ন (উপাধিঃ স্যাৎ) ? সুবর্ণলোহভেদেন শৃঙ্খলাত্বম্ ভিদ্যতে ন।

অনুবাদ—যেমন বিধি বা ভাবরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ উপাধি হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগরূপ নিষেধও কেন উপাধি হইতে পারিবে না ? (তদুভয়ের বিলক্ষণতা উপাধিত্বের অবাধক)। যেমন শৃঙ্খল সুবর্ণেরই হউক অথবা লৌহেরই হউক, উভয় উপাদানের ভেদ তুল্যরূপে বন্ধকতার অবাধক বলিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই, সেইরূপ।

টীকা—"বিধিঃ" - ভাবরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ যেরূপ উপাধি, সেইরূপ নিষেধও অর্থাৎ অভাবরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগও কি উপাধি হইবে না ? উত্তর—হইবেই। (শঙ্কা)

কখন আছে, কখন নাই) এইরূপ কাক অন্য সকল গৃহ হইতে যে চৈত্রনামক ব্যক্তির গৃহের ভেদক হয়, তাহা উপলক্ষণতাহেতু ; আবার যেমন প্রাভাকরদিগের মতে 'ধেনু' শব্দের প্রয়োগ হইলে গোত্ব তাহার স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া যাবৎকার্য্য অবস্থায়ী হয় বলিয়া উপাধি অর্থাৎ কার্য্যব্যাপক।

(উক্ত গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত) অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে (পরিচ্ছেদ ১ "অসতঃ বাধকনিরূপণম্" প্রসঙ্গে ৪৪২ পৃঃ। মধুসূদন স্বামী উক্ত ত্রিবিধ ব্যাবর্ত্তকের লক্ষণ করিতেছেন : যাহা নিজের উপরাগ লইয়া অর্থাৎ তদ্দ্বারা, বিশেষ্যে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপাদন করে, তাহা 'বিশেষণ' অর্থাৎ ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিকালে যাহা বিশেষ্যের উপরঞ্জক, যেমন গোত্ব প্রভৃতি (অথবা দণ্ডীর দণ্ড)। যাহা নিজের উপরাগকে উদাসীন রাখিয়া বিশেষ্যগত ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের উপস্থাপনদ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপাদন করে, তাহা 'উপলক্ষণ', যেমন কাকাদি ; যাহা বিশেষ্যের উপরঞ্জক নহে, কিম্বা ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপক নহে অথচ ব্যাবর্ত্তক তাহা 'উপাধি'। যেমন 'পঙ্কজ'শব্দজন্য অনুভবে পদ্মত্ব, অথবা 'উদ্ভিদ'াদিশব্দজন্য অনুভবে, যাগত্বাদির অবান্তর জাতিবিশেষ।" ['পঙ্কজ' শব্দ যোগরূঢ় বলিয়া পদ্মত্বের জ্ঞান তদুচ্চারণের পরে। 'উদ্ভিদ্'শব্দে যাগত্বের জ্ঞান আরও পরে। এইরূপে ব্যাবর্ত্তাস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট না হইয়া ভেদহেতু যাবৎকার্য্যাবস্থায়ী হইলে উপাধি ; ইহাই টীকাকার রামকৃষ্ণের লক্ষ্য। আবার ভেদহেতু ব্যাবর্ত্ত্যস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাবৎকার্য্যাবস্থায়ী না হইলেও উপাধি ; যেমন পঙ্কজ-শব্দজন্য অনুভবে পদ্ম ও পঙ্কজাতুর অর্থ স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াও পদ্মত্বজ্ঞানের পরেও তিরোহিত হয়।

যদ্যপি বিধি ও নিষেধ উভয়েই উপাধি, তথাপি একটি ভাবরূপ, অপরটি অভাবরূপ বলিয়া তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য ত' দেখা যাইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন — (সমাধান) সেই বৈলক্ষণ্য অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ উপাধিত্বের অবাধক বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য। ইহাই বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"যেমন শৃঙ্খল সুবর্ণেরই হউক" ইত্যাদি। লোকের স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণের বাধকতারূপ অংশে অনুপযোগী সুবর্ণতালোহতা প্রভৃতিরূপ ভেদ যে প্রকার উপেক্ষণীয়, সেই প্রকার বিধি ও নিষেধরূপ উপাধিরও ভাবরূপতা ও অভাবরূপতারূপ ভেদ উপেক্ষণীয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ৮৬

বিধির ন্যায় নিষেধও ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বলিয়া ব্রহ্মের উপাধি ; ইহারই সমর্থনার জন্য, বিধি ও নিষেধ উভয়েরই ব্রহ্মবোধের উপায়রূপতা আচার্য্যগণকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(ঙ) বিধিনিষেধ উভয়ই জ্ঞানের উপায় —তদ্বিষয়ে আচার্য্যবচন।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ।
বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্দ্বিধেত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥৮৭

অন্বয়—অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাৎ বিধিমুখেন চ দ্বিধা বেদান্তানাম্ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি আচার্য্যভাষিতম্।

অনুবাদ—অতৎ-ব্যাবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ অব্রহ্মরূপ জগৎপ্রপঞ্চের নিষেধদ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে এই উভয় প্রকারেই উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত, —আচার্য্যগণ এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন।

টীকা—'তৎ' শব্দদ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হন ; 'অতৎ' শব্দদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চই সূচিত হয় ; "নেতি নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ, 'ব্যাবৃত্তি' শব্দের অর্থ। যাহা 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম নহে তাহা 'অতৎ' অর্থাৎ প্রপঞ্চ। সেই প্রপঞ্চের যে ব্যাবৃত্তি তাহাই হইতেছে উপায়। সেই প্রপঞ্চের নিষেধরূপ উপায়দ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে অর্থাৎ 'সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম' এইরূপ যে বিধি—সাক্ষাৎ বাচক শব্দের কথনরূপ বিধান— সেই বিধিমুখদ্বারাও, "বেদান্তানাম্"—উপনিষৎসমূহের, "প্রবৃত্তিঃ"—ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশের চেষ্টা— ইহাই আচার্য্যগণ কহিয়াছেন। ৮৭

(শঙ্কা) ভাল, উপনিষৎসমূহ প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বোধক হয়, ইহা মানিলে, অহম্ শব্দের অর্থ কূটস্থেরও ত্যাগ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; তাহা হইলে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'— এইরূপে 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদের সামানাধিকরণ্যদ্বারা অর্থাৎ সমান বিভক্তির বলে একই অর্থে তাৎপর্য্যজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(চ) নিষেধমুখে উপদেশের ফলে কূটস্থেরও ত্যাগ হইয়া গেলে, ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপপত্তি-শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

অহমর্থপরিত্যাগাদহং ব্রহ্মেতি ধীঃ কুতঃ।
নৈবমংশস্য হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—অহমর্থপরিত্যাগাৎ 'অহম্ ব্রহ্ম' ইতি ধীঃ কুতঃ? এবম্ ন, হি (যতঃ) ভাগলক্ষণয়া অংশস্য ত্যাগঃ উদিতঃ।

অনুবাদ—অহম্ শব্দের অর্থের পরিত্যাগ হইয়া গেলে, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয়? এইরূপ শঙ্কা করিও না, যেহেতু অহম্ শব্দের সমগ্র অর্থের পরিত্যাগ করিতে হইবে না; 'ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণার' দ্বারা উহার একাংশেরই ত্যাগ কথিত হইয়াছে।

টীকা—'অহম্' শব্দের সমগ্র অর্থের অর্থাৎ কূটস্থবিশিষ্ট জীবের পরিত্যাগ করা হয় নাই। সেইহেতু 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভব নহে, এরূপ বলিও না, সিদ্ধান্তী এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"হি"—যেহেতু, "ভাগলক্ষণয়া" ভাগত্যাগলক্ষণার বা জহদজহল্লক্ষণার দ্বারা ('খ' পরিশিষ্ট ২০৭ পৃ, ২১ পং দ্রষ্টব্য) অহম্ শব্দের অর্থের একাংশের অর্থাৎ জড়াংশের ত্যাগই কথিত হইয়াছে, কূটস্থের ত্যাগ কথিত হয় নাই, এইহেতু 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। ৮৮

জড়াংশরূপ একত্ববিরোধিভাগ পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে হইবে তাহা অভিনয় করিয়া ("সামাজিক অর্থাকারাদিপ্রদর্শিকা হস্তাদিক্রিয়া")—শ্রোতা বা দর্শক উপস্থিত থাকিলে, তাহাকে অর্থ, আকার প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে হস্তাদিক্রিয়া করা হয়, তদ্দ্বারা বুঝাইতেছেন:—

(ছ) নিষেধোপদেশহেতু একাংশ ত্যাগ করিয়া বুঝিবার প্রণালী।

অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিণীক্ষ্যতে॥ ৮৯

অন্বয়—অন্তঃকরণসন্ত্যাগাৎ অবশিষ্টে চিদাত্মনি সাক্ষিণি 'অহম্ ব্রহ্ম' ইতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বম্ ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—অহম্ শব্দের বাচ্যার্থ যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব, তাহা হইতে অন্তঃকরণ-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চিদাত্মরূপ সাক্ষীতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মত্ব অপরোক্ষ করা যায় *। ৮৯

ভাল, 'কেবল' প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হইতে পারেন না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

* ["একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্মর্তব্যো নারদো মুনিঃ"—একটিনক্ষত্রযুক্ত আকাশ দেখিলে নারদমুনিকে স্মরণ করিতে হয়, এই বিধিবাক্যে যেমন বিশেষ্য আকাশের দর্শন অসম্ভব বলিয়া বাধিত হওয়ায় আকাশের বিশেষণে বিধির তাৎপর্য্য বুঝিয়া 'একটিমাত্র নক্ষত্র দেখিবে', এইরূপ অর্থাবধারণ করিতে হয়, বিশেষণের বাধেও সেইরূপ] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা জীবের ব্রহ্মত্বাবধারণে অহংশব্দবাচ্যার্থ মধ্যে সাভাসান্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্যের ব্রহ্মত্ব, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভববিরুদ্ধ বলিয়া, অসম্ভব বলিয়া বাধিত হওয়ায়, সাভাসান্তঃকরণরূপ বিশেষণেরই ত্যাগ করিয়া সেই বাক্যের অবশিষ্ট সাক্ষিচৈতন্য অর্থাৎ লক্ষ্যার্থে (বা বিশেষ্যে) অদ্বিতীয়ব্রহ্মের উপলব্ধি পর্যবসান করিয়া থাকেন—ইহাই অর্থ। অনুবাদক।

(ল) স্বপ্রকাশ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, ফলের অবিষয়।

স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ।
ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্ ॥ ৯০

অন্বয়—সাক্ষী স্বপ্রকাশঃ অপি অন্যবৎ ধীবৃত্ত্যা এব ব্যাপ্যতে। ফলব্যাপ্যত্বম্ এব অস্য শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ নিবারিতম্।

অনুবাদ—সাক্ষী স্বপ্রকাশ হইলেও অন্যের ন্যায় অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায়, বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্য—বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, হন ; ইহার ফলব্যাপ্যতাই—অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসের বিষয়তাই, শাস্ত্রকারদিগের কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অস্বীকৃত হইয়াছে, কেননা, চিদাভাস প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণরূপ।

টীকা—'আমি হইতেছি স্বপ্রকাশ'—এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্ভব বলিয়া অর্থাৎ স্বপ্রকাশ সাক্ষী এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া সাক্ষীর স্বপ্রকাশতা ভঙ্গ হয় না—পরাধীনপ্রকাশতা বা পরপ্রকাশ্যতা ঘটে না : ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা)—তাহা হইলে ত' অর্থাৎ সাক্ষীকে বৃত্তির বিষয় বলিয়া অঙ্গীকার করিলে ত' অপসিদ্ধান্তই ঘটিবে অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গসম্ভাবনা হইবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণও আত্মাকে বৃত্তির বিষয় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, এইহেতু ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে—"ইহার ফলব্যাপ্যতাই—অন্তঃকরণে" ইত্যাদি। 'ফল'শব্দের অর্থ যাহা প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস : তদ্দ্বারা ব্যাপ্যতা অর্থাৎ তাহার বিষয়তাই এই প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা, সেই চিদাভাস প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণ বা প্রকাশ—ইহাই তাৎপর্য। ৯০

আত্মার, নিজ ফলের অর্থাৎ চিদাভাসের ব্যাপ্তি বা বিষয়তা নাই, ইহা দেখাইবার জন্য অনাত্মবস্তুর—ঘটাদি জড়পদার্থসমূহের—বৃত্তি ও চিদাভাসরূপ ফল, উভয়দ্বারাই ব্যাপ্যতা দেখাইতেছেন :—

(ব) অনাত্মবস্তু—বৃত্তি ও ফল উভয়েরই ব্যাপ্য।

বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥৯১

অন্বয়—বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বৌ অপি ঘটম্ ব্যাপ্নুতঃ ; তত্র ধিয়া অজ্ঞানম্ নশ্যেৎ, আভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস দুইটিই ঘটাদিকে বিষয় করে। তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিষয়গত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং আভাস-চৈতন্যদ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়।

টীকা—ঘটাদি বস্তুসম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই ব্যাপ্তির প্রয়োজন দেখাইতেছেন—"তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা" ইত্যাদি। "তত্র"—তন্মধ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস এই দুইটির মধ্যে, প্রমাণকর্প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, কেননা, বুদ্ধিবৃত্তিরূপ

জ্ঞান এবং অজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ : আর চিদাভাসদ্বারা ঘট স্ফুরিত হয় অর্থাৎ 'ইহা ঘট' এইরূপে প্রকাশিত হয়, কেননা, ঘট জড় বলিয়া তাহা আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। ৯১

এক্ষণে আত্মার সেই অনাত্মা হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(ঞ) আত্মার সেই অনাত্মা হইতে বিলক্ষণতা।

ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৯২

অন্বয়—ব্রহ্মণি অজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিঃ অপেক্ষিতা; স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বাৎ আভাসঃ ন উপযুজ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের জন্য ব্রহ্মে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তির অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে : আর ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে চিদাভাসের উপযোগ নাই।

টীকা—প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একতা অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বলিয়া, সেই একতাবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই প্রকারের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্তির বা তাহার বিষয়তার অপেক্ষা আছে। "স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বাৎ"—আর ব্রহ্ম নিজেই ব্রহ্ম ও আত্মার একতার স্ফুরণরূপ বলিয়া, তাঁহার স্ফুরণের জন্য চিদাভাসের অপেক্ষা রাখেন না। এইহেতু ব্রহ্মাকারা বৃত্তির সহিত চিদাভাস সংযোজিত থাকিলেও, অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ে তাহার স্ফুরণরূপ উপযোগ বা প্রয়োজন-সাধকতা নাই, ইহাই অর্থ। ৯২

৯০ হইতে ৯২ শ্লোকে যে কথাটির বর্ণন করিলেন, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ট) দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্বগত শ্লোকত্রয়োক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ।

চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যেতে ঘটাদিদর্শনে যথা।
ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥ ৯৩

অন্বয়—যথা ঘটাদিদর্শনে চক্ষুর্দীপৌ অপেক্ষ্যেতে, দীপদর্শনে ন, কিন্তু একম্ চক্ষুঃ অপেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—যেমন ঘটাদিদর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে, দীপ দর্শনে সেরূপ নহে অর্থাৎ দীপান্তরের অপেক্ষা নাই কিন্তু একমাত্র চক্ষুরই অপেক্ষা আছে।

টীকা—অন্ধকারাবৃত ঘটাদির দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে; আর দীপের দর্শনবিষয়ে যেমন একমাত্র চক্ষুরই অপেক্ষা আছে, সেইরূপ ঘটাদিবিষয়ে আবরণনিবৃত্তি ও স্ফুরণরূপ প্রয়োজনের জন্য, বৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই অপেক্ষা আছে; আর ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান-বিনাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির অপেক্ষা আছে, এইরূপে পূর্বশ্লোকের সহিত (স্পষ্টীকরণ-) সম্বন্ধ। ৯৩

ভাল, বুদ্ধি ও বুদ্ধির বৃত্তি উভয়েরই চিদাভাসবিশিষ্টতাস্বভাব। সেইহেতু ঘটাদিবিষয়ে যেরূপ ফলব্যাপ্তি অর্থাৎ চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্তি ঘটে, ব্রহ্মবিষয়েও সেইরূপ অনিবার্য্যরূপে ফলব্যাপ্তি ঘটিবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ঠ) ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে চিদাভাস বিদ্যমান থাকিলেও ব্রহ্ম তাহার বিষয় হন না।

স্থিতোঽপ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্।
ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্য্যাদ্ ঘটাদিবৎ ॥ ৯৪

অন্বয়—অসৌ চিদাভাসঃ স্থিতঃ অপি ব্রহ্মণি একীভবেৎ। পরম্ ব্রহ্মণি ঘটাদিবৎ অতিশয়ম্ ফলম্ তু ন কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ—সেই চিদাভাস বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়াও (জ্ঞানলাভকালে) ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ঘটাদিবিষয় প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মে কোনও অতিশয়রূপ ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—যদ্যপি ঘটাদি আকারের বৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতেও চিদাভাস বিদ্যমান, তথাপি সেই চিদাভাস ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে ভাসমান হয় না (যেমন দর্পণপ্রতিফলিত সূর্য্যালোক সূর্য্যাভিমুখে চালিত হইলে, সূর্য্যালোক বা রৌদ্র হইতে ভিন্নভাবে প্রতীত হয় না)। সেইরূপ চিদাভাস, ব্রহ্মের সহিত যেন একীভূত হইয়া যায়, এইহেতু ব্রহ্মবিষয়ক স্ফুরণরূপ অতিশয়-ফলের উৎপাদক হয় না অর্থাৎ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন ধর্ম্ম উৎপাদন করে না, ইহাই অর্থ। ৯৪

ভাল, ৯০ হইতে ৯৪ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল, ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতা নাই, বৃত্তিব্যাপ্যতা আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ :—

(ড) ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়তা-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অপ্রমেয়মনাদিং চেত্যত্র শ্রুত্যেদমীরিতম্।
মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥ ৯৫

অন্বয়—'অপ্রমেয়ম্ চ অনাদিম্' ইতি অত্র শ্রুত্যা ইদম্ ঈরিতম্। মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্ ইতি ধী-ব্যাপ্যতা শ্রুতা।

অনুবাদ—ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতা নাই, একথা ব্রহ্মবিন্দূপনিষদের (নামান্তরে অমৃতবিন্দূপনিষদের) অপ্রমেয়ম্ ইত্যাদি নবম মন্ত্রে (টীকায় উদ্ধৃত) কথিত হইয়াছে; ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা কঠোপনিষদের মনসৈবেদম্ ইত্যাদি ৪।১১ মন্ত্র (টীকায় উদ্ধৃত) হইতে শুনা যায়।

টীকা—[নির্ব্বিকল্পমনন্তঞ্চ হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্। অপ্রমেয়মনাদিঞ্চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্। ব্রহ্মবিন্দু উ. ৯ ; 'চ পরমং' স্থানে 'সম্প্রমুচ্যতে'ও পঠিত হয়]—যে নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিত এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ বিষয়াকার আভাসবৃত্তিরূপ প্রমাজ্ঞানের অবিষয় এবং অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত, (মঙ্গলময়) জানিয়া জীব পরমশিব হইয়া যান, (অপর: টীকাকার রামকৃষ্ণের উক্ত "তজ্জ্ঞাত্বা

(ক) মহাবাক্যদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, শ্রবণাদির ব্যর্থতাশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

অস্তু বোধোঽপরোক্ষোঽত্র মহাবাক্যাত্তথাপ্যসৌ।
ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ ॥ ৯৭

অন্বয়—অত্র মহাবাক্যাৎ অপরোক্ষঃ বোধঃ অস্তু, তথাপি অসৌ ন দৃঢ়ঃ, আচার্যৈঃ পুনঃ শ্রবণাদীনাম্ ঈরণাৎ।

অনুবাদ—এই ব্রহ্মাত্মতাবিষয়ে, মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি সেই জ্ঞান দৃঢ় হয় না, কেননা, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য নির্ণয় করিয়াছেন যে জ্ঞান হইবার পরেও জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদন জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

টীকা—"অত্র"—এই ব্রহ্মাত্মবিষয়ে, "মহাবাক্যাৎ"—বিচারপূর্ব্বক একবার শ্রুত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য হইতে, "অপরোক্ষঃ বোধঃ অস্তু"—অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি "ন অসৌ দৃঢ়ঃ"—তথাপি এই অপরোক্ষজ্ঞান দৃঢ় হয় না; এইহেতু শ্রবণাদির আবৃত্তি করা উচিত, কেননা, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, "পুনঃ"—আবার অর্থাৎ মহাবাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও, জ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য শ্রবণাদির আবর্ত্তন বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা উচিত, এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহাই অর্থ। 'জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য' এই কথাগুলি তাৎপর্য্য হইতে পাওয়া যাইতেছে। ৯৭

কোন্ বাক্যদ্বারা আচার্য্য শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বাক্যবৃত্তির ৪৯ সংখ্যক শ্লোক পাঠ করিতেছেন :—

(খ) অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিলেও শ্রবণাদির কর্ত্তব্যতাবিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের বচন।

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৯৮

অন্বয়—"অহম্ ব্রহ্ম" ইতি বাক্যার্থবোধঃ যাবৎ দৃঢ়ীভবেৎ তাবৎ শমাদিসহিতঃ শ্রবণাদিকম্ অভ্যসেৎ।

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত না 'আমিই ব্রহ্ম' এই বাক্যের অর্থের জ্ঞান দৃঢ় হয়, সেই পর্য্যন্ত মুমুক্ষু শমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস করিবেন।

টীকা (বিশ্বেশ্বরাচার্য্য বিরচিত)—" 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মার বা আত্মায় ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞান, "যাবৎ"—যখন, "দৃঢ়ীভবেৎ"—নিঃশেষরূপে অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-রহিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দৃঢ় হইবে। 'অদৃঢ় দৃঢ় হইলে'—এইরূপে দৃঢ়তার দুর্লভত্ব সূচনার জন্য অভূততদ্ভাবে 'চ্বি:' প্রত্যয়ের প্রয়োগ। ; ততদিন পর্য্যন্ত শমাদিসাধনযুক্ত হইয়া, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (৯৭ শ্লোকের আভাস টীকায় দ্রষ্টব্য)—এই উপদেশানুসারে পুনঃ পুনঃ মনন-

মুচ্যতে বুধঃ" এই পাঠানুসারে—যাঁহাকে জানিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ মুক্ত হইয়া যান)—এই মন্ত্রে ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতারাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে। আর [মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—কঠ উ, ৪।১১]—একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একতা) অবগত হইতে হইবে ; এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। এই শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়তা শুনা যায়। ৯৫

৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে জীবের অপরোক্ষজ্ঞাননামক ও শোকনিবৃত্তিনামক দুই অবস্থা, "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—উক্ত মন্ত্রের কোন্ অংশদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান কথিত হইয়াছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঢ) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতির যে অংশে অপরোক্ষ জ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি বাক্যতঃ।
ব্রহ্মাত্মব্যক্তিমুল্লিখ্য যো বোধঃ সোঽভিধীয়তে॥৯৬

অন্বয়—ব্রহ্মাত্মব্যক্তিম্ উল্লিখ্য যঃ বোধঃ সঃ অয়ম্ অস্মি ইতি আত্মানম্ বিজানীয়াৎ চেৎ বাক্যতঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মাত্মার "ব্যক্তিকে" বিষয় করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রত্যগাত্মার অভিন্ন স্বরূপকে আপনার বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই,—"যদি পরমাত্মাকে 'এই আমি' বলিয়া জানে"—এই অর্থের, (প্রথম শ্লোকোক্ত) শ্রুতি-বাক্যাংশদ্বারা কথিত হইয়াছে।

টীকা—"ব্রহ্মাত্মব্যক্তিম্"—"সত্য-জ্ঞান-অনন্ত" লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে "উল্লিখ্য"—বিষয় করিয়া, "যঃ বোধঃ জায়তে"—যে জ্ঞান "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এই আকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৯৬

৭। জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য শ্রবণাদিরূপ অভ্যাসের বর্ণনা।

ভাল, তাহা হইলে ত' পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে অর্থাৎ ৫৮ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত রীত্যনুসারে, মহাবাক্যের একবার মাত্র বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১)—'শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন এই সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে যে পর্য্যন্ত না আত্মদর্শন হয়, শাস্ত্র এই অভিপ্রায়ে বারবার এবং শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন,—ব্যাস-বিরচিত এই ব্রহ্মসূত্রে, এবং [আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ — বৃহদা উঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬]-'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা শ্রবণযোগ্য, মননযোগ্য এবং নিদিধ্যাসনযোগ্য' ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বিহিত শ্রবণাদির আবর্ত্তন—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান,—অকরণীয় হইয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, একবার মহাবাক্যের বিচারদ্বারা উৎপন্ন যে অপরোক্ষজ্ঞান, তাহার দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তি বা বারবার অনুষ্ঠান, আচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পরে পুনঃ পুনঃ করা কর্ত্তব্য। ইহাই বলিতেছেন :—

নিদিধ্যাসনাভ্যাস করিবে—ইহাই অর্থ। ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য শমাদি-সাধনানুষ্ঠানের সহিত বারবার শ্রবণাভ্যাস বিহিত হওয়ায় উক্ত সাধনসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দুই তিনবার শ্রবণাদি করাই ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু, ইহা তাৎপর্য্যরূপে পাওয়া যাইতেছে। এইরূপে দুই তিনবার শ্রবণাদির দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে দৃঢ়তার আধিক্য থাকে না বলিয়া, যে সংসার বাসনা বহুকাল ধরিয়া আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট অংশের দ্বারা পুনঃ পুনঃ চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। আর অষ্টাঙ্গযোগের শুভসংস্কার না পড়িলে, চিত্তসংলগ্ন সংস্কারসমূহের নিঃশেষরূপে বিনাশ ঘটে না। এই কারণে জ্ঞানের দৃঢ়তালাভের জন্য এবং চিত্তলগ্ন বাসনাসমূহের সম্পূর্ণ বিনাশের জন্য অনেকবার শ্রবণাদির অভ্যাস এবং অষ্টাঙ্গযোগের শুভসংস্কারস্থাপনের অভ্যাস করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। এইরূপ করিলে বিদেহমুক্তের অবস্থা আসিতে পারে। তাহা না হইলে শমাদিসাধনযুক্ত মুমুক্ষুর দুই তিনবার শ্রবণাদিজনিত অপরোক্ষজ্ঞানমাত্রেই জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ হয় না। "ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তিঃ" ১৭ (বাক্যবৃত্তির ৪০) শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ ১৮ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারাই অব্রহ্মত্বের নিবৃত্তি হয়। এই কথাই শঙ্কা ও সমাধানদ্বারা সমর্থিত হইতেছে। (শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য শমাদিসাধনযুক্ত মুমুক্ষুর শ্রবণাদিকরণ উচিত; তাহার পর শ্রবণাদির কি প্রয়োজন ? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সংসার বাসনা বিশেষরূপে বিনষ্ট হয় না, কেননা, কোন কোন স্থলে দেখা যায়, অপরোক্ষ জ্ঞানীরও সংসার নিবৃত্ত হয় নাই। বাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—একান্ত বাসনাশূন্যেরই বিদেহমুক্তি হয়, যথা—"সংসারবাসনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে। বাসনাতানবং রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥—বাসনার দৃঢ়তার নামই 'বন্ধন'; হে রাম, বাসনার ক্ষীণতাকেই 'মোক্ষ' বলে। এইহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে, নির্ব্বাসনতা সিদ্ধির জন্য বারবার শ্রবণের অভ্যাস কর্ত্তব্য। (শঙ্কা) ভাল, যিনি ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার এতটুকুমাত্র বাসনালেশবশতঃ রাগদ্বেষাত্মক সংসার বাসনা থাকা সঙ্গত হয় না। (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। অতি-দৃঢ়তাবিহীন কোমল কণ্টকের দৃঢ়তালাভের পূর্ব্বে যেমন সম্যগ্‌বেধনশক্তি থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞানের দৃঢ়তালাভের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, সমস্ত সংসারবীজের সম্যক্‌প্রকারে বিনাশ-সাধন অসম্ভব বলিয়া জীবন্মুক্তেরও অবস্থাভেদে সংসার বাসনা থাকার সম্ভাবনা অসঙ্গত নহে। "রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি। যোঽন্তর্ব্যোমবদচ্ছঃ স্যাৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ (উৎপত্তি প্র ৯।৮)—(নট যেমন রাগদ্বেষভয়াদির অভিনয় করে, সেইরূপ) যিনি বাহিরে রাগদ্বেষ ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত থাকেন এবং নিতান্ত স্বচ্ছব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন তাহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। বাশিষ্ঠ রামায়ণেও জীবন্মুক্তের সংসার-বাসনা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, বিদেহমুক্তিসময়ে জীবন্মুক্ত বীতহব্যের বচন—"রাগ নীরাগতাং গচ্ছ, দ্বেষ নিঃশেষতাং ব্রজ। ভবদ্ভ্যাং সুচিরং কালমিহ প্রক্রীড়িতং ময়া॥" (উপশম প্র. ৮৬।২৯)—"ওহে রাগ, তুমি এখন নীরাগ হও; ওহে দ্বেষ, তুমি নিঃশেষ হও; অনেক কাল আমি তোমাদের সহিত ক্রীড়া

করিয়াছি।" এইহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য যাহাতে নিঃশেষরূপে সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয়, তাহার উপায়স্বরূপ বেদান্তমহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের শুভসংস্কারস্থাপনের অভ্যাস, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান দৃঢ়তা লাভ করে, সেই পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য।" ৯৮

মহাবাক্যপ্রমাণজনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তা কি হেতু হইয়া থাকে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(গ) মহাবাক্যপ্রমাণজনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তার কারণ।

বাঢ়ং সন্তি হ্যদার্ঢ্যস্য হেতবঃ শ্রুত্যনেকতা।
অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা ॥ ৯৯

অন্বয়—হি (যতঃ) শ্রুত্যনেকতা, অর্থস্য অসম্ভাব্যত্বম্ বিপরীতা ভাবনা চ অদার্ঢ্যস্য হেতবঃ বাঢ়ম্ সন্তি।

অনুবাদ—যেহেতু শ্রুতি অনেক প্রকারের এবং সেইহেতু তাহা প্রমাণগত সংশয়ের উৎপাদক, বলিয়া (১) এবং শ্রুতির অর্থ—অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয়, ব্রহ্মস্বরূপ, অলৌকিক, এবং সেইহেতু প্রমেয়গত সংশয়ের বিষয়, বলিয়া, (২) অসম্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনা (এবং তজ্জনিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান) (৩)—এই তিনটি অদৃঢ়তার কারণ সর্ব্বথা বিদ্যমান।

টীকা—"হি" যেহেতু শ্রুতি নানা বলিয়া (প্রথম হেতু), "অর্থস্য অসম্ভাব্যত্বম্"—অখণ্ড একরস অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ মহাবাক্যার্থও অলৌকিক, (সেইহেতু প্রমাণগত সংশয়ের উৎপাদক, এবং প্রমেয়রূপ সন্দেহাস্পদবিষয়ক) বলিয়া অসম্ভাবিতত্ব (দ্বিতীয় হেতু) এবং কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান-রূপ বিপরীতভাবনা, (তৃতীয় হেতু)—এই প্রকারে অদৃঢ়তার তিনটি কারণ সর্ব্বথা বিদ্যমান, সেইহেতু অপরোক্ষতানুভবের দৃঢ়তার জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ইহাই তাৎপর্য্য। ৯৯

এই প্রকারে বোধের অদৃঢ়তার ত্রিবিধ কারণ বর্ণনা করিয়া শ্রুতি নানাত্বজনিত অদৃঢ়তার নিবৃত্তির জন্য শ্রবণের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) শ্রুতির নানাত্বজনিত জ্ঞানাদৃঢ়তা নিবৃত্তির জন্য শ্রবণ কর্ত্তব্য।

শাখাভেদাৎ কামভেদাচ্ছ্রুতং কর্ম্মান্যথান্যথা।
এবমত্রাপি মা শঙ্কীত্যতঃ শ্রবণমাচরেৎ ॥ ১০০

অন্বয়—শাখাভেদাৎ কামভেদাৎ অন্যথা অন্যথা কর্ম্ম শ্রুতম্, এবম্ অত্র অপি (ত্বয়া) মা আশঙ্কি—ইতি; অতঃ শ্রবণম্ আচরেৎ।

অনুবাদ—বেদের শাখা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এবং লোকের কামনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, নানা প্রকার কর্ম্ম শ্রুতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু এস্থলে অর্থাৎ

বেদের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ে এরূপ শঙ্কা করিও না। এইহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

টীকা—(মুক্তিকোপনিষদে• মারুতির প্রতি শ্রীরাম)—ঋগ্বেদাদিবিভাগেন বেদাশ্চত্বার ঈরিতাঃ। তেষাং শাখা হ্যনেকাঃ স্যুস্তাসূপনিষদস্তথা। ১১। ঋগ্বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতি-সংখ্যকাঃ। নবাধিকশতং শাখা যজুষো মরুতাত্মজ। ১২। সহস্রসংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ। অথর্বণস্য শাখাঃ স্যুঃ পঞ্চাশদ্ভেদতো হরে।১৩। একৈকস্যাস্তু শাখায়া একৈকোপনিষন্মতা। • • • • • । ১৪। (বেদ একটিমাত্র; বেদাধিকারী পুরুষগণের বুদ্ধিমান্দ্য দেখিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, তদনুসারে) ঋগ্বেদাদিবিভাগবশতঃ বেদ চারিখানি বলিয়া বর্ণিত হয়। তাহাদের শাখা অনেক। সেই সকল শাখায় এক একখানি করিয়া উপনিষদ্ আছে, সেইহেতু উপনিষদ্‌ও অনেক (প্রায়ই শাখার নামানুসারে উপনিষদের নামকরণ হইয়াছে)। হে মারুতে, ঋগ্বেদের শাখা ২১টি, যজুর্ব্বেদের ১০৯টি, সামবেদের ১০০০টি, অথর্ব্ববেদের শাখা ৫০টি। বেদের সর্ব্বশুদ্ধ ১১৮০ শাখা; উপনিষদের সংখ্যাও তাহাই। তন্মধ্যে ৮৪০ খানি উপনিষদ্ কর্ম্মবোধক বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং ২৩২ খানি উপনিষদ্ ধ্যেয় ব্রহ্ম-বোধক বলিয়া উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্গত। যাঁহারা কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপ কর্ম্মের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা উপাসনাকে মানসিক কর্ম্ম বলিয়াই ধরেন। সেইহেতু উপাসনা মানসিক কর্ম্মরূপে কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। আর ১০৮ উপনিষদ্ জ্ঞেয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক। ইহারা বেদের সিদ্ধান্তভাগ অর্থাৎ সারভূত অর্থের নির্ণায়ক অংশ বলিয়া 'বেদান্ত' বা 'জ্ঞানকাণ্ড' নামে অভিহিত হয়। যে বস্তুর লাভ হইলে অপর কোনও বস্তুর লাভকে ততোধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে বস্তুর লাভের আনন্দে অপর সকল বস্তুর লাভের আনন্দ অন্তর্ভূত, সেই বস্তুর প্রতিপাদক বলিয়া জ্ঞানকাণ্ড সমস্ত বেদের সারভূত। এই ১০৮ উপনিষদের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদই মুখ্য। তন্মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ্ ঋগ্বেদের অন্তর্গত, ঈশাবাস্য ও বৃহদারণ্যক শুক্ল যজুর্ব্বেদের এবং কঠবল্লী ও তৈত্তিরীয়, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত; কেন ও ছান্দোগ্য সামবেদের অন্তর্গত এবং মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত।

"শাখাভেদাৎ"—শাখাভেদানুসারে কর্ম্মভেদ, এইরূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছে; যথা [যদৃচৈব হোত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গীথম্—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে উদ্ধৃত]—ঋগ্বেদবেত্তা ঋত্বিগ্‌রূপে হোতার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাহা হোত্রকর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়; যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ঋত্বিগ্‌রূপ অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম, যাহা অধ্বর্য্যব নামে কথিত হয় এবং সামবেদাধ্যায়ী ঋত্বিগ্‌রূপ উদ্গাতার কর্ম্ম, যাহা উদ্গীথ নামে কথিত হয়; "কামভেদাৎ"—কামভেদানুসারে কর্ম্মভেদ এইরূপে শ্রুত হয়; যথা [কারীর্য্যা বৃষ্টি-কামো যজেত—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬৷৪৷৬৷৫]—যে রাজা বৃষ্টি কামনা করেন তিনি প্রজার নিকট হইতে 'কর' লইয়া কারীরী যাগ করিবেন। (কর লইয়া সেই যাগ করেন বলিয়া, তাহার নাম 'কারীরী যাগ', অথবা—যজ্ঞে করীর বা বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোড়া—দিয়া আহুতি করিতে হয় বলিয়া তাহাকে 'কারীরী যাগ' বলে।) [শতকৃষ্ণলম্ আয়ুষ্কামঃ—মৈত্রায়ণী সংহিতা ২।২।২, কণ্বশাখায় ঐ ১১।৬]

—যিনি আয়ুঃ কামনা করেন, তিনি শতকৃষ্ণল যাগ করিবেন। যে যাগে ১০০ মাষা কৃষ্ণল অর্থাৎ সুবর্ণের দানের বিধান আছে, তাহা শতকৃষ্ণল যাগ।

উপনিষদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব লইয়া সেইরূপ ভেদের আশঙ্কা জন্মিতে পারে বলিয়া তাহার নিবারণের জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ১০০

সেই শ্রবণ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া শ্রবণের লক্ষণ করিতেছেন :—

(৬) শ্রবণের লক্ষণ।

বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ।
ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্য্যমিতি ধীঃ শ্রবণং ভবেৎ ॥ ১০১

অন্বয়—অশেষাণাম্ বেদান্তানাম্ আদিমধ্যাবসানতঃ ব্রহ্মাত্মনি এব তাৎপর্য্যম্ ইতি ধীঃ শ্রবণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—সমস্ত উপনিষদের আদি-মধ্য-অন্ত সর্ব্বত্রই প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মরূপতা-বিষয়ে তাৎপর্য্য, এইরূপ বোধ অর্থাৎ নিশ্চয়করণই 'শ্রবণ' শব্দের অর্থ।

টীকা—সমস্ত উপনিষদের উপক্রমোপসংহারের একরূপতা প্রভৃতি ছয় প্রকার তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের বিচার করিলে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মবিষয়েই তাৎপর্য্য বা পর্য্যবসান—এইরূপ নিশ্চয়করণের নাম শ্রবণ। এই শ্রুতিতাৎপর্য্যলিঙ্গের কথা প্রথমাধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (সেই শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। (১) উপক্রমোপসংহারের একতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি—এই ছয়টিকে বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য-লিঙ্গ বা তাৎপর্য্যনির্ণায়ক চিহ্ন বলে। কেননা, ধূম যেমন অগ্নির চিহ্ন বা জ্ঞাপক, সেইরূপ উক্ত ছয়টিও বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্যের জ্ঞাপক; সেইহেতু তাৎপর্য্যলিঙ্গ। (ছ পরিশিষ্টে এই ছয়টি লিঙ্গের লক্ষণাদি প্রদত্ত হইল)। ১০১

এই প্রকার শ্রবণাদি কোথায় নিরূপিত হইয়াছে? এইহেতু বলিতেছেন :—

(৭) শ্রবণ ও লক্ষণ সহিত মনননিরূপণের প্রমাণ।

সমন্বয়াধ্যায় এতৎ সূক্তং ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ।
তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা ॥ ১০২

অন্বয়—এতৎ সমন্বয়াধ্যায়ে সূক্তম্; ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ তর্কৈঃ অর্থস্য সম্ভাবনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ঈরিতা।

অনুবাদ—এই শ্রবণ শারীরকসূত্রের 'সমন্বয়'নামক প্রথমাধ্যায়ে ব্যাসাদি-কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; বুদ্ধির স্থৈর্য্যসম্পাদক অর্থাৎ নিশ্চয়তা-পাদক তর্কসমূহদ্বারা অর্থের সমর্থনা বা মনন দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা "এতৎ"—এই শ্রবণ, "সমন্বয়াধ্যায়ে"—শারীরকসূত্রের 'সমন্বয়'নামক প্রথমাধ্যায়ে ব্যাস প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ ব্যাস, ভাষ্যকার, ভাষ্য-টীকাকার আনন্দগিরি প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার-

দিগের কর্তৃক। অর্থের অসম্ভাবনার অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্মের একতারূপ প্রমেয়ে সন্দেহের নিবৃত্তির জন্য, মনন শারীরকসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যাসাদিকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—"বুদ্ধির স্থৈর্য্যসম্পাদক" ইত্যাদি। প্রমেয়গত সন্দেহের নিবৃত্তির দ্বারা "ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ তর্কৈঃ"—বুদ্ধির স্ব-স্বরূপে একাগ্রতাকারক অভেদসাধক এবং ভেদবাধক যুক্তি বলিতে যাহা বুঝায় সেইরূপ তর্কদ্বারা, "অর্থস্য সম্ভাবনা"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ অর্থের সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধানরূপ মনন শারীরকসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। (শারীরকসূত্রাদি অদ্বৈত-বেদান্তসাহিত্যের পরিচয় দ্র পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)। ১০২

এক্ষণে বিপরীতভাবনা ও তাহার নিবৃত্তির উপায় দেখাইতেছেন :—

(চ) বিপরীতভাবনার স্বরূপ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।

বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি ॥ ১০৩

অন্বয়—বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাৎ ক্ষণাৎ পুনঃ পুনঃ দেহাদিষু আত্মধীঃ উদেতি ; এবম্ জগৎ-সত্যত্বধীঃ অপি।

অনুবাদ—বহুজন্মের দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ ক্ষণকালমধ্যে বার বার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। জগতে সত্যতাবুদ্ধিও এইরূপে উদিত হয়

টীকা (অচ্যুতরায়)—দেহাদিই আত্মন্ শব্দের অর্থ—দেহাদির সাক্ষিরূপে উপলক্ষিত শুদ্ধ চিন্মাত্র 'আত্মন্' শব্দের অর্থ নহে—এইরূপ চিন্তা সাধনবিষয়ক বিপরীতভাবনা ; দ্বৈতই সত্য—তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত দ্বৈতমিথ্যাত্বের ফলস্বরূপে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দরূপ কৈবল্য সত্য নহে,—এইরূপ চিন্তা ফলবিষয়ক বিপরীতভাবনা। ১০৩

(ছ) বিপরীত ভাবনা-নিবারক একাগ্রতার উপায়।

বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥ ১০৪

অন্বয়—ইয়ম্ বিপরীতা ভাবনা ; সা ঐকাগ্র্যাৎ নিবর্ত্ততে ; এতৎ তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাক্ এব উপাসনাৎ ভবতি।

অনুবাদ—ইহাকেই বিপরীতভাবনা বলে ; অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ নিদিধ্যাসনদ্বারা তাহা নিবারিত হয়। এই একাগ্রতা ব্রহ্মরূপ তত্ত্বের উপদেশের পূর্ব্বে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা সাধিত হয়।

টীকা—বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক যে চিত্তের একাগ্রতা তাহা কি প্রকারে হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"এই একাগ্রতা" ইত্যাদি। ১০৪

ভাল, এই (ওঙ্কারাদিরূপ) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, একথা কোথা হইতে অবগত হইলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন : বেদান্তশাস্ত্রে এই যে উপাসনার বিচার করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় :—

উপাস্তয়োঽত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ।
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ভবেৎ ॥ ১০৫

অন্বয়—অতঃ এব অত্র ব্রহ্মশাস্ত্রে অপি উপাস্তয়ঃ চিন্তিতাঃ। প্রাক্ অনভ্যাসিনঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—যেহেতু বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক একাগ্রতা উপাসনা হইতে উৎপন্ন হয়, এইহেতু ব্রহ্মশাস্ত্রে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও অনেক উপাসনার বিচার করা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মোপদেশের পূর্ব্বে উপাসনা করে নাই, এইরূপ লোকের, পরে ব্রহ্মাভ্যাসদ্বারা সেই একাগ্রতা জন্মে।

টীকা—যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মোপদেশের পূর্ব্বে এই জন্মে বা জন্মান্তরে উপাসনা করে নাই, তাহাকেই 'অকৃতোপাসন' বলা হয়। সেই লোকের বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক একাগ্রতা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যাহারা ব্রহ্মোপদেশের" ইত্যাদি। ১০৫

ব্রহ্মের অভ্যাস কি প্রকার? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
(খ) ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ।
এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০৬

অন্বয়—তচ্চিন্তনম্ তৎকথনম্ অন্যোন্যম্ তৎপ্রবোধনম্, এতদেকপরত্বম্ চ বুধাঃ ব্রহ্মাভ্যাসম্ বিদুঃ। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ২২।২৪)।

অনুবাদ—সেই (ব্রহ্মরূপ তত্ত্ববিষয়ে) চিন্তা করা, সেই তত্ত্ব লইয়া কথোপকথন করা, পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান এবং সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই সমুদয়কেই পণ্ডিতগণ 'ব্রহ্মাভ্যাস' বলিয়া থাকেন।

টীকা—"তচ্চিন্তনম্"—একান্তে সেই ব্রহ্মের চিন্তা করা. "তৎকথনম্"—মুমুক্ষু উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন করা, "অন্যোন্যম্ তৎপ্রবোধনম্"—সমান অভ্যাসী উপস্থিত হইলে, পরস্পরকে সেই ব্রহ্ম বুঝান—এই প্রকারে এক ব্রহ্মবিষয়ে তৎপরতাকে পণ্ডিতগণ 'ব্রহ্মাভ্যাস' বলিয়া জানেন। 'ব্রহ্মাভ্যাসম্' স্থলে পাঠান্তর 'তদভ্যাসম্', 'জ্ঞানাভ্যাসম্'। বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন:—তত্ত্বচিন্তনের প্রয়োজন—অসন্দিগ্ধভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা; তত্ত্বকথনের প্রয়োজন—অন্য কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ববুদ্ধির মেলন করা; পরস্পরকে তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়োজন—পরস্পরের নিকট হইতে অজ্ঞাতাংশ বুঝিয়া লওয়া—এই তিন উপায়দ্বারা অসম্ভাবনা নিরস্ত হয় এবং তদেকপরতা বা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি করিতে হয়। ১০৬

সেই তদেকপরতা বা একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে তৎপরতা পরিস্ফুট করিবার জন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতির (৪।৪।২১) উদ্ধার করিতেছেন:—

(ক) ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতাপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতি।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥১০৭

অন্বয়—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত, বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ হি (যতঃ) তৎ বাচঃ বিগ্লাপনম্।

অনুবাদ—ধীর ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সেই আত্মাকেই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে উত্তমরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞালাভ করিবেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু না থাকে, সমস্ত সংশয় নিবৃত্ত হইয়া যায়—এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুতর শব্দ চিন্তা করিবেন না; কারণ, তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র (কোনও ফললাভ হয় না)।

টীকা—"ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ" ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন যে অধিকারী পুরুষ ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন—এইরূপ মুমুক্ষু, "তম্ এব"—সেই প্রত্যগ্‌রূপ পরমাত্মাকেই, "বিজ্ঞায়"—যাহাতে সমস্ত সংশয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ ভাবে জানিয়া, "প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞানের প্রবাহরূপ একাগ্রতা সম্পাদন করিবেন; "বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ"—অনাত্মবিষয়প্রতিপাদক অনেক শব্দের ধ্যান বা স্মরণ করিবেন না। এস্থলে 'ধ্যান'শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা 'কথন' বা উচ্চারণ বুঝিতে হইবে। এইহেতু অনেক শব্দের উচ্চারণও করিবেন না। এইরূপ অর্থ না করিলে শব্দের ধ্যানদ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রম অসম্ভব হইয়া পড়ে। কি হেতু অনেক শব্দের ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কারণ তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের" ইত্যাদি। "হি"—যেহেতু, "তৎ"—সেই উচ্চারণ ইহার দ্বারা, লক্ষণা করিয়া 'স্মরণ'ও বুঝিতে হইবে, "বাচঃ"—বাগিন্দ্রিয়ের, ইহা মনেরও উপলক্ষণ। "বিগ্লাপনম্"—যাহা ক্লান্তির উৎপাদক অর্থাৎ শ্রমহেতু। এস্থলে অভিপ্রায় এই—অন্য অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ক শব্দের স্মরণে মনের শ্রান্তি উৎপন্ন হয়, আর সেই সকল শব্দের উচ্চারণে বাগিন্দ্রিয়ের শ্রান্তি জন্মে। ১০৭

এই প্রকারে একাগ্রতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন পাঠ করিয়া ভগবদ্গীতারূপ স্মৃতির ৯।২২ শ্লোক পাঠ করিতেছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥১০৮

অন্বয়—যে জনাঃ অনন্যাঃ (সন্তঃ) মাম্ চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে, তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্ অহম্ যোগক্ষেমম্ বহামি।

অনুবাদ—যাঁহারা 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের বলে, আমা হইতে অভিন্ন থাকিয়া, সর্ব্বদাই মদ্রূপ হইয়া অবস্থান করেন, সেই অদ্বৈতনিষ্ঠ, অত্যন্ত নিষ্কাম প্রযত্নাত্মগণের জন্য, অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তসংরক্ষণ আমিই সম্পাদন করিয়া থাকি

টীকা—"যে জনাঃ অনন্যাঃ (সন্তঃ)" -যে সকল লোক 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের বলে, আমা হইতে অভিন্ন থাকিয়া এবং সেইরূপে "মাম্ চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে"—আমাকে অর্থাৎ নারায়ণকে আত্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে সকল সময়েই মদ্রূপ হইয়া অবস্থান করে, "তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্"—সর্ব্বদাই মদ্গতচিত্ত তাহাদিগের, আমি তাহাদের আত্ম-স্বরূপে সংস্থিত বা ধ্যানারূঢ় হইয়া, "যোগক্ষেমম্ বহামি"—অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধের পরিরক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকি। এই শ্লোকের টীকায় মধুসূদন স্বামী লিখিতেছেন—যদ্যপি ভগবান্ সর্ব্বজীবেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, তথাপি অপর জীবের প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া, সেই প্রযত্নদ্বারা তাহাদের যোগক্ষেম বহন করেন কিন্তু জ্ঞানিগণের যোগক্ষেমের জন্য প্রযত্ন উৎপাদন না করিয়া বহন করিয়া থাকেন, ইহাই বিশেষ। ১০৮

উদাহরণরূপে উদ্ধৃত শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন উভয়েরই তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

(ট) উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রুতিস্মৃতী নিত্যমাত্মন্যেকাগ্রতাং ধিয়ঃ।
বিধত্তো বিপরীতায়া ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি ॥১০৯

অন্বয়—ইতি শ্রুতিস্মৃতী বিপরীতায়াঃ ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি আত্মনি নিত্যম্ ধিয়ঃ একাগ্রতাম্ বিধত্তঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপ শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য আত্মায় সদাকাল বুদ্ধির একাগ্রতার বিধান করিতেছে। ১০৯

ভাল, দেহাদিতে আত্মতাবুদ্ধি এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধি এই উভয়কে কেন বিপরীত-ভাবনা বলা হয়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, বিপরীতভাবনার লক্ষণ তদুভয়ে খাটে বলিয়া তদুভয়কে বিপরীতভাবনা বলা হয়। ইহাই দেখাইবার জন্য বিপরীত-ভাবনার লক্ষণ করিতেছেন:—

ঠ) বিপরীত ভাবনার লক্ষণ ও উদাহরণ।

যত্যথা বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বং হিত্বান্যথাত্বধীঃ।
বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ পিত্রাদাবরিধীর্যথা ॥ ১১০

অন্বয়—যৎ যথা বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বম্ হিত্বা অন্যথাত্বধীঃ বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ, যথা পিত্রাদৌ অরিধীঃ।

অনুবাদ—যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহার সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে অন্যপ্রকারে গ্রহণ করার বা বুঝার নামই বিপরীতভাবনা; যেমন পিতৃ প্রভৃতি হিতকারী জনে শত্রুবুদ্ধি।

টীকা—"যৎ"—(শুক্তি প্রভৃতি) যে বস্তু, "যথা বর্ত্ততে"—যে (শুক্তি প্রভৃতির) রূপে অবস্থিত, "তস্য তত্ত্বম্"—তাহার সেই শুক্ত্যাদিরূপতা, পরিত্যাগ করিয়া, "অন্যথাত্বধীঃ"—রজতাদি-রূপতার জ্ঞান, "বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ"—তাহাকেই বিপরীতভাবনা বলে; তাহার অপর লক্ষণ—

"অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ"—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধির নাম বিপরীতভাবনা। উক্ত লক্ষণ-নিরূপিত বিপরীতভাবনার উদাহরণ দিতেছেন—"যথা পিত্রাদৌ অরিধীঃ"—যেমন (দুষ্টপুত্রের) পিতৃ প্রভৃতি (হিতকারিজনে) শত্রুবুদ্ধি হইয়া থাকে। ১১০

১১০ শ্লোকে, বিপরীতভাবনার যে লক্ষণ করা হইল, তাহাই আলোচ্য অর্থাৎ ১০৩ শ্লোক হইতে আরব্ধ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ বিষয়ে, যোজনা করিতেছেন :—

(ভ) বিপরীত ভাবনার উক্ত লক্ষণের আলোচ্য বিষয়ে যোজনা।

আত্মা দেহাদিভিন্নোঽয়ং মিথ্যা চেদং জগৎ তয়োঃ।
দেহাত্মত্বসত্যত্বধীর্বিপর্য্যয়ভাবনা ॥ ১১১

অন্বয়—অয়ম্ আত্মা দেহাদিভিন্নঃ, ইদম্ জগৎ চ মিথ্যা, তয়োঃ দেহাত্মত্বসত্যত্বধীঃ বিপর্য্যয়ভাবনা।

অনুবাদ—এই আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা; সেই দুইটিতে অর্থাৎ আত্মায় দেহাদিরূপতার এবং জগতে সত্যতার বুদ্ধির নাম বিপর্য্যয়ভাবনা। (তৃতীয় শ্লোকে ইহা নিবৃত্তির উপায়সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।)

টীকা—এই আত্মা বস্তুতঃ দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা। এইরূপ হইলেও সেই আত্মায় ও জগতে যথাক্রমে যে দেহাদিরূপতাবুদ্ধি ও সত্যতাবুদ্ধি, তাহাই বিপরীত-ভাবনা। প্রথমটি সাধন; দ্বিতীয়টি ফল। ১১১

১০৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একাগ্রতার দ্বারাই বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয়। তথায় এই উপায় সামান্যাকারেই বর্ণিত হইয়াছে; ইহাই এক্ষণে বিশেষাকারে বর্ণন করিতেছেন :—

(ঢ) বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির উপায় বিশেষাকারে বর্ণন।

তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম্।
আত্মনো ভাবয়েত্তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশম্ ॥ ১১২

অন্বয়—সা তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ; অতঃ আত্মনঃ দেহাতিরিক্ততাম্ তদ্বৎ জগতঃ মিথ্যাত্বম্ অনিশম্ ভাবয়েৎ।

অনুবাদ—সেই বিপরীতভাবনা তত্ত্বের ভাবনাদ্বারা নিবৃত্ত হয়। সেইহেতু মুমুক্ষু আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং জগৎকে মিথ্যা বলিয়া নিরন্তর ভাবনা করিবেন।

টীকা—"সা"—দেহাদিতে আত্মতাবুদ্ধিরূপ এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ সেই বিপরীতভাবনা, "তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ"—তত্ত্বের অর্থাৎ আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং জগতের মিথ্যাত্বরূপ যথার্থবস্তুর নিরন্তর ধ্যানদ্বারা বিনষ্ট হয়। এইহেতু আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং দেহাদিরূপ জগতের মিথ্যাত্ব, মুমুক্ষু সর্ব্বদা ভাবনা করিবেন। ১১২

আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতার এবং জগতের মিথ্যাত্বের ভাবনায়,—জপাদির ন্যায় নিয়মের অপেক্ষা আছে অথবা নাই?—(বাদী) এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন :—

(৭) প্রশ্ন—বিপরীত ভাবনার নিবর্ত্তক ধ্যানে, জপাদির ন্যায় নিয়মের অপেক্ষা আছে কি না?

কিং মন্ত্রজপবন্মূর্ত্তিধ্যানবদ্বাত্মভেদধীঃ।
জগন্মিথ্যাত্বধীশ্চাত্র ব্যাবর্ত্ত্যা স্যাদুতান্যথা? ॥১১৩

অন্বয়—অত্র আত্মভেদধীঃ জগন্মিথ্যাত্বধীঃ চ মন্ত্রজপবৎ কিম্বা মূর্ত্তিধ্যানবৎ উত অন্যথা ব্যাবর্ত্ত্যা স্যাৎ?

অনুবাদ—এস্থলে আত্মার দেহাদি হইতে পৃথক্‌ত্ববুদ্ধি এবং জগতের মিথ্যাত্ব-বুদ্ধি কি মন্ত্রজপের ন্যায় অথবা মূর্ত্তিধ্যানের ন্যায় অথবা অন্য কোন প্রকারে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠেয় বা করণীয়?

টীকা—"আত্মভেদধীঃ" -দেহাদি হইতে আত্মার ভেদের জ্ঞান এবং "জগতঃ মিথ্যাত্বম্"—জগতের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান, যাহা অতীত ১১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, তাহা "মন্ত্রজপবৎ"—মন্ত্রজপের ন্যায় এবং দেবতার ধ্যানাদির ন্যায় কি নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়? অথবা লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় নিয়মানুসরণ বিনাই অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য?—এই প্রশ্ন বাদী করিতেছেন। ১১৩

তত্ত্বভাবনারূপ নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষফলদায়ক বলিয়া ইহাতে কোনও নিয়ম নাই—ইহাই বলিতেছেন:—

(৮) উত্তর কোনও নিয়ম নাই, দৃষ্টান্তের সহিত প্রতিপাদন।

অন্যথেতি বিজানীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ।
বুভুক্ষুর্জপবদ্ভুংক্তে ন কশ্চিন্নিয়তঃ ক্বচিৎ ॥ ১১৪

অন্বয়—অন্যথা ইতি বিজানীহি, দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ। কশ্চিৎ বুভুক্ষুঃ ক্বচিৎ জপবৎ নিয়তঃ ন ভুংক্তে।

অনুবাদ—(১১২ শ্লোকোক্ত) তত্ত্বভাবনা অন্যপ্রকারেও অর্থাৎ নিয়ম বিনাও করিতে পারা যায়,—কেননা, তাহা দৃষ্টফলক অর্থাৎ যেমন ভোজনে প্রতি গ্রাসে ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বভাবনার ফল প্রত্যক্ষ। কোনও ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কোথাও জপের ন্যায় নিয়ম করিয়া ভোজন করে না।

টীকা—"অন্যথা"—নিয়ম বিনা; তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"দৃষ্টার্থত্বেন"—তাহা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ বলিয়া; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"ভুক্তিবৎ"—ভোজনের ন্যায়। ভাল, প্রত্যক্ষফলপ্রদ ভোজনেও নিয়ম ত' শ্রুতি-স্মৃতিতে দেখা যায়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"কোনও ক্ষুধাতুর ব্যক্তি" ইত্যাদি। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ভোজনেচ্ছু পুরুষ, জপকারী লোকের ন্যায় নিয়মপূর্ব্বক ভোজন করেন না, কিন্তু ক্ষুধার পীড়ায় যাহাতে শান্তি হয় সেইরূপ ভোজন করেন—ইহাই অর্থ। ১১৪

এই দৃষ্টান্তই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন:—

অশ্নাতি বা ন বাশ্নাতি ভুংক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা।
যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি ॥ ১১৫

অন্বয়—অশ্নাতি বা ন বা অশ্নাতি বা অন্যথা স্বেচ্ছয়া ভুংক্তে. যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধাম্ অপনিনীষতি।

অনুবাদ—ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ, হয় ভোজন করেন, হয়ত ভোজন করেন না বা অন্যপ্রকারে আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করেন। তিনি যে কোনও প্রকারে ক্ষুধানিবৃত্তির ইচ্ছা করেন।

টীকা—"অশ্নাতি বা"—ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ অন্ন উপস্থিত হইলে কখন ভোজন করেন, "ন বা অশ্নাতি"—অথবা অন্ন উপস্থিত না হইলে ক্ষুৎপীড়ার বিস্মৃতিকারক দ্যূতক্রীড়াদিতে উৎকট প্রবৃত্তি-বশতঃ ভোজন না করিয়াই কিছুকাল কাটান। "অন্যথা বা"—অথবা অন্যপ্রকারে—উপবিষ্ট হইয়া, চলিতে চলিতে অথবা শয়ন করিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করেন। এইরূপে "যেন কেন প্রকারেণ"—যে কোনও প্রকারে তৎকালীন ক্ষুধার নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন। এস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই যে ক্ষুৎপীড়ার নিবৃত্তিরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ ফলের জন্য ভোজনই করিতে হয়; আর শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা পরলোকেরই কারণ, ক্ষুৎপীড়ানিবৃত্তির কারণ নহে। ১১৫

ভোজন হইতে জপাদির বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(খ) ভোজন-দৃষ্টান্ত হইতে জপাদির বিলক্ষণতা।

নিয়মেন জপং কুর্য্যাদকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ।
অন্যথাকরণেঽনর্থঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১১৬

অন্বয়—নিয়মেন জপম্ কুর্য্যাৎ, অকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ: অন্যথাকরণে স্বরবর্ণবিপর্য্যয়াৎ অনর্থঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—জপ নিয়মপূর্ব্বকই করিতে হয়, কেননা, তাহা না করিলে প্রত্যবায় (পাপবিশেষ) উৎপন্ন হয়। জপ অন্য প্রকারে করিলে স্বরের ও বর্ণের বিপর্য্যয়হেতু অনর্থ হয়।

টীকা—নিয়মপূর্ব্বক জপ করিবার কারণ বলিতেছেন—"অকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ"—'কেননা, তাহা না করিলে' ইত্যাদি। ভাল, এইরূপে না করিলে প্রত্যবায় হয়, মানিলাম; জপ অন্য প্রকারে করিলে ত' প্রত্যবায় না হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যথাকরণে অনর্থঃ"—'জপ অন্য প্রকারে করিলে ইত্যাদি'। যেহেতু শিক্ষাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥" (মন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্ত (উচ্চৈঃস্বর) অনুদাত্ত (নীচৈঃ স্বর) ইত্যাদিরূপে বিহিত স্বরের স্খলন বা ভ্রংশ করিয়া অথবা অক্ষরের ভ্রংশ করিয়া উচ্চারিত যে মন্ত্র তাহা সেইরূপ মিথ্যা উচ্চারণ প্রাপ্ত হইলে, বাঞ্ছিত অর্থের নির্দ্দেশ করে না, আর সেই বাণী ও বজ্র যজমানকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে: যেমন, স্বরবিষয়ক অপরাধ হওয়ায় ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ ত্বষ্টা "ইন্দ্রশত্রো বর্দ্ধস্ব" এই বাক্যে 'ইন্দ্র'পদ উদাত্ত স্বরে (উচ্চৈঃস্বরে) এবং 'শত্রু'পদ অনুদাত্ত স্বরে (নীচৈঃ স্বরে) উচ্চারণ করিয়া অপরাধ করিলে ইন্দ্রই বৃত্রাসুরের শত্রু হইলেন। শাস্ত্রে

(তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।৪।১২ অনুবাকে) এইরূপ বর্ণিত হওয়ায় জপের নিয়ম বিনা জপানুষ্ঠান করিলে স্বরবর্ণের বিপর্য্যয়হেতু অনর্থ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।* ১১৬

(শঙ্কা) ভাল, ক্ষুধা দৃষ্টদুঃখের হেতু বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে; কিন্তু বিপরীতভাবনা সেইরূপ দৃষ্টদুঃখের হেতু নয় বলিয়া, সেই বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক ধ্যান ত' অদৃষ্টফলের জন্য নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) বিপরীতভাবনা ক্ষুধার ন্যায় দৃষ্টদুঃখের হেতু বলিয়া তন্নিবর্ত্তক ধ্যানের অনুষ্ঠানে অনিয়ম।

ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্বিপরীতা চ ভাবনা।
জেয়া কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যত্রানুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ॥ ১১৭

অন্বয়—ক্ষুধা ইব বিপরীতা ভাবনা চ দৃষ্টবাধাকৃৎ, কেন অপি উপায়েন জেয়া। অত্র অনুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—ক্ষুধার ন্যায় বিপরীতভাবনাও প্রত্যক্ষ দুঃখদায়ক; সেইহেতু বিপরীতভাবনাকেও, যে কোন উপায়ে জয় করা যাইতে পারে। ইহার জয়-বিষয়ে অনুষ্ঠানের কোনও ক্রম বা নিয়ম নাই।

টীকা—বিপরীতভাবনা যে দুঃখের হেতু, তাহা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া দৃষ্টফললাভের জন্য, তাহার নিবর্ত্তক ধ্যানের অনুষ্ঠান, নিয়ম বিনাই ত' করা যাইতে পারে। ইহাই তাৎপর্য্য। ১১৭

তাহা হইলে ত' সেই বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক উপায় প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে :—

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত ১০৬ শ্লোকে বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য উপায়ের পুনর্বর্ণন।

উপায়ঃ পূর্ব্বমেবোক্তস্তচ্চিন্তাকথনাদিকঃ।
এতদেকপরত্বেঽপি নির্বন্ধো ধ্যানবন্ন হি॥ ১১৮

অন্বয়—তচ্চিন্তাকথনাদিকঃ উপায়ঃ পূর্ব্বম্ এব উক্তঃ। এতদেকপরত্বে অপি ধ্যানবৎ নির্ব্বন্ধঃ ন হি।

অনুবাদ—ব্রহ্মের চিন্তন, তদ্বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতিরূপ উপায় পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতাবিষয়ে মূর্ত্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় কোনও একাগ্রতানিয়ম নাই।

---

* সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতার ২।৪।১২ অনুবাকের ব্যাখ্যায় সেই স্বরাপরাধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব' এই বাক্যে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে ইন্দ্রের শাতয়িতা বা বিনাশকারীকে বুঝান ত্বষ্টার উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ ত্বষ্টার ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসে অন্তোদাত্ত করিয়া 'শত্রু'পদ উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করা (accent দেওয়া) উচিত ছিল তাহা না করিয়া 'ইন্দ্র'পদ উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিয়া 'ইন্দ্রশত্রু' পদটি বহুব্রীহি সমাস করিয়াছিলেন (পাণিনি: ৬।২।১); তাহার ফলে দাঁড়াইল 'ইন্দ্র হইয়াছে শাতয়িতা (বিনাশক) যাহার' অর্থাৎ বিপরীত অর্থের প্রকাশক হইল। [illegible] ([illegible] পরে সংহার করিয়াছিলেন।)

টীকা—ভাল, বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির উপায়রূপে 'পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হইবে' ইত্যাদি নিয়ম না-ই থাকুক, ইষ্টদেবতার মূর্ত্তির ধ্যানের ন্যায় ব্রহ্মে একপরতারূপ একাগ্রতার নির্ব্বন্ধ বা অলঙ্ঘ্য নিয়ম ত' আছেই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বিষয়ে" ইত্যাদি। ১১৮

ভাল, ধ্যান ত' ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তামাত্র। সেই ধ্যানবিষয়ে আবার নির্ব্বন্ধ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ধ্যানে নির্ব্বন্ধ বুঝাইবার জন্য অগ্রে ধ্যানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—

(ন) ধ্যানের স্বরূপ এবং তাহাতে মনের নিরোধ।

মূর্ত্তিপ্রত্যয়সান্তত্যমন্যানন্তরিতং ধিয়ঃ।
ধ্যানং তত্রাতিনির্ব্বন্ধো মনসশ্চঞ্চলাত্মনঃ॥ ১১৯

অন্বয়—ধিয়ঃ মূর্ত্তিপ্রত্যয়সান্তত্যম্ অন্যানন্তরিতম্ ধ্যানম্ (ভবতি)। তত্র চঞ্চলাত্মনঃ মনসঃ অতিনির্ব্বন্ধঃ (কর্ত্তব্যঃ)।

অনুবাদ—বুদ্ধির মূর্ত্তিবিষয়ক বৃত্তির নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্যবস্তুচিন্তারূপ ব্যবধান না থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে। সেই ধ্যানে চঞ্চলস্বভাব মনের একান্ত নিরোধ করিতে হয়।

টীকা—"ধিয়ঃ"—বুদ্ধির সম্বন্ধে, "মূর্ত্তিপ্রত্যয়ানাম্"—দেবতাদির মূর্ত্তিবিষয়ক যে বৃত্তি, তাহার যে "সান্তত্যম্"—অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি, তাহা "অন্যানন্তরিতম্"—অন্য অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত (অনন্তরিত) হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। এইরূপে ধ্যানের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাতে নির্ব্বন্ধ বুঝাইতেছেন—"সেই ধ্যানে" ইত্যাদি। যেমন সদা বিচরণশীল হস্তী প্রভৃতির একই স্থানে বন্ধনদ্বারা তাহাদের নিরোধ হয় সেইরূপ ধ্যানদ্বারা চঞ্চলস্বভাব মনেরও নিরোধ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ১১৯

মনের চঞ্চলতাবিষয়ে গীতাবাক্য (৬।৩৪] প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(প) মনের চঞ্চলস্বভাব—বিষয়ে গীতা বাক্য প্রমাণ।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ১২০

অন্বয়—হে কৃষ্ণ, হি (যতঃ) মনঃ চঞ্চলম্ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্, অহম্ তস্য নিগ্রহম্ বায়োঃ ইব সুদুষ্করম্ মন্যে।

অনুবাদ—(অর্জ্জুন বলিতেছেন) হে কৃষ্ণ, যেহেতু মন অত্যন্ত চঞ্চলস্বভাব, 'প্রমাথি'—ক্ষোভকর বলিয়া শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের বিবশতার হেতু, 'বলবৎ'—তাহার অভিপ্রেত বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা অসাধ্য, 'দৃঢ়'—তন্তুনাগ বা Octopusএর ন্যায় সহস্রবিষয়বাসনাদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া অচ্ছেদ্য, এইহেতু সেই মনের নিরোধ অর্থাৎ নির্ব্বৃত্তিকরূপে অবস্থাপন, আকাশে দোধূয়মান বায়ুকে নিশ্চল করিয়া স্থাপনের ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।

টীকা—"প্রমাথি"—প্রমথনস্বভাব অর্থাৎ লোকের ব্যাকুলতার কারণ, "বলবৎ"—সমর্থ অর্থাৎ নিগ্রহকরণবিষয়ে অসাধ্য ; "দৃঢ়ম্"—সৎ অথবা অসদ্বিষয়ে একান্ত আসক্ত—সেইহেতু তাহার উদ্ধার অসাধ্য ; এই কারণে "তস্য নিগ্রহঃ"—সেই মনের নিগ্রহ, বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় সুদুষ্কর।* ১২০

মন যে দুর্নিগ্রহ তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠবাক্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ক) মনের দুর্নিগ্রহত্বে বশিষ্ঠবাক্য প্রমাণ।

অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥ ১২১

অন্বয়—হে সাধো, মহতঃ অব্ধিপানাৎ অপি মহতঃ সুমেরূন্মূলনাৎ অপি মহতঃ বহ্ন্যশনাৎ অপি চিত্তনিগ্রহঃ বিষমঃ। (বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ ও টীকা—হে সাধো, একার্ণবকালিক (অথবা অগস্ত্যকৃত) সমুদ্র-পানাপেক্ষা, সৃষ্টিকালীন (বিধাতৃকৃত) সুমেরুপর্ব্বতের উৎপাটনাপেক্ষা এবং (কৃষ্ণকৃত) বহ্নিপানাপেক্ষা, চিত্তের নিগ্রহ বিষম সুদুঃশক। ১২১

১০৬ শ্লোক হইতে বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক যে নিদিধ্যাসনের কথার আলোচনা চলিতেছে, তাহার ১১৯ শ্লোকোক্ত ধ্যান হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(খ) ধ্যান হইতে ব্রহ্মাভ্যাসের বিলক্ষণতা।

কথনাদৌ ন নির্ব্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ।
কিন্ত্বনন্তেতিহাসাদ্যৈর্ব্বিনোদো নাট্যবদ্ধিয়ঃ॥ ১২২

অন্বয়—কথনাদৌ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ নির্ব্বন্ধঃ ন, কিন্তু অনন্তেতিহাসাদ্যৈঃ ধিয়ঃ বিনোদঃ নাট্যবৎ।

অনুবাদ—(এই বিপরীতভাবনানিবর্ত্তক নিদিধ্যাসনে অর্থাৎ) ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় নিরোধের অভ্যাস করিতে হয় না ; কিন্তু ইহাতে অসংখ্য ইতিহাসশ্রবণাদির দ্বারা বুদ্ধির বিনোদন হয় ; যেমন নৃত্যকলা, অভিনয় দর্শনাদির দ্বারা চিত্তবিনোদন হয়, সেইরূপ।

টীকা—(ধ্যানে) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় যেরূপ "নির্ব্বন্ধ"—অর্থাৎ নিরোধ করিতে হয়, ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে সেইরূপ নির্ব্বন্ধ নাই ; ইহাই তাৎপর্য্য। "কথনাদৌ" —এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মচিন্তন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সেই সেই প্রকার ব্রহ্মের চিন্তন কথনাদিতে কেবল যে নিরোধের অভাব এরূপ নহে, প্রত্যুত তাহাতে বুদ্ধির বিনোদন হয় ; ইহাই বলিতেছেন—"কিন্তু ইহাতে" ইত্যাদি। "ইতিহাস"—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের

* মধুসূদন এই সুদুষ্করের কারণব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"স্বভাববিপর্য্যয়োগাদ্ বিরোধিসত্তাবাৎ চ"—জলের আর্দ্রতার ন্যায়, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় চিত্তের প্রতিক্ষণপরিণামস্বভাবতার বিপর্য্যয় করা অসম্ভব আর, ধনুর্দানে প্রবৃত্ত কর্ণের পরিহার অসম্ভব।

কথা হইয়াছে 'আদি' যাহাদিগের অর্থাৎ যে লৌকিক কথা, অনুকূল যুক্তি, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, অন্যোন্যপ্রবোধন প্রভৃতির, তাহা "ইতিহাসাদি" ; "অনন্তঃ"—অসংখ্যাত যে 'ইতিহাসাদি', তাহা 'অনন্তেতিহাসাদি', তদ্দ্বারা বুদ্ধির বিনোদ—ক্রীড়ামোদবিশেষ হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদি দেখিলে হয়, সেইরূপ। ['অচ্যুতরায়'—ভাল, মনের একান্ত চঞ্চলস্বভাবাদি অনেক দোষ আছে বলিয়া অতিনির্ব্বন্ধের প্রয়োজন ; কিন্তু 'নিদিধ্যাসন' বলিতে দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বক অপরোক্ষীকৃত ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতাবিষয়ক স্মৃতির অবিচ্ছেদ-রূপ অনুসন্ধান বুঝিতে হয় ; তাহা হইলে তাহাতে সেইরূপ নির্ব্বন্ধ নাই কেন ? এই শ্লোকে তাহারই কারণ বুঝাইতেছেন।] "অসংখ্য ইতিহাসাদি" বলিতে বাশিষ্ঠরামায়ণ, মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম, সূতসংহিতা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ১২২

ভাল, ইতিহাসশ্রবণাদিদ্বারা ব্রহ্মে একনিষ্ঠতারূপ নিদিধ্যাসনের ত' ব্যাঘাত বা ভঙ্গ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ভ) ব্রহ্মাভ্যাসপ্রবৃত্তের ইতিহাসাদিশ্রবণাদিদ্বারা একব্রহ্মতৎপরতার ব্যাঘাত হয় না।

চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্য্যবসানতঃ।
নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ॥ ১২৩

অন্বয়—আত্মা চিৎ এব, জগৎ মিথ্যা ইতি অত্র পর্য্যবসানতঃ ইতিহাসাদিভিঃ নিদিধ্যাসনবিক্ষেপঃ ন ভবেৎ।

অনুবাদ—আত্মা চৈতন্যরূপই আর জগৎ মিথ্যা—এই তত্ত্বেই ইতিহাসাদির পর্য্যবসান অর্থাৎ ইহাই ইতিহাসাদির তাৎপর্য্য। সেইহেতু ইতিহাসাদির শ্রবণ দ্বারা নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা ভঙ্গ হয় না।

টীকা—আত্মা চৈতন্যমাত্ররূপ, দেহাদিরূপ নহেন ; আর দেহাদিরূপ জগৎ মিথ্যা ; এই তত্ত্বে ইতিহাসাদির পর্য্যবসান বা তাৎপর্য্য বলিয়া ইতিহাসাদির শ্রবণাদির দ্বারা, ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা ভঙ্গ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ১২৩

ভাল, ইতিহাসাদিশ্রবণ অঙ্গীকার করিলে, (তাহার সমানপদবীস্থ) কৃষিকার্য্য প্রভৃতিও আসিয়া পড়িবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ম) কৃষ্যাদি কার্য্যের এবং কাব্যনাটকাদি শ্রবণের সহিতই তত্ত্বস্মরণের বিরোধ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।
বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যা ধীস্তৈস্তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ॥ ১২৪

অন্বয়—কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ প্রবৃত্ত্যা ধীঃ বিক্ষিপ্যতে, তৈঃ তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিতে এবং কাব্য-ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হইলে, বুদ্ধির বিক্ষেপ হয়, কেননা, সেই কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে তত্ত্বের স্মরণ অসম্ভব। ১২৪

(শঙ্কা) ভাল, কৃষ্যাদিকার্য্যে তত্ত্বস্মরণের বাধা হয় বলিয়া পরিত্যাজ্য হইলে ভোজনাদিও তত্ত্বস্মরণের ব্যাঘাতজনক বলিয়া সেইরূপ পরিত্যাজ্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) ভোজনাদি কার্য্যে তত্ত্বস্মরণের বাধা হয় না।

অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্।
শক্যতেঽত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ॥ ১২৫

অন্বয়—অনুসন্দধতা এব অত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্ শক্যতে, অত্যন্তবিক্ষেপাভাবাৎ পুনঃ আশু স্মৃতেঃ।

অনুবাদ—তত্ত্বস্মরণকারী পুরুষ এই ভোজনাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কেননা, ভোজনাদিপ্রবৃত্তির দ্বারা বিক্ষেপবাহুল্য ঘটে না, যেহেতু ভোজনাদির সমাপনান্তে অবিলম্বেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

টীকা—ভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু ভোজনাদিপ্রবৃত্তিতে বিক্ষেপের প্রবলতা ও বাহুল্য নাই। কেন নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু ভোজনাদির সমাপনান্তে" ইত্যাদি। ১২৫

ভাল, ভোজনাদিকালে বিক্ষেপবাহুল্যের অভাব হইলেও তত্ত্ববিস্মৃতি ঘটে বলিয়া পুরুষার্থের হানি ত' হইবেই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ।
বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ॥১২৬

অন্বয়—তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রাৎ অনর্থঃ ন (স্যাৎ) কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ (স্যাৎ) ঝটিতি স্মরতঃ বিপর্য্যেতুম্ ক্বচিৎ কালঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—তত্ত্ববিস্মরণ মাত্রেই অনর্থ হয় না, কেবল বিপরীত জ্ঞানই অনর্থের মূল। পরে তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয় বলিয়া কোনও স্থলে বিপর্য্যয় ঘটিবার অবসর থাকে না।

টীকা—"তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রেণ"—চিদাত্মরূপ তত্ত্বের দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং দেহাদিরূপ জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের কেবল বিস্মৃতির দ্বারাই, "অনর্থঃ ন স্যাৎ"—পুরুষার্থের নাশ হয় না। তবে অনর্থ ঘটে কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেবল বিপরীতজ্ঞান" ইত্যাদি। (শঙ্কা) ভাল, ভোজনাদিকালে যথার্থবস্তুরূপ তত্ত্বের বিস্মরণ হইলে বিপর্য্যয়ও ত' ঘটিতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন :—"পরে তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয় বলিয়া" ইত্যাদি। ১২৬

(শঙ্কা) ভাল, ভোজনাদিব্যাপারে প্রবৃত্ত লোকের ন্যায়, তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাসে প্রবৃত্তের তত্ত্বস্মরণ কেন হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(য) ন্যায়াদিশাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্তের তত্ত্বস্মরণ অসম্ভব।

তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসশালিনঃ।
প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাৎ তত্ত্বমুপেক্ষ্যতে॥ ১২৭

অন্বয়—অন্যাভ্যাসশালিনঃ তত্ত্বস্মৃতেঃ অবসরঃ ন অস্তি, প্রত্যুত অভ্যাসঘাতিত্বাৎ বলাৎ তত্ত্বম্ উপেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—অন্য অর্থাৎ ন্যায়াদিশাস্ত্রের অভ্যাসে প্রবৃত্ত লোকের তত্ত্বস্মৃতির অবসর নাই, প্রত্যুত কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের বিঘাতক বলিয়া সেই অভ্যাসে তত্ত্বের উপেক্ষা অনিবার্য্য।

টীকা—ন্যায়শাস্ত্রাদির অভ্যাসশীল লোকের কেবল যে তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর নাই, এরূপ নহে, কিন্তু কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের বিরোধী বলিয়া, সেই অভ্যাসকালে তত্ত্বস্মৃতি আসিলেও তাহাকে বলপূর্ব্বক উপেক্ষা করিতে হয় (দ্বৈতপক্ষপাতাদি আসিয়া পড়ে)। এই কথাই বলিতেছেন—"প্রত্যুত কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের" ইত্যাদি। ১২৭

তত্ত্বানুসন্ধানের বিরোধী বাগ্ব্যবহার অর্থাৎ কাব্যতর্কাদির অভ্যাস যে পরিত্যাজ্য তদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ [তম্ এব একম্ জানীথ আত্মানম্ অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ, অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ—মুণ্ডক উ, ২।২।৫]—(পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, প্রাণ, মন প্রভৃতি সকলের আধারভূত সেই এক সজাত্যাদিরহিত প্রত্যক্তত্ত্বস্বরূপ আত্মাকেই অবগত হও; হে শিষ্যগণ! সেই আত্মাকে অবগত হইয়া আত্মাতিরিক্ত প্রতিপাদক অপরবিদ্যারূপ অন্য বচনসমূহ পরিত্যাগ কর, এই আত্মসাক্ষাৎকারই মোক্ষের প্রাপ্ত্যুপায় : পরপারপ্রাপ্তির উপায় সেতুর ন্যায়। এই শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ল) তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাস যে তত্ত্বস্মৃতির বিরোধী—তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
ইতি শ্রুতং তথান্যত্র বাচো বিগ্লাপনং ত্বিতি॥ ১২৮

অন্বয়—তম্ এব একম্ বিজানীথ, হি অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ ইতি শ্রুতম্ (মুণ্ডক উ, ২।২।৫)। তথা অন্যত্র বাচো বিগ্লাপনম্ তু ইতি (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—এই নিমিত্ত মুণ্ডকশ্রুতি বলিতেছেন—সেই একমাত্র (পরমাত্মাকেই) জান, অন্য শব্দজালচর্চ্চা পরিত্যাগ কর; এবং অন্যত্র অর্থাৎ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—[ন অনুধ্যায়াৎ বহূন্ শব্দান্ বাচঃ বিগ্লাপনম্ হি তৎ] —বহুতর শব্দের চিন্তা করিবে না, কারণ, তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে, (কোনও ফল লাভ হয় না)। ১২৮

ভাল, তত্ত্বানুসন্ধান হইতে ভিন্ন আহারাদির যেমন পরিত্যাগ চলে না, করিতেই হয়, সেইরূপ বেদান্তভিন্ন শাস্ত্রাদির অভ্যাসও ত' কর্ত্তব্য, এইরূপ দুরাগ্রহকারী বাদীর প্রতি বলিতেছেন :—

(ব) বেদান্তভিন্ন শাস্ত্রাভ্যাসে দুরাগ্রহী বাদীর প্রতি উত্তর।

আহারাদি ত্যজন্নৈব জীবেচ্ছাস্ত্রান্তরং ত্যজন্।
কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত্র দুরাগ্রহম্॥ ১২৯

অন্বয়—আহারাদি ত্যজন্ ন এব জীবেৎ, শাস্ত্রান্তরম্ ত্যজন্ কিম্ ন জীবসি, যেন এবম্ অত্র দুরাগ্রহম্ করোষি ?

অনুবাদ ও টীকা—আহারাদি পরিত্যাগ করিলে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু শাস্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি জীবিত নাই—যে কারণে তুমি এই ন্যায়াদি অন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে দুরাগ্রহ করিতেছ ? ১২৯

ভাল, তাহা হইলে জনকাদি তত্ত্ববিদ্গণেরও কেন রাজ্যপালনাদিতে প্রবৃত্তি হইল ? এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত ধরিয়া আশঙ্কা করিতেছেন :—

(শ) জনকাদি জ্ঞানীর রাজ্যপালন লইয়া শঙ্কা।

জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্দৃঢ়বোধতঃ।
তথা তবাপি চেত্তর্কং পঠ যদ্বা কৃষিং কুরু॥ ১৩০

অন্বয়—জনকাদেঃ রাজ্যম্ কথম্ ইতি চেৎ ? (উত্তর) দৃঢ়বোধতঃ। তব অপি তথা চেৎ, তর্কম্ পঠ যদ্বা কৃষিম্ কুরু।

অনুবাদ—যদি বল—জনক প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কি প্রকারে রাজ্যপালনাদি করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে বলি—বোধের দৃঢ়তাহেতু তাঁহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোমারও যদি সেইরূপ দৃঢ় বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও তর্কশাস্ত্রাধ্যয়ন কর বা কৃষিকার্য্য কর (তাহাতে বাধা নাই)।

টীকা—জনকাদি দৃঢ়াপরোক্ষজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সেই রাজ্যপালনাদিপ্রবৃত্তি বাধক হয় নাই—ইহাই বুঝাইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"বোধের দৃঢ়তাহেতু" ইত্যাদি। যদি বল 'আমারও সেইরূপ দৃঢ় বোধ হইয়াছে', এইরূপ বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—"তোমারও যদি" ইত্যাদি। ১৩০

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানিগণ সংসারের অসারতা জানিয়াও কিহেতু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রারব্ধকর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, ভোগদ্বারা তাহার ক্ষয় করিবার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞগণের প্রবৃত্তি হয় :—

(ষ) তত্ত্বজ্ঞানীর নিঃসার সংসারে প্রবৃত্তি হয় কেন ? এই শঙ্কার সমাধান।

মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া।
অক্লিশ্যন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ॥ ১৩১

অন্বয়—মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া অক্লিশ্যন্তঃ স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ প্রবর্ত্তন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—সংসারের মিথ্যাত্বসংস্কার দৃঢ়তা লাভ করিলে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় ইচ্ছা করিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ, ক্লেশানুভব না করিয়া নিজ নিজ প্রারব্ধ-

কর্ম্মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অচ্যুতরায় বলেন—এস্থলে মিথ্যাত্বশব্দে অসজ্জড়-দুঃখাত্মকত্ব বুঝিতে হইবে। ১৩১

ভাল, তাহা হইলে ত', তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(স) তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তির শঙ্কা ও সমাধান।

অতিপ্রসঙ্গো মা শঙ্ক্যঃ স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনাম্।
অস্তু বা কোঽত্র শক্যেত কর্ম্ম বারয়িতুং বদ ॥১৩২

অন্বয়—স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনাম্ অতিপ্রসঙ্গঃ মা শঙ্ক্যঃ, বা অস্তু কঃ অত্র কর্ম্ম বারয়িতুম্ শক্যেত, বদ।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ স্ব স্ব প্রারব্ধকর্ম্মের বশবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাদের অতি-প্রসঙ্গ অর্থাৎ অনাচারপ্রবৃত্তি হইবে, এরূপ শঙ্কা করিও না, অথবা প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ হয় হউক ; এই সংসারে কে কর্ম্মকে অর্থাৎ তীব্র প্রারব্ধ-কর্ম্মকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে, বল।

টীকা—প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তিহেতু অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন ত' হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন—"অথবা প্রারব্ধ-বশে" ইত্যাদি। যেমন মনুষ্যমাত্রেরই মলাদিভক্ষণে প্রবৃত্তি হয় বলিলে অতিপ্রসঙ্গ হয়, তদনুসারে জ্ঞানীরও মলাদিভক্ষণরূপ অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে বলিলে, সেই অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয় কিন্তু অতিমন্দ প্রারব্ধবশে কোন কোন শিশুর, কর্ত্তাভজার অথবা অঘোরপন্থী সাধকের মলমূত্রভক্ষণে প্রবৃত্তি এবং কাহার কাহারও বিষভক্ষণাদিদ্বারা আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই এই স্থলে প্রারব্ধকর্ম্মের নিবারক কি হইবে ? সেই প্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন জ্ঞানীর লোকনিন্দিত দুরাচারে প্রবৃত্তি হওয়া অতিপ্রসঙ্গ—মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন। তথাপি সাতিশয় পাপরূপ প্রারব্ধের বশে যদি কাহারও অনাচারে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এই অতি-প্রসঙ্গের কারণরূপ কর্ম্মের নিবারক কি হইবে ? কিছুই নিবারক হইতে পারে না। এই প্রারব্ধ-মাহাত্ম্যের প্রমাণসহিত বর্ণন, ১৫৩ হইতে ১৬১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৩২

ভাল, জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর প্রারব্ধভোগ তুল্যরূপে অপরিহার্য্য বলিয়া অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানীর বৈলক্ষণ্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(হ) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর প্রারব্ধ তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানীর ক্লেশাভাব ও অজ্ঞানীর ক্লেশসদ্ভাব।

জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেঽপ্যারব্ধকর্ম্মণি।
ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ ১৩৩

অন্বয়—জ্ঞানিনঃ চ অজ্ঞানিনঃ অত্র আরব্ধকর্ম্মণি সমে অপি জ্ঞানিনঃ ধৈর্য্যাৎ ক্লেশঃ ন, মূঢ়ঃ অধৈর্য্যাৎ ক্লিশ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধকর্ম্মফলের এই অবশ্যম্ভোগ্যতাবিষয়ে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী

উভয়েরই প্রারব্ধকর্ম্ম তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানী ধৈর্য্যবলে ক্লেশানুভব করেন না, আর অজ্ঞানী অধৈর্য্যবশতঃ ক্লেশ ভোগ করে। ১৩৩

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত তত্ত্বে দৃষ্টান্ত।

মার্গে গন্ত্রোর্দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্।
জানন্ ধৈর্য্যাদ্ দ্রুতং গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঃ॥১৩৪

অন্বয়—মার্গে গন্ত্রোঃ দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়াম্ অপি অদূরতাম্ জানন্ ধৈর্য্যাৎ দ্রুতম্ গচ্ছেৎ, অন্যঃ দীনধীঃ তিষ্ঠতি।

অনুবাদ ও টীকা—একই পথের যাত্রী দুই পথিকের পথশ্রম সমান হইলেও, যে গন্তব্যস্থান অদূরবর্ত্তী বলিয়া জানে সে ধৈর্য্যবলে দ্রুতপদে চলে; অন্য পথিক তাহা না জানিয়া হতোৎসাহ হইয়া পথেই দীর্ঘকাল যাপন করে। ১৩৪

এইরূপে উপপাদিত প্রথমশ্লোকোক্ত 'আত্মানঞ্চেৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থরূপ অপরোক্ষজ্ঞানের পুনর্বর্ণন করিয়া, সেই শ্রুতির উত্তরার্দ্ধ, যাহা তাহার শোকনিবৃত্তিরূপ ফল বুঝাইতে ব্যাপৃত, তাহারই অবতারণা করিতেছেন :—

(খ) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধের অনুবাদ, তাহার ফলপ্রদর্শন ও উত্তরার্দ্ধের অনুবাদ।

সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সম্যগবিপর্য্যয়বাধিতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥ ১৩৫

অন্বয়—সম্যক্সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ অবিপর্য্যয়বাধিতঃ কিম্ ইচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসঞ্জ্বরেৎ ?

অনুবাদ—সম্যক্ প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন বুদ্ধিযুক্ত এবং বিপরীত জ্ঞানদ্বারা অবাধিতদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া এবং কোন্ ভোক্তার ভোগের নিমিত্ত শরীরের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন? (যেহেতু ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই মিথ্যা)।

টীকা—"সম্যক্সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ"—সম্যক্প্রকারে অপরোক্ষীকৃত হইয়াছেন আত্মা যাহার দ্বারা, এইরূপ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিযুক্ত, এবং (সম্যক্) "অবিপর্য্যয়বাধিতঃ"—সেইহেতু দেহাদিতে 'আমি-বুদ্ধি'রূপ বিপরীতজ্ঞানদ্বারা অবাধিত; এই দুইটি জ্ঞানীর হেতুগর্ভিত বিশেষণ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান বিপর্য্যয়াভাবের হেতু এবং বিপর্য্যয়াভাব অপরোক্ষজ্ঞানের নিদর্শন বা প্রমাণ। ১৩৫

"কিমিচ্ছন্" ইত্যাদি শ্রুতিশব্দনিচয়ের অর্থ—ভোগ্যবিষয়াভাবহেতু ইচ্ছানিমিত্ত সন্তাপের অভাব

১। ভোগ্যবিষয়ে দোষদৃষ্টিদ্বারা ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি।

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বেদবাক্যের উত্তরার্দ্ধের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের উত্তরার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ।
তয়োরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিঃস্নেহদীপবৎ ॥ ১৩৬

অন্বয়—জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাৎ কাম্যকামুকৌ আক্ষিপ্তৌ, তয়োঃ অভাবে নিঃস্নেহদীপবৎ সন্তাপঃ শাম্যেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধির জাগতিক পদার্থে মিথ্যাত্বধারণা সম্পাদন করিয়া, কামনার বিষয় ও কামনার কর্ত্তা উভয়ের নিরাস করা হইল। তদুভয়ের অভাব হইলে সন্তাপ তৈলহীন দীপের ন্যায় শান্ত হইয়া যায়।

টীকা—"কাম্যকামুকৌ"—ভোগ্যবিষয় এবং ভোগের ইচ্ছাবান্ ভোক্তা, "নিরস্তৌ"—এই দুইটি নিরাকৃত হইল। সেই নিরাকরণের তিরস্কারের বা নিষেধের হেতু বলিতেছেন :—"বুদ্ধির জাগতিক পদার্থে মিথ্যাত্বধারণা সম্পাদন করিয়া"। সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের নিষেধের ফল কি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদুভয়ের অভাব হইলে" ইত্যাদি। সেই কাম্য এবং কামুকের অভাব হইলে কামনারূপ নিমিত্তকৃত যে সন্তাপ, তাহার কারণের অভাববশতঃ, তৈলহীন দীপের ন্যায় নিবৃত্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৩৬

কামনার বিষয় অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর অভাব হইলে, কামনার বা ইচ্ছার অভাব কোথায় দেখিয়াছেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) কাম্যাভাবে কামনার অভাব; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিন্নৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে।
জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্ ॥ ১৩৭

অন্বয়—ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিৎ জানন্ ন কাময়তে (অথবা জানন কিঞ্চিৎ ন কাময়তে।) কিন্তু ইদম্ হসন্ জিহাসতি।

অনুবাদ—ঐন্দ্রজালিকদ্বারা রচিত গন্ধর্ব্বনগরে কয়েকটি বস্তুর স্বরূপ জানিলে (অথবা নগরের স্বরূপ স্মরণ করিয়া) দর্শকের আর কোনও বস্তুর কামনা থাকে না; বরং পরিহাসপ্রবণ চিত্তে তাহার ত্যাগেরই বাসনা করেন।

টীকা—"গন্ধর্ব্বপত্তনে"—[এস্থলে (প্রথম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৩৯৫ টীকায় বর্ণিত) প্রাকৃতিক দৃশ্যবিশেষ বুঝান হইতেছে না; কিন্তু ময়দানবাদিরূপ মায়াবিনির্ম্মিত প্রাসাদাদি সমষ্টিরূপ নগরকে বুঝান হইতেছে]। তাহার কোন বস্তুরই, ইহা ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিত এইরূপ জানিয়া, লাভের বা ভোগের ইচ্ছা করেন না। এই সকল স্থলে যে কামনারই অভাব হয় এইরূপ নহে; প্রত্যুত, ইহা মিথ্যা, এইরূপ জানিয়া, "হসন্ জিহাসতি"—পরিহাসপূর্ব্বক পরিত্যাগেরই ইচ্ছা করেন। ১৩৭

দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা বুঝান হইল, তাহা দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বেবং বিচারবান্।
নানুরজ্যতি কিন্ত্বেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি ॥ ১৩৮

অন্বয়—এবম্ আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু বিচারবান্ ন অনুরজ্যতি, কিন্তু এতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি।

অনুবাদ—এইরূপ বিচারবান্ ব্যক্তি আপাতরমণীয় (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না তাহাতে দোষবিচার আরম্ভ হয়, সেইপর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষক) ভোগসমূহে অনুরক্ত হন না, কিন্তু সেই ভোগসমূহে দোষ দর্শন করিয়া ত্যাগের ইচ্ছা করেন।

টীকা—এইরূপে "আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু"—প্রতীতিমাত্রেই রমণীয় মাল্যচন্দন ও বনিতাদি বিষয়রূপ যে ভোগ, তাহাতে এইরূপ বিচারশীল পুরুষ, অর্থাৎ যিনি আপাতরমণীয়তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, তিনি অনুরক্ত হন না অর্থাৎ আসক্তি করেন না, কিন্তু দোষ দর্শনপূর্ব্বক এই সকল ভোগ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন। ১৩৮

বিষয়সমূহে দোষ কি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ঘ) বিষয়সমূহের দোষ বর্ণন।

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥ ১৩৯

অন্বয়—অর্থানাম্ অর্জ্জনে ক্লেশঃ তথা এব পরিপালনে নাশে দুঃখম্, ব্যয়ে দুঃখম্, ক্লেশকারিণঃ অর্থান্ ধিক্। (সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।)

অনুবাদ—অর্থের উপার্জ্জনে ক্লেশ, রক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, অতএব এ প্রকার ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্।

টীকা—এস্থলে 'অর্থ'শব্দে ধন ও ধনসাধ্য বিষয় বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।১৭ শ্লোকে) আছে "অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে। নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্॥" অর্থের সাধনে এবং সিদ্ধ অর্থের বর্দ্ধনে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে লোকের আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও বুদ্ধিভ্রংশ হয় অর্থাৎ সাধনে ও বর্দ্ধনে আয়াস, সিদ্ধ অর্থের রক্ষণে ত্রাস, ব্যয়ে ও উপভোগে চিন্তা এবং নাশে ভ্রম বা বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। ব্যয়ে দুঃখের উদাহরণ নৃগরাজা (রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থে)। অর্থের প্রাপ্তির জন্য চৌর্য্য, হিংসা, অনৃতভাষণ, দম্ভ, কামনা ও ক্রোধ —এই ছয়টি অনর্থ, সিদ্ধ বা প্রাপ্ত অর্থবিষয়ে গর্ব্ব, মদ বা অভিমান, ভেদ বা স্নেহত্যাগ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা বা পরসুখাসহন এবং কামিনী, মদ্য ও দ্যূত এই ব্যসনত্রয়—মোট নয়টি অনর্থ। সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটি। এইরূপে এক 'অর্থে' পনেরটি অনর্থের সম্ভাবনা। ১৩৯

এইরূপে বিষয়সমূহের দুঃখহেতুতা দেখাইয়া, এক্ষণে বিষয়ের অশোভনতা—অপর একস্থলে অর্থাৎ নারীবিষয়ে দেখাইতেছেন ; যেহেতু মোহজনক বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী ও কাঞ্চনই প্রধান, (কেননা, এক প্রাচীন বচন রহিয়াছে—"বেধা বেধা ভ্রমং চক্রে কান্তাসু কনকেষু চ"—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মানুষের অজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কামিনীতে ও কাঞ্চনে স্থাপন করিলেন :—

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্॥ ১৪০

অন্বয়—স্নায়ুস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ স্ত্রিয়াঃ যন্ত্রলোলে অঙ্গপঞ্জরে কিম্ শোভনম্ ইব ? (বাশিষ্ঠরামায়ণ, বৈরাগ্যপ্রকরণ ২১।১)

অনুবাদ—স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থি-(gland অথবা স্তন, নিতম্বাদিরূপ মাংসপিণ্ড-) দ্বারা রচিত মাংসপুত্তলিকারূপিণী রমণীর, যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চলস্বভাব অঙ্গপঞ্জরে শোভন বলিতে কি আছে ?

টীকা—"স্নায়ুঃ"—নাড়ী (? nerve, বাশিষ্ঠরামায়ণ-টীকাকার বলেন 'শিরা') "অস্থি"—সর্ব্বজনবিদিত হাড় ; "গ্রন্থি"—মাংসস্তূপসদৃশ নিতম্ব-স্তনাদি—এই সকল সম্মিলিত হইয়া যে "মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ"—পুত্তলিকারূপ নারীর, "যন্ত্রলোলে অঙ্গপঞ্জরে"—শকটাদি যন্ত্রের ন্যায় চলনস্বভাব নারীদেহ যাহা বিষয়িপুরুষরূপ পক্ষীর পিঞ্জরসদৃশ কারাগার, সেই নারী-শরীরে "শোভনম্ ইব"—সুন্দর বলিতে কি আছে, (যাহাতে যুবকগণের রমণীয়তাভ্রম হইতে পারে ?) কিছুই নাই, ইহাই অর্থ। গতপূর্ব্ব শ্লোকে কাঞ্চনলক্ষিত অর্থের অনর্থরূপতা দেখাইয়া এই শ্লোকে, নারীতে একাধারে শব্দ (নারীকণ্ঠস্বর), স্পর্শ (আলিঙ্গন), রূপ (বস্ত্র-ভূষণাদি), রস (মুখচুম্বনাদি), গন্ধ (গন্ধদ্রব্যাদি)—এই পাঁচটি বিষয়েরই প্রাপ্তিহেতু সমস্ত ভোগ্যের মধ্যে মুখ্য ভোগ্য বলিয়া এবং অপর সমস্ত বিষয় তাহারই উপকরণ বলিয়া, রমণীশরীরে দোষ প্রদর্শন করিয়া সমস্ত বিষয়েই বৈরাগ্যোৎপাদন করিলেন। ১৪০

এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ।
বিমৃশন্ননিশন্তানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি ॥ ১৪১

অন্বয়—এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ, তানি অনিশম্ বিমৃশন্ কথম্ দুঃখেষু মজ্জতি।

অনুবাদ—এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে (ভোগ্য-) বিষয়ের দোষসমূহ সবিস্তর বর্ণন করিলেন। সেই সকল দোষের নিরন্তর বিচার করিতে থাকিলে লোকে কি প্রকারে দুঃখে ডুবিতে পারে ?

টীকা—"এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে"—'এই প্রকার' বলিতে, বাশিষ্ঠরামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণ (যাহাতে আছে "ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে। সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি ?" ২১।২—'রমণীর যে নয়নযুগলের বিলাসবিভ্রম দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়, সেই নয়নের চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্পজল পৃথক্ করিয়া দেখ, তাহাতে যদি রমণীয়তা দেখিতে পাও, তবে তাহাতে আসক্ত হও, নতুবা কেন বৃথাই মোহপ্রাপ্ত হইতেছ ?), আত্মপুরাণের প্রথমাধ্যায়, বোধসারে কামবিড়ম্বনাদি নিবন্ধ, অধ্যাত্মরামায়ণের এক প্রকরণ, ইত্যাদি শাস্ত্রে উক্ত বিষয়দোষসমূহের সূচনা করা হইয়াছে। ১৪১

বিষয়ে দোষদর্শন হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তিসহিত দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঙ) বিষয়ে দোষদৃষ্টি হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব ; যুক্তি সহিত দৃষ্টান্ত।

ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি ন বিষং হ্যত্তুমিচ্ছতি।
মিষ্টান্নধ্বস্ততৃড্জানন্নামূঢ়স্তজ্জিঘৎসতি ॥ ১৪২

অন্বয়—ক্ষুধয়া পীড্যমানঃ অপি বিষম্ অত্তুম্ ন হি ইচ্ছতি ; অমূঢ়ঃ মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্ জানন্ তৎ ন জিঘৎসতি।

অনুবাদ—ক্ষুধায় কাতর হইলেও কেহ বিষভক্ষণের ইচ্ছা করে না। আর মিষ্টান্নভোজনদ্বারা যাহার ভোজনেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি, বিচারবুদ্ধি থাকিতে জানিয়া শুনিয়া যে বিষ খাইতে প্রবৃত্ত হইবে না, ইহাতে আর বক্তব্য কি ?

টীকা—স্বয়ম্ "অমূঢ়ঃ"—বিচারশীল, "মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্"—মিষ্টান্নভোজনদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে ভোজনাকাঙ্ক্ষা যাহার, সেই প্রকার ব্যক্তি, 'ইহা বিষ' এইরূপ "জানন্ তৎ ন জিঘৎসতি"—জানিয়া সেই বিষ খাইতে ইচ্ছা করে না। ১৪২

২। জ্ঞানীর প্রীতি- (দ্বেষ-) বর্জ্জিত প্রারব্ধভোগ।

(ক) প্রবল প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হইলেও অপ্রীতিপূর্ব্বক ভোগ।

প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদ্ভোগেষ্বিচ্ছা ভবেদ্যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুংক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ ॥ ১৪৩

অন্বয়—যদি প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ ভোগেষু ইচ্ছা ভবেৎ তদা অপি এষঃ বিষ্টিগৃহীতবৎ ক্লিশ্যন্ এব ভুংক্তে।

অনুবাদ ও টীকা—যদি কখন প্রারব্ধকর্ম্মের প্রবলতাবশতঃ জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়, তখনও তিনি, রাজপুরুষ-হস্তে "বেগারে" ধরা পড়া লোক যেমন পরবশ হইয়া অপ্রীতিপূর্ব্বক কর্ম্মনিষ্পাদন করে, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের হস্তে ধরা পড়িয়া ক্লেশানুভব করিয়া ভোগ নিষ্পাদন করেন ; প্রীতিপূর্ব্বক ভোগ করেন না। ১৪৩

জ্ঞানী যে ক্লেশ পাইয়া ভোগ নিষ্পাদন করেন, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ?—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে লোকসমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই বলিতেছি :—

ভুঞ্জানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ।
নাদ্যাপি কর্ম্ম নশ্ছিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্ ॥ ১৪৪

অন্বয়—শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ বুধাঃ তান্ ভুঞ্জানাঃ অপি, "অদ্য অপি নঃ কর্ম্ম ন ছিন্নম্" ইতি সন্ততম্ ক্লিশ্যন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ব্রহ্মবিচারে শ্রদ্ধাবান্ কুটুম্বপোষণরত অর্থাৎ গৃহস্থ, জ্ঞানী প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতেই, "হায় আজও আমার কর্ম্মের অবসান হইল না" বলিয়া চিত্তে সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব করিয়া থাকেন। ১৪৪

ভাল, তত্ত্ববিদ্গণের সংসাররূপ নিমিত্তজনিত তাপভোগ ত' উচিত হয় না, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর ভোগজনিত যে ক্লেশ, তাহা বৈরাগ্য, তাহা সংসারতাপ নহে।

নায়ং ক্লেশোঽত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা।
ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানো হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৫

অন্বয়—অয়ম্ ক্লেশঃ সংসারতাপঃ ন, কিন্তু অত্র বিরক্ততা, হি (যতঃ) সাংসারিকঃ তাপঃ ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানঃ স্মৃতঃ।

অনুবাদ—প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানিগণের যে এই খেদ, ইহা সংসারতাপ নহে, ইহা সংসারবিষয়ে বিরক্তি; কেননা, সাংসারিক তাপ ভ্রান্তিজ্ঞাননিমিত্তই হইয়া থাকে (সেই ভ্রান্তিজ্ঞান ত' জ্ঞানীদিগের নাই)।

টীকা—"অয়ম্ ক্লেশঃ"—'আজও আমার কর্ম্মের অবসান হইল না'—এই আকারের যে অনুতাপরূপ ক্লেশ, তাহা—"সংসারতাপঃ ন"—সংসারজনিত তাপ নহে, কিন্তু এই সংসারে আসক্তিহীনতারূপ "বিরক্ততা"। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ক্লেশে যে তাপকতা নাই, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন :—"কেননা, সাংসারিক তাপ" ইত্যাদি। যেহেতু সংসারজনিত তাপ ভ্রান্তিরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত এই ক্লেশ বিবেক-জ্ঞানরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন। সেইহেতু তাহা সেই প্রকারের নহে অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানজনিত সংসারতাপ নহে, ইহাই অর্থ। ১৪৫

ভাল ১৪৪ শ্লোকোক্ত ক্লেশ বিবেকরূপ কারণজনিত বা অবিবেকরূপ কারণজনিত ইহা কি প্রকারে বুঝা যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই ক্লেশ কাম বা ইচ্ছার নিবর্ত্তক বলিয়া ইহা বিবেকজনিত :—

(গ) জ্ঞানীর পূর্ব্বোক্তরূপ ক্লেশ বিবেকজনিত।

বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি।
অন্যথানন্তভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ১৪৬

অন্বয়—বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্ অল্পভোগেন তৃপ্যতি; অন্যথা অনন্তভোগে অপি কর্হিচিৎ ন এব তৃপ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকিব্যক্তি অর্থাৎ যিনি ভোগে দোষদর্শনবিচারে প্রবৃত্ত, তিনি ক্লেশানুভব করেন বলিয়া, অল্পভোগেই 'যথেষ্ট হইয়াছে' এইরূপ সন্তোষ অনুভব করেন (যেমন জরৎকারু)। বিবেকজনিত ক্লেশানুভব যে ব্যক্তির নাই, সে অনন্তভোগ পাইলেও কখন তৃপ্ত হয় না। (এই কার্য্যলিঙ্গক অনুমানদ্বারা বুঝা যায়।) ১৪৬

(শঙ্কা) বিবেকিপুরুষের বিবেকের ন্যায় অবিবেকিপুরুষের ভোগই তৃপ্তি আনিবে, এই-

হেতু বিবেক তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, 'ভোগ যে তৃপ্তির কারণ নহে' এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন (স্মৃতিবচন ?) পাঠ করিতেছেন :—

(ঘ) ভোগদ্বারা তৃপ্তি (অলম্-বুদ্ধি) কখনই আসে না, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪৭

অন্বয়—কামঃ কামানাম্ উপভোগেন জাতু ন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মা ইব ভূয়ঃ এব অভিবর্দ্ধতে। (মনুসংহিতা ২।৯৪)

অনুবাদ ও টীকা—কাম অর্থাৎ ভোগেচ্ছা বিষয়সমূহের উপভোগদ্বারা কখনও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু ঘৃতের দ্বারা যেমন অগ্নির বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে সেইরূপ ভোগদ্বারা ভোগেচ্ছার বৃদ্ধিলাভই হইয়া থাকে। (কুল্লুকভট্ট বলেন প্রাপ্তভোগ ব্যক্তির যে প্রতিদিন তদধিক ভোগবাঞ্ছা হয়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে যযাতিবাক্যই প্রমাণ, যথা—'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥' তথা,—'পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ। তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা যত্তেষেব হি জায়তে ॥ ১৪৭

বিচারপূর্ব্বক ভোগ যে তৃপ্তির কারণ, ইহা অনুভবসিদ্ধ, ইহাই কহিতেছেন :—

(ঙ) বিচারপূর্ব্বককৃত ভোগ তৃপ্তির কারণ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ, তাহার দৃষ্টান্ত।

পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চোরতাম্ ॥১৪৮

অন্বয়—পরিজ্ঞায় উপভুক্তঃ ভোগঃ তুষ্টয়ে হি ভবতি। চৌরঃ বিজ্ঞায় সেবিতঃ (সন্) মৈত্রীম্ এতি ন চোরতাম্।

অনুবাদ—ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতাদি জানিয়া, তাহা ভোগ করিলে সেই ভোগ তৃপ্তির অর্থাৎ অলম্-বুদ্ধিরই কারণ হয়; যেমন চোর বলিয়া পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে সেবা বা সঙ্গ করিতে দিলে, সে মিত্রই হইয়া যায়, চৌর্য্যব্যবহার করে না, সেইরূপ।

টীকা—'এই ভোগ এতটুকু, তাহাও আবার আয়াসসাধ্য',—এইরূপ অনুভব করিয়া যে ভোগ করা যায়, তাহা 'যথেষ্ট হইয়াছে' এইরূপ তৃপ্তির কারণ হয়, দেখা যায়, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, তৃষ্ণার উৎপাদক বলিয়া জ্ঞাত যে ভোগ, তাহা বিচারমাত্রের সহায়তা পাইলেই কি প্রকারে তৃপ্তির কারণ হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সহচরবিশেষের সঙ্গ পাইলে সাধারণ লোকেই, (স্বভাবব্যত্যয়ে) বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, দেখা যায়—"যেমন চোর বলিয়া পরিচিত" ইত্যাদি। এই ব্যক্তি চোর এইরূপ জানিয়া তাহার সঙ্গে বিদ্যমান পুরুষের পক্ষে সে চোর হয় না কিন্তু তাহার সহিত মিত্রতাই করে। ১৪৮

(শঙ্কা) ভাল, মন ত' কামনাস্বরস অর্থাৎ কামনায় অনুরাগ মনের স্বভাবগত ; তাহা হইলে মন কি প্রকারে স্বল্পভোগে তৃপ্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—নিদিধ্যাসন দ্বারা নিগৃহীত হইলে মন সেরূপ থাকে না বলিয়া স্বল্পভোগেই তাহার তৃপ্তি হয় :—

(চ) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই তৃপ্তি।

মনসো নিগৃহীতস্য লীলাভোগোঽল্পকোঽপি যঃ।
তমেবালব্ধবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাদ্বহু মন্যতে ॥ ১৪৯

অন্বয়—নিগৃহীতস্য মনসঃ অল্পকঃ অপি যঃ লীলাভোগঃ, ক্লিষ্টত্বাৎ অলব্ধবিস্তারম্ তম্ এব বহু মন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যোগাভ্যাসদ্বারা নিগৃহীত মনের, অল্পতর সঞ্চারের অনুভবরূপ যে ভোগ, তাহা ক্লেশদায়ক হয় বলিয়া, সেই ভোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না। সেইহেতু জ্ঞানিপুরুষ তাহাকে প্রভূত ভোগ বলিয়া মনে করেন। (এই প্রসঙ্গে পাতঞ্জল সূত্র ২।১৫—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"—দ্রষ্টব্য। ইহার অর্থ—(সমস্তই) "পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখের সহিত সংযুক্ত থাকায় এবং সুখ-দুঃখ-মোহরূপ গুণ-বৃত্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটে বলিয়া, সমস্তই বিবেকীর নিকট দুঃখরূপ।" এই সূত্রের "যোগমণিপ্রভা" টীকায় (পৃ ৫০) আছে—"যদি ভোগ সমাপ্ত হইলে, তাহার সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে তখন আর দুঃখের প্রবাহ চলে না ; কিন্তু সংস্কার থাকিয়াই যায়। এইরূপে ভোগসংস্কার দুঃখের উৎপাদক। বিচারশীল যোগী অক্ষিগোলকসদৃশ। এই সকল দুঃখ অক্ষিগোলকসদৃশ সুকুমার-চিত্ত যোগীকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে, কিন্তু কঠিনচিত্ত কর্ম্মিগণকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না" ইত্যাদি।) ১৪৯

নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই যে তৃপ্তি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ছ) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই তৃপ্তির দৃষ্টান্ত।

বন্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈরবদ্ধো নাক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে ॥১৫০

অন্বয়—বন্ধমুক্তঃ মহীপালঃ গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি। পরৈঃ অবদ্ধঃ ন আক্রান্তঃ রাষ্ট্রম্ ন বহু মন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—দেশাধিপতি রাজা রাজ্যাপহারী শত্রুকর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া পরে মুক্ত হইলে একখানি গ্রাম পাইলেই তুষ্ট হন ; কিন্তু যতদিন সেই রাজা রাজ্যাপহারী শত্রুদিগের কর্ত্তৃক আবদ্ধ বা আক্রান্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার (বিস্তৃত) রাজ্যকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। ১৫০

৩। ইচ্ছা-অনিচ্ছা-পরেচ্ছারূপ তিন প্রকার প্রারব্ধকর্ম্মের বর্ণন।

(শঙ্কা) ভাল, ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইয়াছে "যদি কখন প্রারব্ধকর্ম্মের প্রবলতা-বশতঃ জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়" ইত্যাদি, তাহা ত' যুক্তিবিরুদ্ধ, কেননা, ইচ্ছার বিরোধী বিবেকজ্ঞান থাকিতে সেইরূপ ইচ্ছার উৎপত্তি অসম্ভব :—

(ক) জ্ঞানীর দোষদৃষ্টি থাকিতে জ্ঞানীর দোষজনিত ইচ্ছার অসম্ভবতা-শঙ্কা।

বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে।
কথমারব্ধকর্ম্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি॥ ১৫১

অন্বয়—দোষদর্শনলক্ষণে বিবেকে জাগ্রতি সতি আরব্ধকর্ম্ম অপি ভোগেচ্ছাম্ কথম্ জনয়িষ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল বিষয়ে দোষদর্শন বিবেকের স্বভাব ; সেই বিবেক জাগ্রত থাকিতে, প্রারব্ধকর্ম্ম কি প্রকারে ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিবে ? ১৫১

এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে দোষদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও, ইচ্ছার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে, কেননা, প্রারব্ধ নানাপ্রকার :—

(খ) প্রারব্ধের ত্রৈবিধ্যের উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত শঙ্কার সমাধান।

নৈষ দোষো যতোঽনেকবিধং প্রারব্ধমীক্ষ্যতে।
ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥১৫২

অন্বয়—এষঃ দোষঃ ন যতঃ প্রারব্ধম্ অনেকবিধম্ ঈক্ষ্যতে, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা চ প্রারব্ধম্ ত্রিবিধম্ স্মৃতম্।

অনুবাদ—এইরূপ দোষ দেওয়া চলিবে না ; কেননা, প্রারব্ধ অনেক অর্থাৎ একাধিক প্রকারের দেখা যায় ; ইচ্ছা. অনিচ্ছা ও পরেচ্ছাভেদে প্রারব্ধ তিনপ্রকার।

টীকা—ইচ্ছার উৎপাদক প্রারব্ধ, ভোগের অনিচ্ছায় ভোগপ্রদ, এবং পরেচ্ছাবশতঃ ভোগপ্রদ—এই তিনপ্রকার প্রারব্ধ। ১৫২

ইচ্ছাজনক প্রারব্ধ দেখাইতেছেন :—

(গ) ইচ্ছোৎপাদক প্রারব্ধ-বর্ণন।

অপথ্যসেবিনশ্চোরা রাজদাররতা অপি।
জানন্ত ইব স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্ম্মতঃ॥ ১৫৩

অন্বয়—অপথ্যসেবিনঃ চোরাঃ, রাজদাররতাঃ অপি স্বানর্থম্ জানন্তঃ ইব আরব্ধ-কর্ম্মতঃ ইচ্ছন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—অপথ্য রোগের হেতু এবং এই কারণে জীবননাশক জানিয়াও, অপথ্যসেবী রোগী যে অপথ্যগ্রহণে ইচ্ছা করে, তাহার সেই ইচ্ছা প্রারব্ধজনিত। চোর লোকশাসন ও রাজশাসন জানিয়াও যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই ইচ্ছা প্রারব্ধজনিত। লম্পটের, শূলারোপণ ফল জানিয়াও রাজদারায় প্রবৃত্তি সেইরূপ। ১৫৩

(শঙ্কা) ভাল, অপথ্যসেবাদি যে প্রারব্ধের ফল, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই সকল ইচ্ছা অপরিহার্য্য :—

(ঘ) ইচ্ছোৎপাদক প্রারব্ধ ঈশ্বরদ্বারাও নিবার্য্য নহে।

ন চাত্রৈতদ্বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে।
যত ঈশ্বর এবাহ গীতায়ামর্জ্জুনং প্রতি॥ ১৫৪

অন্বয়—অত্র চ এতৎ ঈশ্বরেণ অপি বারয়িতুম্ ন শক্যতে, যতঃ ঈশ্বরঃ এব গীতায়াম্ অর্জ্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—এই সংসারে এই কুপথ্যেচ্ছাদি ঈশ্বরও নিবারণ করিতে পারেন না; (অন্যের কথা কি বলিব?) যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন :—

টীকা—"অত্র"—এই সংসারে, লোকে যে অপথ্যাদির ইচ্ছা করে, তাহার নিবারণ ঈশ্বরদ্বারাও অসাধ্য। প্রারব্ধের ফল যে অপথ্যাদির ইচ্ছা, তাহার নিবারণ ঈশ্বরেরও অসাধ্য, ইহা কি প্রকারে জানিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু ভগবান্" ইত্যাদি। ১৫৪

সেই গীতাবাক্য (৩।৩৩) পাঠ করিতেছেন :

(ঙ) উক্ত অর্থের গীতা-বচন পাঠ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?॥ ১৫৫

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে। ভূতানি প্রকৃতিম্ যান্তি: নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি?

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতির অর্থাৎ দেহসঙ্ঘটক প্রারব্ধ-কর্ম্মের অনুরূপ চেষ্টা করেন—কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন (অন্যের কথা আর কি বলিব) সকল প্রাণীই প্রারব্ধকর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রবৃত্তির নিরোধ (ভগবৎকৃত বা অন্যকৃত) কি করিতে পারে? (কিছুই করিতে পারে না।)

টীকা—"জ্ঞানবান্ অপি"—বিচারশীল ব্যক্তিও, "স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে"—নিজের প্রকৃতির অনুসারে চেষ্টা করিয়া থাকে। "প্রকৃতি" শব্দে বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার যাহা বর্ত্তমানাদি জন্মে অভিব্যক্ত হয়। "জ্ঞানবান্ অপি"—যখন তত্ত্বজ্ঞানীও পূর্ব্বসংস্কারানুসারে চেষ্টা করেন তখন মূর্খ যে পূর্ব্বসংস্কারানুসারে চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? এইহেতু "প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি"—সমস্ত প্রাণীই (পুরুষার্থভ্রংশের হেতু হইলেও) প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। "নিগ্রহঃ"—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিরোধ, আমাকর্ত্তৃক (ভগবান্ কর্ত্তৃক) অথবা অন্য জীবকর্ত্তৃক, কৃত হইলেও, "কিম্ করিষ্যতি"—কি করিতে পারে? কিছুই করিতে পারে না *। ১৫৫

---

* মধুসূদন গীতার টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন (৪।৪।২) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ"—উৎক্রমণকালেও আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্নই (জ্ঞান-

তীব্র প্রারব্ধের যে পরিহার নাই তদ্বিষয়ে অন্য শাস্ত্রীয়বচনের সহিত ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

(চ) তীব্র প্রারব্ধের অনিবার্য্যত্বে অন্যশাস্ত্রবচন প্রমাণ।

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ ॥ ১৫৬

অন্বয়—অবশ্যম্ভাবিভাবানাম্ প্রতীকারঃ যদি ভবেৎ, তদা নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ দুঃখৈঃ ন লিপ্যেরন্।

অনুবাদ ও টীকা—অবশ্যভবিতব্য প্রারব্ধফলের যদি প্রতীকারসম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে যথাক্রমে নল, রাম ও যুধিষ্ঠির দুঃখে পতিত হইতেন না অর্থাৎ নল এবং যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া যে ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং সর্ব্বস্বান্তকারক, এইরূপ দোষ জানিয়াও এবং রামচন্দ্র কনকমৃগ যে অসম্ভব, তাহা জানিয়াও সেই ক্রীড়ায় এবং মৃগগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন না। যেহেতু ইঁহারা সুবুদ্ধিমান্ হইয়াও দুঃখগ্রস্ত হইলেন, সেইহেতু প্রারব্ধফল অনিবার্য্য। এস্থলে অবশ্যম্ভাবিভাব শব্দে দুঃখাদিই বুঝিতে হইবে। ১৫৬

(শঙ্কা) ভাল, প্রারব্ধের পরিহার যদি অসম্ভব এবং ঈশ্বরও তাহার পরিহারে অসমর্থ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ত' অনীশ্বরতা সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) অপরিহার্য্য প্রারব্ধপরিহারে অসমর্থ হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব সম্ভাবনা।

ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা ॥ ১৫৭

অন্বয়—তাবতা চ ঈশস্য ঈশ্বরত্বম্ ন হীয়তে, যতঃ এষাম্ অবশ্যম্ভাবিতা অপি ঈশ্বরেণ এব নির্ম্মিতা।

অনুবাদ—তদ্দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর সেই প্রারব্ধফলের পরিহার না করিলে, ঈশ্বরের ঐশ্বরী শক্তিমত্তার হানি হইল, বুঝিতে হইবে না, কেননা, দুঃখাদিরূপ প্রারব্ধফলের অবশ্যম্ভাবিত্বের বিধানও তিনিই করিয়াছেন।

টীকা—তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তারূপ ঈশ্বরতার হানি হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা" ইত্যাদি। যেহেতু এই দুঃখাদির অবশ্যম্ভাবিতাও ঈশ্বরকর্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু নিবারণ না হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরতার সম্ভাবনা নাই। ইহাই অভিপ্রায়। ১৫৭

এই প্রকারে ইচ্ছা-প্রারব্ধের সবিস্তর বর্ণন করিয়া অনিচ্ছা-প্রারব্ধের বর্ণন আরম্ভ করিতেছেন :—

বাসনাযুক্তই) থাকে এবং সেই বিজ্ঞানসহকারে পরলোকে প্রস্থান করে। তখন তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম্ম এবং প্রাক্তন সংস্কারও অনুসরণ করিয়া থাকে এবং "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ"—(ব্রহ্মসূত্রে ভাষ্যকাররচিত উপোদ্ঘাত) (ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও পশুদিগের হইতে ভিন্ন নহে) এই ন্যায়ানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীরও সাধারণ জীবের ন্যায় প্রবৃত্তির অনুবর্তন, প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(ঙ) অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বর্ণনার প্রারম্ভ।

প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতদ্গম্যতেঽর্জ্জুনকৃষ্ণয়োঃ।
অনিচ্ছাপূর্ব্বকঞ্চাস্তি প্রারব্ধমিতি তচ্ছৃণু॥ ১৫৮

অন্বয়—চ (তথা) অনিচ্ছাপূর্ব্বকম্ প্রারব্ধম্ অস্তি ইতি এতৎ অর্জ্জুনকৃষ্ণয়োঃ প্রশ্নোত্তরাভ্যাম্ এব (অব-) গম্যতে, তৎ শৃণু।

অনুবাদ—অনিচ্ছাপূর্ব্বকও যে প্রারব্ধভোগ হয় তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায়; তাহা শ্রবণ কর।

টীকা—সেই প্রশ্নোত্তর হইতে যাহা জানা যায়, সেই অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বলিবার জন্য শিষ্যকে অভিমুখ করিতেছেন—"তাহা শ্রবণ কর"—এই বলিয়া। ১৫৮

সেই অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বিষয়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন (গীতা ৩।৩৬) প্রথমে দেখাইতেছেন :—

(য) অনিচ্ছাপ্রারব্ধবিষয়ে অর্জ্জুনপ্রশ্নরূপ গীতাবাক্য।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ১৫৯

অন্বয়—অথ বার্ষ্ণেয়, অয়ম্ পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপম্ চরতি ?

অনুবাদ—হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব (কৃপাপূর্ব্বক আমার মাতামহকুলে অবতীর্ণ) তুমি, (বার্ষ্ণেয়ীপুত্র বা কুন্তীসুত) আমাকে বল, এই মনুষ্য কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইচ্ছা না করিলেও, (রাজাকর্ত্তৃক প্রেরিত ভৃত্যের ন্যায়) বলপূর্ব্বক প্রেরিত অর্থাৎ বাধ্য, হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ?

টীকা—হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি বা যদুর বংশে আবির্ভূত !) "অয়ম্ পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ"—তোমার মতানুবর্ত্তী পুরুষ বিবেকবলে কামক্রোধাদি নিরোধ করিতে প্রবৃত্ত, সকল জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াই যেন, প্রেরিত (বাধ্য) হইয়া, "অনিচ্ছন্ অপি"—ইচ্ছা না থাকিলেও "বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব" —রাজাকর্ত্তৃক যেন আদিষ্ট (অর্থাৎ বাধ্য) হইয়া, পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ? ১৫৯

এই প্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত উত্তর (গীতা ৩।৩৭) বলিতেছেন :—

(র) শ্রীকৃষ্ণের উত্তররূপ গীতাবাক্য।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ১৬০

অন্বয়—রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ, (রজোগুণসমুদ্ভবঃ) এষঃ ক্রোধঃ, মহাপাপ্মা মহাশনঃ ; ইহ এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—এই পুরুষ-প্রেরককে কাম বা ক্রোধ বলিয়া জানিবে ; ইহা রজোগুণ হইতেই উৎপন্ন হয়; ইহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না। ইহাদিগকে এই সংসারে মহাপাপস্বরূপ প্রবলশত্রু বলিয়া জানিবে।

টীকা—"এষঃ"—পুরুষের এই প্রেরক, "রজোগুণসমুদ্ভবঃ কামঃ"—রজোগুণ হইতেই উৎপত্তি যাহার, এইরূপ ইচ্ছাবিশেষরূপ 'কাম'। এই সর্ব্বজনবিদিত কাম কখন কখন অর্থাৎ কোনও কারণবশতঃ প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়, সেইহেতু তাহা ক্রোধরূপ। সেই কাম আবার কি প্রকার? "মহাশনঃ"—বিষয়সমূহরূপ ভোগ্যজাত যাহার অপর্য্যাপ্ত ভোজন অর্থাৎ যাহা দুষ্পূর, এবং "মহাপাপ্মা"—মহৎ পাপের হেতু বলিয়া উপচারক্রমে মহাপাপস্বরূপ; এইহেতু "ইহ"—এই সংসারে, "এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি"—এই কামকেই শত্রু বলিয়া জানিও। এস্থলে অভিপ্রায় এই—প্রারব্ধবশে রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই রজোগুণের কার্য্যরূপ কাম ও ক্রোধ এই দুইটির কোন একটি পুরুষের প্রবর্ত্তক হয় বলিয়া ইচ্ছা আরম্ভ হয়। (মধুসূদন)—শ্রীভগবানের এই উত্তর শ্রুতিসিদ্ধ। [বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে, পুরুষকে কামময় বলা হইয়াছে, (১।৪।১৭) এবং আত্মার জায়া প্রজা ও বিত্তের কামনা বর্ণিত হইয়াছে,—৪।৪।৫] হে অর্জ্জুন, তুমি যে কারণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ—যাহা বলপূর্ব্বক অনর্থমার্গে প্রবৃত্ত করে, সে হইতেছে মহাশত্রু কাম, যাহা জীবের সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তির কারণ। ভাল, দেখা যায় ক্রোধও ত' লোককে অভিচারাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে? এই শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ক্রোধও এই কামই, কেননা, এই কাম কোনও কারণবশতঃ প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই শত্রুর নিবারণ করিতে পারিলেই, সকল পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে। তাহার নিবারণের উপায় কি, তাহা জানাইবার জন্য তাহার কারণ বলিতেছেন—"রজোগুণসমুদ্ভবঃ"—দুঃখ-প্রবৃত্তি-বলস্বরূপ রজোগুণই তাহার সমুদ্ভব বা কারণ। আর কারণের অনুবিধায়ী বলিয়া, কার্য্যও তদ্রূপ। যদ্যপি তমোগুণও তাহার কারণ, তথাপি দুঃখে এবং প্রবৃত্তিতে রজোগুণেরই প্রাধান্য বলিয়া রজোগুণেরই উল্লেখ করা হইল। ইহার দ্বারা বলা হইল যে সাত্ত্বিক বৃত্তিদ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে, সেই কামেরও ক্ষয় হয়। অথবা সেই কাম কি প্রকারে অনর্থমার্গে প্রবর্ত্তক হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই কাম "রজোগুণসমুদ্ভবঃ"—প্রবৃত্ত্যাদিরূপ রজোগুণের উৎপত্তির কারণ; বিষয়াভিলাষস্বরূপ কামই নিজে আবির্ভূত হইয়া রজোগুণের প্রেরক (উৎপাদক) হইয়া পুরুষকে দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে; সেইহেতু তাহার বিনাশ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই অভিপ্রায়। সেই শত্রুকে 'দান'দ্বারা (বিষয়রূপ ভোগপ্রদানদ্বারা) শান্ত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কেননা, তাহা "মহাশনঃ"—দুষ্পূরণীয়; 'সাম ও ভেদ'দ্বারা তাহার দমন অসম্ভব, যেহেতু মহাপাপ্মা—অত্যুগ্র, সেইহেতু যে অনিষ্ট ফল আনে, তাহাকেও পাপে প্রেরিত করে। এইহেতু 'দণ্ড'ই একমাত্র নিধনোপায় ইত্যাদি। ১৬০

(শঙ্কা) ভাল, এই গীতাবাক্যে রাগদ্বেষ যে কামক্রোধ, তাহারাই পুরুষের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতীত হইতেছে—অনিচ্ছাপ্রারব্ধকে ত' পুরুষপ্রবর্ত্তক বলিয়া বুঝা যাইতেছে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই অনিচ্ছা-প্রারব্ধ, যে-গীতাবাক্যে প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই গীতাবাক্য (১৮।৬০) পাঠ করিতেছেন :—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥১৬১

অন্বয়—হে কৌন্তেয়, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ যৎ কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি, তৎ অপি মোহাৎ অবশঃ করিষ্যতি।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, তুমি আপনার ক্ষত্রিয়স্বভাবজনিত শৌর্য্যাদিবাত্মক নিজ প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা বশীকৃত থাকিয়া যে (বন্ধুবধাদিনিমিত্ত) যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, সেই কর্ম্ম তোমাকে মোহবশতঃ অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরবশ হইয়া, করিতেই হইবে।

টীকা—হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, "স্বেন কর্ম্মণা"—আপনার দ্বারাই (পূর্ব্বে) অনুষ্ঠিত এইহেতু স্বকীয় প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা "নিবদ্ধঃ" (সন্)—বশীকৃত হইয়া, "যৎ কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি"—যে যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা করিতেছ, "তৎ অপি মোহাৎ অবশঃ (সন্) করিষ্যসি"—সেই কর্ম্মও তুমি অবিবেকবশতঃ (বিচারে পরাঙ্মুখ থাকিয়া) পরবশ হইয়া করিবে। এইহেতু অনিচ্ছা-প্রারব্ধ আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। [শ্রীধর ও মধুসূদন—'মোহাৎ' এই শব্দের অন্বয়—'কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি'—ইহার সহিত ধরিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের অনুবর্ত্তী হইয়া, 'মোহাৎ' শব্দের "অবিবেকতঃ"—বিচার না করিয়া, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মধুসূদন ইহার অর্থ করিয়াছেন—"যেমনটি ইচ্ছা করিব, তেমনটিই করিব, এইরূপ ভ্রমবশতঃ"।]* ১৬১

---

* সকল জীবেরই প্রারব্ধকর্ম্ম তিনপ্রকার—(১) স্বেচ্ছাদ্বারা ফলদ, (২) পরেচ্ছাদ্বারা ফলদ এবং (৩) অনিচ্ছাসত্ত্বেও (অর্থাৎ ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়া) ফলদ,—একথা পূর্ব্বে ১৫২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ জীবের প্রযত্ন বিনা জীবকে ফলপ্রদানে অক্ষম বলিয়া তাহা যে প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। সেইরূপ পরেচ্ছাপ্রারব্ধে এবং অনিচ্ছাপ্রারব্ধে নিজ নিজ ফলপ্রদানের জন্য যথাক্রমে পরপ্রযত্নাপেক্ষার এবং সত্যসঙ্কল্পরূপ পরমেশ্বরের প্রযত্নের অপেক্ষা আছে। পঞ্চদশীকার (সম্ভবতঃ পঞ্চদশী রচনার পরে) স্বরচিত "অনুভূতি-প্রকাশ" গ্রন্থে 'সনৎকুমারবিদ্যা' নামক চতুর্থাধ্যায়ে ৭৪ হইতে ৭৮ শ্লোকে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭।২৫।২ কণ্ডিকার অন্তর্গত "আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ" এই পদচতুষ্টয়দ্বারা সূচিত প্রারব্ধভোগী জীবন্মুক্তের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"সুখদুঃখপ্রদারব্ধকর্ম্মবেগশ্চতুর্বিধঃ। তীব্রমধ্যৌ মন্দসুপ্তৌ চেতি তস্য বিধা মতাঃ॥" ৭৪—সুখদুঃখপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ, তীব্র, মধ্য, মন্দ ও সুপ্তভেদে চারিপ্রকার বলিয়া পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। "তীব্রবেগে স পশ্বাদিতুল্যো নাত্মানমীক্ষতে। আত্মনি প্রীতিরস্তীতি ভবেদাত্মরতিস্তদা॥" ৭৫—তীব্রবেগপ্রারব্ধভোগে জীবন্মুক্ত পশু-প্রভৃতির সদৃশ হইয়া গিয়া আত্মাকে দেখিতে পান না, (বিস্মৃত হইয়া যান)। আত্মায় তাঁহার প্রীতি (মগ্নভাবে) থাকে, এইজন্য তখন তাঁহাকে "আত্মরতি" বলা যায়। স্বেচ্ছাতীব্র প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত (বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত ৪ অংশ ২ অধ্যায়) সৌভরিমুনি; ইনি বহুকাল জলমধ্যে সমাহিত থাকিয়া মৎস্যের শাবকগণসহিত ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়া আত্মপ্রীতি বিস্মৃত হইয়া মান্ধাতার ৫০টি কন্যা বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত বিলাসরত হইয়া রহিলেন। পরেচ্ছাতীব্র প্রারব্ধভোগের দৃষ্টান্ত চন্দ্র; (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ৯ম অঃ অথবা কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮০, ৮১ অঃ) ইনি গুরুর অভিসম্পাতে পড়িয়া ক্ষয়গ্রস্ত হইলেন এবং তদনন্তর গুরুর প্রসাদে বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাইয়া কৃষ্ণপক্ষে এবং শুক্লপক্ষে যথাক্রমে ক্ষয় ও উপচয় লাভ করেন। অনিচ্ছাতীব্রের দৃষ্টান্ত—মাণ্ডব্য (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৭-১০৮ অধ্যায়)। ইনি সমাহিতাবস্থায় শূলে আরোপিত হন এবং ব্যুত্থানে দুঃখাদিপ্রদ প্রারব্ধ অনুভব করেন। স্বেচ্ছাসুপ্তপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত ঋষভদেব (বিষ্ণুভাগবত ৫।২৩।২৭) যাঁহার কোনও কালে নির্ব্বিকল্পসমাধির বিঘ্ন হয় নাই। "মধ্যবেগে তু ভোগানাং প্রাধান্যং স যদা তদা। কৃত্বাবকাশমাত্মানং বদন্ ক্রীড়তি বালবৎ॥" ৭৬—যখন জীবন্মুক্তের চিত্তে ভোগ প্রাধান্যলাভ করে তখন তিনি আত্মচিন্তার অবকাশ করিয়া (অথবা 'আত্মাকে অবসরপ্রকাশ'

এক্ষণে পরেচ্ছাপ্রারব্ধ যে আছে, তাহাই বলিতেছেন :—

(ট) পরেচ্ছা প্রারব্ধবর্ণন।

নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ।
সুখদুঃখে ভজন্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকর্ম্ম হি ॥ ১৬২

অন্বয়—অনিচ্ছন্তঃ ন, চ ইচ্ছন্তঃ ন, পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ সুখদুঃখে ভজন্তি; এতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকর্ম্ম হি।

অনুবাদ—যখন সুখদুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই,-কেবল অপরের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রীতির জন্য সুখদুঃখ ভোগ করে, তখন তাহাকে পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ বলে।

রাখিয়া) আত্মবিষয়ক কথা কহিতে কহিতে বালকের ন্যায় ক্রীড়া করেন, তখন সেই অবস্থায় তাঁহার নাম মধ্যবেগপ্রারব্ধভোগী। (অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মস্ফুরণ হইতে থাকে এইহেতু তিনি আত্মক্রীড়। স্বেচ্ছামধ্যপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত অগাতশত্রু (বিষ্ণুভাগবত ১১।১৩।১১, ১১।১।৫) যিনি রাজ্যাভিষিক্ত থাকিয়া রাজভোগ করিতে করিতে অবকাশক্রমে চৈতন্যস্মরণ করিতেন। পরেচ্ছামধ্যের দৃষ্টান্ত রাজা শিখিধ্বজ (বাশিষ্ঠরামায়ণ, নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ ৭৭ হইতে ১১০ অধ্যায়)। ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পরেও রাজ্ঞী চূড়ালার ইচ্ছাক্রমে সুখাদিপ্রদ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। অনিচ্ছামধ্যের দৃষ্টান্ত ভগীরথ (বাশিষ্ঠরামায়ণ, নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ ৭৪ হইতে ৭৬ অধ্যায়)—ইঁহাকে স্বেচ্ছানুক্ত শ্বেতহস্তী মাল্যপ্রদান করিয়া অপরের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিল। "মন্দবেগে তিরস্কৃত্য ভোগান্ প্রাপ্নোতি চিত্তকম্। ধিয়াত্মানং স্বন্সুখং প্রাপ্নোতি মিথুনে যথা ॥" ১৭—মন্দবেগপ্রারব্ধে জীবন্মুক্ত ভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বল্প পরিমাণে চিত্তে আত্মচিন্তা করিতে করিতে সুখানুভব করেন; স্ত্রীপুরুষ যেমন পরস্পর সংসর্গে সুখানুভব করে, তিনি "স্ব"নিরপেক্ষ হইয়া—মিথুনের সুখ অনুভব করেন। স্বেচ্ছামন্দপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত - কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, করভাজন এই নব ঋষভপুত্র। ইঁহারা সর্ব্বজনবিদিত যোগী রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানসুখনিরত ছিলেন (বিষ্ণুভাগবত ১১।২।২০)। পরেচ্ছামন্দপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত - ধ্রুব যাঁহার নারদেচ্ছাক্রমে হরিদর্শনজনিত আত্মসুখস্মৃতি লাভ হইয়াছিল। (বিষ্ণুভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়)। অনিচ্ছামন্দপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত বামদেবাদি—যাঁহাদের গর্ভবাসকালেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল। (ঐতরেয় উপনিষৎ ৪।৫)। "সুপ্তবেগেঽতিনির্ব্বিন্নো নির্ব্বিকল্পসমাধিতাক্। আত্মানন্দাবশেষঃ সন্নাস্তে মুক্তবদ্বয়ঃ ॥" ১৮ পরেচ্ছাসুপ্ত প্রারব্ধভোগের দৃষ্টান্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত। অগস্ত্যমুনির ইচ্ছায় ইঁহার প্রারব্ধভোগ স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। (কাশীখণ্ড দ্রষ্টব্য) অনিচ্ছাসুপ্ত প্রারব্ধভোগের দৃষ্টান্ত পৃথ্বী। জন্মকাল হইতেই ইঁহার প্রারব্ধভোগ সুপ্ত। দেবতা বলিয়া ইঁহার তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যাদিসিদ্ধ।

সুপ্তবেগপ্রারব্ধে—জীবন্মুক্ত একেবারে বিরহীন হইয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিসুখ অনুভব করেন। আত্মানন্দমাত্রই তাঁহার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তিনি বিদেহমুক্তের ন্যায় দ্বৈতহীন হইয়া অবস্থান করেন।

তীব্রাদি এই চারিপ্রকার প্রারব্ধবেগ বিষয়সুখভোগের গাঢ়তার বিলোমানুপাতে (inverse proportion) আত্মসুখানুভব ঘটে অর্থাৎ তীব্রবেগে, "আত্মরতি" যাহা বিক্ষেপত বিষয়কার্য্য-ব্যাপৃত নায়কের নায়িকাবিষয়ক স্মৃতির ন্যায়। মধ্যবেগে "আত্মক্রীড়া" যাহা বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত নায়কের মধ্যে মধ্যে বসনভূষণাদির দ্বারা নায়িকার পরিতর্পণসুখসদৃশ; মন্দবেগে "আত্মমিথুন" যাহা নায়কের বিষয়কার্য্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নায়িকার সঙ্গলাভসদৃশ; সুপ্তবেগে, "আত্মানন্দ" যাহা সর্ব্ববিষয়চিন্তাবিনির্মুক্ত নায়কের নায়িকাসম্ভোগসুখলাভসদৃশ। এই বহুবিধ প্রারব্ধের প্রকার, পূর্ব্বে নির্ণয় হইলেও ইহাদের বেগ স্ব স্ব ভোগদ্বারাই নির্ণেয়; ভোগের পূর্ব্বে অনুমেয় নহে বলিয়া ব্যবহারে এই প্রারব্ধজ্ঞানদ্বারা লৌকিক উপকার লাভ করা যায় না, কেবল নিবৃত্তিমার্গেই ভোগদ্বারা এই প্রারব্ধবেগানুমান নিবৃত্তির ও শান্তিলাভের সহায়তা করে

টীকা—"অনিচ্ছন্তঃ (অপি) ন (ভজন্তি), ইচ্ছন্তঃ (অপি) ন (ভজন্তি)"—যখন অনিচ্ছা-পূর্ব্বকও সুখদুঃখ ভোগ করে না, ইচ্ছাপূর্ব্বকও সুখদুঃখ ভোগ করে না কিন্তু "পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ"—অপরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া, তাহার প্রীতিসম্পাদনের জন্য সুখদুঃখ ভোগ করে, তখন "এতৎ"—যাহা এই সুখদুঃখাদির হেতুভূত, তাহা পরেচ্ছাপূর্ব্বক প্রারব্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহাই অর্থ। এইহেতু জ্ঞানীর বিষয়ে দোষদৃষ্টি থাকিলেও প্রারব্ধ অনিবার্য্য বলিয়া, সেই প্রারব্ধের যে ইচ্ছাজনকতা তাহার নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১৬২

৪। জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছা সম্ভব বলিয়া ভোগ করিয়াও বাসনাভাব।

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছা মানিলে, "কোন্ ভোগের ইচ্ছা" করিয়া ইত্যাদি অর্থের শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানীর ইচ্ছা অঙ্গীকার করিলে "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির সহিত বিরোধাশঙ্কা; দৃষ্টান্ত সহিত সমাধান।

কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিত্যেবমিচ্ছা নিষিধ্যতে।
নেচ্ছানিষেধঃ কিন্ত্বিচ্ছাবাধো ভর্জ্জিতবীজবৎ ॥ ১৬৩

অন্বয়—তর্হি কিমিচ্ছন্ ইতি কথম্ এবম্ নিষিধ্যতে ? (উত্তর) ইচ্ছানিষেধঃ ন, কিন্তু ইচ্ছাবাধঃ ; ভর্জ্জিতবীজবৎ।

অনুবাদ—(যদি তত্ত্বজ্ঞানীরও ইচ্ছা হয়, মানা যায়) তবে "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনাংশদ্বারা ইচ্ছার এইরূপে নিষেধ করা হইল কেন ? (এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে—) তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার একেবারে নিষেধ করা হয় নাই, কিন্তু ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় বাধমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

টীকা—জ্ঞানীর যখন প্রারব্ধবশতঃ ইচ্ছার অঙ্গীকার করা হইল, তখন "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবাক্যদ্বারা কি প্রকারে ইচ্ছার অভাব সূচিত হইল ? ইহাই অর্থ। (উত্তর) ইহার দ্বারা ইচ্ছার অভাব কথিত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছা থাকিতেও সেই ইচ্ছা, সমর্থ প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে না, ইহাই বুঝান হইতেছে—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার একেবারে নিষেধ করা হয় নাই" ইত্যাদি। ইচ্ছা স্বরূপতঃ থাকিলেও, তাহার সামর্থ্যরাহিত্যবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'ভর্জ্জিত বীজের ন্যায়'। ১৬৩

এইরূপে সংক্ষেপে উক্ত এই তত্ত্বই সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন :—

ভর্জ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণি চ।
বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যাসত্ত্ববোধান্ন কার্য্যকৃৎ ॥ ১৬৪

অন্বয়—ভর্জ্জিতানি তু বীজানি অকার্য্যকরাণি চ সন্তি ; তথা বিদ্বদিচ্ছা ইষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ কার্য্যকৃৎ ন।

অনুবাদ—যেমন কোনও বীজ অগ্নিদ্বারা ভর্জ্জিত হইলে অকার্য্যকর অর্থাৎ

অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছা বাধিতবিষয়ের অসত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাত্ববোধবশতঃ পাপপুণ্যরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে অসমর্থ হয়।

টীকা—যেমন "ভর্জ্জিতানি তু বীজানি"—ভাজা বীজ নিজে স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও অঙ্কুরাদি কার্য্যোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তথা "বিদ্বদিচ্ছা"—জ্ঞানীর ইচ্ছা স্বয়ং বিদ্যমান থাকিলেও "ইষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ"—ইচ্ছার বিষয়রূপ পদার্থের অসত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায়, "ন কার্য্যকৃৎ"—ব্যসনাদিরূপ কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ১৬৪

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর ইচ্ছার যখন ফলাভাব, তখন সেই ইচ্ছাই নাই, মানিতে হইবে। এইরূপ, আশঙ্কায় বলিতেছেন—'ফলাভাব' এই কথা সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা, জ্ঞানীর ইচ্ছার ভোগরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়; এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছাও ভোগফলপ্রদ, দৃষ্টান্ত।

দগ্ধবীজমরোহেঽপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে।
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগং কুর্য্যান্ন ব্যসনং বহু॥ ১৬৫

অন্বয়—দগ্ধবীজম্ অরোহে অপি ভক্ষণায় উপযুজ্যতে; বিদ্বদিচ্ছা অপি অল্পভোগম্ কুর্য্যাৎ, বহু ব্যসনম্ ন।

অনুবাদ—যেমন ভর্জ্জিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম না হইলেও তাহা ভক্ষণাদি কোনও কার্য্যের উপযোগী হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছাও অল্পভোগের উৎপাদক হয়; সেই ইচ্ছা বহু প্রকারের ব্যসন উৎপাদন করে না।

টীকা—"দগ্ধম্"—অর্থাৎ ভর্জ্জিত। "ব্যসনম্"—'ব্যসনম্ বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজ-কোপজে'—(অমরকোষ, নানার্থবর্গ)—আসক্তির বিষয়ের এবং সুখনিদান বস্তুর বিয়োগ সম্ভাবনা-জনিত দুঃখকে 'বিপদ' বলে; 'ভ্রংশ' বলিতে বিনাশ বা পতন; 'কামজদোষ' বলিতে মৃগয়া, দিবানিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, পরদারাসক্তি, নৃত্য-গীত, বৃথা ভ্রমণ, মাদকসেবন ইত্যাদি। 'কোপজ-দোষ' বলিতে- দুষ্টকর্ম্ম, সাহস (বিনা বিচারে পরপীড়ন), দুঃখপ্রদান, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, কাপট্য, বাক্‌পারুষ্য, অভীষ্টবিনাশ। ১৬৫

(শঙ্কা) ভাল, প্রারব্ধকর্ম্মই ভোগদ্বারা ব্যসনোৎপাদন করিবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগে নষ্ট হইয়া ব্যসনোৎপাদন করে না। অজ্ঞানীর ব্যসনোৎপত্তির কারণ।

ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম হীয়তে।
ভোক্তৃব্যসত্যতাভ্রান্ত্যা ব্যসনং তত্র জায়তে॥ ১৬৬

অন্বয়—(জ্ঞানিনঃ) প্রারব্ধম্ কর্ম্ম ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ হীয়তে; (অজ্ঞানিনঃ) ভোক্তৃব্য-সত্যতাভ্রান্ত্যা তত্র ব্যসনম্ জায়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারা চরিতার্থ হয় বলিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত

হয় এবং অজ্ঞানীর ভোগ্যবিষয়ে সত্যতাভ্রান্তিবশতঃ, সেই বিষয়ে ব্যসন উৎপন্ন হয়।

টীকা—প্রারব্ধকর্ম্ম কেবল ভোগেরই হেতু বলিয়া তাহা ব্যসন উৎপাদন করিতে পারে না; ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে ব্যসনের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অজ্ঞানীর ভোগ্যবিষয়ে' ইত্যাদি। "তত্র"—অর্থাৎ সেই বিষয়ে। ১৬৬

ব্যসনের হেতুভূত ভ্রমের স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

(ঘ) ব্যসনের কারণ—ভোগে সত্যতাভ্রমের স্বরূপ।

মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো বর্দ্ধতামুত্তরোত্তরম্।
মা বিঘ্নাঃ প্রতিবধ্নন্তু ধন্যোঽস্ম্যস্মাদিতি ভ্রমঃ ॥১৬৭

অন্বয়—অয়ম্ ভোগঃ মা বিনশ্যতু, উত্তরোত্তরম্ বর্দ্ধতাম্, বিঘ্নাঃ মা প্রতিবধ্নন্তু, অস্মাৎ ধন্যঃ অস্মি ইতি ভ্রমঃ।

অনুবাদ—আমার এই ভোগ যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়; এই ভোগ যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে; কোনও বিঘ্ন যেন ইহার প্রতিবন্ধক ঘটাইতে না পারে; তাহা হইলেই আমি ধন্য। ইহাই সেই ভ্রমের স্বরূপ।

টীকা—"অস্মাৎ ধন্যঃ অস্মি"—এই ভোগ হইতেই আমি ধন্য বা কৃতার্থ হইতেছি। "ইতি ভ্রমঃ"—অজ্ঞানীর ভ্রম এই আকারই ধারণ করে। সেই ভ্রম হইতেই ব্যসনের উৎপত্তি, ইহাই অর্থ। ১৬৭

প্রসঙ্গক্রমে ব্যসনের হেতুভূত এই ভ্রমের নিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত ভ্রমের নিবৃত্তির উপায়।

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়ং বোধো ভ্রমনিবর্ত্তকঃ ॥ ১৬৮

অন্বয়—যৎ অভাবি তৎ ভাবি ন, ভাবি চেৎ তৎ অন্যথা ন ইতি চিন্তাবিষঘ্নঃ অয়ম্ বোধঃ ভ্রমনিবর্ত্তকঃ।

অনুবাদ—(প্রারব্ধ ফল) যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবে না, যদি হইবার হয়, তবে হইবেই, তাহার অন্যথা হইবে না; এইরূপ জ্ঞান চিন্তা-বিষনাশক; এই জ্ঞানদ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়।

টীকা—"যৎ অভাবি"—যাহা হইবার অযোগ্য, "তৎ ভাবি ন"—তাহা কখনই হইবে না, "ভাবি চেৎ"—যাহা হইবার যোগ্য, "তৎ অন্যথা ন"—তাহার অন্যথা হইবে না অর্থাৎ হইবেই। "ইতি চিন্তাবিষঘ্নঃ"—এইরূপ জ্ঞান,—'আমার এইরূপ ভাগ্যোদয় কবে হইবে?' 'এই অনিষ্ট কবে ঘুচিবে?'—ইত্যাদিরূপ চিন্তাই বিষের ন্যায় নিজসংসর্গ-প্রাপ্ত (সংক্রামিত) পুরুষের বিনাশের হেতু বলিয়া, বিষ—এই চিন্তাবিষকে বিনাশ করে বলিয়া এই জ্ঞান চিন্তাবিষঘ্ন। এইরূপ যে "বোধঃ"—জ্ঞান, "সঃ অয়ম্ ভ্রমনিবর্ত্তকঃ"—পূর্ব্বোক্ত ভ্রমের নিবৃত্তিকারক, ইহাই অর্থ। ১৬৮

ভাল, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী তুল্যরূপে ভোগী হইলেও, অজ্ঞানীর ব্যসন, এবং জ্ঞানীর ব্যসনাভাব—ইহার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, একে ভ্রান্তিজ্ঞান, অপরে ভ্রান্তিজ্ঞানাভাববশতঃ ব্যসনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিরূপ ভেদ সিদ্ধ হয়; ইহাই বলিতেছেন:—

চ) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর ভোগ তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানীর ব্যসনাভাবের ও অজ্ঞানীর ব্যসনের কারণ।

সমেঽপি ভোগে ব্যসনং ভ্রান্তো গচ্ছেন্ন বুদ্ধবান্।
অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাদ্ভ্রান্তস্য ব্যসনং বহু ॥ ১৬৯

অন্বয়—ভোগে সমে অপি ভ্রান্তঃ ব্যসনম্ গচ্ছেৎ, বুদ্ধবান্ ন। অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাৎ ভ্রান্তস্য বহু ব্যসনম্ (ভবতি)।

অনুবাদ—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উভয়ের বিষয়ভোগ সমান হইলেও, অজ্ঞানী ভ্রান্ত বলিয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হয় আর যিনি জ্ঞানবান্, তিনি ব্যসনপ্রাপ্ত হন না। অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থের সঙ্কল্প করিয়া ভ্রান্ত অজ্ঞানী বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করে।

টীকা—"বুদ্ধবান্"—যিনি তত্ত্ব বুঝিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী। ভাল, ভ্রান্তি কি প্রকারে ব্যসনের হেতু হয়? এইহেতু বলিতেছেন—"অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থের" ইত্যাদি। ১৬৯

বিবেকী ব্যক্তির কিহেতু ব্যসন ঘটে না, তাহাই বলিতেছেন:—

মায়াময়ত্বং ভোগস্য বুধ্বাস্থামুপসংহরন্।
ভুঞ্জানোঽপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ ॥ ১৭০

অন্বয়—ভোগস্য মায়াময়ত্বম্ বুধ্বা আস্থাম্ উপসংহরন্ ভুঞ্জানঃ অপি সঙ্কল্পম্ ন কুরুতে; ব্যসনম্ কুতঃ?

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানী ভোগকে মায়াময় বা মিথ্যারূপ বলিয়া জানিয়া তাহাতে আস্থার অর্থাৎ আসক্তির সঙ্কোচ করিয়া ভোগ করেন; তথাপি অসম্ভব বা অযোগ্য অর্থের চিন্তন করেন না। এইহেতু কি কারণে তাঁহার ব্যসন ঘটিবে? ১৭০

(শঙ্কা) ভাল, ভোগের মায়াময়ত্বের জ্ঞান থাকিতেও ভোগ ত' তাৎকালিক সুখের হেতু হয়; তাহা হইলে অবস্থার সঙ্কোচ কেন হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অনেক প্রকারের দোষদর্শনহেতু আস্থার সঙ্কোচ হয়:—

(ছ) সর্বদোষদর্শন-হেতু সুখদায়ক ভোগেও আস্থার বিরতি।

স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকম্।
দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি? ॥ ১৭১

অন্বয়—স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশম্ অচিন্ত্যরচনাত্মকম্ দৃষ্টনষ্টম্ জগৎ পশ্যন্ তত্র কথম্ অনুরজ্যতি?

অনুবাদ ও টীকা—জগৎ স্বপ্নের বা ইন্দ্রজালের সদৃশ অচিন্ত্যরচনারূপ বা অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ এবং দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হয়। জগৎকে এইরূপ অনুভব করিয়া জ্ঞানী কি প্রকারে তাহাতে আসক্ত হইবেন?। ১৭১

(শঙ্কা) ভাল, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের সহিত সাদৃশ্যাদির জ্ঞান হইলে, আসক্তির ভাব থাকিবে না বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নাদির সহিত সাদৃশ্যজ্ঞান হইবে কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে দুই শ্লোকে বলিতেছেন যে, জাগ্রৎকালে অনুভূত জগতের সহিত স্বপ্নকালীন অনুভূত জগতের সাদৃশ্যানুভব উৎপাদন করিবার উপায় এই :—

(ঙ) ভোগে আসক্তিহীন হইবার উপায়।

স্বস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্নুভাবনুদিনং মুহুঃ॥ ১৭২

অন্বয়—স্বস্বপ্নম্ আপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা স্বজাগরম পশ্যন্ উভৌ অপ্রমত্তঃ সন্ অনুদিনম্ মুহুঃ চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—নিজ স্বপ্নকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং নিজ জাগরণ অনুভব করিয়া, প্রমাদরহিত হইয়া, নিজ স্বপ্ন ও জাগরণ (উভয়েই তুল্যরূপ কি না) প্রতিদিন বার বার চিন্তা করিবে। দেখিবে যে জাগরণ স্বপ্নেরই তুল্য। ১৭২

চিরং তয়োঃ সর্ব্বসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে।
সত্যত্ববুদ্ধিং সন্ত্যজ্য নানুরজ্যতি পূর্ব্ববৎ॥ ১৭৩

অন্বয়—তয়োঃ সর্ব্বসাম্যম্ চিরম্ অনুসন্ধায়, জাগরে সত্যত্ববুদ্ধিম্ সন্ত্যজ্য পূর্ব্ববৎ ন অনুরজ্যতি।

অনুবাদ—যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধানের পর, সেই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার সর্ব্বপ্রকারে তুল্যতা অনুভব করিয়া সাধক জাগ্রদবস্থায় সত্যতা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখন জাগ্রদবস্থায় আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্ত থাকেন না।

টীকা—এইরূপে "তয়োঃ"-সেই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার, "সর্ব্বসাম্যম্"—নিজ নিজ প্রতীতিকালেই ভোগের হেতু হওয়ার পরিণামে তাহাদের রসশূন্যতা ও বিনাশিতা প্রভৃতিরূপ সর্ব্বপ্রকারে তুল্যতা, "চিরম্ অনুসন্ধায়"—দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়া, "জাগরে সত্যত্ববুদ্ধিম্ সন্ত্যজ্য"—জাগ্রদবস্থায় সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধক, "পূর্ব্ববৎ ন অনুরজ্যতি"—জাগ্রৎকালের বস্তুসমূহেও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ জগতের সত্যতাজ্ঞানাবস্থার ন্যায়, আসক্ত হন না। আচার্য্যপাদ শঙ্কর স্বকীয় 'উপদেশসাহস্রী' গ্রন্থে (সপ্তদশ) সম্যঙ্মতিপ্রকরণে ৬১ সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—'ক্ষীরাৎ সর্পির্যথোদ্ধৃত্য ক্ষিপ্তং তস্মিন্ ন পূর্ব্ববৎ। বুদ্ধ্যাদের্জ্ঞস্তথা-সত্যান্ন দেহী পূর্ব্ববৎ ভবেৎ॥'—যেমন দুগ্ধ হইতে প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সর্পিঃ (বিলীন আজ্য বা ক্ষীরনবনী) বাহির করিয়া পুনর্ব্বার সেই দুগ্ধে ফেলিয়া দিলে, আবার পূর্ব্বের ন্যায় সম্মিলিত হয় না,

সেইরূপ মিথ্যাস্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পূর্ব্বের ন্যায় দেহাভিমানী হন না, অন্য ব্যবহারেও পূর্ব্বের ন্যায় আসক্তিপূর্ব্বক রত হন না। (এই শ্লোকের টীকায় রামতীর্থ গীতার "নষ্ট নাহঙ্কৃতো ভাবো" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন)। ১৭৩

৫। মিথ্যাত্বজ্ঞানের সহিত প্রপঞ্চের, বিরোধ নাই।

(শঙ্কা) ভাল, ভোগ ত' ভোগ্যবিষয়ের সত্যতার উপর নির্ভর করে এবং সেই ভোগের সহিত প্রপঞ্চবিষয়ক মিথ্যাত্ব জ্ঞানের ত' পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে কি প্রকারে ভোগসিদ্ধি হইতে পারে? এই শঙ্কার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, ভোগ বিষয়ের সত্যতার অপেক্ষা রাখে না; সেইহেতু প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানের সহিত ভোগের বিরোধ হয় না :—

(ক) প্রারব্ধভোগে বিষয়ের সত্যতার অপেক্ষা নাই।

ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্বতঃ।
ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ॥ ১৭৪

অন্বয়—ইদম্ দ্বৈতম্ অচিন্ত্যরচনাত্বতঃ ইন্দ্রজালম্ ইতি অবিস্মরতঃ প্রারব্ধভোগতঃ কা বা হানিঃ?

অনুবাদ—এই দ্বৈত বা জগৎপ্রপঞ্চ অচিন্ত্যরচনানির্ম্মিত বলিয়া ইহা ইন্দ্রজাল। যে জ্ঞানী এই তত্ত্ব বিস্মৃত হন না, তিনি প্রারব্ধ ভোগ করিলেও তাঁহার মিথ্যাত্বজ্ঞানের অথবা ভোগের কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হয় না।

টীকা—"অবিস্মরতঃ জ্ঞানিনঃ প্রারব্ধভোগতঃ"—ভোগ্যবিষয়ের সমষ্টিরূপ এই জগৎ অচিন্ত্যরচনানির্ম্মিত বলিয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা; এই তত্ত্ব যুক্তিদ্বারা অবধারণ করিয়া জ্ঞানী সুখদুঃখানুভবরূপ প্রারব্ধকর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকিলে, "কা বা হানিঃ"—তাঁহার মিথ্যাত্বানুসন্ধানের কি হানি হইতে পারে? অথবা মিথ্যাত্বজ্ঞানদ্বারা ভোগের কি হানি হইতে পারে? মিথ্যাত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ, এই দুইটি পরস্পর ভিন্নবিষয়ক বলিয়া উভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭৪

জগতের মিথ্যাত্বের জ্ঞান ও প্রারব্ধ যে পরস্পর ভিন্নবিষয়ক তাহাই দেখাইতেছেন :—

(খ) তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ ভিন্নবিষয়ক।

নির্ব্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ।
প্রারব্ধস্যাগ্রহো ভোগে জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৭৫

অন্বয়—তত্ত্ববিদ্যায়াঃ ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ নির্ব্বন্ধঃ, প্রারব্ধস্য জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ ভোগে আগ্রহঃ।

অনুবাদ—জগতের ইন্দ্রজালরূপতাকে স্মৃতিপথে সমারূঢ় করাই তত্ত্ববিদ্যার আগ্রহ; (তত্ত্বজ্ঞান ভোগের অননুভবসাধনে সমর্থ নহে)। আর প্রারব্ধকর্ম্মের আগ্রহ চিদাভাসরূপ জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করান; (ভোগের সত্যতা-প্রতিপাদনে নহে।)

টীকা—"তত্ত্ববিদ্যায়াঃ"—জগৎতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের, "ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ"—জগৎ যে ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা, এই তত্ত্বের অবিস্মৃতিবিষয়ে আগ্রহ: ভোগের বিনাশে তাহার আগ্রহ নহে। "প্রারব্ধস্য"—প্রারব্ধকর্ম্মের "জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ ভোগে আগ্রহঃ"—জীবকে সুখদুঃখ প্রদান করিতেই আগ্রহ, ভোগ্য বিষয়ের সত্যতা সম্পাদনে নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭৫

এইরূপে, মিথ্যাত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ যে ভিন্নবিষয়ক, তাহা দেখাইয়া তদ্বিষয়ে অনুমান কিরূপ হইবে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) তত্ত্ববিদ্যার প্রারব্ধের সহিত অবিরোধ বিষয়ে অনুমান।

বিদ্যারব্ধে বিরুধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ।
জানদ্ভিরপ্যৈন্দ্রজালবিনোদো দৃশ্যতে খলু ॥ ১৭৬

অন্বয়—বিদ্যারব্ধে ন বিরুধ্যেতে (প্রতিজ্ঞা); ভিন্নবিষয়ত্বতঃ (হেতু); জানদ্ভিঃ অপি ঐন্দ্রজালবিনোদঃ খলু দৃশ্যতে (দৃষ্টান্ত)।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ পরস্পর বিরোধী নহে, যেহেতু তাহাদের বিষয় পরস্পর ভিন্ন। দেখ, যিনি কোনও অদ্ভুত দৃশ্যকে ইন্দ্রজালরচিত বলিয়া জানেন, তিনিও ইন্দ্রজালরচিত অলৌকিক বিষয় দর্শন করেন অর্থাৎ দর্শন করিয়া প্রমোদ অনুভব করেন, সেইরূপ।

টীকা—"বিদ্যারব্ধে ন বিরুধ্যেতে"—তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধকর্ম্ম পরস্পর বিরোধী নহে, "ভিন্নবিষয়ত্বতঃ"—যেহেতু তদুভয় পরস্পর ভিন্নবিষয়ক: অনুভূত রূপজ্ঞান ও রসজ্ঞানের ন্যায় অর্থাৎ শর্করার শুক্লরূপ ও মধুর রস এই দুইটির জ্ঞান ভিন্নবস্তুবিষয়ক বলিয়া পরস্পর বিরোধী নহে; সেইরূপ মিথ্যাত্বের অবিস্মরণপ্রদ জগন্মিথ্যাত্বজ্ঞান এবং সুখদুঃখপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্ম, ভিন্নবিষয়ক বলিয়া পরস্পর অবিরোধী; কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মজন্য জ্ঞান এবং দেহাদিস্থিতির হেতু সকামকর্ম্মরূপ প্রারব্ধ, এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর আনুকূল্যই আছে। প্রারব্ধ-পিতার যেন দুই পুত্র সকামকর্ম্মরূপ প্রবল প্রারব্ধ এবং নিষ্কামকর্ম্মরূপ দুর্ব্বল প্রারব্ধ। নিষ্কাম কর্ম্মরূপ প্রারব্ধের আবার জ্ঞানরূপ পুত্র। সকামকর্ম্ম দেহাদির স্থিতি নির্ব্বাহ করিয়া নিষ্কামকর্ম্মের জ্ঞানরূপ পুত্রের উৎপত্তিবৃদ্ধির আনুকূল্য করে, এইহেতু জ্ঞানের পিতৃব্যস্থানীয়; এবং সেই জ্ঞান আবার নিজের উৎপত্তির অনুকূল, দেহাদির পটুতা সিদ্ধির হেতু সকামকর্ম্মরূপ পিতৃব্যের নিষ্কামভাবে, কর্ম্মশ্রমাবসান করিয়া তাহার আনুকূল্য করে।

ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্বের জ্ঞান, ভোগের অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল-বিষয়জনিত সুখদুঃখানুভবের বাধক হয় না, ইহা কোথায় দেখা যায়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন— "দেখ যিনি কোনও অদ্ভুত দৃশ্যকে" ইত্যাদি। "ঐন্দ্রজালবিনোদঃ"—ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় চমৎকার-বিশেষ; "জানদ্ভিঃ অপি"—সেই চমৎকারবিশেষকে ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া জানে এইরূপ লোকেও, দেখিয়া থাকে; ইহা সকলেই জানে। ১৭৬

আবার যে-বাদী বলে বিদ্যা ও প্রারব্ধকর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—আচ্ছা, আগে বল প্রারব্ধকর্ম্ম কি বিদ্যার বিরোধী? অথবা বিদ্যা

প্রারব্ধকর্ম্মের বিরোধী ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যার বিরোধী, এইরূপ বলা চলে না। ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

(ঘ) বিদ্যার সহিত প্রারব্ধের অবিরোধ।

জগৎসত্যত্বমাপাদ্য প্রারব্ধং ভোজয়েদ্যদি।
তদা বিরোধি বিদ্যায়া ভোগমাত্রান্ন সত্যতা ॥ ১৭৭

অন্বয়—প্রারব্ধম্ জগৎসত্যত্বম্ আপাদ্য যদি ভোজয়েৎ, তদা বিদ্যায়াঃ বিরোধি স্যাৎ, ভোগমাত্রাৎ সত্যতা ন।

অনুবাদ—প্রারব্ধকর্ম্ম যদি এই (নশ্বর) জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ জন্মাইয়া, (পরে) ভোগ সম্পাদন করে, তাহা হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যার বা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হয়। ভোগ নিষ্পাদিত হইলেই যে ভোগের বিষয় সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে, এরূপ হইতে পারে না।

টীকা—"প্রারব্ধম্ জগৎসত্যত্বম্ আপাদ্য"—প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ্যসমষ্টিরূপ জগতের ত্রিকালে অবাধিতত্বরূপতারূপ সত্যতা সিদ্ধ করিয়া, 'যদি ভোজয়েৎ"—যদি জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করাইত, "তদা বিদ্যায়াঃ বিরোধি স্যাৎ"—তাহা হইলে বিদ্যার বিষয় যে মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন, তাহার নিবারণ করিয়া বিদ্যার বিরোধী হইত। প্রারব্ধ ত' সেরূপ করে না, তাহা কেবল ভোগই প্রদান করিয়া থাকে। এইহেতু প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যার বিরোধী হইতে পারে না : ইহাই তাৎপর্য্য। যদি বল, ভোগ যখন সিদ্ধ (অবিসম্বাদিত), তখন সেই ভোগের বলেই ভোগের সত্যতা সিদ্ধ হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ভোগ নিষ্পাদিত হইলেই" ইত্যাদি। যদি এইরূপ অনুমান প্রয়োগ কর—বিবাদের বিষয় যে ভোগ্যসমষ্টিরূপ জগৎ, তাহা সত্য (প্রতিজ্ঞা) : যেহেতু তাহা ভোগ্য (হেতু),—তবে বলি, এইরূপ অনুমানে দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। সেইহেতু এই অনুমান অসিদ্ধ : ইহাই অভিপ্রায়। ১৭৭

(শঙ্কা) ভাল, মিথ্যাপদার্থদ্বারা ভোগ সিদ্ধ হয়, এ বিষয়েও কোন দৃষ্টান্ত নাই। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অনূনো জায়তে ভোগঃ কল্পিতৈঃ স্বপ্নবস্তুভিঃ।
জাগ্রদ্বস্তুভিরপ্যেবমসত্যৈর্ভোগ ইষ্যতাম্ ॥ ১৭৮

অন্বয়—কল্পিতৈঃ স্বপ্নবস্তুভিঃ অনূনঃ ভোগঃ জায়তে : এবম্ অসত্যৈঃ জাগ্রদ্বস্তুভিঃ অপি ভোগঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্বপ্নাবস্থায় কল্পিত বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণ ভোগ সম্পাদিত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎকালীন অসত্যবস্তুর দ্বারাও ভোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত কর। ১৭৮

আর ১৭৭ শ্লোকের পূর্ব্বাভাসে যে দ্বিতীয় পক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যা

প্রারব্ধকর্ম্মের বিরোধী তাহাও অসিদ্ধ। এই কথাই ১৭৯ শ্লোক হইতে ১৮৪ পর্যন্ত শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে—

(৬) বিদ্যার প্রারব্ধের সহিত অবিরোধ।

যদি বিদ্যাপহ্নুবীত জগৎ প্রারব্ধঘাতিনী।
তদা স্যান্ন তু মায়াত্ববোধেন তদপহ্নবঃ॥ ১৭৯

অন্বয়—বিদ্যা যদি জগৎ অপহ্নুবীত তদা প্রারব্ধঘাতিনী স্যাৎ। মায়াত্ববোধেন তু তদপহ্নবঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি জগতের অর্থাৎ ভোগ্যজাতের তিরোভাব ঘটাইতে পারিত, তবে তাহাকে প্রারব্ধের বিনাশিকা বলিয়া মানা যাইতে পারিত। (বস্তুতঃ বিদ্যা তাহা করে না), বিদ্যা ভোগ্যবস্তুর মায়িকত্ব মাত্র বুঝায়, জগতের তিরোভাব ঘটায় না। ১৭৯

এই কথাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন:—

অনপহ্নুত্য লোকাস্তদিন্দ্রজালমিদং ত্বিতি।
জানন্ত্যেবানপহ্নুত্য ভোগং মায়াত্বধীস্তথা॥ ১৮০

অন্বয় লোকাঃ তৎ অনপহ্নুত্য "ইদম্ তু ইন্দ্রজালম্" ইতি জানন্তি এব। তথা ভোগম্ অনপহ্নুত্য মায়াত্বধীঃ।

অনুবাদ—যেমন সেই ইন্দ্রজালের তিরোভাব না ঘটাইয়া, লোকের "ইহা ইন্দ্রজালমাত্র" এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, সেই প্রকার জাগতিক ভোগ্যবস্তুর বিনাশ না করিয়া তাহাদের মায়িকত্বও অবগত হওয়া সম্ভব হয়।

টীকা—"লোকাঃ তৎ (ইন্দ্রজালম্) অনপহ্নুত্য"—সকল লোকে সেই ইন্দ্রজালের স্বরূপের অপহ্নব বা দূরীকরণ (তিরোভাব) না করিয়া, "ইদম্ তু ইন্দ্রজালম্ ইতি জানন্তি এব"—ইহা ইন্দ্রজালই এইরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হয়, "তথা ভোগম্ অনপহ্নুত্য—সেইরূপ ভোগ্যপদার্থসমূহের বিনাশ না করিয়া লোকের "মিথ্যাত্বধীঃ"- জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান হইতে পারে। ১৮০

(শঙ্কা) ভাল, [যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ, তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ, কেন কম্ জিঘ্রেৎ, কেন কম্ অভিবদেৎ—বৃহদা উ, ৪।৫।১৫]—যে অবস্থায় এই তত্ত্বজ্ঞের সমস্ত জগৎ আত্মাই হইয়া যায়, তখন কোন্ করণদ্বারা কোন্ বিষয় দেখিবে? কোন্ করণদ্বারা কি আঘ্রাণ করিবে কোন্ করণদ্বারা কাহাকে বলিবে?—ইত্যাদি শ্রুতি, তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্যরূপ ত্রিপুটীর অভাব বুঝাইতেছে। এইহেতু বিদ্যা উৎপন্ন হইলে জগতের বিলয় করিবেই। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞের প্রারব্ধভোগ কি প্রকারে ঘটিতে পারে? এই প্রকারে শ্রুতিবচন আশ্রয় করিয়া বাদী দুই শ্লোকে, সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা উঠাইতেছেন:—

যত্র ত্বস্য জগৎ স্বাত্মা পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কম্?
কিং জিঘ্রেৎ কিং বদেদ্বেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্॥ ১৮১

অন্বয়—যত্র তু জগৎ অস্য স্বাত্মা, তত্র কঃ কেন কম্ পশ্যেৎ, কিম্ জিঘ্রেৎ কিম্ বা বদেৎ ইতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্।

অনুবাদ—যে অবস্থায় এই জ্ঞানীর জগৎ আপন আত্মাই হইয়া যায়—সকল বস্তুর স্বীয় আত্মার সহিত অবিশেষ জ্ঞান হয়, তখন কে আর কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ? কে আর কিসের আঘ্রাণ লইবে ? কে আর কাহাকে কি বলিবে ? (সে অবস্থায় দ্বৈতবিনাশব্যতিরেকে আত্মবিদ্যার উদয় হওয়া সম্ভব নহে)। এই কথা শ্রুতিতে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। (যথা বৃহদা উ, ২।৪।১৪, ঈশাবাস্য উ, ৭ ইত্যাদি।)

টীকা—"যত্র তু জগৎ"—যে বিদ্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জগৎ, "অস্য স্বাত্মা" (এব অভূৎ)—এই জ্ঞানীর নিজ আত্মাই অর্থাৎ আত্মা হইতে নির্ব্বিশেষ হইয়া যায়, [ইদম্ সর্ব্বম্ যৎ অয়ম্ আত্মা—বৃহদা উ, ২।৪।৬, ৪।৫।৭]—এই যে, সকল বস্তু, এই সকলই সেই আত্মা, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা স্বরূপই হইয়া যায়, "তত্র"—সেই অবস্থায়, "কঃ কেন কম্ পশ্যেৎ"—কোন্ দ্রষ্টা কোন্ চক্ষুরূপ সাধনদ্বারা কোন্ দৃশ্য বা রূপসমূহ দেখিবে ? "কিম্ জিঘ্রেৎ"—এইরূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ সাধনদ্বারা কি (পুষ্পাদি) শুঁকিবে ? "কিম্ বদেৎ"—কোন্ বাগিন্দ্রিয়দ্বারা কোন্ বাক্য বলিবে ? এই প্রকার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের অভাব সূচনা করিবার জন্য, মূলশ্লোকে 'বা' শব্দের প্রয়োগ ; "ইতি শ্রুতৌ বহু ঘোষিতম্"—এই প্রকারে শ্রুতি তত্ত্বজিজ্ঞাসাবস্থায় অনেকবার জগতের বিলয়ের কথা বলিয়াছেন। ১৮১

(সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তাহাতে হইল কি ? অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত ত্রিপুটীর অভাবের উল্লেখদ্বারা কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তেন দ্বৈতমপহ্নুত্য বিদ্যোদেতি ন চান্যথা।
তথা চ বিদুষো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেচ্ছৃণু॥ ১৮২

অন্বয়—তেন দ্বৈতম্ অপহ্নুত্য বিদ্যা উদেতি, চ অন্যথা ন ; তথা চ বিদুষঃ ভোগঃ কথম্ স্যাৎ ইতি চেৎ, শৃণু।

অনুবাদ—সেইহেতু দ্বৈতের বিলোপসাধন করিয়াই বিদ্যার উদয় হয় ; দ্বৈতবিনাশব্যতিরেকে বিদ্যার উদয় কখনই সম্ভব নহে। তাহা হইলে (অদ্বৈত-) তত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে শ্রবণ কর।

টীকা—"স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ অন্যতরাপেক্ষম্, আবিষ্কৃতম্ হি"—(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৬)—'স্বাপ্যয়' শব্দের অর্থ সুষুপ্তি,—(ছান্দোগ্য, উ, ৬।৮।১ দ্রষ্টব্য), 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ 'কৈবল্য' (বৃহদা উ, ৪।৪।৬ দ্রষ্টব্য)—বাদীর উল্লিখিত উক্ত শ্রুতিবচনসমূহ যে 'বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না' বলিয়াছেন, তাহা ঐ দুই অবস্থার এক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—কখন সুষুপ্ত্যবস্থাকে

লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে বিশেষবিজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থাকে না ; কখন বা কৈবল্যাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন 'তখন আর কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ?' ইত্যাদি। যদি বল এইরূপ অভিপ্রায় কি প্রকারে জানিলেন ? বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই অধিকারবলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্তরাপেক্ষতা. "আবিষ্কৃতম্"—জানা গিয়াছে ; (১) [এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি—বৃহদা উ, ৪।৫।১৩]—এই প্রজ্ঞানঘন আত্মা সেই সকল (তত্র পূর্ব্বকথিত) ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—জীবভাবে আবির্ভূত হয়, তাহার পর সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয় ; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষবোধ থাকে না। (২) [যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ—বৃহদা উ, ৪।৫।১৫]—কিন্তু যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায় (তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ?) ; (৩) [যত্র সুপ্তো ন কঞ্চ ন কামম কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নম্ পশ্যতি—মাণ্ডূক্য উ. ৫]—যাহাতে—'যে কালে বা স্থানে' কোনও অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করে না, কোনও স্বপ্ন—জাগরিতবাসনাজন্য শুভাশুভ পদার্থ—দর্শন করে না, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে যে বিশেষজ্ঞান না থাকার কথা সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। [যেমন (১)-বাক্যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এবং (৩)-বাক্য সুষুপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া]। অতএব বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্তপুরুষের বহুশরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা "কেন কম্ পশ্যেৎ" ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিতপ্রকারের ঐশ্বর্য্যই সগুণব্রহ্মবিদ্যার বিপাকস্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গাদি অবস্থার ন্যায় অবস্থাবিশেষ। সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ। এই ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে উদাহৃত (বৃহদা উ, ৪।৫।১৫) শ্রুতিবচন—'কিন্তু যখন সমস্ত ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুইটির মধ্যে একটিকে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; সেইহেতু বিদ্যাদ্বারা জগতের (ভোগ্যজাতের) বিলয় হয় না : এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে শ্রবণ কর।" ১৮২

সুষুপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্ত্বিতি।
উক্তং স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্ফুটম্ ॥১৮৩

অন্বয়—শ্রুতিঃ তু সুষুপ্তিবিষয়া বা মুক্তিবিষয়া ইতি "স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ" ইতি সূত্রে অতিস্ফুটম্ হি উক্তম্।

অনুবাদ—এই যে ১৮১ শ্লোকোক্ত শ্রুতি, ইহা সুষুপ্তিবিষয়ক কিম্বা মুক্তিবিষয়ক, ইহা উক্ত "স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ" ('সুষুপ্তি' কিম্বা 'সম্পত্তি'—এই দুইটির মধ্যে একটির সম্বন্ধে ইত্যাদি মর্ম্মের) ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৬)—অতি স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে 'স্বাপ্যয়'শব্দের অর্থ সুষুপ্তি এবং 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ মুক্তি। ১৮৩

এই ১৮১ শ্লোকোক্ত শ্রুতি সুষুপ্তিবিষয়ক কিম্বা মুক্তিবিষয়ক, ইহা অঙ্গীকার না করিলে বাধক (অনিষ্টসম্পাদক তর্ক)। এই ;—

অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ।
দ্বৈতদৃষ্টাববিদ্বত্তা দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্ বদেৎ॥ ১৮৪

অন্বয়—অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেঃ আচার্য্যত্বম্ ন সম্ভবেৎ, দ্বৈতদৃষ্টৌ অবিদ্বত্তা, দ্বৈতাদৃষ্টৌ বাক্ ন বদেৎ।

অনুবাদ—যদি তাহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব অসম্ভব হয়, কেননা, তোমার (অর্থাৎ বাদীর) মতে দ্বৈত-দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞানী হয় না, আর দ্বৈতদৃষ্টি না থাকিলে বাক্যপ্রয়োগ সম্ভব হয় না।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্যাদির আচার্য্যত্ব কেন অসম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন—"কেননা, তোমার মতে" ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্যাদি যদি দ্বৈত দেখিতেন, তাহা হইলে অদ্বৈতজ্ঞানের অভাবে আচার্য্য হন নাই ; আর দ্বৈত যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝাইবার যোগ্য শিষ্যাদি দেখিতে না পাওয়ায় 'আচার্য্যবান্' শিষ্যের প্রতি বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্তি হইত না। তাহা হইলে বিদ্যাসম্প্রদায়ের নাশের সম্ভাবনা হইত ; ইহাই অভিপ্রায়। ১৮৪

৬। অপরোক্ষ বিদ্যার স্বরূপনিরূপণ।

(শঙ্কা) ভাল, যাজ্ঞবল্ক্যাদির আচার্য্যাবস্থায় বিদ্যমান যে জ্ঞান, তাহাকে বিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়া মানা গেল, তথাপি সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষবিদ্যা বলা যায় না, কেননা, সেই অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি বিদ্যমান ; আর নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে দ্বৈতের দর্শন হয় না বলিয়া সেই নির্ব্বিকল্প-সমাধিই অপরোক্ষবিদ্যা—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বৈতাদর্শনহেতু অপরোক্ষ বিদ্যা হইলে সুষুপ্তিও অপরোক্ষ বিদ্যা : অতিপ্রসক্তি।

নির্ব্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ।
সৈবাপরোক্ষবিদ্যেতি চেৎ সুষুপ্তিস্তথা ন কিম্?॥১৮৫

অন্বয়—নির্ব্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ সা এব অপরোক্ষবিদ্যা ইতি চেৎ, তথা সুষুপ্তিঃ কিম্ ন?

অনুবাদ—নির্ব্বিকল্পসমাধিতে দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ, তাহাই অপরোক্ষ-বিদ্যা যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে সেইরূপ দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ সুষুপ্তি কেন অপরোক্ষবিদ্যা হইবে না?

টীকা—দ্বৈতের অপ্রতীতিকেও সেই অপরোক্ষবিদ্যা বলা যাইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ (অতিব্যাপ্তিদোষ) আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে" ইত্যাদি। 'সুষুপ্তি কেন অপরোক্ষবিদ্যা হইবে না?' (উত্তর)—হইবেই। তাহা হইলে সেই স্থলে বিদ্যালক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে। ১৮৫

বাদী সুষুপ্তিতে উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারের সূচনা করিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারের উপায়সূচন বৃথা।

আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া।
আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ॥ ১৮৬

অন্বয়—যদি সুপ্তৌ আত্মতত্ত্বম্ ন জানাতি, তদা 'আত্মধীঃ এব বিদ্যা, দ্বৈতবিস্মৃতিঃ ন' ইতি ত্বয়া বাচ্যম্।

অনুবাদ—যদি বল, 'সুষুপ্তিতে লোকের আত্মজ্ঞান থাকে না, এইহেতু সুষুপ্তিকে (অপরোক্ষাত্মতত্ত্ব-) বিদ্যা বলিয়া মানা যাইবে না', তাহা হইলে তোমার বলা উচিত 'আত্মজ্ঞানই অপরোক্ষাত্মতত্ত্ববিদ্যা, দ্বৈতবিস্মৃতি নহে'।

টীকা—সুষুপ্তিতে দ্বৈতদর্শনের অভাব হইলেও, আত্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবহেতু, সুষুপ্তি (অপরোক্ষাত্মতত্ত্ব-) বিদ্যা নহে,—ইহাই পরিহারোপায়সূচনার তাৎপর্য। তাহা হইলে বিবেকজ্ঞানই সেই বিদ্যা, দ্বৈতদর্শনাভাব নহে, এইরূপই দাঁড়াইল। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"তাহা হইলে তোমার" ইত্যাদি। ১৮৬

(শঙ্কা) ভাল, দ্বৈতের অদর্শন ও আত্মজ্ঞান সম্মিলিত হইলে উভয়েরই অপরোক্ষাত্মবিদ্যারূপতা হয়, এক একটির পৃথগ্‌ভাবে নহে—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(চ) দ্বৈতের অদর্শন ও আত্মজ্ঞান, দুইটির মিলনে অপরোক্ষাত্মবিদ্যা, এইরূপ মানিলে জড়ে অতিব্যাপ্তি-প্রসঙ্গ।

উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ।
অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ॥ ১৮৭

অন্বয়—যদি উভয়ম্ মিলিতম্ বিদ্যা (স্যাৎ) তর্হি ঘটাদয়ঃ অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ।

অনুবাদ—যদি অদ্বৈতজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ, মিলিত এই উভয়কে অপরোক্ষাত্মবিদ্যা বলিয়া মান, তবে ঘটাদি জড়পদার্থ সকলকে সেই বিদ্যার অর্দ্ধভাগী বলিতে হয়, যেহেতু তাহাদের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও সকল দ্বৈতের বিস্মৃতি বিদ্যমান।

টীকা—দ্বৈতের বিস্মৃতিকে যদি বিদ্যার অংশ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে জড়কেও অর্দ্ধ অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞ বলিতে হয়—সিদ্ধান্তী এইরূপে অতিব্যাপ্তি দেখাইয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। এবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন "যেহেতু তাহাদের (ঘটাদিজড়ের) অদ্বৈতজ্ঞান" ইত্যাদি। ১৮৭

উক্ত শ্লোকে বর্ণিত পক্ষে সমাধিমান পুরুষদিগকে অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াও মানা চলিবে না—এই বলিয়া উপহাস করিতেছেন :—

(ছ) সমাধিমান পুরুষের অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষা ঘটাদির তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়তর বলিয়া উপহাস।

মশকধ্বনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ।
তব বিদ্যা তথা ন স্যাদ্ ঘটাদীনাং যথা দৃঢ়া॥ ১৮৮

অন্বয়—মশকধ্বনিমুখ্যানাম্ বিক্ষেপাণাম্ বহুত্বতঃ ঘটাদীনাম্ যথা বিদ্যা দৃঢ়া, তথা তব ন স্যাৎ।

অনুবাদ—তাহা হইলে ঘটাদির অপরোক্ষাত্মবিদ্যা যেমন দৃঢ় হইবে, তোমার সেই বিদ্যা সেইরূপ দৃঢ় হইবে না, কেননা, তোমার সমাধির অভ্যাস-কালে মশকধ্বনি প্রভৃতি বহু বিঘ্নের সম্ভাবনা; তাহাদের সেইরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই।

টীকা—ঘটাদির দ্বৈতবিস্মরণ যেমন দৃঢ়, তোমার সমাধিতে দ্বৈতবিস্মরণের সেইরূপ দৃঢ়তার সম্ভাবনা নাই; কেননা, তোমার সমাধিকালে মশকধ্বনি প্রভৃতি অনেক বিক্ষেপ বিদ্যমান—ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮৮

(শঙ্কা) ভাল, 'আত্মজ্ঞানেরই সেই বিদ্যারূপতা, দ্বৈতবিস্মৃতির নহে'—বাদী এইরূপে নিজ নির্বন্ধ ছাড়িয়া সিদ্ধান্তীর অনুকূলে বলিতেছেন :—

(ঙ) কেবল আত্মজ্ঞানকে বিদ্যা বলিয়া মানিলে, বাদী সিদ্ধান্তে প্রবেশহেতু, আপত্তি-ক্ষামার্হ। দোষযুক্ত চিত্তেরই নিরোধ আবশ্যক।

আত্মধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব।
দুষ্টচিত্তং নিরুন্ধ্যাচ্চেন্নিরুন্ধি ত্বং যথাসুখম্ ॥ ১৮৯

অন্বয়—আত্মধীঃ এব বিদ্যা ইতি যদি (ত্বয়া উচ্যেত) তর্হি সুখী ভব। 'দুষ্টচিত্তম্ নিরুন্ধ্যাৎ' চেৎ ত্বম্ যথাসুখম্ নিরুন্ধি, (তৎ ইষ্টম্)।

অনুবাদ ও টীকা—'আত্মজ্ঞানকেই আমি তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া মানি বটে, কিন্তু তাহা বিক্ষেপাদিদুষ্টমনে অসম্ভব বলিয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধের আবশ্যকতা আছে'—বাদীর এই অঙ্গীকার শুনিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তবে সুখী হও। (তুমি আমারই সিদ্ধান্তে প্রবিষ্ট হইলে।) আর তোমার 'দুষ্টচিত্তকে নিরোধ করা আবশ্যক' এই কথার উত্তরে বলি তুমি যথাসুখে চিত্ত নিরোধ কর, (তাহা আমাদেরও ইষ্ট)। ১৮৯

(চ) দুষ্টচিত্তের নিরোধ ইষ্টাপত্তি : "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির অর্থপ্রদর্শন।

তদিষ্টমেষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্ ॥১৯০

অন্বয়—তৎ ইষ্টম (অস্মাকম্ অপি) এষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ। ইচ্ছন্ অপি (অয়ম্) অজ্ঞবৎ ন ইচ্ছেৎ হি—(অতঃ) কিম্ ইচ্ছন্ ইতি শ্রুতম্।

অনুবাদ—তাহা আমাদেরও ইষ্ট, যেহেতু চিত্তনিরোধে, ইচ্ছাযোগ্য জগতের ভোগ্য-প্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। অতএব "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির তাৎপর্য্য—ইচ্ছা হইলেও জ্ঞানী, অজ্ঞানীর ন্যায় ইচ্ছা করেন না।

টীকা—"তৎ ইষ্টম্"—তাহা বাঞ্ছিত—'আমাদিগেরও', এইরূপে শব্দত্রয় যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। চিত্তের নিরোধ কেন আপনার ইষ্ট? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে

বলিতেছেন—কেননা, তাহা করিতে পারিলে ইচ্ছাযোগ্য ভোগ্যজগতের নাশময়ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ চিত্তনিরোধদ্বারা চিত্তদোষের নিবৃত্তি হইলে যেহেতু অদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানের জন্য বাঞ্ছিত যে জগতের মিথ্যাত্ব, তাহা সম্যক্ অনুভব করা যায়, সেইহেতু সেই চিত্ত-নিরোধ আমাদেরও বাঞ্ছিত। এই প্রকারে ১৩৬ হইতে ১৯০ পর্যন্ত শ্লোকে "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" এই শ্রুতিবচনাংশের দ্বারা অভিপ্রেতার্থোপপাদনের উপসংহার করিতেছেন—"ইচ্ছা হইলেও" ইত্যাদি। "ইচ্ছন্ অপি"—চিত্রদীপের (ষষ্ঠাধ্যায়ের) ২৬২ শ্লোকে যে বাধিত ইচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে সেই বাধিতেচ্ছান্বিত হইয়া, "অজ্ঞবৎ ন ইচ্ছেৎ"—অজ্ঞানীর ন্যায় ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ ২৬১ শ্লোকে বর্ণিতরূপে অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চিদাত্মাকে এক করিয়া ইচ্ছা করেন না। "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ এই অর্থের নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি কহিতেছেন—"কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া।" সুতরাং "অন্বয়ে" প্রদর্শিত প্রকারে তৃতীয়চতুর্থচরণের শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ১৯০

এই শ্রুত্যংশের অভিপ্রায় এইরূপে বর্ণন করিবার কারণ বলিতেছেন :—

(ছ) জ্ঞানীর অদৃঢ়াসক্তির অঙ্গীকাররূপ প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুত্যংশাভি-প্রায়বর্ণনের কারণ।

রাগো লিঙ্গমবোধস্য সন্তু রাগাদয়ো বুধে।
ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং সত্যবিরোধতঃ ॥ ১৯১

অন্বয়—রাগঃ অবোধস্য লিঙ্গম্ ; বুধে রাগাদয়ঃ সন্তু ইতি এবম্ সতি শাস্ত্রদ্বয়ম্ অবিরোধতঃ সার্থম্।

অনুবাদ—"দৃঢ় আসক্তি-দ্বেষ অজ্ঞানেরই চিহ্ন" ; এবং "জ্ঞানীতে রাগদ্বেষ থাকুক না কেন"—ইত্যাদি অর্থের শাস্ত্রবচনদ্বয়, এইরূপ হইলে পরস্পর অবিরুদ্ধ হইয়া সার্থক হয়।

টীকা—"রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু। কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ ॥" (সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ"—৪।৬৭)। ইহার জ্ঞানোত্তম-বিরচিত চন্দ্রিকানাম্নী টীকার অনুবাদ—যেহেতু সিদ্ধের ও সাধকের রাগদ্বেষনিবন্ধন প্রবৃত্তিনিবৃত্তি হয় না, সেই-হেতু প্রবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া তদ্দ্বারা অনুমিত রাগ বা আসক্তি অবশ্য অজ্ঞানেরই চিহ্ন—ইত্যাদি বলিয়া এই শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন—"চিত্তব্যায়ামভূমিষু"—চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আলম্বনরূপ শব্দাদিবিষয়সমূহে, "রাগঃ অবোধস্য লিঙ্গম্"—যে আসক্তি, তাহা অজ্ঞানেরই চিহ্ন ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"যস্য তরোঃ কোটরে অগ্নিঃ স্যাৎ"—যে বৃক্ষের দেহস্থিত কোটরে (কুক্ষিতে) অগ্নি, "তস্য শাদ্বলতা কুতঃ"—তাহার হরিদ্বর্ণের ভাব কি প্রকারে থাকিবে? অর্থাৎ যেমন যেস্থলে অগ্নি, সেস্থলে শাদ্বলতা (হরিদ্বর্ণভাব) থাকে না, সেইরূপ যেস্থলে আসক্তি, সেইস্থলে জ্ঞান নাই। (পীতাম্বরকৃত টিপ্পণী)—যেমন ধূম, অগ্নি আছে কিনা জানিবার লিঙ্গ (চিহ্ন), সেইরূপ শব্দাদিবিষয়সমূহে যে রাগ (আসক্তি) তাহাই অজ্ঞান বুঝিবার চিহ্ন—এস্থলে অনুমান এইরূপ এই লোক অজ্ঞানী—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু সে আসক্তিমান্—(হেতু) ; অন্য অজ্ঞানীর ন্যায়—(উদাহরণ)। ইহা আসক্তির জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের জ্ঞানের সাধক

অনুমান। যেমন বৃক্ষ কোনও কারণবশতঃ উদরে অগ্নি ধারণ করিতে থাকিলে, আদ্ররূপে (বা হরিদ্রূপে) দগ্ধ হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ অনুকূলতাবুদ্ধির সাধক (ভেদজ্ঞানদ্বারা উৎপন্ন) আসক্তিরূপ আভ্যন্তরাগ্নিবিশিষ্ট পুরুষ, প্রবৃত্তির আধিক্যবশতঃ শান্তি পায় না, কিন্তু বিক্ষেপ-রূপ স্ফুলিঙ্গসহ জ্বলিতেই থাকে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীতে রাগাভাবের প্রতিপাদক শাস্ত্রবচন। আর "শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তত্বান্মুক্তিঃ স্যাত্তাবতা মিতেঃ। রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতি"—(সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক" ১।৪।১৫৩৯)। আনন্দগিরিকৃত টীকার অনুবাদ—"তত্ত্ব-মস্যা"দি বাক্য হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তাহাই মিতি শব্দের অর্থ। তাহা হইতেই মুক্তি হয়, কেননা, [ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ. ৩।২।৯]—যিনি ব্রহ্ম অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। এই শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায় যে ঐক্যজ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হয়। "তাবতা"—তাহাতেই উপনিষৎফলের অবসান। এই শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে জ্ঞান হইতেই মুক্তি ইহাই অর্থ। জ্ঞানীরও আসক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, সেইহেতু তাঁহার জ্ঞান হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'জ্ঞানীতে আসক্তি দেখা গেলেও সেই আসক্তি জ্ঞানের বিরোধী নহে: তাহার বীজ জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহা আভাসমাত্র। তাহা হইলে উক্ত বার্ত্তিকশ্লোকের অর্থ এই—ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানদ্বারাই উপনিষৎফলের সমাপ্তি হওয়ায়, সেই তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিত ঐক্যজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানীতে আসক্তি-দ্বেষ ইত্যাদি যদি থাকে, থাকুক না কেন, তাহা থাকিলে অপরাধ হয় না। এই শাস্ত্রবচনই জ্ঞানীতে আসক্তি থাকিতে পারে, স্বীকার করিতেছে। তাহা হইলে জ্ঞানীর দৃঢ় আসক্তি থাকে না বলিয়া, "শাস্ত্রদ্বয়ম্ সার্থম্ ভবতি"—এই দুই শাস্ত্রবচনই সার্থক (ঠিক), কেননা, দুইএর মধ্যে বিরোধ নাই অর্থাৎ জ্ঞানীর রাগাভাব প্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থ দৃঢ়রাগাভাব প্রতিপাদন এবং 'জ্ঞানীতে আসক্তি থাকিতে পারে' এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থ অদৃঢ় রাগের বা রাগাভাসের প্রতিপাদন। [সমাহিত জ্ঞানীর লক্ষণ—"বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—রাগাদি চিত্তবিকারের হেতু থাকিতেও, যাঁহাদের রাগাদিরূপ বিকার (আদৌ) হয় না, তাঁহারা জ্ঞানী।] 'অদৃঢ় রাগরূপ চিত্তবিকারের লক্ষণ এই যে, স্থূল অন্তঃকরণরূপ উপাদানের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে, অনুকূল পদার্থরূপ নিমিত্তের সহিত সম্বন্ধ হইলে, বিচ্ছেদবিহীন রাগের অভাবের নাম 'অদৃঢ় রাগ'। এই লক্ষণটি যে নির্দোষ তাহার পরীক্ষা এইরূপ—অন্তঃকরণের সম্বন্ধ অজ্ঞানীরও আছে, কিন্তু তাহাতে রাগের অভাব নাই। সুষুপ্তিতে সকলেরই রাগের অভাব, কিন্তু তখন (স্থূল) অন্তঃকরণ-সম্বন্ধ থাকে না। (সংস্কাররূপে) সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের সম্বন্ধ এবং রাগাভাব, সুষুপ্তিতেও থাকে, কিন্তু তখন স্থূলাবস্থাবিশিষ্ট অন্তঃকরণের সম্বন্ধ থাকে না। স্থূল অন্তঃকরণের সম্বন্ধ থাকিলেও অজ্ঞানীর কোনও সময়ে অর্থাৎ উপাসনাকালে রাগাভাব হয়। কিন্তু সেস্থলে অনুকূল পদার্থের স্মৃতি বা সন্নিধি নাই। স্থূল অন্তঃকরণ ও অনুকূল বস্তুর সম্বন্ধ থাকিতেও কদাচিৎ অর্থাৎ অবিচারদশায় রাগ জ্ঞানীরও হইয়া থাকে কিন্তু তাহা বিচ্ছেদবিহীন নহে। স্থূলান্তঃকরণ এবং অনুকূল পদার্থের সম্বন্ধ থাকিলেও কোন কোন সময়ে উপাসকাদিবিশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞানীতেও রাগের অভাব দেখা যায়,

কিন্তু সেই রাগের অভাব কেবল বাহ্যতঃ অর্থাৎ স্থূল রাগের মাত্র অভাব, আন্তর সূক্ষ্ম রাগের নহে। একথা গীতায় (২।৫৯) উক্ত হইয়াছে "রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"—পুরুষের এই সূক্ষ্মরাগও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারদ্বারা নিবৃত্ত হয়। এইহেতু 'অদৃঢ় রাগ জ্ঞানীর লক্ষণ', এইরূপ যাহা কথিত হইয়াছে তাহা নির্দ্দোষ। এই প্রকারে অদৃঢ় দ্বেষাদিও বুঝিয়া লইতে হইবে। এস্থলে অদৃঢ় রাগাদি শব্দে 'দৃঢ় রাগাদির অভাব বুঝিতে হইবে, কেননা, অদৃঢ় রাগ থাকুক অথবা রাগ আদৌ না-ই থাকুক, জ্ঞানী দৃঢ় রাগের অভাববিশিষ্ট। জ্ঞানীর এই লক্ষণ সকল ভূমিকার জ্ঞানীতেই প্রযোজ্য। ১৯১

"কস্য কামায়" (কোন্ ভোক্তার ভোগের জন্য) এই বাক্যাংশের অভিপ্রায়—ভোক্তার অভাবে ভোগেচ্ছাজনিত সন্তাপাভাব

১। ভোক্তার অভাব প্রতিপাদনপূর্ব্বক কূটস্থ আত্মার অসঙ্গতাপ্রতিপাদন।

প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের "কিমিচ্ছন্" এই অংশের অভিপ্রায় বর্ণন করিয়া এক্ষণে "কস্য কামায়" এই অংশের অভিপ্রায় বলিতেছেন :—

(ক) আত্মার অসঙ্গতা-হেতু ভোক্তার অভাব-প্রতিপাদন।

জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
কস্য কামায়েতি বচো ভোক্ত্রভাববিবক্ষয়া ॥ ১৯২

অন্বয়—জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ ভোক্ত্রভাববিবক্ষয়া "কস্য কামায়" ইতি বচঃ।

অনুবাদ—জ্ঞানীর জগন্মিথ্যাত্বানুভবের দৃঢ়তার ন্যায় আত্মার অসঙ্গত্বানুভবও দৃঢ় হয়, দেখা যায় বলিয়া ভোক্তার অভাব (অর্থাৎ ভোক্তা নাই) বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি উক্ত বাক্যে বলিয়াছেন—"কস্য কামায়"—কাহার ভোগের জন্য।

টীকা—যেমন জগতের মিথ্যাত্বের অনুভবদ্বারা বাস্তব ভোগের অভাব বুঝাইবার জন্য—প্রথম শ্লোকে বলিলেন—"কিমিচ্ছন্"—(কিসের ইচ্ছা করিয়া), এইরূপ আত্মার অসঙ্গতার অনুভবদ্বারা বাস্তব ভোক্তার অভাব বুঝাইবার জন্য বলিলেন—"কস্য কামায়" (কাহার ভোগের জন্য)। ১৯২

ভাল, আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকিলেই সেই ভোক্তৃত্বের নিষেধ হইতে পারে, ইহা মানিতে হইবে। কিন্তু আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার সেই ভোক্তৃত্ব নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মায় আরোপিত ভোক্তৃত্ব নিজ নিজ অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া, 'আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই'—এরূপ বলা চলে না। এই অভিপ্রায়ে আত্মার লোকানুভবসিদ্ধ ভোক্তৃত্বের অনুবাদিকা (উল্লেখদ্বারা সমর্থনকারিণী—) শ্রুতির অর্থতঃ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছেন :—

(খ) আত্মার ভোক্তৃত্ব ভ্রান্তিসিদ্ধ, তৎপ্রতিপাদিকা শ্রুতি।

পতিজায়াদিকং সর্ব্বং তত্তদ্ভোগায় নেচ্ছতি।
কিন্ত্বাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদ্ঘোষিতং বহু ॥ ১৯৩

অন্বয়—পতিজায়াদিকম্ সর্ব্বম্ তত্তদ্ভোগায় ন ইচ্ছতি, কিন্তু আত্মভোগার্থম্ ইতি শ্রুতৌ বহু উদ্ঘোষিতম্।

অনুবাদ—পতিজায়াপ্রভৃতিকে কোন নর বা নারী, সেই পতিজায়াপ্রভৃতিরই ভোগের (সুখের) জন্য কামনা করে না, কিন্তু আপনারই ভোগের জন্য কামনা করিয়া থাকে। এই কথা শ্রুতি বিস্তর ঘোষণা করিয়াছেন।

টীকা—[ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি; ন বা অরে জায়ায়ৈ ইত্যাদি—বৃহদা উ, ২।৪।৫, ৪।৫।৬] যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—'অরে মৈত্রেয়ি, পতির প্রীতির (সুখের) জন্য পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না পরন্তু ভার্য্যার আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়; সেইরূপ পত্নীর প্রীতির (সুখের) জন্য পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয় হয় না, পরন্তু স্বামীর আত্মপ্রীতির জন্যই পত্নী প্রিয় হয়—(এইরূপে ধন, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, স্বর্গাদি, দেবগণ, প্রাণিগণ ও অন্য কাহাকে বা কিছু লইয়া, ঐরূপই উক্ত উভস্থলে বর্ণিত হইয়াছে)—এই এই শ্রুতিবাক্যসমূহদ্বারা "পতিজায়াদিকম্"—পতি স্ত্রীপ্রভৃতি প্রপঞ্চ আত্মারই ভোগসাধন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু আত্মার ভোক্তৃত্ব সম্ভব : ইহাই তাৎপর্য্য। ১৯৩

এইরূপে আত্মার ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করিয়া, সেই ভোক্তৃত্বের অপবাদ (নিষেধ) করিবার জন্য ভোক্তৃস্বরূপ লইয়া বিকল্প করিতেছেন :—

(গ) আত্মার ভোক্তৃত্বের অপবাদজন্য কূটস্থ বা চিদাভাস এইরূপ বিকল্পকরণ।
(ঘ) কূটস্থ ভোক্তা নন

কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোঽথবা কিং বোভয়াত্মকঃ।
ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোঽসঙ্গত্বাদ্ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ॥১৯৪

অন্বয়—কিম্ কূটস্থঃ অথবা চিদাভাসঃ কিম্ বা উভয়াত্মকঃ ভোক্তা? তত্র কূটস্থঃ অসঙ্গত্বাৎ ভোক্তৃতাম্ ন ব্রজেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—কূটস্থচৈতন্যই কি ভোক্তা? অথবা আভাসচৈতন্য (চিদাভাস) ভোক্তা? অথবা উভয়ে মিলিয়া ভোক্তা? তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে যে, কূটস্থচৈতন্য ভোক্তা হইতে পারেন না, কেননা, তিনি অসঙ্গ। ১৯৪

ভাল, কূটস্থে অসঙ্গত্ব থাকুক ভোক্তৃতাও থাকুক; তাহাতে দোষ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারো ভোগ উচ্যতে।
কূটস্থশ্চ বিকারী চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্?॥১৯৫

অন্বয়—সুখদুঃখাভিমানাখ্যঃ বিকারঃ ভোগঃ উচ্যতে। কূটস্থঃ চ বিকারী চ ইতি এতৎ কথম্ ন ব্যাহতম্?

অনুবাদ—সুখদুঃখের অভিমানরূপ যে বিকার, তাহার নাম ভোগ। যাহাকে

কূটস্থ বলা হইল তাহাকেই আবার বিকারী বলা হইলে, এইরূপ বচন কি ব্যাঘাত-দোষযুক্ত হয় না ? অবশ্যই ব্যাঘাতদোষযুক্ত।

টীকা—'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী'—এইরূপ সুখ ও দুঃখের অভিমানরূপ বিকারের নাম ভোগ। তাহা অসঙ্গকূটস্থে সম্ভব নহে, কেননা, নির্ব্বিকাররূপতা ও বিকাররূপতা এই উভয়ের একই আধারে সমাবেশ হইতে পারে না। "নর্তে স্যাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়া-সহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ" ॥ (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ২।৭৭)—জ্ঞানোত্তমকৃত টীকার অনুবাদ—যে দুঃখী হয় সে কখনই সাক্ষী হইতে পারে না,—কেন পারে না ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সুরেশ্বরাচার্য্য তাহার হেতু বলিতেছেন—"বিক্রিয়াম্ ঋতে ন দুঃখী স্যাৎ"—বিকার বিনা কেহ দুঃখী হইতে পারে না—অর্থাৎ দুঃখিত্ব যে বিকারবিশেষ ইহা সকলেই জানে। যে বিকারী, তাহাকে সাক্ষী বলিয়া সিদ্ধ করা যায় না—(দর্শনের বা অনুভবের পরক্ষণেই 'সেই দ্রষ্টা' বা অনুভবী রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়)। আত্মা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী ; সেইহেতু আত্মার সমস্ত পরিণাম নিরস্ত।—এই শাস্ত্রবচনদ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে অসঙ্গকূটস্থের সুখদুঃখের অভিমান-নামক বিকাররূপ ভোগ সম্ভবে না। 'এইহেতু' কেবল কূটস্থ ভোক্তা হইতে পারে না। ১৯৫

(শঙ্কা)—ভাল, বিকারী চিদাভাসেরই ভোক্তৃতা বলা হউক :—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঙ) চিদাভাসও ভোক্তা নহে।

বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাদাভাসো বিকৃতাবপি।
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন হি তিষ্ঠতি ॥ ১৯৬

অন্বয়—আভাসঃ বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাৎ বিকৃতৌ অপি, নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন তিষ্ঠতি হি।

অনুবাদ—চিদাভাস (যাহা বিকারিবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বমাত্র) বিকারিবুদ্ধির অধীন বলিয়া বিকারী ; এই কারণে চিদাভাসে বিকার সম্ভব হইলেও, যেহেতু অধিষ্ঠানশূন্য (আভাসরূপ) ভ্রান্তি কেবল (নিজস্বরূপে) থাকিতে পারে না, এইহেতু চিদাভাস ভোক্তা নহে।

টীকা—চিদাভাস বিকারিবুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন বলিয়া তাহাতে বিকার সম্ভব হইলেও সেই আরোপিত চিদাভাসের আরোপিতস্বরূপতাহেতু, অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থকে ছাড়িয়া, স্বতন্ত্রভাবে তাহার অবস্থান অসম্ভব। এইহেতু কেবল চিদাভাসেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে। ইহাই তাৎপর্য্য। (বুদ্ধি স্বয়ং আরোপিত বলিয়া সেই অধিষ্ঠান হইতে পারে না) ১৯৬

এইহেতু কেবল কূটস্থ বা কেবল চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব অসম্ভব বলিয়া, উভয়ে মিলিয়া ভোক্তা—এই তৃতীয় পক্ষই অবশিষ্ট থাকে, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) মিলিত চিদাভাস ও কূটস্থের ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত।
(ছ) তন্মধ্যে কূটস্থের শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ অসঙ্গতাহেতু বাস্তব অভোক্তৃত্ব।

উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৯৭

অন্বয়—অতঃ লোকে ভোক্তা উভয়াত্মকঃ এব ইতি নিগদ্যতে। তাদৃগাত্মানম্ আরভ্য শ্রুতৌ কূটস্থঃ শেষিতঃ।

অনুবাদ—এইহেতু সংসারে (অর্থাৎ ব্যবহারদশায়) মিলিত উভয়কেই ভোক্তা বলা হয়। (বস্তুতঃ উভয় নাই, একই আছে বলিয়া) শ্রুতিতে উভয়রূপ আত্মার কথা তুলিয়া, একমাত্র কূটস্থ আত্মার সত্তাই সিদ্ধান্তশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে।

টীকা—যেহেতু কূটস্থ ও চিদাভাস এই দুইটির মধ্যে এক একটির পৃথগ্‌ভাবে ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে, সেইহেতু উভয়রূপ অর্থাৎ কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানসহিত চিদাভাসই "লোকে" অর্থাৎ ব্যবহারদশায় ভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই ভোক্তার উভয়রূপতা সিদ্ধ হয় না; ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, [অসঙ্গোঽয়ম্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫]—এই পুরুষ হইতেছেন অসঙ্গ বা নির্লেপ, ইত্যাদিরূপ বাক্য হইতে আত্মার অসঙ্গতার কথাই শুনা যায়—আবার [যোঽয়ম্ বিজ্ঞানময়প্রাণেষু—বৃহদা উ, ৪।৪।২২]—'যে এই বিজ্ঞানময় প্রাণসমূহমধ্যে' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা বুদ্ধির সাক্ষী বলিয়া শুনা যাইতেছে', এইহেতু ভোক্তার উভয়রূপত্বই পারমার্থিক। (তাহা কেবল লোকব্যবহারসিদ্ধ নহে।)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই পারমার্থিক ভোক্তৃত্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এইহেতু ভোক্তার স্বরূপ পারমার্থিক, এইরূপ বলা চলে না—"শ্রুতিতে উভয়রূপ আত্মার কথা তুলিয়া" ইত্যাদি। সেইরূপ বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্ট ভোক্তৃরূপ আত্মার কথা "আরভ্য"—অনুবাদ করিয়া, "শ্রুতৌ কূটস্থঃ শেষিতঃ"—বৃহদারণ্যকপ্রভৃতি শ্রুতিতে "কূটস্থ" অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিকল্পনার অধিষ্ঠানরূপ যে চিদাত্মা, তাহার সত্তাই বুদ্ধ্যাদি অনাত্মার নিরসনপূর্ব্বক (বিচারের) পরিশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে। (চিত্রদীপ ২২৫ শ্লোকে তাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে)। ইহাই তাৎপর্য্য। ১৯৭

তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অর্থ প্রথমে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে :—

আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্।
বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ১৯৮

অন্বয়—"কতমঃ আত্মা" ইতি উক্তে যাজ্ঞবল্ক্যঃ তম্ বিবোধয়ন্ বিজ্ঞানময়ম্ আরভ্য অসঙ্গম্ পর্য্যশেষয়ৎ।

অনুবাদ—রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে 'কোন্ বস্তুটি আত্মা ?'—এইরূপ প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য বিজ্ঞানময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে অসঙ্গচৈতন্যেই পর্য্যবসান করিয়াছিলেন।

টীকা—রাজা জনক 'কোন্ বস্তুটি আত্মা'—যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য—"যে এই বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা "বিজ্ঞানময়

উপক্রম্য"—বিজ্ঞানময় পুরুষের কথা আরম্ভ করিয়া "এই পুরুষ অসঙ্গ" এইরূপে পরিশেষে অসঙ্গ কূটস্থ পুরুষেই বিচারের পর্য্যবসান করিলেন - ইহাই অর্থ। ১৯৮

এই প্রকারে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অসঙ্গাত্মবিষয়ে পর্য্যবসানপরিপাটী প্রদর্শন করিয়া, ঐতরেয়াদি অন্য শ্রুতির সেই পরিপাটী দেখাইতেছেন :—

কোঽয়মাত্মেত্যেবমাদৌ সর্ব্বত্রাত্মবিচারতঃ।
উভয়াত্মকমারভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ॥ ১৯৯

অন্বয়—কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি এবম্ আদৌ সর্ব্বত্র শ্রুতৌ আত্মবিচারতঃ উভয়াত্মকম্ আরভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে।

অনুবাদ—এই আত্মা কিরূপ বস্তু ইত্যাদিরূপ বাক্যদ্বারা সকল শ্রুতিতেই আত্মার বিচারে উভয়রূপ আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে 'আত্মা কূটস্থ' এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

টীকা—[কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি বয়ম্ উপাস্মহে—ঐতরেয় উ, ৩।১।১]—আত্মোপাসনতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি? এবং (শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে) সেই আত্মাটি কে?—ইত্যাদি বাক্যে আত্মার বিচার আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা হইতে, 'প্রজ্ঞানমাত্ররূপ কূটস্থই আত্মা', ঐতরেয় শ্রুতি পরিশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও দেখিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যুক্তি ও শ্রুতির পর্য্যালোচনা করিলে, কূটস্থ ও চিদাভাস এই উভয়রূপ ভোক্তার মিথ্যাত্ব এবং পারমার্থিক অসঙ্গ কূটস্থের অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। ১৯৯

(শঙ্কা) পূর্ব্বোক্ত (১৯৭-১৯৯) তিন শ্লোকে প্রদর্শিত রীত্যনুসারে যদি ভোক্তা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে জীবের তাহাতে সত্যত্ববুদ্ধি কি প্রকারে জন্মে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(চ) চিদাভাসকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ না করিয়া, ভোক্তৃত্বকে বাস্তব মনে করিয়া ভোগপরিত্যাগে অনিচ্ছা।

কূটস্থসত্যতাং স্বস্মিন্নধ্যস্যাত্মাবিবেকতঃ।
তাত্ত্বিকীং ভোক্তৃতাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি॥২০০

অন্বয়—আত্মা অবিবেকতঃ কূটস্থসত্যতাম্ স্বস্মিন্ অধ্যস্য ভোক্তৃতাম্ তাত্ত্বিকীম্ মত্বা কদাচিৎ ন জিহাসতি।

অনুবাদ—আত্মা (চিদাভাসরূপ জীবাত্মা) অবিবেকবশতঃ আপনাতে কূটস্থের সত্যতা আরোপ করিয়া, ভোক্তৃত্বকে বাস্তব বলিয়া মানিয়া কোনও কালে ত্যাগের ইচ্ছা করে না।

টীকা—"আত্মা"—লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তা, "অবিবেকতঃ"—আপনি ও কূটস্থ এতদুভয়ের পার্থক্যের জ্ঞানের অভাববশতঃ, "কূটস্থসত্যতাম্"—কূটস্থে স্থিত সত্যতা, "স্বস্মিন্ অধ্যস্য"—আপনাতে আরোপ করিয়া, তদ্দ্বারা আপনাতে স্থিত, "ভোক্তৃতাম্ তাত্ত্বিকীম্ মত্বা"—ভোক্তৃত্বকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া ভোগকে, "কদাচিৎ ন জিহাসতি"—কখনও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ২০০

২। ভোগ্যজাতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া ভোক্তাতেই প্রীতি কর্ত্তব্য।

(শঙ্কা) ভাল, ভোক্তা যদি মিথ্যাই হইল, তাহা হইলে [আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি]—'আত্মার কামের (প্রীতির) নিমিত্তই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে'—এইরূপে পতিজায়াদি ভোগ্যসামগ্রী আত্মারই শেষ বা উপকারক, ইহা কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিপাদন করেন ?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—শ্রুতি ভোগ্যসমূহকে কূটস্থ আত্মার উপকারক বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন :—

(ক) শ্রুত্যুক্ত এবং লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তার নিজের জন্যই ভোগকামনা, ইহার অনুবাদের সূচনা।

ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ ॥ ২০১

অন্বয়—ভোক্তা স্বস্য এব ভোগায় পতিজায়াদিম্ ইচ্ছতি, এষঃ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যক্ অনূদিতঃ।

অনুবাদ—ভোক্তা নিজেরই ভোগের জন্য পতিজায়াদি ভোগ্যজাতের ইচ্ছা করিয়া থাকেন—এই লৌকিক বৃত্তান্তই শ্রুতিকর্ত্তৃক সম্যক্প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—সংসারে যিনি "ভোক্তা" তিনি 'স্বস্য এব ভোগায়'—নিজেরই ভোগের জন্য পতিজায়াদিরূপ ভোগের সাধন ইচ্ছা করিয়া থাকেন—শ্রুতি, এই প্রকারের লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সম্যক্ প্রকারে অনুবাদ করিয়াছেন—অন্য কোনও অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রতিপাদন করেন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ২০১

(শঙ্কা) ভাল, উক্তরূপ অনুবাদ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ভোক্তাতেই প্রীতি করিবার প্রেরণারূপ বিধান করিবার জন্য শ্রুতি উক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

(খ) উক্তরূপ অনুবাদের প্রয়োজন।

ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাম্।
ভোক্তর্য্যেব প্রধানেঽতোঽনুরাগে তং বিধিৎসতি ২০২

অন্বয়—ভোগ্যানাম্ ভোক্তৃশেষত্বাৎ ভোগ্যেষু মা অনুরজ্যতাম্; প্রধানে ভোক্তরি এব (অনুরজ্যতাম্) ; অতঃ অনুরাগে (শ্রুতিঃ) তম্ (ভোক্তারম্) বিধিৎসতি।

অনুবাদ—ভোগ্যজাত ভোক্তার শেষ অর্থাৎ সাধন বলিয়া, সেই ভোগ্য-সমূহে অনুরাগ করিতে নাই কিন্তু মুখ্যভোক্তৃরূপ বিষয়েই অনুরাগ করা উচিত। এইহেতু শ্রুতি ভোক্তার জন্য সেই ভোক্তাতেই অর্থাৎ নিজ আত্মায় অনুরাগ করিবার জন্য বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

টীকা—পতি জায়া প্রভৃতি রূপ ভোগ্যজাত নিজ নিজ ভোক্তার ভোগের উপকরণ বলিয়া অমুখ্যরূপ; সেইহেতু সেই ভোগ্যসমূহে প্রীতি করা উচিত নহে, কিন্তু প্রধানস্বরূপ ভোক্তাতেই অনুরাগ করা উচিত। এই প্রকার বিধান করিবার জন্য শ্রুতি উক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ২০২

ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাতেই অনুরাগ করা সম্যক্ কর্ত্তব্য—এই বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঈশ্বরে প্রেমপ্রার্থনাপূর্ব্বক (প্রহ্লাদোক্তি) বিষ্ণুপুরাণবচন (১।২০।১৯) উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(গ) আত্মাতেই প্রেম কর্ত্তব্য—দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণবচন।

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ ২০৩

অন্বয়—অবিবেকিনাম্ বিষয়েষু অনপায়িনী যা প্রীতিঃ (হে) মাপ ('মা'র লক্ষ্মীর পতি) সা ত্বাম্ অনুস্মরতঃ মে হৃদয়াৎ সর্পতু (কিম্বা ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াৎ মা অপসর্পতু।)

অনুবাদ—বিচারবিহীন ব্যক্তিগণের ভোগ্যবিষয়ে যে দৃঢ় অনুরাগ হয়, হে লক্ষ্মীপতে বিষ্ণো! তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমার হৃদয় হইতে, সেই অনুরাগ বিদূরিত হউক; (অথবা তোমার স্মরণে সেইরূপ দৃঢ় অনুরাগ আমার হৃদয় হইতে যেন বিদূরিত না হয়)।

টীকা—"অবিবেকিনাম্" আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগের, "বিষয়েষু অনপায়িনী যা প্রীতিঃ"—ভোগোপকরণে যে দৃঢ় অনুরাগ হয়, (হে) "মাপ"—হে লক্ষ্মীপতে, "সা"—সেই প্রীতি, "ত্বাম্ অনুস্মরতঃ"—তোমার চিন্তায় নিরন্তর রত, "মে হৃদয়াৎ"—আমার মন হইতে, "সর্পতু"—সরিয়া যাউক অর্থাৎ আমার মন ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমাতেই সদা অবস্থান করুক। (অথবা—অবিবেকিগণের ভোগ্যবিষয়ে প্রীতি যে প্রকার দৃঢ় হয়, "সা"—সেইরূপ ভোগ্যবিষয়ে বিদ্যমানা দৃঢ়া প্রীতি, "ত্বাম্ অনুস্মরতঃ"—তোমাকে স্মরণ করিবার কালে "মে হৃদয়াৎ মা অপসর্পতু"—আমার মন হইতে যেন না যায় অর্থাৎ সর্ব্বদাই সেইরূপ দৃঢ় হইয়া অবস্থান করে। (বোধসারে ১৫২ পৃ প্রথম ৪ পংক্তি দ্রষ্টব্য) [পঞ্চদশীপ্রসঙ্গে প্রথম ব্যাখ্যা, বিষ্ণুপুরাণপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, গ্রাহ্য।] ২০৩

ভাল, পুরাণের যেন এইরূপ নির্দেশ হইল; ইহার দ্বারা শ্রুতির কি উপকার হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(খ) উক্ত পৌরাণিক নিদেশ মতে ভোগে বৈরাগ্য করিয়া ভোক্তায় ভোগ্যগত প্রীতির উপসংহারোপদেশ।

ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাদ্ভোগ্যজাতাদ্বিরক্তধীঃ।
উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্য্যেব বুভুৎসতে॥২০৪

অন্বয়—ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাৎ বিরক্তধীঃ তাম্ প্রীতিম্ ভোক্তরি এব (পাঠান্তরে—এনম্) উপসংহৃত্য বুভুৎসতে।

অনুবাদ—এই পুরাণোক্ত নীতির অনুসরণ করিয়া পতিজায়াদিরূপ সকল প্রকার ভোগ্যের প্রতি বৈরাগ্যবুদ্ধি করিয়া সাধক সেই ভোগ্যবিষয়িণী প্রীতিকে ভোক্তা আত্মাতেই উপসংহৃত (সংগৃহীত) করিয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

টীকা—"ইতি ন্যায়েন"—বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদপ্রদর্শিত এই নীতির অনুসরণ করিয়া, "সর্ব্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাৎ"—পতিজায়াদিরূপ সকল প্রকার ভোগোপকরণ হইতে, "বিরক্তধীঃ"—বিরক্ত হইয়াছে ধী—বুদ্ধি যাহার, সেইরূপ সাধক, "তাম্ প্রীতিম্ ভোক্তরি এব উপসংহৃত্য"—সেই ভোগ্যবিষয়িণী প্রীতিকে ভোক্তা আত্মাতেই একায়নগত করিয়া, "বুভুৎসতে"—এই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা করে। ২০৪

৩। মুমুক্ষুর, আত্মায় অবহিতচিত্ত থাকিয়া, ভোক্তার বাস্তব স্বরূপের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

এই প্রকারে আত্মাতে প্রীতিকে একায়ন করিলে যে ফললাভ হয় দৃষ্টান্তের সহিত তাহাই বর্ণন করিতেছেন :

(ক) আত্মায় প্রীতির সংগ্রহ অর্থাৎ একায়ন-করণের দৃষ্টান্ত ও তাহার ফল।

স্রক্চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ।
অপ্রমত্তো যথা তদ্বন্ন প্রমাদ্যতি ভোক্তরি॥ ২০৫

অন্বয়—পামরঃ স্রক্চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু যথা অপ্রমত্তঃ তদ্বৎ ভোক্তরি ন প্রমাদ্যতি।

অনুবাদ—ভোগলম্পট অমুমুক্ষু যে প্রকার মালা চন্দন স্ত্রী বস্ত্র ও সুবর্ণাদি বিষয়ে প্রমাদরহিত বা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেই প্রকার ভোক্তার স্বরূপে (অর্থাৎ আত্মায় অবহিতচিত্ত হইয়া থাকেন ;) কখনই প্রমাদ করেন না।

টীকা—"পামরঃ"—দুর্বৃত্ত জন বা ভোগলম্পট মাল্যাদিবিষয়ে যে প্রকার "অপ্রমত্ত" বা সাবধান হইয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেই প্রকার আত্মবিষয়ে "ন প্রমাদ্যতি"—অনবধান বা অমনোযোগ করেন না কিন্তু কেবল আত্মচিন্তারত থাকেন। ২০৫

আত্মায় অসাবধানতারূপ প্রমাদের অভাব হেতুদৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

(খ) দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মার অপ্রমাদের স্পষ্টীকরণ।

কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্।
বিজিগীষুর্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ ॥ ২০৬

অন্বয় যথা বিজিগীষুঃ নিরন্তরম্ কাব্যনাটকতর্কাদিম্ অভ্যস্যতি, তদ্বৎ মুমুক্ষুঃ স্বম্ বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন কোনও পণ্ডিত বা লৌকিক বিদ্বান্ অপরাপর পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া নিরন্তর কাব্য, নাটক ও তর্কাদির অভ্যাস করেন, মুমুক্ষুও সেইরূপ আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন।

টীকা—"যথা বিজিগীষুঃ"—যেমন প্রতিবাদীকে জয় করিতে ইচ্ছুক কোনও ইহলৌকিক-প্রধান পুরুষ নিরন্তর কাব্যাদির অভ্যাস করে, মুমুক্ষুও সর্ব্বদা এইরূপ আত্মবিচার করিবেন। ২০৬

জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।
স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদ্বচ্ছ্রদ্দধ্যাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭

অন্বয়—যথা স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া জপযাগোপাসনাদি শ্রদ্ধয়া কুরুতে, তদ্বৎ মুমুক্ষয়া স্বে (আত্মনি) শ্রদ্দধ্যাৎ।

অনুবাদ—যেমন কেহ স্বর্গাদির বাঞ্ছা করিয়া জপ, যাগ ও উপাসনাদির শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেইপ্রকার মোক্ষকামী হইয়া শ্রুত্যুক্ত আত্মস্বরূপে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন।

টীকা—যেমন স্বর্গাদিকামী বৈদিক অনুষ্ঠাতা তত্তৎফলসাধনের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, সেইপ্রকার মুমুক্ষুও শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিজ আত্মস্বরূপে বিশ্বাস করিবেন। ২০৭

চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৮

অন্বয়—যোগী অণিমাদিপ্রেপ্সয়া মহায়াসেন চিত্তৈকাগ্র্যম্ যথা সাধয়েৎ, এবম্ মুমুক্ষয়া স্বম্ বিবিচ্যাৎ

অনুবাদ—যেমন যোগী অণিমাদি সিদ্ধির কামনা করিয়া বিপুল আয়াসে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইরূপ সাধক মোক্ষকামনায় আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন

টীকা—"যোগী"—যোগাভ্যাসে রত অণিমাদিসিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্য্যের লাভ কামনা করিয়া, "মহায়াসেন"—বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়া, আসন-প্রাণায়ামাদির অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাসদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইপ্রকার এই মুমুক্ষুও "বিবিচ্যাৎ"—সর্ব্বদা আত্মার বিচার করিবেন—দেহাদি হইতে পৃথক্ বলিয়া ধারণা করিবেন। ২০৮

ভাল, সেই সেই প্রকারে অভ্যাসী পুরুষগণ সেই সেই অভ্যাসদ্বারা কিরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসাহায্যে উক্তরূপ অভ্যাসের ফলপ্রদর্শন।

কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
যথা তদ্বদ্বিবেকোঽস্যাপ্যভ্যাসাদ্বিশদায়তে॥ ২০৯

অন্বয়—যথা তেষাম্ অভ্যাসপাটবাৎ কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে তদ্বৎ অস্য অপি অভ্যাসাৎ বিবেকঃ বিশদায়তে।

অনুবাদ—যেমন বিজিগীষু শাস্ত্রাভ্যাসীর, শ্রদ্ধালু সকাম আনুষ্ঠানিকের এবং বিভূতিকামী যোগীর নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের পটুতাদ্বারা কৌশল বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুক্ষুর আত্মবিচারের অভ্যাসদ্বারা, বিবেক অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান, নির্ম্মলীকৃত হয়।

টীকা—"যথা তেষাম্ অভ্যাসপাটবাৎ কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে"—যেমন সেই কাব্যাদির অভ্যাসীর শাস্ত্রার্থবিচারে কুশলতা বৃদ্ধি পায়, সকাম আনুষ্ঠানিকের জপ-যাগাদি বৈদিকানুষ্ঠান-কর্ম্মে কুশলতা বা পুণ্যসঞ্চয় বা বুদ্ধির শুদ্ধতা বৃদ্ধিলাভ করে এবং অণিমাদি সিদ্ধিকামী যোগীর চিত্তের নিরোধে এবং সিদ্ধিলাভে কুশলতা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুক্ষুরও আত্মবিচারের অভ্যাস-দ্বারা বিবেক বৃদ্ধি পায়। "অভ্যাসপাটবাৎ"—নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের নিপুণতাদ্বারা "কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে"—বিবিধ কৌশল আবিষ্কৃত হয়—এইরূপে "অস্য অপি"—এই মুমুক্ষুরও "অভ্যাসাৎ বিবেকঃ বিশদায়তে"—আত্মবিচারের অভ্যাসদ্বারা বিবেক—দেহাদি হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান, "বিশদায়তে"—স্পষ্টতর হইতে থাকে। ২০৯

(ঘ) বিবেকের স্পষ্টতার ফল।

বিবিঞ্চতা ভোক্তৃতত্ত্বং জাগ্রদাদিষ্বসঙ্গতা।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিণ্যধ্যবসীয়তে॥ ২১০

অন্বয়—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ভোক্তৃতত্ত্বম্ বিবিঞ্চতা জাগ্রদাদিষু সাক্ষিণি অসঙ্গতা অধ্যবসীয়তে।

অনুবাদ—অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা, ভোক্তার নিজস্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত সাধক, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সাক্ষীর অসঙ্গতা নিশ্চয় করিয়া থাকেন।

টীকা—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ভোক্তৃতত্ত্বম্ বিবিঞ্চতা"—অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ যুক্তির দ্বারা ভোক্তৃ তত্ত্বের অর্থাৎ ভোক্তার পারমার্থিক স্বরূপের বিচারে রত বা জড়রূপ ভোগ্যসমূহ হইতে ভোক্তাকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে প্রবৃত্ত, সাধকের দ্বারা "জাগ্রদাদিষু সাক্ষিণি"—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী যে কূটস্থ তাঁহাতে, "অসঙ্গতা অধ্যবসীয়তে"—নির্লেপতার নিশ্চয় সম্পাদিত হয়। ২১০

সেই অন্বয়ব্যতিরেকযুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৬) সাক্ষীর অসঙ্গতা-বিষয়ে অন্বয়ব্যতিরেক-যুক্তি

যত্র যদ্ দৃশ্যতে দ্রষ্ট্রা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
তত্রৈব তন্নৈতরত্রেত্যনুভূতির্হি সম্মতা ॥২১১

অন্বয়—যত্র জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যৎ দ্রষ্ট্রা দৃশ্যতে, তৎ তত্র এব ইতরত্র ন ইতি অনুভূতিঃ সম্মতা হি।

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়, যাহা দ্রষ্টার দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা সেই অবস্থাতেই অবস্থিত, অন্য অবস্থাতে নহে। এইরূপ অনুভব সর্ব্বজনস্বীকৃত।

টীকা—জাগ্রদাদি তিন অবস্থার মধ্যে, "যত্র"—যে স্থানে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়, অথবা স্বপ্নাবস্থায়, অথবা সুষুপ্তিরূপ অবস্থায়—"যৎ অনুভূয়তে"—স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দরূপ এই তিনপ্রকার ভোগ্য "দ্রষ্ট্রা দৃশ্যতে"—সাক্ষীর দ্বারা অনুভূত হয়, "তৎ"—সেই দৃশ্য, "তত্র এব"—সেই অবস্থাতেই থাকে। "ইতরত্র ন"—অন্য অবস্থায় থাকে না, আর দ্রষ্টা বা সাক্ষী—তিন অবস্থাতেই অনুগত বা তুল্যরূপে বিদ্যমান। এই অনুভব সকলেই স্বীকার করে অর্থাৎ ইহা প্রসিদ্ধ। ২১১

ভোক্তার স্বরূপবিচারে কেবল (**অন্বয়ব্যতিরেকমূলক**) অনুভবই প্রমাণ নহে, আগম বা শ্রুতিবচনরূপ প্রমাণও বিদ্যমান ; এই অভিপ্রায়ের দুইটি শ্রুতিবচন অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—যথা—[স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি, অনন্বাগতঃ তেন ভবতি, অসঙ্গঃ হি অয়ন্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৬]—'পুরুষ স্বপ্নসময়ে যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা তাহার অনুসরণ করে না অর্থাৎ পুরুষ স্বপ্নকৃত পুণ্যপাপে লিপ্ত হয় না, কারণ, এই পুরুষ স্বভাবতঃ অসঙ্গ বা নির্লেপ।' [সঃ বা এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা, চরিত্বা দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোন্যাদ্রবতি—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫]—'সেই এই স্বয়ংজ্যোতিঃ **পুরুষ উক্ত** সম্প্রসাদ অবস্থায় (সুষুপ্তিতে) প্রিয়জনের সহিত রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল, সুখদুঃখ উপভোগ করিয়া পুনঃ স্বপ্নসন্দর্শনের উদ্দেশ্যে বিলোমক্রমে স্ব-স্থানাভিমুখে প্রতিগমন করে'. ইহাই বলিতেছেন :—

(৭) সাক্ষীর অসঙ্গতা-প্রতিপাদক শ্রুতি।

স যৎ তত্রেক্ষতে কিঞ্চিত্তেনানন্বাগতো ভবেৎ।
দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং পাপং চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ ॥২১২

অন্বয়—সঃ তত্র যৎ কিঞ্চিৎ ঈক্ষতে, তেন অনন্বাগতঃ ভবেৎ, পুণ্যম্ চ পাপম্ চ দৃষ্ট্বা এব ; ইতি এবম্ শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ।

অনুবাদ—সেই স্বপ্নস্থানে সে যাহা কিছু দর্শন করে তাহার সহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ পরিহার করিয়াই ফিরিয়া আসে ; আর সম্প্রসাদে "পুণ্য ও পাপ দেখিয়া" ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে।

টীকা—"সঃ"—আত্মা. "তত্র"—সেই অবস্থায়, "যৎ কিঞ্চিৎ"—যাহা কিছু ভোগ্য, "ঈক্ষতে"—সন্দর্শন করে ; "তেন"—সেই দৃশ্যদ্বারা, "অনন্বাগতঃ ভবেৎ"—অনুস্যূত হইয়া থাকে না. কিন্তু নিজেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহাই অভিপ্রায়। "পুণ্যম্ পাপম্ চ"—পুণ্য এবং পুণ্যফল—সুখ এবং পাপ ও পাপের ফল দুঃখ, দেখিয়াই এবং গ্রহণ না করিয়াই যায়—অর্থ এইরূপ। ২১২

ভোক্তার বাস্তব স্বরূপের বিচারে প্রবৃত্ত অন্য শ্রুতিবচন (কৈবল্যোপনিষৎ—২০ বা ১৭) উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ছ) ভোক্তার বাস্তবস্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত অন্যশ্রুতি-কথন।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২১৩

অন্বয়—যৎ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চম্ প্রকাশতে, তৎ ব্রহ্ম অহম্—ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে, আমি হইতেছি সেই ব্রহ্ম—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

টীকা—"যৎ"—সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে অবস্থিত আছেন, তিনিই "জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চম্ প্রকাশতে" (প্রকাশয়তি)—জাগ্রৎপ্রভৃতি প্রপঞ্চকে (যাহা স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া গৃহীত হয় তাহাকে বিশ্ব, বিরাট্ প্রভৃতির সহিত) প্রকাশ করেন ; "তৎ ব্রহ্ম অহম্ অস্মি"—সেই ব্রহ্মই হইতেছি আমি (ব্রহ্মাবগন্তা চিদানন্দাত্মা), অর্থাৎ আমি বুদ্ধি চিদাভাসাদি নহি। "ইতি জ্ঞাত্বা"—শ্রুতি ও অনুভবদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, "সর্ব্ববন্ধৈঃ"—সকল প্রকার (বা সকারণ অহন্তা-মমতাদিরূপ প্রতিবন্ধদ্বারা) অর্থাৎ প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি কর্তৃক, "প্রমুচ্যতে"—প্রকৃষ্টরূপে নিরবশেষরূপে মুক্ত হন। ২১৩

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২১৪

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু একঃ এব আত্মা মন্তব্যঃ, স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে। (ব্রহ্মবিন্দু উ ১১)

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়, আত্মাকে একই বলিয়া মানিতে হইবে। জাগ্রদাদিরূপ তিন অবস্থা হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্কৃত আত্মার পুনর্জন্ম নাই।

টীকা—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সাক্ষী আত্মা একই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ বিবেকজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী বা ব্যাবর্ত্তক ; একই আত্মা সাক্ষিরূপে তিনেই অনুস্যূত—অব্যভিচারী বা অব্যাবৃত্ত, আত্মার পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ এই শরীরের পতনের পর অন্য শরীরের প্রাপ্তি ঘটে না। ২১৪

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥

অন্বয়—ত্রিষু ধামসু যৎ ভোগ্যম্, যৎ চ ভোক্তা, ভোগঃ ভবেৎ তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ চিন্মাত্রঃ সাক্ষী সদাশিবঃ অহম্। (কৈবল্যোপনিষৎ ২১) ২১৫

অনুবাদ—জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই যাহা ভোগ্য, যে ভোক্তা এবং যে ভোগ, তাহা হইতে বিলক্ষণ যে চিন্মাত্র সাক্ষী, তিনি সদাশিব বা মঙ্গলময়। তিনিই হইতেছেন আমি (বা আমিই হইতেছি তিনি)।

টীকা—"ত্রিষু ধামসু"—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপ তিন স্থানে, "যৎ ভোগ্যম্"—যে স্থূল-সূক্ষ্ম-আনন্দরূপ ভোগ্য, "যৎ চ ভোক্তা"—যে ('বিশ্ব' 'তৈজস' 'প্রাজ্ঞ' নামধারী হইলেও) একই ভোক্তা, "যৎ ভোগঃ"—এবং সেই ভোগ্যসমূহের অনুভবরূপ যে ভোগ—আছে, "তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ"—সেই স্থানাদি হইতে বিপরীতলক্ষণ, "(যঃ) চিন্মাত্রঃ সাক্ষী"—যে চিন্মাত্ররূপ সাক্ষী আপনাতে অধ্যস্ত বিশ্ব প্রভৃতির দ্রষ্টা: "সদাশিবঃ"—নিরতিশয়ানন্দরূপ বলিয়া সর্বদা শোভমান পরমাত্মা অথবা নিত্যকল্যাণরূপ মহেশ্বর, "সঃ অহম্ অস্মি"—তিনিই হইতেছেন 'আমি' (অহম্-প্রত্যয়-ব্যবহারযোগ্য)। ২১৫

৪। ভোক্তা চিদাভাস আপনাকে মিথ্যা বলিয়া জানিলে ভোগে অনাগ্রহ।

এইরূপ বিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব যদি অসঙ্গ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে ভোক্তৃত্ব কাহার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) চিদাভাসের ধর্ম ভোক্তৃত্ব:

এবং বিবেচিতে তত্ত্বে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ।
চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতে॥

অন্বয়—তত্ত্বে এবম্ বিবেচিতে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ বিকারী যঃ চিদাভাসঃ তস্য ভোক্তৃত্বম্ শিষ্যতে। ২১৬

অনুবাদ—আত্মতত্ত্ব এইরূপে বিচারিত হইলে (আত্মাকে আর ভোক্তা বলা যায় না)। তখন অবশেষে বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্য বিকারী চিদাভাসরূপ জীবই ভোক্তা বলিয়া সিদ্ধ হ'ন।

টীকা—"যঃ চিদাভাসঃ"—বিজ্ঞানময়শব্দদ্বারা যে চিদাভাসের উল্লেখ হয়, তাহা বিকারী বলিয়া তাহারই ভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। ২১৬

ভাল, চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে, "কস্য কামায়"—'কোন্ ভোক্তার ভোগের জন্য'—এই শ্রুতিবচন, "বাস্তব ভোক্তার অভাব বুঝাইবার জন্য" (১৯২ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) এইরূপ কথনদ্বারা, ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া—১৯২ শ্লোকোক্ত বচনের অভিপ্রায়—পারমার্থিক ভোক্তার অভাব, এই বলিয়া ভোক্তা-চিদাভাসের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতেছেন :—

(খ) ভোক্তা-চিদাভাসের মিথ্যাত্ব:

মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি।
ইন্দ্রজালং জগৎপ্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ॥ ২১৭

অন্বয়—অয়ম্ চিদাভাস মায়িকঃ, শ্রুতেঃ, অনুভবাৎ অপি; যতঃ জগৎ ইন্দ্রজালম্ প্রোক্তম্, অয়ম্ তদন্তঃপাতী।

অনুবাদ—শ্রুতিপ্রমাণে এবং অনুভবপ্রমাণেও, এই চিদাভাস বা জীব মিথ্যাস্বরূপ; যেহেতু যে জগৎ ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়, এই চিদাভাস তাহারই অন্তর্ভূত।

টীকা—এই চিদাভাস, "মায়িকঃ"—মিথ্যারূপ, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি—নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উ, ৯]—মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন; "অনুভবাৎ অপি"—দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ ত্রিপুটীর অন্তর্গতরূপে অনুভূত হয় বলিয়া, চিদাভাস মিথ্যা—ইহাই অভিপ্রায়। সেই চিদাভাসের মিথ্যাত্ব উপপাদন করিতেছেন:—"যেহেতু যে জগৎ ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়" ইত্যাদির দ্বারা। ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যাস্বরূপ জগতের অন্তর্ভূত বলিয়া এই চিদাভাসের মিথ্যাত্ব জগতের মিথ্যাত্বের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞগণকর্তৃক। যেহেতু এই চিদাভাস, জগতেরই অন্তর্গত, এইহেতু, মিথ্যা—এই অর্থানুসারে অন্বয় বুঝিতে হইবে। ২১৭

জগতের ন্যায় এই চিদাভাসেরও বিনাশিত্ব অনুভব হয় বলিয়া, চিদাভাস মিথ্যা—এই কথাই বলিতেছেন:—

বিলয়োঽস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা হ্যনুভূয়তে।
এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ॥ ২১৮

অন্বয়—হি (যতঃ) অস্য বিলয়ঃ সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা অনুভূয়তে, স্ব-স্বভাবম্ এতাদৃশম্ পুনঃ পুনঃ বিবিনক্তি।

অনুবাদ—যেহেতু সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও, এই চিদাভাসের বিনাশ সাক্ষিকর্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে, (সেইহেতু ইহা মিথ্যা)। চিদাভাসরূপ জীব আপনার স্বরূপ, এই প্রকারে বার বার আলোচনা করিয়া থাকেন।

টীকা—"সুষুপ্ত্যাদৌ"—এস্থলে আদি শব্দের অর্থ মূর্চ্ছা প্রভৃতি। ভাল, চিদাভাসের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল; তদ্দ্বারা কি ফল হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "চিদাভাসরূপ জীব" ইত্যাদি। যখন জীব বিচারদ্বারা চিদাভাসকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিয়া ইহার মিথ্যাত্ব জানে, তখন "স্বস্বভাবম্ এতাদৃশম্"—আপনার স্বরূপকে এইরূপ মিথ্যাত্মক বলিয়া—"পুনঃ পুনঃ বিবিনক্তি"—বার বার বিচার করে অর্থাৎ নিজ স্বরূপ কূটস্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া ধারণা করে। ২১৮

সেই চিদাভাস বিচারদ্বারা আপনাকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিলে, তাহা হইতেও বা কি ফল পায়? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঘ) আপনার বিনাশের জ্ঞান জন্মিলে চিদাভাসের ভোগে অরুচি হয়।

বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য পুনর্ভোগং ন বাঞ্ছতি।
মুমূর্ষুঃ শায়িতো ভূমৌ বিবাহং কোঽভিবাঞ্ছতি॥

অন্বয়—বিবিচ্য নাশম্ নিশ্চিত্য পুনঃ ভোগম্ ন বাঞ্ছতি। কঃ মুমূর্ষুঃ ভূমৌ শায়িতঃ বিবাহম্ অভিবাঞ্ছতি? ২১৯

অনুবাদ ও টীকা—বিচার দ্বারা আপনার বিনাশ বা মায়িকত্ব নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার আর বিষয়ভোগের বাসনা করে না। আসন্নমরণ ভূতলশায়িত কোন্ ব্যক্তি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? কেহই করে না। ২১৯

অধিক কি, পূর্ব্বের অজ্ঞানদশার ন্যায়—"আমি ভোক্তা"—এইরূপ ভাষণ এবং অনুভবরূপ ব্যবহার করিতেও জ্ঞানবান্ জীব বা চিদাভাস লজ্জা বোধ করেন, ইহাই বলিতেছেন।—

(ঘ) জ্ঞানী ভোক্তা হইয়া ভোগ করিতে লজ্জাবোধ করেন এবং ক্লেশপূর্ব্বক প্রারব্ধ ভোগ করেন।

জিহ্রেতি ব্যবহর্ত্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতিপূর্ব্ববৎ।
ছিন্ননাস ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে॥ ২২০

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ চ অহম্ ভোক্তা ইতি ব্যবহর্ত্তুম্ জিহ্রেতি; ছিন্ননাসঃ ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্ আরব্ধম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—আর পূর্ব্বের ন্যায়, 'আমি ভোক্তা' এইরূপ বলিতে ও অনুভব করিতে লজ্জা বোধ করেন। ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায় লজ্জিত হইয়া, (অগত্যা) কষ্টে প্রারব্ধ ভোগ করেন।

টীকা—তাহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তির পর প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করেন? এইহেতু বলিতেছেন—"ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায়;" "হ্রীতঃ"—লজ্জিতঃ; "ক্লিশ্যন্"—এখনও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইল না এই ভাবিয়া ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে, "আরব্ধম্ অশ্নুতে"—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করেন। ২২০

এক্ষণে জ্ঞান হইবার পর, সাক্ষীর যে ভোক্তৃত্ব থাকে না, তাহা কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ করিতেছেন অর্থাৎ তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) সাক্ষীর ভোক্তৃত্বাভাব কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ।

যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বং মন্তুং জিহ্রেত্যয়ং তদা।
সাক্ষিণ্যারোপয়েদেতদিতি কৈব কথা বৃথা॥ ২২১

অন্বয়—যদা অয়ম্ স্বস্য অপি ভোক্তৃত্বম্ মন্তুং জিহ্রেতি তদা এতৎ সাক্ষিণি আরোপয়েৎ ইতি বৃথা কথা কা ইব?

অনুবাদ—যখন চিদাভাসরূপ জীব আপনারও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে, তখন সে অসঙ্গ সাক্ষিচৈতন্যে এই ভোক্তৃত্বের আরোপ করিবে, এই অর্থশূন্য কথা কিপ্রকার? অর্থাৎ ঐরূপ কথা আদৌ বলা চলে না।

টীকা—"যদা"—যখন, "অয়ম্"—এই চিদাভাস, "স্বস্য অপি ভোক্তৃত্বম্ মন্তুম্"—আপনারও ভোক্তৃত্ব মানিতে অর্থাৎ 'আমি ভোক্তা' এইরূপ মনে করিতে, লজ্জা বোধ করে, "তদা এতৎ" তখন এই ভোক্তৃত্ব, "সাক্ষিণি"—আপনাতে অবস্থিত অসঙ্গ সাক্ষিচৈতন্যে, "আরোপয়েৎ ইতি বৃথা কথা কা ইব?"—'আরোপ করিবে', এই অর্থশূন্য কথা কিপ্রকার? অর্থাৎ কেহই এরূপ বলিবে না। ২২১

পূর্ব্বগত ৩০টি শ্লোকে কথিত এই অর্থই শ্রুতির আলম্বন বা ভিত্তি, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) আলোচ্য শ্রুতিতে এই অর্থের সংক্ষেপন।

ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাক্ষিপত্যবিশঙ্কয়া।
কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজ্বরো নহি॥ ২২২

অন্বয়—"কস্য কামায় ইতি"—ইতি অভিপ্রেত্য অবিশঙ্কয়া ভোক্তারম্ আক্ষিপতি। ততঃ শরীরানুজ্বরঃ নহি।

অনুবাদ—'কাহার ভোগের জন্য'—এই অর্থের শ্রুতিবচনাংশ, এই অভিপ্রায়েই নিঃশঙ্কভাবে ভোক্তার অভাব বুঝাইয়াছে। সেইহেতু শরীরকে লইয়া জ্ঞানীর আর সন্তাপ থাকে না।

টীকা—"কস্য কামায় ইতি"—কাহার ভোগের জন্য এই অর্থের বচনাংশ কূটস্থের বা চিদাভাসের পারমার্থিক ভোক্তৃত্বের অভাব, "অভিপ্রেত্য"—ইহাকেই বিষয় করিয়া, "অবিশঙ্কয়া" —নিঃশঙ্ক হইয়া, "ভোক্তারম্ আক্ষিপতি"—ভোক্তার নিষেধ করিতেছেন। ভাল, ভোক্তার নিষেধ যেন হইল, তাহাতে কি ফল হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ততঃ" ইত্যাদি সেইহেতু শরীরকে লইয়া "জ্বরঃ নহি"—জ্বরণ বা সন্তাপ থাকে না। ২২২

জ্ঞানীর জ্বরাভাব বা শোকের নিবৃত্তি, শরীরত্রয়গত।

১। শরীরত্রয়গত জ্বরের স্বরূপ।

তত্ত্বজ্ঞানীর, শরীরের অনুগত হইয়া জ্বরভোগ নাই, ইহা দেখাইবার জন্য, শরীর যে ভিন্ন ভিন্ন এবং শরীরভেদে সেই সেই শরীরে জ্বরের সম্ভাব (ও ভেদ), তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) শরীর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, সেই সেই শরীরগত জ্বরও সেইরূপ।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণং চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
অবশ্যং ত্রিবিধোঽস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতো জ্বরঃ॥ ২২৩

অন্বয়ঃ স্থূলম্ সূক্ষ্মম্ কারণম্ চ ত্রিবিধম্ শরীরম্ স্মৃতম্। তত্র তত্র উচিতঃ ত্রিবিধঃ জ্বরঃ অবশ্যম্ অস্তি এব।

অনুবাদ—শরীর, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিন প্রকার বলিয়া স্বীকৃত। সেই সেই শরীরে তত্তদনুরূপ জ্বরও ত্রিবিধ হয়, সন্দেহ নাই। ২২৩

তন্মধ্যে স্থূল শরীরোচিত বিবিধ প্রকার জ্বরের বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) স্থূলশরীরগত জ্বরের বর্ণন।

বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনৌ।
দুর্গন্ধিত্বকুরূপত্বদাহভঙ্গাদয়স্তথা॥ ২২৪

অন্বয় —তনৌ কোটিশঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যব্যাধয়ঃ তথা দুর্গন্ধিত্ব-কুরূপত্ব-দাহ-ভঙ্গাদয়ঃ।

অনুবাদ—স্থূল শরীরে বায়ু পিত্ত ও কফরূপ ত্রিদোষজনিত কোটি কোটি ব্যাধি হইয়া থাকে। সেইরূপ দুর্গন্ধিত্ব, কুরূপত্ব, দাহ, ভঙ্গ, প্রভৃতিরূপ জ্বরও সেই স্থূল-শরীরগত।

সূক্ষ্ম শরীরে যে যে প্রকার জ্বর হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) সূক্ষ্মশরীরগত জ্বরের বর্ণন।

কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যাঃ লিঙ্গদেহগাঃ।
জ্বরা দ্বয়েঽপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যাপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ॥

অন্বয়—কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদাস্ত্যাভাঃ লিঙ্গদেহগাঃ ; দ্বয়ে অপি জ্বরাঃ ক্রমাৎ প্রাপ্ত্যা অপ্রাপ্ত্যা নরম্ বাধন্তে।

অনুবাদ—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এবং শম দম উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা, ইহাদিগকে সূক্ষ্মশরীরের জ্বর বলা যায়। এই দুই প্রকার জ্বরই যথাক্রমে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি (সদ্ভাব ও অভাব) দ্বারা জীবের ক্লেশের কারণ হয়।

টীকা—কাম প্রভৃতি এবং শান্তি প্রভৃতি যে জ্বররূপ, তাহাই উপপাদন করিতেছেন— "দ্বয়ে অপি" "এই দুইপ্রকার জ্বরই"—কাম প্রভৃতি এবং শান্তি প্রভৃতি এই দুই প্রকারেরই জ্বর যথাক্রমে, "প্রাপ্ত্যা-অপ্রাপ্ত্যা"—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ সদ্ভাব এবং অভাব দ্বারা, "নরম্ বাধন্তে"—মানুষের দুঃখদায়ক হয় অর্থাৎ লম্পটগণ যেরূপ কামের প্রাপ্তি বা সদ্ভাব হেতু কামজনিত পীড়া ভোগ করে, অজ্ঞানী (সাধক) সেইরূপ, আমার কাম এখনও গেল না, ক্রোধ এখনও গেল না, এইরূপে কামাদির সদ্ভাবহেতু দুঃখভোগ করে। সেইরূপ 'আমার মনোনিগ্রহরূপ শান্তি আসিল না, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ দান্তি আসিল না—সাধুপ্রকৃতির লোকের শমদমাদির অভাবজনিত এইরূপ সন্তাপ, শমদমাদির অপ্রাপ্তিদ্বারা অজ্ঞানী সাধককে সন্তাপিত করিয়া থাকে। এইরূপে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ সমান বলিয়া উভয়কেই 'জ্বর' বলা হইয়াছে। জ্ঞানীর স্বভাব গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ২২ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,— 'প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ' ইত্যাদি—জ্ঞানী স্বাত্মপ্রত্যক্ষগোচর লক্ষণদ্বারা গুণাতীত হইয়াছেন বলিয়া (সত্ত্বগুণকার্য্য) প্রকাশ, (রজোগুণকার্য্য) প্রবৃত্তি এবং (তমোগুণকার্য্য) মোহ, এই তিনই প্রবৃত্ত হইলে (জাগিলে), তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত (তিরোহিত) হইলে তাহাদিগকে ইচ্ছা করেন না (চাহেন না); কেননা, তিনি সাত্ত্বিকাদি বৃত্তিকে অনাত্মা বলিয়া জানেন এবং আত্মার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা সেই সকল বৃত্তিতে আরোপণ করিয়া তাহা হইতে ভয় পান না অথবা তাহাদিগকে ইচ্ছা করেন না। এই হেতু জ্ঞানী দেহজ্বরে জ্বরিত হন না। ২২৫

কারণশরীরগতজ্বর ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) ছান্দোগ্যোপনিষদ্-বর্ণিত কারণশরীরগত জ্বরের বর্ণন।

স্বংপরং চ ন বেত্ত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে।
আগামিদুঃখবীজং চেত্যেতদিন্দ্রেণ দর্শিতম্ ॥ ২২৬

অন্বয়—কারণে আত্মা স্বম্ চ পরম্ চ ন বেত্তি, বিনষ্টঃ ইব চ আগামিদুঃখবীজম্ ইতি এতৎ ইন্দ্রেণ দর্শিতম্।

অনুবাদ—(সুষুপ্তিকালে) কারণশরীরে আত্মা আপনাকে অথবা পরকে জানিতে পারেন না; তখন আত্মা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হন। এই তত্ত্ব এবং আগামি দুঃখের বীজরূপ সংস্কারথাকে ইন্দ্র (শিষ্যরূপে, গুরু প্রজাপতির নিকট) নিবেদন করিয়াছিলেন।

টীকা—[ন হি (না হ?) খলু অয়ম্ এবং সম্প্রতি আত্মানম্ জানাতি, অয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি, নো এব ইমানি ভূতানি বিনাশম্ এব আপীতো ভবতি, ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি

ইতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।১১।১] 'এই সুষুপ্ত আত্মা বর্ত্তমান অবস্থায় জাগ্রৎ সময়ের ন্যায় 'আমি হই অমুক' এইরূপে আপনাকে জানে না এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানে না ; যেন বিনাশ প্রাপ্তই হইয়াছে। অতএব আমি এইরূপ আত্মদর্শনে কোনও ফল দেখিতেছি না'—অর্থাৎ এই বাক্যদ্বারা (সুষুপ্তাবস্থায়) নিজের ও অপরের জ্ঞান না থাকায় এবং অজ্ঞানে আপনার ও সর্ব্বজীবের বিনষ্টের ন্যায় অবস্থা, এবং "আগামি দুঃখবীজম্"—আগামী দিনে ঘটবে এই প্রকার দুঃখরূপ জ্বরের বীজরূপ সংস্কার থাকে— তাহাই কারণশরীরগত জ্বর, এই তত্ত্ব ইন্দ্র শিষ্যরূপে গুরু ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন—নিজানুভবের প্রকটন করিয়াছিলেন। ২২৬

এইরূপে তিন শরীরেই জ্বরের বর্ণন করিয়া সেই জ্বরের অনিবার্য্যতা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) তিন শরীরেই উক্ত জ্বর অনিবার্য্য।

এতে জ্বরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাভাবিকা মতাঃ।
বিয়োগে তু জ্বরৈস্তানি শরীরাণ্যেব নাসতে ॥ ২২৭

অন্বয়—ত্রিষু শরীরেষু এতে জ্বরাঃ স্বাভাবিকাঃ মতাঃ। জ্বরৈঃ বিয়োগে তু তানি শরীরাণি ন আসতে এব।

অনুবাদ—উক্ত তিন শরীরেই এই তিন প্রকার জ্বর স্বাভাবিক—সহজাত ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ মানিয়া থাকেন। সেই জ্বর ছাড়িলে, সেই শরীরত্রয় আর থাকে না।

টীকা—"ত্রিষু শরীরেষু এতে জ্বরাঃ"—উক্ত তিন শরীরেই প্রতীয়মান এই জ্বরত্রয়,—"স্বাভাবিকাঃ মতাঃ"—শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া পণ্ডিতগণ মানেন। সেই সেই জ্বরের স্বাভাবিকতা ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ জ্বরাভাবে শরীরাভাব, দেখাইয়া সমর্থন করিতেছেন—"বিয়োগে তু জ্বরৈঃ" ইত্যাদি। যে হেতু তিন প্রকার জ্বর হইতে তিন শরীরের বিয়োগ ঘটিলে শরীরত্রয় থাকে না, এই হেতু সেই জ্বর স্বাভাবিক। ২২৭

সেই জ্বরসমূহের স্বাভাবিকতাবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত

তন্তোর্বিযুজ্যেত পটো বালেভ্যঃ কম্বলো যথা।
মৃদো ঘটস্তথা দেহো জ্বরেভ্যোঽপীতি দৃশ্যতাম্ ॥২২৮

অন্বয়—যথা তন্তোঃ পটঃ ন বিযুজ্যেৎ বালেভ্যঃ কম্বলঃ, মৃদঃ ঘটঃ, তথা জ্বরেভ্যঃ দেহঃ ইতি দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন তন্তু হইতে বিযুক্ত হইলে বস্ত্র হয় না, লোম হইতে বিযুক্ত হইলে কম্বল হয় না, মৃত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইলে ঘট হয় না সেইরূপ জ্বর হইতে বিযুক্ত হইলে, দেহ হয় না ; এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ২২৮

২। চিদাভাসে স্বভাবগত জ্বর নাই, সুতরাং কূটস্থে জ্বরাভাব।

এক্ষণে কৈমুতিক ন্যায়ে কূটস্থে জ্বরাভাব দেখাইতেছেন :—

(ক) চিদাভাসে জ্বরাভাব।

চিদাভাসে স্বতঃ কোঽপি জ্বরো নাস্তি যতশ্চিতঃ।
প্রকাশৈকস্বভাবত্বমেব দৃষ্টং ন চেতরৎ ॥ ২২৯

অন্বয়—চিদাভাসে স্বতঃ কঃ অপি জ্বরঃ ন অস্তি, যতঃ চিতঃ প্রকাশৈক-স্বভাবত্বম্ এব দৃষ্টম্, ইতরৎ চ ন।

অনুবাদ—চিদাভাসরূপ জীবে স্বভাবতঃ কোনও প্রকার জ্বর নাই, যেহেতু চৈতন্যের একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা ভিন্ন অন্য স্বরূপ দেখা যায় না।

টীকা—"চিদাভাসে স্বতঃ"—উক্ত তিন শরীরগত জ্বরের সম্বন্ধ বিনা চিদাভাসে স্বভাবতঃ কোনও জ্বর নাই। কেন নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—("যেহেতু চৈতন্যের" ইত্যাদি) "যতঃ চিতঃ প্রকাশৈকস্বভাবত্বম্"—চৈতন্য যে প্রকাশরূপ একমাত্র স্বভাববিশিষ্ট, ইহা তত্ত্ববিদগণের অনুভবসিদ্ধ। সেই হেতু তাহার প্রতিবিম্বের—চিদাভাসের, সেই একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা মানাই যুক্তিযুক্ত। অভিপ্রায় এই—তপ্ততৈলে আকাশপ্রতিবিম্বের সহিত তাপের যখন কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন স্বয়ং আকাশের সহিত তাপসম্বন্ধ যে থাকিতেই পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। চিদাভাসে বাস্তব জ্বর যখন নাই, তখন বিম্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যে জ্বর কি প্রকারে থাকিতে পারে? । ২২৯

যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চিদাভাসে জ্বরাভাব প্রতিপাদন করিলেন, সেই প্রয়োজনই এখন দেখাইতেছেন :—

(খ) সাক্ষিচৈতন্যে জ্বরাভাব; তাহাতে জ্বরানুভব চিদাভাসের শরীরত্রয়ের সহিত একতাভ্রান্তিপ্রযুক্ত

চিদাভাসেঽপ্যসম্ভাব্যা জ্বরাঃ সাক্ষিণি কা কথা।
এবমপ্যেকতাং মেনে চিদাভাসো হ্যবিদ্যয়া ॥ ২৩০

অন্বয়—চিদাভাসে অপি জ্বরাঃ অসম্ভাব্যাঃ; সাক্ষিণি কা কথা? এবম্ অপি চিদাভাসঃ হি অবিদ্যয়া একতাম্ মেনে।

অনুবাদ—যখন চিদাভাসেও জ্বরের সম্ভাবনা নাই, তখন সাক্ষীতে জ্বরের কথা কি প্রকারে উঠিতে পারে? অর্থাৎ সাক্ষীতে যে জ্বরের সম্ভাবনা নাই একথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে জ্বরের অভাব হইলেও যেহেতু চিদাভাস অবিদ্যাবশতঃ শরীরত্রয়ের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে, সেইহেতু জ্বর প্রাপ্ত হয়।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে, "আমি জ্বর অনুভব করি"—এই প্রকার যে অনুভব হয়, তাহার গতি কি? অর্থাৎ কি প্রকারে তাহার কারণ দর্শাইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন "এবম্ অপি"—এই প্রকার জ্বরাভাব সিদ্ধ হইলেও, "চিদাভাসঃ হি অবিদ্যয়া একতাম্ মেনে"—চিদাভাস যেহেতু অবিদ্যাবশতঃ তিন শরীরের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে, (সেইহেতু জ্বর অনুভব করে।) ২৩০

"চিদাভাস শরীরত্রয়ের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে"—এইরূপ সংক্ষেপে উক্ত তত্ত্বটির সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

সাক্ষিসত্যত্বমধ্যাস্য স্বেনোপেতে বপুস্ত্রয়ে।
তৎসর্বং বাস্তবং স্বস্য স্বরূপমিতি মন্যতে ॥ ২৩১

অন্বয়—স্বেন উপেতে বপুত্রয়ে সাক্ষিসত্যত্বম্ অধ্যাস্য তৎসর্ব্বম্ স্বস্য বাস্তবম্ স্বরূপম্ ইতি মন্যতে।

অনুবাদ—চিদাভাস আপনার সহিত যুক্ত তিন শরীরে সেই সাক্ষিগত সত্যতার অধ্যাস করিয়া, সেই তিন শরীরকেই আপনার বাস্তব স্বরূপ বলিয়া মনে করে।

টীকা—চিদাভাস "স্বেন উপেতে বপুত্রয়ে"—আপনার সহিত সম্মিলিত স্থূলাদি তিন শরীরেই (আপনার বিম্বরূপ) সাক্ষীর সত্যত্ব আরোপ করিয়া, "তৎ সর্ব্বম্ স্বস্য বাস্তবম্ স্বরূপম্ ইতি মন্যতে"—সেই অন্বয়যুক্ত তিন শরীরকেই আপনার বাস্তবস্বরূপ বলিয়া মানে। ২৩১

এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) চিদাভাসের উক্ত ভ্রান্তির ফল—জ্বরপ্রাপ্তি, সদৃষ্টান্ত বর্ণন।

এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালেঽয়ং শরীরেষু জ্বরৎস্বথ।
স্বয়মেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুম্বিবৎ॥ ২৩২

অন্বয়—অয়ম্ এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালে শরীরেষু জ্বরৎসু, অথ স্বয়মেব জ্বরামি ইতি মন্যতে হি, কুটুম্বিবৎ।

অনুবাদ—এইরূপ ভ্রান্তিকালে এই চিদাভাস, শরীরত্রয় জ্বরভোগ করিতে থাকিলে, কুটুম্ববেষ্টিত লোকের ন্যায়, 'আমিই জ্বরপ্রাপ্ত হইলাম,' এইরূপ মনে করে।

টীকা—এই চিদাভাস এই ভ্রান্তিকালে আপনাতে জ্বরের আরোপ করে, ইহাই অর্থ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"কুটুম্বিবৎ"—দুঃখদ্বারা সন্তপ্ত পুত্রদারাদিবেষ্টিত গৃহস্থের ন্যায়। ২৩২

দৃষ্টান্তটি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

পুত্রদারেষু তপ্যৎসু তপামীতি বৃথা যথা।
মন্যতে পুরুষস্তদ্বদাভাসোঽপ্যভিমন্যতে॥ ২৩৩

অন্বয়—যথা পুরুষঃ পুত্রদারেষু তপ্যৎসু 'তপামি' ইতি বৃথা মন্যতে, তদ্বৎ আভাসঃ অপি অভিমন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন পুত্রদারাদিকুটুম্বযুক্ত লোকে, কুটুম্বজন জ্বরযুক্ত বা দুঃখপ্রাপ্ত হইলে আমিই জ্বরযুক্ত বা দুঃখতপ্ত, এইরূপ বৃথা মনে করে, সেইরূপ চিদাভাস আপনাকে জ্বরিত বা সন্তপ্ত বলিয়া বৃথা মনে করে। ২৩৩

এই প্রকারে অবিবেকবশাৎ চিদাভাসের ভ্রান্তিজনিত জ্বর বুঝাইয়া, বিবেকবশাৎ জ্বরাভাব বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) বিবেকবশাৎ চিদাভাসের জ্বরাভাব।

বিবিচ্য ভ্রান্তিমুজ্ঝিত্বা স্বমপ্যগণয়ন্ সদা।
চিন্তয়ন্সাক্ষিণং কস্মাচ্ছরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ। ২৩৪

অন্বয়—বিবিচ্য ভ্রান্তিম্ উজ্ঝিত্বা স্বম্ অপি অগণয়ন্ সাক্ষিণম্ সদা চিন্তয়ন্, কস্মাৎ শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ ?

অনুবাদ—কিন্তু বিচারদ্বারা ভ্রান্তির পরিহার করিয়া আপনাকেও না গণিয়া (অবস্তু বলিয়া মানিয়া), সদা সাক্ষীর (কূটস্থের) চিন্তা করিতে থাকিলে, চিদাভাস-রূপ জীব কেন শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জ্বরপ্রাপ্ত হইবেন?

টীকা—"বিবিচ্য আত্মিন্ ইত্যাদি"—চিদাভাস, কূটস্থকে আপনাকে এবং শরীরকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জানিয়া, (২২৮ শ্লোকে বর্ণিত) 'এই সবগুলিই আমার বাস্তবরূপ—এই রূপ মনে করে'—এই আকারের ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া, আপনার আভাসরূপতা বুঝিয়া, আপনাতেও আদর না করিয়া, আপনার নিজরূপ জ্বরাদিরহিত, "সাক্ষিণম্ সদা চিন্তয়ন্"—সাক্ষীকে (নির্বিকার কূটস্থকে) সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া, "কস্মাৎ শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ"—জ্বরযুক্ত শরীরের অনুসরণ করিয়া নিজে কি কারণে জ্বরপ্রাপ্ত হইবেন? অর্থাৎ জ্বরপ্রাপ্ত হন না। ২৩৪

ভ্রান্তিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যথাক্রমে জ্বরের এবং জ্বরাভাবের কারণ—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঙ) ভ্রান্তিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যথাক্রমে জ্বর ও জ্বরাভাবের কারণ—দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ।

অযথাবস্তুসর্পাদিজ্ঞানং হেতুঃ পলায়নে।
রজ্জুজ্ঞানেঽহিধীধ্বস্তৌ কৃতমপ্যনুশোচতি ॥ ২৩৫

অন্বয়—অযথাবস্তুসর্পাদিজ্ঞানম্ পলায়নে হেতুঃ, রজ্জুজ্ঞানে অহিধীধ্বস্তৌ কৃতম্ অপি অনুশোচতি।

অনুবাদ—যেমন রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পভ্রম হইলে, সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয় এবং রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞান হইয়া সর্পবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে, পূর্ব্বকৃত পলায়নাদি কার্য্যের জন্য অনুশোচনা হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞানবশতঃ অনুভূত জ্বরাদির জন্যও অনুশোচনা হয়।

টীকা—'অযথাবস্তু সর্পাদিজ্ঞানম্ পলায়নে হেতুঃ'—রজ্জুপ্রভৃতিতে কল্পিত সর্পাদির জ্ঞান পলায়নের কারণ হয়। এস্থলে 'আদি' শব্দ দ্বারা—স্থাণুতে কল্পিত চোরকেও ধরিতে হইবে। রজ্জু, স্থাণু প্রভৃতির জ্ঞান দ্বারা সর্পাদিবুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে, "তৎ কৃতম্ অপি পলায়নম্ অনুশোচতি"—সেই পলায়নের জন্য অনুশোচনা অর্থাৎ বৃথাই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম—এই প্রকারে অনুতাপ করে। ২৩৫

৩। সাক্ষীতে ভোক্তৃত্বারোপাপরাধের নিবৃত্তির জন্য, চিদাভাসের সাক্ষিশরণাপন্নতা।

২৩৪ সংখ্যক শ্লোকে "সাক্ষীকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট করিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকবর্ণিত সাক্ষিচিন্তনের দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ।

মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে।
ক্ষমাপয়ন্নিবাত্মানং সাক্ষিণং শরণং গতঃ ॥ ২৩৬

অন্বয়—মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে আত্মানম্ ক্ষমাপয়ন্ ইব সাক্ষিণম্ শরণম্ গতঃ অথবা সাক্ষিণম্ আত্মানম্ শরণম্ গতঃ।

অনুবাদ—মিথ্যাপবাদরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবার জন্য, (চিদাভাস)

আপনাকে (সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা) ক্ষমা করাইবার জন্য সেই সাক্ষিচৈতন্যের শরণাপন্ন হয়, অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মার শরণাপন্ন হয়।

টীকা—যেমন জনসমাজে "মিথ্যাভিযোগস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে"—যিনি মিথ্যাপবাদ রটনা করেন, তিনি সেই দোষের জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যাপবাদাপহৃত ব্যক্তির দ্বারা পুনঃ পুনঃ আপনার ক্ষমা করান, সেইরূপ চিদাভাসও অসঙ্গ সাক্ষী আত্মায় ভোক্তৃত্বাদির আরোপরূপ মিথ্যাপবাদদোষের জন্য,- "আত্মানম্ ক্ষমাপয়ন্ ইব সাক্ষিণম্ শরণাগতঃ"—আপনাকে ক্ষমা করাইবার জন্য সাক্ষীর শরণগত হয়, অথবা সাক্ষিরূপ আত্মার শরণাগত হয়। ২৩

সেই সাক্ষীকে সদা চিন্তা করিবার বিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(খ) অন্য দৃষ্টান্ত।

আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থং স্নানাদ্যাবর্ত্ত্যতে যথা।
আবর্ত্তয়ন্নিবধ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ॥ ২৩৭

অন্বয়—যথা আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থম্ স্নানাদি আবর্ত্ত্যতে, (তথা চিদাভাসঃ) ধ্যানম্ আবর্ত্তয়ন্ ইব সদা সাক্ষিপরায়ণঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—যেমন পুনঃ-পুনঃ-কৃত পাপের নাশের জন্য লোকে পুনঃ পুনঃ স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে, সেইরূপ চিদাভাসরূপ জীব পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া যেন সাক্ষীর শরণাপন্ন হয়।

টীকা—"যথা"—যেমন পাপকারী পুরুষ কর্তৃক, "আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থম্"—বার বার অনুষ্ঠিত পাপের নিবারণজন্য, শাস্ত্রবিহিত "স্নানাদি" আবর্ত্ত্যতে"—স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ এই চিদাভাসও চিরদিন ধরিয়া সাক্ষীতে সংসারিত্বাদির আরোপণরূপ দোষের পরিহার জন্য, "ধ্যানম্ আবর্ত্তয়ন্ ইব"—বার বার ধ্যানের অনুষ্ঠানকারীর ন্যায়, "সদা সাক্ষিপরায়ণঃ (স্যাৎ)" নিরন্তর সাক্ষীর শরণাগত হন। ২৩৭

এই প্রকারে ৩টি দৃষ্টান্ত দ্বারা চিদাভাসের সাক্ষিশরণাপন্নতা বর্ণন করিলেন: এক্ষণে জ্ঞানী চিদাভাস আপনার কর্তৃত্বাদিগুণের প্রসিদ্ধি শুনিয়া যেরূপ লজ্জিত হন, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানিচিদাভাসের নিজগুণপ্রসিদ্ধি শুনিয়া লজ্জানুভবের বর্ণন, সদৃষ্টান্ত।

উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্যা বিলাসেষু বিলজ্জতে।
জানতোঽগ্রে তথাভাসঃ স্বপ্রখ্যাতৌ বিলজ্জতে ॥

অন্বয়—উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্যা স্বপ্রখ্যাতৌ জানতঃ অগ্রে বিলাসেষু বিলজ্জতে; তথা আভাসঃ (জানতঃ অগ্রে স্বপ্রখ্যাতৌ) বিলজ্জতে। ২৩৮

অনুবাদ ও টীকা—যে বেশ্যা উপস্থে উপদংশরোগাক্রান্তা হইয়াছে, সে যেমন বিদিতনিজদোষ পুরুষের মুখে নিজরূপের প্রশংসা শুনিয়া, (দেহের অবস্থা স্মরণ করিয়া) বিলাসে বিশেষরূপে লজ্জা পায়, সেইরূপ, চিদাভাসরূপ জীব,

চিদাভাসমিথ্যাত্বজ্ঞ পুরুষের মুখে আপনার কর্তৃত্বাদির অথবা বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া, নিজের মিথ্যাত্বহেতু অব্যবহার্য্যতা স্মরণ করিয়া প্রশংসা উপভোগ করিতে লজ্জা পায় ।*

শরীরত্রয় হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্‌কৃত চিদাভাসের, আবার সেই তিন শরীরের সহিত একত্বপ্রাপ্তি হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঘ) বিচারদ্বারা দেহত্রয়-পৃথক্‌কৃত চিদাভাসের দেহত্রয়ের সহিত আবার একত্বপ্রাপ্তি হয় না ; দৃষ্টান্ত।

গৃহীতো ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছৈঃ প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুনঃ।
ম্লেচ্ছৈঃ সঙ্কীর্য্যতে নৈব তথাভাসঃ শরীরকৈঃ ॥ ২৩৯

অন্বয়—ম্লেচ্ছৈঃ গৃহীতঃ ব্রাহ্মণঃ প্রায়শ্চিত্তম্ চরন্ পুনঃ ম্লেচ্ছৈঃ, ন এব সঙ্কীর্য্যতে, তথা আভাসঃ শরীরকৈঃ ন সঙ্কীর্য্যতে। (শরীরকৈঃ ইতি তুচ্ছার্থে কপ্রত্যয়ঃ।)

অনুবাদ ও টীকা—যেমন কোনও ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছগণকর্তৃক বন্দী হইয়া (মুক্ত হইবার পর) প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া আবার ম্লেচ্ছগণের সহিত সম্মিলিত হন না, সেইরূপ চিদাভাসও শরীরত্রয়ের সহিত পার্থক্যানুভব করিয়া সেই শরীরত্রয়ে আবার আত্মাধ্যাস করেন না ॥ ২৩৯

চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণ (অনুকরণ) কেবল নিজাপরাধক্ষমাপনের জন্য নহে কিন্তু আর এক মহৎ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সিংহাবলোকন-ন্যায়ে অর্থাৎ পরিত্যক্ত প্রসঙ্গের পুনর্গ্রহণ করিয়া † বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) সাক্ষীর অনুকরণে চিদাভাসের মহাভাব ; দৃষ্টান্ত।

যৌবরাজ্যে স্থিতো রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া।
রাজানুকারী ভবতি তথা সাক্ষ্যনুকার্য্যয়ম্ ॥ ২৪০

অন্বয়—যৌবরাজ্যে স্থিতঃ রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া রাজানুকারী ভবতি, তথা অয়ম্ সাক্ষ্যনুকারী।

---

* অচ্যুত রায়—এই শ্লোকের তাৎপর্য্যের আভাস এইরূপে দিয়াছেন :—জ্ঞান, চিদাভাস যে-ধ্যান দ্বারা সাক্ষিপরায়ণ হয়, সেই ধ্যান কি আপনার সহিত সাক্ষীর তাদাত্ম্যভাবনা অথবা তাহা, আপনার সহিত সকল দৃশ্য পদার্থের মিথ্যাত্ব পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়া আপনাকে কেবল-দ্রষ্টা জানিয়া অপরোক্ষভাবে যে অদ্বৈত ব্রহ্মের অনুভব হয়, তাহারই অনুসন্ধান ?—এইরূপ সন্দেহে অনুপলব্ধ ধ্যানের বিষয়, ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন,—উপাস্ত্যাদি দ্বারা।

† কোনও পশুবধ করিবার পর সিংহের অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপের যে অভ্যাস, তাহা আমিষলোলুপ প্রতিদ্বন্দ্বীর আশঙ্কাদির নিমিত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেন—যখন বাক্যস্থ কোন পদ পূর্ব্বগত অথবা আগামী কোনও পদের সহিত অন্বিত থাকে তখন এই ন্যায়ের প্রয়োগে তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। বাচস্পতিমিশ্র, সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, ভামতী, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায় এই অর্থে উক্ত ন্যায়ের বহু প্রয়োগ করিয়াছেন। আচার্য্য পীতাম্বর বলেন—লম্ফ দিয়া ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া, পারগত ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করা সিংহের অভ্যাস। তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই ন্যায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং যখন প্রকরণাধীন বস্তুকে ছাড়িয়া অন্য অর্থের বর্ণনা করিবার পর পুনর্ব্বার প্রকরণাধীন বস্তুর আলোচনা করা হয়, তখন এই ন্যায়ের প্রয়োগ হয়। এস্থলে চিদাভাস কর্তৃক সাক্ষীর অনুকরণের আলোচনা ছাড়িয়া দুই শ্লোকে অর্থান্তরবর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার সাক্ষীর অনুকরণরূপ আলোচ্য অর্থের বর্ণন করায়, উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র (অর্থাৎ রাজার জীবদ্দশায় রাজ্য-পরিচালনায় প্রাপ্তাধিকার পুত্র) পিতার স্থলে সম্রাট হইবার আকাঙ্ক্ষায় পিতার অনুসরণ করে ; সেইরূপ চিদাভাস ব্রহ্মভাব পাইবার ইচ্ছায় সাক্ষী কূটস্থরূপ ব্রহ্মের অনুসরণ করিয়া থাকে।

টীকা—"রাজানুকারী ভবতি"—অর্থাৎ রাজার ন্যায় প্রজারঞ্জনাদিগুণযুক্ত হয়। ২৪০

ভাল, যুবরাজ রাজার অনুসরণ করিলে, তাহার সাম্রাজ্যলাভরূপ ফল দেখা যায়। সাক্ষীর অনুসরণ করিলে চিদাভাসের ত' সেইরূপ ফল দেখা যায় না। তাহা হইলে চিদাভাস কেন সাক্ষীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(চ) চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণ করিবার ফল।

যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরৎ ॥২৪১

অন্বয়—"যঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি এব" ইতি শ্রুতিম্ শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ইতরৎ চ ন।

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মই হইয়া যান, এই শ্রুতিবচন শুনিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তার্পণ করিলে, ব্রহ্মকেই জানেন, অন্য কিছুকেই নহে।

টীকা—[সঃ যঃ হ বৈ এতৎ পরমম্ ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি, ন অস্য অব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, তরতি শোকম্, তরতি পাপ্মানম্, গুহাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ অমৃতঃ ভবতি—মুণ্ড উ, ৩।২।৯] —'যিনিই সেই পরমব্রহ্ম, নিশ্চয়পূর্ব্বক ও সাক্ষাদ্ভাবে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, তাঁহার পুত্রাদিবংশে অথবা শিষ্যাদিবংশে কেহই ব্রহ্মজ্ঞানরহিত হন না ; তিনি শোক উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ ইষ্টবস্তুবৈকল্যজনিত মানসিক সন্তাপরহিত হন ; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পাপ অতিক্রম করেন ; বুদ্ধিগত অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মরণভাবরহিত মোক্ষলাভ করেন', এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মভাবাদিরূপ ফল শুনা যায়। সেই ফললাভের ইচ্ছা করিয়া চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া অযৌক্তিক নহে। ২৪১

ভাল, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে চিদাভাসের চিদাভাসত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে চিদাভাস আপনার বিনাশের জন্য কেন প্রবৃত্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির জন্য চিদাভাসের আত্ম-বিনাশেচ্ছা দোষাবহ নহে।

দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি যথা তথা।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি ॥ ২৪২

অন্বয়—যথা দেবত্বকামাঃ হি অগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি তথা সাক্ষিত্বেন অবশেষায় সঃ স্ববিনাশম্ বাঞ্ছতি

অনুবাদ— যেমন দেবত্বের কামনা করিয়া লোকে অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবেশ করে (যেমন কুমারিলভট্ট করিয়াছিলেন বলিয়া "শঙ্করবিজয়" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে), সেইরূপ সাক্ষিরূপে অবশিষ্ট থাকিবার জন্য চিদাভাস আপনার বিনাশ ইচ্ছা করেন।

টীকা— যেমন সংসারে লোকে দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ভৃগুপতন (পর্বতের শৃঙ্গ হইতে "খড়ে" পতন) অবলম্বন করিয়া কিম্বা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া অথবা প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে জলপ্রবেশ করিয়া স্ববিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এই প্রকার সাক্ষিভাবে অবস্থানে অধিক ফল আছে বলিয়া চিদাভাসরূপতার বিনাশের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। এস্থলে এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে যে দেবভাবপ্রাপ্তির অভিলাষী, ভৃগুপতন, অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতির দ্বারা স্থূল দেহেরই বিনাশ ইচ্ছা করে; আপনার অর্থাৎ জীবত্বের বিনাশ ইচ্ছা করে না। এইহেতু অর্থাৎ প্রাপ্তিকামী জীব বিদ্যমান থাকে বলিয়া, তাহার দেবভাবের প্রাপ্তি সম্ভব হয়, কিন্তু চিদাভাস আপনারই বিনাশের দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা করে; সে স্থলে প্রাপকের অভাবহেতু ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। তথাপি ৪।১১, ৬।২৩, ৭।৫ ইত্যাদি শ্লোকে যে কূটস্থবিশিষ্ট বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসকেই জীব বলিয়া সূচনা করা হইয়াছে, তাহারই বন্ধমোক্ষাদিতে অধিকার; এইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিসহিত চিদাভাসের এবং তৎসহিত জীবভাবের বিনাশ হইলেও কূটস্থের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। আর কোথাও বিশেষণের ধর্মের 'বিশিষ্ট' বা বিশেষ্যরূপে ব্যবহার হয় (যথা—"একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্বর্হব্যো নারদো মুনিঃ"; এস্থলে 'নভঃ' অদৃশ্য বলিয়া 'একতারং দৃষ্ট্বা',—অর্থাৎ বিশেষ্যের বাধা হইল বলিয়া বিশেষণধর্মের 'বিশিষ্ট'রূপে ব্যবহার হইল;) আর কোথাও বা বিশেষ্যের ধর্মের 'বিশিষ্ট'রূপে ব্যবহার হয়—যথা 'ঘটো নিত্যঃ' এস্থলে ঘট নিত্য হইতে পারে না বলিয়া ঘটস্বরূপ বিশেষ্যধর্মের বিশিষ্টরূপে ব্যবহার হইল। এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে বলিয়া, তদনুসারে অন্তঃকরণ সহিত চিদাভাসরূপ বিশেষণের নাশে চিদাভাসযুক্তান্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের নাশ হইল, এইরূপ ব্যবহার হয় এবং কূটস্থরূপ বিশেষ্যের ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারা চিদাভাসযুক্তান্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইল, এইরূপ ব্যবহার হয়। এইহেতু এস্থলে কোনও প্রকার অসম্ভাবনা নাই। ২৪২

৪। জ্ঞানিচিদাভাসের প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত ব্যবহারের সম্ভাবনা।

ভাল, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন চিদাভাসভাব নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন সংসারে জ্ঞানিগণের জীবরূপে ব্যবহার কি প্রকারে হইতে পারে?—এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত সেই চিদাভাসরূপতা সম্ভব:—

(ক) জ্ঞানীর প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত ব্যবহার সম্ভব।

যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
তাবদারব্ধদেহং স্যান্নাভাসত্ববিমোচনম্॥ ২৪৩

অন্বয়—যাবৎ স্বদেহদাহম্ সঃ নরত্বম্ ন এব মুঞ্চতি, (তথা যাবৎ) আরব্ধদেহম্ স্যাৎ তাবৎ আভাসত্ববিমোচনম্ ন।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিপ্রবিষ্ট পুরুষের যে পর্য্যন্ত না দেহ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই

পর্যন্ত মনুষ্যভাব তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যে পর্যন্ত প্রারব্ধকর্মাধীন দেহ বিদ্যমান, সেই পর্যন্ত চিদাভাসরূপতার নিবৃত্তি নাই।

টীকা—যেমন অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট পুরুষের, দাহ প্রভৃতির দ্বারা যে পর্যন্ত দেহের বিনাশ না হয়, সেই পর্যন্ত, "সঃ নরত্বম্ ন এব মুঞ্চতি"—সে নররূপে ব্যবহারযোগ্যতা কিছুতেই পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ তাহার দেহ নররূপে ব্যবহারযোগ্যতা হারায় না, এইরূপ প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয়পর্যন্ত জীবের চিদাভাসরূপে জীবত্বের ব্যবহার নিবৃত্ত হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৪৩

ভাল, জ্ঞানীর ভোক্তৃত্বাদিভ্রান্তির উপাদান অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায়, পুনর্বার অর্থাৎ জ্ঞান লাভের পরেও কেন ভোগের অনুবৃত্তি থাকে অর্থাৎ বাধিত হইয়া আবার জাগে? কেনই বা 'আমি মনুষ্য' এই প্রকার বিপরীত প্রতীতি হয়?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীতে বাধিত-প্রপঞ্চের অনুবৃত্তি থাকে, দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ ॥২৪৪

অন্বয়—রজ্জুজ্ঞানে অপি কম্পাদিঃ শনৈঃ এব উপশাম্যতি; পুনঃ মন্দান্ধকারে ক্ষিপ্তা সা রজ্জুঃ উরগী ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—(রজ্জুসর্প ভ্রমে) যেমন রজ্জুর জ্ঞান হইলেও সর্পভয়জনিত কম্পাদি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং আবার মন্দান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই রজ্জু আবার উরগী হইয়া দাঁড়ায়,— ২৪৪

দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধ অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ ॥
ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥ ২৪৫

অন্বয়—এবম্ আরব্ধভোগঃ অপি শনৈঃ শাম্যতি, হঠাৎ ন; ভোগকালে কদাচিৎ তু "অহম্ মর্ত্যঃ" ইতি ভাসতে।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ অল্পে অল্পে শান্ত হয়, হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না; পুনর্বার ভোগকালে কখন কখন 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ভান বা প্রতীতি হয়। ২৪৫

ভাল, "আমি মনুষ্য" এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইলে তদ্দ্বারা ত' তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বাধিতানুবৃত্তির তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না।

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥ ২৪৬

অন্বয়—এতাবতা অপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানম্ ন বিনঙ্ক্ষ্যতি : ইদম্ জীবন্মুক্তিব্রতম্ ন, কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু।

অনুবাদ—'আমি মনুষ্য' এইরূপ প্রতীতি আবার হইলেও, এতটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না। ইহা জীবন্মুক্তির ব্রত নহে (যে, আপনাতে একবার মনুষ্যবুদ্ধি হইলেই মৌনব্রতাদির ন্যায় ব্রতভঙ্গ হইবে), কিন্তু সম্যগ্‌জ্ঞান দ্বারা যে, ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা আত্মবস্তুর স্বস্বরূপে স্থিতিমাত্র অথবা বাধিতরূপে দ্বৈতের প্রতীতি এবং অবাধিতরূপে অদ্বৈতপ্রতীতিরূপ ব্যবস্থামাত্র।

টীকা—কোনও সময়ে 'আমি মানুষ' এই প্রকার জ্ঞানের উদয়মাত্রেই বেদরূপ প্রমাণ-জনিত তত্ত্বজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় না। 'আমি মানুষ' এই প্রকার জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান কেন বাধাপ্রাপ্ত হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইহা জীবন্মুক্তিব্রত নহে"—ইহা মনুষ্যত্ববুদ্ধির তিরোভাবকরণস্বরূপ জীবন্মুক্তিব্রত অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে, যাহাতে নিয়মভঙ্গে ফলাভাব হয়, কিন্তু সম্যগ্ জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তিজ্ঞানের যে নিবৃত্তি হয়—ইহা বস্তুস্বভাব। এই হেতু কোনও কালে মনুষ্যত্ববুদ্ধির উদয় হইলেও আবার (অন্ত ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিরূপ) অন্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা, সেই মনুষ্যত্ববুদ্ধির বাধ করা যাইতে পারে। (অচ্যুতরায়কৃত টীকা)—"ভাল, এইরূপে যদি (জ্ঞানীর) কখন কোন কালে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মবিস্মৃতির বশে 'আমি মানুষ' এইরূপ জ্ঞান হয় এবং সেই মনুষ্যত্বপ্রতীতির বশে প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিকালনির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া ঈশ্বরপ্রীতি কিম্বা অসত্যভাষণ দ্বারা ঈশ্বরক্রোধ অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য ও পাপের ফলে জ্ঞানীর ত' সংসার সম্ভাবনা এবং তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান, উৎপন্ন হইলেও মোক্ষরূপ ফলের বিনাশ হেতু, বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা ত' বাঞ্ছিত নহে এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"এতটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না"। ভাল এই গ্রন্থেই নিম্নে ১২৬ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে "তত্ত্ববিস্মৃতি মাত্রেই অনর্থ ঘটে না, কিন্তু বিপর্যায়হেতু অনর্থ ঘটে"। তাহা হইলে "আমি মনুষ্য" এইরূপ 'বিপর্য্যয়' ঘটিলে আবার সংসারপ্রবেশ ঘটিয়া জ্ঞাননাশ ত' হইবেই"। (উত্তর) এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। "বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ" —অচিরেই স্মরণ হয় বলিয়া বিপর্য্যয় ঘটিবার সময় থাকে না',—এইরূপে কথিতবাক্যপূর্ত্তিকারক অংশের এবং ২৪৫ শ্লোকের "ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে"—'কিন্তু ভোগকালে কখন কখন 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ভান হয়'—এই স্থলে'কদাচিৎ' (কখন কখন) এই পদের, প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই উক্ত শঙ্কার সম্ভাবনা। অতএব "জীবন্মুক্তি ব্রত নহে" ইত্যাদি দ্বারা, বাধিত দ্বৈতপ্রতীতি এবং অবাধিত অদ্বৈতপ্রতীতিরূপ আত্মজ্ঞানের ব্যবস্থা।" ইনি 'স্থিতি' শব্দে 'ব্যবস্থা' বুঝিয়াছেন. রামকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন 'স্বভাব'।

এস্থলে অভিপ্রায় এই—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন অধিষ্ঠানব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা অহঙ্কারাদি জগদ্‌ভ্রান্তির বাধ হয় : যেমন রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা সর্পাদিভ্রান্তির বাধ হয়। যেমন সর্পজ্ঞানজনিত হৃৎকম্পাদি বিলম্বে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মজনিত ভোগ বিলম্বে অর্থাৎ প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হয়, সাধনান্তরদ্বারা নিবৃত্ত হয় না। আবার যেমন অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রজ্জু পুনর্ব্বার

সর্পরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভোগকালে, 'আমি মনুষ্য'—এইরূপ প্রতীতি কখন কখন বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। ('বাধ' শব্দে মিথ্যাত্বনিশ্চয় বুঝিতে হইবে; মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত প্রপঞ্চের, সেই নিশ্চয়ের পরে প্রারব্ধক্ষয় পর্যন্ত অবস্থানকে 'বাধিতানুবৃত্তি' বলে।)

ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের সহিত প্রারব্ধ কর্মের তুলনা করিলে, ধনুতে যোজিত বাণকে ক্রিয়মাণ কর্ম বলিতে হয় এবং তূণীরে রক্ষিত বাণকে সঞ্চিত কর্ম বলিতে হয়। গাণ্ডীকে খাম্বৎ করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষিপ্তবাণকে যেমন ধনুঃসংযোজিত বাণের কিম্বা তূণীররক্ষিত বাণের বিনাশ দ্বারাও ফিরান যায় না, তাহা আপন বেগের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত চলিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ ধনুর বিনাশে তৎসংযোজিত বাণরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম এবং তূণীররক্ষিত বাণরূপ সঞ্চিত কর্ম নিষ্ফল হইলেও, মুক্তবাণরূপ প্রারব্ধ কর্মের বেগরূপ কার্যের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে, অর্থাৎ উপাদানের বিনাশে তাহার কার্য ক্ষণান্তরে বিনষ্ট হয়। (৬।৫৪ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য)

এস্থলে এই আশঙ্কা উঠিতে পারে—ধনুঃ বাণের বেগের নিমিত্তকারণ বলিয়া, ধনুর নাশ হইলেও, নিক্ষিপ্ত বাণের বেগ থাকিতে পারে; যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকারের বিনাশ হইলেও ঘট থাকিয়া যায়; কিন্তু অজ্ঞান, কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ভ্রমরূপ কার্যের উপাদান বলিয়া অজ্ঞানের বিনাশে ভ্রমরূপ কার্যের স্থিতি সম্ভব নহে, যেমন মৃত্তিকার বিনাশে ঘটের স্থিতি অসম্ভব।

এই আশঙ্কার সমাধান এইরূপে হইবে—অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ দুই অংশ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়া, প্রারব্ধ কর্মের বলে, প্রারব্ধ কর্মভোগের ক্ষয় পর্যন্ত, ভর্জিতধান্যের ন্যায় থাকিয়া যায়, তাহাকেই অজ্ঞানলেশ বলে। আবরণবিক্ষেপকারিণী মায়া অজ্ঞানের উপাদান বলিয়া, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-ব্যবহারকালে স্বরূপবিস্মৃতিরূপ এবং সুষুপ্তিপ্রভৃতি কালে নিদ্রাত্মক "আবরণ"-রূপ এবং 'আমি অমুক কার্যের কর্তা', 'অমুক ভোগের ভোক্তা' 'আমি মনুষ্য' 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি দেখিতেছি' ইত্যাদি "বিক্ষেপ"-রূপ, কার্যের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহা ভর্জি ধান্যবীজের ন্যায় অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় অর্থাৎ বর্তমান জন্মে জীবেশ্বরাদিপঞ্চভেদবুদ্ধির এবং জগতে পারমার্থিক সত্যতা-বুদ্ধির হেতু হয় না; কিম্বা প্রারব্ধভোগের অনন্তর অন্য জন্মের হেতু হয় না—ইহাই কোন কোন আচার্যের মত।

অথবা অজ্ঞানের দুই শক্তি—(১) আবরণকারিণী এবং (২) (দেহাদিপ্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞানরূপ-) বিক্ষেপকারিণী। তন্মধ্যে আবরণকারিণী শক্তিবিশিষ্ট অংশ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়; বিক্ষেপ-কারিণীশক্তিবিশিষ্টাংশ প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধের ক্ষয়পর্যন্ত ভর্জিত বীজের ন্যায় বাধিত হইয়া অবশিষ্ট থাকে। পদ্মপাদাচার্যের মতে তাহাই 'অবিদ্যালেশ'। এইহেতু দর্পণজ্ঞানের পর তৎপ্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্ব জ্ঞানের ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞানের পর জ্ঞানীর দেহাদিবিক্ষেপের প্রতীতি হয়। তদ্দ্বারা প্রারব্ধভোগ সিদ্ধ হয়। কোন কোন সময়ে ব্যবহারকালে 'আমি মনুষ্য', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি বধির' ইত্যাদিরূপ অধ্যাস বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। আর 'আমি দেহ' 'আমি ইন্দ্রিয়', বা 'আমি অন্তঃকরণ' ইত্যাদিরূপ অধ্যাস কখনই হয় না। আর আবরণকারিণী

শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানাংশের নাশহেতু, 'আমি অজ্ঞানী', 'আমি কূটস্থ নহি' অথবা 'কূটস্থের প্রতীতি হইতেছে না' এই প্রকারের আবরণ তত্ত্বজ্ঞানীর হয় না, এবং ব্যবহারকালে যে কখন কখন স্বরূপের বিস্মৃতি হয়, তাহা আবরণরূপ নহে, কিন্তু অনাত্মাকারা বৃত্তির দ্বারা আত্মাকারা বৃত্তির তিরোধান মাত্র; যেহেতু নিয়ম রহিয়াছে—ভিন্নবিষয়রূপ অধিকরণবিশিষ্ট দুইজ্ঞান বিশেষাকারে একইকালে থাকিতে পারে না, যেমন ঘটের বিশেষজ্ঞান থাকিতে পটের বিশেষজ্ঞান সম্ভব নহে; সেই প্রকার যখন অনাত্মাকারা বৃত্তি হয় তখন ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হয় না. কিন্তু তাহার তিরোধান হয়, আবরণ হয় না; আর সুষুপ্তিপ্রভৃতি স্থলে বিদ্যমান যে আবরণ তাহাকে 'তূলাজ্ঞান' (উপাধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাচ্ছাদক অজ্ঞান) বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে অর্থাৎ তাহার নাশের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা নাই; কেননা তাহা মূলাজ্ঞান নহে। তাহা প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া, আবৃত বস্তুর জ্ঞান দ্বারাই, তাহার বিনাশ হয়; ইহাই 'পঞ্চপাদিকা'-কার পদ্মপাদাচার্য্যের প্রদর্শিত উপায়ে সমাধান। এই প্রকারে জ্ঞানোত্তরকালে জ্ঞানীর ভোগের অনুবৃত্তি এবং ভোগকালে 'আমি মনুষ্য' ইত্যাদিরূপ বিপরীত প্রতীতি, সম্ভব হয়। ২৪৬

ভাল, রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদিভ্রমের স্থলে বিপরীতজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্যের অর্থাৎ কম্পাদির অনুবৃত্তি বা কারণনাশের পরেও স্থিতি, হয় বটে, কিন্তু (৩৩ শ্লোকোক্ত) সাত অবস্থার বর্ণনপ্রসঙ্গে বর্ণিত দশম পুরুষের দৃষ্টান্তে, "তুমিই সেই দশম পুরুষ" এই বাক্যের বিচারজনিত জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলে, সেই ভ্রান্তির কার্য্যের অনুবৃত্তি ত' দেখা যায় না। এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(ঘ) দশমপুরুষবিচারে বাধিতানুবৃত্তি।

দশমোঽপি শিরস্তাড়ং রুদন্ বুদ্ধ্বা ন রোদিতি।
শিরোব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা॥ ২৪৭

অন্বয়—দশমঃ অপি শিরস্তাড়ম্ (ণমুল প্রত্যয়ান্ত) রুদন্ বুদ্ধ্বা ন রোদিতি। শিরোব্রণম্ তু শনৈঃ মাসেন শাম্যতি, তদা নো।

অনুবাদ—দশম পুরুষও শিরে আঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে, "তুমিই সেই দশমপুরুষ"—এই তত্ত্ব জানিয়াই রোদনে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার শিরস্তাড়নজনিত ক্ষত অল্পে অল্পে এক মাসে আরোগ্যলাভ করে: তৎকালেই আরোগ্যলাভ করে না।

টীকা—আমিই সেই দশম পুরুষ, এই জ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই শিরস্তাড়নসহ রোদনে নিবৃত্ত হয়, আর সেই তাড়নের কার্য্য যে শিরঃক্ষত, তাহা পরেও থাকিয়া যায়, ইহাই অর্থ। ২৪৭

ভাল, জ্ঞানলাভের পরও যদি সংসারের অনুবৃত্তি রহিল, তাহা হইলে জীবন্মুক্তি হইতে কি প্রকারে পুরুষার্থসিদ্ধি হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—যে জীবন্মুক্তি সংসারদুঃখকে আচ্ছাদন করিয়া যে হর্ষ উৎপাদন করে, তাহাতেই জীবন্মুক্তির পু[illegible]:—

(৬) জীবন্মুক্তিলাভে প্রারব্ধদুঃখের তিরোধান; দৃষ্টান্ত।

দশমামৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্।
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্॥ ২৪৮

অন্বয়—দশমামৃতিলাভেন জাতঃ হর্ষঃ ব্রণব্যথাম্ তিরোধত্তে তথা মুক্তিলাভঃ প্রারব্ধদুঃখিতাম্ (তিরোধত্তে)।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন, দশম পুরুষ মরে নাই—এই জ্ঞান লাভ করিয়া যে হর্ষ উৎপন্ন হইল, তাহা শিরঃক্ষতজনিত পীড়াকে ঢাকিয়া ফেলিল, সেইরূপ জীবন্মুক্তিলাভ প্রারব্ধজনিত দুঃখকে ঢাকিয়া ফেলে অর্থাৎ দুঃখ থাকিলেও হর্ষের আধিক্যে তাহা অননুভূতপ্রায় হইয়া যায়। ২৪৮

২৬৩তম শ্লোকে বলা হইয়াছে—ইহা অর্থাৎ আত্মায় মনুষ্যবুদ্ধি না করা, জীবন্মুক্তির ব্রত নহে। তাহা যে ব্রত নহে,—তাহাতে কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৮) অধ্যাসনিবৃত্তির জন্য বার বার বিচার কর্তব্য, দৃষ্টান্ত।

ব্রতাভাবাদ্যদাধ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিচ্যতাম্।
রসসেবী দিনে ভুংক্তে ভূয়ো ভূয়ো যথা তথা॥ ২৪৯

অন্বয়—ব্রতাভাবাৎ যদা অধ্যাসঃ তদা ভূয়ঃ বিবিচ্যতাম্; যথা রসসেবী দিনে ভূয়ঃ ভূয়ঃ ভুংক্তে, তথা।

অনুবাদ. যে হেতু আত্মায় মনুষ্যবুদ্ধির অকরণ— এইরূপ কোন ব্রত (অদৃষ্টোৎপাদক অনুষ্ঠান) জীবন্মুক্তি নহে, সেই হেতু যখনই 'আমি দেহ,' 'আমি মনুষ্য' এইরূপ অধ্যাস (প্রারব্ধবশে) উপস্থিত হইবে, তখনই আবার বিচারে প্রবৃত্ত হইবে ; যেমন স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি পারদঘটিত ঔষধসেবী একইদিনে ক্ষুধারূপ (দৃষ্ট-) দুঃখনিবৃত্তির জন্য বার বার ভোজন করে, (সেইরূপ)।

টীকা—"যথা রসসেবী"—যেমন রসসেবী রোগী মানব, "দিনে"—একই দিনে, ক্ষুধারূপ দৃষ্টদুঃখনিবৃত্তির জন্য বার বার অর্থাৎ ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করে, সেইরূপ অধ্যাসনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানীর বার বার, দেহাদি হইতে আপনার ভেদজ্ঞানরূপ বিচার করা কর্তব্য। যেমন তণ্ডুলাদির দ্বারা নিষ্পন্ন "অন্নের" কণা ভক্ষণ করিলে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হয়, সেইরূপ 'আমি মনুষ্য,' ইত্যাদিরূপ অধ্যাস হইলেই যে জীবন্মুক্তিভঙ্গ হইবে, জীবন্মুক্তি এইরূপ ব্রত নহে। তথাপি "রসসেবী"—পারদাদিঘটিত ঔষধ সেবী, যেমন দৃষ্টদুঃখরূপ ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য বার বার ভোজন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানীও অধ্যাসজনিত দৃষ্টদুঃখরূপ বিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্য বার বার ব্রহ্মবিচার করিবেন। এস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই—অগ্রে (ধ্যানদীপ ৭।৩১ শ্লোকে), ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধকের কথা বলিবেন ; তাহারাই জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে প্রতিবন্ধক। সংশয় ও বিপর্য্যয় বা বিপরীত ভাবনা, জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে প্রতিবন্ধক নহে কিন্তু উভয়ই পিতামাতার সেবায় অক্ষম রোগী পুত্রের রোগের ন্যায়, জ্ঞানফলে বা সাফল্যমণ্ডিত দৃঢ়

জ্ঞানে প্রতিবন্ধক ; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট অবিদ্যার বিক্ষেপোৎপাদিকা শক্তিজনিত যে অধ্যাসরূপ বিক্ষেপ, তাহা জ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির প্রতিবন্ধক নহে, কিন্তু জীবন্মুক্তের যে অনন্যলভ্য আনন্দ তাহারই প্রতিবন্ধক। এই হেতু, অধ্যাসক্ষয়ে বিরতি ব্রতরূপ নহে বলিয়াও, জীবন্মুক্তি ভিন্ন অন্যত্র অলভ্য আনন্দের জন্য বার বার ব্রহ্মবিচার কর্তব্য। ২৪৯

ভাল, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল যদি জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, তবে কিসে তাহার নিবৃত্তি হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগদ্বারাই নিবৃত্ত হইবে, যেমন শিরস্তাড়নজনিত ব্রণ ঔষধ দ্বারা নিবৃত্ত হয় :—

(ছ) ভোগ দ্বারা প্রারব্ধের নিবৃত্তি ; দৃষ্টান্ত।

শমং ত্ব্যৌষধেনায়ং দশমঃ স্বং ব্রণং যথা।
ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং মুচ্যতে তথা॥ ২৫০

অন্বয়—যথা অয়ম্ দশমঃ ঔষধেন স্বম্ ব্রণম্ শময়তি, তথা ভোগেন এতৎ প্রারব্ধম্ শময়িত্বা মুচ্যতে।

অনুবাদ—যেমন এই দশমপুরুষ ঔষধ দ্বারা শিরস্তাড়নজনিত ক্ষতের আরোগ্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ ভোগদ্বারা এই প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়া জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হন।

টীকা—দশম পুরুষের শিরস্তাড়নরূপ নিমিত্ত-জনিত ক্ষতের সদৃশ (স্থানীয়)—প্রারব্ধরূপ-নিমিত্ত-জনিত শরীর। যেমন মলম, পটী ও প্রক্ষালন জলদ্বারা ক্ষতের নিবৃত্তি, সেইরূপ অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়দ্বারা প্রারব্ধরচিত শরীরের নির্ব্বাহদ্বারা জ্ঞানীর বিদেহমুক্তি। ২৫০

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে আমি হইতেছি এতৎস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ, তাহা হইলে, সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় (কোন্ প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর (অর্থাৎ দুঃখ) অনুভব করিবেন?—এই শ্রুতিবচনে অপরোক্ষ জ্ঞান ও শোকনিবৃত্তি নামক যে জীবগত দুই অবস্থা কথিত হইয়াছে, তাহা এই অধ্যায়ের ৬৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই অবস্থাদ্বয়ের উল্লেখদ্বারা সূচিত—জীবের যে সপ্তমী বা তৃপ্তিরূপাবস্থা, তাহাই অর্থের অনুবাদপূর্ব্বক ২৫২ হইতে ২৯৮ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণন করিবার প্রারম্ভ করিতেছেন :—

(জ) ২৫১—২৯১ শ্লোকে বর্ণিত শোকের নিবৃত্তি "তৃপ্তি"র বর্ণন।

কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ।
আভাসস্য হ্যবস্থৈষা ষষ্ঠী তৃপ্তিস্তু সপ্তমী॥ ২৫১

অন্বয়—কিমিচ্ছন্ ইতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষঃ উদীরিতঃ ; এষঃ আভাসস্য ষষ্ঠী অবস্থা, তৃপ্তিঃ হি তু সপ্তমী (অবস্থা)।

অনুবাদ—"কিমিচ্ছন্"—কিসের ইচ্ছা করিয়া, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, শোক হইতে মুক্তি কথিত হইয়াছে। এই শোকনিবৃত্তি চিদাভাসের ষষ্ঠী অবস্থা ; তাহার সপ্তমী অবস্থা তৃপ্তি এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

টীকা—প্রথম শ্লোকোক্ত "কিসের ইচ্ছা করিয়া"—ইত্যাদি অংশের শ্রুতিবচনের উত্তরাঙ্ক দ্বারা কথিত যে শোকনাশ, তাহা এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২৬ হইতে ২৫১ পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকনিবৃত্তি ও নিরঙ্কুশা তৃপ্তি—জীবের এই সাত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শোকনিবৃত্তি ষষ্ঠাবস্থা ; ইহাই কহিতেছেন—"এই শোকনিবৃত্তি ইত্যাদি"। এস্থলে 'তৃপ্তি' সপ্তমী অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এইরূপে বাক্যশেষ করিতে হইবে। ২৫১

জ্ঞানী চিদাভাসের নিরঙ্কুশাতৃপ্তি নামক সপ্তমী অবস্থা।

১। প্রতিযোগিসমূহের স্মরণপূর্ব্বক জ্ঞানীর কর্ত্তব্যাভাবরূপ কৃতকৃত্যতা।

অপরোক্ষজ্ঞানজনিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতার, কর্ত্তব্যাবশেষ ও প্রাপ্তব্যাবশেষরূপ ব্যাঘাত প্রদর্শনপূর্ব্বক, প্রতিপাদনের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) প্রতিযোগিপ্রদর্শন দ্বারা, অপরোক্ষজ্ঞানজনিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতাপ্রতিপাদন।

সাঙ্কুশাবিষয়ৈস্তৃপ্তিরিয়ং তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা।
কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি ॥ ২৫২

অন্বয়—বিষয়ৈঃ তৃপ্তিঃ সাঙ্কুশা, ইয়ম্ তৃপ্তিঃ নিরঙ্কুশা। কৃতম্ কৃত্যম্, প্রাপনীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব তৃপ্যতি।

অনুবাদ—বিষয়ভোগদ্বারা যে তৃপ্তি, তাহা সাঙ্কুশা—তাহার ব্যাঘাত বিদ্যমান, কিন্তু সপ্তমী অবস্থারূপ তৃপ্তি নিরঙ্কুশা অর্থাৎ ইহার কামনান্তর দ্বারা কুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা করণীয় ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা প্রাপনীয় ছিল তাহার প্রাপ্তি হইয়াছে, এই হেতু জ্ঞানী তৃপ্তি বা হর্ষ লাভ করেন।

টীকা—"সাঙ্কুশাতৃপ্তিঃ"—কোন বিষয়ের লাভজনিততৃপ্তি অন্য বিষয়ের কামনাদ্বারা কুণ্ঠিত অর্থাৎ ব্যাহত হইলে, তাহা সাঙ্কুশা। আর অপরোক্ষজ্ঞানজনিততৃপ্তি বিষয়ান্তরের কামনাদ্বারা কুণ্ঠিত হয় না বলিয়া তাহার নিরঙ্কুশতা। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—"যাহা করণীয় ছিল", ইত্যাদি দ্বারা। ২৫২

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা বুঝাইতেছেন :—

(খ) কৃতকৃত্যতা প্রতিপাদন।

ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূৎ তৎসর্ব্বমধুনা কৃতম্ ॥ ২৫৩

অন্বয়—অস্য পুরা ঐহিকামুষ্মিক ব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেঃ সিদ্ধয়ে চ বহুকৃত্যম্ অভূৎ, তৎসর্ব্বম্ অধুনা কৃতম্।

অনুবাদ—পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় এই জ্ঞানীর ঐহিকসুখসাধনসমূহের জন্য, পারলৌকিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য, আর মুক্তির সিদ্ধির জন্য, অনেক কর্ত্তব্য ছিল। সেই সকল কর্ত্তব্য এখন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে, (সাধ্যবস্তুর অভাবে) কৃতের অর্থাৎ সম্পাদিতের ন্যায়ই হইয়া গিয়াছে।

টীকা—"অস্য"—এই জ্ঞানীর, "পুরা"—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, ইহলোকের বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রতিকূল বিষয়ের নিবৃত্তির জন্য কৃষিবাণিজ্যাদি, এবং স্বর্গাদিসিদ্ধির জন্য যাগোপাসনাদি এবং মোক্ষের সাধন জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য, শ্রবণমননাদি এইরূপ যে অনেক প্রকার কর্ত্তব্য ছিল, এক্ষণে জ্ঞানাবস্থায় সেই সংসারসম্বন্ধীয় ফলের ইচ্ছা নাই বলিয়া এবং ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, সেই কৃষি, যাগ, শ্রবণমননাদি সকল কর্ত্তব্য, পালিতের বা নিষ্পাদিতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, কেননা, ইহার পর আর কিছুই অনুষ্ঠেয় নাই, ইহাই অর্থ। ২৫৩

এই প্রকারে জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা প্রদর্শন করিয়া, সেই কৃতকৃত্যতার ফলস্বরূপ তৃপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) প্রতিযোগিস্মরণ-পূর্ব্বক জ্ঞানীর তৃপ্তিলাভ।

তদেতৎকৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥২৫৪

অন্বয়—অয়ম্ তৎ এতৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রতিযোগিপুরঃসরম্ অনুসন্দধৎ এব নিত্যশঃ এবম্ তৃপ্যতি।

অনুবাদ—এই জ্ঞানী পূর্ব্বোল্লিখিত সেই এই (অর্থাৎ এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিতব্য) কৃতকৃত্যতা প্রতিযোগীর অনুসন্ধানপূর্ব্বক অর্থাৎ অকৃতকৃত্যতাবস্থার সহিত তুলনায় আলোচনা করিয়া এইপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

টীকা—এই জ্ঞানী, সেই কৃতকৃত্যতা "প্রতিযোগিপুরঃসরম্ অনুসন্দধৎ"—কর্ত্তব্যাভাবের প্রতিযোগীর স্মরণপূর্ব্বক অর্থাৎ অতীত কর্ত্তব্যনিপীড়িতাবস্থার কথা মনে করিলে যে রূপ হয় সেইরূপে অগ্রে (২৫২-২৯৮) এই ৪৫টি শ্লোকে বর্ণিত তৃপ্তি সর্ব্বদা অনুভব করিতে থাকেন। ২৫৪

সেই 'কর্ত্তব্য'রূপ প্রতিযোগীর স্মরণপূর্ব্বক কৃতকৃত্যতার অনুসন্ধান, "দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৫৫ হইতে ২৯১ শ্লোকসমূহে—ঐহিক সুখার্থিগণ হইতে জ্ঞানীর স্বকীয় বিলক্ষণতা সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) প্রতিযোগিস্মরণে, ঐহিকসুখার্থী হইতে জ্ঞানীর বিলক্ষণতার, অনুভব।

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৫

অন্বয়—দুঃখিনঃ অজ্ঞাঃ পুত্রাদ্যপেক্ষয়া কামম্ সংসরন্তু। পরমানন্দপূর্ণঃ অহম্ কিমিচ্ছয়া সংসরামি ?

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানহীন দুঃখিগণ যথেচ্ছপ্রকারে (সুখবুদ্ধি করিয়া) পুত্রাদির কামনায় ঐহিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউক। আমি পরমানন্দপূর্ণ হইয়াছি; কিসের কামনায় সেইরূপ লোকব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব ? ২৫৫

স্বর্গাদি লাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ হইতে জ্ঞানী আপনার বিলক্ষণতার বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) পারলৌকিক সুখাদি হইতে জ্ঞানীর স্বকীয় বিলক্ষণতাস্মরণ।

অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্‌॥ ২৫৬

অন্বয়—পরলোকযিযাসবঃ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু; সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাৎ কিম্‌ কথম্‌ অনুতিষ্ঠামি ?

অনুবাদ—যাহারা পরলোকে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করুক, সর্ব্বলোকস্বরূপ আমি কি হেতু, কোন কর্ম্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব ?

টীকা—যে জ্ঞানলাভ করে নাই তাহার বর্ণাশ্রমের অভিমান, কর্তৃত্বাধ্যাসপ্রভৃতি করণ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, স্বর্গাদি কাম্যফল, সকলই বিদ্যমান বলিয়া তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যতা আছে। আর আমার (জ্ঞানীর) সাধন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, জ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায় কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা নাই। এই হেতু এবং দেহ হইতে ভিন্ন অকর্ত্তা বলিয়া সাধনাভাবে এবং দেহাদিরূপ জগৎ —বাধিত হওয়ায় সামগ্রীসহিত কর্ম্মের অভাবে এবং সর্ব্বলোকাত্মক হইয়াছি বলিয়া কর্ম্মফলের অভাবে, আমি কি প্রকারে অনুষ্ঠান করি ? কোন প্রকারেই পারি না। ২৫৬

ভাল, জ্ঞানীর নিজের জন্য প্রবৃত্তি না থাকিলেও, পরের জন্য অর্থাৎ লোকসংগ্রহার্থে প্রবৃত্তি কেন হইবে না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—আমার, শঙ্করাদি আচার্য্যগণের ন্যায় অধিকার নাই বলিয়া, সেই পরার্থপ্রবৃত্তিও নাই :—

(চ) অধিকারাভাবে জ্ঞানীর পরার্থপ্রবৃত্তিও নাই।

ব্যাচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ॥

অন্বয়—যে অত্র অধিকারিণঃ তে শাস্ত্রাণি ব্যাচক্ষতাম্‌, বা বেদান্‌ অধ্যাপয়ন্তু; মে তু অক্রিয়ত্বতঃ অধিকারঃ ন। ২৫৭

অনুবাদ—যাঁহারা আচার্য্য হইয়া পরার্থসাধনে অধিকারী হইবেন তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন বা বেদসমূহের অধ্যাপনা করুন, কিন্তু আমি অক্রিয় বলিয়া আমার পরার্থপ্রবৃত্তিতেও অধিকার নাই।

টীকা—(অচ্যুত রায়)—বস্তুতঃ পরোপকারও পুণ্যের কারণ বলিয়া, তাহাও "স্বার্থ"—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। ২৫৭

ভাল, আপনি ত' জ্ঞানী হইয়া নিজদেহপোষণের জন্য ভিক্ষাহরণাদি করিয়া থাকেন, পরলোকের জন্য স্নানাদি করিয়া থাকেন, দেখা যায়। এই হেতু আপনার অক্রিয়ত্ব অসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—ভিক্ষাস্নানাদিও আমার দৃষ্টিতে নাই কিন্তু অন্য লোকে জ্ঞানীর ভিক্ষাস্নানাদির কল্পনা করিয়া থাকে :—

(ছ) [illegible]

নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ॥ ২৫৮

অন্বয়—নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে ন ইচ্ছামি ন করোমি চ ; দ্রষ্টারঃ কল্পয়ন্তি চেৎ, অন্যকল্পনাৎ মে কিম্ স্যাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—নিদ্রা, ভিক্ষা, স্নান, শৌচ এই সকল ক্রিয়া চিদাত্মস্বরূপ আমার বাঞ্ছিত নহে এবং আমি তাহার অনুষ্ঠানও করি না ; দ্রষ্টৃগণ যদি আমাতে তাহার কল্পনা করে, তাহা হইলে অন্য পুরুষের সেইরূপ কল্পনা হইতে আমার কি ক্ষতি হইবে ? ২৫৮

অন্যকৃত কল্পনার দ্বারাও ক্ষতি হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, সেইরূপ কল্পনায় ক্ষতি নাই :—

(জ) অজ্ঞানীর কল্পনায় জ্ঞানীর ক্ষতি নাই।

গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা।
নান্যারোপিতসংসারধর্ম্মানেবমহং ভজে ॥ ২৫৯

অন্বয়—গুঞ্জাপুঞ্জাদি অন্যারোপিতবহ্নিনা ন দহ্যেত। এবম্ অন্যারোপিতসংসারধর্ম্মান্ অহম্ ন ভজে।

অনুবাদ ও টীকা—কুঁচফলের রাশিতে রক্তবর্ণ দেখিয়া (শীতার্ত্ত বানরের ন্যায়) তাহাতে অগ্নি কল্পনা করিলে, তাহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ; সেইরূপ অন্যে আমাতে সংসার ধর্ম্মের আরোপ করিলে, আমি তদ্দ্বারা তদ্ধর্ম্মভাক্ অর্থাৎ সংসারী হইব না। ২৫৯

ভাল, আপনার অন্য অর্থাৎ সাংসারিক ফলে ইচ্ছা নাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না হয় নাই করিলেন ; কিন্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণমননাদি যে কর্ত্তব্য তাহা ত' আপনার আছেই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—অজ্ঞানাদি নাই বলিয়া আমার শ্রবণাদি-কর্ত্তৃত্বও নাই :—

(ছ) জ্ঞানীর শ্রবণমননে কর্ত্তব্যতা নাই।

শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাচ্ছৃণোম্যহম্।
মন্যন্তাং সংশয়াপন্নাঃ ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥ ২৬০

অন্বয়—(যে) অজ্ঞাততত্ত্বাঃ তে শৃণ্বন্তু, অহম্ জানন্ কস্মাৎ শৃণোমি ? সংশয়াপন্নাঃ মন্যন্তাম্, অহম্ অসংশয়ঃ ন মন্যে।

অনুবাদ যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারাই বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণ করুক। আমি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াছি, কি হেতু আবার শ্রবণ করিব ? যে সংশয়গ্রস্ত, সে মনন করুক ; আমি নিঃসংশয় বলিয়া মনন করি না।

টীকা—"অজ্ঞাততত্ত্বাঃ"—অজ্ঞাত হইয়াছে ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্ব যাহাদিগের কর্ত্তৃক, এইরূপ যে মুমুক্ষুগণ, তাহারা শ্রবণ করুক। আর, তত্ত্ব এই প্রকার কিম্বা অন্য প্রকার এইরূপ সংশয়গ্রস্ত মুমুক্ষু মনন করুক। আমাতে অজ্ঞান ও সংশয় উভয়ই নাই বলিয়া শ্রবণ মনন উভয়েই প্রবৃত্তি নাই, ইহাই অর্থ। ২৬০

ভাল, শ্রবণমননে আপনার প্রবৃত্তি না হয়, নাই হউক ; কিন্তু বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য ত' নিদিধ্যাসন কর্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—আমার দেহাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয়ও নাই ; সেই হেতু নিদিধ্যাসনও অনুষ্ঠেয় নহে।

(ঞ) নিদিধ্যাসনেও জ্ঞানীর কর্তব্যতা নাই।

বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ।
দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্॥ ২৬১

অন্বয়—বিপর্য্যস্তঃ নিদিধ্যাসেৎ ; অহম্ দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসম্ কদাচিৎ ন ভজামি, অবিপর্য্যয়াৎ ধ্যানম্ কিম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যে ব্যক্তি বিপরীতভাবনাগ্রস্ত সেই নিদিধ্যাসন করুক ; আমি দেহে আত্মতাবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা কখনই করি না। যেহেতু আমাতে বিপর্য্যয়ভাবনা নাই, সেই হেতু কিসের ধ্যান করিব ? কিছুরই ধ্যান নহে ! ২৬১

ভাল, বিপরীতভাবনা যদি নাই, তবে 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃই সেইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয় :—

(ট) 'আমি মনুষ্য' ইত্যাদি ব্যবহার, জ্ঞানীর সংস্কারবশতঃই সম্ভব।

অহং মনুষ্য ইত্যাদি ব্যবহারো বিনাপ্যমুম্।
বিপর্য্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্প্যতে॥ ২৬২

অন্বয়—অহম্ মনুষ্যঃ ইত্যাদি ব্যবহারঃ অমুম্ বিপর্য্যাসম্ বিনা অপি চিরাভ্যস্তবাসনাতঃ অবকল্প্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি মনুষ্য' (বা আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা) ইত্যাদিরূপ ব্যবহার এই বিপরীতভাবনা বিনাও, অনাদিকালের অভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ, (অর্থাৎ ঘটাদিনির্ম্মাণের নিবৃত্তির পরেও) কুম্ভকারের চক্রের ভ্রমণের স্থায় বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ সম্ভব বলিয়া কল্পিত হয়। ২৬২

ভাল, তাহা হইলে এই ব্যবহারের নিবৃত্তির জন্য ধ্যানসম্পাদন কর্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন : —

(ঠ) প্রারব্ধনিবৃত্তি বিনা ব্যবহারনিবৃত্তি হয় না।

প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ধ্যানসহস্রতঃ॥ ২৬৩

অন্বয়—প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে। কর্ম্মাক্ষয়ে তু অসৌ ধ্যানসহস্রতঃ ন এব শাম্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। আর প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি না হইলে সহস্র সহস্র ধ্যান দ্বারাও তাহার নিবারণ হয় না।

ভাল, প্রারব্ধ, ব্যবহারের নিমিত্তকারণ বলিয়া ব্যবহারের ন্যূনতা সাধনের জন্য ধ্যান ত'

কর্ত্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ব্যবহারে জ্ঞানের অবাধকতা দেখিয়া সেই ব্যবহারের নিবৃত্তির জন্য ধ্যানানুষ্ঠানের সার্থকতা নাই :—

(ঙ) ব্যবহারের হ্রাসের উদ্দেশ্যে জ্ঞানীর ধ্যান-সাধন অকর্ত্তব্য।

বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ ? ২৬৪

অন্বয়—ব্যবহৃতেঃ বিরলত্বম্ ইষ্টম্ চেৎ, তে ধ্যানম্ অস্তু ; অহম্ ব্যবহৃতিম্ অবাধিকাম্ পশ্যন্ কুতঃ ধ্যায়ামি ?

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহারের বিরলতা বা হ্রাস যদি, জীবন্মুক্তিভিন্ন অলভ্য সুখানুভবের জন্য তোমার বাঞ্ছিত হয় এবং সেই হেতু তোমার ধ্যানে রুচি হয়, ত' হউক না কেন, কিন্তু আমি ব্যবহারকে আত্মজ্ঞান ও মোক্ষের অবাধক বলিয়া বুঝিয়াছি : এই হেতু আমি ধ্যান করিব কেন ? ২৬৪

ভাল, ধ্যান জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য হইলেও, বিক্ষেপনিবারণের জন্য জ্ঞানীর সমাধি ত' কর্ত্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—বিক্ষেপ ও সমাধি এ উভয়ই মনের ধর্ম্ম বলিয়া, (একাগ্রতাভ্যাস দ্বারা) বিক্ষেপের নিবারক হইলেও সমাধিতে আমার অধিকার নাই :—

(চ) সমাধিও জ্ঞানীর কর্ত্তব্য নাই।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥ ২৬৫

অন্বয়—যস্মাৎ মে বিক্ষেপঃ ন অস্তি ততঃ মম সমাধিঃ ন। বিক্ষেপঃ বা সমাধিঃ বা বিকারিণঃ মনসঃ স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে হেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেই হেতু আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই ; বিক্ষেপই বল অথবা সমাধিই বল, এই উভয়ই বিকারশীল মনের ধর্ম্ম। ২৬৫

ভাল, তাহা হইলেও সমাধির ফল যে অনুভব, তাহার ত' সম্পাদন করা আবশ্যক—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই অনুভব আমার স্বরূপ : তাহা সম্পাদনীয় কিছু নহে :—

(ছ) সমাধিফলরূপ অনুভবও জ্ঞানীর সম্পাদনীয় নহে ; জ্ঞানী সর্ব্বতোপ্রকারে কৃতকৃত্য।

নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বানুভবঃ পৃথক্।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬৬

অন্বয়—নিত্যানুভবরূপস্য মে কঃ বা পৃথক্ অনুভবঃ ? কৃত্যম্ কৃতম্, প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব নিশ্চয়ঃ

অনুবাদ— আমি নিত্য (উৎপত্তিবিনাশরহিত) অনুভবস্বরূপ ; আমার পৃথক্ বা

সম্পাদনীয় অনুভব কই ? কোথাও নাই। যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছি : যাহা প্রাপ্তব্য ছিল, তাহা পাইয়াছি। ইহাই আমার নিশ্চয়।

টীকা—পূর্ব্বে (২৫৩ হইতে ২৬৬ শ্লোকে) উপপাদিত কৃতকৃত্যতার নিগমন (হেতুর উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনর্ব্বচন) করিতেছেন—"যাহা করণীয় ছিল" ইত্যাদি। "আমার কর্ত্তব্যশেষরূপ কর্ম্ম নাই"—এইরূপ অনুভব "বোধসারে" (পৃ ৫৭৬) "জ্ঞানিগজগর্জ্জনম্" নামক প্রবন্ধের ৩৫ শ্লোকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—"শুদ্ধে বোধে স্ফুরতি পরিতঃ ক্ষালিতা বাসনাঙ্কাঃ। ক্ষীণং পুণ্যং বিরতিরুদিতাঃ কর্ম্মপাশাঃ বিশীর্ণাঃ॥ ছয়ো ভেদঃ সুখমধিগতং কল্পনা দূরমুক্তা। দৃষ্টে তত্ত্বে কররদরবন্নাস্তি কর্ত্তব্যশেষঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য—(ঝ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২। কৃতকৃত্য জ্ঞানীর আচরণনির্ণয়।

ভাল, এইরূপে জ্ঞানীর কোন কার্য্যেই কর্ত্তৃত্ব নাই মানিলে অনিয়মিত ব্যবহারই আসিয়া পড়ে ; এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া, প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অনিয়মিত ব্যবহার সম্ভব, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন :—

(ক) উৎকট প্রারব্ধবশে কৃতকৃত্য জ্ঞানীর সকল প্রকার আচরণই সম্ভব।

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বান্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্॥ ২৬৭

অন্বয়—লৌকিকঃ বা শাস্ত্রীয়ঃ বা অন্যথা অপি বা ব্যবহারঃ অকর্ত্তুঃ অলেপস্য মম যথারব্ধম্ প্রবর্ত্ততাম্।

অনুবাদ—আমি অকর্ত্তা নির্লেপ বা অভোক্তা ; প্রারব্ধবশতঃ আমার ব্যবহার লৌকিক শাস্ত্রীয় অথবা তদুভয়ের বিরুদ্ধ যে প্রকারই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই।

টীকা—"লৌকিক ব্যবহার"—যথা ভিক্ষাটনাদি ; "শাস্ত্রীয় ব্যবহার"—যথা জপ, সমাধি প্রভৃতি, অথবা "অন্যথা অপি"—অন্য প্রকারও যথা জীবহিংসা প্রভৃতি বা, "মম"—আমি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিত বলিয়া আমার, "যথারব্ধম্"—প্রারব্ধকর্ম্মকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ প্রারব্ধানুসারেই, "প্রবর্ত্ততাম্"—চলিতে থাকুক, কেননা ভোগ বিনা জীব প্রারব্ধের নিবৃত্তি হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৬৭

এই প্রকারে যুক্তিবলে বাস্তবতত্ত্ব বর্ণন করিয়া—জ্ঞানীর অনিয়ত ব্যবহার যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া নির্ণয় করিয়া এবং প্রৌঢ়িবাদ (৪ অ, ৩৬ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানীর সদাচারপালনের উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষ কল্পনা করিয়া, বলিতেছেন (বোধসারে ৬৮৪ পৃঃ "চর্য্যাচতুষ্টয়ী" দ্রষ্টব্য) :—

(খ) শাস্ত্রীয় ব্যবহার জ্ঞানীর অসম্ভব না হইলেও, সদাচারবশতঃ লোকে, শাস্ত্রীয় ব্যবহার অঙ্গীকৃত।

অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ॥২৬৮

অন্বয়—অথবা অহম্ কৃতকৃত্যঃ অপি লোকানুগ্রহকাময়া শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব বর্ত্তে, মম কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—অথবা আমি কৃতকৃত্য হইলেও লোকসমাজকে অনুগ্রহ করিবার কামনায় শাস্ত্রীয় মার্গেরই অনুসরণ করিয়া ব্যবহার করি, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?

টীকা—"লোকানুগ্রহকাময়া"—প্রাণিগণকে (জনসাধারণকে) অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া; "ক্ষতিঃ কিং"?—যে যোগী শরীরস্থ বায়ুবিশেষকে আয়ত্ত করিয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন করিতে দুঃখানুভব করেন না, তাঁহার পুষ্পশয্যাশয়নে ক্লেশের সম্ভাবনা কি? সেইরূপ, তীব্রপ্রারব্ধ বশে প্রাপ্ত অনাচার যে জ্ঞানীর ক্ষতি করিতে পারে না, সদাচারপালনে তাহার যে ক্ষতি হয় না, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ২৬৮

ভাল, জ্ঞানী শাস্ত্রীয়মার্গে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, অঙ্গীকার করিলে, সেইরূপ প্রবৃত্তির অভিমানজনিত বিকার ত' হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তর দুইটি শ্লোকে দিতেছেন :—

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।

(৬) শাস্ত্রোক্তাচারপালনে জ্ঞানীর অভিমানজনিত বিকারাভাব। তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্॥ ২৬৯

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।

সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে॥ ২৭০

অন্বয়—বপুঃ দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাম, বাক্ তারম্ জপতু, তদ্বৎ আম্নায়মস্তকম্ পঠতু, ধীঃ বিষ্ণুম্ ধ্যায়তু যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্, সাক্ষী অহম্ অত্র কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্ব্বে, ন অপি কারয়ে।

অনুবাদ—আমার শরীর দেবার্চ্চন স্নান শৌচে বা ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হউক বা আমার বাগিন্দ্রিয় প্রণবজপে বা উপনিষৎপাঠে নিবিষ্ট হউক, আমার বুদ্ধি বিষ্ণুর ধ্যানই করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক, সাক্ষিস্বরূপ আমি ইহ সংসারে কিছুই করি না, করাইও না।

টীকা—"তারম্"—প্রণব; "আম্নায়মস্তকম্"—শ্রুতিশিরঃ বা বেদান্তশাস্ত্র; "কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্ব্বে ন অপি কারয়ে"—রাজভৃত্যের ন্যায় প্রেরিত হইয়া আমি কিছুই করি না, কিংবা রাজার ন্যায় প্রেরণা করিয়া কাহাকেও কিছু করাই না; সেই হেতু আমাতে শুভানুষ্ঠানের অভিমানজনিত কোনও বিকার হয় না। ২৬৯, ২৭০

এখন ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(৭) ফলিতার্থ—জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর বিবাদ অসম্ভব। এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কর্ম্মিণো মম॥

বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূর্ব্বাপরসমুদ্রবৎ॥ ২৭১

অন্বয়—এবম্ পূর্ব্বাপরসমুদ্রবৎ বিভিন্নবিষয়ত্বেন মম কর্ম্মিণঃ চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যখন এইরূপই হইল, তখন পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্র

এই উভয়ের ন্যায় ভিন্নবিষয়সম্বন্ধীয় বলিয়া, জ্ঞানী আমার ও কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ কি প্রকারে সম্ভব হয় ?

টীকা—যেমন ভিন্ন দেশে অবস্থিত পূর্ব্ব সমুদ্র যথা প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিম দেশে অবস্থিত আট্‌লান্টিক মহাসাগর, এতদুভয়ের শঙ্খ বা সঙ্গম একত্র অসম্ভব, সেই প্রকার আত্মরূপ এবং অনাত্মরূপ পরস্পর ভিন্ন নিষ্ঠাবলম্বী জ্ঞানী ও কর্ম্মীর বিবাদ অসম্ভব। দুই ক্ষেত্র পরস্পর সংলগ্ন হইলেই তাহাদের সীমা লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা। পরস্পর অসংলগ্ন ও ব্যবহিত ক্ষেত্রদ্বয়ের সীমা লইয়া কলহ হাস্যাস্পদ। সেই প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি লইয়া বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু অসঙ্গ আত্মা ও মিথ্যা অনাত্মার মধ্যে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি লইয়া অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী এবং স্বর্গাদিরূপ অনাত্মনিষ্ঠ কর্ম্মীর, মধ্যে বিবাদ হাস্যাস্পদ। ২৭১

জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর পরস্পর ভিন্নবিষয়তা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(৫) কর্ম্মী ও জ্ঞানী পরস্পর ভিন্ন বিষয়ক।

বপুর্ব্বাগ্ধীষু নির্ব্বন্ধঃ কর্ম্মিণো ন তু সাক্ষিণি।
জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপত্বে নির্ব্বন্ধো নেতরত্র হি ॥ ২৭২

অন্বয়—কর্ম্মিণঃ বপুর্বাগ্ধীষু নির্ব্বন্ধঃ, সাক্ষিণি তু ন ; জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপত্বে নির্ব্বন্ধঃ, ইতরত্র হি ন।

অনুবাদ ও টীকা—(জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানের উপযোগী) শরীর, (বেদপঠনের উপযোগিনী) বাণী এবং (তত্তদ্দেবতার ধ্যানে সমর্থ) বুদ্ধিতেই কর্ম্মীর নির্ব্বন্ধ বা সত্য বলিয়া আগ্রহপূর্ব্বক নিশ্চয় ; সাক্ষিবিষয়ে নহে। আর জ্ঞানীর, সাক্ষীর নির্লিপ্ততা বিষয়ে নির্ব্বন্ধ, অন্যত্র অর্থাৎ শরীরাদিবিষয়ে নহে। এই হেতু উভয়ের বিষয় ভিন্ন। ২৭২

এই প্রকারে ভিন্নবিষয়ক হইয়াও, জ্ঞানী ও কর্ম্মী যে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, এই হেতু উভয়েই বিদ্বানের নিকট উপহাসের পাত্র। ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) ভিন্নবিষয়ক হইয়াও জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর পরস্পর বিবাদ, বিদ্বানের নিকট উপহসনীয়।

এবং চান্যোন্যবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরাবিব।
বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তো হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ ॥ ২৭৩

অন্বয়—এবম্ চ অন্যোন্যবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরৌ ইব বিবদেতাম্ ; তৌ বিলোক্য বুদ্ধিমন্তঃ হসন্তি এব।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে পরস্পরের বৃত্তান্ত না বুঝিয়া দুই বধিরের ন্যায়, বহির্ম্মুখ পূর্ব্বমীমাংসক এবং বহির্ম্মুখ উত্তরমীমাংসক, পরস্পর বিবাদ করুক ; "কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্‌" ব্যক্তিগণ (গীতা ১৫।২০) তাহাদিগকে দেখিয়া কেবল হাসিয়াই থাকেন। ২৭৩

বহির্ম্মুখ উত্তরমীমাংসক এবং পূর্ব্বমীমাংসক কেন উপহসনীয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, তাহাদের কলহ নির্বিষয়, এই হেতু তাহারা উপহসনীয় :—

(ছ) জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়ের উপহাস্ততার হেতু। যং কর্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে? ২৭৪

অন্বয়—যম্ সাক্ষিণম্ কর্ম্মী ন বিজানাতি, তস্য ব্রহ্মত্বম্ তত্ত্ববিৎ বুধ্যতাম্, তত্র কর্ম্মিণঃ কিম্ বিহীয়তে?

অনুবাদ—যে সাক্ষিচৈতন্যকে কর্ম্মিগণ জানে না, তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানী তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝুন, তাহাতে কর্ম্মীর ক্ষতি কি?

টীকা—কর্ম্মী যে সাক্ষীকে অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী, দেহ, বচন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন প্রত্যগাত্মাকে জানে না, তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী সেই সাক্ষীকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিলে কর্ম্মিপুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন্ ক্ষতি হয়? কোন ক্ষতিই নহে। ২৭৪

দেহবাগ্‌বুদ্ধয়স্ত্যক্তা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ধিতঃ।
কর্ম্মী প্রবর্ত্তয়ত্বাভির্জ্ঞানিনো হীয়তেঽত্র কিম্?॥২৭৫

অন্বয়—জ্ঞানিনা অনৃতবুদ্ধিতঃ দেহবাগ্‌বুদ্ধয়ঃ ত্যক্তাঃ; কর্ম্মী আভিঃ প্রবর্ত্তয়তু; অত্র জ্ঞানিনঃ কিম্ হীয়তে?

অনুবাদ—আবার, জ্ঞানী মিথ্যা বলিয়া, যে দেহ, বচন ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কর্ম্মী সেই দেহাদিদ্বারা জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করুক, তাহাতে জ্ঞানীর কোন্ ক্ষতি হইতে পারে? কোন ক্ষতিই নহে।

টীকা—জ্ঞানিকর্ত্তৃক "অনৃতবুদ্ধিতঃ"—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়হেতু, পরিত্যক্ত যে দেহ, বচন, ও বুদ্ধি, তদ্দ্বারা কর্ম্মী কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জ্ঞানীর বা তাহাতে, "কিম্ হীয়তে?"—কোন্ ক্ষতি হয়? এইহেতু কলহের বিষয় না থাকিলেও কলহে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া জ্ঞানী বা বহির্মুখ উত্তর-মীমাংসক এবং কর্ম্মী বা পূর্ব্বমীমাংসক উভয়েই পরিহসনীয়, ইহাই অর্থ। ২৭৫

কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানীর নিষ্প্রয়োজন, এই হেতু জ্ঞানী তাহা অঙ্গীকার করেন না,—এই প্রকারে বাদী শঙ্কা (আপত্তি) উঠাইতেছেন:—

(জ) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—উভয়েই জ্ঞানীর প্রয়োজনাভাব। প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ ক্বোপযুজ্যতে।
বোধহেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্‌বুভুৎসায়াং তথেতরা॥ ২৭৬

অন্বয়—(বাদীর আপত্তি) প্রবৃত্তিঃ ন উপযুক্তা চেৎ; (সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ) নিবৃত্তিঃ ক উপযুজ্যতে? (বাদীর প্রত্যুত্তর) নিবৃত্তিঃ বোধহেতুঃ চেৎ, (সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ) বুভুৎসায়াম্ ইতরা তথা।

অনুবাদ—যদি বল, প্রবৃত্তিতে জ্ঞানীর উপযোগ বা প্রয়োজন নাই, তবে বলি, নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর প্রয়োজন কোথায়? যদি বল, নিবৃত্তি জ্ঞানের হেতু, তবে বলি প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রতি হেতু হয়।

টীকা—জ্ঞানীর প্রয়োজনাভাব নিবৃত্তিতেও তুল্যরূপ, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর প্রয়োজন কোথায়? নিবৃত্তি জ্ঞানের কারণ বলিয়া তাহাতে উপযোগের অভাব নাই, অর্থাৎ তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে—বাদী এই প্রকারে শঙ্কা উঠাইতেছেন—"নিবৃত্তি জ্ঞানের হেতু"; তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তাহা হইলে (শুভকার্য্যে) প্রবৃত্তিও চিত্তশুদ্ধি এবং বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসার হেতু হয় বলিয়া, সেইরূপ উপযোগী—"প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রতি হেতু হয়।" কর্ম্মসমুচ্চিত (কর্ম্মসম্বলিত) জ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহা অনেক শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থে কথিত হইয়াছে; আবার ভাষ্যকারও গীতাভাষ্য প্রভৃতি অনেক স্থলে সমুচ্চয়বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—সমুচ্চয় দুই প্রকারের; যথা যুগপৎসমুচ্চয় ও ক্রমসমুচ্চয়। 'যুগপৎসমুচ্চয়ের' অর্থ এই যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই মোক্ষের সাধন—এইরূপ জানিয়া এককালেই উভয়ের অনুষ্ঠান। আর 'ক্রমসমুচ্চয়ের' অর্থ এই—একই অধিকারীর প্রথমে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরে সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানসাধন শ্রবণাদির অনুষ্ঠান। শ্রুতিস্মৃতি গ্রন্থে যে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় লিখিত আছে, ক্রমসমুচ্চয়েই তাহাদের তাৎপর্য্য। আর ভাষ্যকার যে সমুচ্চয়ের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা 'যুগপৎসমুচ্চয়'। সেই সেই স্থলে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই—কর্ম্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নহে, জ্ঞানই সাক্ষাৎসাধন, আর জ্ঞানের সাধন হইতেছে কর্ম্ম। পরন্তু, সাক্ষাৎ, বা জিজ্ঞাসাদ্বারা, কর্ম্ম জ্ঞানের সাধন? এই প্রশ্নের বিচার সেই প্রসঙ্গে লিখেন নাই। আর ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার—বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার 'ভামতীনিবন্ধ' নামক ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে কর্ম্ম জিজ্ঞাসার সাধন এবং কর্ম্ম জিজ্ঞাসার দ্বারা জ্ঞানের সাধন, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, কেননা ভাষ্যকার ব্রহ্মমীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যায় (৩।৪।৩৩) লিখিয়াছেন—কর্ম্ম জিজ্ঞাসার সাধন। আর [তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন—বৃহদা উ, ৪।৪।২২]—'ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ দান, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যা এবং বিষয়ভোগোপরতিরূপ 'অনাশক' দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন'—এই শ্রুতিবচন সকল আশ্রমের কর্ম্মকেই জিজ্ঞাসার সাধন বলিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এইহেতু কর্ম্ম, জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎসাধন; জ্ঞানের সাক্ষাৎসাধন নহে। ইহা না মানিলে জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাতে সাধনসহিত কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের লোপসম্ভাবনা হয়। ইহা বাচস্পতি মিশ্রের মত। (ইনি বেদানুবচনযজ্ঞাদি কর্ম্মকে 'বিবিদিষন্তি' এই ক্রিয়াপদের অন্তর্গত 'সন্' প্রত্যয়সূচিত ইচ্ছারই করণ মনে করেন, বিদ্‌ধাতুসূচিত জ্ঞানের করণ মনে করেন না; কিন্তু "বিবরণ"-কার উক্ত কর্ম্মসমূহকে বিদ্‌ধাতুসূচিত জ্ঞানেরই করণ বলিয়া মনে করেন।) তিনি বলেন জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম, জিজ্ঞাসার সাধন নহে, আর উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ইচ্ছার বিষয় যে জ্ঞান, তাহারই সাধন কর্ম্ম; আর বৈরাগ্যের সহিত তীব্র জিজ্ঞাসা যতদিন না উৎপন্ন হয়, ততদিন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, পরে তাহার ত্যাগরূপ সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। এই হেতু তৃতীয়াধ্যায়গত ভাষ্যকারের সহিতও বিরোধ নাই। আর জিজ্ঞাসাপর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে পুণ্যরূপ সংস্কার বা 'অপূর্ব্ব' উৎপন্ন হয়; তাহা জ্ঞানের উদয় পর্য্যন্ত

বিদ্যমান থাকে, পরে নষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অপূর্ব্বোৎপাদন করিয়া জ্ঞানের সাধন হয়। এই হেতু সন্ন্যাসের লোপের সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে আশ্রমোচিত কর্ম্মই বিদ্যার উপযোগী; বর্ণমাত্রের ধর্ম্মসমূহ নহে। আর "কল্পতরু"-রচয়িতার মতে, সকল নিত্যকর্ম্মই নিষ্কামকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপের নিবৃত্তি দ্বারা তত্ত্ববিদ্যার উপযোগী হয়। কাম্যকর্ম্ম উপযোগী নহে।

আবার "সংক্ষেপশারীরক"-রচয়িতা সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে কাম্য ও নিত্য সকল শুভ কর্ম্মেরই বিদ্যার উপযোগিতা আছে, কেননা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে 'নিত্য' 'কাম্য' 'সাধারণ' 'যজ্ঞ' এই সকলেরই উল্লেখ আছে। আর [ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি—মহানারায়ণ, উ, ২২।১]—"ধর্ম্মদ্বারা পাপকে বিনাশ করে", ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সকল শুভ কর্ম্মেরই পাপনাশকতা আছে, জানা যায়। এই হেতু জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপের নিবৃত্তির দ্বারা, নিত্যকর্ম্মও যেরূপ বিদ্যার উপযোগী, কাম্য কর্ম্মও সেইরূপ উপযোগী। পরন্তু যতদিন না তীব্র জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, ততদিন সকল শুভকর্ম্মই কর্ত্তব্য; পরে নহে। ইহা সকল আচার্য্যের সাধারণ মত। এই প্রকার প্রবৃত্তি বা কর্ম্মানুষ্ঠান জিজ্ঞাসার উৎপাদনে উপযোগী। ২৭৬

ভাল, লব্ধতত্ত্বজ্ঞান পুরুষের অর্থাৎ জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা নাই বলিয়াই প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই—নিবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহান্বিত বাদী এই প্রকারে আবার শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।
অবাধাদনুবর্ত্তেত বোধো ন হ্যন্যসাধনাৎ ॥ ২৭৭

অন্বয়—বুদ্ধঃ ন বুভুৎসেত চেৎ, অসৌ পুনঃ অপি ন বুধ্যতে। বোধঃ অবাধাৎ অনুবর্ত্তেত, অন্যসাধনাৎ তু ন।

অনুবাদ—যদি বল যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা নাই, (এই হেতু তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই); তবে বলি তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ করিতেও হয় না, (এই হেতু তাঁহার নিবৃত্তির ও প্রয়োজন নাই)। যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার নিবৃত্তিরূপ সাধনান্তরের অপেক্ষা নাই।

টীকা—যে হেতু জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা নাই, সেই হেতু যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ করিতে হয় না বলিয়া, সেই জ্ঞানেরহেতু নিবৃত্তিও জ্ঞানীর নিকট উপযোগী নহে—এই কথাই বলিতেছেন—"তবে বলি তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ" ইত্যাদি। ভাল, যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতাসম্পাদনের জন্য ত' নিবৃত্তির অ[illegible] আছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাহার স্থিরত্ব কেবল বাধকের অভাবের অপেক্ষা করে, অন্য সাধনের অপেক্ষা করে না—"যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে" ইত্যাদি দ্বারা। মহাবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হই[illegible] গিয়াছে, অন্য কোনও প্রবল প্রমাণ তাহার বাধক হয় না বলিয়া, তাহার অনুবৃত্তি অর্থাৎ উৎ[illegible]র পরে স্থিতি

চলিতেই থাকে। এই হেতু যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্থিরতার জন্য অনুষ্ঠান করিবার অন্য সাধন নাই, এই অভিপ্রায়। ২৭৭

ভাল, প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণদ্বারা, জ্ঞানের বাধ না হইলেও, অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য—কর্ত্তৃত্বের অধ্যাসদ্বারাও ত' তাহার বাধ হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) বাধিত অবিদ্যা ও তৎকার্য্যদ্বারা প্রমাণজনিত জ্ঞান বাধিত হয় না।

নাবিদ্যা নাপি তৎ কার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি।
পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ ॥ ২৭৮

অন্বয়—ন অবিদ্যা ন তৎকার্য্যম্ অপি বোধম্ বাধিতুম্ অর্হতি, যতঃ তে উভে পুরা এব তত্ত্ববোধেন বাধিতে।

অনুবাদ—অবিদ্যা বা অবিদ্যাকার্য্য কর্ত্তৃত্বাদিরূপ অহঙ্কার জ্ঞানের বাধা ঘটাইতে সমর্থ নহে, যে হেতু সেই অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য উভয়ে পূর্ব্বেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে, (সেই হে[illegible] তাহারা বাধা ঘটাইতে পারে না)।

টীকা—কেন সমর্থ নহে ? তাহার কারণ বলিতেছেন—"যে হেতু" ইত্যাদি। ২৭৮

ভাল, অবিদ্যা বাধিত হইলেও, সেই অবিদ্যার কার্য্য যাহা প্রতীত হইতে থাকে, তাহার বাধা অসম্ভব বলিয়া সেই অবিদ্যাকার্য্য দ্বারা জ্ঞানের বাধা হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—উপাদানরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, সেই অবিদ্যার কার্য্যও বাধিত হইয়া যায়। সেই হেতু অবিদ্যার কার্য্যদ্বারাও জ্ঞানের বাধা হইবে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না :—

বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈস্তেন বাধো ন দৃশ্যতে।
জীবন্নাখুর্ন মার্জ্জারং হন্তি হন্যাৎ কথং মৃতঃ ? ২৭৯

অন্বয়—বাধিতম্ অক্ষৈঃ দৃশ্যতাম্ ; তেন বাধঃ ন দৃশ্যতে। জীবন্ আখুঃ মার্জ্জারম্ ন হন্তি, মৃতঃ কথম্ হন্যাৎ ?

অনুবাদ—বাধিত অবিদ্যাকার্য্য ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রতীত হইতে থাকুক না কেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জ্ঞানের বাধা [illegible], এরূপ দেখা যায় না। দেখ, মূষিক জীবদ্দশায় যখন মার্জ্জারকে মারিতে পারে না, তখন মরিয়া গেলে কি প্রকারে মারিবে ?

টীকা—অবিদ্যাকার্য্যদ্বারা জ্ঞানের বাধা হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"দেখ মূষিক" ইত্যাদি। আখু শব্দের অর্থ ইঁদুর। ২৭৯

বৈতদর্শনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না—ইহা কৈমুতিকন্যায়প্রয়োগে (কিম + উত = কিমুত, কত অধিক ; কারণ এত অধিক যে কার্য্যের অনিবার্য্যতা বিষয়ে বলিবার নাই) সমর্থন করিবার জন্য তাহার অনুকূল দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঙ) দ্বৈতদর্শনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না দৃষ্টান্ত।

অপি পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ।
নিষ্ফলেষুবিদ্ধাঙ্গো নষ্ট্যভীত্যত্র কা প্রমা ॥ ২৮০

অন্বয়—যঃ পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধঃ অপি ন চেৎ, মমার নিষ্ফলেষুবিতুন্নাঙ্গঃ নঙ্ক্যতি ইতি অত্র কা প্রমা।

অনুবাদ—যে পুরুষ পাশুপতাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও মরিল না, সে ফলকরহিত বাণদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া মরিয়া যাইবে, এবিষয়ে প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ থাকিতে পারে না।

টীকা—"যঃ"—যে বলবান্ পুরুষ, "পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধঃ অপি ন চেৎ মমার"—পশুপতি প্রদত্ত (অর্থাৎ অমোঘ, প্রচণ্ড) অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও যদি না মরিল, তবে সে কি কখন "নিষ্ফলেষুবিতুন্নাঙ্গঃ"—লৌহাদিনির্ম্মিত ফলকহীন ইষু বা বাণ দ্বারা আহতদেহ হইয়া, "নঙ্ক্যতি" —নাশ পাইবে, "ইতি অত্র কা প্রমা?"—এ বিষয়ে প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ থাকিতে পারে না। ২৮০

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থটিকে দার্ষ্টান্তে লাগাইতেছেন :—

(ট) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা।

আদাববিদ্যয়া চিত্রৈঃ স্বকার্যৈর্জৃম্ভমানয়া।
যুদ্ধা বোধোঽজয়ৎ সোঽদ্য সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্॥

অন্বয়—আদৌ চিত্রৈঃ স্বকার্যৈঃ জৃম্ভমানয়া অবিদ্যয়া যুদ্ধা বোধঃ অজয়ৎ; সঃ অদ্য সুদৃঢ়ঃ কথম্ বাধ্যতাম্? ২৮১

অনুবাদ—যে অবিদ্যা অগ্রে আপন বিচিত্র কার্যাদ্বারা বর্দ্ধিতশক্তি হইয়াছিল, সেই অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিয়া যে জ্ঞান জয়লাভ করিয়াছিল, সেই জ্ঞান আজ সুদৃঢ় হইয়া কি প্রকারে বাধা পাইবে?

টীকা—"আদৌ"—বিদ্যাভ্যাসের কালে, যে অবিদ্যা "চিত্রৈঃ স্বকার্যৈঃ"—বিচিত্র কার্যদ্বারা অর্থাৎ নানা প্রকারের প্রমাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতির দ্বারা, "জৃম্ভমানয়া অবিদ্যয়া"—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবিদ্যার সহিত, "বোধঃ যুদ্ধা অজয়ৎ"—বোধরূপ নৃপতি যুদ্ধ করিয়া সেই অবিদ্যাকে জয় করিয়াছিলেন, "সঃ অদ্য সুদৃঢ়ঃ"—সেই বোধনৃপতি আজ অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তি হইলে পর, (অভ্যাসের দৃঢ়তাবশতঃ) অতিশয় দৃঢ় হইয়া, সেই মূলহীন অবিদ্যার কার্য্যের (কর্তৃত্বাদির) অধ্যাস করিয়া, "কথম্ বাধ্যতাম্"—কি প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইবে? কোন প্রকার বাধা পাইতে পারে না, ইহাই অর্থ। ২৮১

অতীত চারিটি শ্লোকে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইল, তাহাই শিষ্যের বুদ্ধিতে স্থাপিত করিবার জন্য রূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঠ) অতীত শ্লোকচতুষ্টয়-প্রতিপাদিত অর্থের রূপকদ্বারা উপন্যাস।

তিষ্ঠন্ত্বজ্ঞানতৎকার্যশবা বোধেন মারিতাঃ।
ন ভীতি র্বোধসম্রাজঃ কীর্ত্তিঃ প্রত্যুত তস্য তৈঃ॥২৮২

অন্বয়—বোধেন মারিতাঃ অজ্ঞানতৎকার্যশবাঃ তিষ্ঠন্তু, তৈঃ বোধসম্রাজঃ ভীতিঃ ন, প্রত্যুত তস্য কীর্ত্তিঃ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিহত অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহ মৃতদেহরূপে বিদ্যমান থাকুক, তদ্দ্বারা সেই জ্ঞানসম্রাটের কোনও ভয় নাই; প্রত্যুত তদ্দ্বারা সেই জ্ঞান সম্রাটের কীর্ত্তিই ঘোষিত হয়।

টীকা—যেমন কোনও প্রবল যোদ্ধা' মৃত হইয়া ভূপতিত দৃষ্ট হইলে, তাহার পরাজয়-কর্ত্তারই শৌর্য্য উদ্ঘোষিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞান, বাধিত হইয়া প্রতীত হইতে থাকিলে, 'ইহা জ্ঞানেরই প্রভাব'—এইরূপে মুমুক্ষু প্রভৃতির নিকট, জ্ঞানরূপ জেতার কীর্ত্তিরূপে ঘোষিত হয়। ২৮২

আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞান বাধকরহিত, ইহা মানা গেল; তদ্দ্বারা প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অনিয়মিতরূপতা-প্রসঙ্গে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ভ) ২৭৭ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত অর্থের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ।

য এবমতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে।
প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতয়াস্য কিম্? ২৮৩

অন্বয়—যঃ এবম্ অতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে, অস্য দেহাদিগতয়া প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা কিম্?

অনুবাদ—যে ব্যক্তি এইরূপ প্রবলপরাক্রান্ত জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হন না, দেহাদির আশ্রিত প্রবৃত্তিতে বা নিবৃত্তিতে তাঁহার কি আসে যায়?

টীকা—"যঃ"—যে ব্যক্তি, "এবম্"—পূর্ব্বগত ২৮২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, "অতিশূরেণ বোধেন"—অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনাশক অতি প্রবল পরাক্রমশালী ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানদ্বারা, "ন বিযুজ্যতে"—কোনও সময়ে বিযুক্ত হন না, "অস্য" এই ব্যক্তির, "দেহাদিগতয়া প্রবৃত্ত্যা নিবৃত্ত্যা বা কিম্"—দেহাদিতে অবস্থিত অর্থাৎ তদাশ্রিত প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দ্বারা কোনও ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হয় না। ২৮৩

ভাল, তাহা হইলে জ্ঞানীর ন্যায় অজ্ঞানীরও প্রবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহ করা অনুচিত—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(চ) অজ্ঞানীর প্রবৃত্তিতে আগ্রহ যুক্তিযুক্ত: তাহার যুক্তি।

প্রবৃত্তাবাগ্রহো ন্যায্যো বোধহীনস্য সর্ব্বথা।
স্বর্গায় বাপবর্গায় যতিতব্যং যতো নৃভিঃ॥ ২৮৪

অন্বয়—বোধহীনস্য প্রবৃত্তৌ সর্ব্বথা আগ্রহঃ ন্যায্যঃ, যতঃ নৃভিঃ স্বর্গায় বা অপবর্গায় যতিতব্যম্।

অনুবাদ—অজ্ঞানী ব্যক্তির যজ্ঞাদিরূপ অথবা শ্রবণাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি-বিষয়ে আগ্রহ করা উচিত, কেননা স্বর্গের জন্য অথবা অপবর্গের জন্য মনুষ্যমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

টীকা—মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে (৩৫ অধ্যায়ে, ৬৭-৬৮ শ্লোকে,) বিদুরের উপদেশ—"দিবসেনৈব তৎ কুর্য্যাদ্ যেন রাত্রৌ সুখং বসেৎ। অষ্টমাসেন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন বর্ষাঃ সুখং বসেৎ।

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাদ্ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ। যাবজ্জীবং চ তৎকুর্য্যাদ্ যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ ॥"—দিবসে সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে রাত্রিকালে সুখে থাকা যায় : পূর্ব্ববর্ত্তী আট মাসে সেই রূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে চাতুর্ম্মাস্যে সুখে থাকা যায়। পূর্ব্বাবস্থায় সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে থাকিতে পারা যায় ; যাবজ্জীবন সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে মৃত্যুর পর সুখে থাকিতে পারা যায়,—এই প্রকারে অজ্ঞানী মানবের সর্ব্বপ্রকারে ইষ্টসাধন কর্ত্তব্য। ২৮৪

জ্ঞানীর আগ্রহ উচিত নহে, এইরূপ বলা হইল ; তাহা হইলে কর্ম্মিমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানীর কর্ত্তব্য কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) কর্ম্মিমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

বিদ্বাংশ্চেত্তাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেত্তদনুরোধতঃ।
কায়েন মনসা বাচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮৫

অন্বয়—বিদ্বান্ তাদৃশাম্ মধ্যে তিষ্ঠেৎ চেৎ, তদনুরোধতঃ কায়েন মনসা বাচা অখিলাঃ ক্রিয়াঃ করোতি এব।

অনুবাদ—জ্ঞানী যখন সেইরূপ অজ্ঞানিগণের মধ্যে অবস্থিত থাকেন, তখন তদনুরোধে—তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে সকল কর্ম্ম করেনই, আর কর্ম্মিগণকে নি[illegible]রণ করেন না।

টীকা—গীতার ৩য় অধ্যায়ে ২৫-২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥"—হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত বা কামনাপরবশ হইয়া যেরূপ ক[illegible]ষ্ঠান করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেন : কদাপি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না; প্রত্যুত অনাসক্তভাবে স্বয়ম্ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মেই যোজিত করিবেন। ২৮৫

তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিলে, সেই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মধ্যে অবস্থিত হইলে জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

এষ মধ্যে বুভুৎসূনাং যদাতিষ্ঠেত্তদা পুনঃ।
বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বা দূষয়ংস্ত্যজতু স্বয়ম্ ॥ ২৮৬

অন্বয়—এষঃ পুনঃ বুভুৎসূনাম্ মধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ, তদা এষাম্ বোধায় সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ দূষয়ন্ স্বয়ম্ ত্যজতু।

অনুবাদ—আবার এই জ্ঞানী যখন জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিবেন, তখন [illegible]হাদের জ্ঞাননিষ্পাদনের জন্য সকল কর্ম্মে দোষপ্রদর্শন করিয়া নিজেও তাহা ত্যাগ করিবেন।

টীকা—"এষঃ"—এই জ্ঞানী, যখন "বুভুৎসূনাম্"—তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে থাকিবেন, তখন তাহাদিগের "বোধায়"—তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনের জন্য "সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ দূষয়ন্"—সকল ক্রিয়াতেই দোষ দেখাইয়া—[ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বম আনশুঃ—

কৈবল্য উ, ৪২ : মহানারায়ণ উ, ১০।৫]—কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বা পুত্রোৎপাদন করিয়া কিম্বা ধনদ্বারা নহে অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেহ কেহ ত্যাগদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন—ইত্যাদি শ্রুতিবচনের এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—(গীতা ১৮।৬৬)—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, ইত্যাদি স্মৃতিবচনের ব্যাখ্যা করিয়া নিজেও কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিবেন। ২৮৬

জ্ঞানীর এইরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত ব্যবহারপালনের দৃষ্টান্ত **অবিদ্বদনুসারেণ বৃত্তি র্বুদ্ধস্য যুজ্যতে।**
স্তনন্ধয়ানুসারেণ বর্ত্ততে তৎপিতা যতঃ॥ ২৮৭

অন্বয়—অবিদ্বদনুসারেণ বুদ্ধস্য বৃত্তিঃ যুজ্যতে, যতঃ স্তনন্ধয়ানুসারেণ তৎপিতা বর্ত্ততে।

অনুবাদ—অজ্ঞানিজনের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানিজনের ব্যবহার কর্ত্তব্য, যেহেতু (কৃপালু) পিতা, (অনুকম্পনীয়) স্তন্যপায়ী শিশুর প্রবৃত্ত্যনুসারে ব্যবহারপরায়ণ হন।

টীকা—জ্ঞানীর অজ্ঞানিজনের অনুসরণে ব্যবহার কর্ত্তব্য ; কেননা, জ্ঞানী (কৃতকৃত্য হইলেও) কৃপালু হন এবং অজ্ঞানিগণ অনুকম্পনীয় ; ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, এইরূপ ব্যবহার কোথায় দেখিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"যেহেতু" ইত্যাদি। "স্তনন্ধয়:"—স্তন্যপানকারী শিশু। জীবন্মুক্তিস্বরূপ উপাধিবশতঃ তিনি জগৎপিতা ; এই হেতু পিতার দৃষ্টান্ত। পিতার নির্ম্মোহব্যবহারে শ্রুতিপ্রেরণা—[মত্তোব সকলং জাতম্"—কৈবল্য উ, ২২]—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আমাহইতেই নিখিলভূতভৌতিক প্রপঞ্চসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। [তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ পুণ্যাকৃত্যম্—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ—১।৪] তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য অর্থাৎ পুণ্যফল (গ্রহণ করেন)। ২৮৭

পিতা কি প্রকারে বালকের অনুসরণকারী হন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তে—পিতার বালকপ্রবৃত্ত্যনুসারিতা। **অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্বপিতা তদা।**
ন ক্লিশ্যাতি ন কুপ্যেত বালং প্রত্যুত লালয়েৎ॥২৮৮

অন্বয়—বালেন স্বপিতা অধিক্ষিপ্তঃ বা তাড়িতঃ, তদা ন ক্লিশ্যাতি ন কুপ্যেত প্রত্যুত বালম্ লালয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পিতা, নিজ স্তন্যপায়ী শিশুকর্ত্তৃক কর্দ্দমাদিক্ষেপণদ্বারা অথবা মলমূত্রাদিত্যাগদ্বারা ক্লিন্নদেহ, অথবা কেশগুম্ফাকর্ষণদ্বারা উৎপীড়িত হইলেও ক্লেশপ্রাপ্ত হন না অথবা কোপ করেন না, প্রত্যুত তাহাকে ক্রীড়নকাদি দিয়া লালন করেন।

টীকা—"স্তনন্ধয়:"—স্তনং ধয়তি—স্তন + ধে ধাতু + খশ্, মুম্ চ—স্তন্যপায়ী শিশু। অচ্যুত রায় বলেন—চূড়াকরণের পূর্ব্বে এবং দাবণক্ষমতা লাভের পর, এইরূপ অবস্থাপন্ন শিশু। ২৮৮

দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ দার্ষ্টান্তে যোজনা করিতেছেন :—

(ধ) দার্ষ্টান্তে জ্ঞানিকর্তৃক অজ্ঞের অনুসরণ।

নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি।
ন স্তৌতি কিন্তু তেষাং স্যাদ্যথা বোধস্তথাচরেৎ॥"

অন্বয়—বিদ্বান্ অজ্ঞৈঃ নিন্দিতঃ বা স্তূয়মানঃ ন নিন্দতি ন স্তৌতি কিন্তু তেষাম্ যথা বোধঃ স্যাৎ তথা আচরেৎ। ২৮৯

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানী অজ্ঞজন হইতে নিন্দাপ্রাপ্ত কিম্বা তাহাদিগের দ্বারা স্তুত হইলেও নিজে তাহাদের নিন্দা বা স্তব করেন না, কিন্তু যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ ব্যবহার করেন। ২৮৯

এই প্রকারে অজ্ঞানীর অনুসারী হইয়া অজ্ঞানিমধ্যস্থ জ্ঞানীর ব্যবহারের কারণ বলিতেছেন :—

(ন) জ্ঞানীর উক্ত শ্লোক-চতুষ্টয়বর্ণিত আচরণের কারণ।

যেনায়ং নটনেনাত্র বুধ্যতে কার্য্যমেবতৎ।
অজ্ঞপ্রবোধান্নৈবান্যৎ কার্য্যমস্ত্যত্র তদ্বিদঃ॥ ২৯০

অন্বয়—অয়ম্ অত্র যেন নটনেন বুধ্যতে তৎ কার্য্যম্ এব ; তদ্বিদঃ অত্র অজ্ঞপ্রবোধাৎ অন্যৎ কার্য্যম্ ন অস্তি এব।

অনুবাদ—এই সংসারে অজ্ঞানী, জ্ঞানীর যে প্রকার অভিনয় বা আচরণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, জ্ঞানীর সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্যই। তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে অজ্ঞানীকে বুঝান ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য নাই।

টীকা—"অয়ম্"—অজ্ঞানী লোক, "অত্র"—এই সংসারে "যেন নটনেন"—তত্ত্বজ্ঞের যে প্রকার আচরণদ্বারা, "বুধ্যতে"—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ; "তৎ কার্য্যম্ এব"—তত্ত্বজ্ঞের সেইরূপ অভিনয় বা আচরণ কর্ত্তব্যই, করা উচিতই ; (এ স্থলে ক্রিয়ার সহিত মিলিত 'এব' শব্দ তত্ত্বজ্ঞের অজ্ঞজনবোধনকর্ত্তব্যতার অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ* বুঝাইতেছে।) ভাল, তাহা হইলে ত' সেইরূপ অন্য কর্ত্তব্যও থাকিতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :— "তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে অজ্ঞানিজনকে বুঝান ভিন্ন কর্ত্তব্য নাই ; সেই হেতু অজ্ঞানিজনের অনুসরণেই তত্ত্ব বুঝান কর্ত্তব্য। অচ্যুতরায় বলেন—'অন্য কর্ত্তব্য নাই'—ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মবিদের প্রভুসেবাদিদ্বারা বিষয়িগণের ধনাদির হরণাদিরূপ কর্ত্তব্য নাই। ২৯০

আলোচিত (২৫১-২৯০ শ্লোকস্থ) এবং অনালোচিত (২৯২-২৯৮ শ্লোকস্থ) অর্থের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(প) অতীত ও আগামী অর্থের তাৎপর্য্য।

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥ ২৯১

* (বসুমতী-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর—"কেনোপনিষদের" ১৫২ পৃ- পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) তাৎপর্য্য এই—তত্ত্বজ্ঞের অজ্ঞজন-বোধন একেবারে অকর্ত্তব্য, একপ নহে, যেমন—"নীলম্ অম্বুজ ভবতি এব।"—নীলপদ্ম যে একেবারে হয় না, একপ নহে।

অন্বয়—অসৌ কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া তৃপ্যন্ স্বমনসা নিরন্তরম্ এবম্ মন্যতে।

অনুবাদ—তিনি কৃতকৃত্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হইয়া হর্ষে নিরন্তর নিম্নবর্ণিত প্রকারে, মনে মনে চিন্তা করেন :—

টীকা—"অসৌ"—সেই তত্ত্বজ্ঞ, "কৃতকৃত্যতয়া"—(২৫২ হইতে ২৯০ শ্লোক পর্যন্ত), বর্ণিত প্রকারে, 'কৃত' হইয়াছে কৃত্যসমূহ যৎকর্তৃক. তিনি 'কৃতকৃত্য' ; তাঁহার ভাব কৃতকৃত্যতা ; তদ্দ্বারা তৃপ্ত অর্থাৎ হৃষ্ট হইয়া, নিম্নবর্ণিত প্রকারে, "প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া"—প্রাপ্ত হইয়াছে প্রাপ্য যাঁহার দ্বারা তিনি প্রাপ্তপ্রাপ্য, তাঁহার ভাব প্রাপ্তপ্রাপ্যতা, তদ্দ্বারা তৃপ্ত বা হৃষ্ট হইয়া, "স্বমনসা" আপন মনে নিরন্তর চিন্তা করেন :— । ২৯১

৩। জ্ঞানীর প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

জ্ঞানী কি প্রকারে চিন্তা করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানের ও জ্ঞান-ফলের লাভজনিত তৃপ্তির বর্ণন।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্॥

অন্বয়—নিত্যম্ স্বম্ আত্মানম্ অঞ্জসা বেদ্মি, অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ. ব্রহ্মানন্দঃ মে স্পষ্টম্ বিভাতি, অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ। ২৯২

অনুবাদ—আমি আত্মার সাক্ষাৎকার অনবরত করিতেছি, আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, সেই হেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য।

টীকা—"ধন্যঃ"—কৃতার্থঃ, এস্থলে 'ধন্য' শব্দের দ্বিরুক্তি আদরসূচনার্থ, "নিত্যম্"—অনবরত, "স্বম্ আত্মানম্"—আপনার নিজরূপ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যগাত্মাকে, "অঞ্জসা বেদ্মি"—সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতেছি, অতএব আমি ধন্য ; এই প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভরূপ নিমিত্তজনিত তুষ্টি অর্থাৎ তৃপ্তি বর্ণনা করিয়া, সেই আত্মজ্ঞানের ফল যে পরমানন্দাবির্ভাব, তাহার লাভরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন যে তুষ্টি, তাহাই দেখাইতেছেন—"যেহেতু ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি"। যে হেতু ব্রহ্মরূপ যে আনন্দ, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এই হেতু আমি হইতেছি ধন্য। ২৯২।

এই প্রকারে বাঞ্ছিত ফলের প্রাপ্তিতে তুষ্টির বর্ণনা করিয়া অনর্থনিবৃত্তিহেতুও জ্ঞানীর তুষ্টি হয়, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) অনিষ্টনিবৃত্তিহেতু জ্ঞানীর তুষ্টির বর্ণন।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি॥

অন্বয়—অদ্য সাংসারিকম্ দুঃখম্ ন বীক্ষে ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; স্বস্য অজ্ঞানম্ ক্ব অপি পলায়িতম্ ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ। ২৯৩

অনুবাদ—যে হেতু এখন সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, সেই হেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু আমার অজ্ঞান কোথায় পলাইয়াছে, সেইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য।

টীকা—"অদ্য"—এক্ষণে, "সাংসারিকম্ দুঃখম্"—দুঃখরূপ সংসার, "ন বীক্ষে,"—যেহেতু দেখিতেছি না, এই হেতু আমি কৃতার্থ। দুঃখের অপ্রতীতির কারণ বলিতেছেন—"যেহেতু আমার অজ্ঞান" ইত্যাদি। অনেক কর্ম্মসংস্কারের কোরকস্বরূপ যে অজ্ঞান, "ক অপি পলায়িতম্" —কোথায় গিয়াছে অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু, অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাজনিত সংসারে দুঃখের অভাববশতঃ আমি কৃতার্থ, ইহাই অর্থ। ২৯৩

অজ্ঞাননিবৃত্তির ফল—কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা দেখাইতেছেন :—

(গ) অজ্ঞাননিবৃত্তির ফলের বর্ণন। **ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।**
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্ ॥ ২৯৪

অন্বয়—মে (মম) কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ ন বিদ্যতে; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ প্রাপ্তব্যম্ সকল অদ্য সম্পন্নম্ অহম ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নাই, সেইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু সকল প্রাপ্তব্যই পাইয়াছি; এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ২৯৪

এক্ষণে কৃতকৃত্যতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে তৃপ্তি তাহার নিরতিশয়তা অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার তৃপ্তি হইতে উৎকর্ষ, বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) বিগত ১৩টি শ্লোকে বর্ণিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতা। **ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমাভবেল্লোকে।**
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥ ২৯৫

অন্বয়—অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ; মে তৃপ্তেঃ লোকে কা উপমা ভবেৎ। অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ধন্যঃ।

অনুবাদ—আমি ধন্য; আমি ধন্য; আমার তৃপ্তির কোন্ উপমা সংসারে পাওয়া যায়? কোন উপমাই নাই। আমি ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য ধন্য পুনঃ পুনঃ ধন্য।

টীকা—ইহার পর বর্ণনীয় কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া চারিদিকে সেই তৃপ্তিরই স্ফুরণ হইতেছে—ইহাই দেখাইতেছেন :—"আমি ধন্য, আমি ধন্য" ইত্যাদিদ্বারা। ২৯৫

এই সকল জ্ঞানাদিফলের হেতুভূত পুণ্যসমূহের পরিপাক অনুস্মরণ করিয়া জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) [illegible]

অহোপুণ্যমহোপুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
অস্যপুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ম্ ॥ ২৯৬

অন্বয়—অহো পুণ্যম্, অহো পুণ্যম্ দৃঢ়ম্ ফলিতম্ ফলিতম্। অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেঃ বয়ম্ অহো বয়ম্ অহো।

অনুবাদ—অহো আমার কি পুণ্য! অহো কি পুণ্য! (এই পুণ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই) যে হেতু ইহা অক্ষয়ফললাভ করিয়াছে। এই পুণ্যের সম্পাদনহেতু সম্পাদনকর্ত্তা আমরা কি বিস্ময়কর! অহো আমরা সর্ব্বোত্তম।

টীকা—এস্থলে সকল উক্তিই চমৎকারাতিশয়সূচক। এই প্রকার পুণ্যের সম্পাদনকর্ত্তা আপনাকে স্মরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন:—আমরা কি বিস্ময়কর! এস্থলে "বয়ম্"—'আমরা'—এই বহুবচন চিদাভাসকৃত আত্মাদরাতিশয্যের বা গৌরবের সূচক। ২৯৬

এক্ষণে সম্যগ্‌জ্ঞানের সাধন বেদান্তশাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের উপদেশকর্ত্তা আচার্য্যের অনুস্মরণ করিয়া জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করিতেছেন:—

(চ) সম্যগ্‌জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন—শাস্ত্র, গুরু ও জ্ঞান এবং এই তিনের ফল—সুখের স্মরণে তৃপ্তি।

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ২৯৭

অন্বয়—অহো শাস্ত্রম্, অহো শাস্ত্রম্ অহো গুরুঃ অহো গুরুঃ, অহো জ্ঞানম্, অহো জ্ঞানম্ অহো সুখম্ অহো সুখম্।

অনুবাদ—অহো কি বিস্ময়কর শাস্ত্র! কি বিস্ময়কর শাস্ত্র! সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ামণি; সেই শাস্ত্রের উপদেষ্টা কি বিস্ময়কর। অহো কি বিস্ময়কর! সকল সাধনের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান কি বিস্ময়কর! কি বিস্ময়কর! অহো কি সুখ! কি সুখ! ইহা অপেক্ষা আর সুখোৎকর্ষ নাই।

টীকা—[আশ্চর্য্যবক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা—কঠোপনিষৎ ২।৭] 'এই আত্মস্বরূপের কথয়িতা অতি দুর্লভ; আত্মতত্ত্বের লব্ধা বা জ্ঞাতা অসাধারণ নিপুণ' ইত্যাদি। ২৯৭

'তৃপ্তিদীপ' গ্রন্থের চর্চ্চা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন:—

(ছ) তৃপ্তিদীপের অভ্যাসের ফল।

তৃপ্তিদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ।
ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্ ॥ ২৯৮

অন্বয়—যে বুধাঃ ইমম্ তৃপ্তিদীপম্ নিত্যম্ অনুসন্দধতে তে ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তঃ নিরন্তরম্ তৃপ্যন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তি এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণগ্রন্থ নিত্য পর্য্যালোচনা করেন তিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তিলাভ করেন। ২৯৮

ইতি সটীক তৃপ্তিদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

অষ্টম অধ্যায়—কূটস্থদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
কুর্বে কূটস্থদীপস্য ব্যাখ্যাং তাৎপর্য্যদীপিকাম্॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি কূটস্থদীপের তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি।

চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠ প্রকরণের ২২শ শ্লোকে 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ প্রত্যগাত্মরূপ যে কূটস্থের লক্ষণ করিয়াছেন, সেই কূটস্থের দীপবৎ প্রকাশক বলিয়া, এই প্রকরণের নাম "কূটস্থদীপ"।

দেহের বাহিরে ভিতরে ব্রহ্ম ও কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিয়া চিদাভাস-নিরূপণ।

১। ত্বম্-পদের লক্ষ্যার্থের এবং বাচ্যার্থের বর্ণনপূর্ব্বক দেহের বাহিরে চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদবর্ণন।

এই সংসারে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞান, মুমুক্ষুজনের মোক্ষের সাধন। সেই জ্ঞান "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বম্"-পদার্থের শোধনদ্বারাই উৎপন্ন হয়। এই হেতু "ত্বম্"-পদার্থের শোধনে ব্যাপৃত কূটস্থদীপনামক গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া, আচার্য্য এই গ্রন্থ বেদান্ত-শাস্ত্রেরই প্রকরণগ্রন্থ বলিয়া, সেই শাস্ত্রেরই বিষয়াদি অনুবন্ধচতুষ্টয়দ্বারা এই গ্রন্থের সানুবন্ধতাসিদ্ধি হইবে, মনে করিয়া, 'ত্বম্'-পদের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ যথাক্রমে কূটস্থ ও জীবের ভেদ, দৃষ্টান্ত দিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অথবা পূর্ব্ব প্রকরণে, অজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া নিরঙ্কুশা তৃপ্তি পর্য্যন্ত সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে—ইহা শুনিয়া শিষ্যের কূটস্থ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা বুঝিয়া, সেইরূপ ভাস্যের সামান্য ও বিশেষরূপে ভাসক কূটস্থের ও চিদাভাসের ভেদ বুঝাইতেছেন :—

(ক) ত্বম্-পদের লক্ষ্যার্থের ও বাচ্যার্থের সদৃষ্টান্ত বর্ণন।

খাদিত্যদীপিতে কুড্যে দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ।
কূটস্থভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাস্যতে॥ ১

অন্বয়—খাদিত্যদীপিতে কুড্যে দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ কূটস্থভাসিতঃ দেহঃ ধীস্থজীবেন ভাস্যতে।

অনুবাদ—যেমন আকাশস্থিত সূর্য্যের কিরণদ্বারা সাধারণভাবে প্রকাশিত দেওয়ালে, দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের রশ্মি পড়িলে, সেই দেওয়াল দ্বিগুণ প্রকাশিত

হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যদ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত দেহ, বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য-দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়।

টীকা—"খাদিত্যদীপিতে কুড্যে"—'খে' আকাশে অবস্থিত যে 'আদিত্য' তাহা 'খাদিত্য'—সর্ব্বজনবিদিত সূর্য্য, তদ্দ্বারা তৎসম্বন্ধী আলোক লক্ষিত হইতেছে। সেই আলোকদ্বারা প্রকাশিত যে দেওয়াল, তাহাতে, "দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ"—দর্পণগত—দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় অর্থাৎ অনেক দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বক্রভাবে প্রেরিত সূর্য্যরশ্মি, দেওয়ালে নিপতিত হইলে, সেই দেওয়ালকে যেরূপ (অধিকতর) প্রকাশ করে, সেইরূপ "কূটস্থভাসিতঃ"—কূটস্থ বা নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত, "দেহঃ, ধীস্থজীবেন ভাস্যতে"—শরীর, বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদা[illegible]দ্বারা প্রকাশিত হয়। এইরূপ বর্ণনদ্বারা গ্রন্থকার, দেওয়ালের সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে প্রকাশক সূর্য্যের দুইটি আলোকের ন্যায়, দেহের প্রকাশক দুইটি চৈতন্য আছে, এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ১

ভাল, সেই দেওয়ালে দর্পণগত সূর্য্যের (অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের) আলোক ব্যতীত আকাশগত সূর্য্যের ত' আলোক [illegible]খা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই দর্পণগত সূর্য্যালোক হইতে, আকাশগত সূর্য্যালোককে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(খ) উক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন।

অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাং বহুসন্ধিষু।
ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেঽপি প্রকাশতে ॥ ২

অন্বয়—অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম্ বহুসন্ধিষু ইতরা ব্যজ্যতে; তাসাম্ অভাবে অপি প্রকাশতে।

অনুবাদ—সেই দেওয়ালে একাধিক দর্পণগত সূর্য্যের কিরণ নিপতিত হইলে, তাহাদের অনেক সন্ধিতে বা ব্যবধানে আকাশগত সূর্য্যের কিরণ প্রকটিত দেখা যায়, যাহা দর্পণগত সূর্য্যালোকের অভাব হইলেও প্রকটিত রহিয়াছে, দেখা যায়।

টীকা—"অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম"—(দেওয়ালের স্থানে স্থানে) অনেক দর্পণগত সূর্য্যদ্বারা উৎপাদিত যে ম[illegible]কার বিশেষপ্রভাসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সন্ধিতে অর্থাৎ ব্যবধানে "ইতরা"—অন্য অর্থাৎ সামান্য প্রভারূপ আকাশগত সূর্য্যের প্রভা, "ব্যজ্যতে"—স্পষ্ট প্রতীত হয়; "তাসাম্"—সেই দর্পণোৎপাদিত প্রভাসমূহের, "অভাবে"—দর্পণসমূহের অপসারণ, নাশ প্রভৃতি-বশতঃ সেই একাধিক প্রভার তিরোভাব ঘটিলেও, তাহা—সেই সামান্যালোক, স্বয়ং সমস্ত দেওয়ালে প্রকটিত দেখা যায়। ২

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থটিকে দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ তথানেকধিয়ামসৌ।
সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৩

অন্বয়—তথা চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ অনেকধিয়াম্ সন্ধিম্ ধিয়াম্ অভাবম্ চ ভাসয়ন্ অসৌ প্রবিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ—সেইরূপ, চিদাভাসবিশিষ্ট অনেক বুদ্ধিবৃত্তির সন্ধির এবং বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের অভাবের প্রকাশক সেই কূটস্থ চৈতন্যকে, সেই বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লও।

টীকা—"তথা"—সেই দর্পণদ্বারা সূচিত প্রকারেই, "চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ অনেকধিয়াম্"—চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত 'ঘটজ্ঞানা'দি শব্দদ্বারা সূচিত অনেক বুদ্ধিবৃত্তির, "সন্ধিম্"—অন্তরাল বা ব্যবধানকে অর্থাৎ বাহিরে, ঘটাদির আকারের বৃত্তি নষ্ট হইল এবং পটাদির আকারের বৃত্তি উৎপন্ন হইল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে অবকাশরূপ সন্ধি এবং ভিতরে, ইচ্ছারূপ বৃত্তি বিনষ্ট হইল এবং ক্রোধরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হইল, এই উভয়ের অবকাশরূপ সন্ধি, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও স্বপ্নজাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় এবং "ধিয়াম্ অভাবম্"—বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাবকে, যাহা সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহাকে "ভাসয়ন্"—প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশক হইয়া, "অসৌ"—এই কূটস্থ অর্থাৎ সামান্য চৈতন্য অবস্থিত রহিয়াছেন ; সেই কূটস্থচৈতন্যকে "প্রবিবিচ্যতাম্"—সেই চিদাভাস সহিত বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া—ভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়া, চিনিয়া লও। সেই 'সন্ধি' শব্দে জাগ্রদবস্থার অন্তে এবং স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থার আদিতে, এবং স্বপ্নাবস্থার অন্তে এবং সুষুপ্তি বা জাগ্রদবস্থার আদিতে এবং সুষুপ্তির অন্তে জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থার আদিতে, যে অবকাশ বা অন্তরাল অনুভূত হয়, তাহাদিগকেও ধরিতে হইবে। এই সকল সন্ধিতে বৃত্তির স্ফুরণ না থাকায়, চিদাভাসের অভাব হয় ; এইহেতু কেবল সামান্যচৈতন্যরূপ কূটস্থেরই প্রকাশ থাকে। * ৩

এক্ষণে দেহের ভিতর চিদাভাস ও কূটস্থের ভেদ দেখাইবার জন্য, দেহের বাহিরেও, চিদাভাস ও ব্রহ্মের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(৪) ঘট চিদাভাসদ্বারাই প্রকাশ্য এবং ঘটের জ্ঞাততারূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশ্য।

ঘটৈকাকারধীস্থা চিদ্ঘটমেবাবভাসয়েৎ।
ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাসতে॥ ৪

অন্বয়—ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ ঘটম্ এব অবভাসয়েৎ ; ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেন অবভাসতে।

অনুবাদ—ঘটের সহিত একাকার অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত বুদ্ধিতে অবস্থিত আভাসচৈতন্য ঘটকেই প্রকাশ করে, আর ঘটের জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়।

টীকা—"ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ"—ঘটের সহিত এক বা অভিন্ন আকারের ন্যায় আকার যাহার এইরূপ যে বুদ্ধি তাহা 'ঘটৈকাকারাধী', তাহাতে বর্ত্তমান যে চিদাভাস, "ঘটম্ এব

---

* "লীনে পূর্ববিকল্পে তু যাবদন্যস্য নোদয়ঃ। নির্বিকল্পকচৈতন্যং স্পষ্টং তাবদ্বিভাসতে।" ইতি "লঘুবাক্যবৃত্তিঃ" হইতে অনুবাদক কর্তৃক উদ্ধৃত।

'অবভাসয়েৎ"—তাহা 'ইহা ঘট' এইরূপে ঘটকেই প্রকাশ করিয়া থাকে ; "ঘটস্য জ্ঞাততা"—সেই ঘটের জ্ঞানের বিষয় হওয়া রূপ যে ধর্ম্ম, যাহা 'ঘট জানা গিয়াছে' এই ব্যবহারের কারণ তাহা, ঘটের কল্পনার অধিষ্ঠানসাধনরূপ "ব্রহ্মচৈতন্যেন অবভাসতে" ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই প্রকাশিত হয়, ইহাই অর্থ। ৪

ভাল, জ্ঞাততার প্রকাশক চৈতন্যদ্বারাই যখন ঘটের প্রতীতি সম্ভব, তখন বুদ্ধির প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততারূপ ভেদের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধি :—

(৫) ঘটের জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা, এই উভয়ের ভেদসিদ্ধির জন্য বুদ্ধির উপযোগিতা।

অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতোঽয়ং ঘটো বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা।
ব্রহ্মণৈবোপরিষ্টাত্তু জ্ঞাতত্বেনেত্যসৌ ভিদা॥ ৫

অন্বয়—বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা অয়ম্ ঘটঃ ব্রহ্মণা এব অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতঃ ; উপরিষ্টাৎ তু জ্ঞাতত্বেন ইতি অসৌ ভিদা।

অনুবাদ—বুদ্ধির উদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে এই ঘট অজ্ঞাতরূপে ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত ছিল, কিন্তু পরে জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হইল ; এই মাত্র ভেদ।

টীকা—ঘটাকারে আকারিত বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে, এই ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা, 'ঘটকে আমি জানি না'—এই প্রকার অজ্ঞাতভাবে, প্রকাশিত হয় ; আর বুদ্ধির উৎপত্তির পরে 'আমি ঘটকে জানিতেছি' এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া এই ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির থাকায় না থাকায় এই মাত্র ভেদ, অন্য ভেদ নাই। অভিপ্রায় এই—যেমন অজ্ঞানরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট অজ্ঞাত ঘটকে বা সুমেরু পর্ব্বতকে আমি জানি না, এই প্রকারে ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশ পায়, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞাতঘট প্রভৃতিকে 'আমি জানিতেছি' এইরূপে, ব্রহ্ম-চৈতন্যই প্রকাশ পায়। এইহেতু বুদ্ধির অনুদয়বশতঃ ঘটবিষয়ে অজ্ঞাততা থাকে এবং বুদ্ধির উদয়বশতঃ ঘটের অজ্ঞাততা বিনষ্ট হইয়া জ্ঞাততা প্রতীত হয়। ইহাই বুদ্ধির সদ্ভাব ও অভাবকৃত ভেদ, অন্য কিছু নহে। ৫

ভাল, একই ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততাস্বরূপ দুইরূপ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই দুইরূপ বুঝাইবার জন্য জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ প্রথমে বুঝাইতেছেন :—

(৬) একই ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানস্বরূপ।

চিদাভাসান্তধীবৃত্তির্জ্ঞানং লোহান্তকুন্তবৎ।
জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুম্ভো দ্বিধোচ্যতে॥

অন্বয়—চিদাভাসান্তধীবৃত্তিঃ লোহান্তকুন্তবৎ জ্ঞানম্ ; জাড্যম্ অজ্ঞানম্ ; এতাভ্যাম্ ব্যাপ্তঃ কুম্ভঃ দ্বিধা উচ্যতে। ৬

অনুবাদ—যেমন কুন্ত বা প্রাস (বর্শা বা শূল) নামক অস্ত্র অগ্রভাগে ইস্পাত-

দ্বারা তীক্ষ্ণধারযুক্ত, সেই প্রকার চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞান; আর যাহা স্বভাবতঃ জড় বা প্রকাশরহিত তাহাই অজ্ঞান—জ্ঞানবিরোধী অনাদিভাবরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তু। এই উভয়দ্বারা ব্যাপ্ত ঘট দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

টীকা—"চিদাভাসাগ্রধীবৃত্তিঃ"—চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব 'অগ্রে' অগ্রভাগে যাহার, এইরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই 'জ্ঞান' এই নামে কথিত হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্য * বলিয়াছেন—"বোধেহগ্রধাবৃত্তিঃ" যে বুদ্ধি 'অগ্ধা' অর্থাৎ জ্ঞানাধানকারিণী তাহাকে বোধ বলে—অততে ইতি অৎ, সততং গমনং, জ্ঞানং বা, তৎ দধাতি, অৎ+ধা+ক্বিপ্ (তারানাথের "বাচস্পত্যম্") [পাঠান্তরে "বোধো ধীবৃত্তিঃ"—বোধ বা জ্ঞান বুদ্ধির বৃত্তি] তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"লোহাগ্রকুন্তবৎ"—লোহ বা ইস্পাতদ্বারা রচিত ফলক বা অগ্রভাগ যাহার—এই প্রকার কুন্ত বা বর্শা; সেই অস্ত্রের ন্যায়; "জাড্যম্ অজ্ঞানম্"—যাহা স্বভাবতঃ প্রকাশরহিত (মোহাত্মক), তাহাকে অজ্ঞান বলে; "এতাভ্যাম্ ব্যাপ্তঃ কুম্ভঃ"—এই জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়দ্বারা যথাক্রমে, সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্তসম্বন্ধ যে ঘট, তাহাই "দ্বিধা উচ্যতে"—জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত এই দুই প্রকারে কথিত হয়; ইহাই অর্থ। ৬

ভাল, অজ্ঞাত ঘট অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া তাহার ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত যে জ্ঞাত ঘট, তাহার কি প্রকারে ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা থাকিতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অজ্ঞান যেরূপ ঘটে অজ্ঞাততা ধর্ম উৎপাদন করিয়া পর্য্যবসন্ন বা চরিতার্থ হয়, জ্ঞানও সেইরূপ জ্ঞাততাধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াই চরিতার্থ হয়; সেই কারণে অজ্ঞাত কুম্ভের ন্যায় জ্ঞাত কুম্ভেরও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা হয়;—

৭। অজ্ঞাত ঘটের ন্যায় জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশ্য।

অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্যো জ্ঞাতঃ কুম্ভস্তথা ন কিম্?
জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদাভাসপরিক্ষয়ঃ ॥ ৭

অন্বয়—অজ্ঞাতঃ ব্রহ্মণা ভাস্যঃ; তথা জ্ঞাতঃ কুম্ভঃ কিম্ ন? জ্ঞাতত্বজননেন এব চিদাভাস-পরিক্ষয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—যেমন অজ্ঞাত ঘটের ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা আছে, জ্ঞাত ঘটের সেইরূপ যোগ্যতা কেন থাকিবে না? যেহেতু জ্ঞাততা উৎপাদন করিবামাত্রই চিদাভাসের পরিক্ষয় হয় অর্থাৎ তাহা চরিতার্থ হইয়া যায়, সেইহেতু জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হয়।

টীকা—যেমন অজ্ঞাত ঘট ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য, সেইরূপ জ্ঞাত ঘটও কি ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য নহে? অর্থাৎ যোগ্যই; ইহাই তাৎপর্য্য। কি-কারণে জ্ঞাত ঘটের ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু

* এ স্থলে কাহাকে ইনি বলিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা গেল না।

জ্ঞাততা" ইত্যাদি। জ্ঞাততার উৎপাদনমাত্রেই চিদাভাসের পরিক্ষয় বা কৃতার্থতা হয়। "বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥" বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপিয়া থাকে ; তন্মধ্যে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা বিনষ্ট হয় এবং চিদাভাসদ্বারা ঘটের প্রকাশ হয় (তৃপ্তিদীপ—৭৯)। এই বচন হইতে জানা যায় যে প্রকাশ বা জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই চিদাভাস চরিতার্থ হইয়া যায়। যেমন দণ্ডিত্বের অর্থ দণ্ড, সেইরূপ জ্ঞাতত্বের অর্থ জ্ঞান। ৭

(শঙ্কা) ভাল, অজ্ঞাততার উৎপাদনের জন্য যেমন অজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত বা যথেষ্ট, সেইরূপ জ্ঞাততার উৎপাদনের জন্য বুদ্ধিই ত' যথেষ্ট ; তাহা হইলে এই চিদাভাসের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—চিদাভাসরহিত বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় জড়রূপ (প্রকাশহীন) বলিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব :—

(ঝ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধি দ্বারা ঘটের জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব।

আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগ্বুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥ ৮

অন্বয়—আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বম্ ন এব জন্যতে। তাদৃগ্বুদ্ধেঃ বিকারিণঃ মৃদাদেঃ কঃ বিশেষঃ স্যাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—আভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাততা কখনই উৎপাদিত হইতে পারে না, কারণ সেই চিদাভাসরহিত বুদ্ধি হইতে বিকারী অর্থাৎ লেপনাদিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত মৃত্তিকাদির প্রভেদ কি ? কোনই প্রভেদ নাই। ৮

চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাই—এই কথাই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঞ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধি দ্বারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাই : দৃষ্টান্ত।

জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে কুম্ভো মৃদালিপ্তো ন কুত্রচিৎ।
ধীমাত্রব্যাপ্ত কুম্ভস্য জ্ঞাতত্বং নেষ্যতে তথা ॥ ৯

অন্বয়—কুত্রচিৎ মৃদা আলিপ্তঃ কুম্ভঃ জ্ঞাতঃ ইতি ন উচ্যতে, তথা ধীমাত্রব্যাপ্তকুম্ভস্য জ্ঞাতত্বম ন ইষ্যতে।

অনুবাদ—যেমন মৃত্তিকাদ্বারা চারি পার্শ্বে লিপ্ত ঘট কোথাও জ্ঞাত বলিয়া ব্যবহৃত হয় না (অজ্ঞাত বা বিচিকিৎসিতই থাকে), সেই প্রকার আভাসহীন বুদ্ধিমাত্রদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটও কোথাও জ্ঞাত বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

টীকা—যেমন সংসারে কোথাও, "মৃদা"—শুক্লকৃষ্ণরূপ মৃত্তিকাদ্বারা, (ঘট) "আলিপ্তঃ" —চারিপার্শ্বে লেপনপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে জ্ঞাত বলা যায় না, সেই প্রকার চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটেরও জ্ঞাততা কোথাও অঙ্গীকৃত হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ক) ফলিতার্থ—

জ্ঞাতত্বং নাম কুম্ভে তচ্চিদাভাসফলোদয়ঃ।
ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাৎ প্রাগপি সত্ত্বতঃ ॥ ১০

অন্বয়—তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) কুম্ভে চিদাভাসফলোদয়ঃ জ্ঞাতত্বম্ নাম। ব্রহ্মচৈতন্যম্ ফলম্ ন, মানাৎ অপি প্রাক্ সত্ত্বতঃ।

অনুবাদ—সেই হেতু ঘটবিষয়ে চিদাভাসরূপ ফলের উদয়ই ঘটের জ্ঞাতত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে; কেননা, প্রমাণপ্রয়োগের পূর্ব্বেও ব্রহ্ম বিদ্যমান।

টীকা—যেহেতু কেবল বুদ্ধির জ্ঞাততার উৎপাদনে সামর্থ্য নাই, সেইহেতু ঘটবিষয়ে চিদাভাসরূপ ফলের উৎপত্তিই জ্ঞাততা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাল, তাহা হইলেও চিদাভাসকল্পনা করা উচিত নহে, কেননা, ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপফল বিদ্যমান্ রহিয়াছে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ঘটাদির স্ফুরণরূপ ফল নহে। ব্রহ্মচৈতন্য কেন ফল নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন, "কেননা, প্রমাণপ্রয়োগের পূর্ব্বেও ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যমান।" প্রমাণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ব্রহ্ম বিদ্যমান বলিয়া, আর ঘটাদির স্ফুরণরূপ যে ফল, তাহা প্রমাণ প্রয়োগের পরবর্ত্তীকালেই হইবে, এইরূপ নিয়ম থাকায়, ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে ফলচৈতন্য লইয়া অবচ্ছেদবাদী ও আভাসবাদীর মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহ এইরূপে পরিস্ফুট হইবে। "সিদ্ধান্তবিন্দুগ্রন্থে" (১৩৩ হইতে ১৩৭ কণ্ডিকায়) অন্তঃকরণস্বরূপ এইরূপ বর্ণিত আছে :—"যাহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়, তাহা একটি অবিদ্যাবিবর্ত্ত, অর্থাৎ অবিদ্যার পরিণাম যে সূক্ষ্মপঞ্চভূত, তদ্দ্বারা আরব্ধ (বিরচিত); তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য বলিয়া দর্পণাদির ন্যায় অতি স্বচ্ছ। তাহা শরীর মধ্যে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। তাহা নেত্রাদির দ্বারা বহির্গত হইয়া, "যোগ্য" ঘটাদি বস্তুকে ব্যাপ্ত করে, (ধর্ম্মাদিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্য বস্তুকে করে না।) তাহা গলিত তাম্রাদির ন্যায় সেই সেই বস্তুর আকার ধারণ করে। সূর্য্যালোকের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে তাহার সঙ্কোচবিকাশ হয়। তাহা সাবয়ব বলিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, দেহাভ্যন্তরে ও ঘটাদিতে সম্যগ্ ব্যাপ্ত হইয়া, দেহ ও ঘটের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হয়। অন্তঃকরণের সেইরূপ পরিণামে যে ভাগ দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাহার নাম হয় 'অহঙ্কার'; তাহাই কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার যে ভাগ দেহ ও বিষয়ের মধ্যে দণ্ডাকারে অবস্থিত হয়, তাহার নাম হয় 'বুদ্ধিজ্ঞান'; তাহাই ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার যে ভাগ বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, তাহাই বিষয়কে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মরূপে (কর্ম্মকারকরূপে) বুঝায়; তাহারই নাম হয় 'অভিব্যক্তিযোগ্যতা'। সেই ত্রিভাগবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অতি স্বচ্ছ বলিয়া তাহাতে চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। সেই অভিব্যক্ত চৈতন্য বস্তুতঃ এক হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক ত্রিভাগবিশিষ্ট অন্তঃকরণের অনুসারে তাহাতেও ভাগত্রয়ের উপচার করা হয়। অন্তঃকরণের কর্ত্তৃভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ—প্রমাতা; ক্রিয়াভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ—প্রমাণ, বিষয়ব্যাপক অভিব্যক্তিযোগ্যতা-ভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ—প্রমিতি (প্রমাজ্ঞান)। প্রমেয়

কিন্তু বিষয়গত ব্রহ্মচৈতন্যই, তাহা অজ্ঞাত। তাহাই জ্ঞাত হইলে (প্রমাণ-) 'ফল'। এই প্রকারে অধিষ্ঠানরূপে বিষয়গত ব্রহ্ম চৈতন্যের জ্ঞাততারূপ উপাধি হইলেই ফলত্বসিদ্ধি।" মধুসূদনের মতে এই সিদ্ধান্ত "নিষ্ক্রিয়বাদ"—কিন্তু এই স্থলে বিবাদ এইরূপঃ—অবচ্ছেদবাদীর মতে—অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য 'প্রমাতৃ-চৈতন্য'; ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়পর্য্যন্ত যে বৃত্তি, তদ্বিশিষ্ট চৈতন্য 'প্রমাণচৈতন্য'; আর ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞাত হইলে তাহাকে 'বিষয়চৈতন্য' বা 'প্রমেয়চৈতন্য' বলে; তাহাই জ্ঞাত হইলে তাহাকে 'ফলচৈতন্য' বা 'প্রমিতিচৈতন্য' (বা প্রমা-চৈতন্য) বলে; অবচ্ছেদবাদী এই চারিপ্রকার চৈতন্য স্বীকার করেন। আভাসবাদীর মতে চিদাভাস-সহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য—প্রমাতৃচৈতন্য; সাভাসবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য—প্রমাণচৈতন্য; ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়চৈতন্য বা প্রমেয় চৈতন্য; আর বৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটাদিতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, তাহাই ফলচৈতন্য। ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে। এই স্থলেই আভাসবাদী বিদ্যারণ্যস্বামীর সহিত অবচ্ছেদবাদীর ভেদ। ১০

জ্ঞান, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই চিদাভাসরূপ ফলের বর্ণন, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত "পরাগর্থপ্রমেয়েষু" —ইত্যাদিরূপ বার্ত্তিক বচনের বিরুদ্ধ হইতেছে—এই আপত্তির পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, যে-অবচ্ছেদবাদিগণ এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করেন, তাঁহারা সুরেশ্বরাচার্য্যের ঐরূপ বলিবার অভিপ্রায় বুঝেন না। সেই বার্ত্তিক বচনটি এই *।—

পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা।
সম্বিৎ সৈবেহ মেয়োঽর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ ॥

অন্বয়—পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা সম্বিৎ, সা এব ইহ বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ মেয়ঃ অর্থঃ। ১১

অনুবাদ—ঘটাদি বাহ্যপদার্থ প্রমাণের বিষয় হইলে যে সম্বিৎ (অর্থাৎ চিদাভাস) প্রমাণের ফল বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই এই বেদান্তশাস্ত্রে, বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণানুসারে প্রমেয় বা জ্ঞেয়পদার্থ

টীকা—বার্ত্তিককারের এই বচনটির অর্থ এই—"পরাগর্থপ্রমেয়েষু"—'পরাগর্থ'—বাহ্য-ঘটাদিপদার্থ, প্রমেয়েষু (সংসু)—প্রমাণের বিষয় হইলে, "যা সম্বিৎ ফলত্বেন সম্মতা"—প্রমাণের ফল বলিয়া যে সম্বিৎ স্বীকৃত হয়, "সা এব ইহ"—তাহাই এই বেদান্তশাস্ত্রে, "বেদান্তোক্তি-প্রমাণতঃ"—বেদান্ত বাক্যরূপ প্রমাণের বলে, "(প্র)মেয়ঃ অর্থঃ"—জ্ঞাতব্য হয়। ১১

ইতি বার্ত্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্।
ব্রহ্মচিৎফলয়োর্ভেদঃ সহস্র্যাং বিশ্রুতো যতঃ ॥১২

অন্বয়—ইতি বার্ত্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যম্ বিবক্ষিতম্, যতঃ ব্রহ্মচিৎফলয়োঃ ভেদঃ সহস্র্যাম বিশ্রুতঃ।

* এই বার্ত্তিকবচনটি [illegible] "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক" মধ্যে [illegible] "[illegible]" মধ্যে পাওয়া যায় না। [illegible]

অনুবাদ—বার্ত্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরাচার্য্যের, এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'সম্বিৎ' শব্দ দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ—'চৈতন্যের সদৃশ চৈতন্য' অর্থাৎ চিদাভাস ; কেননা, সম্বিদ্রূপ ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের ভেদ, "উপদেশসহস্রী" গ্রন্থে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকা—"ইতি"—এই বার্ত্তিকশ্লোকদ্বারা, ব্রহ্মচৈতন্যের সদৃশ চিদাভাসকে প্রমাণের ফলরূপে বর্ণন করাই অভিপ্রেত, ব্রহ্মচৈতন্যকে নহে ; ইহাই তাৎপর্য্য। বার্ত্তিককারের যে এইরূপ বর্ণন করাই অভিপ্রেত, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহার গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বরচিত "উপদেশসহস্রী" গ্রন্থে "স্বপ্নস্মৃতি" নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাসের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া বার্ত্তিককারের উক্ত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়—"কেননা, সম্বিদ্রূপ ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের (প্রতিফলিত চিদাভাসের) ভেদ" ইত্যাদির দ্বারা। "ব্রহ্মচিৎফলয়োঃ"—ব্রহ্ম ও চিৎফল (চিদাভাসরূপ ফল) উভয়ের ; এইরূপে সমাস ভাঙ্গিতে হইবে। "উপদেশসহস্রীর" উক্ত শ্লোকটি রামতীর্থ-বিরচিত "পদযোজনিকা" টীকায় পাতনিকাসহ এইরূপে দেখা যায়—"(শঙ্কা) বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে চিদাত্মার পরিণাম না হইলেও, ব্রহ্মরূপে তাহার একত্ব (অখণ্ডত্ব) যুক্তিসহ হইতে পারে না, কেননা, প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, সেইরূপ ভেদের প্রমাণ নাই বলিয়া, সেই ভেদ স্বীকার্য্য নহে :—"চিন্মাত্র জ্যোতিষা সর্ব্বাঃ সর্ব্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ। ময়া যস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্ব্বস্যাত্মা ততো হ্যহম্॥" ৭। যেহেতু আমি সকল জীবদেহেই সকল বুদ্ধিকে চিন্মাত্রের জ্যোতিঃদ্বারা (প্রতিভাস দ্বারা) প্রকাশ করিয়া থাকি, সেইহেতু আমি সকল জীবেরই 'আত্মা'। (ইহার টীকা)—যেমন একটি দেহে বুদ্ধির অবভাস বা প্রকাশ বিকৃতচৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্তিমাত্র, সকলজীবশরীরগত বুদ্ধির অবভাসও সেইরূপ ; এইহেতু ভাসনীয় বা প্রকাশনীয় বুদ্ধিসমূহের ভেদ থাকিলেও তাহাদের আভাসকের স্বরূপে ভেদ নাই, কেননা, এইরূপ ভেদ প্রমাণপথে অবতরণ করে না অর্থাৎ কোনও প্রমাণ-দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ভেদ যখন সাক্ষিগোচর, তখন সেই ভেদে সাক্ষিধর্ম্মতা নাই। সেইহেতু সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন, এইরূপ আশঙ্কার অবসর নাই। ৭। (শঙ্কা) চৈতন্য সকলস্থলে এক হইলেও, দৃশ্য (বুদ্ধিপ্রভৃতি) অনেক বলিয়া, ব্রহ্মরূপ আত্মার অদ্বয়ত্বসিদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপপাদন করিতেছেন যে সকল দৃশ্যই অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যার বিলাস—বুদ্ধিমাত্র বলিয়া চৈতন্যের অদ্বয়রূপতায় বিরোধ নাই।—"করণং কর্ম্ম কর্ত্তা চ ক্রিয়া স্বপ্নে ফলঞ্চ ধীঃ। জাগ্রত্যেবং যতো দৃষ্টা দ্রষ্টা তস্মাদতোঽন্যথা॥" ৮। যেমন স্বপ্নে করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, ক্রিয়া এবং তাহাদের প্রতিফলন (অভিব্যক্তি)—বুদ্ধিমাত্র, এবং জাগ্রদবস্থাতেও যেহেতু এইরূপই দৃষ্ট হয়, সেইহেতু দ্রষ্টা বুদ্ধি হইতে ভিন্নস্বভাব। (টীকা) স্বপ্নে যেমন ক্রিয়া, কারক ও তাহাদের প্রতিফল বা অভিব্যক্তি বুদ্ধিভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কেননা, সেই স্থানে সেই সময় অন্য বাহ্য বস্তু নাই—ইহা নিশ্চিত বা নির্ব্বিবাদ, এবং যেহেতু "জাগ্রতি"—জাগ্রদবস্থাতেও (চি-

সেইরূপেই) বুদ্ধিই ক্রিয়া, কারক এবং তাহাদের ফল বা অভিব্যক্তিরূপে দৃষ্ট হয়—তাহার দ্বারাই বাহিরে পদার্থসত্তা অবগত হওয়া যায়—(তাহা না হইলে সুষুপ্তিতেও কোন সময়ে পদার্থের আকারবিশেষের স্ফুরণ হইত) সেইহেতু, সকল বিষয়ের সহিত বুদ্ধি আত্মার অধ্যস্ত বলিয়া এবং বুদ্ধি সাদি ও সান্ত বলিয়া তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, দ্রষ্টা, আত্মা সেই বুদ্ধি হইতে "অন্যপা"—অন্যপ্রকারের অর্থাৎ সত্য অখণ্ড একরস। ৮।" এস্থলে 'চিন্মাত্র', 'দ্রষ্টা' ইত্যাদি পদদ্বারা, ব্রহ্মাত্মচৈতন্যের এবং—'দৃ' শব্দদ্বারা ফলচৈতন্যের, ভেদ স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে। ১২।

যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ ঘটের জ্ঞাততাসম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঠ) চিদাভাসদ্বারা জ্ঞাততার উৎপত্তি এবং ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশ্যতা।

আভাস উদিতস্তস্মাজ্ জ্ঞাতত্বং জনয়েদ্ঘটে।
তৎপুনর্ব্রহ্মণা ভাস্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি ॥ ১৩

অন্বয়—তস্মাৎ ঘটে উদিতঃ আভাসঃ জ্ঞাতত্বম্ জনয়েৎ ; তৎ পুনঃ অজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণা এব ভাস্যম্ হি।

অনুবাদ—সেইহেতু ঘটকে লইয়া যে চিদাভাস উৎপন্ন হয়, তাহাই ঘটের জ্ঞাতত্ব উৎপাদন করে ; সেই জ্ঞাততা আবার অজ্ঞাততার ন্যায় ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্য-দ্বারাই প্রকাশিত হয় ; ইহা প্রসিদ্ধ।

টীকা—যেহেতু ব্রহ্ম ও চিদাভাসরূপ ফলের ভেদ এইরূপে সিদ্ধ হইল, "তস্মাৎ ঘটে উদিতঃ আভাসঃ"—সেইহেতু ঘটে উৎপন্ন চিদাভাস, সেই ঘটে "জ্ঞাতত্বম্ জনয়েৎ"—জ্ঞাততা উৎপাদন করে। উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞাতত্ব আবার, "অজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণা এব (অব-) ভাস্যম্ ভবতি"—ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত হয়। "হি"—ইহা প্রসিদ্ধ। ১৩

এই প্রকারে চিদাভাস ও ব্রহ্মের যে ভেদ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল, তাহাই, ভেদের বিষয়-প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ড) চিদাভাস ও ব্রহ্মের সিদ্ধ ভেদের বিষয়প্রদর্শন দ্বারা স্পষ্টিকরণ।

ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাং সমূহো ভাস্যতে চিতা।
কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ ॥ ১৪

অন্বয়—ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাম্ সমূহঃ চিতা ভাস্যতে : কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ আভাসতঃ সঃ একঃ স্ফুরেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি (যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত হয়), চিদাভাস ও ঘট—এই তিনের সমষ্টি চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয় ; আর চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া, সেই চিদাভাসদ্বারা একমাত্র ঘটই প্রকাশিত হয়।

টীকা—"চিতা"—ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা। চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া "আভাসতঃ"—চিদাভাসদ্বারা, "সঃ একঃ স্ফুরেৎ"—সেই একমাত্র ঘটই প্রকাশিত হয়। ১৪

ঘট যে চিদাভাস ও ব্রহ্ম উভয়দ্বারাই প্রকাশ্য, তদ্বিষয়ে লিঙ্গ বা হেতু বলিতেছেন :—

(চ) ঘট, চিদাভাস ও ব্রহ্ম উভয়দ্বারাই প্রকাশ্য ; তাহার হেতু ; সেই ব্রহ্মই নৈয়ায়িকদিগের দ্বারা নামান্তরে ব্যবহৃত।

চৈতন্যং দ্বিগুণং কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরত্যতঃ।
অন্যেঽনুব্যবসায়াখ্যমাহুরেতদ্যথোদিতম্॥ ১৫

অন্বয়—অতঃ কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন দ্বিগুণম্ চৈতন্যম্ স্ফুরতি ; যথোদিতম্ এতৎ অন্যে অনুব্যবসায়াখ্যম্ আহুঃ।

অনুবাদ—এইহেতু ঘটে জ্ঞাতত্বরূপে দ্বিগুণ চৈতন্য (চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্য উভয়ই) প্রকাশ পায়। ঘটের এই জ্ঞাততা-প্রকাশকরূপে বর্ণিত চৈতন্যকে অন্যে অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ, অনুব্যবসায় বলিয়া বর্ণনা করেন।

টীকা—"অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ ঘট চিদাভাস ও ব্রহ্ম এই উভয়দ্বারাই প্রকাশ্য বলিয়া, "কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন"—ঘটে জ্ঞাততারূপে, "দ্বিগুণম্ চৈতন্যম্ স্ফুরতি"—দুই প্রকার চৈতন্য—ব্রহ্ম ও চিদাভাস—উভয়ই প্রকাশ পায় ; "যথোদিতম্ এতৎ"—এই প্রকারে অর্থাৎ ঘটের জ্ঞাততার প্রকাশক বলিয়া, আমাদিগের বর্ণিত এই ব্রহ্মচৈতন্যকেই, "অন্যে"— নৈয়ায়িকগণ, "অনুব্যবসায়াখ্যম্"—'অনুব্যবসায়' বা অনু জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বলিয়া থাকেন—এই অর্থে অন্বয় করিতে হইবে। এই জ্ঞাততার অবভাসক ব্রহ্মচৈতন্যকেই "ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-প্রকাশে" 'অনুব্যবসায়'—"ব্যবসায়গোচরম্ প্রত্যক্ষম্"—যেমন ঘটজ্ঞানের পর 'আমি ঘট জানিতেছি' এইরূপ মানস জ্ঞান, বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৫

'এই ঘট' এবং (এইরূপ প্রত্যক্ষের পর অনুব্যবসায়—) 'ঘট জানা গিয়াছে'* এই উভয় ব্যবহারের ভেদ হইতেও চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদ বুঝা যাইতে পারে, ইহাই বলিতেছেন :—

ঘটোঽয়মিত্যসাবুক্তিরাভাসস্য প্রসাদতঃ।
বিজ্ঞাতো ঘট ইত্যুক্তি র্ব্রহ্মানুগ্রহতো ভবেৎ॥ ১৬

অন্বয়—'অয়ম্ ঘটঃ' ইতি অসৌ উক্তিঃ আভাসস্য প্রসাদতঃ ; 'বিজ্ঞাতঃ ঘটঃ' ইতি উক্তিঃ ব্রহ্মানুগ্রহতঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'এই ঘট'—এইরূপ যে কথন তাহা চিদাভাসের প্রসাদ (উৎপত্তি) হইলেই সম্ভব হয় ; তদনন্তর 'ঘট জ্ঞাত হইল' এই যে কথন তাহা ব্রহ্মের অনুগ্রহ (প্রকাশ) দ্বারাই সম্ভব হয় অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান চিদাভাস ; বিষয় জ্ঞানের জ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্য। ১৬

২। দেহের ভিতর কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ।

* "অয়ং ঘট ইতি, জ্ঞাতো ঘট ইতি চ"—টীকার এই শুদ্ধ পাঠ কেবল বঙ্গদেশীয় সংস্করণেই পাওয়া গেল।

দেহের বাহিরে চিদাভাস ও ব্রহ্ম যেরূপ বিবেচিত হইল, সেইরূপ দেহের ভিতরেও তদুভয়ের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) দেহের বাহিরে কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ নিরূপণ করিয়া ভিতরেও সেইরূপ নিরূপণে প্রেরণা।

আভাসব্রহ্মণী দেহাদ্বহির্যদ্বদ্বিবেচিতে।
তদ্বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্যপি ॥ ১৭

অন্বয়—দেহাৎ বহিঃ আভাসব্রহ্মণী যদ্বৎ বিবেচিতে, তদ্বৎ বপুষি অপি আভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—(পূর্ব্বগত ১ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত শ্লোকে) দেহের বাহিরে (ঘটাদিতে) যেরূপ আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদ প্রদর্শিত হইল, দেহের মধ্যেও সেইরূপ আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্যের ভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক। (তদ্দ্বারা 'ত্বম্' পদার্থের শোধন হইলে তৎ-ত্বম্ পদদ্বয়ের ঐক্যোপলব্ধি হইবে) । ১৭

ভাল, দেহের বাহিরে চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্য ঘটাকারবৃত্তির ন্যায়, দেহের ভিতরে আভ্যন্তর বিষয়ের ব্যাপক বৃত্তি না থাকায়, সেই বৃত্তির ব্যাপক চিদাভাস আপনি কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে দেহের ভিতর বিষয়ের ব্যাপক বৃত্তি না থাকিলেও, 'আমি' ইত্যাদিরূপ বৃত্তি ত' আছে ; সেই 'অহম্' প্রভৃতি বৃত্তির ব্যাপক চিদাভাস অঙ্গীকার করিতে পারা যায়। ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(খ) দেহাভ্যন্তরস্থ বৃত্তিতে চিদাভাসের বর্ণন, দৃষ্টান্ত।

অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকেষু চ।
সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্যথা তথা ॥ ১৮

অন্বয়—যথা তপ্তে লোহে বহ্নিঃ সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে তথা অহম্-বৃত্তৌ কামক্রোধাদিকেষু চ চিদাভাসঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন তপ্তলোহখণ্ডে অগ্নিব্যাপ্ত থাকে, সেই প্রকার 'আমি'-রূপ বৃত্তিতে এবং কামক্রোধাদিরূপ বৃত্তিতে চিদাভাস সম্যক্‌প্রকারে ব্যাপ্ত থাকে ।১৮

অহমাদিবৃত্তির চিদাভাসদ্বারা প্রকাশিত হইবার যোগ্যতায় যে দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহাই বিস্তারিত করিয়া পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(গ) উক্ত দৃষ্টান্তের সবিশেষ বর্ণনদ্বারা বৃত্তি সমূহেই চিদাভাসের ব্যাপ্ততা বর্ণন।

স্বমাত্রং ভাসয়েৎ তপ্তং লোহং নান্যৎ কদাচন।
এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ॥ ১৯

অন্বয়—তপ্তম্ লোহম্ স্বমাত্রম্ ভাসয়েৎ, অন্যৎ কদাচন ন ; এবম্ আভাসসহিতাঃ বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—সেই তপ্তলোহখণ্ড যেমন কেবল আপনাকেই প্রকাশ করে অর্থাৎ আপনারই আবরণ-নিবর্ত্তক হয়, অন্য কোনও বস্তুকে প্রকাশ করে না, সেইপ্রকার

চিদাভ'স সহিত 'অহম্' প্রভৃতি বৃত্তিও আপনার আপনার প্রকাশক হয়, অন্য বিষয়ের প্রকাশক হয় না।

টীকা—'তত্ত্বানুসন্ধান' প্রভৃতি গ্রন্থে মায়ার ও অন্তঃকরণের, প্রকাশক বা আবরণনিবর্ত্তক পরিণামকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে বটে কিন্তু 'বৃত্তিপ্রভাকর' (নিশ্চলদাসবিরচিত, বোম্বাই সংস্করণ পৃষ্ঠা ১) প্রভৃতি গ্রন্থে—'অস্তি ব্যবহারের হেতু অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের পরিণাম'কেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। এইহেতু মায়া ও অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি শব্দের অর্থ; পরিণাম-মাত্রই বৃত্তি নহে ; এইহেতু ক্রোধ সুখ প্রভৃতি অনেক পরিণামকে বৃত্তি মানিয়া বৃত্তির বিষয়াভাব প্রতিপাদন করা সঙ্গত নহে, কিন্তু সেই সকল পরিণামই বৃত্তির বিষয় এবং তাহাদের প্রকাশক সত্ত্বগুণ পরিণামরূপ বৃত্তি, সেই সকল পরিণাম হইতে ভিন্ন। তথাপি সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, তৃপ্তি, ক্ষমা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতিরূপ সকল পরিণামকেই অনেক স্থলে 'বৃত্তি'শব্দদ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। এইহেতু স্থূলবুদ্ধি অধিকারীকে সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত, পঞ্চদশীকারও অন্তঃকরণের পরিণামমাত্রকেই বৃত্তিশব্দদ্বারা সূচনা করিয়াছেন। এইহেতু অহম্ প্রভৃতি বৃত্তির বিষয়রূপতার বা বিষয়বত্তার অভাবহেতু, এই সকল বৃত্তি অন্য বিষয়ের প্রকাশক নহে, এইরূপ বর্ণন সম্ভাবিত হয়। ১৯

এইরূপে (দেহের ভিতর) চিদাভাসের স্বরূপ বুঝাইয়া কূটস্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য, তাহার উপযোগী, বৃত্তির অভাবকাল দেখাইতেছেন :—

(ঘ) বৃত্তির অভাবকাল বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবার উপযোগী।

ক্রমাদ্বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়ন্তে বৃত্তয়োঽখিলাঃ।
সর্ব্বা অপি বিলীয়ন্তে সুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু॥ ২০

অন্বয়—ক্রমাৎ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অখিলাঃ বৃত্তয়ঃ জায়ন্তে ; সুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু সর্ব্বাঃ অপি বিলীয়ন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—(জাগ্রদবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায়) বৃত্তিসকল এক একটির পর এক একটি করিয়া বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ মধ্যে অবকাশ দিয়া উৎপন্ন হয় ; আর সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধিকালে সকল বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হয়। ২০

সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় এইরূপ বৃত্তিলয় হয়, মানিলাম, কিন্তু ইহদ্বারা কূটস্থকে কি প্রকারে জানা যায়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, বৃত্তিসকলের অভাবের সাক্ষিরূপে এই কূটস্থকে জানা যায় :—

(ঙ) বৃত্তির অভাবের সাক্ষিরূপে কূটস্থের প্রতীতি।

সন্ধয়োঽখিলবৃত্তীনামভাবাশ্চাবভাসিতাঃ।
নির্ব্বিকারেণ যেনাসৌ কূটস্থ ইতি চোচ্যতে॥ ২১

অন্বয়—অখিলবৃত্তীনাম্ সন্ধয়ঃ অভাবাঃ চ যেন নির্ব্বিকারেণ অবভাসিতাঃ অসৌ কূটস্থঃ ইতি চ উচ্যতে।

অনুবাদ—যে নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা বৃত্তিসকলের সন্ধি এবং বৃত্তিসকলের অভাব অবভাসিত (প্রকাশিত) হয়, সেই চৈতন্যকেই কূটস্থ বলে।

অচ্যুতরায়কৃত টীকা—"নির্বিকারেণ"—'কূটে'র (কামারের নাঈ বা নাভির) ন্যায় নির্বিকারভাবে 'স্থিত' বলিয়া 'কূটস্থ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিবার জন্য পরিকরালঙ্কার-সূচক সহেতুক বিশেষণ ; "বিশেষণৈর্যৎসাকূতৈরুক্তিঃ পরিকরস্তু সঃ"। ২১

তাহা হইলে ফলিতার্থ কি দাঁড়াইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) ফলিতার্থ—সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তিসকলের অধিকতর স্বচ্ছতা

ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথান্তরে।
বৃত্তিষপি ততস্তত্র বৈশদ্যং সন্ধিতোঽধিকম্ ॥ ২২

অন্বয়—যথা বাহ্যে ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যম্ তথা অন্তরে বৃত্তিষু অপি। ততঃ সন্ধিতঃ তত্র (বৃত্তিষু) বৈশদ্যম্ অধিকম্ (দৃশ্যতে)।

অনুবাদ—যেমন বাহ্য ঘটে চৈতন্য দ্বিগুণ, আন্তরবৃত্তি সমূহেও চৈতন্য সেইরূপ দ্বিগুণ। সেইহেতু সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তিতে বিশদতার (প্রকাশের) আধিক্য দেখা যায়।

টীকা—যেহেতু (বৃত্তিতে) দ্বিগুণ চৈতন্য বিদ্যমান, সেইহেতু "সন্ধিতঃ"—সন্ধিসমূহ হইতে, "বৃত্তিষু বৈশদ্যম্ অধিকম্"—বৃত্তিসমূহে প্রকাশ অধিক, 'দৃশ্যতে'—(দেখা যায়) এই পদটির যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ২২

ভাল, এই বৃত্তিসমূহেও জ্ঞাততার ও অজ্ঞাততার প্রকাশকরূপে কূটস্থের কেন অঙ্গীকার করা হয় না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই বৃত্তিসমূহে জ্ঞাততার ও অজ্ঞাততার অভাব বলিয়া, তাহাদের প্রকাশকরূপে কূটস্থের অঙ্গীকার করা হয় না :—

(ছ) বৃত্তিসমূহে ঘটের ন্যায় জ্ঞাততা অজ্ঞাততা নাই।

জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তো ঘটবদ্‌বৃত্তিষু ক্বচিৎ।
স্বস্য স্বেনাগৃহীতত্বাত্তাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ ॥ ২৩

অন্বয়—ঘটবৎ বৃত্তিষু ক্বচিৎ জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তঃ ; স্বস্য স্বেন অগৃহীতত্বাৎ চ তাভিঃ অজ্ঞাননাশনাৎ ॥

অনুবাদ—বাহ্য ঘটাদির যেমন জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা সম্ভব, বৃত্তিবিষয়ে সেইরূপ জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা কদাপি সম্ভব নহে ; কেননা, বৃত্তি আপনাকে আপনি গ্রহণ করে না এবং বৃত্তিদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়।

টীকা—জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের ব্যাপ্তিবশতঃ যথাক্রমে জ্ঞাততা বা জ্ঞানের বিষয় হওয়া এবং অজ্ঞাততা বা অজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ঘটিত হয়। (ঘটাদির সহিত তুলনায়) বৃত্তিসমূহ স্বপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি বা জ্ঞানের বিষয় হওয়া তাহাদের সম্ভবে না। আবার বৃত্তি উৎপন্ন হইবামাত্রই সেই বৃত্তিকে বিষয়কারী অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া, অজ্ঞানদ্বারাও ব্যাপ্তি সম্ভবে না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৩

ভাল, কূটস্থ ও চিদাভাস উভয়ে তুল্যরূপেই চৈতন্যস্বরূপ ; তাহা হইলে একের কূটস্থতা অর্থাৎ নির্বিকারতা এবং অপরের অকূটস্থতা বা বিকারিতা, এই প্রকার ভেদ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, চিদাভাসে অবস্থিত জন্ম ও নাশের অনুভব হয় বলিয়া, চিদাভাসের অকূটস্থতা এবং অপরের অর্থাৎ সাক্ষীর বিকারিতা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া কূটস্থতা :—

(ঙ) চিদাভাসের কূটস্থ না হইবার এবং আত্মার কূটস্থতার কারণ।

দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ।
অকূটস্থং তদন্যত্তু কূটস্থমবিকারতঃ॥ ২৪

অন্বয়—দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ তৎ অকূটস্থম্; অন্যৎ তু অবিকারতঃ কূটস্থম্।

অনুবাদ—দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যে চিদাভাসের জন্ম ও নাশ অনুভূত হয় বলিয়া চিদাভাস অকূটস্থ অর্থাৎ বিকারী; আর অন্য চৈতন্য অবিকারী বলিয়া কূটস্থ।

টীকা—যেমন চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বরূপ কলার হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও, চন্দ্রমণ্ডল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে (বিষ্ণুভাগবত ১১।৭।১৮ শ্রীধরীটীকা), যেমন বৃক্ষে, ফল জন্মমরণাদি ষড়্বিকাররূপ পরিণাম প্রা[illegible] হইলেও, বৃক্ষ ফলের তুলনায় নির্ব্বিকার থাকে, সেইরূপ দেহাদি ষড়্বিকাররূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও কূটস্থ নির্ব্বিকার থাকে, এবং পরিণামের সাক্ষী বলিয়া কূটস্থ পরিণামী হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে সাক্ষীর চৈতন্যরূপতার এবং সেইহেতু সাক্ষিতার, ভঙ্গ হয় এবং জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে। "নর্ত্তে চেদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ।" (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ২।৭৭)—বিকার [illegible]না দুঃখানুভব হইতে পারে না; যাহা বিকারী তাহার সাক্ষিতা অসম্ভব; আবার আত্মা সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী: সেইহেতু আত্মা সর্ব্বপরিণামরহিত। পূর্ব্বাবস্থার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর গ্রহণের নাম পরিণাম বা বিকার। বিকারীর সাক্ষিতা অসম্ভব। কূটস্থের সাক্ষিতা না থাকিলে দেহাদিরূপ জগৎ প্রকাশিত হইত না। আর জন্মমরণাদিরূপ বিকারশীল দেহদ্বয়ের সহিত চিদাভাস বিকারী। ২৪

(শঙ্কা) চিদাভাস হইতে ভিন্ন কূটস্থের যে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তাহা আপনার কপোলকল্পিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বকীয় "উপদেশসহস্রী" নামক গ্রন্থে কূটস্থ উপপাদন করিয়াছেন—এইহেতু কূটস্থ আমার স্বকপোলকল্পিত নহে:—

(চ) শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক বাক্যবৃত্তিতে কূটস্থ প্রতিপাদিত।

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা।
কূটস্থ এব সর্ব্বত্র পূর্ব্বাচার্য্যৈর্বিনিশ্চিতঃ॥ ২৫

অন্বয়—পূর্ব্বাচা[illegible]: অন্তঃকর[illegible]তদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদৌ অনেকধা সর্ব্বত্র কূটস্থঃ এব বিনিশ্চিতঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) "অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী" (অন্তঃকরণ এবং তাহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী) ইত্যাদি বাক্যে অনেক প্রকারে নানা স্থানে (যথা "বাক্যবৃত্তি"তে, "উপদেশসহস্রী"তে) কূটস্থের নির্ণয় করিয়াছেন।

টীকা—শঙ্করাচার্য্যবিরচিত বাক্যবৃত্তি গ্রন্থের একাদশ শ্লোকটি এই:—"অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ। আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যতে।" বিশ্বেশ্বর যতি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই (অর্থাৎ ১০ম শ্লোকে বর্ণিত) কারণবশতঃ, তৎ ও ত্বম্ পদের অর্থ দুইটি নিরূপণ করিবার জন্য, "প্রসিদ্ধ বস্তুর অনুবাদদ্বারা অপ্রসিদ্ধ বস্তুর নিরূপণ করিতে হয়" -- এই নীতির অনুবর্তনক্রমে, প্রসিদ্ধ ত্বম্ পদের অর্থ অগ্রে নিরূপণ করিতেছেন—"অন্তঃকরণ"

ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। অন্তঃকরণম্—বুদ্ধিঃ, তদ্বৃত্তিঃ—মনঃ; [অন্যত্রমনা অভূবম্ নাদর্শম্—বৃহদারণ্যক—উ ১।৫।৩ ?]—আমার মন অন্যত্র গিয়াছিল,—এইরূপে সেই স্থলে, মন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা প্রতিপাদিত হওয়ায়—আচার্য্য (অন্তঃকরণ শব্দের সহিত) "তদ্বৃত্তি" শব্দ উচ্চারণ করিয়া; অন্তঃকরণ যে নিজ বৃত্তির সাক্ষী নহে, তাহারই সূচনা করিলেন। নিরালম্বন জ্ঞানের সাক্ষিতা অবিদ্যাকল্পিত সাক্ষ্য বস্তুকে (সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য বস্তুকে) অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হয়*। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু যদি প্রথমেই আত্মাকে নির্বিকল্পকজ্ঞানরূপে প্রতিপাদন করা যায় তাহা হইলে কেহই সেই আত্মাকে বুঝিতে পারিবে না। এইহেতু স্থূলারুন্ধতী (প্র)দর্শন করিয়া মুখ্যারুন্ধতী (প্র)দর্শনের ন্যায়, অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার পর, সেই সাক্ষিরূপেসিদ্ধ আত্মাকে নিরালম্বনস্বরূপে বুঝাইতেছেন—"চৈতন্যবিগ্রহ" শব্দদ্বারা। অথবা 'দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী' এইরূপ বলাই যখন উচিত, তখন অন্তঃকরণ "তদ্বৃত্তিসাক্ষী" এইরূপ বলা হইল কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বুঝাইতে চাহেন যে বুদ্ধিসম্বলিত দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী হইতেছেন (অবিদ্যাবৃত) প্রত্যগাত্মা, কিন্তু বুদ্ধি বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিজেই (শুদ্ধরূপে): এই অভিপ্রায়ে শুদ্ধ আত্মা বুঝাইতেছেন—"চৈতন্যবিগ্রহ" শব্দদ্বারা—'চৈতন্য' অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে 'বিগ্রহ' বা স্বরূপ যাহার তিনিই চৈতন্যবিগ্রহ অর্থাৎ 'স্বয়ংপ্রকাশ'। এক্ষণে আত্মা যদি জ্ঞানরূপই হইলেন, তাহা হইলে আত্মার ভোগসাধন অবয়ব না থাকায় সুখের অভাব:—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন তিনি "আনন্দরূপঃ"। [কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হি এব আনন্দয়াতি—তৈত্তিরীয় উ ২।৭।২]—যদি এই সর্ব্বসাক্ষিভূত হার্দ্দাকাশস্থ বুদ্ধিগুহায় নিহিত আনন্দ, আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মরূপ প্রাণাদিব্যাপার-প্রযোজক না হইতেন, তাহা হইলে কে বা অপানব্যাপার করিত বা নিশ্বাস ফেলিত, কেই বা প্রাণব্যাপার বা উচ্ছ্বাস করিত? এই আনন্দাত্মাই সকল লোককে স্বধর্ম্মানুরূপ সুখ দিয়া থাকেন। * * *। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিবচন আনন্দরূপতার প্রমাণ। সুষুপ্ত পুরুষকে যে জাগায়, তাহার প্রতি সে দ্বেষ করে। জাগিলে সে বলে 'আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম।' অতএব যুক্তি ও অনুভব এই উভয়দ্বারাই আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল। তাহা হইলে সংসারে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ের ক্ষণিকতা দেখিয়া আত্মারও জ্ঞানানন্দরূপতা ক্ষণিক এবং সেইহেতু অনিত্য হইবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"সত্যঃ"—অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞান-আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই ক্ষণিক, যাহা স্বরূপভূত আনন্দজ্ঞান, তাহা তিন অবস্থাতেই সত্য বলিয়া—'সত্য' শব্দের প্রয়োগ। নিরবয়ব বলিয়া রূপরসাদিরহিত; সেইহেতু ক্রিয়াশ্রয়তাশূন্য এবং ছয়টি ভাববিকাররহিত, সেইহেতু তাহার সত্যতা সিদ্ধ হইল। ২৫

বার্ত্তিককার শঙ্করাচার্য্যই "উপদেশসহস্রী" গ্রন্থে কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন করিয়াছেন, যথা—('তত্ত্বমসি প্রকরণ' নামক অষ্টাদশ প্রকরণের ৪৩তম শ্লোক):—

(ক) আচার্য্য কর্তৃক কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন।

আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবং মুখাভাসাশ্রয়া যথা।
গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ॥ ২৬

---

* আনন্দগিরির সংস্করণে "সাক্ষ্যবলম্বন" এইরূপ পাঠ ধরিলেই অর্থসঙ্গতি হয়। সাক্ষ্যবলম্বন পাঠ প্রামাণিক।

অন্বয়—যথা মুখাভাসাশ্রয়াঃ (তথা) আত্মাভাসাশ্রয়াঃ চ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ এবম্ (অব-) গম্যন্তে ইতি আভাসঃ চ বর্ণিতঃ।

অনুবাদ—যেমন মুখ, মুখপ্রতিবিম্ব, এবং দর্পণাদিরূপ প্রতিবিম্বাশ্রয় পৃথগ্‌রূপে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য, চিদাভাস এবং অন্তঃকরণরূপ আশ্রয় শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা এইরূপে অবগত হওয়া যায়; এইরূপে চিদাভাসও বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—"মুখাভাসাশ্রয়াঃ"—মুখ (দর্পণাদিব্যবহারকর্ত্তার বদন), আভাস অর্থাৎ মুখ-প্রতিবিম্ব, আশ্রয়—দর্পণাদি, এই তিন পদ লইয়া দ্বন্দ্বসমাস; এই তিনটিকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ "আত্মাভাসাশ্রয়াঃ"—আত্মা (কূটস্থ), আভাস (চিদাভাস) এবং আশ্রয় (অন্তঃকরণাদি) এই তিন পদেরও পূর্ব্ববৎ দ্বন্দ্বসমাস—এই তিনটিও শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়, ইহাই অর্থ। শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত 'উপদেশসহস্রী' গ্রন্থে আভাস শব্দদ্বারা কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন করিয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য্য। [সর্ব্বস্মাৎ অন্যো বিলক্ষণঃ চক্ষুষঃ সাক্ষী শ্রোত্রস্য সাক্ষী বাচঃ সাক্ষী মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেঃ সাক্ষী প্রাণস্য সাক্ষী—নৃসিংহোত্তর তা, উ ২]—উক্ত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন * * মনের সাক্ষী, বুদ্ধির সাক্ষী * *। ইহাই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে কূটস্থের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন; এবং [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতি-চক্ষণায়—ঋগ্বেদ বচন—বৃহদা উ ২।৫।১৯ এ উদ্ধৃত]—'পরমেশ্বর (নামরূপ প্রকাশ করিয়া) প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন, জগতে আপনার রূপপ্রকাশনার্থ তাঁহার সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল'—ইহাই চিদাভাসের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন। আর বিকারিত্ব অবিকারিত্ব প্রভৃতিরূপ যুক্তি পূর্ব্বেই (অর্থাৎ ২৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের রামতীর্থবিরচিত 'পদযোজনিকা' টীকা:—এইরূপে, যেমন মুখ, তাহার প্রতিবিম্ব এবং সেই প্রতিবিম্বের আশ্রয় দর্পণাদি—এই তিনটি ব্যবহারদৃষ্টিতে (পরস্পর) বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে নহে, সেইরূপ আত্মা, চিদাভাস এবং তাহার (অন্তঃ-করণাদিরূপ) আশ্রয়—এই তিনটিকে পরস্পর পৃথক্ বলিয়া ব্যবহারদৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায়; ইহা বলিবার জন্য দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন:—"আত্মাভাসে"ত্যাদি—"আত্মা"—ত্বম্পদের লক্ষ্যার্থ 'চিদ্ধাতুঃ' চৈতন্যোপাদানক (কূটস্থ), "আভাস"—অনাদি অবিদ্যায় এবং অবিদ্যাকার্য্যে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, সেই উপাধিস্থতারূপ (বিশেষণ-) বিশিষ্ট জীবত্ব এবং "আশ্রয়"—অবিদ্যা ও অবিদ্যা-কার্য্যরূপ উপাধি—এই তিনটি যাহা ত্বম্পদের অর্থ, "শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্"—[রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব—, (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত), ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে—বৃহদা ২।৫।১৯]—পরমেশ্বর নামরূপ বিষয়ক মিথ্যাভিমানদ্বারা পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্যরূপে প্রতীত হন; [অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৭]—দীনভাবাপন্ন হইয়া অবিবেকবশতঃ বিচিত্রভাবে বিপন্ন হইয়া (জীব) সন্তপ্ত হয়; [একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—কঠ উ, ৫।১২]—সর্ব্বভেদশূন্য জগন্নিয়ন্তা সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থিত, ইত্যাদি—এই সকল শ্রুতিবচনের সাহায্যে, এবং আত্মভিন্ন বস্তু বুদ্ধ্যাদি আগমাপায়ী দৃশ্য পদার্থের, নিত্যসিদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ আত্মায় অধ্যাস না হইলে,

স্ফুরণ ও সত্তা সম্ভবপর হয় না, এইরূপ যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় হয় যে, একমাত্র প্রত্যগাত্মাই সত্য, আভাসাদি অসত্য, কেননা, তাহাদের পরমার্থসত্তা নাই। ২৬

৩। চিদাভাস নিরূপণ

অবচ্ছেদবাদিগণ চিদাভাস অঙ্গীকার করেন না; তাঁহাদের মতানুসারে চিদাভাসের নিষেধ বর্ণন করিতেছেন:—

(ক) চিদাভাসবিষয়ে সন্দেহ ও নিষেধ। **বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকান্তরগমাগমৌ।**
কর্তুং শক্তো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ ॥ ২৭

অন্বয়—বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নঃকূটস্থঃ ঘটাকাশঃ ইব লোকান্তরগমাগমৌ কর্তুম্ শক্তঃ, আভাসেন কিম্, বদ।

অনুবাদ—বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থ অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ বিশেষণবিশিষ্ট কূটস্থরূপ জীব, ঘটরূপবিশেষণবিশিষ্ট আকাশের ন্যায় লোকান্তর গমনাগমন করিতে সমর্থ; অতএব হে সিদ্ধান্তিন্, চিদাভাস অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন কি, বল।

টীকা—আপনাতে কল্পিত হইতেছে যে বুদ্ধি তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ যে চৈতন্য বুদ্ধিরূপ বিশেষণদ্বারা অন্য চৈতন্য হইতে ব্যাবৃত্ত বা ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থ চৈতন্যই, ঘটদ্বারা ঘটাকাশের ন্যায় বুদ্ধিদ্বারা অন্য লোকে গমন এবং তথা হইতে আগমন করিতে সমর্থ হয়; এইহেতু চিদাভাস কল্পনা করিলে গৌরবদোষ* হয়। অবচ্ছেদবাদিগণের মতে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব। তাঁহারা আভাসবাদিগণের ন্যায় অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্যপ্রতিবিম্বকে বা চিদাভাসকে জীব বলেন না। সেই অন্তঃকরণ কর্মবশে যেখানে যেখানে নীত হয়, সেখানে সেখানেই পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান যে চৈতন্য, তাহা সেই অন্তঃকরণরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া সংসারী জীব নামে ব্যবহৃত হয়। সেই স্থলে অন্তঃকরণরূপ বিশেষণভাগে (জীবস্বরূপে প্রবিষ্ট জীবান্তর হইতে ব্যাবর্ত্তক অংশে) সংসার থাকে। কূটস্থরূপ বিশেষ্যভাগে বাস্তব সংসার নাই কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত হয়। আর বিশেষ্যের বাধা হইলে বিশেষণের ধর্মকেই বিশিষ্টরূপে ব্যবহার করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত আছে বলিয়া—অর্থাৎ যেমন "একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্বর্গবো নারদো মুনিঃ"—এস্থলে এক-তারবত্তা ধর্মরূপ বিশেষণবিশিষ্ট আকাশের দর্শন অর্থে, আকাশ অদৃশ্য বলিয়া, কেবল একটি মাত্র তারকারই দর্শন বুঝিতে হয়, সেইরূপ—'অন্তঃকরণবিশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্যই জীব' ইহার অর্থরূপে কূটস্থে সংসারের বাস্তব অভাব বলিয়া, অন্তঃকরণকেই জীব বলিয়া বুঝিতে হয়। এই অর্থ লইয়া "অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকেই" "সংসারী জীব" বলা হয়। এইহেতু চিদাভাস বিনাই সর্ব্বব্যবহার সম্ভব বলিয়া, আভাসবাদে চিদাভাসের কল্পনায় গৌরবদোষ হয়। ইহাই অবচ্ছেদবাদিগণের আপত্তি। ২৭

অসঙ্গ কূটস্থের বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছেদমাত্রেই জীবত্ব ঘটে না। তাহা ঘটিলে অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্নমাত্র চৈতন্যের জীবত্ব মানিলে ঘটাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেও জীবত্বের অতিব্যাপ্তি হয়

* গৌরবের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পাদটীকায় ব্যাখ্যাত।

অর্থাৎ তাহাকেও জীব বলিতে হয়। এইরূপে সিদ্ধান্তী পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন :—

(খ) উক্ত গৌরবদোষ অপনোদন।

শৃণ্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবো ভবেন্ন হি।
অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥ ২৮

অন্বয়—শৃণু, হি (যতঃ) অসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাৎ জীবঃ ন ভবেৎ; অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈঃ অবচ্ছিন্নস্য জীবতা (স্যাৎ)।

অনুবাদ—হে অবচ্ছেদবাদিন্, তোমার আপত্তির পরিহার শ্রবণ কর। যেহেতু অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্রেই জীব হয় না অর্থাৎ অন্য হইতে ব্যাবৃত্তিমাত্রেই তাহা জীব হইয়া যায় না, তাহাতে চিদাভাসের প্রয়োজন আছে; অন্যথা অর্থাৎ বুদ্ধিতে চিদাভাসের প্রয়োজন না স্বীকার করিলে, ঘট দেওয়াল প্রভৃতিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও জীবতা হইতে পারে।

টীকা—যেমন পাককার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী জলকাষ্ঠাদিরূপ সমগ্র বস্তুর মধ্যে একটির অভাব হইলে পাককার্য্যসিদ্ধি হয় না, সামগ্রী সম্পূর্ণ হইলেই সিদ্ধি হয় এবং সেইরূপ সম্পূর্ণ সামগ্রী লইয়া পাককার্য্য সিদ্ধ করিলে, তাহাতে গৌরবদোষের আরোপ করা ব্যর্থ হয়; সেইরূপ চিদাভাসকে ছাড়িয়া কেবল বুদ্ধির পরিচ্ছেদদ্বারা জীবত্ব সিদ্ধি হয় না; চিদাভাসকে লইয়া জীবত্বের সিদ্ধি করিলে, তাহাতে গৌরবদোষের আরোপ সেইরূপ ব্যর্থ হয় অর্থাৎ তাহা আদৌ দোষ নহে। আর অবচ্ছেদবাদীর মতানুসারে অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলিয়া মানিলে, ঘট দেওয়াল ইত্যাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যে জীবত্বের অতিব্যাপ্তি হয়; ইহা যেমন একটি দোষ, সেইরূপ ইহলোকস্থিত অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব, পরলোকগত অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব হইতে ভিন্ন মানিতে হয়; তাহা হইলে একের কৃত কর্ম্মের ফলের অন্যের দ্বারা ভোগরূপ অসম্ভব দোষও আসিয়া পড়ে। ইহাও পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আপত্তির পরিহার। ২৮

বুদ্ধি ও দেওয়াল এই দুইটী যথাক্রমে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ; এইহেতু উভয় পরস্পর বিলক্ষণ, এই বলিয়া বাদী বৈষম্যের আপত্তি উঠাইতেছেন :—

(গ) অতিব্যাপ্তির পরিহার চেষ্টা; বুদ্ধি স্বচ্ছ, দেওয়াল অস্বচ্ছ।

ন কুড্যসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেত্তথা।
অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিংস্বাচ্ছ্যেন ভবেত্তব ॥ ২৯

অন্বয়—বুদ্ধিঃ কুড্যসদৃশী ন, স্বচ্ছত্বাৎ, ইতি চেৎ; তথা অস্তু নাম স্বাচ্ছ্যেন তব পরিচ্ছেদে কিম্ ভবেৎ?

অনুবাদ—'বুদ্ধি দেওয়ালের সদৃশ নহে, কেননা বুদ্ধি স্বচ্ছ'—যদি এইরূপ বল, তাহাই হউক অর্থাৎ বুদ্ধির স্বচ্ছতা মানিলাম, কিন্তু হে বাদিন্, পরিচ্ছেদেই তোমার আগ্রহ; পরিচ্ছেদকের স্বচ্ছতায়—(বা অস্বচ্ছতায়) তোমার প্রয়োজন কি? কোনও প্রয়োজন নাই।

টীকা—তুমি যে স্বচ্ছতার কথা বলিলে, তাহা ত' পরিচ্ছেদের কারণ নহে; (পরিচ্ছেদক স্বচ্ছ হউক বা অস্বচ্ছ হউক, পরিচ্ছেদবিষয়ে কিছুই আসিয়া যায় না) এই কথাই বলিতেছেন "কিন্তু হে বাদিন্" ইত্যাদিদ্বারা। ২৯

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অর্থ দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত পরিহার ব্যর্থতার পরিস্ফুটীকরণ।

প্রস্থেন দারুজন্যেন কাংস্যজন্যেন বা ন হি।
বিক্রেতুস্তণ্ডুলাদীনাং পরিমাণং বিশিষ্যতে ॥ ৩০

অন্বয়—দারুজন্যেন বা (ঔজ্জ্বল্যাধিক্যাৎ প্রতিবিম্বধারকেন) কাংস্যজন্যেন প্রস্থেন বিক্রেতুঃ তণ্ডুলাদীনাম্ পরিমাণম্ ন হি বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—কেননা প্রস্থ (পরিমাপক পাত্র—রেক, কুনিকা ইত্যাদিরূপ) কাষ্ঠ-নির্ম্মিতই হউক বা কাংস্যনির্ম্মিতই হউক তদ্দ্বারা বিক্রেতার তণ্ডুলাদির পরিমাণের কোনও তারতম্য হয় না।

টীকা—"প্রস্থ"—তণ্ডুলাদির পরিমাপক পাত্র; তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত হউক অথবা কাংস্য-নির্ম্মিত হউক, তাহার অস্বচ্ছতা বা স্বচ্ছতা, তণ্ডুলাদির পরিমাণে তারতম্যের হেতু হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩০

ভাল, কাংস্যনির্ম্মিত প্রস্থে বা পরিমাপক পাত্রে, তণ্ডুলের পরিমাণে আধিক্য না হইলেও প্রতিবিম্বরূপ আধিক্য রহিয়াছে, যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা হইলে তোমার (পরিচ্ছেদক) বুদ্ধিতেও চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে :—

(ঙ) দৃষ্টান্তে প্রতিবিম্ব সিদ্ধিদ্বারা বুদ্ধিতে আভাসের অঙ্গীকার অনিবার্য্য।

পরিমাণাবিশেষেঽপি প্রতিবিম্বো বিশিষ্যতে।
কাংস্যে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভবেদ্বলাৎ ॥ ৩১

অন্বয়—যদি কাংস্যে পরিমাণাবিশেষে অপি প্রতিবিম্বঃ বিশিষ্যতে, তদা বুদ্ধৌ অপি আভাসঃ বলাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—"কাংস্যনির্ম্মিত পাত্রে পরিমাণের তারতম্য না হউক, প্রতিবিম্বরূপ আধিক্য ত'—আছেই"—যদি এইরূপ বল, তদুত্তরে বলি তোমার প্রতিপাদিত পরিচ্ছেদক বুদ্ধিতেও অনিবার্য্যভাবে তোমাকর্ত্তৃক আভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায়। ৩১

ভাল, আমি প্রতিবিম্বই অঙ্গীকার করিতেছি, তদ্দ্বারা কি প্রকারে চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদীর মতানুযায়ী এই আশঙ্কায় 'প্রতিবিম্ব' শব্দের বাচ্যার্থের, 'আভাস' শব্দের বাচ্যার্থের সহিত অভেদ থাকায়, প্রতিবিম্ব অঙ্গীকার করিলেই চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায় :—

(চ) প্রতিবিম্ব ও আভাস এই শব্দদ্বয়ের বাচ্যার্থ একই।

ঈষদ্ভাসনমাভাসঃ প্রতিবিম্বস্তথাবিধঃ।
বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্বিম্ববদ্ভাসতে স হি ॥ ৩২

অন্বয়—ঈষদ্ভাসনম্ আভাসঃ, তথাবিধঃ প্রতিবিম্বঃ ; সঃ হি বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্ বিম্ববৎ ভাসতে।

অনুবাদ—ঈষদ্ভাসন বা কিঞ্চিৎ প্রকাশই 'আভাস'-শব্দের অর্থ ; প্রতিবিম্ব শব্দের অর্থও সেইরূপ ; যেহেতু সেই প্রতিবিম্ব বিম্বলক্ষণশূন্য হইলেও বিম্বের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

টীকা—ভাল, প্রতিবিম্বের আভাসরূপতা কি প্রকারে হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রতিবিম্বে আভাসের লক্ষণ থাটে বলিয়া প্রতিবিম্ব আভাসরূপ। ইহাই বলিতেছেন—"যেহেতু সেই প্রতিবিম্ব" ইত্যাদি। "হি"—যে কারণে প্রতিবিম্ব, "বিম্বলক্ষণহীনঃ" —বিম্বলক্ষণরহিত হইয়াও, "বিম্ববৎ ভাসতে"—বিম্বের ন্যায় প্রতীত হয়, এইহেতু তাহা বিম্বাভাস, ইহাই অভিপ্রায়। শ্রীমৎপ্রকাশাত্ম স্বামী, শারীরকভাষ্যের 'পঞ্চপাদিকা' নাম্নী টীকার ব্যাখ্যারূপ "বিবরণ" নামক গ্রন্থে যে বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই— একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। সেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব জীব এবং বিম্ব ঈশ্বর। অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে, কিন্তু ঈশ্বর জীবের ন্যায় অজ্ঞ নহেন, তাহার কারণ উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে কিন্তু বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল। কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব। সেই স্থলে দর্পণ লাল নীল ইত্যাদি বর্ণের কিম্বা ফাটা বা অসমসংহতি, কিম্বা কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ অথবা তদ্বিপরীত হইলে, তজ্জনিত দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরিস্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেইপ্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবে অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এইহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্ব্বজ্ঞতা আরোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ববাদে শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর ; তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্ম সম্ভব হয় না ; কিন্তু জীবের অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া শুদ্ধব্রহ্মে বিম্বতা, ঈশ্বরতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয়। পারমার্থিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধ ব্রহ্ম ; তদুভয়ে কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর হয় না।

পঞ্চদশীপ্রতিপাদিত আভাসবাদ ও বিবরণপ্রতিপাদিত প্রতিবিম্ববাদের প্রভেদ এই যে, আভাসবাদে আভাস যেরূপ মিথ্যা, প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্ব সেইরূপ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য ; কেননা, প্রতিবিম্ববাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, দর্পণে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মুখের ছায়া নহে। ছায়া হইলে বস্তুর (অর্থাৎ বিম্বের) মুখ ও পৃষ্ঠ যে দিকে থাকে, প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ সেই দিকেই হইত ; কিন্তু প্রতিবিম্বে মুখ ও পৃষ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে ; এইহেতু প্রতিবিম্ব ছায়া নহে, সেই হেতু মিথ্যা নহে, সত্য।

যাহা ঘটে তাহা এই :—অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্গত হইয়া, দর্পণকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে যায় ; কিন্তু দর্পণকে বিষয় করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দর্পণ হইতে নিবৃত্ত বা পরাক্ষিপ্ত হইয়া কণ্ঠের উপরে অবস্থিত মুখকে বিষয় করে। অলাতচক্রে যেরূপ চক্র না থাকিলেও ভ্রমণের বেগ

বশতঃ চক্রের ভান হয়, সেইরূপ এস্থলেও অন্তঃকরণবৃত্তির বেগবশতঃ মুখ দর্পণে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ মুখ কণ্ঠের উপরেই অবস্থিত, দর্পণে নহে ; আর দর্পণে মুখের ছায়াও পড়ে না। বৃত্তির বেগবশতঃ দর্পণে যে মুখের প্রতীতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্ব। দর্পণরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ কণ্ঠোপরি অবস্থিত মুখই বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়। মুখের সেই বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাবরূপ ধর্ম্ম অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা। তাহার অধিষ্ঠান মুখই সত্য, কেননা, বিচার করিলে মুখের সেই বিম্বপ্রতিবিম্বভাব থাকে না। সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধহেতু অসঙ্গচেতন, বিম্বরূপ ঈশ্বরভাব এবং প্রতিবিম্বরূপ জীবভাব ধারণ করে, আর বিচার দৃষ্টিতে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব আদৌ নাই। অজ্ঞানবশতঃ অসঙ্গচৈতন্যে যে জীবভাব প্রতীত হয় তাহাকেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব বলা হয়। এইহেতু বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাব মিথ্যা, কিন্তু স্বরূপতঃ বিম্বপ্রতিবিম্ব সত্য, কেননা, বিম্বপ্রতিবিম্বের স্বরূপ দৃষ্টান্তে মুখ এবং দার্ষ্টান্তে চৈতন্য এবং সেই মুখ ও চৈতন্য সত্য। এইরূপে প্রতিবিম্বের স্বরূপতঃ সত্যতাহেতু প্রতিবিম্ব সত্য কিন্তু আভাসের স্বরূপ ছায়া বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় আভাস মিথ্যা।

এই বিম্বপ্রতিবিম্ববাদে বিম্বই প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান ; মুখাদি বিম্বের অজ্ঞানই পরিণামী উপাদান, দর্পণ ও বিম্বের সন্নিধি প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের অভেদ-জ্ঞানদ্বারা প্রতিবিম্বভাবের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিম্ব ও দর্পণের সন্নিধিরূপ উপাধি থাকে, সেই পর্য্যন্ত, প্রতিবিম্বভাব বস্তুতঃ মিথ্যা এবং তাহা নাই, এইরূপ জানা থাকিলেও প্রতিবিম্বের স্বরূপের প্রতীতি হয়। যখন দর্পণাদি অপসৃত হয়, তখন প্রতিবিম্বপ্রতীতিরও অভাব হয়।

সেইরূপ একই অজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধব্রহ্মরূপ বিম্বে জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব প্রতীত হয়। তাহার উপাদান অজ্ঞান ও অধিষ্ঠান শুদ্ধ ব্রহ্ম ; নিমিত্তকারণ অদৃষ্ট। যখন সেই প্রতিবিম্বের আপনার বিম্ব ব্রহ্মের সহিত একতা প্রতীত হইবে, তখন তাহার প্রতিবিম্বভাব (জীবভাব) নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধরূপ উপাধি (নিমিত্ত) থাকে, সেই পর্য্যন্ত বাধিত (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) জগতের সহিত এই জীবের স্বরূপের (চিদাভাসের) প্রতীতি হয়। যখন প্রারব্ধের অবসান হয়, তখন সেই প্রতীতিরও অভাব হইয়া, কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে ; তাহাই বিদেহ মোক্ষ। ৩২

প্রতিবিম্বে আভাসলক্ষণ যে খাটে, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ছ) প্রতিবিম্বে আভাস-লক্ষণ খাটে, তাহার স্পষ্টকরণ।

সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা।
স্ফূর্ত্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববদ্ভাসনং বিদুঃ ॥ ৩৩

অন্বয়—এতস্য সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাম্ বিম্বলক্ষণহীনতা স্ফূর্ত্তিরূপত্বম্ বিম্ববৎ ভাসনম্ বিদুঃ।

অনুবাদ—চিদাভাস সসঙ্গ ও সবিকার বলিয়া, অসঙ্গ নির্ব্বিকার কূটস্থরূপ বিম্বের লক্ষণ তাহাতে খাটে না। কিন্তু তাহার যে প্রকাশস্বভাব, তাহা কূটস্থ চৈতন্যরূপ বিম্বের ন্যায় ; পণ্ডিতগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন।

টীকা—"এতস্য"—এই চিদাভাসের সসঙ্গত্ব ও বিকারিত্বহেতু, "বিম্বলক্ষণহীনতা"—বিম্বভূত অসঙ্গ অবিকারী চৈতন্যের লক্ষণশূন্যতা, "স্ফূর্ত্তিরূপত্বম্ বিম্ববৎ"—ইহার প্রকাশরূপতা বিম্বেরই

ন্যায়। (তর্কশাস্ত্রে) যেমন যাহাতে হেতুর লক্ষণ থাটে না অথচ যাহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহাকে হেত্বাভাস বলে, সেইরূপ যাহাতে চৈতন্যরূপ বিম্বের লক্ষণ থাটে না অথচ যাহা চৈতন্যরূপ বিম্বের ন্যায় প্রকাশমান, তাহাকে চিদাভাস বলে—ইহাই অর্থ। ৩৩

এই প্রকারে চিদাভাসের নিষ্প্রয়োজনতারূপ কারণাভাব খণ্ডন করিয়া একণে বুদ্ধি হইতে তাহার পৃথক্‌সত্তা সিদ্ধ করিবার জন্য, অবচ্ছেদবাদীর পূর্বপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন :—

(ম) চিদাভাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন—ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্বপক্ষ; প্রতিবন্দিদ্বারা তাহার সমাধান।

ন হি ধীভাবভাবিত্বাদাভাসোঽস্তি ধিয়ঃ পৃথক্।
যথা মৃদল্পমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ॥ ৩৪

অন্বয়—যথা মৃৎ (তথা) ধীভাবভাবিত্বাৎ আভাসঃ ধিয়ঃ পৃথক্ ন হি অস্তি, (যথা ঘটঃ মৃদ্ভাবভাবিত্বাৎ মৃদঃ পৃথক্ ন তথা আভাসঃ ধিয়ঃ পৃথক্ ন অস্তি); (তর্হি) অল্পম্ এব উক্তম্; এবং ধীঃ অপি স্বদেহতঃ। ['যথা মৃৎ' স্থলে পাঠান্তর 'ইতি চেৎ']

অনুবাদ—যদি বল বুদ্ধির অস্তিত্বেই অস্তিত্বলাভ করে বলিয়া চিদাভাস বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে, তাহা হইলে বলি, হে বাদিন্, তুমি ত' (তোমার যুক্তির ফল) অতি অল্পই বলিলে, কেননা, তোমার যুক্তিতে বুদ্ধিরও নিজ দেহ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

টীকা—"যথা মৃৎ"—যেমন মৃত্তিকা থাকিতে উৎপদ্যমান ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি থাকিতে তাহাতে উৎপদ্যমান চিদাভাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, যদি এইরূপই বল, তাহা হইলে দেহ হইতে ভিন্ন যে বুদ্ধি, তাহাও ত' সিদ্ধ হয় না; এইরূপে সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, হে বাদিন্, তাহা হইলে তুমি তোমার বুদ্ধির ফল অল্পই বলিলে (ইহা সোপহাস দোষারোপ); কেননা, (তোমার যুক্তিতে) দেহ থাকিতে উৎপদ্যমানা বুদ্ধিও নিজ প্রকটনস্থানরূপ দেহ হইতে ভিন্ন নহে—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। ৩৪

পূর্বপক্ষী প্রতিবন্দি পরিহারের চেষ্টায় আপত্তি উঠাইতেছেন :—

(য) প্রতিবন্দিপরিহার-চেষ্টার ব্যর্থতা প্রতিপাদন।

দেহে মৃতেঽপি বুদ্ধিশ্চেচ্ছাস্ত্রাদস্তি তথা সতি।
বুদ্ধেরন্যশ্চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ॥ ৩৫

অন্বয়—দেহে মৃতে অপি বুদ্ধিঃ অস্তি, শাস্ত্রাৎ (ইতি) চেৎ, তথা সতি বুদ্ধেঃ অন্যঃ চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ।

অনুবাদ—যদি বল দেহ বিনষ্ট হইলেও বুদ্ধি থাকিয়া যায়, যেহেতু এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে, তদুত্তরে বলি, বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাসেরও পৃথক্ সত্তা, প্রবেশপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনবলে অবধারণ কর, কেননা, সেইরূপই শ্রুতিবচন শুনা যায়।

টীকা—বুদ্ধি যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা [প্রাণোৎক্রমণকালে আত্মা, "সবিজ্ঞানো-ভবতি," "সবিজ্ঞানম্ এব অন্বব্রক্রামতি,,—বৃহদা উ ৪।৪।২]—উৎক্রমণকালে আত্মা বিজ্ঞান সম্পন্নই থাকে এবং সেই বিজ্ঞান (বুদ্ধি) সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে—ইত্যাদি শ্রুতিবচনসিদ্ধ বলিয়া, দেহ মৃত হইলেও বুদ্ধি সত্তাহীন হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, যদি শ্রুতিবলেই, 'বুদ্ধি দেহ হইতে ভিন্ন' এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, তাহা হইলে, প্রবেশ-শ্রুতিবলেও (ঐতরেয় উ ১।৩।১২—৩৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাস, এইরূপ স্বীকার করিতেই হইবে—ইহা সিদ্ধান্তীর বাক্য। ৩৫

ভাল, বুদ্ধিরূপ উপাধি লইয়াই প্রবেশ সম্ভব; অপরের অর্থাৎ বুদ্ধিরহিতের প্রবেশ সম্ভব নহে, এই বলিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঞ) প্রবেশ, বুদ্ধি সহিতই চিদাভাসের—এই বলিয়া আশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চেন্নৈতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্।
আত্মা প্রবেশং সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতি গীয়তে॥ ৩৬

অন্বয়—ধীযুক্তস্য প্রবেশঃ চেৎ ? ন, ঐতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্ আত্মা প্রবেশম্ সঙ্কল্প্য প্রবিষ্টঃ ইতি গীয়তে।

অনুবাদ—যদি বল উক্ত শরীরানুপ্রবেশশ্রুতিতে, বুদ্ধিযুক্ত আভাসচৈতন্যেরই প্রবেশ সম্ভব; তবে বলি, এরূপ নহে; কেননা, ঐতরেয়োপনিষদে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন আত্মা প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়াই প্রবেশ করিলেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

টীকা—ঐতরেয়শ্রুতিতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পরমাত্মারই প্রবেশ শুনা যায় বলিয়া, বুদ্ধিরহিতের প্রবেশ সম্ভব নহে, এইরূপ বলিও না—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন, "এরূপ নহে, কেননা" ইত্যাদি। ৩৬

সেই ঐতরেয়োপনিষদ্গত শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ট) উক্ত প্রবেশশ্রুতির অর্থতঃ পাঠ।

কথং ন্বিদং সাক্ষদেহং মদৃতে স্যাদিতীরণাৎ।
বিদার্য্য মূর্দ্ধসীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্॥ ৩৭

অন্বয়—অয়ম্ 'সাক্ষদেহম্ ইদম্ (জড়জাতম্) মৎ ঋতে কথম্ নু স্যাৎ' ইতি ঈরণাৎ মূর্দ্ধসীমানম্ বিদার্য্য প্রবিষ্টঃ সংসরতি। (পাঠান্তর 'মূর্দ্ধ্নঃ')

অনুবাদ—এই পরমাত্মা, ইন্দ্রিয় ও দেহসহিত এই জড়সমূহ আমা বিনা কি প্রকারে থাকিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া মস্তকের সীমা বিদারণ করিয়া তাহা দিয়া প্রবেশ করিয়া, সংসারী হইলেন।

টীকা—মূলের পাঠ—[স ঈক্ষত কথম্ নু ইদম্ মৎ ঋতে স্যাৎ ইতি * * * সঃ এতম্ এব সীমানম্ বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত—ঐতরেয় উ, ১।৩।১১—১২]—সেই পরমাত্মা চিন্তা করিলেন যে আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত কি প্রকারে থাকিবে ? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে * * * এইরূপ চিন্তার

পর এই মূর্দ্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক এই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন * * এবং এইরূপে সংসারী—জাগ্রদাদি অবস্থার অনুভবী, হইলেন। "অয়ম্"—এই পরমাত্মা, "সাক্ষদেহম্ ইদম্"—অক্ষ (ইন্দ্রিয়) এবং দেহ, তাহাদের সহিত বিদ্যমান, এই জড়সমূহ (আমার দ্বারা সৃষ্ট হোয়েছিল, ইহা সম্বন্ধরূপকাথা), "মৎ ঋতে"—চৈতন্যস্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া, "কথম্ নু স্যাৎ"—কি প্রকারে থাকিবে? কোনও প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না; এইরূপ বিচার করিয়া "মূর্দ্ধসীমানম্"—'কেশবিভাগাবসানম্' ইতি ভাষ্যম্, স্ত্রীলোকদিগের কেশবিভাগের মধ্যস্থলে রেখারূপ যে সীমন্ত তাহার সমাপ্তিস্থলে অর্থাৎ শিরঃকঙ্কালের তিন কপালের সন্ধিস্থলে (ব্রহ্মরন্ধ্রে), "বিদার্য্য"—বিদারণ করিয়া অর্থাৎ আপনার সন্নিধিমাত্রেই ভেদ করিয়া, "প্রবিষ্টঃ"—প্রবেশ লাভ করিয়া, "সংসরতি"—জাগ্রদাদি অনুভব করেন। ৩৭

ভাল, অসঙ্গ আত্মার প্রবেশও ত' যুক্তিবিরুদ্ধ—এই বলিয়া বাদী শঙ্কা করিতেছেন:—

(ঌ) অসঙ্গ আত্মার প্রবেশবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

কথং প্রবিষ্টোঽসঙ্গশ্চেৎসৃষ্টির্বাস্য কথং বদ।
মায়িকত্বং তয়োস্তুল্যং বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—অসঙ্গঃ কথম্ প্রবিষ্টঃ চেৎ? (উত্তর) অস্য সৃষ্টিঃ বা কথম্ বদ; (প্রতিবাদ) তয়োঃ মায়িকত্বম্ তুল্যম্; (প্রতিবাদোত্তর) তয়োঃ বিনাশঃ চ সমঃ।

অনুবাদ—যদি বল, অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার শরীরপ্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—সেই অসঙ্গের দ্বারা সৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভব বল? তদুত্তরে যদি বল, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রবেশকর্ত্তা উভয়েই তুল্যরূপে মায়িক, তদুত্তরে বলি, তদুভয়ের নিবৃত্তিও সমান অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তিতেই তদুভয়ের নিবৃত্তি।

টীকা—অসঙ্গের শরীরপ্রবেশ লইয়া প্রশ্ন করিলে, অসঙ্গের সৃষ্টি লইয়াও অনুরূপ প্রশ্ন করিতে পারি, ইহাই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"তদুত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি" ইত্যাদি। ভাল, সৃষ্টিকর্ত্তা মায়িক বলিয়া ইঁহার সৃষ্টিতে বা জগদাকারে উৎপত্তিতে দোষ নাই—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে তাহার সমাধান এই যে প্রবেশকর্ত্তাও মায়িক বলিয়া প্রবেশে দোষ নাই—"সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রবেশকর্ত্তা তুল্যরূপে" ইত্যাদি। এই উভয়েই যখন মায়িক বলিয়া স্বীকৃত হইল, তখন মায়ার নিবৃত্তির দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ারূপ হেতুও সমান, ইহাই বলিতেছেন—"তদুভয়ের নিবৃত্তিও সমান" ইত্যাদি। ৩৮

[প্রজ্ঞানঘন এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি; ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি—বৃহদা উ ৪।৫।১৩]—অরে মৈত্রেয়ি * * এই প্রজ্ঞানঘন (কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি) আত্মা, বর্ণিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—জীবভাবে আবির্ভূত হয়, তাহার পর সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয়; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষ জ্ঞান থাকে না—এই ঔপাধিক বিনাশপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন দেখাইতেছেন:—

(ড) জীবের ঔপাধিক-রূপের বিনাশিত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি।

সমুত্থায়ৈষ ভূতেভ্যস্তান্যেবানুবিনশ্যতি।
বিস্পষ্টমিতি মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হি ॥ ৩৯

অন্বয়—এষঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ইতি বিস্পষ্টম্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ মৈত্রেয়ৈ হি উবাচ।

অনুবাদ—এই আত্মা দেহাদিরূপ ভূত হইতে সম্যক্ প্রকারে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ দেহাদির জন্মদ্বারা জন্মলাভ করিয়া পরে তাহাদেরই বিনাশে বিনাশপ্রাপ্ত হন—এই প্রকারে যাজ্ঞবল্ক্যমুনি পত্নী মৈত্রেয়ীকে সুস্পষ্টভাবে, সোপাধিক আত্মবিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—"এষঃ"—এই প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, "ভূতেভ্যঃ"—এই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পঞ্চভূতকার্য্য হইতে অর্থাৎ নিমিত্তরূপ উপাধিসমূহ হইতে, "সমুত্থায়"—উঠিয়া অর্থাৎ জীবত্বাভিমান লাভ করিয়া, "তানি এব অনুবিনশ্যতি"—সেই দেহাদি বিনষ্ট হইলে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দেহাদিকৃত জীবত্বের অভিমান ত্যাগ করে। এই প্রকারে দেহাদিরূপ উপাধিসহিত আত্মার (জীবের) স্বরূপের বিনাশিত্ব—"যাজ্ঞবল্ক্যঃ মৈত্রেয়ৈ উবাচ"—যাজ্ঞবল্ক্যমুনি আপনার পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিয়াছিলেন। ৩৯

[ন বা অরে অহম্ মোহম্ ব্রবীমি, অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, মাত্রাসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি—মাধ্যন্দিনশাখীয় বৃহদা উ, ৭।৩।১৫]—ওরে মৈত্রেয়ি, আমি তোমাকে মোহজনক কথা বলিতেছি না, এই আত্মা (স্বভাবতঃ) উচ্ছেদরাহিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অবিনাশী, ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইঁহার সংসর্গ নাই—এই শ্রুতিবচনদ্বারা কূটস্থ অর্থাৎ নিরুপাধিক আত্মা, সেই সোপাধিক চিদাভাসরূপ (আত্মা) হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে: ইহাই বলিতেছেন:—

(চ) শ্রুতিকর্তৃক কূটস্থবিচার এবং কূটস্থের অবিনাশিত্বহেতু।

অবিনাশ্যয়মাত্মেতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
মাত্রাসংসর্গ ইত্যেবমসঙ্গত্বস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ৪০

অন্বয়—"অয়ম্ আত্মা অবিনাশী" ইতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ; "মাত্রাসংসর্গঃ" (মাত্রা+অসংসর্গঃ) ইতি এবম্ অসঙ্গত্বস্য কীর্ত্তনাৎ।

অনুবাদ—'এই আত্মা অবিনাশী' এই বলিয়া শ্রুতি কূটস্থের বিবেচন করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মার সোপাধিকরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখাইয়াছেন। 'মাত্রার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ইহার সংসর্গ বা সম্বন্ধ নাই' এইরূপে আত্মার সেই অসঙ্গতাকেই অবিনাশিত্বের হেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

টীকা—"মাত্রাসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি"—এই কূটস্থ আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ মাত্রার সহিত অসংসর্গ বা সংসর্গাভাব—এই শ্রুতিবচনেও যাজ্ঞবল্ক্যমুনি 'আত্মার অবিনাশিত্বরূপতাবিষয়ে অসঙ্গতাই হেতু' এই বলিয়া কূটস্থের পৃথক্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। "মাত্রা"—যাহা 'মিত' হয় বা (প্রমা)জ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয়—এইরূপ যে দেহাদি, তাহাই 'মাত্রা' শব্দে কথিত হইয়াছে। তাহার সহিত আত্মার অসংসর্গ বা সম্বন্ধরাহিত্য, ইহাই অর্থ। ৪০

তদ, [জীবাপেতম্ বাব কিল ইদম্ ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে— ছান্দোগ্য উ, ৬।১১।৩]—(উদ্দালক কহিলেন হে সৌম্য, তুমি নিশ্চয় জানিও, বর্ণিত সজীব বৃক্ষের ন্যায়) জীবপরিত্যক্ত

এই শরীরই মরে (বিনষ্ট হয়) ইহা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু জীব মরে না—এই শ্রুতিবচনদ্বারা জীবের এই ঔপাধিকরূপেরও ত' অবিনাশিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে অনুদেহলক্ষ্য পরলোকাদি উক্ত বচনের (প্রতিপাদ্য) বিষয় বলিয়া, উক্ত বচন জীবের আত্যন্তিকনাশরূপ মোক্ষের অভাবের প্রতিপাদক নহে :—

(থ) জীবের ঔপাধিক রূপের অবিনাশিতা-প্রতিপাদনে শ্রুতির উদ্দেশ্য।

জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ম্রিয়তে ন সঃ।
ইত্যত্র ন বিমোক্ষোঽর্থঃ কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ॥৪১

অন্বয়—জীবাপেতম্ বাব শরীরম্ কিল ম্রিয়তে, সঃ ন, ইতি বিমোক্ষঃ অত্র অর্থঃ ন, কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ।

অনুবাদ—জীবপরিত্যক্ত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এই দেহই মরে, সেই জীব মরে না এই অর্থের—শ্রুতিবচনে, (৩৯ শ্লোকোক্ত) জীবের মোক্ষরূপ অর্থ কথিত হয় নাই, কিন্তু লোকান্তরে গমনই কথিত হইয়াছে।

টীকা—"জীবাপেতম্"—জীবরহিত অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত; "বাব"—সর্ব্বজনবিদিত অর্থাৎ নিশ্চিতই, "জীবঃ ন ম্রিয়তে"—জীব মরে না, ইহাই অর্থ। ৪১

ভাল, জীব যদি বিনাশীই হইল, তাহা হইলে ত', "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এইরূপে অবিনাশি ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান সম্ভব হয় না—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ত) বিনাশি জীবের অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান অসম্ভব—এই শঙ্কার সমাধান।

নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যেত স বিনাশীতিচেন্ন তৎ।
সামানাধিকরণ্যস্য বাধায়ামপি সম্ভবাৎ॥ ৪২

অন্বয়—বিনাশী সঃ "অহম্ ব্রহ্ম" ইতি ন বুধ্যেত ইতি চেৎ তৎ ন; সামানাধিকরণ্যস্য বাধায়াম্ অপি সম্ভবাৎ।

অনুবাদ—যদি বল, সোপাধিক জীব যদি বিনাশীই হইল, তাহা হইলে সেই জীবের 'আমি হইতেছি (অবিনাশী) ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না; তদুত্তরে বলি, এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'ঐ বৃক্ষকাণ্ডটি (গাছের গুঁড়িটি) মানুষ'—এইরূপ (ভ্রম) স্থলে বৃক্ষকাণ্ডত্বের বাধ হইলেই মনুষ্যত্বের জ্ঞান হয়, তদুভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ ভিন্নার্থকতাসত্ত্বেও সমান বিভক্তির বলে একই বস্তুর বোধকতা, সম্ভব হইতে পারে।

টীকা—"বিনাশী সঃ"—বিনাশী সেই জীব, তাহার, "অহম্ ব্রহ্ম"—আমি হইতেছি অবিনাশি ব্রহ্ম, "ইতি"—এইরূপে, "ন বুধ্যেত"—আপনাকে জানা সম্ভব নহে, কেননা, বিনাশী জীব ও অবিনাশীব্রহ্ম, এতদুভয়ের একতা বিরুদ্ধ হয়, "ইতি চেৎ"—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তদুত্তরে বলি, মুখ্যসামানাধিকরণ্যের অভাব হইলেও, বাধসত্ত্বে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হওয়ায় জীবভাবের বাধ করিয়া আপনার ব্রহ্মভাব জানা সম্ভব হয়, ইহাই বলিতেছেন :—"কেননা, ঐ

বৃক্ষকাণ্ডটি" ইত্যাদি। "সামানাধিকরণ্য"—সমান বিভক্তির বলে সমান অর্থাৎ একই অধিকরণ বা অর্থরূপ আশ্রয় যাহাদের, এইরূপ দুইটি অপর্য্যায় শব্দকে (যাহারা একপর্য্যায়ভুক্ত বা synonymous নহে) সমানাধিকরণ বলে। সেইরূপ দুই শব্দের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহার নাম 'সামানাধিকরণ্য'; সেই সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ জীব ও ঈশ্বরের একতার বোধক এক বিভক্তিযুক্ত পদদ্বয় সম্বলিত চারিটি মহাবাক্যে এবং "এই পুরুষটি সিংহ" ইত্যাদিরূপ লৌকিক বাক্যেও দেখা যায়। তন্মধ্যে অভিন্নসত্তা ও অভিন্নস্বরূপবিশিষ্টতাহেতু, বাস্তবভেদরহিত দুই অর্থের বোধক বাক্যগত দুই পদের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধকে মুখ্যসামানাধিকরণ্য বলা হয়—যেমন ঘটাকাশপদ ও মহাকাশপদের এবং কূটস্থপদ এবং ব্রহ্মপদের সম্বন্ধ। আর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট দুই পদার্থের এক বিভক্তির বলে একতাবোধক বাক্যগত দুই পদের সম্বন্ধকে বাধসামানাধিকরণ্য বলা হয়, যেমন স্থাণু (গাছের গুঁড়ি) ও পুরুষ পদদ্বয়ের, জগৎ ও ব্রহ্ম এই পদদ্বয়ের এবং বিম্ব প্রতিবিম্ব পদদ্বয়ের সম্বন্ধ। এস্থলে তত্ত্বদ্বয়ের অভেদবোধক বাক্যে, একের, যথা স্থাণু ইত্যাদির, বাধদ্বারা অভেদ জ্ঞান সম্ভব। ৪২

কি প্রকারে বাধসামানাধিকরণ্যদ্বারা, বাক্যার্থের নিশ্চয় হয়, তাহা বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য-কর্ত্তৃক, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিগ্রন্থে (২।২৯) দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই অর্থই গ্রন্থকার, তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) বার্ত্তিককারকর্ত্তৃক বাধসামানাধিকরণ্যের প্রকার দৃষ্টান্ত সহিত প্রদর্শন।

যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমানেষ পুংধিয়া স্থাণুধীরিব।
ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াপ্যেষা হ্যহং বুদ্ধি র্নিবর্ত্ত্যতে॥ ৪৩

অন্বয়—যঃ অয়ম্ স্থাণুঃ এষঃ পুমান্, পুংধিয়া স্থাণুধীঃ ইব, "ব্রহ্ম অস্মি" ইতি ধিয়া অপি এষা হি অহং বুদ্ধিঃ নিবর্ত্ত্যতে। [Col. Jacob সম্পাদিত বোম্বাই সংস্করণের] "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির" পাঠ "ধিয়া অপি এষা" স্থলে "ধিয়া শেষাম্", "বুদ্ধিঃ নিবর্ত্ত্যতে" স্থলে "বুদ্ধিং নিবারয়েৎ"।

অনুবাদ—'এই যে স্থাণু (গাছের গুঁড়ি), এইটি মানুষ'—এই স্থলে 'মানুষ'-বুদ্ধির দ্বারা 'স্থাণু'-বুদ্ধির অপনয়নের ন্যায় 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই বুদ্ধিদ্বারা 'আমি'-বুদ্ধির অপনয়ন হয়।

টীকা—সামানাধিকরণ্যের বাধ বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে :—"স্থাণুরেষঃ পুমান্"—'এই স্থাণুটি পুরুষ' এই বাক্যে যেমন পুরুষতার জ্ঞানদ্বারা স্থাণুতাবুদ্ধির নিবারণ করা হয়, সেই প্রকার "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানদ্বারা "অহংবুদ্ধিঃ"—'আমি হইতেছি কর্ত্তা' ইত্যাদি আকারের 'আমি'-বুদ্ধি, "নিবর্ত্ত্যতে"—অপনীত হয়। (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি টীকাকার জ্ঞানোত্তমকৃত ? পাঠও ঐরূপ)। ৪৩

(গ) উক্ত অর্থের উপসংহার ও ফল।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধাবপ্যেবমাচার্য্যৈঃ স্পষ্টমীরিতম্।
সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বমতোঽস্তু তৎ॥ ৪৪

অন্বয়—এবম্ আচার্য্যৈঃ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ অপি সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বম্ স্পষ্টম্ ঈরিতম্, অতঃ তৎ অস্তু।

অনুবাদ ও টীকা—এই (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) প্রকারে পূজ্যপাদ আচার্য্য সুরেশ্বর নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতেও উক্ত সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধের বাধার্থতা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন ; এইহেতু ফলতঃ ইহাই পাওয়া গেল যে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যে সামানাধিকরণ্যের বাধার্থতাই হইবে। ৪৪

ভাল, বার্ত্তিককার ঐরূপ বলিলেও শ্রুতিতে বাধার স্থলে কোথাও সামানাধিকরণ্য দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন [সর্ব্বম্ হি এতৎ ব্রহ্ম—মাণ্ডূক্য উ, ২] —পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই—এই শ্রুতিবাক্যে বাধার স্থলেও সামানাধিকরণ্য দেখা যায়। এইহেতু উক্ত মহাবাক্যেও সেই বাধসামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুতিকর্তৃক বাধ-সামানাধিকরণ্য কথন।

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ।
অহং ব্রহ্মেতি জীবেন সামানাধিকৃতির্ভবেৎ॥ ৪৫

অন্বয়– "সর্ব্বম্ ব্রহ্ম" ইতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ "অহম্ ব্রহ্ম" ইতি জীবেন সামানাধিকৃতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—"দৃশ্যমান এই জগৎ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যে জগতের সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যের ন্যায় "আমি হইতেছি ব্রহ্ম", এই মহাবাক্যেও জীবের সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য হইবে।

টীকা—[যেহেতু মাণ্ডূক্যোপনিষদে "সর্ব্বম্ ব্রহ্ম"—'দৃশ্যমান এই জগৎ ব্রহ্ম' এই বাক্যের পরেই "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য পঠিত হয় এবং তাহার ভাষ্যে আচার্য্যপাদ লিখিতেছেন —পূর্ব্ববাক্যে পরোক্ষভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মকেই এই মহাবাক্যে প্রত্যক্ষভাবে—অঙ্গুলিনির্দ্দেশের ন্যায় অভিনয় করিয়া, প্রত্যগাত্ম বা জীবাত্মরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেইহেতু জগতের সহিত জীবত্বের বাধ করিয়া সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে—অনুবাদক] 'সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জগতের একতারূপ সামানাধিকরণ্য কথিত হইয়াছে। এস্থলে মুখ্যসামানাধিকরণ্য মানিলে ব্রহ্মে দৃশ্যত্ব বিনাশিত্ব, বিকারিত্ব প্রভৃতি জগদ্ধর্ম্মের প্রাপ্তিরূপ অনর্থ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইহেতু জগতের বাধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতারূপ বাধসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। এইহেতু উক্ত শ্রুতিবচনের দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) জগতের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম, (২) জগতের অভাবই ব্রহ্ম। "বিবরণ" গ্রন্থকারের মতে আরোপিতের অভাব অর্থাৎ নিবৃত্তি, অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন। তাঁহার মতে, জগতের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম—এইরূপে উক্ত শ্রুত্যর্থের জ্ঞান হয়। আর যাঁহাদের মতে আরোপিতের অভাব অধিষ্ঠানরূপই, তাঁহাদের মতে জগতের অভাবই ব্রহ্ম, এইরূপে শ্রুত্যর্থের জ্ঞান হয়। এই প্রকারে সামানাধিকরণ্যের বাধার্থতা শ্রুতিবাক্যে শুনা যায়। 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই বাক্যেও ঐ প্রকারে বুঝিতে হইবে। ৪৫

ভাল, তাহা হইলে বিবরণগ্রন্থপ্রণেতা প্রকাশাত্মস্বামী উক্ত গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্য কেন অস্বীকার করিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে—বিবরণাচার্য্য 'অহম্' শব্দের দ্বারা কূটস্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) বিবরণাচার্য্যকর্তৃক বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধের কারণ।

সামানাধিকরণ্যমস্য বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্।
প্রযত্নতো বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বম্ প্রযত্নতঃ নিরাকৃতম্।

অনুবাদ—প্রকাশাত্মযতি স্বরচিত 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' গ্রন্থে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যান্তর্গত 'অহং' শব্দে কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই উভয় পদের সামানাধিকরণ্যের বাধার্থরূপতা যত্নপূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন ব্রহ্ম চিদাভাসের অভাববিশিষ্ট নহেন কিম্বা অভাবার্থরূপও নহেন।

টীকা—শ্রীমৎস্বামী প্রকাশাত্মযতি 'অনন্তানুভবের' শিষ্য। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের 'পদ্মপাদ'-কৃত যে 'স্তুতিভিত্তিম' টীকার যে অংশ পঞ্চপাদিকা নামে খ্যাত, তাহার উপর ইনি 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' নামে এক টীকা রচনা করেন, (সম্ভবতঃ নবমশতাব্দীতে)। তাহাই এই শ্লোকে "বিবরণ" নামে কথিত হইয়াছে। 'বিবরণ' গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্যের যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সমাধান এইরূপ :—'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি শব্দের অর্থ—চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ জীব, ব্যভিচারী বলিয়া অধ্যস্ত ; এবং 'স্বয়ং' শব্দের অর্থ 'কূটস্থ' সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া তাহাই অধিষ্ঠান। কূটস্থে জীবের স্বরূপাধ্যাস হয় এবং জীবে কূটস্থের সম্বন্ধাধ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপে কূটস্থ ও জীবের অন্যোন্যাধ্যাসবশতঃ পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বোধ হয় না। যেহেতু ব্রহ্মের সহিত কূটস্থের মুখ্যসামানাধিকরণ্যের জীব-অর্থে ব্যবহার হয়, আর জীবে কূটস্থধর্ম্মের আরোপ বিনা, মিথ্যা জীবের সত্য ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না, এইহেতু জীবের আশ্রয় অন্তঃকরণের অধিষ্ঠান যে কূটস্থ, তাহার ধর্ম্মকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া, জীবের ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামানাধিকরণ্য 'বিবরণ'গ্রন্থকারকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে বিদ্যারণ্যস্বামী চিত্রদীপে (ষষ্ঠাধ্যায়ে) 'বিবরণ'কারের উক্তির সহিত অবিরোধ দেখাইয়াছেন অথবা সামঞ্জস্য সংঘটন করিয়াছেন (চিত্রদীপ ষষ্ঠাধ্যায় ৩৮ হইতে ৮৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু 'বিবরণ'কারের মতে চিদাভাসরূপ জীব কূটস্থে আরোপিত নহে ; তাহা হইতেছে বিম্বের স্বরূপই প্রতিবিম্ব ; এইহেতু প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবত্ব মিথ্যা বটে কিন্তু প্রতিবিম্বরূপ জীবের স্বরূপ সত্য ; এইহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। আর বিদ্যারণ্যস্বামী যে 'বিবরণ'গ্রন্থকারের উক্তপ্রকার অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রৌঢ়িবাদবশে করিয়াছেন অর্থাৎ উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের বর্ণন করিয়াছেন। প্রতিবিম্বকে মিথ্যা মানিলেও জীবে কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, 'জীব'-শব্দে কূটস্থকে লক্ষ্য করিলে, মহাবাক্যসমূহে 'বিবরণ'কারোক্ত মুখ্যসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। এইহেতু 'মুখ্যসামানাধিকরণ্যের অসম্ভবতাহেতু প্রতিবিম্বের সত্যতা অঙ্গীকার করা উচিত নহে', বিদ্যারণ্যস্বামী যে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রৌঢ়িবাদই হইয়াছে, অর্থাৎ আপনমতের উৎকর্ষ না থাকিলেও উৎকর্ষপ্রতিপাদনে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র, ইহা পণ্ডিত পীতাম্বর পুরুষোত্তমের মত। ৪৬

উক্ত শ্লোকে "কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে"—এইরূপ যাহা বলিলেন, তাহারই অর্থ সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

শোধিতস্ত্বং পদার্থো যঃ কূটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্।
তস্য বক্তুং বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ ॥ ৪৭

অন্বয়—শোধিতঃ ত্বম্ পদার্থঃ যঃ কূটস্থঃ তস্য ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তুম্ বিবরণে ইতরত্র চ তথা উক্তম্।

অনুবাদ—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদের পরিশোধিত অর্থ যে কূটস্থ, তাহারই ব্রহ্মরূপতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায়ে বিবরণগ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধ করা হইয়াছে।

টীকা—"শোধিতঃ"—বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্‌কৃত, "ত্বম্‌পদার্থঃ"—ত্বম্‌পদের লক্ষ্যার্থে যে কূটস্থ—যাহার লক্ষণ অগ্রে ৪৮ শ্লোকে বলা হইতেছে, "তস্য"—সেই কূটস্থেরই, "ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তুম্"—'সত্যজ্ঞানানন্দরূপতা' বলিবার অভিপ্রায়ে, "বিবরণে ইতরত্র চ"—'বিবরণ' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধপূর্ব্বক মুখ্যসামানাধিকরণ্যই বলা হইয়াছে ; ইহাই অর্থ। ৪৭

কূটস্থের ব্রহ্মৈক্যসিদ্ধির জন্য কূটস্থের বিচার ; জীবাদি জগন্মিথ্যাত্ব সাধন

১। কূটস্থের ব্রহ্মের সহিত একতা ঘটাইবার জন্য কূটস্থের বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্‌করণ।

(ক) কূটস্থ শব্দের অর্থ।

দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা।
অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈষা কূটস্থাত্র বিবক্ষিতা ॥ ৪৮

অন্বয়—দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা অধিষ্ঠানচিতিঃ সা এষা অত্র কূটস্থা বিবক্ষিতা।

অনুবাদ—দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আভাসচৈতন্যরূপজীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে 'কূটস্থ' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ।

টীকা—"দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য"—এই 'আদি' শব্দদ্বারা দেহেন্দ্রিয়ের সহিত মন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ—শরীরদ্বয়ের সহিত, "জীবাভাসভ্রমস্য"—চিদাভাসরূপ ভ্রান্তির, "যা অধিষ্ঠানচিতিঃ"—যে অধিষ্ঠানচৈতন্য রহিয়াছেন, তাহাই "অত্র"—এই বেদান্তশাস্ত্রে কূটস্থ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ। ৪৮

'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ।

জগদ্ভ্রমস্য সর্ব্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্।
ত্রয্যন্তেষু তদত্র স্যাদ্‌ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৯

অন্বয়—সর্ব্বস্য জগদ্ভ্রমস্য অধিষ্ঠানম্ যৎ ত্রয্যন্তেষু ঈরিতম্, তৎ অত্র ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—সমস্ত জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য উপনিষৎসমূহে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই এই স্থলে 'ব্রহ্ম'শব্দদ্বারা লক্ষিত অর্থ।

টীকা—সমস্ত জগৎকল্পনায় অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, "ত্রয্যন্তেষু"—বেদান্তশাস্ত্রে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে, নিরূপিত হইয়াছেন, তিনিই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ। ৪৯

(শঙ্কা) ভাল, ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে, আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তাহাই 'কূটস্থ'-শব্দের অভিপ্রেত অর্থ—এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা ত' ঠিক নহে, কেননা, চিদাভাস যে আরোপিত, এই কথাই অসিদ্ধ। এই আশঙ্কার উত্তরে, (সমাধান) জীবের আরোপিতত্ব কৈমুতিকন্যায়ে সিদ্ধ করিতেছেন :—

(খ) জীবের আরোপিতত্ব কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ।

এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা।
তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ? ৫০

অন্বয়—এতস্মিন্ এব চৈতন্যে যদা জগৎ আরোপ্যতে, তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ?

অনুবাদ—এই চৈতন্যেই যখন সমস্ত ভ্রমাত্মক জগৎ আরোপিত, তখন সেই জগতের একাংশরূপ যে চিদাভাস, তাহার আরোপিততাবিষয়ে কি আর বলিবার আছে ?

টীকা—[অনেন জীবেন (আত্মনা) অনুপ্রবিশ্য—ছান্দোগ্য উ ৬।৩।২-৩] এই জীবরূপদ্বারাই পরে প্রবেশ করিয়া—এই শ্রুতিবচনদ্বারাই, জীব যে জগতের একাংশ, তাহা সিদ্ধ। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, জগতের অধিষ্ঠানচৈতন্য একই বলিয়া—'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থদ্বয়ের মধ্যে ভেদ নাই। সেইহেতু—'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের অর্থকে পৃথক্ করিয়া সূচনা করিলে (একই অর্থকে লক্ষ্য করা হয় বলিয়া) তাহাতে পুনরুক্তিই হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থের মধ্যে ভেদ উপাধিকৃত ; তাহাদের বাস্তব অভেদ : এইহেতু পুনরুক্তি দোষ হইবে না :—

(খ) 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থদ্বয়ে ঔপাধিক ভেদ, বাস্তব অভেদ।

জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য ভেদতঃ।
তত্ত্বম্পদার্থৌ ভিন্নৌ স্তো বস্তুতস্ত্বেকতা চিতেঃ। ৫১

অন্বয়—জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য ভেদতঃ তৎ-ত্বম্ পদার্থৌ ভিন্নৌ স্তঃ ; বস্তুতঃ তু চিতেঃ একতা।

অনুবাদ—জগৎ এবং সেই জগতের একাংশ আভাসচৈতন্যরূপ জীব—এই দুই আরোপিত বস্তুরূপ উপাধির ভেদবশতঃ তদুভয়ের অধিষ্ঠানভূত 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই উভয় পদের অর্থের ভিন্নতা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ (তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ) চৈতন্যের ভেদ নাই।

টীকা—"জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য"—জগৎ এবং তাহার একদেশ—এই দুই, দেহসহিত চিদাভাস হইয়াছে—আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহার, এই আরোপ্যের ভেদবশতঃ ; এস্থলে 'আরোপ্য' শব্দে যে (ষষ্ঠী বিভক্তির) এক বচনের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা জাতি বুঝাইতে এক বচনের প্রয়োগানুসারে। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, শুক্তিরজতাদির ন্যায় অধিষ্ঠান এবং আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম্ম ত' চিদাভাসে দেখা যায় না ; তাহা হইলে কিরূপে তাহার আরোপিততা সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ শুক্তিতে আরোপিত রজতে অধিষ্ঠান শুক্তির 'এই-একটা-কিছু-রূপতা' এবং আরোপিত রজতের রজতত্ব এই উভয়ধর্ম্মই প্রতীত হয় ; সেইরূপ কূটস্থে আরোপিত চিদাভাসেও আরোপিততা সিদ্ধির জন্য, অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম্ম ত' প্রতীত হওয়া চাই—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৪) অধিষ্ঠান এবং আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম্মের দ্বারা যুক্ত বলিয়া চিদাভাসের আরোপিততা।

কর্ত্তৃত্বাদীন্ বুদ্ধিধর্ম্মান্ স্ফূর্ত্ত্যাখ্যাং চাত্মরূপতাম্।
দধদ্বিভাতি পুরত আভাসোঽতো ভ্রমো ভবেৎ ॥৫২

অন্বয়—বুদ্ধিধর্ম্মান্ কর্ত্তৃত্বাদীন্ স্ফূর্ত্ত্যাখ্যাম্ আত্মরূপতাম্ চ দধৎ পুরতঃ বিভাতি ; অতঃ আভাসঃ ভ্রমঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্ম এবং প্রকাশ নামক আত্মরূপতা ধারণ করিয়া আভাস (জীব) সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছেন। এইহেতু আভাস ভ্রমরূপই।

টীকা—বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা সমারোপিত হইতেছে এইরূপ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি এবং স্ফুরণরূপ আত্মরূপতা এই দুই (মিথুনীকৃতসত্যানৃত—) ধর্ম্ম ধারণ করিয়া, "পুরতঃ ভাতি"—সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ; "অতঃ আভাসঃ"—এইহেতু আভাস "ভ্রমঃ" —কল্পিত। ৫২

এই ভ্রমের কারণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ না জানাই অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতিবিষয়ক অজ্ঞানই ইহার কারণ :—

(৫) ভ্রমরূপ সংসার-প্রতীতির কারণ।

কা বুদ্ধিঃ কোঽয়মাভাসঃ কো বাত্মাত্র জগৎ কথম্ ?
ইত্যনির্ণয়তো মোহঃ সোঽয়ং সংসার ইষ্যতে ॥ ৫৩

অন্বয়—বুদ্ধিঃ কা ? অয়ম্ আভাসঃ কঃ ? আত্মা বা কঃ ? জগৎ অত্র কথম্ ? ইতি অনির্ণয়তঃ মোহঃ (জায়তে)। সঃ অয়ম্ সংসারঃ ইষ্যতে।

অনুবাদ—বুদ্ধি কি-বস্তু ? আভাসচৈতন্যরূপ জীবই বা কি ? আত্মাই বা কি ? এই আত্মায় জগৎ কি প্রকারে আসিল ? এই সকল প্রশ্নের অনির্ণয়বশতঃ এই মোহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই এই মোহকেই সংসার বলা হইয়া থাকে।

টীকা—সেই মোহের নিবৃত্তি করা যে কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই মোহের অনর্থহেতুতার বর্ণন করিতেছেন—"সেই এই মোহকেই" ইত্যাদি। ৫৩

এই সংসার-ভ্রমের নিবর্ত্তক কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপের বিচারই সেই নিবর্ত্তক, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যিনি সেই বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপের বিবেকযুক্ত, তিনিই জ্ঞানী ; তাঁহার দ্বারাই এই অনর্থের নিবৃত্তি সম্ভব।

(ছ) বিবেকই সেই সংসারভ্রমের নিবর্তক।

বুদ্ধ্যাদীনাং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ।
স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ॥ ৫৪

অন্বয়—বুদ্ধ্যাদীনাম্ স্বরূপম্ যঃ বিবিনক্তি সঃ তত্ত্ববিৎ; সঃ এব মুক্তঃ ইতি এবম্ বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি বিচার করিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ৫৪

অবিবেকই যখন বন্ধমোক্ষের মূল বলিয়া সিদ্ধ হইল, তখন অদ্বৈতবাদে 'বন্ধ কাহার,' 'মোক্ষ কাহার' ইত্যাদি প্রকারের, নৈয়ায়িকের উদ্ভাবিত কুতর্কমূলক পরিহাসবিশেষের পরিহার (শ্রীহর্ষবিরচিত) খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোক্ত যুক্তিদ্বারা সম্ভব; কেননা, সেই সকল যুক্তিদ্বারাই তাহাদিগকে নিরুত্তর করা যাইতে পারে; এই কথাই বলিতেছেন :—

(জ) বন্ধমোক্ষ মিথ্যা বলিয়া নৈয়ায়িকাদিকৃত কুতর্কমূলক পরিহাসের খণ্ডনযোগ্যতা।

এবং চ সতি বন্ধঃ স্যাৎ কস্যেত্যাদিকুতর্কজাঃ।
বিড়ম্বনা দৃঢ়ং খণ্ড্যাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ॥ ৫৫

অন্বয়—এবম্ চ সতি কস্য বন্ধঃ স্যাৎ ইত্যাদি কুতর্কজাঃ বিড়ম্বনাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ দৃঢ়ম্ খণ্ড্যাঃ।

অনুবাদ—যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে "বন্ধ কাহার হইবে?" ইত্যাদি কুতর্কোদ্ভাবিত পরিহাস "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে" বর্ণিত প্রকারেই বিশেষভাবে খণ্ডনীয়।

টীকা—যে সকল মুমুক্ষু অধিকারী পরমাস্তিক্যসম্পন্ন, তাঁহারা এই গ্রন্থোক্ত প্রণালীতেই তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। আর যাহারা নৈয়ায়িকদিগের কুতর্ক শুনিয়া, আস্তিক্যবুদ্ধি হারাইয়া পরিহাস-বুদ্ধিবশে এইরূপ সংশয়বিক্ষেপ উঠাইবে—"ভাল অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যখন বন্ধই নাই, তখন কাহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষসাধন জন্য শাস্ত্রারম্ভ"? ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহাদের এইরূপ তর্ক, "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" প্রভৃতিগ্রন্থে প্রদর্শিত যুক্তিবলে খণ্ডনীয়; ইহাই অর্থ। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষাচার্যের বিবরণ চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠপ্রকরণের ১৪৯ শ্লোকের টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ৫৫

এইরূপে শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা কূটস্থকে বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনপূর্বক বলিতেছেন—পুরাণেও সেই কূটস্থের বিচার করা হইয়াছে। তাহাই শিবপুরাণ হইতে উদ্ধৃত এই তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন :—

(ঝ) পুরাণোক্ত কূটস্থ-বিচারের অনুবাদ।

বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়া বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ স্থিতঃ।
বুভুৎসায়াং তথাজ্ঞোঽস্মীত্যাভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ॥ ৫৬

অন্বয়—বৃত্তেঃ বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ বুভুৎসায়াম্ তথা অজ্ঞঃ অস্মি ইতি আভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ সাক্ষিতয়া স্থিতঃ।

অনুবাদ—(শিব অর্থাৎ কল্যাণময় কূটস্থ). বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রাগভাব

এবং স্বরূপবিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইলে সেই জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে, 'আমি অজ্ঞ'—এইরূপে ভাসমান (অনুভূত) অজ্ঞানরূপ বস্তুর সাক্ষিরূপে বিদ্যমান।

টীকা—"বৃত্তেঃ"—কামাদিবৃত্তির উৎপত্তি হইলে, সেই বৃত্তির সাক্ষী হইয়া, "বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ"—এবং বৃত্তির উদয়ের পূর্ব্বে সেই বৃত্তির প্রাগভাবের সাক্ষী হইয়া এবং স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছার সাক্ষীরূপে, "তথা অজ্ঞঃ অস্মি"—সেই জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে 'আমি অজ্ঞ' এইরূপে যে অজ্ঞান অনুভূত হয়, তাহার সাক্ষীরূপে "শিবঃ" (৫৮ শ্লোকোক্ত) অখণ্ডানন্দময় কূটস্থই বিদ্যমান। ('প্রাগভাব'পদদ্বারা বৃত্তির উপাদানরূপ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে)। ৫৬

অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ সর্ব্বজড়স্য তু।
সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ সদাপ্রেমাস্পদত্বতঃ ॥ ৫৭
আনন্দরূপঃ সর্ব্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা।
সর্ব্বসম্বন্ধবত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৮*

অন্বয়—(ক) অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ (খ) সর্ব্বজড়স্য তু সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ, (গ) সদাপ্রেমাস্পদত্বতঃ আনন্দরূপঃ (ঘ) সর্ব্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা, সর্ব্বসম্বন্ধবত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ।

অনুবাদ—সেই শিব অসত্যের আলম্বন অর্থাৎ মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানরূপে সত্য, সমস্ত জড় পদার্থের সাধক অর্থাৎ অবভাসক বলিয়া চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বদা প্রীতির আস্পদ বলিয়া আনন্দরূপ, সর্ব্ববিষয়ের সাধকতাহেতু, সর্ব্বসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণ ; এইহেতু তাঁহার 'শিব' এই আখ্যা।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই—(অনুমান)—বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি বৃত্তি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু তিনি বৃত্তিপ্রভৃতির সাক্ষী—(হেতু) ; যাহা যাহা বৃত্তি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে, তাহা তাহা বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী হয় না, যেমন বৃত্তি প্রভৃতি—(দৃষ্টান্ত) ; অর্থাৎ বৃত্তি প্রভৃতি আপনা হইতে ভিন্ন নহে, সেইহেতু আপনার সাক্ষীও নহে ; এইপ্রকার কূটস্থ বৃত্তিপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে—এরূপ নহে, এইহেতু বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী নহে—এরূপ নহে, কিন্তু বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষীই ; ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তযুক্ত ব্যতিরেকী অনুমানের আকার। অন্যস্থলেও এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

(ক) আর বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি সত্য হইবার যোগ্য—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তিনি মিথ্যার অধিষ্ঠান—(হেতু) ; অসত্যরজতের অধিষ্ঠান শুক্তির ন্যায়—(দৃষ্টান্ত)।

(খ) বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি চৈতন্যস্বরূপ (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তিনি জড়মাত্রের অবভাসক—(হেতু), যাহা চিদ্রূপ নহে তাহা সর্ব্বজড়ের অবভাসকও নহে, যেমন ঘটাদি—(দৃষ্টান্ত)।

(গ) আবার বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি পরমানন্দরূপ—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তিনি পরম প্রেমের আস্পদ—(হেতু), যাহা পরমানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের আস্পদও নহে, যেমন ঘটাদি—(দৃষ্টান্ত)।

---

* বঙ্গদেশীয় শিবপুরাণে পাওয়া গেল না।

(ঘ) আবার বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি পরিপূর্ণ—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তিনি সর্ব্বসম্বন্ধী—(হেতু), যেমন আকাশ—(দৃষ্টান্ত); ইহা অন্বয়ী অনুমান । (ইহা ভিন্ন অন্য সকলই ব্যতিরেকী)। আর ইঁহার সর্ব্বসম্বন্ধিত্ব, সকল বিষয়েরই অবভাসক বলিয়া বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি সকল বিষয়ের সহিত (আধ্যাসিক-) সম্বন্ধবান্—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তিনি সকল বিষয়েরই প্রকাশক—(হেতু); যাহা সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবান্ নহে, তাহা সকল বিষয়ের প্রকাশকও নহে, যেমন দীপাদি। প্রকাশ বিনা পদার্থের সদ্ভাব বা সত্তা নাই, কেননা, অপ্রকাশমান শশশৃঙ্গ প্রভৃতির সদ্ভাব (সত্তা) দেখা যায় না। এইহেতু চৈতন্যসম্বন্ধ বিনা জড়জগতের আপনা হইতেই প্রকাশ হয় না। যদি জড়জগতের আপনা হইতেই প্রতীতি হইত, তাহা হইলে তাহার জড়ত্বের অভাব হইত। এইহেতু জড়স্বরূপ সমস্ত জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ মানিতেই হইবে। সেই সম্বন্ধ আধ্যাসিক বা কল্পিতই হইতে পারে; অন্যপ্রকারের হইতে পারে না। যদি জড়চৈতন্যের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের বলা হয় অর্থাৎ যদি সেই সম্বন্ধকে সংযোগ, অথবা সমবায়, অথবা তাদাত্ম্য, অথবা বিষয়বিষয়িভাবরূপ বলা হয়, তবে বলা যাইবে—তাহা সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না, কেননা, সংযোগ দুই দ্রব্যেরই হইয়া থাকে; আর যাহা গুণের আশ্রয়, তাহাকেই দ্রব্য বলে (প্রথমখণ্ডে 'ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য পৃ—২০৫-২০৬)। যেহেতু চৈতন্য নির্গুণ, সেইহেতু তাহা দ্রব্য নহে। এইহেতু জড়চৈতন্যের সম্বন্ধ সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না। তাহা সমবায়সম্বন্ধ হইতে পারে না, কেননা, গুণ-গুণী, জাতি-ব্যক্তি, ইত্যাদির মধ্যেই সমবায়সম্বন্ধ হইতে পারে। এইহেতু সমবায়সম্বন্ধ অসম্ভব। যদি বল সূত্র ও বস্ত্রের ন্যায়, চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে যে কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধ, তদ্দ্বারাই সমবায় সিদ্ধ হয়, তবে বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা, সূত্র ও বস্ত্রের সমবায় বিষয়ে অবয়ব-অবয়বিভাবেরই কারণতা হেতু, কার্য্যকারণভাবের কারণতা নাই, অন্যথা মাটি ও বস্ত্রের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ মানিতে হয়; এইহেতু চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব নাই বলিয়া তদুভয়ের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ অসম্ভব। আবার তাদাত্ম্য সম্বন্ধও হইতে পারে না, কেননা, পরস্পর বিলক্ষণ বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অসম্ভব। আবার বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধও হইতে পারে না, কেননা বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বীর তাদাত্ম্যাদিরূপ মূলসম্বন্ধপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। আর সেই তাদাত্ম্যাদি মূলসম্বন্ধ যে অসম্ভব, তাহা পৃথগ্‌ভাবে কথিত হইয়াছে। সেইহেতু বিষয়বিষয়ি-ভাবসম্বন্ধ অসম্ভব। এইজন্য জড়জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বা কল্পিত বলিয়াই মানিতে হয়। ৫৮

যে পুরাণবচন তিনটি উদ্ধৃত হইল, তাহাদের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) উক্তপুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য। ইতি শৈবপুরাণেষু কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ ॥ ৫৯

অন্বয়—ইতি শৈবপুরাণেষু জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে শৈবপুরাণসমূহে জীবেশ্বরভাবপ্রভৃতি রহিত কেবল স্বয়ম্প্রকাশ শিবরূপ কূটস্থই বিচারিত হইয়াছে।

টীকা—"ইতি"—এই প্রকারে, "শৈবপুরাণেষু"—শিবপ্রধান প্রতিপাদক পুরাণসমূহে—

স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতার যজ্ঞবৈভবখণ্ডে, বায়ুপুরাণপ্রভৃতিতে, জীবভাব ঈশ্বরভাব প্রভৃতিরূপ কল্পনারহিত, "কেবলঃ"—অদ্বিতীয়, "স্বপ্রভঃ"—স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ, "শিবঃ কূটস্থঃ বিবেচিতঃ" —কল্যাণরূপ কূটস্থের বিচার করা হইয়াছে। এইরূপে অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৫৯

২। কূটস্থের অদ্বিতীয়তাপ্রতিপাদন জন্য জীবাদিজগতের মায়িকতা প্রতিপাদন

ভাল, কূটস্থ যে জীবভাব—ঈশ্বরভাব প্রভৃতিরহিত ইহার প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু শ্রুতি জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের মায়িকত্ব (কল্পিতত্ব) প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইহেতু (পরমার্থসত্তা) কূটস্থ তদুভয়রহিত :—

(ক) জীবেশ্বরের মায়িকতা-প্রতিপাদক শ্রুতি। তদুভয় দেহাদি হইতে বিলক্ষণ।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
মায়িকাবেব জীবেশৌ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুম্ভবৎ ॥৬০

অন্বয়—"মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতি" ইতি শ্রুতত্বতঃ জীবেশৌ মায়িকৌ এব, তৌ কাচকুম্ভবৎ স্বচ্ছৌ।

অনুবাদ—মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, (ইহা নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায়) শুনা যায় বলিয়া, জীব এবং ঈশ্বর মায়িক (কল্পিত) ; তদুভয় কাচকুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ।

টীকা—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়ম্ এব ভবতি—নৃসিংহোত্তর তা, উ ৯]—মূলপ্রকৃতি আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই সৃজন করেন এবং নিজেই ঈশ্বরোপাধি মায়া এবং জীবোপাধি অবিদ্যা হ'ন—এই শ্রুতিবচন মায়া ও অবিদ্যার অধীন (অর্থাৎ তত্তদধীনসত্তাক) ঈশ্বর ও জীবের মায়িকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) জীব ও ঈশ্বর মায়িক হইলে তদুভয়ের দেহাদি জড় হইতে বিলক্ষণতা থাকে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন কাচকুম্ভ ও ঘটাদি উভয়েই তুল্যরূপে মৃত্তিকার কার্য্য হইলেও (স্বচ্ছ) কাচকুম্ভ যেমন ঘটাদি হইতে বিলক্ষণ, জীব এবং ঈশ্বরও সেইরূপ দেহাদি হইতে বিলক্ষণ—এইরূপ বলা যাইবে। ইহাই বলিতেছেন—'তদুভয় কাচকুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ'—ইহার দ্বারা। ৬০

ভাল, ঘট ও কাচকুম্ভের আরম্ভক (অপরিণামী উপাদান বা উপাদানবিশেষ) বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ঘট ও কাচকুম্ভের ভেদ সম্ভব কিন্তু জগৎ আর জীবেশ্বরের ভেদের কারণ যে মায়া, তাহা একই বলিয়া, সেই জীবেশ্বর এবং জগতের বিলক্ষণতা ত' অসম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, অন্নোৎপন্ন দেহ ও মন যেমন বিলক্ষণ, জগৎ এবং জীবেশ্বরও সেইরূপ :—

(খ) জীব ও ঈশ্বর জগৎ হইতে বিলক্ষণ ; তৎসাধক দৃষ্টান্ত।

অন্নজন্যং মনো দেহাৎ স্বচ্ছং যদ্বত্তথৈব তৌ।
মায়িকাবপি সর্ব্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৬১

অন্বয়—অন্নজন্যম্ মনঃ যদ্বৎ দেহাৎ স্বচ্ছম্, তথা এব তৌ মায়িকৌ অপি অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ স্বচ্ছতাম্ গতৌ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্নোৎপন্ন মন যেমন অন্নোৎপন্ন দেহ অপেক্ষা স্বচ্ছ, ঠিক সেইরূপই মায়িক জীবেশ্বর মায়িক অন্য সমস্ত (জাগতিক) পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত। ৬১

কাচাদির ন্যায় জীবেশ্বরের স্বচ্ছতা যেন মানা গেল, কিন্তু তদুভয়ের চেতনতা কোথা হইতে আসিল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদুভয়ের অনুভবস্থান হইতেই তদুভয়কে চেতন বলিয়া জানা যায়:—

(গ) জীবেশ্বরের চেতনতা।

চিদ্রূপত্বং চ সম্ভাব্যং চিত্ত্বেনৈব প্রকাশনাৎ।
সর্ব্বকল্পনশক্ত্যায়া মায়ায়া দুষ্করং ন হি॥ ৬২

অন্বয়—চিত্ত্বেন এব প্রকাশনাৎ চিদ্রূপত্বম্ চ সম্ভাব্যম্; সর্ব্বকল্পনশক্ত্যায়াঃ মায়ায়াঃ (এতৎ) দুষ্করম্ ন হি।

অনুবাদ—তদুভয়ের চৈতন্যরূপতা সম্ভব অর্থাৎ তাহাদিগকে চেতন বলিয়া জানা যায়, যেহেতু তাহারা চৈতন্যের মত প্রকাশন (ক্রিয়া) করে। সর্ব্বরচনা-সামর্থ্যশালিনী মায়ার কিছুই দুষ্কর নহে; সেইহেতু জীবেশ্বরের চিদ্রূপতা সম্ভব।

টীকা—চৈতন্যরূপ ধরিয়া প্রকাশনকার্যও ত' মায়াকল্পিত জীবেশ্বরের পক্ষে অসম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মায়া দুর্ঘটকর্ম্মকরণসমর্থা বলিয়া মায়িক জীবেশ্বরেরও চৈতন্যরূপ হইয়া প্রকাশন সম্ভব,—"সর্ব্বরচনাসামর্থ্যশালিনী মায়ার" ইত্যাদিদ্বারা। ৬২

এই কথাই কৈমুতিক ন্যায়ে সমর্থন করিতেছেন:—

অস্মন্নিদ্রাপি জীবেশৌ চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ।
মহামায়া সৃজত্যেতাবিত্যাশ্চর্য্যং কিমত্র তে॥ ৬৩

অন্বয়—অস্মন্নিদ্রা অপি স্বপ্নগৌ চেতনৌ জীবেশৌ সৃজেৎ। মহামায়া এতৌ সৃজতি ইতি অত্র তে কিম্ আশ্চর্য্যম্?

অনুবাদ ও টীকা—আমরা যে মায়িক জীব, আমাদেরও নিদ্রা স্বপ্নে চেতনজীব ও ঈশ্বর সৃজন করিতে পারে; তখন মহামায়া বা মূলপ্রকৃতি (যাঁহা হইতে মায়া ও অবিদ্যা উৎপন্ন) তিনি যে এই চেতনজীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ৬৩

ভাল, ঈশ্বরও যদি মায়িক হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাতেও জীবের ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম সম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও মায়াদ্বারা কল্পিত:—

(ঘ) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি মায়াকল্পিত: যুক্তিদ্বারা দৃঢ়।

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং চেশে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ।
ধর্ম্মিণং কল্পয়েদ্যাস্যাঃ কো ভারো ধর্ম্মকল্পনে?॥ ৬৪

অন্বয়—ঈশে চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকম্ কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ। যা ধর্ম্মিণং কল্পয়েৎ অস্যাঃ ধর্ম্ম-কল্পনে কঃ ভারঃ?

অনুবাদ ও টীকা —ঈশ্বরেও যে তিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া দেখাইবেন, তাহাতে বিস্ময় কি? কেননা, যে মায়া ঈশ্বররূপ ধর্ম্মীকে রচনা করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনায় পরিশ্রম কি? তাহা কিছুই কঠিন নহে। ৬৪

ভাল, জীব ও ঈশ্বরের ন্যায় কূটস্থকেও মায়িক বলা যাইতে পারে? বাদী এইরূপ আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ছ) কূটস্থ মায়িক নহেন, কেননা, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।

কূটস্থেঽপ্যতিশঙ্কা স্যাদিতি চেন্মাতিশঙ্ক্যতাম্।
কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বিদ্যতে॥ ৬৫

অন্বয়—কূটস্থে অপি অতিশঙ্কা স্যাৎ ইতি চেৎ? কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণম্ ন হি বিদ্যতে, মা অতিশঙ্ক্যতাম্।

অনুবাদ—কূটস্থবিষয়েও মায়িকতার অতিশঙ্কা হইতে পারে—যদি এইরূপ বল, তদুত্তরে বলি, কূটস্থের মায়িকতাবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই ; এইহেতু অতি-শঙ্কা করিও না।

টীকা—প্রমাণাভাবে উক্তরূপ অতিশঙ্কা উঠিতে পারে না, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী অতিশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"কূটস্থের মায়িকতাবিষয়ে" ইত্যাদিদ্বারা। অতিশঙ্কা—'অতি' উপসর্গের অর্থ অসম্প্রতি বা ক্ষেপ (অনৌচিত্য)। ৬৫

ভাল, কূটস্থের বাস্তবতাবিষয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সকল শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ :—

(চ) কূটস্থের বাস্তবতা-বিষয়ে সকল শ্রুতিই প্রমাণ।

বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্য বেদান্তাঃ সকলা অপি।
সপত্নরূপং বস্ত্বন্যন্ন সহন্তেঽত্র কিঞ্চন॥ ৬৬

অন্বয়—সকলাঃ অপি বেদান্তাঃ অস্য বস্তুত্বম্ ঘোষয়ন্তি। অত্র সপত্নরূপম্ অন্যৎ কিঞ্চন বস্তু ন সহন্তে।

অনুবাদ—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রই কূটস্থের এই বাস্তবতা ঘোষণা করিতেছে। শ্রুতি এবিষয়ে কোনও বিরোধিরূপ বস্তু সহন করেন না।

টীকা—এই কূটস্থের পারমার্থিকতা বিষয়ে প্রতিপক্ষরূপ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধী অন্য কোনও বস্তুকে শ্রুতি সহন করেন না—স্থান দেন না। ৬৬

ভাল, কূটস্থের ও জীবেশ্বরের বাস্তবতার ও অবাস্তবতার সিদ্ধির জন্য আপনি কেবল শ্রুতিবচনই পাঠ করিতেছেন : তর্কদ্বারা কিছুই সিদ্ধ করিতেছেন না—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—মুমুক্ষুগণের জন্য শ্রুতির অর্থ পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তর্কের উপস্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি :—

(ছ) পূর্ব্বগত শ্লোকসমূহোক্ত বিষয়ে তার্কিকগণের শঙ্কার অবকাশ নাই।

শ্রুত্যর্থং বিশদীকুর্ম্মো ন তর্কাদ্বচ্মি কিঞ্চন।
তেন তার্কিকশঙ্কানামত্র কোঽবসরো বদ॥ ৬৭

অন্বয়—শ্রুত্যর্থম্ বিশদীকুর্মঃ, তর্কাৎ কিঞ্চন ন বচ্মি। তেন তার্কিকশঙ্কানাম্ অত্র কঃ অবসরঃ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—আমরা কেবল শ্রুতির অর্থই যথাযথ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তর্ককে আশ্রয় করিয়া কোন কথা বলিতেছি না। সেইহেতু এস্থলে তার্কিকগণের কুতর্কের আশ্রয় কোথায়? তুমি তাহাই বল। (উত্তর—কোথাও নাই)। ৬৭

ভাল, সেই শ্রুত্যর্থ স্ফুটীকরণদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) মুমুক্ষুর পক্ষে তর্কত্যাগপূর্ব্বক শ্রুত্যর্থই আদরণীয়।

তস্মাৎ কুতর্কং সন্ত্যজ্য মুমুক্ষুঃ শ্রুতিমাশ্রয়েৎ।
শ্রুতৌ তু মায়া জীবেশৌ করোতীতি প্রদর্শিতম্॥৬৮

অন্বয়—তস্মাৎ মুমুক্ষুঃ কুতর্কম্ সন্ত্যজ্য শ্রুতিম্ আশ্রয়েৎ। শ্রুতৌ তু মায়া জীবেশৌ করোতি ইতি প্রদর্শিতম্।

অনুবাদ—সেইহেতু মুমুক্ষু কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিরই আশ্রয় লইবেন; আর শ্রুতিতে (নৃসিংহ উ তা. ৪) প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূলপ্রকৃতিই জীব ও ঈশ্বর রচনা করেন।

টীকা—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় শ্রুতিতে জীবেশ্বরের মায়িকত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে 'মায়িক'শব্দের অর্থ চিত্রদীপের (ষষ্ঠ অধ্যায়ের) ১৫৫ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৬৮

(ঝ) ঈশ্বর ও জীবরচিত জগতের বর্ণন।

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশকৃতা ভবেৎ।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্তৃকঃ॥ ৬৯

অন্বয়—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশকৃতা ভবেৎ; জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকর্তৃকঃ।

অনুবাদ ও টীকা— ঈক্ষণ অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইতে সৃষ্টবস্তুর ভিতরে প্রবেশ পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের কার্য্য। আর জাগ্রদবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বন্ধমোক্ষরূপ সংসারসৃষ্টির জীবই কর্তা অর্থাৎ তাহা জীবেরই কার্য্য। (এই গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায়ের ২১৩ এবং সপ্তমাধ্যায়ের ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৬৯

(ঞ) মুমুক্ষুর বিচার্য্য বিষয়ের বর্ণন।

অসঙ্গ এব কূটস্থঃ সর্ব্বদা নাস্য কিঞ্চন।
ভবত্যতিশয়স্তেন মনস্যেবং বিচার্য্যতাম্॥ ৭০

অন্বয়—কূটস্থঃ অসঙ্গঃ এব, অস্য কিঞ্চন অতিশয়ঃ ন ভবতি; তেন এবম্ সর্ব্বদা মনসি বিচার্য্যতাম্।

অনুবাদ—কূটস্থ অসঙ্গই, ইহার জন্মাদিরূপ কোনও অতিশয় অর্থাৎ ব্যবহার নাই। এইহেতু সর্ব্বদা এই প্রকারে মনে মনে বিচার করা কর্তব্য।

টীকা—কূটস্থের অসঙ্গতা প্রভৃতি, এবং কূটস্থের জন্মমরণাদিরূপ ব্যবহারের কিছুই নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইল। এইহেতু যিনি মোক্ষলাভেচ্ছু, তিনি এই বিষয়টি সর্ব্বদা বিচার করিবে ইহাই অভিপ্রায়। ৭০

কূটস্থের যে জন্মাদিরূপ অতিশয় (অর্থাৎ ব্যবহার) নাই, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিবাক্য হইতে জানিয়াছি। এই অভিপ্রায়ে সেই শ্রুতি-বাক্য (ব্রহ্মবিন্দু উ—১০) পাঠ করিতেছেন :—

(ট) কূটস্থের জন্মাভাব-প্রতিপাদক শ্রুতি।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৭১

অন্বয়—নিরোধঃ ন, উৎপত্তিঃ চ ন, বদ্ধঃ ন, সাধকঃ চ ন, মুমুক্ষুঃ ন ; মুক্তঃ বৈ ন ইতি এষা পরমার্থতা। [শ্রুতির পাঠান্তর "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ শাসনম্। ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা] (চিত্রদীপে ২৩৫ শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত পাঠই প্রদত্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ ও টীকা—(কূটস্থের) নাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই ; তিনি সাধক নহেন, মুমুক্ষু নহেন, মুক্ত নহেন, ইহাই পরমার্থ সত্য। ৭১

ভাল, তাহা হইলে শ্রুতিতে জীবেশ্বরাদি জগতের স্বরূপের প্রতিপাদন কিহেতু করা হইয়াছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অবাঙ্মনসগোচর আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য :—

(ঠ) অবাঙ্মনসগোচর আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জীবেশ্বরাদি জগতের আরোপকথন।

অবাঙ্মনসগম্যং তং শ্রুতি র্বোধয়িতুম্ সদা।
জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ॥ ৭২

অন্বয়—অবাঙ্মনসগম্যম্ তম্ বোধয়িতুম্ শ্রুতিঃ সদা জীবম্ ঈশম্ বা জগৎ অপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ।

অনুবাদ—বাক্য এবং মনের অগোচর সেই আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি সর্ব্বদা জীবেশ্বরের বা জগতের আশ্রয়রূপে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়াছেন।

টীকা—যেহেতু নাম জাতি প্রভৃতিরূপ শব্দ এবং শব্দদ্বারা মনের প্রবৃত্তির কারণ ধর্ম্মসমূহ, অদ্বৈত ব্রহ্মে নাই বলিয়া অদ্বৈতব্রহ্ম বাণী ও মনের অবিষয় এবং সেইহেতু সাক্ষাদ্ভাবে বুঝাইবার অযোগ্য, সেইহেতু শুদ্ধব্রহ্মে জীবেশ্বর এবং জগতের আরোপ করিয়া বৃক্ষশাখার সাহায্যে দ্বিতীয়ার সূক্ষ্ম চন্দ্রকলাপ্রদর্শক পুরুষের ন্যায় শ্রুতি লক্ষণাদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ৭২

ভাল, এইরূপ অদ্বৈততত্ত্ব যদি শ্রুতিসমূহের বোধনীয় বিষয় হইল, তাহা হইলে শ্রুতিসমূহে বিগান বা পরস্পর বিসদৃশ বর্ণনরূপ বিবাদ, কিহেতু দেখা যায় ? অর্থাৎ যেমন কোন শ্রুতি বলেন, অগ্রে আকাশের সৃষ্টি, কোন শ্রুতি বলেন অগ্রে অগ্নির সৃষ্টি, কোন শ্রুতি বলেন সৃষ্টিক্রম আদৌ নাই, ইত্যাদি—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তত্ত্বের অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা ও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববিষয়ে বিসদৃশ বর্ণনরূপ বিবাদ নাই কিন্তু সেই তত্ত্বের বুঝাইবার প্রকার বা প্রক্রিয়া লইয়া বিগান অর্থাৎ পরস্পরের প্রক্রিয়ায় দোষারোপরূপ বিবাদ অনেক অদ্বৈতপ্রতিপাদক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।* যেমন নৃসিংহোত্তরতাপনীয় শ্রুতির [(মূলপ্রকৃতিঃ) জীবেশৌ আভাসেন করোতি] এই বচন ধরিয়া—কোনও অদ্বৈতপ্রতিপাদক আচার্য্য আভাসবাদের প্রবর্ত্তন করিয়া

* অপ্পয়দীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্তলেশ এবং নিশ্চলদাসকৃত বৃত্তিপ্রভাকর গ্রন্থের বহির্ভপ্রকরণ, এই প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রতিবিম্ববাদের ও অবচ্ছেদবাদের উপর দোষারোপ করিলেন। [এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ—ব্রহ্মবিন্দু উ, ১২] এবং [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—বৃহদা উ, ২।৫।১৯ ; কঠ উ, ৫।৯, ১০] এইসকল শ্রুতিবচন ধরিয়া কোনও অদ্বৈতবাদী প্রতিবিম্ববাদের প্রবর্তন করিলেন এবং মতান্তরের নিন্দা করিলেন। কোনও অদ্বৈতবাদী বা [ঘটসংবৃতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো লীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো ঘটোপমঃ—ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৩] এই শ্রুতিবচন ধরিয়া অবচ্ছেদবাদের প্রবর্তন করিলেন। বুঝাইবার প্রণালীর সেই সেই প্রকার ভেদ যে বোধনীয় পুরুষগণের চিত্তের বৈলক্ষণ্যানুসারে অবলম্বিত, তাহা সুরেশ্বরাচার্য্য (বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ৪০২ শ্লোকে) এইরূপে বলিয়াছেন :—

(ঙ) শ্রুতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনের উপযোগ সুরেশ্বরাচার্য্য-কর্তৃক প্রদর্শিত।

যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়েহস্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্য্যভাষিতম্॥১৩

অন্বয়—যয়া যয়া পুংসাম্ প্রত্যগাত্মনি-ব্যুৎপত্তিঃ ভবেৎ সা সা এব প্রক্রিয়া ইহ সাধ্বী স্যাৎ ইতি আচার্য্যভাষিতম্। (মূলের পাঠ—সাধ্বী সা চানবস্থিতা)।

অনুবাদ—যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা মুমুক্ষুগণের ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মবিষয়ক স্পষ্টজ্ঞানলাভ হয়, সেই সেই প্রক্রিয়াই এই অদ্বৈতশাস্ত্রবিষয়ে সমীচীন, সুরেশ্বরাচার্য্য এইরূপ কহিয়াছেন।

টীকা—(আনন্দগিরিকৃত বার্ত্তিকটীকার অনুবাদ)—সৃষ্টিপ্রক্রিয়া লইয়া শ্রুতিসমূহের মধ্যে যখন উক্তরূপ বিবাদ, তখন কোন্ প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—(সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্মৈক্যবোধনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য) "যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা" ইত্যাদি। "ইহ"—শ্রৌতমার্গে ; "সাধ্বী"—ফলবতী ; "সা চ অনবস্থিতা"—সেই প্রক্রিয়াবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই, কেননা, অধিকারিগণের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য আছে। (একই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, সকলের বুদ্ধি গ্রহণ করিবে না।) ১৩

ভাল, শ্রুতির অর্থ যদি একইরূপ হয়, তাহা হইলে সেই অর্থের প্রতিপাদকগণ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করিয়া কেন বিবাদ করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহাদের শ্রুতিতাৎপর্য্যের জ্ঞান নাই, তাহারাই বিবাদ করে ; যাহাদের সেই জ্ঞান আছে, তাহারা বিবাদ করে না :—

(চ) শ্রুতির অর্থ একই হইলেও মূঢ়গণের মধ্যে তাহা লইয়া বিবাদ ; জ্ঞানিগণের মধ্যে নহে। তাহার কারণ।

শ্রুতিতাৎপর্য্যমখিলমবুদ্ধ্বা ভ্রাম্যতে জড়ঃ।
বিবেকী ত্বখিলং বুদ্ধ্বা তিষ্ঠত্যানন্দবারিধৌ॥ ১৪

অন্বয়—জড়ঃ অখিলম্ শ্রুতিতাৎপর্য্যম্ অবুদ্ধ্বা ভ্রাম্যতে ; বিবেকী তু অখিলম্ বুদ্ধ্বা আনন্দবারিধৌ তিষ্ঠতি।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা মূর্খ তাহারা সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য্য না জানিয়া ভ্রমে

পড়ে। আর যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য্য অবগত হইয়া আনন্দ-সমুদ্রে (মগ্ন হইয়া) থাকেন। ৭৪

তাহা হইলে বিবেকীর নিশ্চয় কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ণ) বিবেকীর নিশ্চয়ের আকার।

মায়ামেঘো জগন্নীরং বর্ষত্বেষ যথা তথা।
চিদাকাশস্য নো হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ॥ ৭৫

অন্বয়—এষঃ মায়ামেঘঃ জগন্নীরম্ যথা তথা বর্ষতু, চিদাকাশস্য হানিঃ নো, বা লাভঃ ন, ইতি স্থিতিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকীর মায়ামেঘ অর্থাৎ বাধিত হইয়া বিদ্যমান অজ্ঞান-লেশ, জগদ্রূপ বৃষ্টি, যে প্রকারেই হউক না কেন, বর্ষণ করুক ; তদ্দ্বারা চিদাকাশ ব্রহ্মরূপ আমার কোনও হানি বা লাভ নাই—ইহাই জ্ঞানীর নিশ্চয়। ৭৫

এই কূটস্থদীপ নামক গ্রন্থের অভ্যাসের বা আবৃত্তির ফল বলিতেছেন :—

(ত) কূটস্থদীপগ্রন্থের অভ্যাসফল।

ইমং কূটস্থদীপং যোঽনুসন্ধত্তে নিরন্তরম্।
স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥ ৭৬

অন্বয়—যঃ ইমম্ কূটস্থদীপম্ নিরন্তরম্ অনুসন্ধত্তে অসৌ স্বয়ম্ কূটস্থরূপেণ নিরন্তরম্ দীপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে মুমুক্ষুজন এই কূটস্থদীপ নিরন্তর অনুসন্ধান বা বিচার করেন, তিনি স্বয়ং কূটস্থরূপ হইয়া নিরন্তর প্রকাশিত থাকেন। ৭৬

ইতি সটীক কূটস্থদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

নবম অধ্যায়—ধ্যানদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।

ক্রিয়তে ধ্যানদীপস্য ব্যাখ্যা সংক্ষেপতো ময়া ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি সংক্ষেপে ধ্যানদীপের ব্যাখ্যা করিতেছি।

এই বেদান্তশাস্ত্রে পূর্ব্বে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা এই চারিটি সাধনসম্পন্ন এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্যগ্ অনুষ্ঠানে রত, অধিকারীর, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার বিচারপূর্ব্বক মহাবাক্যার্থরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে অভিন্নস্বরূপ আত্মাই নিত্যপদার্থ এবং জগদ্রূপ অনাত্মবস্তুই অনিত্যপদার্থ; এতদুভয়ের যথাক্রমে নবিকারিত্ব বিকারিত্ব প্রভৃতিরূপ ভেদজ্ঞানের বিচার প্রথম সাধন; ইহলোকের এবং পরলোকের সকলবস্তুতে ভোগেচ্ছারাহিত্য এবং ত্যাগেচ্ছারূপ বৈরাগ্য দ্বিতীয় সাধন; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে মনের নিগ্রহ, রূপরসাদি বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, পরিত্যক্তবস্তুতে অনিচ্ছা, শীতোষ্ণমানাপমানাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতা, এবং গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস—এই ছয়টি তৃতীয় সাধন এবং মোক্ষের জন্য তীব্র ইচ্ছা চতুর্থ সাধন; এই চারিটি সাধনসম্পন্ন পুরুষই 'অধিকারী'। ১।৫৩ এবং ৭।১০১ শ্লোকে শ্রবণের, ১।৫৩ এবং ৭।১০২ শ্লোকে মননের এবং ১।৫৪, ৭।১০৬, ১১২ শ্লোকে নিদিধ্যাসনের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্তরূপ যে অধিকারী উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধিমান্দ্যাদি (এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধকবশতঃ যাঁহার মহাবাক্যার্থবিষয়ক যথার্থানুভব বা অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহার সেই অনুভবের বা প্রমার উৎপাদনদ্বারা, যাহাতে মোক্ষরূপ ফললাভ হইতে পারে, এইরূপ উপাসনাসকল প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রথমে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—বুঝাইতেছেন, যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মোক্ষ হয়:—

ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মুক্তিলাভ; উপাসনার প্রকার

১। সম্বাদিভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তি সম্ভব:

[illegible]

সম্বাদিভ্রমবদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে।

উত্তরে তাপনীয়েঽতঃ শ্রুতোপাস্তিরনেকধা ॥ ১

অন্বয়—সম্বাদিভ্রমবৎ ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যা অপি মুচ্যতে ; অতঃ উত্তরে তাপনীয়ে অনেকধা উপাস্তিঃ শ্রুতা ।

অনুবাদ—সম্বাদিভ্রমে ফললাভের স্থায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। এইহেতু নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে অনেক প্রকারের উপাসনা শুনা যায়।

টীকা—যেমন সম্বাদিভ্রমের বশে যে ব্যক্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারও বাঞ্ছিত অর্থের লাভ হয়, "ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যা অপি"—এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মুমুক্ষুর বাঞ্ছিত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ হয়, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও যে মোক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"এইহেতু নৃসিংহোত্তরতাপনীয়"—ইত্যাদি। যেহেতু উপাসনার দ্বারাও মোক্ষ হয়, সেইহেতু "তাপনীয়ে"—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষদে, অনেক প্রকারের ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা, "শ্রুতা"—শুনা যায়, উপদিষ্ট হইয়াছে। শারীরকভাষ্যে প্রদত্ত উপাসনার লক্ষণ—"সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ উপাসনম্"—এই লক্ষণের ব্যাখ্যারূপ লক্ষণান্তর—"সজাতীয়মাত্র-মনোবৃত্তিসন্ততিঃ এব উপাস্তিঃ"—কেবল সমানজাতীয় মনোবৃত্তিধারার বিস্তারকরণের নাম উপাসনা। অন্য এক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—"বস্তুস্বরূপানপেক্ষম্ পুরুষেচ্ছামাত্রতন্ত্রম্ মানস-প্রবাহঃ"—উপাস্যবস্তুর নিজস্বরূপের অনুসন্ধানে বাধ্য না থাকিয়া, (উপাসক) পুরুষের কেবল নিজ ইচ্ছার বশে মনোবৃত্তিরূপ ধারার স্থাপনের নাম উপাসনা। প্রথমোক্ত লক্ষণদ্বয়ে 'প্রবাহ' ও 'সন্ততি' শব্দদ্বারা অন্তরায়-পরিহার-প্রযত্নে আগ্রহ প্রকটিত : দ্বিতীয় লক্ষণে জ্ঞান, যাহা কেবল বস্তুস্বরূপানুসারী, তাহা হইতে, উপাসনার—যাহা বস্তুর স্বরূপানুসরণে আবদ্ধ নহে, তাহার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত উভয়লক্ষণসাধারণ মানসবৃত্তি, প্রতীকাশ্রয় ও অহংগ্রহ ভেদে দ্বিবিধ। প্রতীকোপাসনার লক্ষণ—"আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্য আশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ"—কোন এক অবলম্বন-বিষয়ক মনোবৃত্তির অন্য এক অবলম্বনে প্রক্ষেপের নাম প্রতীকোপাসনা—বিশেষভাবে আদিত্যপ্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টির নাম প্রতীকোপাসনা। অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ—"উপাস্যস্বরূপস্য স্বা-ভেদেন চিন্তনম্"—উপাস্যবস্তুর স্বরূপ এবং উপাসকের নিজস্বরূপ পরস্পর অভিন্ন—এইরূপ চিন্তার নাম অহংগ্রহোপাসনা।

প্রতীকোপাসনা—সম্পৎ, আরোপ, সম্বর্গ ও অধ্যাস ভেদে চারিপ্রকার। অহংগ্রহোপাসনা,—সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুইপ্রকার। এইরূপে উপাসনা সর্ব্বশুদ্ধ ছয়প্রকার। চারিপ্রকার—প্রতীকোপাসনার লক্ষণ—পদ্মপুরাণান্তর্গত "শিবগীতায়" দ্বাদশাধ্যায়ে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে :—"অল্পস্য চাধিকত্বেন গুণযোগাদ্বিচিন্তনম্। অনন্তং বৈ মন ইতি সম্পদ্বিধিরুদাহৃতঃ" ॥ ১০ ॥ যে বস্তু অল্প অর্থাৎ অল্পগুণযুক্ত তাহাকে অধিকগুণযুক্ত করিয়া চিন্তা করার নাম সম্পদুপাসনা ; যেমন এককালে একটিমাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত হইতে সমর্থ মনকে অনন্তবিষয়ক বলিয়া চিন্তা করা। "বিধিয়ারোপ্য যোপাস্য সারোপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। যদ্বোঙ্কারমুদ্গীথমুপাসীতেত্যুদাহৃতঃ" ॥ ১১ ॥ (অঙ্গে অঙ্গীর সম্বন্ধের) আরোপ করিয়া যে উপাসনা, তাহাই আরোপবিধি নামে পরিকীর্ত্তিত। যেমন সামবেদের উদ্গীথ নামক "ভক্তি"তে বা অংশে প্রণব (ওঁকার) অবস্থিত। এই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রণবকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিলে তাহার নাম 'আরোপ' উপাসনা। "ক্রিয়াযোগেন

গোপাসাবিধিঃ সম্বর্গ উচ্যতে। সম্বর্ত্তবায়ুঃ প্রলয়ে ভূতানোকোবগীলতি" ॥ ১৩ ॥ যে উপাসনায় উপাস্যবস্তু ক্রিয়ার সহিত উপাসিত হয়, সেই উপাসনার নাম সম্বর্গ। (ক্রিয়াযোগেন সম্বৃঙ্‌ক্তে ভূতানি ইতি সম্বর্গঃ সর্ব্বভূতবশীকরণধুরীণঃ ইত্যর্থঃ)। প্রলয়কালে যেমন সম্বর্ত্ত বায়ু অন্য বায়ুর সাহায্য না লইয়াই সমস্ত ভূতকে অবসন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট করে, সেইরূপ একমাত্র প্রাণবায়ু অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ সকল ইন্দ্রিয়কেই বশে আনে। এইরূপে প্রাণবায়ুকে সম্বর্ত্ত বায়ুর বশীকরণ ক্রিয়ার সহিত উপাসনা করিলে তাহার নাম সম্বর্গোপাসনা। "আরোপো বুদ্ধিপূর্ব্বেণ য উপাসাবিধিশ্চ সঃ। যোষিত্যগ্নিমতি যস্তদধ্যাসঃ স উদাহৃতঃ" ॥ ১২ ॥ প্রত্যক্ষাদিজনিত বাধজ্ঞান সত্ত্বেও শাস্ত্রোপদিষ্ট বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপ করিয়া যে উপাসনাবিধি, তাহার নাম অধ্যাসোপাসনাবিধি। যেমন অভিগম্যা নারী অগ্নি নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান সত্ত্বেও, তাহাতে রেতঃসেকরূপ আহুতি করিবার জন্য শাস্ত্রোপদিষ্ট অগ্নিবুদ্ধিকরণ অর্থাৎ তাহার আবৃত্তি, অধ্যাসোপাসনাবিধি। এই চারি প্রকার উপাসনা, যথাক্রমে গুণের, সম্বন্ধের, ক্রিয়ার এবং শাস্ত্রোপদেশমাত্রের জ্ঞান লইয়া করা হয়; এইহেতু প্রতীকোপাসনা বাহ্য। এক্ষণে আন্তর সগুণ অহংগ্রহোপাসনা বর্ণন করিতেছেন :-"উপসঙ্গম্য বুদ্ধ্যা যদাসনং দেবতাত্মনা। তদুপাসনমন্তঃ স্যাত্তদ্বহিঃ সম্পদাদয়ঃ॥" ১৪ ॥ উপাস্য দেবতার সহিত গুরূপদিষ্টজ্ঞানবলে অভেদ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ চিন্তা করিয়া সেই (সগুণ) দেবতার স্বরূপে যে অবস্থান, তাহা আন্তর অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনাবিশেষ। ইহার নির্গুণরূপে পর্য্যবসান হইলেও, মুমুক্ষুর সাক্ষাৎ উপযোগী যে নির্গুণ উপাসনা, এই ধ্যানদীপপ্রকরণে তাহারই স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১

পূর্ব্বশ্লোকে যে "সম্বাদিভ্রমের ন্যায়" এইরূপে দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই সবিস্তর বর্ণন করিবার জন্য সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদক বার্ত্তিক শ্লোক* পাঠ করিতেছেন :—

সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদক বার্ত্তিকবচনপাঠ।

মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্ম্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥২

অন্বয়—মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ (জনয়োঃ) মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষে অপি অর্থক্রিয়াম্ প্রতি বিশেষঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—এক ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইল; অপর এক ব্যক্তির প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইল। উভয়েই মণিলোভে ধাবমান হইলে, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম উভয়েই তুল্যরূপ হইলেও, প্রবৃত্তির সফলতা অর্থাৎ ফললাভ বিষয়ে প্রভেদ হইল অর্থাৎ যাহার প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না।

টীকা—"মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ"— মণি ও প্রদীপ—মণিপ্রদীপ (দ্বন্দ্বসমাস); তদুভয়ের যে যে প্রভা, তাহাতে—এইরূপ অর্থে সমাসের বিগ্রহবাক্য করিতে হইবে। মণিপ্রভাতে এবং দীপপ্রভাতে যে মণিবুদ্ধি, তদুভয় মিথ্যাজ্ঞানই বটে, কেননা, তদুভয়—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে, সেই বুদ্ধি। তথাপি মণির প্রভাতে যে মণিবুদ্ধি, তাহা অর্থক্রিয়াকারিণী অর্থাৎ সফলপ্রবৃত্তির

---

* এই শ্লোকটি বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে এবং বার্ত্তিকসারে পাওয়া গেল না। এই অর্থের শ্লোক আছে, পণ্ডিতমুখে শুনা যেন।

উৎপাদিকা। এইহেতু "মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ"—মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবমান উভয়ের মধ্যে, যে মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবিত হইয়াছিল তাহার মণিলাভ হইল, আর অপর ব্যক্তি যে প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবিত হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না। এইপ্রকারে—"অর্থক্রিয়াম্ প্রতি বিশেষঃ"—লাভের হেতু প্রবৃত্তি বা উত্তম বিষয়ে প্রভেদ হইল, ইহাই অর্থ। ২

দ্বিতীয়শ্লোকরূপ বার্তিকশ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(গ) উক্ত বার্তিকশ্লোকের ব্যাখ্যারূপশ্লোকত্রয়।

দীপোঽপবরকস্যান্তর্বর্ত্ততে তৎপ্রভা বহিঃ।
দৃশ্যতে দ্বার্য্যথান্যত্র তদ্বদ্দৃষ্টা মণেঃ প্রভা॥ ৩

অন্বয়—অপবরকস্য অন্তঃ দীপঃ বর্ত্ততে, তৎপ্রভা বহিঃ দ্বারি দৃশ্যতে ; অথ তদ্বৎ অন্যত্র মণেঃ প্রভা দৃষ্টা।

অনুবাদ—অন্তর্গৃহ মধ্যে দীপ বিদ্যমান। তাহার প্রভা সেই প্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে দেখা যাইতেছে। আর সেই প্রকার অন্য গৃহের মধ্যে মণি রহিয়াছে, তাহার প্রভা সেই গৃহদ্বারে দেখা গেল।

টীকা—কোনও মন্দিরে "অপবরকস্য অন্তঃ দীপঃ বর্ত্ততে"—অন্তর্গৃহরূপ গর্ভমন্দির, তাহাতে দীপ রহিয়াছে ; "প্রভা বহির্দ্বারি দৃশ্যতে"—তাহার আলোক বহির্দ্বারদেশে মণির ন্যায় গোলাকার দেখা যাইতেছে। সেইরূপ অন্য মন্দিরে অন্তর্গৃহের ভিতর অবস্থিত রত্নের প্রভা বহির্দ্বারপ্রদেশে প্রদীপপ্রভার ন্যায়ই মণিরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ৩

দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি॥ ৪

অন্বয়—প্রভাদ্বয়ম দূরে দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ দ্বয়োঃ অপি প্রভায়াম মণিবুদ্ধিঃ তু মিথ্যাজ্ঞানম

অনুবাদ—দূরে দুই প্রভা দেখিয়া রত্নবুদ্ধি লইয়া দুইজনেই দৌড়িলে, আলোকে মণিবুদ্ধি উভয়েরই কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তি।

টীকা—সেইপ্রকার—"প্রভাদ্বয়ম্ দূরে দৃষ্ট্বা"—আলোক দুইটিকে দূর হইতে দেখিয়া, "মণিবুদ্ধ্যা"—'এইটি মণি' 'এইটি মণি' এই বুদ্ধি লইয়া, "অভিধাবতোঃ"—দুইজনে সেই সেই দিকে দৌড়িলে, উভয়েরই আলোকে উৎপন্ন যে মণিজ্ঞান, তাহা ভ্রমরূপই। ৪

ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যেতৈব মণির্মণেঃ॥ ৫

অন্বয়—দীপপ্রভাং প্রতি অভিধাবতা মণিঃ ন লভ্যতে, মণেঃ প্রভায়াম ধাবতা মণিঃ অবশ্যম লভ্যেত এব।

অনুবাদ—প্রদীপের আলোকে মণি ভ্রমে সেইদিকে ধাবমান ব্যক্তির মণিলাভ হয় না ; কিন্তু মণির আলোকে মণিজ্ঞানে ধাবমান ব্যক্তির অবশ্যই মণিলাভ হইয়া থাকে।

টীকা—তাহা হইলে, "দীপপ্রভায়াম"—প্রদীপের আলোকে মণিবুদ্ধি করিয়া, "ধাবতা"—যে

ব্যক্তি দৌড়ায় তাহার, "মণিঃ ন লভ্যতে"—মণিলাভ হয় না, আর "মণেঃ প্রভায়াম্"—মণির আলোকে মণিবুদ্ধি ধরিয়া যে দৌড়ায়, তাহার মণিলাভ হইয়া থাকে। ৫

ভাল, দ্বিতীয় শ্লোকে উদ্ধৃত বার্ত্তিকের অর্থ যেরূপ বলিলেন, তাহা মানিলাম। ইহা দ্বারা প্রমাণাধীন সম্বাদী ভ্রমের স্বরূপবিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইহেতু বলিতেছেন :—

(খ) বিসম্বাদী ভ্রমের ও প্রকৃত সম্বাদী ভ্রমের স্বরূপ।

দীপপ্রভামণিভ্রান্তির্বিসম্বাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ।
মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সম্বাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়—দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ বিসম্বাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ; মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সম্বাদিভ্রমঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—দীপপ্রভায় যে এই মণিভ্রম, তাহাতে মণিলাভ হইল না বলিয়া তাহাকে বিসম্বাদী ভ্রম বলা হয়; আর মণিপ্রভায় যে মণিভ্রান্তি, তাহা মণিলাভের হেতু হইল বলিয়া তাহাকে সম্বাদী ভ্রম বলা হয়।

টীকা—"দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ"—প্রদীপের আলোকে যে মণিভ্রম হইল, তাহা, "বিসম্বাদিভ্রমঃ (ইতি) স্মৃতঃ"—তাহাকে পণ্ডিতগণ বিসম্বাদী ভ্রম বলিয়া থাকেন, কেননা, মণিলাভরূপ যে অর্থ বা ফল, তদ্রহিত ক্রিয়া বা উদ্যম হইল বলিয়া; আর "মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ"—মণির আলোকে যে মণিবুদ্ধি হইল, তাহার দ্বারা কিন্তু উদ্যম মণিলাভরূপফলযুক্ত হইল বলিয়া, সম্বাদিভ্রম নামে কথিত হয়। তাহা হইলে দাঁড়াইল, নিষ্ফল প্রবৃত্তির উৎপাদক যে ভ্রান্তিজ্ঞান, তাহাকেও তাহার বিষয়কে বিসম্বাদিভ্রম বলে; এবং সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহাকেও তাহার বিষয়কে সম্বাদিভ্রম বলে। ৬

এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়ে সম্বাদিভ্রমের স্বরূপ বুঝাইয়া, অনুমান প্রমাণের বিষয়েও তাহা বুঝাইতেছেন :—

(গ) অনুমানের বিষয় লইয়া সম্বাদী ভ্রম।

বাষ্পং ধূমতয়া বুদ্ধ্বা তত্রাঙ্গারানুমানতঃ।
বহ্নির্যদৃচ্ছয়া লব্ধঃ স সম্বাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭

অন্বয়—বাষ্পম্ ধূমতয়া বুদ্ধ্বা তত্র অঙ্গারানুমানতঃ যদৃচ্ছয়া বহ্নিঃ লব্ধঃ; সঃ সম্বাদিভ্রমঃ মতঃ।

অনুবাদ—কোনও স্থান হইতে উত্থিত বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তদ্দ্বারা সেইস্থলে অগ্নির অনুমান করিবার পর, যদি দৈববশে তথায় অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্বাদিভ্রম বলিয়া মানা হয়।

টীকা—কোনও স্থানে অবস্থিত "বাষ্পম্ ধূমতয়া বুদ্ধ্বা"—বাষ্পকে ধূম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, সেই বাষ্পের মূলপ্রদেশে—এই প্রদেশ অগ্নিমান্ যেহেতু ইহা ধূমবান—এইরূপ অনুমানে প্রবৃত্ত কোনও লোকের দৈববশে যদি সেইস্থানে অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে অবলম্বন করিয়া লব্ধ ধূমের জ্ঞানকেও সম্বাদিভ্রম বলা হয়। বাষ্প ধূলিপটলেরও উপলক্ষণ। ৭

আগমের বিষয় লইয়াও সেই সম্বাদী ভ্রম হইতে পারে ইহাই বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) আগমের বিষয় লইয়া সম্বাদী ভ্রম।

গোদাবর্য্যুদকং গঙ্গোদকং মত্বা বিশুদ্ধয়ে।
সম্প্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাপ্নোতি স সম্বাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৮

অন্বয়—গোদাবর্য্যুদকম্ গঙ্গোদকম্ মত্বা বিশুদ্ধয়ে সম্প্রোক্ষ্য শুদ্ধিম্ আপ্নোতি; সঃ সম্বাদিভ্রমঃ মতঃ।

অনুবাদ—(শাস্ত্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া) গোদাবরী নদীর জলকে গঙ্গাজল মনে করিয়া তদ্দ্বারা দেহাদি প্রোক্ষণ করিলে যে বিশুদ্ধিলাভ হয়, সেই বিশুদ্ধিকারক গোদাবরীজলে গঙ্গাজলভ্রমও সম্বাদিভ্রম।

টীকা—"গোদাবর্য্যুদকম্"—গোদাবরী নদীর জল পৌরাণিক প্রমাণমূলে বিশুদ্ধিকারক বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা বা তাহা "সম্প্রোক্ষ্য"—সম্প্রোক্ষণ করিলে, দেহাদির উপর ছিটাইলে, সেই গোদাবরী জলে যে গঙ্গাজলবুদ্ধি, তাহা ভ্রান্তিই। ৮

আগমের বিষয় লইয়া অন্য এক উদাহরণ দিতেছেন :—

জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সম্বাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৯

অন্বয়—জ্বরেণ সন্নিপাতম্ আপ্তঃ ভ্রান্ত্যা নারায়ণম্ স্মরন্ মৃতঃ স্বর্গম্ অবাপ্নোতি ; সঃ সম্বাদিভ্রমঃ মতঃ।

অনুবাদ—জ্বররোগদ্বারা সন্নিপাতপ্রাপ্ত রোগী (deleriumরূপ) ভ্রান্তিবশতঃ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মরি[...] স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহাকেও সম্বাদিভ্রম বলিয়া মানা হয়।

টীকা—"জ্বরেণ সন্নিপাতম্ আপ্তঃ"—শরীরের উত্তাপবৃদ্ধিরূপলক্ষণযুক্ত জ্বররোগহেতু, বায়ুপিত্ত কফরূপ ত্রিধাতুর উদ্রিক্ততাপ্রাপ্ত রোগী, 'এই নারায়ণের স্মরণ আমার স্বর্গের সাধন'—এই প্রকার জ্ঞানবর্জ্জিত হইলেও সন্নিপাতজনিতভ্রম অর্থাৎ চিত্তবিকারবশতঃ, সাধারণ পুরুষের ন্যায় অর্থাৎ ঈশ্বরভাববর্জ্জিত হইয়া, এমন কি চেদিরাজ শিশুপাল, দন্তবক্র, রাবণ, কংস ইত্যাদির ন্যায় দ্বেষাদিবুদ্ধি লইয়া, "নারায়ণম্ স্মরন্ মৃতঃ স্বর্গম্ অবাপ্নোতি এব"—নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মরিলেও তাহারা স্বর্গ পাইয়া থাকে ; এবিষয়ে প্রমাণ এই—"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥" (বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন বলিয়া শ্রীধরকর্ত্তৃক ভাগবতের ৬।২।২২ টীকায় উদ্ধৃত)—দুষ্টচিত্ত লোকেও হরিকে স্মরণ করিলে হরি তাহাদের পাপহরণ করিয়া থাকেন। অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ। ("অজ্ঞদা দত্তা পীতামৃতবৎ" —অমৃতকে অমৃত বলিয়া না জানিয়া পান করিলেও যেমন অমরত্বলাভ হয় ; চন্দনবৃক্ষচ্ছেদকও চন্দন গন্ধ পায়।) "আক্রুশ্য পুত্রমঘবান যদজামিলোঽপি*, নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্"— পাপী অজামিল, 'হে নারায়ণ' বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে ডাকিয়া মরিয়াছিল বলিয়া সালোক্যরূপ বা মরণনিবৃত্তিরূপমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বিষ্ণুভাগবতে (৭।১।৩০) যুধিষ্ঠির প্রতি নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩০ ॥"—গোপীগণ কামবশতঃ, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপালাদি নৃপগণ

* [...] বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ।

[...] শঙ্করাচার্যকৃত [...]—১২

পুরাকালে [...], বিপ্র অজামিল (মৃত্যুকালে [...] নাম স্মরণ করিবার পর হইতেই [...]) মুক্তি পাইয়াছিল।

২৫

দ্বেষবশতঃ, যাদবগণ সম্বন্ধবশতঃ, হে যুধিষ্ঠির, তুমি স্নেহবশতঃ এবং আমি (নারদ) ভক্তিবশতঃ ভগবানকে পাইয়াছি। এই সকল পুরাণবচন হইতে জানা যায় যে ভ্রান্তিবশতঃও নারায়ণের স্মরণ উত্তমলোকপ্রাপ্তির সাধন। এই অজামিলপ্রসঙ্গেও নারায়ণের নামকে পুত্রের নাম বলিয়া মনে করা ভ্রান্তিই। ৯

এইরূপে তিন প্রকার সম্বাদিভ্রমের উদাহরণদ্বারা সিদ্ধ অর্থ বলিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত তিনপ্রকার সম্বাদিভ্রমের উদাহরণদ্বারা সিদ্ধ অর্থ।

প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে।
উক্তন্যায়েন সম্বাদিভ্রমাঃ সন্তি হি কোটিশঃ ॥ ১০

অন্বয়—প্রত্যক্ষস্য অনুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে উক্তন্যায়েন কোটিশঃ সম্বাদিভ্রমাঃ সন্তি হি।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাস্ত্রের বিষয় লইয়া উদাহৃত ন্যায় বা নীতির অনুসারে কোটি কোটি সম্বাদিভ্রম প্রসিদ্ধ আছে। ১০

বিপক্ষে অর্থাৎ সম্বাদিভ্রম অস্বীকার করিলে, অতীত নয়টি শ্লোকে বর্ণিত অর্থ, অনিষ্টার্থ-সম্ভাবনারূপ তর্করূপে বাধক হইয়া দাঁড়ায়, ইহা দেখাইয়া উক্ত শ্লোকনবকবর্ণিত অর্থের সমর্থন করিতেছেন :—

(ঙ) বিপক্ষে বাধকের উল্লেখ করিয়া শ্লোকনবকোক্ত অর্থের সমর্থন।

অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ স্যুর্দেবতাঃ কথম্।
অগ্নিত্বাদিধিয়োপাস্যাঃ কথং বা যোষিদাদয়ঃ ॥ ১১

অন্বয়—অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ দেবতাঃ কথম্ স্যুঃ? যোষিদাদয়ঃ বা অগ্নিত্বাদিধিয়া কথম্ উপাস্যাঃ?

অনুবাদ—যদি এইরূপ যুক্তিদ্বারা ফলজনক সম্বাদিভ্রম স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতিদ্বারা নির্মিত পদার্থসকল কি প্রকারে দেবতা হইতে পারে? কি প্রকারেই বা স্ত্রীপ্রভৃতি অগ্নিবুদ্ধিতে উপাস্য হইতে পারে?

টীকা—"অন্যথা"—সম্বাদী ভ্রম না মানিলে, "মৃত্তিকাদারুশিলাঃ"- মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর প্রভৃতি, "দেবতাঃ কথম্ স্যুঃ"—ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত কি প্রকারে দেবতাভাবে পূজিত হইতে পারে? সম্বাদী ভ্রম না হইলে মৃত্তিকাপ্রভৃতি, ফলসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতার ভাবে পূজিত হইত না, কেননা, মৃত্তিকা প্রভৃতিতে স্বরূপতঃ দেবতাভাবের অভাব বলিয়া সম্বাদিভ্রমবশতঃই দেবতাভাব আইসে, ইহাই অর্থ। সম্বাদী ভ্রম স্বীকার না করিলে অন্য যে বাধক হয়, সেই বাধকের বর্ণন করিতেছেন :—"কি প্রকারেই বা স্ত্রীপ্রভৃতি অগ্নিবুদ্ধিতে" ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়,—অষ্টমখণ্ডের প্রথম মন্ত্রে—[যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ]—হে গৌতম যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি; সেইরূপ সপ্তমখণ্ডে [পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ]—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি; ষষ্ঠখণ্ডে [পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ]—হে গৌতম পৃথিবীই অগ্নি; পঞ্চমখণ্ডে [পর্জন্যো বাব গৌতম অগ্নিঃ] হে গৌতম প্রসিদ্ধ মেঘই অগ্নি; চতুর্থখণ্ডে [অসৌ বাব লোকো গৌতম অগ্নিঃ] —হে গৌতম এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই একটি অগ্নি—ইত্যাদি বাক্যে স্ত্রী, পুরুষ, পৃথিবী, মেঘ,

স্বর্গলোক, এই পাঁচটির অগ্নিভাবে উপাসনায় সেই সেই অগ্নিতে যথাক্রমে বীর্য্য, অন্ন, বর্ষা, সোম ও "শ্রদ্ধা" এই পাঁচটির আহুতিরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে ; তাহা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপফলদায়ক হইবে না, ইহাই অর্থ। আর এস্থলে দুই "আদি" শব্দদ্বারা [মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত— ছান্দোগ্য উ ৩।১৮।১] 'মন ব্রহ্ম' এইরূপে মনকে উপাসনা করিতে হয় ; [আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ—ছান্দোগ্য, উ ৩।১৯।১]—'আদিত্য ব্রহ্ম' এইরূপ উপদেশ আছে ; এইরূপ আর আর উপাস্য বিষয় বুঝিতে হইবে ; যথা স্ত্রীর নিজ পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি। যে মন্ত্রে (ছান্দোগ্য উ, ৫।৮।১) স্ত্রীতে অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি, উপস্থ তাহার সমিৎ, আর যে, উপমন্ত্রণ করে—পুরুষকে উৎসাহিত করে, তাহাই ধূম ; যোনি জ্বালা বা অগ্নিশিখা (লোহিত বর্ণ বলিয়া) ; আর যে অভ্যন্তরীন করা, তাহাই অঙ্গারস্বরূপ (অগ্নির সহিত সম্বন্ধ-হেতু) এবং আনন্দানুভূতি—সুখলেশই বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ণিত দেবতা আহুতি করেন। যে মন্ত্রে পুরুষে অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি, বাগিন্দ্রিয়ই তাহার সমিৎ (কেননা, বাগিন্দ্রিয়দ্বারাই পুরুষ সমিদ্ধ বা প্রখ্যাত হয়), প্রাণই ধূম, জিহ্বাই অর্চ্চিঃ, চক্ষুই অঙ্গারস্বরূপ এবং শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যে মন্ত্রে পৃথিবীতে অগ্নিবুদ্ধির কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সম্বৎসর তাহার সমিৎ কাষ্ঠ (কেননা, পৃথিবী এক বৎসরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া ধান্যাদি শস্য সম্পাদনে সমর্থ হয়।) আকাশই তাহার ধূম, রাত্রিই তাহার অর্চ্চিঃ, পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ, এবং অবান্তর-দিক্ (কোণ) সমূহ স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যে মন্ত্রে পর্জ্জন্যে (বর্ষণাভিমানিনী দেবতায়) অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্যই অগ্নি, বায়ুই তাহার কাষ্ঠস্বরূপ, জলভরাবহাই ধূমস্বরূপ, বিদ্যুৎই শিখাস্বরূপ, বজ্রই অঙ্গাররাশি, গর্জ্জনসমূহই স্ফুলিঙ্গরাশি। যে মন্ত্রে স্বর্গলোকে অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই একটি অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ, রশ্মিসমূহই তাহার ধূম, দিবসই অর্চ্চিঃ বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গসমূহ। সম্বাদি ভ্রম অস্বীকার করিলে, শাস্ত্রোক্ত এই সকল উপাস্য বস্তুর নিষেধ হইয়া যাইবে ; তাহা জগতের অহিতকর। সেইহেতু সম্বাদিভ্রম মানা কর্ত্তব্য। ১১

এক্ষণে বহুশ্লোকদ্বারা উপপাদিত সম্বাদিভ্রমবিষয়ক জ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া, সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঝ) সম্বাদিভ্রমবিষয়ক জ্ঞানের তাৎপর্য্যসংগ্রহ।

অন্যথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যেত ঈপ্সিতম্।
কাকতালীয়তঃ সোঽয়ং সম্বাদিভ্রম উচ্যতে॥ ১২

অন্বয়—অন্যথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ঈপ্সিতম্ ফলম্ কাকতালীয়তঃ লভ্যতে ; সঃ অয়ম্ সম্বাদিভ্রমঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—অযথার্থবস্তুর বিজ্ঞান হইতেও বাঞ্ছিতফল কাকতালীয়ন্যায়ে পাওয়া যায়। এইরূপ অযথার্থ জ্ঞানকেই সম্বাদিভ্রম বলা হয়।

টীকা—শাস্ত্রোপদিষ্ট অথবা শাস্ত্রে অনুপদিষ্ট বস্তুর যে অন্যথা বিজ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান

হইতে, বাঞ্ছিতফললাভ "কাকতালীয় ন্যায়ে" অর্থাৎ দৈবগত্যা হইয়া থাকে, তাহাই এই সম্বাদিভ্রম, ইহাই তাৎপর্য্য। "কাকতালীয়তঃ"—দৈবগতিবশতঃ; ইহার অর্থের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। "সমাসাৎ চ তদ্বিষয়াৎ" (৫।৩।১০৬)—এই পাণিনিসূত্রের কাশিকাবৃত্তির দৃষ্টান্তরূপে আছে—(বৃক্ষতলে কাকের আগমনে) যেন তালপতনদ্বারা কাকের মরণ 'কাকতালম্'। কাকতালের ন্যায় দেবদত্তের বধ—কাকতালীয়ঃ দেবদত্তস্য বধঃ; 'ছ'প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। কাকের আগমন যেমন যাদৃচ্ছিক (আকস্মিক), তালের পতনও তদ্রূপ। আবার মহাভারতটীকাকার—নীলকণ্ঠ, শান্তিপর্ব্বে ১৭৫।১১ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—"তাল শব্দের অর্থ করতলদ্বয়ের শব্দজনক সংযোগ; সেইরূপ সংযোগ করা হইলে কাক উড়িয়া আসিয়া দৈবাৎ সেইস্থলে করতলদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত হইল, তাহাকেই লোকে কাকতালীয় বলে।" আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ কাকস্পর্শের সমকালেই তালীফলের অথবা তালীবৃক্ষের পতন। ১২—

ভাল, [তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—কেন উ, ১।৪]—তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে কিন্তু লোকে যাহাকে 'এই' বলিয়া অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট বুঝিয়া উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে; ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মোপাসনা অযথার্থবস্তুবিষয়ক: তাহা কি প্রকারে সম্যগ্‌জ্ঞানসাধ্য মুক্তিরূপফলপ্রদান করিতে সমর্থ হয়? এইরূপ আশঙ্কায় পরে বলিতেছেন, সম্বাদিভ্রমের ন্যায় তাহা ফলপ্রদানে সমর্থ :—

(ক) অতীত একাদশ শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তে যোজনা।

স্বয়ং ভ্রমোঽপি সম্বাদী যথা সম্যক্‌ফলপ্রদঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা॥ ১৩

অন্বয়—যথা সম্বাদী স্বয়ং ভ্রমঃ অপি সম্যক্‌ফলপ্রদঃ, তথা ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনা অপি মুক্তিফলপ্রদা।

অনুবাদ ও টীকা—সম্বাদিভ্রম বা সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক ভ্রান্তজ্ঞান নিজে ভ্রমরূপ হইয়াও যেমন সম্যক্‌ফল প্রদানের হেতু হয়, ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও, সেইরূপ মুক্তিরূপ ফলপ্রদানের হেতু হয়। ১৩

২। পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার প্রকার।

ভাল, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিতে হইবে? অথবা না জানিয়া? এই দুই পক্ষ হইতে পারে। প্রথমপক্ষ গ্রহণ করিলে উপাসনা ব্যর্থ হইবে, কেননা, মোক্ষের সাধন যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উপস্থিত। দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিলে অর্থাৎ না জানিয়া উপাসনা করিলে, উপাস্যবস্তুবিষয়ে যদি জ্ঞানই না রহিল, তাহা হইলে উপাসনা হইবে কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) শাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মের উপাসনা।

বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।
পরোক্ষমবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে॥ ১৪

অন্বয়—বেদান্তেভ্যঃ অখণ্ডৈকরসাত্মকম্ ব্রহ্মতত্ত্বম্ পরোক্ষম্ অবগম্য, 'এতৎ অহম্ অস্মি' ইতি উপা ম।

অনুবাদ—বেদান্তশাস্ত্র হইতে (সাধারণভাবে) অখণ্ডৈকরসস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া, 'আমিই এই পরব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপে উপাসনা বা প্রত্যয়াবৃত্তি করিতে হয়।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই, ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান, যাহা মোক্ষের সাধন, তাহা উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া, উপাসনা ব্যর্থ নহে ; কেননা, শাস্ত্র হইতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম জানা গিয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইয়াছেন। এইহেতু ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে। ১৪

ভাল, উপাসনার যোগ্যবস্তু যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ কি প্রকার ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) উপাস্যবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ, দৃষ্টান্ত।

প্রত্যগ্ব্যক্তিমনুল্লিখ্য শাস্ত্রাদ্বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিবৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ ॥ ১৫

অন্বয়—প্রত্যগ্ব্যক্তিম্ অনুল্লিখ্য শাস্ত্রাৎ 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি সামান্যজ্ঞানম্ অত্র পরোক্ষধীঃ, বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিবৎ।

অনুবাদ—অন্তরাত্মার স্বরূপকে বিষয় না করিয়া, কেবল শাস্ত্র হইতে 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ যে সাধারণ জ্ঞান, তাহাকেই এই উপাসনাবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান বলা হইতেছে, যেমন বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তিবিষয়ক শাস্ত্রবর্ণিত জ্ঞান।

টীকা—"প্রত্যগ্ব্যক্তিম্ অনুল্লিখ্য"—বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী আনন্দরূপ আত্মাকে অবিষয় করিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে সমারোপিত না করিয়া, "শাস্ত্রাৎ"—[সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ১।১।১]—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম আছেন ইত্যাদি বাক্যসমূহরূপ 'শাস্ত্র' হইতে, ব্রহ্ম আছেন এই প্রকার "সামান্যজ্ঞানম্"—সামান্যাকারে উৎপদ্যমান যে জ্ঞান তাহাকেই, "অত্র"—এই উপাসনাবিষয়ে, "পরোক্ষধীঃ"—পরোক্ষজ্ঞান বলা অভিপ্রেত, ইহাই অর্থ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিবৎ"—বিষ্ণুপ্রভৃতি মূর্ত্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের ন্যায়। ১৫

ভাল, শাস্ত্রদ্বারা বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তির চতুর্ভুজত্বাদিরূপ বিশেষপ্রতীতির কথা যখন শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে, তখন সেই বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তির জ্ঞানকে, কিহেতু পরোক্ষজ্ঞান বলা হইতেছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তরূপ বিষ্ণুপ্রভৃতি মূর্ত্তির শাস্ত্রজনিত জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞানই।

চতুর্ভুজাদ্যবগতাবপিমূর্ত্তিমনুল্লিখন্।
অক্ষৈঃপরোক্ষজ্ঞান্যেব ন তদা বিষ্ণুমীক্ষতে ॥ ১৬

অন্বয়—চতুর্ভুজাদ্যবগতৌ অপি অক্ষৈঃ মূর্ত্তিম্ অনুল্লিখন্ পরোক্ষজ্ঞানী এব, (যতঃ) তদা বিষ্ণুম্ ন ঈক্ষতে।

অনুবাদ—চতুর্ভুজপ্রভৃতির বিশেষজ্ঞান হইলেও, (উপাসক) ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিকে ধ্যানকালে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না বলিয়া উপাসককে পরোক্ষজ্ঞানীই বলা হয়।

টীকা—শাস্ত্রদ্বারা চতুর্ভুজত্বাদি বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হইলেও, চক্ষুপ্রভৃতিদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তিকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না বলিয়া, উপাসক পরোক্ষজ্ঞানীই। তদ্বিষয়ে যুক্তি দিয়া সম্ভাবনা ঘটাইতেছেন :—"তদা"—সেই উপাসনাকালে, "বিষ্ণুম্"—উপাস্যদেবতাকে, "ন ঈক্ষতে"—ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না, ইহাই অর্থ। ১৬

ভাল, (শাস্ত্রলব্ধ) বিষ্ণুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের মূর্তিরূপে ইন্দ্রিয়গোচরতা নাই বলিয়া তাহা ভ্রমরূপই হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বিষ্ণুপ্রভৃতিবিষয়কজ্ঞান প্রমাণদ্বারা উৎপাদিত হয় বলিয়া তাহা ভ্রমরূপ নহে :—

(ঘ) প্রমাণসিদ্ধ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ নহে।

পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেন্নাতত্ত্ববেদনম্।
প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমূর্তেৰ্বিভাসনাৎ ॥ ১৭

অন্বয়—পরোক্ষত্বাপরাধেন অতত্ত্ববেদনম্ ন ভবেৎ; প্রমাণেন শাস্ত্রেন এব সত্যমূর্তেঃ বিভাসনাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষতারূপ অপরাধবশতঃ এই জ্ঞান অতত্ত্বজ্ঞান বা ভ্রমরূপ নহে; আর (উপাসনাবিষয়ে) প্রমাণরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুমূর্তি বিভাসিত হয় বলিয়াও তাহা ভ্রমরূপ নহে।

টীকা—জ্ঞানের পরোক্ষতা সেই জ্ঞানের ভ্রান্তিরূপতার কারণ নহে, (জ্ঞান পরোক্ষ হইলেই যে তাহা ভ্রান্তিরূপ হইবে, এরূপ নহে), কিন্তু বিষয়ের অসত্যতাই ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ। এই উপাসনা বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্তি অবভাসিত হয় বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞান ভ্রমরূপ নহে—ইহাই অর্থ। ১৭

ভাল, যে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সচ্চিদানন্দস্বরূপকে বিষয় করে, সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রজনিত হইয়াও কিহেতু পরোক্ষ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, অপরোক্ষতার কারণ যে প্রত্যগ্রূপ সাক্ষীর উল্লেখ বা গ্রহণ, তাহা হয় নাই বলিয়া উক্ত জ্ঞানের পরোক্ষতা :—

(ঙ) প্রত্যগ্ সাক্ষি অবিষয় থাকিলে ১৫শ শ্লোকোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান।

সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাজ্ জ্ঞানেঽপ্যনুল্লিখন্।
প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্তু ব্রহ্মসাক্ষান্ন বীক্ষতে ॥ ১৮

অন্বয়—শাস্ত্রাৎ সচ্চিদানন্দরূপস্য জ্ঞানে অপি প্রত্যঞ্চম্ সাক্ষিণম্ অনুল্লিখন্ (সাধকঃ) তৎ ব্রহ্ম তু সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে।

অনুবাদ—শাস্ত্র হইতে সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রতীতি হইলেও প্রত্যক্ সাক্ষীকে বিষয় না করাতেই, সাধক সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে পান না।

টীকা—[সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ; [নিত্যঃ শুদ্ধোবুদ্ধঃ সত্যোমুক্তোনিরঞ্জনঃ—নৃসিংহ উ, ৪। ৯]—ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ বা জ্ঞানস্বরূপ, সত্য, মুক্ত, নিরঞ্জন; [সৎ হি ইদং সর্বং তৎ সৎ হাস্ত, চিৎ হি ইদং সর্বং কাশতে কাশতে চেতি —নৃসিংহ উ, ৪। ৭]—জগতের সদ্রূপতা সর্বজনবিদিতই; সেই প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতেছেন—ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে ইত্যাদিরূপে সমস্তই সদ্রূপ বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। জগতের

চিদ্রূপতাও প্রসিদ্ধ সেই প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতেছেন, ঘট প্রকাশিত হইতেছে, পট প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে সমস্তই চিদ্রূপে প্রকাশমান ইত্যাদি "শাস্ত্রাৎ"—উপনিষদ্ হইতে, "সচ্চিদানন্দরূপস্য ভানে অপি"—সচ্চিদানন্দব্রহ্মের ভান হইলেও, "প্রত্যঞ্চম্ সাক্ষিণম্ অনুল্লিখন্"—আত্মার সাক্ষীকে বিষয় না করিয়া অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম যে প্রত্যগাত্মস্বরূপ ইহা না বুঝিয়া, "তৎ ব্রহ্ম তু সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে"—সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে পান না। ১৮

ভাল, তাহা হইলে সেই প্রকার ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতার অগ্রাহক ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই জ্ঞান শাস্ত্ররূপপ্রমাণজনিত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান :—

(চ) অষ্টাদশশ্লোকোক্ত ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান।

শাস্ত্রোক্তেনৈবমার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ।
পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ॥ ১৯

অন্বয়—শাস্ত্রোক্তেন এব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ, পরোক্ষম্ অপি তৎ জ্ঞানম্ তত্ত্বজ্ঞানম্ : ন তু ভ্রমঃ।

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত মার্গদ্বারাই সচ্চিদানন্দের নিশ্চয় বা নির্ণয় হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকার জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তাহা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রমারূপ, তাহা ভ্রম নহে।

টীকা—"তৎ জ্ঞানম্ পরোক্ষম্ অপি"—সেই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও, "শাস্ত্রোক্তেন এব মার্গেণ"—শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকারেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মের নিশ্চয়কারক হয় বলিয়া, তাহা সম্যগ্ জ্ঞানই, তাহা ভ্রমরূপ নহে—ইহাই অর্থ। ১৯

ভাল, [সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম] (১৮শ শ্লোকের টীকায় অর্থ দ্রষ্টব্য)—ইত্যাদিরূপ অবান্তর বাক্য যেমন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতার জ্ঞান করাইয়া দেয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রত্যক্স্বরূপ সাক্ষিরূপতারও প্রতীতি করাইয়া দেয় ; এইহেতু শাস্ত্রজনিত জ্ঞানও প্রত্যগাত্মাকে বিষয় করে বলিয়া অপরোক্ষজ্ঞান হইবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) বিচাররহিত মানবের নিকট, কেবল মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম দুর্ব্বোধই থাকিয়া যান।

ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্ত্বেনৈব বর্ণিতম্।
মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতদ্দুর্ব্বোধমবিচারিণঃ॥ ২০

অন্বয়—যদ্যপি শাস্ত্রেষু মহাবাক্যৈঃ ব্রহ্ম প্রত্যক্ত্বেন এব বর্ণিতম্, তথাপি এতৎ অবিচারিণঃ দুর্ব্বোধম্।

অনুবাদ—যদ্যপি শাস্ত্রসমূহে মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যক্স্বরূপে অর্থাৎ আত্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তথাপি ব্রহ্মের এই প্রত্যগ্রূপতা বিচারব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না।

টীকা—যদ্যপি বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে মহাবাক্যসমূহদ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মস্বরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন, তথাপি ব্রহ্মের এই প্রত্যগ্রূপতা অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা—"তৎ ত্বম্" পদার্থের

বিচাররহিত ব্যক্তির নিকট দুর্বোধ—অস্পষ্ট (বুঝিতে অসাধ্য) থাকিয়া যায় ; এইহেতু কেবল অর্থাৎ বিচাররহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না—ইহাই অর্থ। ২০

ভাল, যাহা সম্যগ্ জ্ঞান তাহা ত', প্রমাণ এবং প্রমেয় বস্তুর অধীন এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যরূপ প্রমাণ যেমন বিদ্যমান, সেই ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ বস্তুও বিদ্যমান ; তাহা হইলে সম্যগ্‌জ্ঞান ত' অবাধ। তবে কেন বলা হইতেছে ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতাবিচারের সাহায্য বিনা দুর্বোধ ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) দেহাদিতে আত্মবিভ্রান্তি থাকিতে মন্দবুদ্ধির আত্মস্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব।

দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাং ন হঠাৎ পুমান্।
ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীস্ততঃ ॥ ২১

অন্বয়—দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাম্ পুমান্ মন্দধীস্ততঃ হঠাৎ ব্রহ্ম আত্মত্বেন বিজ্ঞাতুম্ ন ক্ষমতে।

অনুবাদ—দেহপ্রভৃতি জড়বস্তুতে আত্মা বলিয়া ভ্রম জাগ্রত অর্থাৎ প্রকটাবস্থাপন্ন থাকিতে, যে পুরুষ মন্দবুদ্ধি, সে একেবারে অর্থাৎ অনায়াসে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু বিচারদ্বারা নিবৃত্তিযোগ্য, যে দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মরূপতার ভ্রম, তাহা বিদ্যমান থাকিতে, সেই ভ্রমের নিবৃত্তির জন্য বিচারের অপেক্ষা আছেই ; ইহাই অর্থ। ২১

ভাল, তাহা হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ক দ্বৈতভ্রম থাকিতে অদ্বিতীয়ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানেরও ত' উদয় হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, যেহেতু অপরোক্ষরূপ দ্বৈতভ্রম পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের অবিরোধী, সেইহেতু শ্রদ্ধালু পুরুষের শাস্ত্র হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে :—

(খ) অপরোক্ষ দ্বৈতভ্রম এবং পরোক্ষ অদ্বৈত পরস্পর অবিরুদ্ধ।

ব্রহ্মমাত্রং সুবিজ্ঞেয়ং শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ।
অপরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাদ্বৈতবুদ্ধ্যনুৎ ॥ ২২

অন্বয়—অপরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাদ্বৈতবুদ্ধ্যনুৎ ; শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ ব্রহ্মমাত্রম্ সুবিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ—অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান যেহেতু পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের অবিরোধী, এইহেতু শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রালোচনরত পুরুষ অনায়াসে পরোক্ষব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

টীকা—অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে ; তাহার কারণ এই—একই বস্তুবিষয়ক কিন্তু বিভিন্নাকারের দুই জ্ঞান একই অন্তঃকরণে এককালে থাকিতে পারে না, যেহেতু একই দ্বৈতের বা অদ্বৈতের অপরোক্ষজ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞান একই অন্তঃকরণে একইকালে পরস্পর বিরোধী হয়, কিন্তু দ্বৈতের অপরোক্ষজ্ঞান এবং অদ্বৈতের পরোক্ষজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হয় না ; যেমন নবটী পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান, 'দশম পুরুষ আছে' এইরূপ আপ্তবাক্যজনিত পরোক্ষ

জ্ঞানের বিরোধী হয় নাই, সেইরূপ। এইহেতু উপাসকের দেহাদিরূপ দ্বৈতের ভ্রম অপরোক্ষভাবে থাকিলেও অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষভাবে সম্ভব হয়। এই কারণে শ্রদ্ধালু শাস্ত্রদর্শী পুরুষ, ব্রহ্ম আছেন—এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। এই অর্থে বাক্যযোজনা বা অন্বয় করিতে হইবে। "অনুৎ"—অবাধক। ২২

অ'রোক্ষভ্রম পরোক্ষ সম্যগ্‌জ্ঞানের অবিরোধী, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঞ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত।

অপরোক্ষশিলাবুদ্ধির্ন পরোক্ষেশতাং নুদেৎ।
প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে কো বা বিপ্রতিপদ্যতে ॥ ২৩

অন্বয়—অপরোক্ষশিলাবুদ্ধিঃ পরোক্ষেশতাম্ ন নুদেৎ ; প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে কঃ বা বিপ্রতিপদ্যতে ?

অনুবাদ—যেমন প্রতিমায় পাষাণের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা পরোক্ষ ঈশ্বরতাজ্ঞানের অপনোদক বা বাধক হয় না। কোন্ আস্তিক পুরুষ প্রতিমাদিতে বিষ্ণুত্ব লইয়া বিবাদ উঠায় ? কেহই নহে।

টীকা—বিরোধের অভাব দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—"কোন্ আস্তিক পুরুষ" ইত্যাদি দ্বারা।২৩

কেহ কেহ নাস্তিকতাবশতঃ বিবাদ উঠা' দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ট) উক্ত দৃষ্টান্তে শঙ্কার পরিহার।

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালোরেব সর্বত্র বৈদিকেস্বধিকারতঃ ॥ ২৪

অন্বয়—অশ্রদ্ধালোঃ অবিশ্বাসঃ উদাহরণম্ ন অর্হতি। সর্বত্র বৈদিকেষু শ্রদ্ধালোঃ এব অধিকারতঃ।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাহীন পুরুষের অবিশ্বাস উদাহরণযোগ্য নহে, কেননা, সমস্ত বৈদিককর্ম্মে শ্রদ্ধাবানেরই অধিকার।

টীকা—কেন 'উদাহরণযোগ্য নহে' ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা, সমস্ত বৈদিককর্ম্মে" ইত্যাদি। সমস্ত বেদোপদিষ্ট অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান পুরুষেরই অধিকার বলিয়া শ্রদ্ধা—আপ্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধি, এবং তাহার কার্য্য যে বিশ্বাস—ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়, তদ্রহিত পুরুষের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নহে, ইহাই অর্থ। ২৪

ইহার দ্বারা অর্থাৎ অতীত এগারটি শ্লোকে প্রদর্শিত বিচারদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঠ) একবারমাত্র আপ্তোপদেশ হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা লোকানুভবসিদ্ধ।

সকৃদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুদ্ভবেৎ।
বিষ্ণুমূর্ত্ত্যুপদেশো হি ন মীমাংসামপেক্ষতে ॥ ২৫

অন্বয়—সকৃৎ আপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানম্ উদ্ভবেৎ। হি যথা বিষ্ণুমূর্ত্ত্যুপদেশঃ মীমাংসাম্ ন অপেক্ষতে।

অনুবাদ—ভ্রম-বিপ্রলিপ্সা-রহিত যথার্থবক্তা পুরুষের একবারমাত্র উপদেশদ্বারা

(শ্রোতার) পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তির উপদেশ পরোক্ষজ্ঞানোৎপাদনে বিচারের অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ বিচার বিনাই পরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে।

টীকা—আপ্তপুরুষের একবারমাত্র উপদেশদ্বারা যে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা লোকের অনুভবদ্বারা সমর্থন করিতেছেন—"যেমন" ইত্যাদি। ২৫।

ভাল, তাহা হইলে শাস্ত্রে কিহেতু বিচার করা হইয়াছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও উপাসনাবিষয়ে সংশয় সম্ভব বলিয়া নিশ্চয়করণের জন্য বিচার করা হইয়া থাকে :—

(ড) সন্দেহ সম্ভব বলিয়া কর্ম্ম ও উপাসনাবিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য।

কর্ম্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ।
বহুশাখাবিপ্রকীর্ণং নির্ণেতুং কঃ প্রভুর্নরঃ? ॥ ২৬

অন্বয়—অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ কর্ম্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে। বহুশাখাবিপ্রকীর্ণম্ নির্ণেতুম্ কঃ নরঃ প্রভুঃ?

অনুবাদ—অনুষ্ঠানযোগ্য (বেদবিহিত) কর্ম্ম ও উপাসনা বিষয়ে নির্ণয় না থাকায় কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই শাস্ত্রদ্বারা বিচারিত হইয়াছে। বেদের নানা শাখায় নানাস্থানে উপদিষ্ট কর্ম্ম ও উপাসনার নির্ণয় কোন মানব করিতে সমর্থ হয়?

টীকা—কর্ম্মোপাসনাবিষয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা উপপাদন করিতেছেন—"বেদের নানা শাখায়"—ইত্যাদি। বেদের নানা শাখায় নানাস্থানে উপদিষ্ট অর্থাৎ বিহিত, কর্ম্মের ও উপাসনার একস্থানে সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ন্যায় আধুনিক কোন মানব সমর্থ? কেহই নহে, ইহাই অর্থ। (বেদের শাখানির্ণয় ষষ্ঠাধ্যায় তৃপ্তিদীপের ১০০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে)। ২৬

ভাল, কর্ম্ম ও উপাসনার যখন নির্ণয় নাই তখন তদুভয় অনুষ্ঠেয়ই নহে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঢ) কল্পসূত্রবিনীত অর্থে বিশ্বাসবান্ বিচার বিনাই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে।

নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈর্গ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ।
বিচারমন্তরেণাপি শক্তোঽনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭

অন্বয়—নির্ণীতঃ অর্থঃ কল্পসূত্রৈঃ গ্রথিতঃ; তাবতা আস্তিকঃ বিচারম্ অন্তরেণ অপি অঞ্জসা অনুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ।

অনুবাদ—কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে নির্ণীত অর্থসকল কল্পসূত্রসমূহদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যে কল্পসূত্রে বিশ্বাসবান আস্তিক পুরুষ বিচার ব্যতিরেকে অনায়াসে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়।

টীকা—জৈমিনি প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণকর্ত্তৃক, "নির্ণীতঃ"—নির্দ্ধারিত যে সকল "অর্থঃ"—অনুষ্ঠানের প্রকার, কল্পগ্রন্থদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, "তাবতা"—সেই সকল অর্থ ঋষিসংগৃহীত বলিয়া তাহাতে বিশ্বাসবান পুরুষ, "বিচারম্ অন্তরেণ অপি"—বিচারবিনাও, "অনুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ"—কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। ব্যাকরণাদি ছয়টী বেদাঙ্গ মধ্যে 'কল্প' একটী [illegible], তাহাতে বৈদিক

কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই 'কল্প',—ছয়টি সংগ্রাহক ঋষির নামানুসারে জৈমিনীয়, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়নীয় ও বৈখানসীয় এই ছয় প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ২৭

ভাল, সেই কল্পসূত্রসমূহে ত' উপাসনার বিচার করা হয় নাই : সেইহেতু উপাসনার অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাই নাই ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) ঋষিবর্ণিত উপাসনার বিচারে অসমর্থের গুরুমুখে শুনিয়া অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্।
বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাশ্চ তচ্ছ্রুত্বোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮

অন্বয়—আর্ষগ্রন্থেষু উপাস্তীনাম্ অনুষ্ঠানম্ বর্ণিতম্ : বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাঃ গুরোঃ তৎ শ্রুত্বা উপাসতে।

অনুবাদ—উপাসনার অনুষ্ঠান সর্বজ্ঞ ঋষিগণরচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ মানব গুরুমুখ হইতে যথাযোগ্য উপাসনার প্রকার শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবেন।

টীকা—"আর্ষগ্রন্থেষু"—ব্রহ্মদেবকৃত কল্প, বশিষ্ঠমুনিকৃত কল্প প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে সেই সকল উপাসনার প্রকার বর্ণিত আছে। সেইহেতু "বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাঃ"—যাহারা সেই সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ, তাহারা সেই সকল 'কল্পে' বর্ণিত সেই উপাসনাসমূহ গুরুমুখ হইতে অবগত হইয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। ২৮

ভাল, তাহা হইলে আধুনিক গ্রন্থকারগণও কেন বেদবাক্যের বিচার করিতেছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন ; তাঁহারা আপনাপন বুদ্ধির সন্তোষের নিমিত্ত বেদবাক্যের বিচার করিয়া থাকেন, অনুষ্ঠানসিদ্ধির জন্য নহে :—

(৮) কেবল আপ্তোপদেশ দ্বারাই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব।

বেদবাক্যানি নির্ণেতুমিচ্ছন্ মীমাংসতাং জনঃ।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ হ্যনুষ্ঠানস্তু সম্ভবেৎ ॥ ২৯

অন্বয়—জনঃ বেদবাক্যানি নির্ণেতুম্ ইচ্ছন্ মীমাংসতাম্ হি। তু আপ্তোপদেশমাত্রেণ অনুষ্ঠানম্ হি সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—তাৎপর্য্যনির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্বান্ বেদবাক্যসমূহের বিচার করুন, কিন্তু আপ্ত পুরুষের উপদেশমাত্রেই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। ২৯

বিচারদ্বারাই অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি ; তাহার প্রতিবন্ধক।

১। বিচারের দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

ভাল, ব্রহ্মের উপাসনা যদি কেবল উপদেশমাত্রেই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারও কেন সেইরূপ উপদেশমাত্রেই সিদ্ধ হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) বিচার বিনা অপরোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাম্।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩০

অন্বয়—এবম্ নৃণাম্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ তু বিচারেণ বিনা আপ্তোপদেশমাত্রেণ কুত্রচিৎ ন সম্ভবতি।

অনুবাদ—এইরূপ, মনুষ্যদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বিচার বিনা কেবল আপ্ত-পুরুষের উপদেশমাত্রেই কোথাও সম্ভব হয় না।

টীকা—"আপ্তোপদেশমাত্রেণ"—কেবল আপ্ত পুরুষের উপদেশদ্বারাই, উপাসনার অনুষ্ঠানের উপযোগী পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু বিচার বিনা উৎপন্ন হয় না, এই তত্ত্ব ১৪ হইতে ২৯ পর্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত হইল। ৩০

বিচার বিনা কেবল আপ্তজনের উপদেশমাত্রেই অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহার কারণ বলিতেছেন :—

(খ) বিচার বিনা অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুৎপত্তির কারণ।

পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।
অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ॥ ৩১

অন্বয়—অশ্রদ্ধা পরোক্ষজ্ঞানম্ প্রতিবধ্নাতি, ইতরৎ ন; অবিচারঃ অপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ।

অনুবাদ—কেবল অশ্রদ্ধা পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক; অন্য কিছু অর্থাৎ বিচারাভাব পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে; তাহা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

টীকা—যেহেতু অবিশ্বাসই পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটায়, বিচারাভাব ঘটায় না, সেই হেতু সেই অবিশ্বাসের নিবৃত্তি হইলে একবারমাত্র উপদেশেই পরোক্ষজ্ঞানের জন্ম সম্ভব হয়; আর বিচারাভাবরূপ প্রতিবন্ধকবিশিষ্ট অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি, বিচারদ্বারা বিচারাভাবের নিবৃত্তি বিনা, সম্ভব নহে। এইহেতু অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য বিচার কর্তব্য; ইহাই অভিপ্রায়। ৩১

ভাল, বিচার করিলেও যদি অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তবে কর্তব্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বিচারদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে বার বার বিচার কর্তব্য।

বিচার্যাপ্যাপরোক্ষ্যেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেৎ।
আপরোক্ষ্যাবসানত্বাদ্ভূয়ো ভূয়ো বিচারয়েৎ॥৩২

অন্বয়—বিচার্য অপি ব্রহ্মাত্মানম আপরোক্ষ্যেণ ন বেত্তি চেৎ, আপরোক্ষ্যাবসানত্বাৎ ভূয়ঃ ভূয়ঃ বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—বিচার করিয়াও যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মাকে অপরোক্ষভাবে না জানিতে পারা যায় তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ বিচার কর্তব্য; কেননা, অপরোক্ষতাই বিচারের অবসান।

টীকা—"বিচার্য অপি"—'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার সম্যগ্ বিচার করিয়াও যদি "তত্ত্বমসি" এতদ্বাক্যের অর্থরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব অপরোক্ষভাবে না জানা যায়, তাহা

হইলে বার বার বিচার করিবে ; কেননা, অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক অর্থাৎ অসাধারণ অন্তরঙ্গ সাধন, বিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নাই ! ৩২

ভাল, পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও যদি ইহজন্মে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ত' বিচার ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) প্রতিবন্ধক থাকিলে পূর্ব্বকৃত বিচারদ্বারা জন্মান্তরে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ।
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥ ৩৩

অন্বয়—আমরণম্ বিচারয়ন্ আত্মানম্ ন এব লভেত চেৎ, জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি লভেত এব।

অনুবাদ ও টীকা—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও যদি আত্মাকে লাভ করিতে অর্থাৎ জানিতে না পারে, তাহা হইলে জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলে আত্মলাভ হইবে। এইহেতু বিচার ব্যর্থ হইবে না। ৩৩

ভাল, প্রতিবন্ধকবশতঃ এই জন্মে জ্ঞান না হইলে জন্মান্তরে প্রতিবন্ধকক্ষয়ে জ্ঞান হইবে—ইহা আপনি কোন্ প্রমাণদ্বারা জানিলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মসূত্রকর্ত্তা ব্যাস লিখিয়াছেন "ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ"—(ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৫১) বিদ্যাজন্ম "ঐহিকম্ অপি ভবতি," জ্ঞানোৎপত্তি ইহ জন্মেই হইতে পারে, "অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে"—প্রস্তুত প্রতিবন্ধ বা উপস্থিত বাধক না থাকিলে ; "তদ্দর্শনাৎ"—এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিবন্ধ থাকিলে যে পর্য্যন্ত না প্রতিবন্ধক্ষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, অবরুদ্ধ থাকে, সেই কারণে তাহা জন্মান্তরে হয়। কঠোপনিষদে (২।৭) এই সিদ্ধান্ত দেখা যায়। তদ্দ্বারাই জানা যায় :—

(ঙ) ইহার প্রমাণ ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিবচন।

ইহ বামুত্র বা বিদ্যেত্যেবং সূত্রকৃতোদিতম্।
শৃণ্বন্তোঽপ্যত্র বহবো যন্ন বিদুরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪

অন্বয়—ইহ বা অমুত্র বা বিদ্যা ইতি এবম্ সূত্রকৃতা উদিতম্। বহবঃ শৃণ্বন্তঃ অপি যৎ অত্র ন বিদুঃ ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—এই জন্মে অথবা অন্য জন্মে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাস এইরূপ বলিয়াছেন। আর অনেক লোকে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিয়াও প্রতিবন্ধকবশতঃ আত্মাকে এই জন্মে জানিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতিবচনও রহিয়াছে।

টীকা—জ্ঞান, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই জন্মে, ইহা পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন। কেননা, কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবে ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না ; এই জন্মেই জ্ঞান হইবে, এইরূপ আশায় লোকে শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরার্থ উক্ত সূত্রে বলা হইয়াছে—যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক, অর্থাৎ ইহজন্মেই হইতে পারে। পাছে কেহ আশঙ্কা করেন যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন

এই তিনটি ঐকান্তিক সাধন কি না—এইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন, জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অন্তরায় কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয় অর্থাৎ ভোগসাধক কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহা সূত্রকারের মত, ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিবন্ধক থাকিলে, এই জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না ; তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—"আর অনেক লোকে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিয়াও" ইত্যাদি। সেই শ্রুতি বচনটি এই—[শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠ উ, ২।৭] বহুলোকে সাম্পরায়কে (অর্থাৎ পরলোকবিষয়ে) শ্রবণ করিতেও পায় না এবং বহুলোকে তাহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না, কারণ ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত (দুর্লভ)। কুশল বা অভিজ্ঞ লোকেই ইহার লব্ধা অর্থাৎ শ্রোতা হইয়া থাকে এবং "কুশলানুশিষ্ট" অর্থাৎ আত্মদর্শী, সম্পন্নসাক্ষাৎকার লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে ; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত—ইত্যাদি শ্রুতিবচন আত্মার দুর্ব্বোধতা প্রদর্শন করিতেছে। অগ্রে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে উদ্ধৃত গীতাস্মৃতিও এই অর্থ সমর্থন করিতেছে। ৩৪

ইহ জন্মে শ্রবণাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর জন্মান্তরে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় এই অর্থের শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। [গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সী ররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি—গর্ভে এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ—ঐতরেয় উ, ২।৪।৫]—আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার (অগ্নি বায়ু প্রভৃতির) বহু সংখ্যক জন্ম সম্যগ্রূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক আয়সী (লৌহময়ী) পুরী (শরীর) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থান কালেই (নবম মাসে) এই কথা বলিয়াছিলেন :—

(চ) ইহ জন্মে শ্রবণাদিযুক্তের অন্য জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি : তদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তসহিত শ্রুতিবচন।

গর্ভএব শয়ানঃ সন্ বামদেবোঽববুদ্ধবান্।
পূর্ব্বাভ্যস্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাদিষু॥ ৩৫

অন্বয়—গর্ভে এব শয়ানঃ সন্ বামদেবঃ পূর্ব্বাভ্যস্তবিচারেণ অববুদ্ধবান্ : যদ্বৎ অধ্যয়নাদিষু।

অনুবাদ—মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকিয়াই বামদেব ঋষি পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত বিচারের ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; যেমন অধ্যয়নবিষয়ে দেখা যায় পূর্ব্বকৃত অভ্যাসের ফলে লোকে কালান্তরে বুঝিতে (বা স্মরণ করিতে) পারে।

টীকা—যে জ্ঞান ইহ জন্মে উৎপন্ন হইল না, তাহার কালান্তরে উৎপত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন অধ্যয়ন বিষয়ে" ইত্যাদি। ৩৫

এই শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তটিকে সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা।

বহুবারমধীতেঽপি যদা নায়াতি চেৎ পুনঃ।
দিনান্তরেঽনধীত্যৈব পূর্ব্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্॥ ৩৬

অন্বয়—বহুবারম্ অধীতে অপি যদা ন আয়াতি চেৎ, পুনঃ দিনান্তরে অনধীতা এব পুমান্ পূর্ব্বাধীতম্ স্মরেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অনেকবার অধ্যয়ন করিয়াও যখন বেদবচন স্মৃতি পথে না আসে, তখন পরে অন্যদিনে অধ্যয়ন বিনাই পূর্ব্বাধীত বেদবাক্যকে লোকে স্মরণ করিতে পারে। সেই প্রকার ইহ জন্মে অনুৎপন্ন জ্ঞানের কালান্তরে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩৬

৩৫ সংখ্যকশ্লোকোক্ত 'আদি' শব্দদ্বারা সূচিত অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঘ) শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

কালেন পরিপচ্যন্তে কৃষিগর্ভাদয়ো যথা।
তদ্বদাত্মবিচারোঽপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে॥ ৩৭

অন্বয়—যথা কৃষিগর্ভাদয়ঃ কালেন পরিপচ্যন্তে, তদ্বৎ আত্মবিচারঃ অপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে।

অনুবাদ—যেমন ক্ষেত্ররোপিত বীজ এবং গর্ভাহিত বীর্য্য কালক্রমে পরিপাক লাভ করে,—ফলবান হয় এবং জীবাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মতত্ত্ববিচারও কালক্রমে ধীরে ধীরে পরিপাক লাভ করিয়া জ্ঞানরূপ ফলান্বিত হয়।

টীকা—দৃষ্টান্তে কথিত অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—"সেই প্রকার আত্মতত্ত্ববিচারও" ইত্যাদি। ৩৭

১। অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক বর্ণন।

তত্ত্বের বিচার বহুবার অনুষ্ঠিত হইলেও প্রতিবন্ধক থাকিলে, সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না; বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যও এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) তত্ত্ববিচারের পরেও প্রতিবন্ধক থাকিলে, সাক্ষাৎকারের অনুৎপত্তি বার্ত্তিককারের সূচনা।

পুনঃ পুনঃ বিচারেঽপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ।
ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যেতদ্বার্ত্তিকে সম্যগীরিতম্॥ ৩৮

অন্বয়—পুনঃ পুনঃ বিচারে অপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ তত্ত্বম্ ন বেত্তি ইতি এতৎ বার্ত্তিকে সম্যক্ ঈরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—বার বার বিচার করিলেও তিনপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না—এই কথা বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্যকর্ত্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে। ৩৮

সেই বার্ত্তিকশ্লোক এই ধ্যানদীপগ্রন্থে ৩৯ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত শ্লোকরূপে* পাঠ করিতেছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্ব জন্মে অনুৎপন্ন জ্ঞান কেন বর্ত্তমান জন্মে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

* ৩৯ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত এই শ্লোকই বার্ত্তিকশ্লোক বলিয়া টীকাকার রামকৃষ্ণকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু ৩৯ ও ৪০ এই শ্লোক দুইটী [illegible] বার্ত্তিকের [illegible] শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয়। [illegible] আনন্দগিরিবিরচিত টীকার অনুবাদ [illegible]

(খ) উদাহরণসহিত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধ-প্রতিপাদক বার্ত্তিকের পাঠ।

কুতস্তজ্জ্ঞানমিতিচেত্তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ।
অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততেঽথবা॥ ৩৯

অন্বয়—(প্রশ্ন) কুতঃ তৎ জ্ঞানম্ ইতি চেৎ ? (উত্তর) তৎ হি বন্ধপরিক্ষয়াৎ। অসৌ অপি চ ভূতঃ বা ভাবী বা অথবা বর্ত্ততে। (সম্বন্ধবার্ত্তিক ২৯৪ শ্লোক)

অনুবাদ—পূর্ব্বজন্মে অনুৎপন্নজ্ঞান কেন বর্ত্তমান জন্মে উৎপন্ন হয় ? যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা কর তবে বলি—(সিদ্ধান্তীর উত্তর)—সেই জ্ঞান প্রতিবন্ধের ক্ষয় হইলেই উৎপন্ন হয়। এই প্রতিবন্ধক আবার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ অথবা বর্ত্তমান।

টীকা—"বন্ধঃ"—প্রতিবন্ধ ; তাহার "পরিক্ষয়ঃ"—নিঃশেষে বিনাশ। সেই প্রতিবন্ধ আবার অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার। এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত টীকা—(সম্বন্ধবার্ত্তিকের টীকা হইতে)—সেই তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয় না, কেননা, শাস্ত্রশ্রবণ করিয়াও কাহার কাহার তত্ত্বোপলব্ধি হয় না ; আর (শাস্ত্রশ্রবণ ব্যতীত) সেই জ্ঞানের উৎপাদক আর অন্য কোনও কারণ বা হেতু নাই—এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তাহা হইলে কোথা হইতে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় ? এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন :—"তৎ হি বন্ধপরিক্ষয়াৎ"—যাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছে তাঁহারই শ্রবণাদিবশে তত্ত্বজ্ঞান হয়। ভাল, এই প্রতিবন্ধ অতীতকালিক ভবিষ্যৎকালিক অথবা বর্ত্তমানকালিক ? তাহা অতীতকালিক নহে, কেননা, অতীতকালিক প্রতিবন্ধ বর্ত্তমানকালিক জ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, যেহেতু যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার প্রতিবন্ধকতাও নাই। তাহা ভবিষ্যৎকালিকও নহে, যাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই তাহার প্রতিবন্ধক হওয়া সম্ভব নহে। তাহা বর্ত্তমানকালিকও নহে, কেননা, যে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়ের অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাহার যে কোনও প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ নাই ; এইরূপে আশঙ্কা উঠাইতেছেন। ৩৯

ভাল, প্রতিবন্ধ এই তিন প্রকারেরই হইল। তাহা হইতে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত প্রতিবন্ধবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব হি দর্শিতম্॥ ৪০

অন্বয়—অধীতবেদবেদার্থঃ অপি অতঃ এব ন মুচ্যতে। হি (যতঃ) হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাৎ ইদম্ এব দর্শিতম্।

অনুবাদ—বেদ ও বেদার্থ অধ্যয়ন করিলেও কোনও লোকে ইহারদ্বারাই মুক্ত

হইল। অবশিষ্ট ৩টি শ্লোকের অর্থ আংশিকভাবে "বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকসারে"র ২০০ হইতে ২০৩ এই চারিটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়—"নৈব ; বিদ্যোদয়ো নাস্তি প্রতিবন্ধকং বিনা। অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে। ২০০। প্রতিবন্ধশ্চ ত্রৈবিধ্যং ... । ... নির্ণয়ম্। ২০১। প্রতিবন্ধো ... ভাবী ত্রিধা মতঃ। ... বোধনাৎ। ২০২। বর্ত্তমানোঽপি ... যে তত্ত্বং নৈব ... বিরুদ্ধঃ। ২০৩। পঞ্চদশীর ৪১ হইতে ৪৫ এই পাঁচটি শ্লোক বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে পাওয়া গেল না। ... হইতে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত দেখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি ... বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

হইয়া যায় না, যেহেতু হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্ত দিয়া শ্রুতি এই অর্থই দেখাইয়াছেন। সেইহেতু প্রতিবন্ধক থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

টীকা—"অতঃ এব"—ইহার দ্বারাই অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকিলে, তদ্দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয় না, ইহা (ছান্দোগ্য উ, ৮৷৩৷২) শ্রুতিকর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে :—[তদ্ যথা হিরণ্যনিধিম্ নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞাঃ উপর্যুপরি সঞ্চরন্তঃ ন বিন্দেয়ুঃ এবম্ এব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতম্ ব্রহ্মলোকম্ ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ]—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে যাহারা নিধিক্ষেত্র জানে না—অর্থাৎ কোন্ স্থানে নিধি বা গচ্ছিত ধন ভূগর্ভে রক্ষিত আছে জানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করে না—কেননা, তাহাদের সত্যকামনাসমূহ অনৃত অর্থাৎ বিষয়াভিলাষজনিত, অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে।

এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত টীকা (সম্বন্ধবার্ত্তিকের টীকা হইতে)—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক যে থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া উক্ত আশঙ্কার উত্তর দিতেছেন :—"অধীতবেদার্থঃ অপি অতঃ ন মুচ্যতে এব"—জ্ঞানোৎপত্তির সমস্ত সামগ্রী (উপকরণ) বিদ্যমান থাকিলেও, কোন কোন স্থানে জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায় না ; সেই কারণেই তাহা উপস্থিত প্রতিবন্ধকবশতঃ। ইহা ৩৷৪৷৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র এবং (৩৬ শ্লোকে উদ্ধৃত) কঠ শ্রুতিবচনরূপ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ। পূর্ব্বোপার্জ্জিত পাপবিশেষ যে উক্ত প্রতিবন্ধক ঘটায়, তদ্বিষয়ে অর্থাপত্তি প্রমাণ দেখাইয়া শ্রৌত প্রমাণ দিতেছেন ; হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্ত দিয়া (ছান্দোগ্য উ ৮৷৩৷২) শ্রুতি এই অর্থই বুঝাইয়াছেন। শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিলেও জ্ঞানোৎপত্তির যে এই প্রতিবন্ধক, ইহাকেই 'পাপ' বলা হইয়া থাকে। [তদ্‌যথা ....প্রত্যূঢ়াঃ—ছান্দোগ্য উ, ৮৷৩৷২ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত] এই বচনদ্বারা শ্রুতি প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ৪০

ভাল, যে বস্তু স্বয়ং অতীত হইয়াছে, তাহা যে প্রতিবন্ধকতা করে এরূপ ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) অতীত প্রতিবন্ধকের উদাহরণ ; নিবৃত্তির উপায়। অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধতঃ।
ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রগীয়তে ॥ ৪১

অন্বয়—অতীতেন অপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধতঃ ভিক্ষুঃ তত্ত্বম্ ন বেদ ইতি গাথা লোকে প্রগীয়তে।

অনুবাদ—পূর্ব্বকালে অনুশীলিত মহিষীস্নেহবশতঃ কোন সন্ন্যাসী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই—এই মর্ম্মের এক গাথা লোকসমাজে গীত হইয়া থাকে।

টীকা—কোন সন্ন্যাসী পূর্ব্বে গার্হস্থ্যাশ্রমে মহিষীর প্রতি স্নেহ করিয়া পরে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেও, সেই স্নেহ হইতে উৎপন্ন প্রতিবন্ধকবশতঃ, তত্ত্বজ্ঞান গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও তাহা ধরিতে পারেন নাই—এই মর্ম্মের "গাথা লোকে প্রগীয়তে"—এক গল্প বা গীত লোকসমাজে প্রচলিত আছে বা গীত হইয়া থাকে, কিন্তু পুরাণাদিতে পঠিত দেখিতে পাওয়া যায়

না।) এই টীকায় রামকৃষ্ণ 'মহিষী' শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করেন নাই। আচার্য্য পীতাম্বর 'মহিষী' শব্দে 'পশু বিশেষ' বুঝিয়াছেন; অচ্যুতরায় বুঝিয়াছেন "কৃতাভিষেকা মহিষী" অর্থাৎ—রাজপত্নী। ৪১

— তাহা হইলে সেই প্রকার অতীতপ্রতিবন্ধকগ্রস্ত সন্ন্যাসীর কি প্রকারে জ্ঞান উৎপন্ন হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অনুস্মৃত্য গুরুঃ স্নেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্।
ততো যথাবদ্বেদৈষ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ ॥ ৪২

অন্বয়—গুরুঃ মহিষ্যাম্ স্নেহম্ অনুস্মৃত্য তত্ত্বম্ উক্তবান্; ততঃ এষঃ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ যথাবৎ বেদ। –

অনুবাদ—গুরু সেই সন্ন্যাসীর মহিষীতে সঞ্জাত স্নেহের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করিলেন। তদনন্তর প্রতিবন্ধক্ষয় হইলে, সেই সন্ন্যাসীর শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই জ্ঞান জন্মিল।

টীকা—"গুরুঃ"—সেই সন্ন্যাসীর তত্ত্বোপদেষ্টা, "মহিষ্যাম্ স্নেহম্ অনুস্মৃত্য"—সেই মহিষীর প্রতি স্নেহের অনুসরণ করিয়া (তাহার স্বরূপানুসন্ধানক্রমে) "তত্ত্বম্ উক্তবান্"—মহিষীরূপ উপাধি যাঁহার, সেই ব্রহ্মের উপদেশ করিলেন। "ততঃ"—তদনন্তর সেই সন্ন্যাসীও মহিষীস্নেহরূপ প্রতিবন্ধকের বিনাশে গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব, "যথাবৎ"—শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই, জানিতে পারিলেন। অচ্যুতরায় 'মহিষী' শব্দে রাজপত্নী বুঝিয়াছেন বলিয়া "অনুস্মৃত্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সন্ন্যাসী গুরুপ্রেম ব্যক্ত করিয়া সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, সেইহেতু তাহার প্রতি প্রীত হইয়া, মহিষীতে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা তত্ত্বোপদেশ করিলেন। ৪২

এই প্রকারে অতীতপ্রতিবন্ধক বুঝাইয়া বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক বুঝাইতেছেন :—

(৩) বর্ত্তমানপ্রতিবন্ধক চারিপ্রকার; তাহাদের নিবৃত্তির উপায়।

প্রতিবন্ধো বর্ত্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ ॥ ৪৩

অন্বয়—বর্ত্তমানঃ প্রতিবন্ধঃ—(১) বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ (২) প্রজ্ঞামান্দ্যম্, (৩) কুতর্কঃ, (৪) বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ চ।

অনুবাদ—বর্ত্তমানপ্রতিবন্ধক বিষয়াসক্তিরূপ, বুদ্ধির মন্দতা, কুতর্ক, ও বিপরীত-বুদ্ধিতে যুক্তিহীন আগ্রহ।

টীকা—বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের মধ্যে প্রথমটি, বিষয়ে অর্থাৎ বিষয়ভোগে চিত্তের আসক্তিরূপ; দ্বিতীয়টি, শাস্ত্রের গ্রহণে ও ধারণে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাভাব; তৃতীয়টি, শুষ্কতর্কনিপুণতাহেতু শ্রুতি-তাৎপর্য্যের অন্যথাকল্পনা; চতুর্থটি, বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মাকে কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ধারণায় দুরাগ্রহ—যুক্তিরহিত অভিনিবেশ; ইহাদের একটিমাত্র থাকিলে জ্ঞানোদয় হয় না, ইহাই অর্থ। ৪৩

এই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকেরও নিবৃত্তি কোন্ উপায়ে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্রতত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্।
নীতেঽস্মিন্ প্রতিবন্ধেঽতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্নুতে ॥ ৪৪

অন্বয়—তত্র তত্র উচিতৈঃ শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈঃ চ অস্মিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষয়ম্ নীতে অতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—যেরূপ প্রতিবন্ধক, তদনুরূপ শমদমাদির এবং শ্রবণমননাদির সাধন দ্বারা বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের বিনাশ হইলে, সেই প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির দ্বারাই সাধক প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে।

টীকা—"শমাদ্যৈঃ"—[তস্মাদ্ এবম্বিৎ শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানম্ পশ্যতি সর্ব্বম্ আত্মানম্ পশ্যতি—বৃহদা উ, ৪।৪।২৩]—অতএব এবম্বিধ মহিমজ্ঞ পুরুষ শান্ত (অন্তঃকরণজয়ী) দান্ত (হস্তপদাদি-ইন্দ্রিয়সংযমী) উপরত (বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত), তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু) এবং সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন—কারণ তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। আর—[আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রেয়ি—বৃহদা উ, ২।৪।৫]—অতএব হে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বাধিকপ্রিয় আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে তাহার স্বরূপ জানিবে, তর্কদ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ করিবে, তাহার পর নিঃসংশয়রূপে তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে—এই শ্রুতিদ্বয়ে যথাক্রমে কথিত শমদমাদি এবং শ্রবণমননাদিদ্বারা; "তত্র তত্র"—সেই সেই প্রতিবন্ধকের নিবর্ত্তনে, "উচিতৈঃ"—যোগ্যসাধনসমূহদ্বারা, সেই সেই "প্রতিবন্ধে ক্ষয়ম্ নীতে"—প্রতিবন্ধকের বিনাশ সম্পাদিত হইলে, "অতঃ"—সেই প্রতিবন্ধবিনাশদ্বারাই "স্বস্য ব্রহ্মত্বম্ অশ্নুতে"—সাধক প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে। ৪৪

এক্ষণে ভাবী প্রতিবন্ধক বুঝাইতেছেন :—

(চ) আগামি প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তির কালনিয়ম নাই।

আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ।
একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ॥ ৪৫

অন্বয়—আগামিপ্রতিবন্ধঃ চ বামদেবে সমীরিতঃ, (সঃ) একেন জন্মনা ক্ষীণঃ; ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ ক্ষীণঃ।

অনুবাদ—বামদেবকে লইয়া ভাবিপ্রতিবন্ধ বুঝান হইয়াছে। বামদেবের সেই প্রতিবন্ধ এক জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; আর ভরতের তিনজন্ম লাগিয়াছিল।

টীকা—"আগামিপ্রতিবন্ধঃ"—প্রারব্ধ কর্ম্মফলের শেষ যাহা জন্মান্তরের কারণ হয়, তাহা ভোগ বিনা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তাহার নিবৃত্তির কালনিয়ম নাই। ইহাই বলিতেছেন :—"বামদেবের সেই প্রতিবন্ধক" ইত্যাদি। বামদেবের সেই প্রতিবন্ধক একজন্মেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; ভরতের প্রতিবন্ধক "নাশ পাইতে" জড়ভরতরূপে জন্মগ্রহণ পর্য্যন্ত তিনজন্ম লাগিয়াছিল। "নাশ পাইতে" ইত্যাদি অর্থ পূর্ব্বোক্ত 'ক্ষীণ' শব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে। ৪৫

ভাল, এক জন্মে প্রতিবন্ধনাশ হইল এবং তিন জন্মে প্রতিবন্ধনাশ হইল, এই প্রকারে ভাবিপ্রতিবন্ধনিবৃত্তির কালনিয়ম আপনিই ত' করিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) প্রতিবন্ধনিবৃত্তির কালনিয়ম না থাকিলেও পূর্ব্বকৃত বিচার ব্যর্থ হয় না।

যোগভ্রষ্টস্য গীতায়ামতীতে বহুজন্মনি।
প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তো ন বিচারোঽপ্যনর্থকঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—গীতায়াম্ যোগভ্রষ্টস্য বহুজন্মনি অতীতে প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তঃ, বিচারঃ অপি অনর্থকঃ ন।

অনুবাদ—ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে, যোগভ্রষ্ট পুরুষের অনেক জন্ম অতীত হইলে প্রতিবন্ধক্ষয় হয়; তাহা হইলে বিচারও নিষ্ফল হইয়া যায় না।

টীকা—"যোগভ্রষ্টঃ"—যাঁহার বিচারের, তত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ফলে পর্য্যবসান হয় নাই। (শঙ্কা)—ভাল, তাহা হইলে ত' তত্ত্ববিচার নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তাহা হইলে বিচারও" ইত্যাদি। প্রতিবন্ধনিবৃত্তির পরেই অপরোক্ষজ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া, পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত বিচার নিষ্ফল হয় না। এস্থলে নিগূঢ় তত্ত্বটি এই—কোনও একটি কর্ম্ম অনেক জন্মের হেতু হইতে পারে; যেমন একই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপকর্ম্ম নরকদুঃখানুভবের পর, কুকুর, সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেক জন্মের হেতু হয় এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, কার্ত্তিকস্বামীর সাক্ষাৎকাররূপ পুণ্যকর্ম্ম, সাতবার ধনাদিবিভূতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণজন্মের হেতু হয়—শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। এই প্রকারে অনেক জন্মের হেতু কোন এক কর্ম্ম, প্রারব্ধরূপে পরিণত হইয়া ফলের আরম্ভক হয়। তাহাই আগামী প্রতিবন্ধ। শ্রবণাদিবিচাররূপ জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত কোনও মুমুক্ষুর এই প্রকার প্রতিবন্ধক থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। এইহেতু এইরূপ কর্ম্মের ফলরূপ জন্মসমূহের চরম জন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, মানিতে হইবে, কেননা, ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ বিনা ক্ষয় নাই; ইহা ঈশ্বরসঙ্কল্প। আর [ন হি তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি—বৃহদা উ, ১।৪।৬; অত্র এব সমবনীয়ন্তে—ঐ ৩।২।১১]—তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না; পরন্তু এখানেই স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলয়—অভিন্নভাব—প্রাপ্ত হয়। [তস্য তাবৎ এব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে ইতি—ছান্দোগ্য উ ৬।১৪।২]—তাঁহার সেই পর্য্যন্তই মোক্ষলাভের বিলম্ব, যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাহার পর অর্থাৎ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হন। এইরূপ শ্রুতিবচনপ্রমাণে জ্ঞানীর জন্মান্তর নাই, ইহাই জ্ঞানের মহিমা। তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী কোনও জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে, স্বীকার করিলে এবং সেইহেতু অবশিষ্ট জন্মগ্রহণ করিতে হয় না মানিলে, প্রারব্ধব্যর্থতা এবং সেইহেতু ঈশ্বরসঙ্কল্পভঙ্গ হয়। আবার জ্ঞানীর অর্থাৎ জ্ঞান হইবার পরেও জন্মান্তর মানিলে, জ্ঞানমহিমা ভঙ্গ হয়। এই উভয়প্রকার অবাঞ্ছিত ফল মানিতে হয়; এইহেতু চরম জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করাই সঙ্গত; কেননা, তদ্দ্বারা দুইদিক রক্ষা হয়—ঈশ্বরসঙ্কল্পভঙ্গের এবং জ্ঞানমহিমাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না এবং পূর্ব্বকৃত বিচারও ব্যর্থ হয় না, সফল হয়। ৪৬

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৫ শ্লোকে প্রতিপাদিত অর্থ (কিঞ্চিৎ পদপরিবর্ত্তন করিয়া) এস্থলে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে প্রদর্শন করিয়াছেন:—

(জ) গীতায় প্রতিপাদিত যোগভ্রষ্টদিগের ফলদর্শন।

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাঁল্লোকানাত্মতত্ত্ববিচারতঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে সাভিলাষোঽভিজায়তে ॥ ৪৭

অন্বয়—আত্মতত্ত্ববিচারতঃ (গীতায়—উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ) পুণ্যকৃতান্ লোকান্ প্রাপ্য সাভিলাষঃ (গীতায়—যোগভ্রষ্টঃ) শুচীনাম্ শ্রীমতাম্ গেহে অভিজায়তে।

অনুবাদ—সাধক বা যোগভ্রষ্ট আত্মতত্ত্ববিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের স্বর্গবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, যদি ঐহিক ভোগাকাঙ্ক্ষামুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শুচি ধনবান লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

টীকা—যিনি যোগভ্রষ্ট, তিনি, "আত্মতত্ত্ববিচারতঃ"—আত্মতত্ত্ববিষয়ক শ্রবণাদিরূপ ব্রহ্মাভ্যাস নামক বিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের অর্থাৎ অশ্বমেধাদিযাজিগণের, "লোকান্ প্রাপ্য" —স্বর্গবিশেষ লাভ করিয়া, (সেই সেই স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া সুখানুভব করিয়া, সেই ভোগের অবসানে), "সাভিলাষঃ চেৎ"—যদি ঐহিকভোগের বাসনানির্মুক্ত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে এই লোকে "শুচীনাম্"—শুদ্ধকুল হইতে আগত মাতা এবং শুদ্ধকুলোদ্ভব পিতা হইতে উৎপন্ন ধনিগণের, "গেহে"—কুলে, জন্মলাভ করেন। ৪৭

অন্যপক্ষের অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত যোগভ্রষ্টের কথা বলিতেছেন :—

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
নিস্পৃহো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্তদ্ধি দুর্লভম্॥ ৪৮

অন্বয়—অথবা নিস্পৃহঃ ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাৎ এব ধীমতাম্ যোগিনাম্ কুলে ভবতি ; তৎ হি দুর্লভম্। (গীতায় শেষার্দ্ধ—এতৎ হি দুর্লভতরম্ লোকে জন্ম যদ্ ঈদৃশম্।)

অনুবাদ—পক্ষান্তরে, যদি কামনাশূন্য হন, তবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারদ্বারা লব্ধ-সুবুদ্ধি যোগিগণের কুলে জন্মলাভ করেন, যেহেতু সেই জন্ম দুর্লভ।

টীকা—"নিস্পৃহঃ"—আর তিনি যদি অতিবৈরাগ্যবান্ হন, তাহা হইলে, "ব্রহ্মতত্ত্ববিচারাৎ এব ধীমতাম্"—ব্রহ্মতত্ত্ববিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ের বিচারযুক্ত, এইরূপ বুদ্ধিমান, "যোগিনাম্"—একাগ্রতাযুক্ত যোগিপুরুষদিগের, "কুলে ভবতি"—বংশে জন্মগ্রহণ করেন,—ইহাই অর্থ। প্রথম পক্ষ হইতে এই দ্বিতীয় পক্ষের বিশেষ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"হি"—যেহেতু, "তৎ"—সেই যোগিকুলে জন্ম, "দুর্লভম্"—অল্পপুণ্যে লাভ করা যায় না ; সেইহেতু প্রথম পক্ষ হইতে তাহার বিশিষ্টতা। ৪৮

সেই যোগিকুলে জন্মে দুর্লভতা উপপাদন করিতেছেন :—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্ধি দুর্লভম্॥ ৪৯

অন্বয়—হি তত্র পৌর্বদেহিকম্ তম্ বুদ্ধিসংযোগম্ লভতে, চ ততঃ ভূয়ঃ যততে, তস্মাৎ এতৎ দুর্লভম্। (গীতায়—সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন)।

অনুবাদ—যেহেতু সেই জন্মে তৎপূর্ব্বদেহে উৎপন্ন বুদ্ধির সংযোগ প্রাপ্ত হন এবং সেইহেতু অধিক প্রযত্ন করেন, সেই কারণে এই জন্ম দুর্লভ।

টীকা—"হি"—যেহেতু, "তত্র"—সেই যোগিকুলে লব্ধ জন্মে, "পৌর্বদেহিকম্"—পূর্ব্বদেহে উৎপন্ন, "তম্ বুদ্ধিসংযোগম্ লভতে"—তত্ত্ববিচারবিষয়কবুদ্ধির সম্বন্ধ শীঘ্র প্রাপ্ত হন। কেবল যে

বুদ্ধিসম্বন্ধমাত্র লাভ করেন এরূপ নহে, কিন্তু, "ততঃ"—সেই পূর্ব্বপ্রযত্ন অপেক্ষা, "ভূয়ঃ যততে"—অধিক প্রযত্ন করিয়া থাকেন. "তস্মাৎ এতৎ জন্ম দুর্লভম্"—সেই কারণে এই যোগিকুলে জন্ম দুর্লভ। মধুসূদনস্বামী—'দুর্লভ' স্থানে গীতার 'দুর্লভতর' পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—শুচি শ্রীমান রাজগণের কুলে যোগভ্রষ্টের যে জন্ম, তাহা দুর্লভ বটেই, কেননা, তাহা অনেক পুণ্যসঞ্চয়-সাধ্য এবং মোক্ষেই তাহার পর্য্যবসান, যেমন ভোগবাসনার শেষ থাকা হেতু অজাতশত্রু জনক ইত্যাদির জন্ম। কিন্তু দরিদ্র ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের কুলে যে জন্ম, ইহা শুকাদির প্রসিদ্ধ জন্মের ন্যায় দুর্লভতর—দুর্লভ হইতেও দুর্লভ, যেহেতু তাহা ভোগবাসনাশূন্য বলিয়া সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্য এবং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের যোগ্য। ৪৯

অভ্যাসে অধিক প্রযত্নের কারণ বলিতেছেন :—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ৫০

অন্বয়—সঃ তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব হি অবশঃ অপি হ্রিয়তে—(গীতার ৬।৪৪ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ।) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাম্ গতিম যাতি—(গীতার ৬।৪৫ শ্লোকের শেষার্দ্ধ।)

অনুবাদ— যোগভ্রষ্ট সেই পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া, আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই প্রকারে অনেক জন্মে সম্যক্ সিদ্ধ হইয়া—সিদ্ধির পূর্ণতা লাভ করিয়া—সেই জ্ঞানজনিত পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা—সেই যোগভ্রষ্ট, "তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব হি অবশঃ অপি হ্রিয়তে"—সেই পূর্ব্বাভ্যাসদ্বারা অপহৃতস্বাতন্ত্র্য হইয়াই, "হ্রিয়তে"—আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। মধুসূদনস্বামী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন (সিন্ধুপারের) অশ্বচোর বহুরক্ষিমধ্যে রক্ষিত অশ্ব-অশ্বতরাদিকে, তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও, সকল রক্ষিরক্ষণ চেষ্টা বিফল করিয়া, অসাধারণ কৌশলে তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ; তদনন্তর, 'কখন হরণ করিয়া লইয়া গেল ?'—এইরূপ বিচারানুসন্ধান হয় ; এইরূপ যোগভ্রষ্ট অনেক জ্ঞানপ্রতিবন্ধকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও, এবং স্বয়ং ইচ্ছা না করিলেও, বলবান্ জ্ঞানসংস্কার, নিজের অসামান্যসামর্থ্যবশতঃ সমস্ত প্রতিবন্ধককে পরাজয় করিয়া, তাঁহাকে আত্মবশে আনিয়া থাকে, ইহাই চৌর্য্যার্থক 'হৃ' ধাতুর দ্বারা সূচিত হইয়াছে ; যেমন রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন স্বয়ং পূর্ব্বসংস্কারপ্রবলতাবশতঃ জ্ঞানোন্মুখ হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গীতার এই ৪৪ শ্লোকের ভাষ্যে ইহার সূক্ষ্মকারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন— যখন যোগাভ্যাসজনিত, সংস্কারের প্রভাবে যোগভ্রষ্টকর্ত্তৃক অধিকতর বলবান্ (প্রবলতর প্রারব্ধসমানীত) অধর্ম্মাদিরূপ কর্ম্ম, অনুষ্ঠিত হয় না, তখন সেই যোগাভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ, যোগভ্রষ্ট অপহৃতস্বাতন্ত্র্য হইয়া সংসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত হন ; আর যখন বলবত্তর অধর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন বলবত্তর অধর্ম্মদ্বারা যোগজনিত সংস্কার পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্ধ থাকে ; পরাভবের অবসান হইলেই আপনিই কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকে ; দীর্ঘকালব্যাপী পরাভবেও তাহার বিনাশ নাই—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি"। এইহেতু যোগভ্রষ্ট, পরাভবনাশে প্রযত্নাধিক্য করিতে আরম্ভ করেন। ৫০

অত আগামিপ্রতিবন্ধ দেখাইতেছেন :—

(ঝ) অন্য আগামি-প্রতিবন্ধক বর্ণন।

ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াং সম্যক্ সত্যাং নিরুধ্য তাম্।
বিচারয়েদ্ য আত্মানং ন তু সাক্ষাৎকরোত্যয়ম্॥ ৫১

অন্বয়—ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াম্ সম্যক্ সত্যাম্ তাম্ নিরুধ্য যঃ আত্মানম্ বিচারয়েৎ, অয়ম্ তু ন সাক্ষাৎকরোতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা দৃঢ় হইয়া থাকিলেও, সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া যিনি আত্মতত্ত্ববিচার করেন তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে না। ৫১

ভাল, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অভিলাষীর কি কোনও কালে মুক্তি হইবে না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি শাস্ত্রতঃ।
ব্রহ্মলোকে স কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে॥ ৫২

অন্বয়—বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ ইতি শাস্ত্রতঃ সঃ ব্রহ্মলোকে কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে।

অনুবাদ—"বেদান্তের বিজ্ঞান বা অনুভবদ্বারা যে সকল যতি, সম্যক্‌প্রকারে পরমাত্মতত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ, সেই সাধক ব্রহ্মলোকে কল্পের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যান।

টীকা—[বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥ মুণ্ডক উ ৩।২।৬ষ্ঠ মন্ত্র] সেই মন্ত্রের অর্থ—(চতুর্থ মন্ত্রে বর্ণিত) বলাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া যাঁহারা পরমার্থলাভের জন্য যত্ন করেন, সেই যতিগণ, মহাবাক্য বিচারজনিত জ্ঞানলভ্য যে পরমাত্মস্বরূপ বস্তু, তদ্বিষয়ে সংশয়বিপর্যায়রহিত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং শ্রবণাদি নিষ্ঠারূপ যোগের দ্বারা, রাগাদিমলনির্ম্মুক্তচিত্ত হইয়া, ব্রহ্মলোকে লিঙ্গশরীরভঙ্গরূপ চরমমরণসময়ে অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার অন্তকালে, ব্রহ্মার দ্বারা প্রদত্ত অথবা স্বতঃ উৎপন্ন, জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মাত্মভূত হইয়া ব্রহ্মে সর্ব্বোপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক একতাপ্রাপ্ত হন।' "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"—* প্রতিসঞ্চরে (involution এ—কার্য্যসমূহ নিজ নিজ কারণে উপসংহৃত হইতে থাকিলে :) ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে মহা-প্রলয় উপস্থিত হইলে, যখন "পরস্য"—পরমেষ্ঠীর—সমষ্টিলিঙ্গ শরীরের বিকারাভিমানী হিরণ্যগর্ভের "অন্ত" অর্থাৎ অবসান হয়, তখন সেই বিকারী ব্রহ্মের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) সহিত সেই ব্রহ্মলোক নিবাসিগণ, কৃতাত্মা—'শুদ্ধবুদ্ধিঃ'—উৎপন্নসম্যগ্‌বুদ্ধি (লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান) হইয়া, (ব্রহ্মাও মোক্ষলাভ করিতে থাকিলে) তাঁহার সহিত পরমপদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়—ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের বলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৫২

এই প্রকারে তত্ত্ববিচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও প্রতিবন্ধবশে ঐ জন্মে সাক্ষাৎকার হয় না ; ইহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—যাহারা তীব্রপাপী তাহাদের পক্ষে সেইরূপ বিচারও দুর্লভ :—

* মহাভারতবচনে ভাষ্যকার কর্তৃক ৪।৩।১১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত।

কেষাঞ্চিৎ স বিচারোঽপি কর্ম্মণা প্রতিবধ্যতে।
(ঙ) বিচারের প্রতিবন্ধ। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫৩

অন্বয়—কেষাঞ্চিৎ সঃ বিচারঃ অপি কর্ম্মণা প্রতিবধ্যতে ; যঃ বহুভিঃ শ্রবণায় অপি ন লভ্যঃ ইতি (কঠ-) শ্রুতেঃ ; (কঠ উ, ২।৭)।

অনুবাদ—কাহারও কাহারও সেই বিচার তীব্র পাপবশতঃ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। "যে-পরমাত্মবস্তুকে শ্রবণ করিবারও সুযোগ অনেক লোকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না"—এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে বলিয়া, সেই উক্তি অপ্রামাণিক নহে।

টীকা—সেই তত্ত্ববিচারেও যে প্রতিবন্ধক আছে তদ্বিষয়ে শ্রুতিরূপ প্রমাণ বলিতেছেন—"যঃ"—যে-পরমাত্মবস্তুকে, "বহুভিঃ শ্রবণায় অপি ন লভ্যঃ"—অনেক লোকের পক্ষে শুনিতে পাওয়াও অতি দুর্লভ। ৫৩

নির্গুণ উপাসনার সম্ভাব্যতা, প্রকারের বিচার ও বিলক্ষণতা

১। জ্ঞানের ন্যায় নির্গুণ উপাসনার সম্ভাব্যতা ও প্রকার।

এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোকসমূহদ্বারা বলা হইল—প্রতিবন্ধক থাকিতে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার এবং তাহার সাধনরূপ বিচার সম্ভব নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—বিচারে অসমর্থ অথচ মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-সাধনেচ্ছু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি? তাহার উত্তর পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২৮ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে যে, বিচারে অসমর্থ মানব গুরুমুখ হইতে যথাযোগ্য উপাসনাপ্রকার শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবেন। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞারই উপপাদন করিতেছেন :—

(ক) বিচারাসমর্থ অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাপ্যসম্ভবাৎ।
পুরুষের কর্ত্তব্য। যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাৎ বা সামগ্র্যাঃ অসম্ভবাৎ অপি বা, যঃ বিচারম্ ন লভতে, সঃ অনিশম্ ব্রহ্ম উপাসীত।

অনুবাদ—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অত্যন্তাভাবপ্রযুক্ত অথবা উপযুক্ত দেশ, কাল, উপদেষ্টা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত, যে ব্যক্তি বিচার লাভ করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মের উপাসনা করিতেই থাকিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তনরত থাকিবে।

টীকা—"সামগ্র্যাঃ অসম্ভবাৎ"—সামগ্রীর অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর, অধ্যাত্মশাস্ত্রের অথবা অনুকূল দেশ কাল ইত্যাদির অপ্রাপ্তি হইলে। ৫৪

ভাল, নির্গুণব্রহ্মতত্ত্ব গুণরহিত বলিয়া তাহার উপাসনা ও অনুষ্ঠানের অসাধ্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'উপাসনা' শব্দে প্রত্যয়ের আবৃত্তি বুঝায় ; সেইহেতু সগুণব্রহ্মে প্রত্যয়ের আবৃত্তি যেরূপ সম্ভব, নির্গুণব্রহ্মে প্রত্যয়ের আবৃত্তি সেইরূপই সম্ভব বলিয়া 'উপাসনা' অসম্ভব নহে :—

(খ) নির্গুণব্রহ্মের উপাসনার সম্ভাব্যতা- নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ।
প্রতিপাদন। সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥ ৫৫

অন্বয়—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য উপাস্তেঃ অসম্ভবঃ ন, হি (যতঃ) সগুণব্রহ্মণি ইব অত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা অসম্ভব নহে; কেননা, সগুণ-ব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মেও প্রত্যয়ের আবৃত্তি সম্ভব। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, নির্গুণব্রহ্ম ত' বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া উপাস্য হইতে পারেন না। (সমাধান) এইরূপ দোষারোপ ব্রহ্মের জ্ঞানপক্ষেও তুল্যরূপে সম্ভব, অর্থাৎ তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না বলিয়া শঙ্কা, সেই শঙ্কা ব্রহ্মজ্ঞানেও সম্ভব।

অবাঙ্মনসগম্যং তন্নোপাস্যমিতি চেত্তদা।
অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনং ন চ সম্ভবেৎ ॥ ৫৬

অন্বয়—অবাঙ্মনসগম্যম্ তৎ উপাস্যম্ ন ইতি চেৎ, তদা অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনম্ চ ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'বচন ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না'—যদি এইরূপ বল, তবে বলি তাহা হইলে বচন ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানও অসম্ভব হইবে। ৫৬

ভাল, ব্রহ্মকে বচন ও মনের অগোচররূপেই জানা যাইতে পারে, যদি এইরূপ বল, তবে বলি সেইরূপে ব্রহ্মের উপাসনাও করা যাইতে পারে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত দোষ-নিবারণ যেরূপ সম্ভব ব্রহ্মোপাসনাতেও তদ্রূপ।

বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্ত্যসৌ।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ ॥ ৫৭

অন্বয়—বাগাদ্যগোচরাকারম্ ইতি এবম্ যদি অসৌ বেত্তি, বাগাদ্যগোচরাকারম্ ইতি কুতঃ নো উপাসীত?

অনুবাদ ও টীকা—(বাদী—) বচনাদির অগোচর এই আকারেই অর্থাৎ 'ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচরস্বরূপ'—এইরূপেই লোকে ব্রহ্মকে জানিতে পারে। (সিদ্ধান্তী—) তাহা হইলে 'অবাঙ্মনসগোচরস্বরূপ-ব্রহ্ম' এই আকারেই কেন লোকে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে না পারিবে? (উত্তর) অবশ্য পারিবে। ৫৭

ভাল, ব্রহ্মকে উপাস্য বলিয়া মানিলে ব্রহ্মের সগুণতা আসিয়া পড়িবে। এইরূপ আশঙ্কা করিলে তদুত্তরে বলা যাইবে, ব্রহ্মকে বেদ্য বা জ্ঞানের যোগ্য বলিয়া মানিলে, তদ্দ্বারাও সগুণতা আসিয়া পড়িবে। তদুত্তরে যদি বল, লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বলা হয়, তবে বলি লক্ষণকেই অর্থাৎ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর।

(ঙ) উপাস্যব্রহ্মে সগুণতার শঙ্কা করিলে, জ্ঞেয়ব্রহ্মেও সগুণতা তুল্যরূপে আসিবে।

সগুণত্বমুপাস্যত্বাদ্যদি বেদ্যত্বতোঽপি তৎ।
বেদ্যং চেল্লক্ষণাবৃত্ত্যা লক্ষণং সমুপাস্যতাম্ ॥ ৫৮

অন্বয়—উপাস্যত্বাৎ যদি সগুণত্বম্, বেদ্যত্বতঃ অপি তৎ ; লক্ষণাবৃত্ত্যা বেদ্যম্ চেৎ, লক্ষণম্ সমুপাস্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল ব্রহ্মের উপাস্যতা মানিলে ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে বলি ব্রহ্মের বেদ্যতা মানিলেও সগুণতা আসিয়া পড়ে। তদুত্তরে যদি বল, লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বলা হয়, তবে বলি, লক্ষণকেই অর্থাৎ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর।

টীকা—বাদী যদি বলে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকে বেদ্য বলিয়া মানিলে ব্রহ্মে সগুণতার সম্ভাবনা ঘটিবে না, তদুত্তরে বলা যাইবে, উপাসনাও সেইরূপ লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া করা যাইবে না কেন? ইহাই বলিতেছেন—"তবে বলি লক্ষণকেই" ইত্যাদিদ্বারা। ৫৮

ভাল, শ্রুতিই ত' ব্রহ্মের উপাস্যতার নিষেধ করিতেছেন—বাদীর সিদ্ধান্ত লইয়া এই শঙ্কা দর্শন করিতেছেন :—

(চ) (শঙ্কা) শ্রুতি স্বয়ং ব্রহ্মে উপাস্যতার নিষেধ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বং ন ত্বিদং যদুপাসতে।
ইতি শ্রুতেরুপাস্যত্বং নিষিদ্ধং ব্রহ্মণো যদি ॥ ৫৯

অন্বয়—"ত্বম্ তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি, যৎ তু উপাসতে ইদম্ ন" ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বম্ নিষিদ্ধম্ যদি।

অনুবাদ—"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; যাহাকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না"—এই প্রকার শ্রুতিবচনে (কেন উ. ১৫) ব্রহ্মের উপাস্যতার নিষেধ করা হইয়াছে, (যদি এইরূপ বল,)।

টীকা—[যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনো মতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—কেন উ, ১।৫]—লোকে মনদ্বারা যাঁহার সঙ্কল্প বা অবধারণ করিতে পারে না, যিনি মনকে আপনার বিষয়ীভূত করেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে: যাহাকে লোকে "এই" বলিয়া—দেশকালাবচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া—উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। শ্রুতি এইরূপে উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মতার নিষেধ করিতেছেন—ইহাই অভিপ্রায়। তুমি যাহা বাক্য ও মনের অগোচর "তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি"—তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে, "ইদম্ ন"—যৎ তু (পুরুষাঃ) উপাসতে তৎ ন বিদ্ধি—যাহাকে লোকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না—এইরূপ অর্থ পাইবার মত অন্বয় করিতে হইবে। ৫৯

(তবে বলি) শ্রুতি উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মতার যেমন নিষেধ করিয়াছেন, বেদ্য (জ্ঞেয়) বস্তুরও ব্রহ্মতার সমানভাবে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ছ) (সমাধান) উপাস্যত্বনিষেধের ন্যায় শ্রুতিকর্তৃক বেদ্যতাও তুল্যরূপে নিষিদ্ধ।

বিদিতাদন্যদেবেতি শ্রুতের্বেদ্যত্বমস্য ন।
যথা শ্রুত্যৈব বেদ্যং চেত্তথা শ্রুত্যাপ্যুপাস্যতাম্ ॥ ৬০

অন্বয়—বিদিতাৎ অন্যৎ এব ইতি শ্রুতেঃ অস্য বেদ্যত্বম্ ন। যথা শ্রুত্যৈব বেদ্যং চেৎ তথা শ্রুত্যা উপাস্যতাম্

সূক্ষ্মদর্শিভিঃ কঠ উ ৩।১২] ইত্যাদি—শ্রুত্যা এব বেদ্যম্ চেৎ, তথা [প্রজ্ঞাম্ কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহদা উ, ৪।৪।২১] ইত্যাদি শ্রুত্যা অপি উপাস্যতাম্।

অনুবাদ—'জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে এইরূপ সকল স্থূলবস্তু হইতে সেই ব্রহ্ম একেবারে পৃথক্, আবার যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তুরও উপরে অর্থাৎ তাহা হইতেও পৃথক্'—এই অর্থের শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মের বেদ্যতাও শ্রুতিকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার 'যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শনশক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মকে দর্শন করেন'—এই অর্থের শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের জ্ঞেয়তা—জ্ঞানবিষয় হইবার যোগ্যতাও—যেমন বুঝা যায়, সেইরূপ 'যিনি ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হইবেন, তিনি প্রজ্ঞা—ব্রহ্মবিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা করিবেন'—এই অর্থের শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের উপাসনযোগ্যতাও বুঝা যায়। সেইরূপ শ্রুতিবচন ধরিয়া উপাস্যতাও কর।

টীকা— অন্যৎ এব তৎ বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি—কেন উ, ১।৩—(অর্থ অনুবাদে উক্ত)—এই শ্রুতিবচন ব্রহ্মের বেদ্যতাও নিষেধ করিতেছে। এস্থলে "বিদিতাৎ" শব্দে জ্ঞানের বিষয়—সকল জ্ঞাতবস্তু হইতে, "অবিদিতাৎ" শব্দে অজ্ঞানের বিষয় সকল অজ্ঞাতবস্তু হইতে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভাল, জ্ঞানের বিষয় যে বিদিতবস্তু এবং অজ্ঞানের বিষয় যে অবিদিতবস্তু, তদুভয় হইতে ব্রহ্ম পৃথক্, শ্রুতি যখন এইরূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন ব্রহ্মকে সেইরূপই অর্থাৎ জ্ঞাত-অজ্ঞাতবস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রতিবন্দি-পরিহার-চেষ্টা দেখিয়া বলিতেছেন—উপাসনাবিষয়েও সমাধান তুল্যরূপ :—সেইরূপ "যিনি ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হইবেন" ইত্যাদিদ্বারা। ৬০

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের বেদ্যতা ত' অবাস্তব। (সমাধান) উপাস্যতাও তদ্রূপ ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ঝ) ব্রহ্মের বেদ্যতা যেমনি মিথ্যা, উপাস্যতাও তদ্রূপ ; উভয়েরে বৃত্তি ব্যাপ্তি।

অবাস্তবী বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বং তথা ন কিম্ ?
বৃত্তিব্যাপ্তির্বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বেঽপি তৎ সমম্ ॥ ৬১

অন্বয়—বেদ্যতা অবাস্তবী চেৎ ? উপাস্যত্বম্ তথা ন কিম ? বৃত্তিব্যাপ্তিঃ বেদ্যতা চেৎ উপাস্যত্বে অপি তৎ সমম্।

অনুবাদ—যদি বল ব্রহ্মের যে অবাস্তব বেদ্যতা, তাহাই স্বীকার করা হইতেছে, তবে বলি, ব্রহ্মের অবাস্তব উপাস্যতাই বা কেন স্বীকার না করা হইবে ? যদি বল বৃত্তিব্যাপ্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিই ব্রহ্মের বেদ্যতা, তবে বলি সেই বৃত্তিব্যাপ্তিই ব্রহ্মের উপাস্যতা বিষয়েও কেন অন্যরূপ হইবে ? অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাবৃত্তিকরণই উপাসনা।

টীকা—ভাল, বৃত্তির ব্রহ্মাকারতা জ্ঞান পক্ষেই চলিবে, উপাসনা পক্ষে নহে। এইরূপ

আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—পক্ষের বলে বৃত্তির ব্রহ্মাকারতা, জ্ঞান ও উপাসনা উভয় পক্ষেই সমান। ("বস্তুস্বরূপানপেক্ষং পুরুষেচ্ছামাত্রতন্ত্রং মানসপ্রবাহঃ—উপাসনা"। বস্তুর স্বরূপের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল পুরুষেচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানসপ্রবাহ—প্রত্যয়ের বা বৃত্তির প্রবাহকরণের নাম উপাসনা। অথবা "সমানপ্রত্যয়করণম্ উপাসনম্"—তুল্যরূপ প্রত্যয়ের প্রবাহকরণের নাম উপাসনা। আবার, "জ্ঞায়তে অনেন ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা বৃত্তির্জ্ঞানম্"—যাহারদ্বারা জানা যায় এইরূপে করণবাচ্যে জ্ঞা-ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া যে 'জ্ঞান' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ 'বৃত্তি'। "বৃত্তিরূপং তদবচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপং চ জ্ঞানম্"—জ্ঞান মনোবৃত্তিরূপ এবং মনোবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ ; (অর্থাৎ জ্ঞান বলিতে যেমন মনোবৃত্তি অথবা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে বুঝায় সেইরূপ উপাসনা বলিতে উপাস্যবিষয়ক প্রত্যয়ের বা মানসবৃত্তির প্রবাহকরণ বুঝায়।) এইহেতু জ্ঞান ও উপাসনা উভয়ই 'বৃত্তি'মূলক এই কথাই বলিতেছেন :—"যদি বল বৃত্তিব্যাপ্তি" ইত্যাদিদ্বারা। ৬১

যুক্তিহীন উপাসনা বা পরপক্ষদোষসূচক প্রশ্ন তোমার পক্ষেও সমান, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) যুক্তিহীন পরপক্ষ-দূষণ উভয়পক্ষেই সমান : উপাসনার প্রমাণ।

কা তে ভক্তিরুপাস্তৌ চেৎ কস্তে দ্বেষস্তদীরয়।
মানাভাবো ন বাচ্যোঽস্যাং বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ ॥ ৬২

অন্বয়—তে উপাস্তৌ কা ভক্তিঃ (ইতি) চেৎ, তে কঃ দ্বেষঃ তৎ ঈরয়। বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ অস্যাম্ মানাভাবঃ ন বাচ্যঃ।

অনুবাদ—যদি বল, হে সিদ্ধান্তিন্, উপাসনা বিষয়ে আপনার এই ভক্তি কি প্রকার? তবে বলি, হে বাদিন্, তাহাতে তোমার দ্বেষের হেতু কি? তাহাই অগ্রে বল। অনেক শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, দেখা যায় বলিয়া তাহার প্রমাণ নাই, এরূপ বলা উচিত নহে।

টীকা—ভাল, নির্গুণ উপাসনাবিষয়ে ত' প্রমাণ নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অনেক শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, নির্গুণ উপাসনার প্রমাণ নাই, এইরূপ বলা উচিত নহে ; ইহাই বলিতেছেন—"অনেক শ্রুতিতে" ইত্যাদি। ৬২

"অনেক শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা বিহিত হইয়াছে দেখা যায়"—যাহা অতীত শ্লোকে উক্ত হইল, তাহাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) নির্গুণ উপাসনার প্রমাণরূপ উপনিষদের উল্লেখ।

উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে।
মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা ॥ ৬৩

অন্বয়—উত্তরস্মিন তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নে অথ কাঠকে মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিঃ ঈরিতা।

অনুবাদ—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত শৈব্যকৃত (পঞ্চম) প্রশ্নে, কঠোপনিষদে, মাণ্ডূক্যোপনিষদে এবং অন্য অর্থাৎ তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক ইত্যাদি উপনিষদে নির্গুণ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা—নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদের প্রথম (১।১) মন্ত্রেই নির্গুণোপাসনা এইরূপে কথিত হইয়াছে :—[দেবা হ বৈ প্রজাপতিম্ অব্রুবন্ অণোঃ অণীয়াংসম্ ইমম্ আত্মানম্ ওঁকারং নঃ ব্যাচক্ষ" ইতি] এইরূপ পুরাবৃত্ত শুনা যায়—দেবতাগণ সাধনবিশেষদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া—প্রশ্ন করিবার যোগ্যতালাভ করিয়া আচার্য্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ওঁকাররূপ এই আত্মা অণু অপেক্ষাও অণু তাহা আমাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করুন (যাঁহাকে আমরা উপাসনা করিতে পারি)। এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকপ্রকার নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। আবার "শৈব্য প্রশ্নে" —প্রশ্নোপনিষদের শৈব্যপ্রশ্ন নামক পঞ্চম প্রশ্নে (প্রশ্ন উ ৫।৫) [যঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাত্রেণ ওঁমিত্যনেন এব অক্ষরেণ পরম্ পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত]—যে পুরুষ আবার অকার উকার মকার এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকাররূপ অক্ষরদ্বারাই এই পরম পুরুষ ব্রহ্মের ধ্যান করে—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। আবার "কাঠকে"—কঠোপনিষদে (২।১৫) [সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি]—সকল বেদই (বেদান্তই) যে পরমলভ্যের (ব্রহ্মের) স্বরূপ বর্ণন করিতেছে—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া [এতদ্ এব হি অক্ষরম্ ব্রহ্ম, ২।১৬ : এতদ্ আলম্বনম্ শ্রেষ্ঠম—২।১৭]—যেহেতু এই প্রণবনামক অক্ষর, ব্রহ্ম ; এই প্রণবরূপ আলম্বন—ব্রহ্মদৃষ্টির অধিকরণ—কার্য্যব্রহ্মের ধ্যানোপকারক বলিয়া, গায়ত্রী প্রভৃতি আলম্বন হইতে শ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি বচনদ্বারা প্রণবের (ওঁকারের) উপাসনা কথিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে—[ওঁম্ ইতি অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বম্—মাণ্ডুক্য উ, ১]—ওঁম্ এই যে অক্ষর, ইহাই সব—ইত্যাদি বচনদ্বারা জাগ্রদাদি তিন অবস্থার অতীত, সাক্ষিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে। মূলের 'আদি' শব্দদ্বারা তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদও বুঝিতে হইবে। এই সকল উপনিষদে নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। ৬৩

ভাল, এই 'নির্গুণ' উপাসনার অনুষ্ঠান কি প্রকারে করিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) উপাসনার অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন ; উপাসনা জ্ঞানের সাধন।

অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ।
জ্ঞানসাধনমেতচ্চেন্নেতি কেনাত্র বারিতম্॥ ৬৪

অন্বয়—অস্যাঃ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ পঞ্চীকরণে ঈরিতঃ। এতৎ জ্ঞানসাধনম্ (ইতি) চেৎ, অত্র ন ইতি কেন বারিতম্?

অনুবাদ—এই নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার সুরেশ্বরাচার্য্যকর্তৃক "পঞ্চীকরণবার্ত্তিক"নামকগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। যদি বল নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞানেরই সাধন (মুক্তির সাধন নহে), তবে জিজ্ঞাসা করি 'জ্ঞানের সাধন নহে' বলিয়া কে তোমাকে নিবারণ করিতেছে? কেহই নহে।

টীকা—ভাল, এই নির্গুণ উপাসনা জ্ঞানেরই সাধন, মুক্তির সাধন নহে, যদি এইরূপ আশঙ্কা কর তবে বলি, আমরা যে এই প্রকরণের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছি, 'ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও লোকে মুক্ত হয়', তোমার এই উক্তি আমাদের সেই উক্তির অনুকূলই হইতেছে—"যদি বল নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা" ইত্যাদি। অনেক উপনিষদে নির্গুণ উপাসনা অতি সংক্ষেপে উক্ত

হইলেও, মাণ্ডুক্যোপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার ও আনন্দগিরি তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য "পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে" ভাষ্যকারপ্রদর্শিত নির্গুণোপাসনা-প্রথার সংগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চলদাসপ্রণীত বিচারসাগরের পঞ্চম তরঙ্গেও তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। ৬৪

ভাল, সকলেই ত' সগুণ উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, নির্গুণ উপাসনার নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, নির্গুণ উপাসনা উপনিষদাদিরূপ প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হওয়ায়, নিষেধ অনুচিত :—

(১) লোকে নির্গুণ উপাসনা করে না বলিয়াই তাহার নিষেধ অনুচিত ; দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন।

নানুতিষ্ঠতি কোঽপ্যেতদিতিচেন্মানুতিষ্ঠতু।
পুরুষস্যাপরাধেন কিমুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি ? ॥ ৬৫

অন্বয়—কঃ অপি এতৎ ন অনুতিষ্ঠতি ইতি চেৎ, মা অনুতিষ্ঠতু। পুরুষস্য অপরাধেন উপাস্তিঃ কিম্ প্রদুষ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল, কেহই অর্থাৎ অনেকেই ত' নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠান করে না, তদুত্তরে বলি, না-ই করুক, লোকের অর্থাৎ অনুষ্ঠাতার অপরাধহেতু কি উপাসনা দূষিত বলিয়া অবধারিত হইতে পারে? (উত্তর) কখনই পারে না। ৬৫

যাহা প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠানাভাবে তাহা পরিত্যাজ্য নহে ; এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

ইতোঽপ্যতিশয়ং মত্বা মন্ত্রান্ বশ্যাদিকারিণঃ।
মূঢ়া জপন্তু তেভ্যোঽতিমূঢ়াঃ কৃষিমুপাসতাম্ ॥ ৬৬

অন্বয়—ইতঃ অপি অতিশয়ম্ মত্বা মূঢ়াঃ বশ্যাদিকারিণঃ মন্ত্রান্ জপন্তু ; তেভ্যঃ অতিমূঢ়াঃ কৃষিম্ উপাসতাম্।

অনুবাদ—এই সগুণোপাসনা হইতেও উৎকর্ষাধিক্য দেখিয়া মূঢ়গণ বশীকরণাদির অনুষ্ঠানমন্ত্র জপ করুক, এবং তাহা হইতে অধিক মূঢ় কৃষিকর্ম্মের উপাসনা বা সেবা করুক।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই—যেমন কালান্তরভাবী পরলোকরূপফলপ্রদ সগুণোপাসনাপেক্ষা বশীকরণাদির অনুষ্ঠানের মন্ত্রের শীঘ্র ঐহিকফলপ্রদত্বরূপ উৎকর্ষ বুঝিয়া মূঢ়গণ, সেই সেই মন্ত্রের জপাদিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ বিচারশীল লোকে সগুণোপাসনা পরিত্যাগ করে না ; অথবা যে প্রকার বশীকরণাদি ফলদায়ক মন্ত্রের জপাদিতে স্নানশৌচাদিরূপ "নিয়মের" অথবা অবিচ্ছেদ-পালন বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাদিপূরণাদি "নিয়মের", অপেক্ষা আছে দেখিয়া অথবা বাঞ্ছিত ফলবিষয়ে "অনিয়ম" বা ব্যভিচারিতা দেখিয়া এবং কৃষিপ্রভৃতিরূপ কর্ম্মে সেইরূপ নিয়মের অপেক্ষা নাই দেখিয়া, তদপেক্ষা কৃষ্যাদিকর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিয়া, মূঢ়তর ব্যক্তিগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, এইহেতু

লোকে সেই বশীকরণমন্ত্রের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ সাংসারিক ফলাভিলাষী ব্যক্তিগণ নির্গুণউপাসনায় প্রবৃত্ত না হইলেও মুমুক্ষুগণ নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করেন না। ৬৬

এইরূপে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অর্থের পরিসমাপ্তি করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন :—

(চ) উপাসনা একই বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রুত্যুপদিষ্ট উপাস্যের গুণসমূহের একত্র উপসংহার।

তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিরীর্য্যতে।
বিদ্যৈক্যাৎ সর্ব্বশাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ ॥৬৭

অন্বয়—মূঢ়াঃ তিষ্ঠন্তু, প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিঃ ঈর্য্যতে। বিদ্যৈক্যাৎ সর্ব্বশাখাস্থান্ গুণান্ অত্র উপসংহরেৎ।

অনুবাদ—মূঢ়পুরুষদিগের কথা থাকুক; আমরা উপস্থিত আলোচ্য নির্গুণ-উপাসনার কথাই বলিতেছি। নির্গুণ উপাসনা একপ্রকারমাত্র বলিয়া, বেদের সর্ব্বশাখায় উল্লিখিত গুণসকলকে একত্র অর্থাৎ উপাস্যব্রহ্মে উপসংহৃত করিতে হয়।

টীকা—"সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ (অভিন্নম্ এব) চোদনাদ্যবিশেষাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩৩।১) 'সর্ব্বৈঃ বেদান্তৈঃ'—সমস্ত উপনিষদদ্বারা, 'প্রতীয়ন্তে যানি তানি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি'—বিহিত উপাসনা সকল, 'অভিন্নানি এব'—সর্ব্বত্র একই প্রকার; তাহার কারণ এই, 'চোদনা'—বিধায়ক শব্দ বা বিধি, অথবা চোদিতপ্রবৃত্ত হইয়াছে 'আদি' যাহাদিগের—যে ফল সংযোগাদির, তাহাদের 'অবিশেষাৎ'—ঐক্যবশতঃ। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে এবং বেদান্তের নামভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও কর্ম্মভেদ দেখা যায়। এই কারণে অর্থাৎ নামভেদ রূপভেদের সূচক বলিয়া সংশয় হয়—একই উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে অথবা প্রত্যেক বেদান্তে এক একটি পৃথক্ উপাসনা কথিত হইয়াছে? সিদ্ধান্ত এই—একই উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে; কেননা, বিধায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কথিত হয় নাই—এই ন্যায়ানুসারে নির্গুণ উপাসনা একই প্রকারের বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উপাস্য ব্রহ্মের যে যে গুণ শুনা যায়, একই স্থলে তাহাদিগকে উপসংহৃত করিয়া—সম্মিলিত করিয়া—উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—"নির্গুণ উপাসনা একপ্রকারমাত্র বলিয়া" ইত্যাদিদ্বারা। এক স্থলে শ্রুত অর্থের অন্য স্থলে অন্বয়ের নিমিত্ত উপক্ষেপের নাম "উপসংহার।" গুণোপসংহার শব্দের অর্থ—বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উল্লিখিত গুণ (ধর্ম্ম), অঙ্গ (সাধন), কিম্বা বিশেষণসমূহের একবুদ্ধিতে উপারোহণের নাম গুণোপসংহরণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক আনন্দাদিপদসমূহ "একবাক্য"রূপ বলিয়া অর্থাৎ একার্থবোধকত্বহেতু, পরস্পরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ বুদ্ধিতে স্থাপনযোগ্য বলিয়া তদ্রূপ অবধারণ। যেমন সম্ভূয়সমুত্থানে (যৌথ কারবারে) দশজন মিলিয়া প্রত্যেকে এক এক লক্ষ মুদ্রা দিয়া বণিগ্‌ব্যাপার আরম্ভ করিলে প্রত্যেকেই, সমস্তমুদ্রা বুদ্ধিতে একত্র করিয়া বলিয়া থাকে 'আমি দশলক্ষ টাকার কারবার করিতেছি, সেইরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম, সাধন বা বিশেষণকে এক অখণ্ড বুদ্ধিতে স্থাপনকে 'গুণোপসংহার' বলে। ৬৭

উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ দুই প্রকার—যথা 'বিধেয়' অর্থাৎ বিধিবাক্যবোধিত (positive) এবং 'নিষেধ্য' অর্থাৎ নিষেধবাক্যবোধিত (negative); যথা। আনন্দো ব্রহ্ম—

তৈত্তিরীয় উ, ৩৬।১] ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ; [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩।৯।২৮] ব্রহ্ম—বিজ্ঞানানন্দরূপ ; [নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয় আত্মানন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ—নৃসিংহ উ তা, উ ৯] ব্রহ্ম—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সত্য মুক্ত নিরঞ্জন বিভু (ব্যাপক) অদ্বয়, নিরতিশয়ানন্দ, প্রত্যক্ (সর্বান্তর), একরস ইত্যাদি যে সকল বিধেয় গুণ, তাহাদের উপসংহার একাধারে একত্রীকরণ*, "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।১১) এই অধিকরণসূত্রে কথিত হইয়াছে—(আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্ব-সর্বগতত্ব-সর্বাত্মকত্ব-সত্যত্বাদয়ঃ তত্র তত্রোক্তাঃ সর্বে এব ধর্মাঃ প্রধানস্য বিশেষস্য প্রতিপত্তব্যাঃ, সর্বাভেদাৎ ইতি আরুশ্য হেতুঃযোজনীয়ঃ)—আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত, সেই সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই ; না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত না হইলেও তাৎপর্যবশে বুঝিতে হইবে যে সমুদয়গুলিই একত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম বা বিশেষণ—ফলতঃ যাহা কিছু ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ, সমস্তই সর্বত্র সংগৃহীত হইবে ; কারণ এই যে ব্রহ্ম সর্বত্র ভেদরহিত এবং প্রধান বা বিশেষ্য। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একই বিশেষ্য সর্বত্র কথিত, তখন কোন এক স্থানে কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও, তাহা কথিতের ন্যায় গণ্য হইবে। ইহা ব্যাস উক্ত অধিকরণসূত্রে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মস্বরূপ বিধেয় ও নিষেধ্য গুণসমূহের বর্ণন।

আনন্দাদের্বিধেয়স্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ।
আনন্দাদয় ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮

অন্বয়—আনন্দাদেঃ বিধেয়স্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ, "আনন্দাদয়ঃ" ইতি অস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা।

অনুবাদ—আনন্দপ্রভৃতি বিধেয় (অনিষেধ্য বা positive) গুণসমূহের উপসংহার করিতে হইবে ; ইহা ব্যাসকর্তৃক "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্র, সূ ৩।৩।১১) এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—আর যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে [অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ ৩।৮।৮]—সেই অক্ষর বস্তুটি স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, এবং মুণ্ডক শ্রুতিবচনে [যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্—১।১।৬]—যে সেই অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্য) অগ্রাহ্য (কর্মেন্দ্রিয়াগ্রহণযোগ্য,) শব্দগুণহীন অথবা শব্দদ্বারা 'এইরূপ' এই ভাবে অবেদ্য ইত্যাদি ; কঠশ্রুতিবচনে [অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্—৩।১৫]—স্পর্শগুণহীন অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের

* যখন আত্মার সর্বাত্মত্ব সাধিতে হয় তখন বিরাড়াদিহেতুদ্বারাই তাহা সাধিতে হয়। যখন নিত্যত্ব সাধিতে হয়, তখন সর্বাত্মত্বাদি উক্ত হেতুসমূহ দ্বারাই তাহা সাধিতে হয় ; শুদ্ধত্বাদিও এইরূপে সাধনীয়, বুঝিয়া লইতে হইবে (নৃ, উ তা উ—টীকা)।

১ অধিকরণ—অধ্যায় প্রকরণ, তাহা বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর সিদ্ধান্ত ও নির্ণয় এই পঞ্চাঙ্গবোধক বাক্যাবলম্বন। ব্যাস রচিত ৫৫৫টি 'ব্রহ্মসূত্র' ১৯২টি অধিকরণে বিভক্ত। আনন্দাদির উপসংহাররূপ অধিকরণ, তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ষষ্ঠ অধিকরণ। উক্ত সূত্র এই অধিকরণের প্রথমসূত্র বলিয়া ইহাকে "অধিকরণসূত্র" বলা হইয়াছে।

অবিষয়, অরূপ অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অব্যয় নির্বিকার ইত্যাদি (ব্রহ্মের) নিষেধাগুণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সেই সেই উপনিষদে শুনা যায়, তাহাদের উপসংহার ব্যাসকর্তৃক তৃতীয়াধ্যায়ের 'নিষেধোপসংহার' নামক বিংশ অধিকরণে, "অক্ষরধিয়াম্ তু অবরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্ ঔপসদবৎ তদ্ উক্তম্"—(ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৩৩) এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষের ব্যাবর্তক, "অক্ষরধিয়াম্"—'অক্ষরে' ধর্মী ব্রহ্মে দ্বৈতের নিষেধবুদ্ধি হয় যে সকল শব্দদ্বারা, সেই সকল 'অস্থূলা'দি নিষেধবোধক শব্দদ্বারা, সেই শব্দসমূহের অবরোধ বা উপসংহার হইবে বা হইবে না—এইরূপ সংশয় হইলে, 'হইবে না' এই পক্ষটির পরিহারপূর্বক, 'হইবে' এই পক্ষটিই সিদ্ধান্তরূপে পাওয়া গেল, কেননা, "সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্"—ব্রহ্মের বিশেষনিরাকরণরূপ প্রতিপাদনপ্রকার সর্বত্রই সমান এবং সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম একই—ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলেন যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন প্রণালী সর্বত্র এক ও একরূপ, তখন একস্থানোক্ত বিশেষণ স্থানান্তরে কেন না গৃহীত হইবে? এ বিচার "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সূত্রে কেবল বিধিমুখ বিশেষণগুলি বিচারিত হইয়াছে; এই সূত্রে নিষেধমুখ বিশেষণগুলি বিচারিত হইল, এই মাত্র বিশেষ। "ঔপসদবৎ"—যেমন উপসদ্রূপ অঙ্গযাগ* "তৎ উক্তম্"—তাহা জৈমিনিরচিত "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (জৈ সূ ৩।৩।৯)—(গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তদুভয়ের বিরোধ হইলে মুখ্যের (অঙ্গীর) সহিতই অমুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্র নিচয়ের) সম্বন্ধ হইবেক; ইহাই সূত্রভাবার্থ।)—এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্বত্র সর্বনিষেধের আশ্রয় অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ নিষেধ প্রত্যেক শ্রুতিতে সঙ্কলন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং তদ্দ্বারা 'একবাক্য'-প্রক্রিয়ায় অখণ্ডৈকরস পরব্রহ্ম—'অক্ষর,' অখণ্ড বুদ্ধিগোচর হইবেন। [(উক্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ) বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুকূল দৃষ্টান্ত 'উপসদ্' যাগ। যেমন যমদগ্নিকৃত অহীনসত্রে* পুরোডাশশালিনী উপসদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র পঠিত হয়, সেই মন্ত্র উদ্গাতৃবেদোৎপন্ন, অর্থাৎ সামবেদেই সেই সকলের প্রথম উপদেশ; অথচ পুরোডাশ উদ্গাতৃকর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া, অধ্বর্যুকর্তৃক প্রদত্ত হয়। অঙ্গ সকল প্রধানের অধীন। সেই কারণে এবং পূর্বোক্ত কারণে অধ্বর্যুর সহিত সেই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ হইয়া থাকে—অধ্বর্যুই সর্বত্র পুরোডাশ-প্রদান-মন্ত্র পাঠ করেন। যদ্রূপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্বত্রিক, সেইরূপ যে কোন বেদে বা শাখায় উৎপন্ন অক্ষর বা ব্রহ্ম বিশেষণগুলিও সার্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরাধীনতা হেতু সর্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রথমকাণ্ডে বা পূর্ব মীমাংসায় কথিত হইয়াছে

* যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায় পুরোডাশসাধ্যযাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দিন সাধ্য একটি যাগ আছে, তাহার নাম 'অহীন' (অহোভিঃ সাধ্যম্)। অহীন যাগ যমদগ্নিকর্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কারণে তাহার অন্য নাম যামদগ্ন্য-অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশপ্রতি 'উপসদ' নামক এক যাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদে পুরোডাশপ্রদানসাধ্য এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্রগুলি সামবেদোৎপন্ন অথচ তাহা সার্বত্রিক অর্থাৎ উদ্গাতাকর্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্যুকর্তৃক পঠিত হয়। সামবেদবিহিত কর্মের যে যজ্ঞের পুরোহিত 'উদ্গাতা', যজুর্বেদবিহিত কর্মকর্তা বা যজ্ঞপুরোহিত 'অধ্বর্যু'।

—যথা "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (জৈমিনিসূত্র ৩।৩।২)] ইহাই বলিতেছেন :—

অস্থূলাদের্নিষেধ্যস্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ।
তথা ব্যাসেন সূত্রেঽস্মিন্নুক্তাক্ষরধিয়াস্থিতি ॥ ৬৯

অন্বয়—তথা অস্থূলাদেঃ নিষেধ্যস্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ "অক্ষরধিয়াম্ তু" ইতি অস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন উক্তা।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ অস্থূলাদি নিষেধ্যরূপ গুণসমূহের উপসংহার, "ধর্ম্মী ব্রহ্মে সেই প্রকার অস্থূলাদি নিষেধবাচক বিশেষণের উপসংহার করিতে হয়" (ব্র, সূ ৩।৩।৩৩) এই মর্ম্মের সূত্রে, ভগবান ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন। ৬৯

ভাল, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায়, গুণসমূহের উপসংহার ত' সম্ভব নহে, কেননা, তাহাতে নির্গুণ বিদ্যারূপতার সহিত বিরোধ হয়—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস যে উপসংহারের কথা বলিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাই বলিতেছি। এইহেতু এই অনুযোগ আ... ...র প্রতি অনুচিত, (এইরূপে উপহাস করিতেছেন) :—

(৭) নির্গুণে গুণের উপসংহার অসম্ভব—এই উপালম্ভ ব্যাসের প্রতিই প্রযোজ্য।

নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
ন যুজ্যেতেত্যুপালম্ভো ব্যাসং প্রত্যেব মাং ন তু ॥৭০

অন্বয়—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াম গুণসংহৃতিঃ ন যুজ্যেত ইতি উপালম্ভঃ ব্যাসম্ প্রতি এব, মাম্ (প্রতি) তু ন।

অনুবাদ ও টীকা—'নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের যে উপাসনা তাহাতে গুণসমূহের উপসংহার অসম্ভব',—এইপ্রকার অনুযোগ করা ব্যাসের প্রতিই কর্ত্তব্য, আমার প্রতি নহে। ৭০

যেমন (ছান্দোগ্য উপনিষদে ১।৬।৬) (সূর্য্যাদির) হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্ট মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, সেইরূপ মূর্ত্তিসমূহের উল্লেখ নাই বলিয়া ব্যাসোক্ত এই উপাসনা নির্গুণোপাসনাই, যদি এইরূপ বলি তাহা হইলে ত' ব্যাসোক্ত এই নির্গুণোপাসনায়, বিরোধ নাই—বাদীর এইরূপ আপত্তি পরিহার ...ঃ আপনার উত্তর, সিদ্ধান্তী বর্ণন করিতেছেন :—

(২) মূর্ত্তির অনুল্লেখহেতু ব্যাসের নির্গুণোপাসনায় ...ে অবিরোধ।

হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনামনুদাহৃতেঃ।
অবিরুদ্ধং নির্গুণত্বমিতি চেত্তুষ্যতাং ত্বয়া ॥ ৭১

অন্বয়—হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনাম অনুদাহৃতেঃ নির্গুণত্বম অবিরুদ্ধম্ ইতি চেৎ, ত্বয়া তুষ্যতাম্।

অনুবাদ—সুবর্ণময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট সূর্য্যপ্রভৃতি মূর্ত্তির উল্লেখ না থাকায়, ব্যাসোক্ত উপাসনার নির্গুণবিষয়তা লইয়া বিরোধ হইতে পারে না,—যদি এই বল, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই তুমি সন্তুষ্ট থাক ; (আমরাও সেইরূপমূর্ত্তির উল্লেখ করি নাই, আমাদের নির্গুণোপাসনাতেই বা কি বিরোধ আছে ?)

টীকা—"হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনাম্"—হিরণ্যানি হিরণ্ময়ানি শ্মশ্রূণি যস্য অসৌ হিরণ্যশ্মশ্রুঃ—স্বর্ণময়দাড়িযুক্ত, এইরূপ যে সূর্য্য (সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা নারায়ণ) তিনিই আদি যাঁহাদিগের, তাঁহারা হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদয়ঃ—তাঁহাদের মূর্ত্তিসমূহ—হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তয়ঃ, তাহাদিগের—বিগ্রহবাক্য এইরূপ হইবে। ৭১

জ্ঞান, আনন্দাদি (বিধেয়গুণসমূহ) এবং অস্থূলাদি (নিষেধ্য গুণসমূহ) উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া সেই সেই গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম কি প্রকারে উপাস্য হইতে পারেন?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সেই গুণসমূহ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট হইলেও, ব্রহ্মের লক্ষক হইতে পারে বলিয়া, সেই গুণসমূহদ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম উপাসনার যোগ্য :—

(খ) আনন্দাদিগুণসমূহদ্বারা লক্ষ্য ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন।

গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেঽস্তঃ প্রবেশনম্।
ইতি চেদস্ত্বেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্॥ ৭২

অন্বয়—গুণানাম্ লক্ষকত্বেন তত্ত্বে অন্তঃ প্রবেশনম্ ন ইতি চেৎ? অস্তু: এবম্ এব, ব্রহ্মতত্ত্বম্ উপাস্যতাম্।

অনুবাদ—'(বিধেয় ও নিষেধ্য) গুণসমূহ লক্ষকমাত্র; তাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপে প্রবেশ নাই'—যদি বল, তা এইরূপ হউক না কেন, অর্থাৎ গুণসমূহ ব্রহ্ম স্বরূপে অপ্রবিষ্ট থাকুক না কেন? এই লক্ষ্যরূপেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনার যোগ্য।

টীকা—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্র, সূ, ৩।৩।১১) ইহার ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনে যে সকল শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য, সেই সকল শ্রুতিবচনে, আনন্দরূপতা, বিজ্ঞানঘনতা, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট ব্রহ্মধর্ম্ম কিছু কিছু কোথাও শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু এক এবং নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মরহিত বলিয়া, সেই সেই ধর্ম্মের উল্লেখ শুনিয়া সংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম কি না? তাহারা ব্রহ্মধর্ম্ম হইলেও যে স্থলে যতগুলি শুনা যায়, সেইস্থলে ততগুলিই নিশ্চয় করিবার যোগ্য অথবা সকল শ্রুতিবচনে যে সকল ধর্ম্ম শুনা যায়, তাহার সকলগুলিই ব্রহ্মে নিশ্চয় করিবার যোগ্য? সেস্থলে (পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া গেল) শ্রুতির বিভাগানুসারেই, (সেই সেই বিভাগে) ব্রহ্মধর্ম্ম সকল গ্রহণ করিতে হইবে যেখানে যেটি শ্রুত হইয়াছে, সেখানে সেইটিই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসের জন্য বলা হইতেছে যে আনন্দাদি ধর্ম্মনিচয় প্রধানের (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সকল শাখায় সমুদয় ব্রহ্মধর্ম্মের সমাবেশ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে, কেননা, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ এক—সমুদয় বেদান্তে এক অদ্বয়ব্রহ্ম, 'প্রধান' অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে কথিত। সেইহেতু কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষণ উল্লিখিত না হইলেও, ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম সমুদয় শাখায় উপদিষ্ট বলিয়া, শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয়; বিভিন্ন ব্রহ্মপ্রতিপাদিত হয় না। (ব্রহ্মের বিশেষণসমূহ সর্ব্বত্র এক জ্ঞানের বিষয়)। এই অধিকরণের পূর্ব্বাধিকরণসূত্রে, যে দেবদত্তের শৌর্য্যাদিগুণের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা ব্রহ্মগুণের সার্ব্বত্রিকতা অনুমান কর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি যে "সামান্য" বা জাতিবাচকপদ, তাহারা

ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম ; বেদের সকল শাখাতেই তাহাদের উপসংহার হইবে। আনন্দ, সত্য, জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, শুদ্ধ অদ্বয় আত্মা—এই যে সকল একার্থে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট সমানাধিকরণ পদ ; তাহারা আনন্দত্বপ্রভৃতি আকৃতিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পরিহার করিয়া সকলের অধিষ্ঠানভূত এক অখণ্ড (সজাতীয়াদি ভেদরহিত) ব্যক্তিকে—অদ্বয়ব্রহ্মমাত্রকে—লক্ষণাদ্বারা বুঝাইয়া দেয়। আর যদি বল, একই পদদ্বারা যখন লক্ষ্যের সিদ্ধি হয়, তখন অন্যপদগুলি নিষ্প্রয়োজন, তবে বলি এরূপ বলিতে পার না, কেননা, একই পদে বিরোধ থাকিতে পারে না, সেইহেতু লক্ষণা অসম্ভব। আবার যদি বল দুইটি মাত্র পদদ্বারাই ত' লক্ষণা সম্ভব হইতে পারে—যেমন "আনন্দব্রহ্ম," তবে বলি হইতে পারে বটে, এবং তদ্দ্বারা আত্মার দুঃখত্ব, ও অনন্ত বা পরিচ্ছিন্নত্বের ভ্রান্তি ঘুচিতে পারে বটে, কিন্তু অসত্ব, জড়ত্বপ্রভৃতি ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবেই ; সেইহেতু সেই সেই ভ্রান্তির নিষেধজন্য 'সত্য,' 'জ্ঞান' প্রভৃতি পদের উপসংহারের বা সংগ্রহের প্রয়োজন। আবার যদি বল ভ্রান্তির শেষ নাই, সেইহেতু ঐরূপ (পদরচিত)-বাক্যও অসংখ্য হইবে, তবে বলি এরূপ বলিতে পার না, কেননা, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ সর্ব্বধর্ম্মরহিত, অদ্বয়, বিকল্পশূন্য 'ব্রহ্ম হইয়েছি আমি' এইরূপ বিশেষানুভব হইলে, সকল ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া যতগুলি পদদ্বারা সেইরূপ বিশেষানুভব হয়, ততগুলি পদই উপসংহৃত হইবার যোগ্য।

আর যে উক্ত ভাষ্যে দেবদত্তের শৌর্য্যাদির দৃষ্টান্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দশম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্যপাদ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—স্বদেশে শৌর্য্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে ; তদ্দেশীয়েরা তাহার সেই সকল গুণের কথা শুনে নাই ; তাই বলিয়াই কি দেবদত্তের সেই সকল গুণ নাই ? সে দেশেও যেমন পরিচয়বিশেষদ্বারা দেবদত্তের সেই সকল গুণ পরিগৃহীত হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ (পরিচায়ক) হেতুর দ্বারা শাখান্তরোক্ত উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অন্যান্য শাখাতেও নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে এক অথচ প্রধান এইরূপ উপাস্যসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল কোন এক স্থানে শ্রুত হইলেও সেইগুলি সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবার যোগ্য। ইহাই সূত্রের অর্থ।

এইরূপে ৬৮ শ্লোকোক্ত 'বিধেয়' ব্রহ্মবিশেষণরূপ পদসমূহ একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের লক্ষক ; ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক নহে, কেননা, (ক) এই লোকটি অমুকের পিতা, অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, অমুকের ভ্রাতা, অমুকের জামাতা—ইত্যাদি পিতৃত্ব পুত্রত্বাদি বিশেষণ যেমন একই লোকের বোধক হইয়া অন্যের নিষেধক হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদিপদ, প্রথমে বিধিমুখে স্বরূপের বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পরে প্রপঞ্চের ব্যাবৃত্তিরূপ নিষেধের বুদ্ধি উৎপাদন করায়। আর (খ) সেই পুরুষ কুণ্ডলধারী নহে, শ্যামবর্ণের নহে, শ্বেতপাগড়ীধারী নহে ইত্যাদি বিশেষণ যেমন অন্য পুরুষগণের ধর্ম্মের নিষেধ করিয়া, কোন এক পুরুষের বোধক হয়, সেইরূপ, অদ্বিতীয়, অস্থূল প্রভৃতিপদ সাক্ষাদ্ভাবে প্রপঞ্চের ধর্ম্মসমূহের ব্যাবৃত্তি করিয়া নিষেধ প্রতিপাদনক্রমে তাৎপর্য্যদ্বারা স্বরূপের বোধক হয়। এইহেতু তাহারা একই বস্তুর লক্ষক।

যদি বল, সৎ চিৎ আনন্দপ্রভৃতিপদের বাচ্য সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় বলিয়া, সৎ প্রভৃতি বাচকপদসমূহদ্বারা অসত্যাদি প্রপঞ্চের ব্যাবৃত্তির জন্য 'লক্ষণার' প্রয়োজন নাই

সেইহেতু সৎপ্রভৃতি পদের লক্ষকতা কিরূপে হইবে? তাহা অসিদ্ধ। তবে বলি—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপভেদে সৎও প্রতীত হয়; চৈতন্যরূপ জ্ঞান ও অনেক বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়; আনন্দেও প্রিয় মোদ প্রমোদ ইত্যাদিরূপভেদ প্রতীত হয়। এই সকল ভেদ, বচন এবং তদ্দ্বারা মনের সাক্ষাৎ গোচরবস্তু; সেইহেতু তাহারা দ্বৈতসাপেক্ষ। সেই দ্বৈতের ব্যাবৃত্তি করিয়া পারমার্থিক সৎ-চৈতন্যরূপ অখণ্ড আনন্দাদিযুক্ত ব্রহ্ম বুঝাইবার নিমিত্ত সৎপ্রভৃতি শব্দসমূহেও লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়। এইপ্রকারে শ্রুতি মন ও বচনের অগোচর ব্রহ্ম বর্ণন করেন। যদি বল, সৎ চিৎ আনন্দ প্রভৃতিপদদ্বারা লক্ষিত সৎ প্রভৃতি ধর্ম্ম পরস্পর অভিন্ন হইয়া একই ব্রহ্মে বিদ্যমান, সেইহেতু তাহাদের এবং ব্রহ্মের ধর্ম্মধর্ম্মিভাবব্যবহার ভেদব্যবহার সম্ভবে না, তদুত্তরে বলি, ধর্ম্মধর্ম্মিভাব গো ও অশ্বের ন্যায় অত্যন্ত ভিন্ন অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় অত্যন্ত অভিন্ন হইতে পারে না; কিন্তু ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ভেদ ও অভেদ উভয়েরই অপেক্ষা রাখে। সেইহেতু যখন সৎ প্রভৃতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে পারমার্থিক অভেদই সিদ্ধ হয়, তখন ভেদের সেই অভাবহেতু, কল্পিত ভেদ লইয়া বন্ধমুক্ত মহীপালের ন্যায় (তৃপ্তিদীপ ১৫০ শ্লোক) সন্তুষ্ট থাকিতে হয় অর্থাৎ ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে হয়—এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন কেহ ঘরে শুইয়া স্বপ্নে রাজপাট প্রাপ্ত হইলে কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ সেই স্বপ্নদর্শী পুরুষকে রাজ্যরূপ দ্বৈতসহিত বলিয়া মানে না, তাহার সহিত রাজ্যাধিরূঢ় নৃপতির ন্যায় ব্যবহার করে না, সেই প্রকার কল্পিত ভেদদ্বারা ব্রহ্মের সদ্বৈততা সিদ্ধ হয় না। এইপ্রকারে বাস্তব অভেদ ও কল্পিত ভেদদ্বারা ধর্ম্মধর্ম্মীর ভেদব্যবহার সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে সত্তা চৈতন্যতা আনন্দতা প্রভৃতি জাতিরূপ গুণ বা ধর্ম্মসমূহ কল্পিত বলিয়া, তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ ভাগত্যাগলক্ষণাবোধিত 'ব্রহ্ম হইতেছি আমি' এইরূপে ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন। ১২

সেইরূপ উপাসনার (আকার এবং) প্রকার (কিরূপে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে) প্রদর্শন করিতেছেন :—

আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিশ্চাত্মাত্র লক্ষিতঃ।
অখণ্ডৈকরসঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে॥ ১৩

অন্বয়—অত্র অখণ্ডৈকরসঃ আত্মা আনন্দাদিভিঃ চ অস্থূলাদিভিঃ লক্ষিতঃ; "সঃ অহম্ অস্মি" ইতি এবম্ উপাসতে।

অনুবাদ—এই সকল শ্রুতিবচনে যে অখণ্ড একরস আত্মা আনন্দপ্রভৃতি বিধেয় বিশেষণ এবং অস্থূলপ্রভৃতি নিষেধ্য বিশেষণরূপ ধর্ম্মদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন, "সেই আত্মাই হইতেছি আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে হয়।

টীকা—"অত্র"—এই সকল শ্রুতিবচনে, যে অখণ্ডৈকরস আত্মা আনন্দপ্রভৃতি এবং অস্থূলাদি (ধর্ম-) সাহায্যে লক্ষণাদ্বারা জ্ঞাপিত হইতেছেন, "তিনিই হইতেছি আমি" এইপ্রকারে সগুণ উপাসনা করেন বা ধ্যান করেন। ১৩

২। প্রসঙ্গক্রমে বোধ ও উপাসনার ভেদপ্রদর্শন।

ভাল, তাহা হইলে বোধ ও উপাসনার ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বোধ বস্তুতন্ত্র এবং উপাসনা কর্ত্তৃতন্ত্র, এই প্রভেদ:—

(ক) প্রশ্নপূর্ব্বক বোধ ও উপাসনার ভেদ কথন।

বোধোপাস্ত্যোর্বিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু।
বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্বোধঃ কর্ত্তৃতন্ত্রমুপাসনম্ ॥ ৭৪

অন্বয়—বোধোপাস্ত্যোঃ কঃ বিশেষঃ ইতি চেৎ, উচ্যতে শৃণু: বোধঃ বস্তুতন্ত্রঃ উপাসনম্ কর্ত্তৃতন্ত্রম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—যদি বল জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে প্রভেদ কি? বলিতেছি, শুন। জ্ঞান বস্তুর অধীন আর উপাসনা পুরুষেচ্ছার অধীন।

টীকা—সাধারণ জ্ঞানমাত্র বস্তুর অধীন; তন্মধ্যে ভ্রমজ্ঞান অযথার্থ বস্তুর অধীন এবং প্রমাজ্ঞান, প্রমেয় (যথার্থবস্তু) এবং প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদির) অধীন; তাহা বিধি পুরুষেচ্ছা, (হঠজনিত) প্রযত্ন ও বিশ্বাসের অধীন নহে কেননা, যেমন পথে পতিত পাষাণতৃণাদিরূপ অথবা নটচন্দ্ররূপ প্রমেয়ের, চক্ষুরূপ প্রমাণের সহিত সম্বন্ধ হইলেই, বিধি, পুরুষেচ্ছা প্রভৃতি বিনাই, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞানও বিধি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই, জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মরূপ প্রমেয়বিষয়ক মহাবাক্যরূপ প্রমাণ গুরুমুখদ্বারা শ্রুত হইলেই উৎপন্ন হয়।

যদ্যপি আত্মজ্ঞানবিষয়ে [আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ—বৃহদা উ ২।৪।৫, ৪।৫।৬] —ইত্যাদি প্রেরকপ্রমাণরূপ বিধির, জিজ্ঞাসারূপ পুরুষেচ্ছার, শ্রবণাদি প্রযত্নের হেতু হঠের (উদ্যমের), গুরুবেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধারূপ বিশ্বাসের—এই সকল সামগ্রীরই অপেক্ষা আছে, তথাপি আত্মজ্ঞানের প্রমেয় ও প্রমাণ বিনা, পুরুষেচ্ছানুসারে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া এবং পুরুষেচ্ছাধীন বস্তুতেই বিধিসম্ভব বলিয়া, আত্মজ্ঞানবিষয়ে বিধি নির্দ্দেশ করা, এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে কিন্তু যাহাতে আত্মজ্ঞানলাভে লোকে প্রবৃত্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে আত্মজ্ঞানসম্পাদনে পুরুষের যোগ্যতা প্রদর্শনমাত্র। জিজ্ঞাসারূপ ইচ্ছাও মহাবাক্যরূপ প্রমাণ বিনা জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ নহে। এইহেতু জিজ্ঞাসা, ঘটের কারণ কুম্ভকারাদির ন্যায় ঘটের নিয়মিত কারণ নহে কিন্তু মৃত্তিকা-গর্দ্দভ অথবা কুম্ভকার-পত্নীর ন্যায় অন্যথাসিদ্ধ। আবার শ্রবণাদিপ্রযত্নের হেতু উদ্যম যে হঠ, শ্রবণাদির কারণ নহে, কিন্তু মহাবাক্যের শ্রবণ বিনা কেবল হঠদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না এবং জ্ঞানের উৎপত্তির পর ক্ষণমাত্রে অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, হঠ দ্বারা জ্ঞানকে রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ রক্ষাবিষয়ে শাস্ত্র বিধিও নাই। এইহেতু জ্ঞানবিষয়ে হঠ কারণ নহে। আবার গুরুবেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধারূপ বিশ্বাস, শ্রবণবিষয়ে উপযোগী কিন্তু তাহা জ্ঞানের কারণ নহে। সেই বিশ্বাস পরোক্ষজ্ঞানের কারণ বটে কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ নহে, কেননা, বিচার বিনা কেবল বিশ্বাসদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যায় নাই। এই প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান প্রমেয় এবং প্রমাণের অধীন; এবং উপাসনাসিদ্ধি কর্ত্তৃপুরুষের ইচ্ছা, হঠ ও বিশ্বাসের অধীন, কেননা, শাস্ত্রবিধির অনুসরণদ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তাহাই শাস্ত্রোক্তফলের হেতু হয়। বিধি বিনা নিজ মনঃকল্পিত উপাসনা ফলের হেতু নহে। এইহেতু উপাসনায় বিধির অপেক্ষা আছে। কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা, না করা বা অন্য প্রকারে করা যেমন পুরুষের ইচ্ছাধীন, সেইরূপ উপাসনা করা, না করা বা অন্য প্রকারে

(বিহিত বস্ত্বান্তরানুসারে) করা পুরুষের ইচ্ছাধীন। বহির্মুখ মনকে হঠ দ্বারা উপাস্যের আকারে আকারিত করিতে হয়, এইহেতু উপাসনা হঠসাপেক্ষ। আর, এই শিলা শালগ্রাম বিষ্ণু অথবা এইটি নর্ম্মদেশ্বর শঙ্কর, এই প্রকারে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়। যদি সেই সেই স্থলে বিচার করিয়া দেখা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণুর চতুর্ভুজাদি চিহ্ন শালগ্রাম শিলায় নাই অথবা শিবের ত্রিনেত্রাদি চিহ্ন নর্ম্মদেশ্বরে নাই কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই সেই শিলাকে বিষ্ণুরূপে অথবা শিবরূপে চিন্তা করিতে হয়। এইহেতু উপাসনায় বিশ্বাসের অপেক্ষা আছে। এইরূপে উপাসনা কর্ত্তাপ্রভৃতির অধীন। ইহাই জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে প্রভেদ। ১৪

জ্ঞান ও উপাসনার অন্য প্রকার বিলক্ষণতার সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ ও ফল এই তিনটি, দুইটি শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) উপাসনা হইতে জ্ঞানের বিলক্ষণতার সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ ও ফলের বর্ণন।

বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্॥ ১৫

অন্বয়—বিচারাৎ বোধঃ জায়তে, যম্ অনিচ্ছা ন নিবর্ত্তয়েৎ। স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে অখিলসত্যতাম্ দহতি।

অনুবাদ—জ্ঞান বিচার হইতে উৎপন্ন হয়; আর সেই জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা তার নিবারিত হইবার নহে। আর সেই জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হইবামাত্রই সংসারের সকল বস্তুতেই সত্যতাভ্রমকে দগ্ধ করিয়া দেয়।

টীকা—"বিচারাৎ"—বস্তুর স্বরূপের বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; "যম্ বোধম্"—আবার বিচার হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহাকে, "অনিচ্ছা ন নিবারয়েৎ"—'আমার জ্ঞান যেন না হয়' এই প্রকারের অনিচ্ছা নিবারণ করিতে পারে না; আবার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কেবল নিজের উৎপত্তিদ্বারাই "সংসারে অখিলসত্যতাম্ দহতি"—সংসারে সকল প্রপঞ্চে সত্যত্বধারণা দগ্ধ অর্থাৎ বিনাশ করে। ১৫

তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ।
জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে॥ ১৬

অন্বয়—তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্ নিত্যতৃপ্তিম্ উপাগতঃ জীবন্মুক্তিম্ অনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়ম্ ঈক্ষতে।

অনুবাদ—মুমুক্ষু তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া নিরতিশয় সুখপ্রাপ্ত হন এবং জীবন্মুক্তিলাভ করিয়া প্রারব্ধক্ষয় অবলোকন অর্থাৎ সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।

টীকা—"তাবতা"—তত্ত্বজ্ঞানের কেবল উৎপত্তিদ্বারাই, নিরতিশয় সুখলাভ করেন। "ঈক্ষতে"—প্রতিক্ষণ উপভোগদ্বারা ক্ষীয়মাণ প্রারব্ধকে সাক্ষিরূপে অবলোকন করেন। ১৬

জ্ঞান হইতে উপাসনার অন্য বিলক্ষণতা সিদ্ধ করিবার জন্য, সেই উপাসনা বুঝাইতেছেন :—

(গ) জ্ঞান হইতে উপাসনার অন্য বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য উপাসনার স্বরূপ বর্ণন।

আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্।
চিন্তয়েৎ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতবৃত্তিভিঃ॥ ১৭

অন্বয়—শ্রদ্ধালুঃ আপ্তোপদেশম্ বিশ্বস্য অবিচারয়ন্ অন্যৈঃ প্রত্যয়ৈঃ অনন্তরিতবৃত্তিভিঃ চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ—শ্রদ্ধালু ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট বস্তুর প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিনা বিচারে অন্যবৃত্তিদ্বারা অন্তরায়রহিত বৃত্তিদ্বারা উপাস্যের চিন্তা করিবেন।

টীকা—"আপ্তোপদেশম্ বিশ্বস্য"—গুরুর উপাস্যপ্রতিপাদক বাক্যসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, "অবিচারয়ন্"—উপাস্যস্বরূপ বিচার না করিয়া "অন্যৈঃ"—ঘটাদিবিষয়ক বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা "অনন্তরিতবৃত্তিভিঃ"—অব্যবহিত (উপাস্যবিষয়ক) প্রত্যয়প্রবাহ দ্বারা চিন্তা করিবেন। ৭৭

সেই শ্রদ্ধালু কতদিন ধরিয়া সেইরূপ চিন্তা করিবেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উদাহরণ সহিত উপাসনার অবধি নির্ণয়।

যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে।
তাবদ্বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ ॥ ৭৮

অন্বয়—যাবৎ চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে, তাবৎ বিচিন্ত্য পশ্চাৎ চ তথা এব আমৃতি ধারয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে পর্য্যন্ত না উপাস্যবস্তুর স্বরূপের অভিমান অর্থাৎ তাহা হইতে আপনার অভেদজ্ঞান—না হয়, ততকাল চিন্তা করিয়া পরে মরণ পর্য্যন্ত সেই চিন্তা ধারণ করিয়া থাকিবে।

উপাসকের উপাস্যরূপতার অভিমান, উদাহরণ দেখাইয়া বিশদ করিতেছেন :—

ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সম্বর্গবিদ্যয়া।
সম্বর্গরূপতাং চিত্তে ধারয়িত্বা হ্যভিক্ষত ॥ ৭৯

অন্বয়—সম্বর্গবিদ্যয়া যুতঃ ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণঃ সম্বর্গরূপতাম্ চিত্তে ধারয়িত্বা হি অভিক্ষত।

অনুবাদ—সম্বর্গবিদ্যাযুক্ত (অর্থাৎ প্রাণোপাসক) কোনও ব্রহ্মচারী ভিক্ষাটন-কালে আপনার সম্বর্গরূপতা (৯১ শ্লোকের টীকায় ৩৬৬ পৃষ্ঠায় 'সম্বর্গ' ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) চিত্তে ধারণ করিয়াই ভিক্ষা করিতেন।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৩।১, ২ মন্ত্রে) বর্ণিত আছে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই চারিটিকে বায়ু যেহেতু সমষ্টিরূপ অধিদৈবতাকারে সম্বর্জন করেন—প্রলয়কালে বিলয় করেন, সেইহেতু বায়ু সম্বর্গতাগুণযুক্ত বলিয়া—'সম্বর্গ'। আবার ৩য়, ৪র্থ মন্ত্রে বর্ণিত বাগিন্দ্রিয়, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন এই চারিটিকে বায়ু যেহেতু ব্যষ্টিপ্রাণরূপ অধ্যাত্মাকারে গ্রাস করেন—সুষুপ্তিকালে আপনাতে বিলয় করেন, সেইহেতুবশতঃও বায়ু 'সম্বর্গ'। সেই সম্বর্গস্বরূপ গুণবিশিষ্ট প্রাণোপাসক এক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য আসিয়া অভিপ্রতারী নামক ...তার সম্মুখে এই (নিম্নলিখিত) মন্ত্রদ্বারা, আপনার সম্বর্গরূপতা চিত্তে ধারণ করিয়া আপনার প্রাণরূপতা প্রকটিত করিয়াছিলেন—[মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যাঃ অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তম্—ছান্দোগ্য উ ৪।৩।৬, ?]—হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন, পৃথিব্যাদি লোকের পরিপালক

সেই প্রসিদ্ধ দেবতা প্রজাপতিই চারিটি মহাত্মাকে (প্রবলশক্তি অগ্নিপ্রভৃতিকে) গ্রাস করিয়াছেন। মরণশীল মানবগণ বহুরূপে বিরাজমান সেই দেবতাকে জানে না, যাঁহার উদ্দেশে এই অন্ন আনীত ও পক্ক হয়। তোমরা তাঁহাকেই—সেই প্রজাপতিকেই ইহা দিলে না।' ভোজনার্থ উপবিষ্ট কাপেয় অর্থাৎ কপিগোত্রোৎপন্ন শৌনক—শুনকের পুত্র, এবং অভিপ্রতারিনামক কক্ষসেনপুত্র—এই দুইজনকে, সূপকার (পাচক) পরিবেশন করিতেছেন এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি আসিয়া ভিক্ষা (অন্ন) চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যাভিমান অবগত হইয়া, 'দেখি ইনি কি বলেন' ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না। সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন—'হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্ ইত্যাদি (যাহা উক্ত হইয়াছে)। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মচারী আপনার উপাস্য প্রাণের স্বরূপের আপনা হইতে অভেদাভিমান ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিতেছিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে প্রসঙ্গক্রমে জানা যায়, যে উপাস্যবস্তুর স্বরূপতার অভিমান উপাসনার অবধি। ৭৯

মরণকাল পর্য্যন্ত ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়া—"একবার উৎপন্ন হইলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর নিবারিত হইবার নহে"—এই ৭৫ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে উপাসনার বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) ৭৫ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে উপাসনার বিলক্ষণতা।

পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্ত্তুমকর্ত্তুং কর্ত্তুমন্যথা।
শক্যোপাস্তিরতো নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রত্যয়সন্ততিম্ ॥

অন্বয়—উপাস্তিঃ পুরুষস্য ইচ্ছয়া কর্ত্তুম্, অকর্ত্তুম্, অন্যথা কর্ত্তুম্ শক্যা ; অতঃ প্রত্যয়সন্ততিম্ নিত্যম্ কুর্য্যাৎ। ৮০

অনুবাদ—উপাসনা পুরুষের ইচ্ছানুসারে করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা যাইতে পারে। এই চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপ উপাসনা নিত্য করা কর্ত্তব্য।

টীকা—উপাসনারূপ বস্তুটি উপাসক পুরুষের ইচ্ছানুসারে করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা (অর্থাৎ অন্য উপাসনাবিধি অবলম্বন করিয়া করা) সম্ভব হয়। "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বলিয়া উপাসনা সদাই কর্ত্তব্য—ইহাই অর্থ। ৮০

এইরূপে নিরন্তর চিন্তা করিলে কি ফল হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) সদা চিন্তনের ফল।

বেদাধ্যায়ী হ্যপ্রমত্তোঽধীতে স্বপ্নেঽধিবাসিতঃ।
জপিতা তু জপত্যেব তথা ধ্যাতাপি বাসয়েৎ ॥ ৮১

অন্বয়—অপ্রমত্তঃ বেদাধ্যায়ী, জপিতা (চ) অধিবাসিতঃ তু স্বপ্নে হি অধীতে, জপতি এব, তথা ধ্যাতা অপি বাসয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন, যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া অর্থাৎ সবিশেষ মনোযোগসহকারে নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করে, সে সেই অধ্যায়ের বা জপের সংস্কারাপন্ন হইয়া স্বপ্নেও অধ্যয়ন বা জপ করে, সেইপ্রকার, ধ্যানানুষ্ঠাতা পুরুষও ধ্যানসংস্কারবশতঃ স্বপ্নেও ধ্যান করে।

টীকা—"অপ্রমত্তঃ বেদাধ্যায়ী"—অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া বেদপাঠনিরত ব্যক্তি, এবং "অপ্রমত্তঃ জপিতা"—সেইরূপ নিরন্তর জপশীল; "অধিবাসিতঃ"—অধ্যয়নের বা জপের সংস্কারদ্বারা দৃঢ়সংস্কারযুক্ত হইয়া "স্বপ্নে"—স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থায়, অধ্যয়ন করে, জপ করে, সেই প্রকার উপাসকও সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন প্রভৃতিকালেও ধ্যান করে। ৮১

স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থাতেও যে ধ্যানের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে তাহার কারণ বলিতেছেন :—

(ছ) উপাসনার উক্তরূপ ফলের কারণ।

বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্।
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্॥ ৮২

অন্বয়—বিরোধিপ্রত্যয়ম্ ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্ বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদৌ অপি ভাবনাম্ লভতে।

অনুবাদ—উপাস্যভিন্ন বস্তুর আকারবিশিষ্ট বৃত্তিরূপ বিরোধিবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ভাবনা করিতে থাকিলে, সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থাতেও সেই ভাবনার বা ধ্যানের প্রাপ্তি ঘটে।

টীকা—"বাসনাবেশাৎ"—সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ, "ভাবনা"—ধ্যান। ৮২

ভাল, প্রারব্ধবশে যে ব্যক্তি (বাধ্য হইয়া) বিষয়ানুভব করিতেছে, তাহার অবিচ্ছেদে ধ্যানসিদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন যে, আস্থা বা বিশ্বাসের প্রাবল্যবশতঃ বিষয়বাসনীর অর্থাৎ বিষয়ভোগাসক্তের (ভোগসিদ্ধির) ন্যায় ধ্যানসিদ্ধি হইতে পারে :—

(জ) প্রারব্ধবশে বিষয়ানুভবযুক্ত উপাসকের নিরন্তর ধ্যানে সিদ্ধিলাভ ও তাহার দৃষ্টান্ত।

ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধমাস্থাতিশয়তোঽনিশম্।
ধ্যাতুং শক্তো ন সন্দেহো বিষয়ব্যসনী যথা॥ ৮৩

অন্বয়—নিজারব্ধম্ ভুঞ্জানঃ অপি আস্থাতিশয়তঃ যথা বিষয়বাসনী অনিশম্ ধ্যাতুম্ শক্তঃ, সন্দেহঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—স্বীয় প্রারব্ধকর্ম্মভোগ করিতে করিতেও লোকে আস্থার বা বিশ্বাসের প্রবলতাবশতঃ, বিষয়াসক্ত পুরুষের বিষয়-চিন্তার ন্যায়, অবিচ্ছেদে ধ্যান করিতে সমর্থ হয়; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮৩

(ঝ) দৃষ্টান্তের বশিষ্ঠকৃত সবিস্তর ব্যাখ্যা।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥ ৮৪

অন্বয়—পরব্যসনিনী নারী গৃহকর্ম্মণি ব্যগ্রা অপি অন্তঃ তৎ এব পরসঙ্গরসায়নম্ আস্বাদয়তি। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ—উপশম প্র, ৭৪।৮৩)।

অনুবাদ ও টীকা—পরপুরুষসঙ্গাভিলাষিণী নারী আপনার দেহকে গৃহকর্ম্মে নিরত রাখিলেও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকে। ৮৪

ভাল, অন্তরে পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকিলে, গৃহকার্য্যে ব্যাঘাত হইবেই, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা অপি নো গৃহকর্ম্ম তৎ।
কুণ্ঠীভবেদপি ত্বেতদাপাতেনৈব বর্ত্ততে॥ ৮৫

অন্বয়—পরসঙ্গম্ স্বাদয়ন্ত্যাঃ অপি তৎ গৃহকর্ম্ম নো কুণ্ঠীভবেৎ অপি তু এতৎ আপাতেন এব বর্ত্ততে।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তরে পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকিলে গৃহকার্য্যভঙ্গ হয় না বটে কিন্তু গৃহকার্য্য উদাসীনের মতই—তৎকালোপস্থিত বুদ্ধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ অযত্নে, চলিতে থাকে। ৮৫

জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ। নির্গুণোপাসনা অপর জ্ঞান সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নির্গুণোপাসনার ফল।

১। উপাসক হইতে জ্ঞানীর ব্যবহারদ্বারা বিলক্ষণতা।

"তৎকালোপস্থিত বুদ্ধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ অযত্নে) চলিতে থাকে"—এই যাহা বলা হইল, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের একাংশ বর্ণন ; জ্ঞানীর ব্যবহারে তাহার অনুকূলতা।

গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ।
পরব্যসনিনী তদ্বন্ন করোত্যেব সর্ব্বথা॥ ৮৬

অন্বয়—যথা গৃহকৃত্যব্যসনিনী তৎ সম্যক্ করোতি, তদ্বৎ পরব্যসনিনী সর্ব্বথা ন করোতি এব।

অনুবাদ ও টীকা—গৃহকর্ম্মে সম্যক্ স্পৃহাবতী নারী সেই গৃহকর্ম্ম যেরূপ সম্যক্প্রকারে নিষ্পাদন করে, পরপুরুষস্পৃহাবতী নারী গৃহকর্ম্ম সেইরূপ সম্যক্ স্পৃহাসহকারে করে না, কিন্তু ঔদাসীন্যপূর্ব্বকই করিয়া থাকে। ৮৬

দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থ দার্ষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন :—

(খ) দার্ষ্টান্ত বর্ণন।

এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি লেশাল্লৌকিকমাচরেৎ।
তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ॥ ৮৭

অন্বয়—এবম্ ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ অপি লেশাৎ লৌকিকম্ আচরেৎ ; তত্ত্ববিৎ তু অবিরোধিত্বাৎ লৌকিকম্ সম্যক্ আচরেৎ।

অনুবাদ এইপ্রকার, ধ্যানে একনিষ্ঠতাযুক্ত পুরুষও সামান্যভাবে অর্থাৎ স্বল্পমাত্রায় একান্তাবশ্যক আহারশৌচাদিরূপ লৌকিকব্যবহার করেন। তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু লৌকিকব্যবহার আপনার জ্ঞানের অবিরোধী জানিয়া তাহা সম্যক্ পালন করিয়া থাকেন।

টীকা—ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীও কি লৌকিকব্যবহার সামান্যভাবে বা স্বল্পমাত্রায় পালন করেন? কিম্বা সম্যক্‌ভাবে পালন করেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে রূপরসাদি বিষয়ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া, তিনি লৌকিকব্যবহার সম্যক্ পালন করেন—"তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু" ইত্যাদি দ্বারা। ৮৭

লৌকিকব্যবহার ও তত্ত্বজ্ঞান যে পরস্পর অবিরোধী তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) তত্ত্বজ্ঞান ও বিষয়-ব্যবহারের অবিরোধ প্রদর্শন।

মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মাত্মা চৈতন্যরূপধৃক্।
ইতি বোধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—অয়ম্ প্রপঞ্চঃ মায়াময়ঃ, আত্মা চৈতন্যরূপধৃক্, ইতি বোধে লৌকিকব্যবহারিণঃ কঃ বিরোধঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যরূপধারী—এইপ্রকার জ্ঞান জন্মিলে, লৌকিকব্যবহার পালন করিতে জ্ঞানীর কি-বিরোধ হইতে পারে? কোন বিরোধই হয় না। ৮৮

উক্তশ্লোকোক্ত বিরোধাভাব সবিশেষ বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) অবিরোধের সবিশেষ বর্ণন।

অপেক্ষতে ব্যবহৃতি র্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্।
নাপ্যাত্মজাড্যং কিন্ত্বেষা সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৮৯

অন্বয়—ব্যবহৃতিঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্ ন অপেক্ষতে, আত্মজাড্যম্ অপি ন, কিন্তু এষা সাধনানি এব কাঙ্ক্ষতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহার জগৎ প্রপঞ্চের সত্যতার বা আত্মার অচেতনতার অপেক্ষা করে না কিন্তু নিজসাধনের অর্থাৎ সামগ্রীর অপেক্ষা রাখে। ৮৯

কি কি সেই ব্যবহারসাধন বা সামগ্রী? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) তত্ত্বজ্ঞানীর মন প্রভৃতি অবিলুপ্ত থাকে বলিয়া ব্যবহার সম্ভব।

মনোবাক্কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি তান্।
তত্ত্ববিন্নোপমৃদ্নাতি ব্যবহারোঽস্য নো কুতঃ? ॥ ৯০

অন্বয়—মনোবাক্কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি ; তান্ তত্ত্ববিৎ ন উপমৃদ্নাতি ; অস্য ব্যবহারঃ কুতঃ নো?

অনুবাদ কায়মনবচন এবং তাহাদের তুলনায় পুত্র ক্ষেত্র প্রভৃতি যে বাহ্যপদার্থ; তাহারাই ব্যবহারের সাধন বা সামগ্রী। তত্ত্বজ্ঞানী তাহাদের উপমর্দ্দন বা নাশ করেন না ; সেইহেতু জ্ঞানীর অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক, ব্যবহার কেন না হইবে?

টীকা—"তদ্বাহ্যপদার্থাঃ"—সেই কায় মন ও বচনের তুলনায় গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি বাহ্যপদার্থ ব্যবহারের সাধন বা সামগ্রী ; "তান্ ন উপমৃদ্নাতি"—তত্ত্বজ্ঞানী মন প্রভৃতির উপমর্দ্দন করেন না অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপতঃ বিনাশ করেন না, এইহেতু, "অস্য"—এই জ্ঞানীর ব্যবহার কেন না হইবে? কিন্তু হইবেই। অচ্যুতরায় বলেন এস্থলে উপমর্দ্দন শব্দের অর্থ ধ্বংস ; বাধ নহে ; মন প্রভৃতি বাধিত হইলে জ্ঞানীর ব্যবহারও বাধিত হইত, যেমন কুমারী কর্ত্তৃক শিলাপুত্র—পাষাণ কাষ্ঠপ্রভৃতিদ্বারা কল্পিতপুত্র প্রভৃতির ব্যবহার বাধিত। ৯০

ভাল, বিষয়সমূহের বিনাশ না করিলেও তত্ত্বজ্ঞের চিত্তনিরোধ বা মনোনাশ করা ত' উচিত। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেই নিরোধানুষ্ঠান করিতে থাকিলে তিনি আর তত্ত্বজ্ঞ নহেন, (ধ্যাতা মাত্র) :—

(চ) চিত্তনিরোধকারী তত্ত্বজ্ঞ নহেন, ধ্যাতা।

উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ধ্যাতাসৌ ন তু তত্ত্ববিৎ।
ন বুদ্ধিমর্দ্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা ॥ ৯১

অন্বয়—চিত্তম্ উপমৃদ্নাতি চেৎ, অসৌ ধ্যাতা, ন তু তত্ত্ববিৎ। ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা বুদ্ধিম্ অর্দ্দয়ন্ ন দৃষ্টঃ।

অনুবাদ—যদি তিনি চিত্তনিরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি ধ্যাতা, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ নহেন। (কেবল ধ্যানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না)। যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন তাঁহাকে সেই জন্য চিত্তপীড়ন করিয়া একাগ্রতাভ্যাস করিতে হয় না।

টীকা—ভাল, তত্ত্ববিৎ চিত্তের উপমর্দ্দন অর্থাৎ নিরোধ করেন না, ইহা কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—"যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন" ইত্যাদি। ঘটের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক, এইরূপ কোনও লোককে বুদ্ধির (চিত্তের) পীড়ন করিয়া একাগ্রতাভ্যাস করিতে দেখা যায় নাই। অচ্যুতরায় বলেন—ব্রহ্মবিন্দুপনিষদে (২ মন্ত্রে) আছে [বন্ধায় বিষয়াসক্তং মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং মনঃ]—মন বিষয়াসক্ত থাকিলেই বন্ধন, নির্ব্বিষয় হইলেই মোক্ষ। সেইহেতু মনের ধ্বংস না হইলে মন কি প্রকারে নির্ব্বিষয় হইবে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন" ইত্যাদি। ৯১

ভাল, ঘটবস্তুটী স্থূল বলিয়া স্পষ্ট। সেইহেতু ঘটের দর্শন করিতে হইলে চিত্তের পীড়ন বা নিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই; ব্রহ্ম কিন্তু সেরূপ স্পষ্ট নহেন। এইহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্ত-পীড়নের প্রয়োজন আছে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া ঘটাদি-অপেক্ষাও স্পষ্টতর; সেইহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্তনিরোধ অনাবশ্যক :—

(ছ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্তনিরোধের অনাবশ্যকতা।

সকৃৎপ্রত্যয়মাত্রেণ ঘটশ্চেদ্ভাসতে সদা।
স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥ ৯২

অন্বয়—সকৃৎপ্রত্যয়মাত্রেণ ঘটঃ সদা ভাসতে চেৎ স্বপ্রকাশঃ অয়ম্ আত্মা কিম্ ঘটবৎ চ ন ভাসতে?

অনুবাদ ও টীকা—যদি একবারমাত্র জ্ঞান বা বৃত্তির অবভাসদ্বারাই, ঘট চিরদিন প্রকাশমান থাকে, তবে বলি, স্বপ্রকাশরূপ এই আত্মা কি ঘটের ন্যায় সদা প্রকাশমান নহেন? পরন্তু সদা প্রকাশমানই বটে। ৯২

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা থাকিলেও 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এই আকারের যে বুদ্ধিবৃত্তি, সেই ব্রহ্মকে বিষয় করে, সেই বুদ্ধিই ত' তত্ত্বজ্ঞান; তাহা ক্ষণনাশ্য বলিয়া, ব্রহ্মে তাহার পুনঃ পুনঃ স্থিরীকরণের অপেক্ষা আছে। (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা করিলে বলি, তাহা ঘটাদি স্থলেও তুল্যরূপে প্রযোজ্য। ইহাই বলিতেছেন :—

(জ) [illegible] আত্মাকে পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible]

স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ত্ববেদনম্।
বুদ্ধিশ্চ ক্ষণনাশ্যেতি চোদ্যং তুল্যং ঘটাদিষু ॥ ৯৩

অন্বয়—স্বপ্রকাশতয়া তে কিম্? তু বুদ্ধিঃ তত্ত্ববেদনম্; বুদ্ধিঃ চ ক্ষণনাশিনী; ইতি চোদ্যম্ ঘটাদিষু তুল্যম্।

অনুবাদ—(বাদী বলিতেছেন :—হে সিদ্ধান্তিন্) ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাদ্বারা আপনার কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়? কিন্তু ব্রহ্মকে বিষয়কারিণী বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞান; আর সেই বুদ্ধি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়। (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—হে বাদিন্) তোমার এই (আপত্তিজনক) প্রশ্ন ঘটাদিবিষয়েও তুল্যরূপে খাটে।

টীকা—(অচ্যুতরায়) বাদী বলিতে চাহেন—ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা ত' ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে, কেননা, সেই স্বপ্রকাশতা থাকিতেও ব্রহ্মে ভাবরূপ অবিদ্যার আবরণ অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মহাবাক্যবিচারসমুৎপন্না যে বুদ্ধি ব্রহ্মকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাই অবিদ্যাধ্বংসরূপ মুক্তি দিতে সমর্থা—ইহাই আপনাদিগের সিদ্ধান্ত। সেই বুদ্ধি কিন্তু তিনক্ষণ মাত্র অবস্থান করে—একথা সকল আস্তিকই স্বীকার করেন। তাহা হইলে সেই বুদ্ধির বিলয় ঘটিলে, দীপ সরাইয়া লইলে ঘট যেরূপ অন্ধকারাবৃত হইয়া যায় এবং দীপ থাকিলে আবার প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মবস্তুর আবরণ প্রতিক্ষণে সম্ভব বলিয়া, সেই আবরণের নিবৃত্তির জন্য যতদিন না প্রারব্ধক্ষয় হয়, ততদিন বুদ্ধির ব্রহ্মাকারতা সম্পাদন আবশ্যক—ইহাই বাদীর আশঙ্কা। সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিদ্বারা ইহার উত্তর দিতেছেন—"হে বাদিন্ তোমার এই আপত্তিজনক প্রশ্ন" ইত্যাদি। ৯৩

ঘটাদির জ্ঞান ক্ষণিক হইলেও, ঘট একবার নিশ্চিত হইলে, ঘটের ব্যবহার সর্বদা করা যাইতে পারে। সেইহেতু ঘটে চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ইহার সমাধান করিতেছেন এই বলিয়া যে, আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কার অবসর তুল্যরূপ :—

(ক) (বাদী) ঘটাদিবিষয়ে চিত্তস্থিরীকরণ অনাবশ্যক, (সিদ্ধান্তী) তত্ত্ববিষয়েও তদ্রূপ।

ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্যত্যেব যদা ঘটঃ।
ইষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমমাত্মনি॥ ৯৪

অন্বয়—ঘটাদৌ নিশ্চিতে যদা বুদ্ধিঃ নশ্যতি এব তদা ইষ্টঃ ঘটঃ নেতুম্ শক্যঃ ইতি চেৎ আত্মনি সমম্।

অনুবাদ—ঘটাদি নিশ্চিত হইলে পর যখন বুদ্ধি অর্থাৎ ঘটাকারবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখনও যখন ইচ্ছা ঘটকে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারা যায় অর্থাৎ ঘটের ব্যবহার চলিতে পারে—যদি এইরূপ বল, তবে আমি (সিদ্ধান্তী) বলি, আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপ।

টীকা—(অচ্যুতরায়) সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিযোগে আশঙ্কা করিয়া প্রতিবন্দির দ্বারা দেখাইয়া তাহার নিবৃত্তি করিলেন। ৯৪

"আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপ" এই উক্তিটির অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছেন :—

নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানং যদাপেক্ষা তদৈব তম্।
বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাতুং শক্নোত্যেব হি তত্ত্ববিৎ ॥ ৯৫

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ হি সকৃৎ আত্মানম্ নিশ্চিত্য যদা অপেক্ষা তদা-এব তম্ বক্তুম্ মন্তুম্ তথা ধ্যাতুম্ শক্নোতি এব।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানীও সেইরূপ একবার আত্মার নিশ্চয় করিয়া পরে যখনই ইচ্ছা তখনই সেই আত্মসম্বন্ধে বলিতে, মনন করিতে অথবা ধ্যান করিতে অবশ্যই পারেন। ৯৫

ভাল, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীকেও ত' আত্মানুসন্ধানের বশে অর্থাৎ আত্মার বিস্মৃতির নিবারণের জন্য জগতের অনুসন্ধানরহিত দেখা যায়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—জগতের যে অনুসন্ধানাভাব তাহা ধ্যানপ্রযুক্ত, তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে :—

(ক) কোনও তত্ত্বজ্ঞের প্রতীয়মান ব্যবহারের বিস্মৃতির জন্য ধ্যানের আবশ্যকতা।

উপাসক ইব ধ্যায়ঁল্লৌকিকং বিস্মরেদ্যদি।
বিস্মরত্যেব সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতির্ন তু বেদনাৎ ॥ ৯৬

অন্বয়—উপাসকঃ ইব ধ্যায়ন্ যদি লৌকিকম্ বিস্মরেৎ বিস্মরতু এব ; সা বিস্মৃতিঃ ধ্যানাৎ, বেদনাৎ তু ন।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানী উপাসকের ন্যায় ধ্যান করিতে যদি (ঋষভাদির ন্যায়) লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন, তবে বিস্মৃত হউন ; সেই বিস্মৃতি ধ্যানের কার্য্য : জ্ঞানদ্বারা কখন লৌকিক-ব্যবহার-বিস্মৃতি হয় না। ৯৬

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীরও ত' মুক্তির সিদ্ধির জন্য ধ্যান করা কর্ত্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—[জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্ প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে—(অজ্ঞাত-মূলাশ্রুতি)]—জ্ঞান হইতে যে অদ্বৈত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারাই জীব মুক্ত হয়। তুল্যার্থা অন্যশ্রুতি—[অতঃ সর্ব্বেষাম্ কৈবল্যমুক্তিঃ জ্ঞানমাত্রেণ (পাঠান্তরে—জ্ঞানমার্গেণ) উক্তা—মুক্তিকোপনিষৎ প্রথমাধ্যায়ের শেষ মন্ত্রে, অথবা ৫০।৬ মন্ত্রে]—এইহেতু সকল জীবের কৈবল্যমুক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ; [তস্মাদ্ এবং বিদিত্বা এবং কৈবল্যম্ পরম্ অশ্নুতে—কৈবল্য উ ২৪]—সেইহেতু এইরূপে এই পরমাত্মাকে জানিয়া কৈবল্যপদ ভোগ করে ; [তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ ৩।৮ ; ৬।১৫]—প্রত্যগ্‌রূপ সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ; সংসার হইতে নির্গত হইবার আর অন্য পথ নাই ; এবং [জ্ঞাত্বা দেবম্ মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ—শ্বেতাশ্বতর উ ১।৮, ২।১৫ ইত্যাদি] স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ পরমাত্মাকে জানিলেই সর্ব্বপাপবর্জ্জিত হয় ; ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ থাকিতে মোক্ষের জন্য ধ্যান করিবার নাই, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্তির জন্য ধ্যান অনাবশ্যক।

ধ্যানং ত্বৈচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তিসিদ্ধিতঃ।
জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ ॥ ৯৭

অন্বয়—ধ্যানম্ তু এতস্য ঐচ্ছিকম্, বেদনাৎ মুক্তিসিদ্ধিতঃ ; জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্ ইতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ ;

অনুবাদ—ধ্যান অর্থাৎ তদনুষ্ঠান কিন্তু জ্ঞানীর ইচ্ছাসাপেক্ষ, যেহেতু জ্ঞানদ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রসমূহ ঢেঁড়া পিটিতেছে—জ্ঞান হইতেই কৈবল্য-প্রাপ্তি।

টীকা—শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষসাধনরূপে নিরূপিত হওয়ায়, জ্ঞানের জন্য অথবা মোক্ষের জন্য তত্ত্বজ্ঞানীর ধ্যানানুষ্ঠান কর্তব্য নহে কিন্তু জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ চিত্তের একাগ্রতার দ্বারাই আবির্ভূত হয় বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানী যদি ইচ্ছা করেন, তবে ধ্যান করিতে পারেন ; ইচ্ছা না হয় ত' প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান একান্ত কর্তব্য নহে। ৯৭

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর যদি ধ্যানকর্তব্যতা স্বীকার না করা যায়, তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সর্বদাই বহির্মুখী হইয়া থাকিবে—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেইরূপ বহিঃপ্রবৃত্তি জ্ঞানের বাধিকা নয় বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে :—

(ঠ) তত্ত্বজ্ঞের ধ্যান কর্তব্যতা অস্বীকার করিলে বাহ্যবৃত্তি অনিবার্য (শঙ্কা ও সমাধান)।

তত্ত্ববিদ্যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ।
প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্ত্তনে ? ॥ ৯৮

অন্বয়—(শঙ্কা) তত্ত্ববিৎ যদি ন ধ্যায়েৎ তদা বহিঃ প্রবর্ত্তেত ; (সমাধান) সুখেন অয়ম্ প্রবর্ত্ততাম্, অস্য প্রবর্ত্তনে কঃ বাধঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যানানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে অনাত্মবস্তুর ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবেন ; তবে বলি, জ্ঞানী সেইরূপ ব্যবহারে সুখে প্রবৃত্ত হউন ; এইরূপ প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে জ্ঞানীর বাধা কি ? ৯৮

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর বহিঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ বা মর্যাদালঙ্ঘনরূপ দোষ হয় : এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তুমি জ্ঞানীর জন্য প্রসঙ্গ বা মর্যাদা যখন নিরূপণ করিতে পারিবে না, তখন জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গের বা মর্যাদালঙ্ঘনের কথা উঠাইতেই পার না—এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন :—

(ড) তত্ত্বজ্ঞানীর বহিঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গশঙ্কা ও সমাধান।

অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদীরয়।
প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রং চেন্ন তত্ত্ববিদং প্রতি ॥ ৯৯

অন্বয়—অতিপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ ? প্রসঙ্গম্ তাবৎ ঈরয়। বিধিশাস্ত্রম্ প্রসঙ্গঃ চেৎ, তত্ত্ববিদম্ প্রতি ন।

অনুবাদ—যদি বল তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে (শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে), তবে বলি তুমি 'প্রসঙ্গ' বলিতে কি বুঝ ? যদি বিধিশাস্ত্রকে 'প্রসঙ্গ' বল, তবে বলি তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি বিধিশাস্ত্র খাটে না।

টীকা—যদি বল 'প্রসঙ্গ' শব্দের অর্থ উক্তিরূপ। নিরূপণের অভাব। নহে, কেননা, প্রসঙ্গ

শব্দে বিধিশাস্ত্রকেই বুঝান অভিপ্রেত ; তবে বলি সেই বিধিশাস্ত্র অজ্ঞানিপুরুষবিষয়ক বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানী প্রতি খাটে না। ইহাই বলিতেছেন :—"যদি বিধিশাস্ত্রকে প্রসঙ্গ বল" ইত্যাদি। এস্থলে যে বিধিশাস্ত্রের উল্লেখ হইল, তাহা নিষেধশাস্ত্রেরও উপলক্ষণ। বিধিনিষেধবিষয়ক শাস্ত্ররূপ যে প্রসঙ্গ বা মর্যাদা, তাহা জ্ঞানীর প্রতি খাটে না ; তাহা অজ্ঞানীর প্রতিই প্রযোজ্য। ৯৯

বিধিশাস্ত্র যে অজ্ঞানবিষয়ক তাহাই দেখাইতেছেন :—

(চ) বিধিশাস্ত্র অজ্ঞানীর প্রতিই প্রযোজ্য।

বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব চ নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১০০

অন্বয়—বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানঃ যস্য বিদ্যতে তস্য এব চ সকলাঃ অপি নিষেধাঃ বিধয়ঃ চ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহার ব্রাহ্মণাদিবর্ণের, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের এবং বাল্যাদিরূপ অবস্থার অভিমান আছে, সকল বিধি ও নিষেধ তাহারই জন্য। ১০০

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীও ত' দেহধারী ; সেইহেতু বর্ণাশ্রমাদির অভিমান তাহারও আছে : এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) বর্ণাশ্রমাভিমানরহিত জ্ঞানীর নিশ্চয়।

বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনো বোধরূপস্যেত্যেবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০১

অন্বয়—দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ বর্ণাশ্রমাদয়ঃ, বোধরূপস্য আত্মনঃ ন, ইতি এবম্ তস্য বিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—মায়াদ্বারা পরিকল্পিত যে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, তাহা কেবল দেহবিষয়ক ; চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে তাহা নাই অর্থাৎ "তাহা আমার ধর্ম্ম নহে,"— এইপ্রকার সেই জ্ঞানীর নিশ্চয়। এইহেতু জ্ঞানীর সেই বর্ণাশ্রমাদির অভিমান নাই। ১০১

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা নিশ্চয় তাহা থাকুক, শাস্ত্র ত' তাঁহার কর্তব্য প্রতিপাদন করিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, শাস্ত্রও (বাশিষ্ঠরামায়ণ—স্থিতিপ্রকরণ ৪৭।২৬) সেই তত্ত্বজ্ঞানীর কর্তব্যাভাব বুঝাইতেছেন :—

(জ) তত্ত্বজ্ঞানীর কর্তব্যাভাব শাস্ত্রদ্বারাও নির্দ্দিষ্ট।

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ১০২

অন্বয়—হৃদয়েন অস্তসর্ব্বাস্থঃ উত্তমাশয়ঃ মুক্তঃ এব সমাধিম্ অথ কর্ম্মাণি মা করোতু বা করোতু।

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয় হইতে সকল প্রকারের আস্থা বা আসক্তি তিরোহিত হইয়াছে, সেই নির্ম্মলজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি সমাধি ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তিনি যে মুক্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

টীকা—যিনি "হৃদয়েন"—বুদ্ধিদ্বারা, "অস্তসর্ব্বাস্থঃ"—'অস্তাঃ' [illegible] হইয়াছে 'সর্ব্বাঃ আস্থাঃ'—বিবিধ প্রকারের আসক্তি যাঁহার, এইরূপ ব্যক্তি, "সঃ মুক্তঃ এব"—তিনি নিশ্চিতই মুক্ত

হইয়াছেন। অতএব তিনি সমাধির বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। এই অর্থে অন্বয় বুঝিতে হইবে। অমুক কর্ম্ম করিলে আমার স্বর্গমোক্ষাদিরূপ ফললাভ হইবে, না করিলে ইষ্টবিনাশ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি বা হানি হইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহাকেই কর্ত্তব্য বলে ; এই বুদ্ধি না লইয়া যাহা করা যায় তাহা কর্ত্তব্য নহে*। ১০২

তত্ত্বজ্ঞানীর যে অন্য কর্ত্তব্য নাই, এবিষয়ে অন্য একবচন (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৭) প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥ ১০৩

অন্বয়—যস্য মনঃ নির্ব্বাসনম্ তস্য নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন অর্থঃ, তস্য কর্ম্মভিঃ অর্থঃ নাস্তি, সমাধানজপ্যাভ্যাম ন।

অনুবাদ—যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহার কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসেও প্রয়োজন নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই, তাঁহার সমাধি ও জপানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই।

টীকা—"নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ কর্ম্মরাহিত্য অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ। "সমাধান" শব্দের অর্থ সমাধি ; "জপ্য" শব্দের অর্থ জপ। ১০৩

ভাল, জ্ঞানিগণেরও বাসনানিবৃত্তির জন্য ধ্যান করা কর্ত্তব্য ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সম্যগ্‌জ্ঞানীর অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্বদর্শীর বাসনাই নাই :—

(খ) সম্যগ্‌জ্ঞানীর বাসনার অভাব।

আত্মাসঙ্গস্ততোঽন্যৎ স্যাদিন্দ্রজালং হি মায়িকম্।
ইত্যচঞ্চলনির্ণীতে কুতো মনসি বাসনা॥ ১০৪

অন্বয়—আত্মা অসঙ্গঃ ততঃ অন্যৎ ইন্দ্রজালম্ মায়িকম্ হি স্যাৎ ইতি অচঞ্চলনির্ণীতে মনসি কুতঃ বাসনা (স্যাৎ) ?

অনুবাদ—আত্মা অসঙ্গ—স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতসম্বন্ধশূন্য ; তদ্ভিন্ন অন্য অর্থাৎ ইন্দ্রজালরূপ জগৎ মায়িক ও মিথ্যা। এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত মনে কোথা হইতে বাসনা আসিবে ? কোথা হইতেও নহে।

টীকা—বশিষ্ঠ উপশমপ্রকরণে (৯১।২৯) কহিয়াছেন—দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্। যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥—পূর্ব্বাপর বিচারপরিত্যাগপূর্ব্বক (আমি, আমার এই প্রকার) দৃঢ়সংস্কারের সহিত যে (দেহাদি) পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহাকেই বাসনা বলে ; তাহাকে অভিনিবেশ বা আগ্রহরূপ ব্যসনও বলে। তাহা শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে দুই প্রকার। অশুদ্ধ বা মলিন বাসনা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, অহঙ্কারদ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়।

---

* বিদ্যারণ্যস্বামী প্রণীত 'জীবন্মুক্তিবিবেকের' "বাসনাক্ষয় প্রকরণের" শেষ ভাগে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া "[illegible]" স্থানে '[illegible]' পাঠ করিয়াছেন। [illegible] টীকাকার [illegible] "[illegible]"—ব্যাখ্যাকালে, আর [illegible] বশিষ্ঠ অভিজ্ঞানাবস্থায় বুঝাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন—এইরূপ অভ্যাস[illegible] যিনি সপ্তম ভূমিকারোহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারই সকল কর্ত্তব্যতাব। [illegible] বিদ্যা জ্ঞানের [illegible] কর্ত্তব্যতাব [illegible]।

ইহা গীতার ষোড়শাধ্যায়ে 'আসুরী সম্পৎ' নামে বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধবাসনা গীতায় ত্রয়োদশাধ্যায়ে বর্ণিত। পরমাত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিকরূপ অবগত হইবার পর, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বাসনা কেবল দেহধারণনিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের অনুবৃত্তির সহিত যে ইন্দ্রিয়ব্যবহার, তাহা পুনর্জন্মের কারণ হয় না। মলিন বাসনা চারিপ্রকারের যথা,—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা ও আসুরীসম্পৎ। 'লোকবাসনা' শব্দে সর্বজনপ্রশংসিত হইবার ইচ্ছা। শাস্ত্রবাসনা তিনপ্রকারের (ক) পাঠব্যসন—যথা ভরদ্বাজে, (খ) শাস্ত্রব্যসন—যথা দুর্বাসায়, (গ) অনুষ্ঠানব্যসন—যথা, নিদাঘ ও দাশুরে। শাস্ত্রব্যসন যে মলিনতার কারণ তাহা শ্বেতকেতু ও বালাকিতে দেখা যায়। দেহবাসনা তিনপ্রকারের, যথা (ক) দেহে আত্মত্ব ভ্রম, যেমন চার্বাকে ও বিরোচনে ; (খ) গুণাধানভ্রম—যথা, সঙ্গীতসাধনা প্রভৃতি, শাস্ত্রীয়—যথা গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন ইত্যাদি, (গ) দোষাপনয়নভ্রম—লৌকিক—যথা ঔষধদ্বারা মুখ প্রক্ষালন, বৈদিক—যথা শৌচ আচমন। আসুরীসম্পৎ গীতার ১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তথায় দ্রষ্টব্য। যদ্যপি আত্মার অসঙ্গতানিশ্চয় এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ জ্ঞান দৃঢ়তালাভ করিলে বাসনাসমূহের বিনাশে যত্ন নিষ্প্রয়োজন, তথাপি সেই জ্ঞান, অদৃঢ় থাকিলে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা চিত্তবিশ্রান্তিলাভ হয় না। সেইজন্য বিদ্যারণ্যস্বামী "জীবন্মুক্তি বিবেকে" 'বাসনাক্ষয় প্রকরণে' বাসনাক্ষয় করিবার ছয়টি ক্রম বা সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—
১ম—বিষয়বাসনাত্যাগ ; বিষয়বাসনার অর্থ আসুরীসম্পৎ অথবা রূপরসাদিভোগকালীন সংস্কার ; ২য়—মানসবাসনা ত্যাগ ; মানসবাসনার অর্থ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা অথবা রূপরসাদিকামনাকালীনসংস্কার, ৩য়—মৈত্র্যাদি অমলবাসনাগ্রহণ ; ৪র্থ—অন্তরে তাহারও ত্যাগ, কেবল চিদ্বাসনা লইয়া অবস্থান ; ৫ম—চিন্মাত্রবাসনারও পরিত্যাগ, ৬ষ্ঠ—উক্ত ত্যাগের প্রযত্নেরও ত্যাগ। (সবিস্তর মগনীরাম হনুপীটক গ্রন্থাবলীর "জীবন্মুক্তিবিবেকে" ১২৭ পৃঃ বাসনাক্ষয়প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ১০৪

ভাল, প্রসঙ্গের অভাব মানিলাম, তদ্দ্বারা অতিপ্রসঙ্গাভাববিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গাভাব এবং অজ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ সম্ভাব।

এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপি কুতোঽস্যাতিপ্রসঞ্জনম্।
প্রসঙ্গো যস্য তস্যৈব শঙ্ক্যেতাতিপ্রসঞ্জনম্॥ ১০৫

অন্বয়—এবম্ অস্য প্রসঙ্গঃ অপি ন অস্তি, কুতঃ অতিপ্রসঞ্জনম্? যস্য প্রসঙ্গঃ তস্য এব অতিপ্রসঞ্জনম্ শঙ্ক্যেত।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে বিধিনিষেধপালনরূপ প্রসঙ্গ বা আচার যদি জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবপর না হইল, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ বা অত্যাচার হইবে কিরূপে? যাহার আচার আছে, তাহার সম্বন্ধেই অত্যাচারের আশঙ্কা হইতে পারে। (অন্যের সম্বন্ধে নহে।)। ১০৫

ভাল, এইরূপ কোথায় দেখা গিয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত।

বিধ্যভাবাৎ ন বালস্য দৃশ্যতেঽতিপ্রসঞ্জনম্।
স্যাৎ কুতোঽতিপ্রসঙ্গোঽস্য বিধ্যভাবে সমে সতি॥

অন্বয়—বিধ্যভাবাৎ বালস্য অতিপ্রসঞ্জনম্ ন দৃশ্যতে। বিধ্যভাবে সমে সতি অস্য কুতঃ অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ? ১০৬

অনুবাদ ও টীকা—যেমন বিধির প্রসঙ্গের অভাবহেতু বালকের অতিপ্রসঙ্গ বা আচারব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সেইপ্রকার জ্ঞানীরও বিধির অভাব বালকের সহিত তুল্যরূপ বলিয়া, জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ বা অত্যাচার কোথা হইতে আসিবে? ১০৬

বালকসম্বন্ধে যে বিধির অভাব, বালকের অজ্ঞতাই তাহার কারণ; জ্ঞানীর ত' সেই কারণ নাই; এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন, জ্ঞানীর অজ্ঞতার অভাব হইলেও, জ্ঞানীর সর্ব্বজ্ঞতা, বিধির অভাবের কারণ :—

ন কিঞ্চিদ্বেত্তি বালশ্চেৎ সর্ব্বং বেত্ত্যেব তত্ত্ববিৎ।
অল্পজ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সর্ব্বে স্যুর্নান্যয়োর্দ্বয়োঃ॥ ১০৭

অন্বয়—বালঃ কিঞ্চিৎ ন বেত্তি চেৎ, তত্ত্ববিৎ সর্ব্বম্ বেত্তি এব। অল্পজ্ঞস্য এব সর্ব্বে বিধয়ঃ স্যুঃ, অন্যয়োঃ দ্বয়োঃ ন।

অনুবাদ—যদি বল বালক অজ্ঞ, বিধিনিষেধের কিছুই জানে না; সেইহেতু তাহার পক্ষে বিধিনিষেধ নাই; তবে বলি—তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ, যত কিছু বিধি সকলই অল্পজ্ঞের পক্ষে; অপর দুইএর পক্ষে অর্থাৎ অজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে নহে।

টীকা—একান্ত অজ্ঞের ও তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে যদি বিধি না হইল, তবে বিধি কাহার জন্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সকল বিধিই অল্পজ্ঞের জন্য; অন্যের অর্থাৎ অজ্ঞের ও সর্ব্বজ্ঞের এই উভয়ের জন্য নহে। বিষ্ণুভাগবতে আছে (৩।৭।১৭) "যশ্চ মূঢ়তমো লোকে, যশ্চবুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥—'যে বালকের মত অতিশয় মূঢ় অথবা যাহার বুদ্ধি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মাকে লাভ করিয়াছে, উভয়েই এই সংসারে সুখভোগ করে, আর যে মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ অতিশয় মূঢ় ও (তত্ত্বজ্ঞ হইতে ভিন্ন) অল্পজ্ঞ, সেই বিধিনিষেধাদিরূপ ক্লেশভোগ করে'। অতি মূঢ়—জ্ঞানসমুদ্রের এপারে অবস্থিত, তত্ত্বজ্ঞ পরপারে: অল্পজ্ঞ উভয় পারমধ্যগত বলিয়া বিধি-নিষেধরূপ উচ্চাবচ তরঙ্গবেগে আকুল হয়; কিন্তু উভয় কূলোৎপন্ন বালক ও জ্ঞানী গুণদোষবুদ্ধি বিনাই, কেবল শুভসংস্কারবশে শুভাচরণই করিয়া থাকে এবং অশুভাচরণ পরিহার করে। একথা পূর্ব্বে (দ্বৈতবিবেক ৪।৫৫ টীকায়) উল্লিখিত হইয়াছে। ১০৭

ভাল, ব্যাসাদির ন্যায় যাহার শাপ দিবার ও অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য আছে, সেই তত্ত্ববিৎ; অন্যে নহে; বাদী এইরূপ শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) (শঙ্কা) শাপাদির সামর্থ্য থাকিলেই তত্ত্ববিৎ হয়, অন্যথা নয়।

শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্যদি।
ন তৎ শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাত্তপসো যতঃ॥ ১০৮

অন্বয়—যস্য শাপানুগ্রহসামর্থ্যম্ অসৌ তত্ত্ববিৎ যদি (এবম্ উচ্যতে), তৎ ন; যতঃ শাপাদি-সামর্থ্যম্ তপসঃ ফলম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—যদি বল শাপ দিবার ও অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য যাঁহার থাকে, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তবে বলি, ঐরূপ বলা চলে না, যেহেতু শাপাদির সামর্থ্য তপস্যারই ফল, জ্ঞানের নহে।

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীর শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তবে বলি" ইত্যাদির দ্বারা। তাহাতেও হেতু বলিতেছেন :—"যেহেতু" ইত্যাদি। ১০৮

ভাল, ব্যাসাদি তত্ত্ববিদ্‌গণেরও শাপাদির সামর্থ্য দেখা গিয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, তাঁহাদের সেই সামর্থ্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে কিন্তু তপস্যার ফল :—

(প) ব্যাস প্রভৃতির শাপাদিসামর্থ্য তপস্যা-জনিত ; জ্ঞানোৎপাদক তপস্যা ভিন্ন।

ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসো বলাৎ।
শাপাদিকারণাদন্যত্তপো জ্ঞানস্য কারণম্॥ ১০৯

অন্বয়—ব্যাসাদেঃ অপি তপসঃ বলাৎ সামর্থ্যম্ দৃশ্যতে। শাপাদিকারণাৎ অন্যৎ তপঃ জ্ঞানস্য কারণম্।

অনুবাদ—ব্যাসাদিরও যে অভিসম্পাতাদির সামর্থ্য ছিল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, তপস্যারই ফল ; আর জ্ঞানের কারণ বা উৎপাদক যে তপস্যা, তাহা শাপাদিসামর্থ্যোৎপাদক তপস্যা হইতে ভিন্ন।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে [তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—তৈত্তিরীয় উ ৩।২।১, ৩।৩।১ ইত্যাদি] —তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—এই শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায়, তপস্যারহিত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অভিসম্পাতাদির কারণ (উৎপাদক) সকাম তপস্যা হইতে অন্যপ্রকারের জ্ঞানোৎপাদক নিষ্কাম তপস্যা আছে বলিয়া তপস্যা বিনা তত্ত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তির আশঙ্কা নাই। এইহেতু পূর্বোক্তরূপ কথন সঙ্গত নহে। ইহাই বলিতেছেন—"আর জ্ঞানের কারণ" ইত্যাদি। তপ্ ধাতু দুইটি—"তপ্ আলোচনে," "তপ্ সন্তাপে"। তন্মধ্যে আলোচনার্থক তপ্ ধাতুনিষ্পন্ন তপঃ বা তপস্যা জ্ঞানের কারণ এবং সন্তাপ বা দৈহক্লেশসহনার্থক তপ্‌ধাতু নিষ্পন্ন তপঃ বা তপস্যা শাপানুগ্রহাদি শক্তিলাভের কারণ ; এই গূঢ়ার্থই সূচিত হইতেছে। ১০৯

ভাল, তাহা হইলে সেই ব্যাসাদির তত্ত্বজ্ঞানিতা ও শাপানুগ্রহাদি সমর্থতা কেন দেখা গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহাদের উভয়বিধ তপস্যাই ছিল :—

(ফ) উভয়বিধ তপস্যা থাকিলে শাপাদিসামর্থ্য ও জ্ঞান ; একবিধ থাকিলে একফলপ্রাপ্তি।

দ্বয়ং যস্যাস্তি তস্যৈব সামর্থ্যজ্ঞানয়োর্জনিঃ।
একৈকং তু তপঃ কুর্বন্নেকৈকং লভতে ফলম্॥ ১১০

অন্বয়—যস্য দ্বয়ম্ অস্তি তস্য এব সামর্থ্যজ্ঞানয়োঃ জনিঃ (ভবতি) ; তপঃ একৈকম্ তু কুর্বন্ একৈকম্ ফলম্ লভতে।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার দ্বিবিধ তপস্যাই আছে, তাঁহার শাপাদির সামর্থ্য ও

তত্ত্বজ্ঞান উভয়ই জন্মে। সেইহেতু এক এক প্রকারের তপস্যা করিলে এক এক ফলই পাওয়া যায়। এইহেতু উক্ত বিরোধ সম্ভবে না। ১১০

ভাল, শাপাদির সামর্থ্যরহিত যতির শাপাদিসামর্থ্য সম্পাদনবিষয়ে প্রেরকবচনরূপ বিধির অভাব হইলেও, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কর্ম্মকাণ্ডীদিগের কর্ত্তৃক নিন্দনীয়তা ঘটিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সেই কর্ম্মীদিগেরও বিষয়লম্পট পামর পুরুষদিগের কর্ত্তৃক নিন্দনীয়তা ঘটিবে।

(য) সামর্থ্যোৎপাদক-বিধিবিহীন যতির কর্ম্মি-কর্ত্তৃক নিন্দাসম্ভাবনা। শঙ্কা ও সমাধান।

সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্‌যতির্ব্বিধিবিবর্জ্জিতঃ।
নিন্দ্যতে তত্তপোঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ॥১১১

অন্বয়—সামর্থ্যহীনঃ যতিঃ বিধিবিবর্জ্জিতঃ নিন্দ্যঃ চেৎ অন্যৈঃ ভোগলম্পটৈঃ তৎ তপঃ অপি অনিশম্ নিন্দ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—শাপানুগ্রহের সামর্থ্যরহিত যে সন্ন্যাসী তিনি বিধিরহিত হইলেও, কর্ম্মিগণকর্ত্তৃক নিন্দিত হইবেন—যদি এইরূপ বল, তবে (বলি) অন্য ভোগলম্পট পুরুষদিগের কর্ত্তৃক সেই কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপও নিরন্তর নিন্দিত হইয়া থাকে*। ১১১

'ভাল, সন্ন্যাসীও ত' ভোগতুষ্টির জন্য ভোগ্যবস্তুর আহরণ করেন'—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের যতিত্বই নাই, বলিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে উপহাস করিতেছেন :—

(র) ভোগলম্পটদিগের যতিত্বাভাব, শঙ্কা করিয়া উপহাস।

ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুর্যদ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে।
অহো যতিত্বমেতেষাং বৈরাগ্যভরমন্থরম্॥ ১১২

অন্বয়—যদি এতে ভোগতুষ্টয়ে ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুঃ, অহো এতেষাম্ বৈরাগ্যভরমন্থরম্ যতিত্বম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল সন্ন্যাসিগণও ভোগতুষ্টির জন্য ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষণ করেন, তবে বলি সেইরূপ সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যবোঝার ভারে চলনাসমর্থ যতিত্বে বলিহারি! ১১২

---

* এই শ্লোকটি আমরা পীতাম্বরকৃত পাঠানুসারেই প্রদত্ত হইল। অন্য সকল টীকাকারেই—সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্‌যতিভির্বিধিবর্জ্জিতঃ। নিন্দ্যন্তে যতয়োঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ॥ এইরূপে পঠিত হইয়াছে। কেবল পুণ্যানন্দের 'যতয়ো' স্থানে 'যততো' পাঠ আছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রামাদিক। এই সকল পাঠেই রামকৃষ্ণ রচিত—"ননু শাপাদিসামর্থ্যরহিতঃ যত্র বিধাভাবে অপি, বিহিতানুষ্ঠাতৃভিঃ [ন যতিভিঃ] নিন্দ্যঃ স্যাৎ" ইত্যাদি টীকার সহিত এবং অচ্যুতরায় কৃত ব্যাখ্যা—"ননু ভুঞ্জতঃ শাপাভাবসামর্থ্যে কর্ম্মঠনিন্দ্যত্বম্" ইত্যাদির সহিত অসংলগ্ন হয়। এইহেতু পীতাম্বরকৃত পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "অন্যৈঃ ভোগলম্পটৈঃ" দ্বারা ঐহিক ভোগাসক্ত, পারলৌকিক ভোগসাধন কর্ম্মনিষ্ঠগণই গৃহীত হইয়াছে এবং তদ্বারা ঐহিক পারলৌকিক বৈধভোগসাধনে নিরতগণও "ভোগলম্পট" পরিগণিত হইয়াছে। এইহেতু সন্ন্যাসিগণকেও ভোগিসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার প্রমাদ তাহাদের স্বাভাবিক

বিষয়লম্পট পামরগণ কর্মকাণ্ডরত শিষ্ট পুরুষদিগের যে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না, যদি এইরূপ বল, তবে বলি, দেহাভিমানী কর্মকাণ্ডরত পুরুষগণও তত্ত্বজ্ঞগণের যে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারাও তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না :—

(ম) কর্মীদিগের বিষয়িকৃত নিন্দার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞদিগের কর্মিকৃত নিন্দায় ক্ষতি নাই।

বর্ণাশ্রমপরান্ মূঢ়া নিন্দন্ত্বিত্যুচ্যতে যদি।
দেহাত্মমতয়ো বুদ্ধং নিন্দন্ত্বাশ্রমমানিনঃ॥ ১১৩

অন্বয়—মূঢ়াঃ বর্ণাশ্রমপরান্ নিন্দন্তু ইতি যদি উচ্যতে, দেহাত্মমতয়ঃ আশ্রমমানিনঃ বুদ্ধম্ নিন্দন্তু।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল যাহারা মূঢ় ('পামর') তাহারা বর্ণাশ্রমানুরাগী (কর্মকাণ্ডরত) পুরুষদিগের নিন্দা করুক, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই, তবে বলি যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মানে—এইরূপ বর্ণাশ্রমাভিমানী (কর্মকাণ্ডরত) পুরুষেরা জ্ঞানীদিগকে নিন্দা করুক, তাহাতে তাঁহাদেরও কিছুই আসিয়া যায় না। ১১৩

৯১ হইতে ১১৩ পর্যন্ত ২৩টি শ্লোকে বর্ণিত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়টির বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া আলোচ্যবিষয়ের—তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারের অবিরোধবিচারের—অনুসরণ করিতেছেন :—

তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাৎ।
জ্ঞানিনা চরিতুং শক্যং সম্যগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্॥১১৪

অন্বয়—তৎ ইত্থম্ তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাৎ লৌকিকম্ রাজ্যাদি জ্ঞানিনা সম্যক্ আচরিতুম্ শক্যম্।

অনুবাদ—অতএব এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান হইলে, মন প্রভৃতি ব্যবহারসাধন সামগ্রীর অভাব হয় না বলিয়া জ্ঞানী লৌকিককর্ম অথবা রাজ্যপালনাদি সম্যক্ প্রকারে আচরণ করিতে সমর্থ হন।

টীকা—"তৎ"—সেই কারণে ; "ইত্থম্"—উক্তপ্রকারে, "তত্ত্ববিজ্ঞানে (সতি) সাধনানুপমর্দনাৎ"—তত্ত্বজ্ঞান হইলে মন প্রভৃতি ব্যবহারসামগ্রীরূপ সাধনের বিলাপন বা বিনাশ হয় না বলিয়া, "লৌকিকম্ রাজ্যাদি"—লৌকিককর্ম অথবা (?) রাজ্য (-পালন) প্রভৃতি জ্ঞানিকর্তৃক সম্যক্প্রকারে আচরিত হইবার যোগ্য হয়। ১১৪

যদি বল তত্ত্বজ্ঞানীর প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞান হইলে, সেই প্রপঞ্চে ইচ্ছার উদয়ই হইবে না, তবে বলি জ্ঞানী নিজ কর্মানুসারেই চলিতে থাকুন :—

মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্রেচ্ছা নাস্তি চেত্তর্হি মাস্তু তৎ।
ধ্যায়ন্ বাথ ব্যবহরন্ যথারব্ধম্ বসত্বয়ম্॥ ১১৫

অন্বয়—মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্র ইচ্ছা ন অস্তি চেৎ তর্হি তৎ মা অস্তু, অয়ম্ ধ্যায়ন্ অথবা ব্যবহরন্ যথারব্ধম্ বসতু।

অনুবাদ ও টীকা—প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ববুদ্ধি হেতু জ্ঞানীর যদি প্রপঞ্চে ইচ্ছার উদয়

না হয়, না-ই হউক ; জ্ঞানী ধ্যান করিতে করিতে অথবা ব্যবহার পালন করিতে করিতে নিজ প্রারব্ধের অনুবর্ত্তন করিতে থাকুন। ১১৫

২। জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ।

এক্ষণে এই জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

(ক) উপাসকের নিরন্তর ধ্যান কর্ত্তব্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত।

উপাসকস্তু সততং ধ্যায়ন্নেব বসেত্ততঃ।
ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুতাদিবৎ॥ ১১৬

অন্বয়—উপাসকঃ তু সততম্ ধ্যায়ন্ এব বসেৎ, যতঃ তস্য ব্রহ্মত্বম্ ধ্যানেন এব কৃতম্ বিষ্ণুতাদিবৎ।

অনুবাদ—উপাসক ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যানে তৎপর থাকিবেন, যেহেতু সেই উপাসকের ব্রহ্মরূপতা ধ্যানদ্বারাই সম্পন্ন, যেমন বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি ধ্যানদ্বারাই সম্পন্ন হয়।

টীকা—ধ্যানতৎপর থাকিবার কারণ বলিতেছেন—"যেহেতু সেই, উপাসকের" ইত্যাদি। "যতঃ"—যেহেতু, "তস্য ব্রহ্মত্বম্ ধ্যানেন এব কৃতম্"—উপাসকের ব্রহ্মত্ব ধ্যানদ্বারাই সম্পাদিত; প্রমাণদ্বারা উৎপাদিত এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয় নাই ; এইহেতু ধ্যানীর অর্থাৎ উপাসকের সর্ব্বদাই ধ্যান করা কর্ত্তব্য, ইহাই অর্থ। সেই ধ্যাননিষ্পাদিত ব্রহ্মরূপতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি" ইত্যাদি। যেমন কেহ ধ্যানদ্বারা অর্থাৎ সগুণ উপাসনার দ্বারা আপনাতে বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি সম্পাদন করিলে, তাহার পারমার্থিকতা নাই, সেইরূপ নির্গুণোপাসনাসম্পাদিত ব্রহ্মরূপতারও পারমার্থিকতা নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১১৬

ভাল, ধ্যানদ্বারা নিষ্পাদিত হইলেও সেই ব্রহ্মভাব কেন পারমার্থিক হইবে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যেমন [বাচম্ ধেনুম্ উপাসীত—বৃহদা উ ৫।৮।১]—(স্বাহা, বষট্, হন্ত, স্বধা এই চারিটি স্তনবিশিষ্ট) 'ধেনুরূপে বাক্যকে উপাসনা করিবে ;' তদনুসারে সম্পাদিত বাগ্‌ধেনুধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠানে, ধ্যানের নিবৃত্তি হইলে ধ্যানসম্পাদিতেরও নিবৃত্তি দেখা যায় ; সেইহেতু ধ্যানসম্পাদিতের পারমার্থিকতা নাই :—

(খ) ধ্যাননিষ্পাদিত ব্রহ্মভাব অবাস্তব ; জ্ঞানপ্রকাশিত ব্রহ্মভাব বাস্তব।

ধ্যানোপাদানকং যত্তদ্ধ্যানাভাবে বিলীয়তে।
বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে॥ ১১৭

অন্বয়—ধ্যানোপাদানকম্ যৎ তৎ ধ্যানাভাবে বিলীয়তে, বাস্তবী ব্রহ্মতা জ্ঞানাভাবে ন এব বিলীয়তে।

অনুবাদ—ধ্যান যাহার উপাদান—সম্পাদক কারণ, সেই বস্তু ধ্যানের অভাব হইলেই বিলীন হইয়া যায় ; কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মভাব, তাহা জ্ঞানের অভাব হইলেও বিলীন হইয়া যায় না।

টীকা—জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মভাবের ধ্যানসম্পাদিত ব্রহ্মভাব হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—"কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মভাব" ইত্যাদিদ্বারা। এস্থলে 'বাস্তব' পদটি হেতুগর্ভিত

বিশেষণ। যেহেতু ব্রহ্মভাব বাস্তব, সেইহেতু জ্ঞাপক অর্থাৎ প্রকাশক যে জ্ঞান, তাহার অভাব হইলেও বিলীন হয় না, ইহাই অর্থ। ১১৭

ব্রহ্মভাব বাস্তব বলিয়া জ্ঞানদ্বারা উৎপাদ্য নহে—ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞান জনিত নহে; জ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মের বিনাশ হয় না।

ততোঽভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ।
জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ ন হি সত্যং বিলীয়তে॥ ১১৮

অন্বয়—ততঃ অভিজ্ঞাপকম্ জ্ঞানম্ নিত্যম্ অদঃ ন জনয়তি; হি (যতঃ) জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ সত্যম্ ন বিলীয়তে।

অনুবাদ—সেইহেতু অভিজ্ঞাপক জ্ঞান এই নিত্য ব্রহ্মভাবকে উৎপাদন করিতে পারে না; যেহেতু জ্ঞাপকের অভাবদ্বারাই সত্যবস্তুর বিলয় হয় না।

টীকা—যেহেতু এই ব্রহ্মভাব নিত্য, সেইহেতু জ্ঞান এই ব্রহ্মভাবেরই অববোধকমাত্র, জনক নহে, ইহাই অর্থ। এস্থলে অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মভাব যদি জ্ঞানদ্বারা উৎপাদ্য হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের নাশে তাহাও বিনষ্ট হইত, "ন চ বিলীয়তে"—আর সেরূপ বিলয় হয় না; এইহেতু তাহা জ্ঞানজনিত নহে। ১১৮

ভাল, জ্ঞানীর ন্যায় উপাসকের ব্রহ্মত্ব বাস্তবই বটে, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) উপাসকের ব্রহ্মভাব লইয়া শঙ্কা। পশুপামরাদির সহিত তাহার তুল্যতা।

অস্ত্যেবোপাসকস্যাপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ।
পামরাণাং তিরশ্চাং চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্॥ ১১৯

অন্বয়—উপাসকস্য অপি ব্রহ্মতা বাস্তবী এব অস্তি ইতি চেৎ, পামরাণাম্ চ তিরশ্চাম্ ব্রহ্মতা বাস্তবী কিম্ ন?

অনুবাদ—যদি বল উপাসকেরও ব্রহ্মভাব ত' বাস্তবই, তবে বলি, পামরলোকদিগের এবং তির্য্যগ্‌যোনিজদিগের অর্থাৎ পশুপক্ষীদিগের ব্রহ্মতা কি বাস্তব নহে? কিন্তু বাস্তবই।

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীকে উত্তর দিতেছেন :—কেবল উপাসকের কথা তুলিয়া তুমি অল্প লইয়াই আপত্তি উঠাইলে, (আরও অধিক বলিতে পারিতে।) ইহাই বলিতেছেন—"তবে বলি" ইত্যাদি। ১১৯

পামরাদির সেই ব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অজ্ঞাত বলিয়া পুরুষার্থোপযোগী নহে, যদি এইরূপ বল, তবে বলি উপাসকেরও ব্রহ্মভাব অজ্ঞাত বলিয়া তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী :—

(ঙ) উপাসকের ও পামরের ব্রহ্মত্ব পরম পুরুষার্থোপযোগী নহে, তবে অন্য সাধনাপেক্ষা উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্।
উপবাসাদ্ যথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ॥ ১২০

অন্বয়—অজ্ঞানাৎ অপুমর্থত্বম্ তৎ উভয়ত্র অপি সমম্। যথা উপবাসাৎ ভিক্ষা (বরম্) তথা অন্যতঃ ধ্যানম্ বরম্।

অনুবাদ—অজ্ঞানহেতু যে পুরুষার্থতার অভাব তাহা উভয়পক্ষেই সমান অর্থাৎ পামরাদির ব্রহ্মভাব ও উপাসকের ব্রহ্মভাব তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী। তবে অনাহারে থাকা অপেক্ষা যেমন ভিক্ষা করা ভাল, সেইরূপ অন্যকর্মানুষ্ঠানাপেক্ষা উপাসনা বা ধ্যান শ্রেষ্ঠ।

টীকা—ভাল, পামরাদির ব্রহ্মভাব যদি উপাসকের ব্রহ্মভাবের সহিত তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী, তবে কেন উপাসনার বর্ণন করিতেছেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অন্য-অনুষ্ঠানাপেক্ষা উপাসনার শ্রেষ্ঠতাহেতু উপাসনার বর্ণন করিলেন, ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—"তবে অনাহারে থাকা অপেক্ষা" ইত্যাদিদ্বারা। ১২০

৩। নির্গুণোপাসনার শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদন ; তাহার ফল মুক্তির বর্ণন।

অন্যানুষ্ঠানাপেক্ষা নির্গুণোপাসনার উৎকর্ষ দেখাইতেছেন :—

(ক) সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে নির্গুণোপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

পামরাণাং ব্যবহৃতের্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।
ততোঽপি সগুণোপাস্তির্নির্গুণোপাসনা ততঃ॥ ১২১

অন্বয়—পামরাণাম্ ব্যবহৃতেঃ কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ বরম্, ততঃ অপি সগুণোপাস্তিঃ, ততঃ নির্গুণোপাসনা।

অনুবাদ ও টীকা—পামরদিগের কৃষ্যাদি ব্যবহারাপেক্ষা নামজপাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভাল বটে, কিন্তু তাহা হইতে সগুণোপাসনা আরও ভাল এবং সেই সগুণোপাসনা হইতে নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। ১২১

পর-পরবর্ত্তী সাধনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কারণ বলিতেছেন :—

(খ) পর-পরবর্ত্তী সাধনের শ্রেষ্ঠতা, নির্গুণোপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, তাহার কারণ।

যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষান্নির্গুণোপাসনং শনৈঃ॥ ১২২

অন্বয়—যাবৎ বিজ্ঞানসামীপ্যম্ তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যম্ বিবর্দ্ধতে ; নির্গুণোপাসনম্ শনৈঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়তে।

অনুবাদ—যে কর্ম্ম জ্ঞানের যত নিকটবর্ত্তী, সেই কর্ম্মের উৎকর্ষ তত অধিক। নির্গুণ উপাসনা কিছুকাল মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় হইয়া যায়।

টীকা—নির্গুণ উপাসনা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—"নির্গুণ উপাসনা কিছুকাল মধ্যে" ইত্যাদি। ১২২

এই কথা দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক সমর্থন করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তের দ্বারা।

যথা সংবাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে।
বিদ্যায়তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালেঽতিপাকতঃ॥ ১২৩

অন্বয়—যথা সম্বাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে, তথা উপাস্তিঃ অতিপাকতঃ মুক্তিকালে বিস্থায়তে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন সম্বাদিভ্রম ফলকালে প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) ন্যায় হয়, সেইরূপ নির্গুণ উপাসনা অতিশয় পরিপাকবশতঃ মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় হয়। ১২৩

ভাল, সম্বাদিভ্রম নিজে প্রমা বা যথার্থজ্ঞানরূপ নাই হউক কিন্তু সম্বাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত যে পুরুষ, তাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধদ্বারা প্রমা ত' উৎপন্ন হয়—এইরূপে বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্তে বৈষম্যশঙ্কা ; নির্গুণ উপাসনা জ্ঞানের হেতু হইতে পারে বলিয়া সমাধান।

সংবাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃত্তস্যান্যমানতঃ।
প্রমেতি চেত্তথোপাস্তির্মান্তরে কারণায়তাম্॥ ১২৪

অন্বয়—সম্বাদিভ্রমতঃ প্রবৃত্তস্য পুংসঃ অন্যমানতঃ প্রমা ইতি চেৎ, তথা উপাস্তিঃ মান্তরে (অন্য প্রমাণ বিষয়ে) কারণায়তাম্।

অনুবাদ—সম্বাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত যে পুরুষ তাহার অন্য প্রমাণদ্বারা প্রমা হইবে—যদি এইরূপ বল, তবে নির্গুণ উপাসনাও অন্য প্রমাণবিষয়ে (অর্থাৎ নিদিধ্যাসনরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের) কারণ হউক।

টীকা—তাহাই হউক ; তাহা হইলে নির্গুণ উপাসনাও নিদিধ্যাসনরূপ হইয়া বাক্যজনিত অপরোক্ষ জ্ঞানবিষয়ে কারণ হইবে, ইহাই বলিতেছেন—"তবে নির্গুণ উপাসনাও" ইত্যাদি। ১২৪

ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মূর্তিধ্যানপ্রভৃতিও চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন করিয়া অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ হইবে—যদি এইরূপ বল, তাহা মানিতেছি—ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) মূর্তিধ্যানাদি জ্ঞানসাধন বটে, নির্গুণোপাসনার উৎকর্ষ তদপেক্ষা অধিক।

মূর্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি।
অস্তু নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তির্বিশিষ্যতে॥ ১২৫

অন্বয়—মূর্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেঃ অপি যদি কারণতা, অস্তু নাম, তথাপি অত্র প্রত্যাসত্তিঃ বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি বল মূর্তিধ্যান এবং মন্ত্রাদিও জ্ঞানের কারণ হইবে তবে বলি, হউক না কেন, তথাপি নির্গুণ উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের অধিক সমীপ বলিয়া ইহার বিশিষ্টতা।

টীকা—যদি জিজ্ঞাসা কর নির্গুণ উপাসনার উৎকর্ষাধিক্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তথাপি নির্গুণ উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের" ইত্যাদি। "প্রত্যাসত্তিঃ"—জ্ঞানের প্রতি সমীপতা। ১২৫

নির্গুণ উপাসনা কি প্রকারে জ্ঞানের সমীপ তাহাই বুঝাইতেছেন :—

(চ) নির্গুণ উপাসনা কি প্রকারে জ্ঞানের সমীপ।

নির্গুণোপাসনং প[illegible]ং সমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥ ১২৬

অন্বয়—নির্গুণোপাসনম্ পক্কম্ (সৎ), সমাধিঃ স্যাৎ ; ততঃ শনৈঃ নিরোধাখ্যঃ যঃ সমাধিঃ সঃ অনায়াসেন লভ্যতে।

অনুবাদ—নির্গুণোপাসনা পরিপাক লাভ করিলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমাধি হইতে অল্পে অল্পে নিরোধ নামক সমাধি আসিয়া যায়। এইহেতু সেই নিরোধ অনায়াসে লাভ করা যায়।

টীকা—নির্গুণোপাসনা যখন পক্ক হয় তখন সবিকল্পসমাধি হয়। "ততঃ"—সেই সবিকল্প সমাধি হইতে, "নিরোধাখ্যঃ যঃ সমাধিঃ"—নিরোধ নামক যে সমাধি, অর্থাৎ "তস্য অপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজসমাধিঃ"—(পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ, ৫১ সূত্র)—'সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্বনিরোধ হয়। তাহা হইলেই সমাধি নির্বীজ হয়।' এই সূত্রে যে সমাধির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই নির্বিকল্পক সমাধি, "অনায়াসেন লভ্যতে"—তখন চিত্তের কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া, 'নিমিত্ত দূর হইলে নৈমিত্তিকও অপগত হয়' এই নিয়মানুসারে, নির্বীজ সমাধি আপনিই উপস্থিত হয়। ১২৬

ভাল, এই নির্বিকল্পসমাধিলাভ হউক, তাহাতে কি ফল হইল ? উত্তরে বলিতেছেন :—

নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং বস্তু শিষ্যতে।
পুনঃপুনর্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাজ্জায়েত তত্ত্বধীঃ ॥ ১২৭

অন্বয়—নিরোধলাভে পুংসঃ অন্তঃ অসঙ্গম্ বস্তু শিষ্যতে ; অস্মিন্ পুনঃ পুনঃ বাসিতে বাক্যাৎ তত্ত্বধীঃ জায়েত।

অনুবাদ—নিরোধসমাধিলাভ হইলে সাধকের অন্তরে কেবল অসঙ্গ বস্তুই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা তাহার সংস্কার দৃঢ়ীকৃত হইলে, মহাবাক্য হইতে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

টীকা—সেই অসঙ্গ বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যাইলেও কি ফললাভ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন —"পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—অসঙ্গ বস্তু বার বার বাসিত অর্থাৎ ভাবিত হইলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতিরূপ বাক্য হইতে তত্ত্ববুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ আকারের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১২৭

তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(৬) তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ।

নির্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ।
বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ ॥ ১২৮

অন্বয়—শাস্ত্রোক্তাঃ নির্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ অবিবাদতঃ ঝটিতি বুদ্ধৌ আরোহন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—শাস্ত্রে যে নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা, একতা ও পূর্ণতা আত্মার বিশেষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই সকল বিশেষণ নির্বিবাদে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে স্থিতিলাভ করে। ১২৮

ভাল, নির্ব্বিকল্পসমাধির বশে অপরোক্ষজ্ঞান যে উৎপন্ন হয়, এবিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'অমৃতবিন্দু' প্রভৃতি অনেক উপনিষদ এবিষয়ে প্রমাণ :—

(জ) নির্ব্বিকল্পসমাধিতে অপরোক্ষজ্ঞান যে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

যোগাভ্যাসস্ত্বেতদর্থোঽমৃতবিন্দ্বাদিষু শ্রুতঃ।
এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতো বরম্॥ ১২৯

অন্বয়—এতদর্থঃ তু অমৃতবিন্দ্বাদিষু যোগাভ্যাসঃ শ্রুতঃ ; এবম্ চ দৃষ্টদ্বারা অপি হেতুত্বাৎ অন্যতঃ বরম্।

অনুবাদ—এই অপরোক্ষজ্ঞানলাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অমৃতবিন্দু প্রভৃতি উপনিষদে যোগাভ্যাসের উপদেশ শুনা যায় ; আর এইরূপে দৃষ্টোপায়দ্বারাও নির্গুণোপাসকের অপরোক্ষজ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হওয়া সম্ভব বলিয়া নির্গুণ উপাসনা অন্য সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

টীকা—"এবম্ চ"—আর এইরূপেও অর্থাৎ নির্গুণ উপাসকদিগের অপরোক্ষজ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হওয়া সম্ভব বলিয়া, "দৃষ্টদ্বারা অপি"—নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভরূপ প্রত্যক্ষোপায়দ্বারাও ; এই 'ও' শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে পুণ্যোৎপত্তিরূপ অদৃষ্টোপায়ও অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু বলিয়া অন্য অর্থাৎ সগুণোপাসনাদি জ্ঞান সাধনাপেক্ষা নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ, ইহাই অর্থ। ১২৯

এইরূপে নির্গুণোপাসনা অপরোক্ষজ্ঞানের (উৎকৃষ্ট) সাধন বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেই নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সাধনান্তরে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বৃথা শ্রম লৌকিক ন্যায়-দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঝ) নির্গুণোপাসনা ত্যাগে সাধনান্তরে প্রবৃত্তি বৃথা শ্রম। লৌকিক দৃষ্টান্ত।

উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাজপাদীনেব কুর্ব্বতাম্।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥ ১৩০

অন্বয়—তৎ উপেক্ষ্য তীর্থযাত্রাজপাদীন্ এব কুর্ব্বতাম্ "পিণ্ডম্ সমুৎসৃজ্য করম্ লেঢ়ি" ইতি ন্যায়ঃ আপতেৎ।

অনুবাদ—সেই নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা এবং (তদ্রূপস্বল্প-ফলক) জপাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষগণ, "লড্ডুক ফেলিয়া দিয়া হাত চাটা" এই ন্যায়ের প্রয়োগস্থল হইয়া পড়িবে।

টীকা—আচার্য্য পীতাম্বর শুক্লদেশীয় পংক্তি ভোজনের সংস্কার লইয়া ('পঞ্চপাদিকা') প্রোক্ত এই ন্যায়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—এক পংক্তি ভোজনে লড্ডুক পরিবেশনের পর ভাত পরিবেশন আরম্ভ হইলে এক লোভী ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত লড্ডুক আসনের পশ্চাতে গোপন করিয়া, 'আমি লড্ডুক পাই নাই' বলিয়া আবার লড্ডুক চাহিলে, তাহার প্রতারণা ধরা পড়ায় সে দ্বিতীয় লড্ডুক পরিবেশন হইতে বঞ্চিত হইল ; এদিকে মার্জ্জার তাহার পশ্চাৎ রক্ষিত লড্ডুক লইয়া পলাইল ; সে হাত চাটিতেই লাগিল। ১৩০

ভাল, আত্মতত্ত্বের বিচার ছাড়িয়া নির্গুণোপাসনায় রত হইলে, উক্ত দোষ ত' তুল্যভাবে প্রযোজ্য, এই আশঙ্কা অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন :—

(ঞ) আবার বিচার ছাড়িয়া নির্গুণোপাসনায় রতের পূর্ব্ববৎ বৃথাশ্রম। নির্গুণোপাসনার উপযোগ।

উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি।
বাঢ়ং তস্মাদ্ বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ঈরিতঃ॥ ১৩১

অন্বয়—উপাসকানাম্ অপি বিচারত্যাগতঃ যদি এবম্, বাঢ়ম্; তস্মাৎ বিচারস্য অসম্ভবে যোগঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ- তাহা হইলে ত' যে সকল উপাসক বিচারত্যাগ করিয়া নির্গুণোপাসনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগেরও ত' এই হাতচাটার অবস্থাপ্রাপ্তি হয়? হাঁ, তাহা সত্য; সেইহেতু বিচার অসম্ভব হইলেই যোগের ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে।

টীকা—যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সেইহেতু বিচার অসম্ভব হইলে" ইত্যাদি; অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বশ্লোকোক্ত হাতচাটার অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, এইহেতু বিচার অসম্ভব হইলে যোগ অর্থাৎ উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ১৩১

বিচার কেন অসম্ভব হয় তাহার কারণ বলিতেছেন :—

(ট) চিত্ত বিক্ষেপের হেতু; তাহাতে যোগের মুখ্যোপযোগিতা।

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্ন হি।
যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥ ১৩২

অন্বয়—বহুব্যাকুলচিত্তানাম্ হি বিচারাৎ তত্ত্বধীঃ ন (জায়তে); ততঃ তেষাম্ যোগঃ মুখ্যঃ; তেন ধীদর্পঃ নশ্যতি।

অনুবাদ—যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল বিচারদ্বারা তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না; সেইহেতু তাহাদের পক্ষে যোগই (অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনাই) মুখ্য উপায়; তদ্দ্বারাই তাহাদের বুদ্ধির দর্প (বিক্ষেপ বা লক্ষ্যে অনবধানতা) বিনষ্ট হয়।

টীকা—যেহেতু বিচার সম্ভব নহে, সেইহেতু যোগ (উপাসনা) কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—"সেইহেতু তাহাদের পক্ষে" ইত্যাদি। যোগের মুখ্য উপায় হইবার কারণ বলিতেছেন :—"তদ্দ্বারাই" ইত্যাদি। যেহেতু যোগদ্বারাই সেই বুদ্ধিদর্প লক্ষ্যে অনবধানতা বা বিক্ষেপ বিনষ্ট হয়, সেইহেতু তাহা মুখ্য। ১৩২

এই প্রকারে ব্যাকুলচিত্ত লোকের পক্ষে যোগেরই মুখ্যতা বর্ণন করিয়া, সেই চিত্তব্যাকুলতারহিত লোকদিগের পক্ষে বিচারই মুখ্যোপায় ইহাই বলিতেছেন :—

(ঠ) অব্যাকুল চিত্তের বিচারই মুখ্যোপায়। তাহার কারণ

অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্।
সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যান্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ॥ ১৩৩

অন্বয়—অব্যাকুলধিয়াম্ মোহমাত্রেণ আচ্ছাদিতাত্মনাম্ সাংখ্যনামা বিচারঃ মুখ্যঃ স্যাৎ, (যতঃ) ঝটিতি সিদ্ধিদঃ

অনুবাদ—যাহাদের বুদ্ধি অব্যাকুল অর্থাৎ শান্ত এবং কেবল অজ্ঞানজনিত অধ্যাসরূপ মোহদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে সাংখ্যনামক বিচার মুখ্য, কেননা, সেই বিচার তাহাদিগকে অচিরেই সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে।

টীকা—"সাংখ্যনামা বিচারঃ"—সাংখ্য বলিতে যে তত্ত্ববিচার বুঝায়, তাহাই "মুখ্যঃ"—প্রধান উপায়। কেন "মুখ্যঃ" তাহাই বলিতেছেন :—"কেননা সেই বিচার" ইত্যাদি। ১৩৩

উপাসনারূপ যোগ এবং তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া যে মুক্তিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে গীতার (৫।৫) শ্লোকরূপ ভগবদ্বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

৬। যোগ ও সাংখ্য জ্ঞানদ্বারা মুক্তির হেতু—প্রমাণ, উভয়ের বিরুদ্ধাংশ ত্যাজ্য।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩৪

অন্বয়—যৎ স্থানম্ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে ; যঃ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

অনুবাদ—বিচারপরায়ণগণ যে স্থান (প্রচ্যুতিহীন মোক্ষরূপ পদ) লাভ করেন, যোগিগণও সেই স্থান লাভ করেন। যে ব্যক্তি সাংখ্য এবং যোগকে মোক্ষরূপ অভিন্নফলদায়ক বলিয়া জানেন, তিনিই উভয় শাস্ত্রের অর্থ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াছেন।

টীকা—"যঃ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি"—যিনি সাংখ্যকে অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাকে এবং যোগকে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়রূপে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মনিষ্ঠাকে, ফলতঃ এক বলিয়া—উভয়কেই মোক্ষফলক বলিয়া জানেন, তিনিই শাস্ত্রের অর্থ সম্যক্ প্রকারে বুঝেন। ভাষ্যকার বলেন - "সাংখ্যৈঃ"—জ্ঞাননিষ্ঠদিগের কর্তৃক, "যোগৈঃ"—যে যোগিগণ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়রূপে ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণ করিয়া—নিজের জন্য ফলানুসন্ধান না করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের কর্তৃক ; নির্গুণ উপাসনা এইরূপ কর্ম্মের অন্তর্গত। মধুসূদন বলেন—যাঁহাদের সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা দেখা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে যে ভগবদর্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল, তাহা তাঁহাদের উক্তরূপ চিহ্নদ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে—'কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব' বলিয়া। এইহেতু জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা অভিন্নফলক। আবার যাঁহাদের ভগবদর্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা দেখা যায়, তাঁহাদের সেই চিহ্নদ্বারাই ভাবিসন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৩৪

সাংখ্য ও যোগ উভয়েই যে মুক্তিসাধন তদ্বিষয়ে কেবল গীতাবাক্যই প্রমাণ নহে ; গীতা-বাক্যের মূলভূত শ্রুতিবাক্যও (শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৩) প্রমাণ ; ইহাই বলিতেছেন :—

তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং ইতি হি শ্রুতিঃ।
যস্তু শ্রুতের্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাংখ্যযোগয়োঃ ॥ ১৩৫

অন্বয়—তৎকারণম্ সাংখ্যযোগাভিপন্নম্ ইতি হি শ্রুতিঃ। সাংখ্যযোগয়োঃ যঃ তু শ্রুতেঃ বিরুদ্ধঃ সঃ আভাসঃ।

অনুবাদ—(যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামের নিমিত্তভূত ভোগসকল প্রদান করেন) সেই দেবরূপ কারণকে সাংখ্য এবং যোগযুক্ত সাধকগণ জানিয়া অবিদ্যাদি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে যে যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই সেই অংশ শাস্ত্রাভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত।

টীকা—ভাল, সাংখ্য এবং যোগ উভয় শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞান প্রদানদ্বারা মুক্তির সাধন, ইহা ত' শ্রুতিকর্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে যথা :—[নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥ তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৩]—যিনি লোকপ্রসিদ্ধ, অবিনাশী, আকাশাদি অপেক্ষাও যিনি সোপাধিক জ্ঞানবান জীবের মধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, যিনি এক বা ভেদরহিত হইয়াও, দেবাদির সুখদুঃখ ভোগরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন, সেই প্রসিদ্ধ সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণকে সাংখ্য এবং যোগদ্বারাই জানিতে পারা যায়। তাঁহাকে জানিলে জীব অবিদ্যাদি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।*—সেই-হেতু সেই সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে" ইত্যাদি। বেদব্যাস ২।১।১ এবং ২।১।৩ ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য এবং যোগের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কেবল প্রকৃতিই জগতের কারণ ঈশ্বর নহেন; সেই প্রকৃতি নিত্য এবং আত্মা নানা'—সাংখ্যমতের এই অংশই শ্রুতিবিরুদ্ধ। আর 'ঈশ্বর তটস্থ অর্থাৎ জগৎ হইতে ভিন্ন, এবং প্রধান বা প্রকৃতিও নিত্য, জীব বাস্তব এবং নানা'—যোগমতের এই অংশই শ্রুতিবিরুদ্ধ। এই অংশ আভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত। ১৩৫

ভাল, উপাসনা করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই যদি সাধকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত' মোক্ষসিদ্ধি হইবে না; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে উপাসকের মৃত্যু হইলে, উপাসনার ফল।

উপাসনং নাতিপক্বমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে॥ ১৩৬

অন্বয়—যস্য উপাসনম্ ইহ অতি পক্বং ন, সঃ মরণে বা ব্রহ্মলোকে পরত্র তত্ত্বম্ বিজ্ঞায় মুচ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার উপাসনা ইহজন্মে পক্ক না হয় মরণকালে বা ব্রহ্মলোকে অন্য দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মুক্ত হন। ১৩৬

মরণকালে তত্ত্বজ্ঞান হইতে যে মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে গীতার—৮।৬ শ্লোক (এবং প্রশ্নোপনিষদের ৫।১০ মন্ত্র) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

* শঙ্করানন্দ কিন্তু উক্ত শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে লিখিয়াছেন :—"নমাৎ শ্রুতেঃ প্রকাশতে আত্মতত্ত্বম্ যেন বিজ্ঞানেন"—এ বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় তাহাই সাংখ্য এবং "যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ তাদাত্ম্যজ্ঞানকল্পোত্থিত-সোপকরণ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানাদিরূপো বা" অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ভিন্ন উপনিষদুক্ত অষ্টাঙ্গ বা ভগবদ্গীতোক্ত নিষ্পাদিত হইলে যোগের অর্থ। (ইহা ভাষ্যকার ও মধুসূদনস্বামীরও মত)।

(গ) উপাসক যে মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ করেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—গীতা ও শ্রুতি।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥ ১৩৭

অন্বয়—যম্ যম্ বা অপি ভাবম্ স্মরন্ অন্তে কলেবরম্ ত্যজতি, তম্ তম্ এব এতি। যচ্চিত্তঃ তেন যাতি ইতি শাস্ত্রতঃ।

অনুবাদ—যে যে (দেবতাদিরূপ) ভাব স্মরণ করিতে করিতে (জীব) অন্তকালে দেহত্যাগ করে, জীব সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় ; (তৎকালে স্মরণ চেষ্টা অসম্ভব হইলেও, পূর্ব্বাভ্যাসজনিত বাসনাই তাহাকে সেই দেবতাদিভাবে বাসিতচিত্ত করিয়া তুলে।) (মরণকালে) যে লোক যদ্বিষয়কচিত্তযুক্ত হয়, তাহারই সহিত মিলিত হয়— এইরূপ শাস্ত্রবচন রহিয়াছে বলিয়া মরণকাললব্ধজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়।

টীকা—[যচ্চিত্তঃ তেন এষঃ প্রাণম্ আয়াতি, প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ, সহ আত্মনা যথাসঙ্কল্পিতম্ লোকম্ নয়তি—প্রশ্ন উ, ৩।১০]—মৃত্যুকালে এই জীব যদ্বিষয়ক অর্থাৎ দেবতির্য্যগাদি শরীরবিষয়ক সঙ্কল্প ধারণ করে, ইন্দ্রিয় সহিত সেই সঙ্কল্পযুক্ত হইয়াই অন্তঃকরণাভিমানী জীব মুখ্য প্রাণে প্রবেশ করে অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয় হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তিরূপে অবস্থান করে। সেই প্রাণ তেজোঽনুগৃহীত উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া—স্বামী ভোক্তার সহিত মিলিত হইয়া, কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনানুষ্ঠানকালে, যথাসঙ্কল্পিত লোকে অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্যাফলভূত ভাবী শরীরে ভোক্তাকে লইয়া যায় ; ইহাই উক্ত মন্ত্রার্থ। ১৩৭

ভাল, যে স্মৃতিবচন ও শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইল যে অন্তকালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হয়, তদনুসারেই ভাবিজন্মলাভ হয় ; তদ্দ্বারা ত' জ্ঞান হইতে মুক্তির কথা বলা হইল না—এই আশঙ্কার উত্তরে কণ্ঠতঃ উচ্চারিত শব্দানুসারে (অর্থাৎ গৌণতঃ) উক্তরূপ অভিধান (পাঠান্তরে বিধান) করা হইয়াছে বটে, অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন :—

(ঘ) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রমাণদ্বয়ের অর্থনিরূপণ।

অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি।
নির্গুণপ্রত্যয়োঽপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা॥ ১৩৮

অন্বয়—অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ নূনম্ ভাবিজন্ম ; তথা সতি সগুণোপাসনে যথা (তথা) নির্গুণপ্রত্যয়ঃ অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—অন্তকালীন ভাবনানুসারেই ভাবিজন্ম নিশ্চিত, ইহা যদি স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে সগুণ উপাসকের মরণকালে যেমন সগুণ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ নির্গুণ উপাসকেরও মরণকালে নির্গুণ প্রত্যয় হইবে।

টীকা—অন্তকালীন ভাবনানুসারেই ভাবিজন্ম—ইহাই যদি উক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হইল, তাহা হইলে মরণকালে জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হয়—এই অর্থের প্রমাণরূপে উক্ত বাক্যদ্বয় কি প্রকারে উপন্যস্ত হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তাহা হইলে" ইত্যাদি। "তথা সতি"—তাহা হইলে

অর্থাৎ অন্তকালীন প্রত্যয় হইতে ভাবিজন্ম ইহা নির্ধারিত হইলে, সগুণোপাসকের মরণকালে যেমন পূর্বাভ্যাসবশতঃ সগুণব্রহ্মাকার প্রত্যয় জন্মে, সেইরূপ নির্গুণোপাসকেরও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয় জন্মিবে; ইহাই অর্থ। অভিপ্রায় এই—উদ্ধৃত প্রমাণদ্বয় বলিতেছে বটে যে মরণকালীন প্রত্যয় অর্থাৎ পরলোকবিষয়ক সঙ্কল্প হইতেই পরলোকপ্রাপ্তিরূপ ভাবিজন্ম ঘটে, তথাপি তদুভয়ের তাৎপর্য্য এই অন্তকালে যে বস্তুর প্রত্যয় বা সঙ্কল্প হয়, সেই বস্তুরই প্রাপ্তি হয়। এইহেতু অন্তকালে সগুণ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরূপ প্রত্যয় হইলে যেমন সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকারা বৃত্তি হইলেও নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এইহেতু উক্ত স্মৃতি শ্রুতি নির্গুণোপাসকের মরণকালে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়—এ বিষয়ে প্রমাণ। ১৩৮

ভাল, নির্গুণ প্রত্যয়ের অভ্যাসবশে নির্গুণব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে, মোক্ষের নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মের প্রাপ্তি ও মোক্ষের মধ্যে ভেদ, নামমাত্রদ্বারা, বস্তুতঃ ভেদ নাই :—

(খ) নির্গুণপ্রত্যয়াভ্যাসলভ্য নির্গুণ ব্রহ্ম মোক্ষরূপই।

নিত্যনির্গুণরূপং তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্।
অর্থতো মোক্ষ এবৈষ সম্বাদিভ্রমবন্মতঃ॥ ১৩৯

অন্বয়—তৎ নিত্যনির্গুণরূপম্ নামমাত্রেণ গীয়তাম্; অর্থতঃ এষঃ মোক্ষঃ এব, সম্বাদিভ্রমবৎ মতঃ।

অনুবাদ—সেই ব্রহ্ম নিত্য ও নির্গুণ—ইহা নামমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা মোক্ষই, যেমন সম্বাদিভ্রমকে নামমাত্রেই ভ্রম বলা হয়।

টীকা—"সেই ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য, তিনি নির্গুণ,"—ইহা কেবল নামমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে, পরন্তু অর্থতঃ তাহা মুক্তিই, কেননা, অভিধানে মুক্তি শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"স্বস্বরূপাবস্থিতি"। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন সম্বাদিভ্রম" ইত্যাদি। সম্বাদিভ্রম নামমাত্রেই ভ্রম; বস্তুতঃ তাহা প্রমা বা তত্ত্বজ্ঞানই অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান; সেইরূপ। ১৩৯

ভাল, নির্গুণোপাসনা ত' মানসক্রিয়ারূপ; তাহাকে মুক্তির সাধন বলা ত' বিরুদ্ধ কথন,—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—নির্গুণোপাসনা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই মোক্ষের সাধন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; এইহেতু বিরোধ নাই :—

(গ) নির্গুণোপাসনোৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতু বলিয়া, তাহার হেতুতায় অবিরোধ; দৃষ্টান্ত।

তৎসামর্থ্যাজ্জায়তে ধীর্মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা।
অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ॥ ১৪০

অন্বয়—তৎসামর্থ্যাৎ মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা ধীঃ জায়তে; অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ।

অনুবাদ—সেই নির্গুণোপাসনার বলে মূলাবিদ্যার নিবৃত্তিকারিণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; যেমন অবিমুক্তের বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা তারকব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ।

টীকা—নির্গুণোপাসনা যে মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন

অবিমুক্তের" ইত্যাদি। যেমন অবিমুক্তরূপ সগুণব্রহ্মের উপাসনাবলে, "তারক ব্রহ্ম"—যিনি সগুণব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞান হয়; সেইরূপ নির্গুণোপাসনা হইতে নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞান হয়—ইহাই অর্থ। ১৪০

ভাল, নির্গুণোপাসনার ফল যে মোক্ষ, এবিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(ধ) নির্গুণোপাসনার ফল মোক্ষ, এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

সোঽকামো নিষ্কাম ইতি হ্যশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ।
অভয়ং হীতি মুক্তত্বম্ তাপনীয়ে ফলম্ শ্রুতম্॥ ১৪১

অন্বয়—"সঃ অকামঃ নিষ্কামঃ" ইতি, "অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ হি" (ইতি), "অভয়ম্ হি" ইতি তাপনীয়ে মুক্তত্বম্ ফলম্ শ্রুতম্।

অনুবাদ—'সেই অকাম নিষ্কাম' ইত্যাদি; 'যিনি অশরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত' ইত্যাদি, 'যিনি অভয় বা ব্রহ্মরূপ' ইত্যাদি অর্থের বাক্যে, নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদে, নির্গুণোপাসনার মোক্ষরূপ ফল শুনা যায়।

টীকা—[সঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি অত্র এব সমবনীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—নৃসিং উ, তা উ, ৫ম কণ্ডিকা]—সেই উপাসক অকাম—আন্তররাগরহিত, নিষ্কাম—বাহ্যবিষয়রাগরহিত, আপ্তকাম ও আত্মকাম; তাঁহার প্রাণ অন্যলোকে বা অন্যদেহে গমনরূপ উৎক্রমণ করে না কিন্তু ইহলৌকিক এই দেহেই সম্যক্প্রকারে বিলীন হইয়া যায়; তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন; [অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ অপ্রাণঃ অতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ সঃ স্বরাট্ ভবতি যঃ এবম্ বেদ—ঐ ৭ম কণ্ডিকা (২ বার)]—তিনি অশরীর, ইন্দ্রিয়শূন্য, অপ্রাণ, নিষ্কারণ; তিনি সচ্চিদানন্দমাত্র স্বরাট্ বা স্বপ্রকাশ হন, যিনি এইরূপ জানেন; [চিন্ময়ঃ হি অয়ম্ ওঙ্কারঃ চিন্ময়ম্ ইদম্ সর্বম্, তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব, একম্ এব তৎ ভবতি, এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম, অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি যঃ এবম্ বেদ ইতি রহস্যম্ - ঐ ৮ম কণ্ডিকা]—এই ওঙ্কার হইতেছেন চিন্ময়, এই সমস্তই চিন্ময়, সেইহেতু পরমেশ্বরই, প্রণব ও পরমেশ্বর উভয় একই, ইহা অমৃত, অভয়; এই ব্রহ্ম নিশ্চিতই অভয়; যিনি এই রহস্য জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন ইহা নিশ্চিত।—ইত্যাদি বাক্যে নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে মোক্ষই নির্গুণ উপাসনার ফলরূপে শুনা যায়।* ১৪১

---

*বিদ্যারণ্যবিরচিত টীকার অনুবাদ:—

৫ম কণ্ডিকার টীকা হইতে:—এই ব্যাপ্ততম আত্মা নিশ্চিতই 'নৃসিংহ'; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি জ্ঞানকালেই প্রত্যগ্ভূত চিদাত্মক সর্ববন্ধরহিত ব্রহ্ম হইয়া যান। এইরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানমাত্রেই যে ব্রহ্মত্ব হয়, তাহাই উপপাদন করিতেছেন—"তিনি অকাম" ইত্যাদিদ্বারা। যেহেতু সেই বিদ্বান্ অকাম—মুক্ত, সর্ববিষয়রহিত, সেইহেতু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান, কেননা, তিনি যে অকাম, তদ্বিষয়ে নিষ্কামতাই হেতু। তৃষ্ণারূপ ভেদ নির্গত হইয়া যায় বলিয়া তৎকালেই (ব্রহ্মলাভ)। তিনি তৃষ্ণাশূন্য কেন? যেহেতু তিনি আপ্তসর্বকাম।

ভাল, উপাসনার দ্বারাই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে [নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।৮]—'জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই'—এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, 'উপাসনা বিদ্যা বা জ্ঞানকে মধ্যে রাখিয়াই অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিপ্রদ হয়'—এইরূপ কথিত হওয়ায় শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে বিরোধ নাই :—

(না) জ্ঞান হইতেই মোক্ষ এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত উক্ত শ্রুতির বিরোধ নাই।

উপাসনস্য সামর্থ্যাদ্ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে ॥ ১৪২

জ্ঞানীর আপ্তকামতা কি প্রকারে হয়? যেহেতু তিনি 'আত্মকাম'। পূর্ব্বে পরমানন্দানুভবরূপ আত্মার অজ্ঞানহেতু, যে সকল অনাত্মভূত কাম পাইতে অবশিষ্ট ছিল, তাহারা, অজ্ঞানকার্য্য বলিয়া ইঁহার আত্মজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে—কেবল আত্মানন্দরূপেই পরিণত হইয়াছে। এইহেতু আত্মকাম বলিয়াই আপ্তকাম এইহেতু নিবৃত্তসর্ব্বতৃষ্ণ, এইহেতু জ্ঞানকালেই তিনি অকাম, নির্ব্বিষয় মুক্ত ব্রহ্ম। ভাল, জ্ঞানসময়েই তাঁহার ব্রহ্মত্বলাভ মানিলাম, শরীরপাতের পরে ত' তাহার পূর্ব্বের ন্যায় আবার সংসারপ্রাপ্তি হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা নাই, কেননা অজ্ঞান, কাম প্রভৃতি নাই বলিয়া তাহার উৎক্রান্তিও নাই—'তাঁহার প্রাণ' ইত্যাদি শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। যিনি অকাম তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই উৎক্রমণ সম্ভব। কর্ম্ম অজ্ঞানবশতঃই অনুষ্ঠিত হয় অজ্ঞান জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ফলের সম্ভাবনা নাই। সেই ফলের ভোগের জন্য অন্তকালে প্রাণ উৎক্রমণ করে না। তাহা হইলে কিরূপ হয়? জ্ঞানীর প্রাণ এই আত্মাতেই সমবনীত হয়—একীভাব প্রাপ্ত হয়। আর প্রাণ সমবনীত হইলে এবং শরীর পতিত হইলে জ্ঞানী, পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম থাকিয়া উত্তরকালেও ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

৭ম কণ্ডিকার টীকা হইতে—"অশরীর" ইত্যাদিদ্বারা বিদ্যাফল বলিতেছেন :—(অতমাঃ) "তমঃ" শব্দের অর্থ কারণ, অশরীর ইত্যাদিপদদ্বারা উপলক্ষিত "স্বরাটের" স্বরূপ বলিতেছেন—'সচ্চিদানন্দমাত্র' এই পদদ্বারা। 'মাত্র' শব্দদ্বারা সজাতীয় প্রভৃতি ভেদ নিরস্ত হইল। (রামকৃষ্ণ অতমাঃ স্থানে অমনাঃ পাঠ করিয়াছেন।)

৮ম কণ্ডিকার টীকা হইতে :—(সমস্ত বাগ্রূপ) ওঁকার বোধকরূপে চিদ্রূপ বলিয়া, ওঁকারের সর্ব্বব্যাপকত্ব স্বীকার করিতে হইবে; ইহাই বলিতেছেন :—চিন্ময় হইলেই যে সর্ব্বব্যাপক হইবে ইহা কি প্রকারে? উত্তর—চিৎ—চৈতন্য, ব্যাপক বলিয়া। এই সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়রূপে সমস্তই পরমেশ্বররূপ হইতে পারে বলিয়া পরমেশ্বরই এই ওঁকার; ইহাই বলিতেছেন—"সেইহেতু পরমেশ্বরই" ইত্যাদিদ্বারা। বাচ্যবাচকের ভেদের নিরাস করিতেছেন :—সেই দুইটি একই, প্রণব ও পরমেশ্বর উভয়েই এক চিন্মাত্র। এই একমাত্র বস্তুটি যে সর্ব্বসংসাররহিত এবং সেইহেতু পুরুষার্থরূপ তাহাই বলিতেছেন—"ইহা অমৃত অভয়" ইত্যাদিদ্বারা। কেন ইহা এইরূপ? ব্রহ্মরূপ বলিয়া—ইহাই বলিতেছেন—"এই ব্রহ্ম অভয়" ইত্যাদিদ্বারা। ব্রহ্মের অভয়ানিরূপতা সিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন—'ব্রহ্ম নিশ্চিতই অভয়'। এইরূপ জ্ঞানীর ফল বলিতেছেন—"যিনি এইরূপ জানেন" ইত্যাদিদ্বারা। ফল জ্ঞানানুরূপই। প্রণবের বা পরমেশ্বরের উক্ত ৫ গুণ—(ব্যাপকতা) কয়টি গোপনীয়—এই হেতু বলিলেন 'রহস্য'।

অন্বয়—উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তিঃ ভবেৎ, ততঃ অন্যঃ পন্থাঃ ন ইতি হি এতৎ শাস্ত্রম্ ন এব বিরুধ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—উপাসনার বলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেইহেতু '(জ্ঞান বিনা মুক্তির) অন্য পথ নাই' এই প্রকারের শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে না। ১৪২

মরণকালে বা ব্রহ্মলোকে অন্য দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মুক্ত হন,—পূর্ব্বে (১৩৬ শ্লোকে) এইরূপ যাহা কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুইটি শ্রুতিবচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(প) নির্গুণোপাসকের মরণকালে অথবা ব্রহ্মলোকে জ্ঞানলাভদ্বারা মুক্তির প্রতিপাদিকা শ্রুতি।

নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা।
ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য শৈব্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ॥ ১৪৩

অন্বয়—তাপনীয়ে নিষ্কামোপাসনাৎ মুক্তিঃ সমীরিতা। শৈব্যপ্রশ্নে সকামস্য ব্রহ্মলোকঃ সমীরিতঃ।

অনুবাদ—এই অভিপ্রায়ে (নৃসিংহোত্তর) তাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে নিষ্কামোপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় এবং প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যপ্রশ্নে (পঞ্চম প্রশ্নে) উক্ত হইয়াছে যে সকামোপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

টীকা—তন্মধ্যে "সঃ অকামঃ" ইত্যাদি (নৃসিংহোত্তর তাপনীয়) ৫ম কণ্ডিকার শ্রুতিবচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৪৩

এক্ষণে প্রশ্নোপনিষদের শৈব্য প্রশ্ন হইতে একটি (প্রশ্ন উ, ৫।৫) শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে।
স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে॥ ১৪৪

অন্বয়—যঃ ত্রিমাত্রেণ উপাস্তে, সঃ ব্রহ্মলোকে নীয়তে ; সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরম পুরুষম্ ঈক্ষতে।

অনুবাদ—যিনি সকাম হইয়া ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারদ্বারা (সগুণ) উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীব সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষ—নিরুপাধিক পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন।

টীকা—[যঃ পুনঃ এতং ত্রিমাত্রেণ এব ওঁম্ ইতি এনেন বা অক্ষরেণ পরম্ পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত সঃ তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবম্ হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ সঃ সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ ; সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ ঈক্ষতে— প্র উ ৫।৫]—যিনি আবার ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারকে, সেই সূর্য্যান্তর্গত পরম পুরুষের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যান করেন তিনি তেজোরূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া, সর্প যেমন কঞ্চুকমুক্ত হয়, সেইরূপ অশুদ্ধিরূপ পাপ হইতে, নিশ্চয়ই বিনির্মুক্ত হন ; তিনি সামবেদাভিমানী দেবতাদিগের কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন ; তিনি এই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ হইতে

পরম শ্রেষ্ঠ পুরিশয় পুরুষকে (যিনি শরীররূপ পুরে অবস্থান করেন তাঁহাকে) দর্শন করেন—এইরূপে সকামোপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি শ্রুত হয়। ভাল, শৈব্যপ্রশ্নে সকামেরই ব্রহ্মলোক গমন হয় এইরূপ বুঝা যাইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেখানে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, একথাও শুনা যাইতেছে—"তিনি এই জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষ" ইত্যাদিদ্বারা। "সঃ"—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সেই উপাসক, "এতস্মাৎ জীবঘনাৎ"—জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা, "পরম্"—উৎকৃষ্ট, "পুরুষম্"—নিরুপাধিক চৈতন্যরূপ পরমাত্মাকে "ঈক্ষতে"—সাক্ষাৎ করেন। ১৪৪

আবার—"অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণঃ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১৫) প্রতীকোপাসক ভিন্ন অর্থাৎ নামাদির উপাসকব্যতীত অপর যে সকল উপাসক, তাহাদিগকে কোন অমানবপুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, বাদরায়ণমুনি এইরূপ মনে করেন। (যদ্যপি পূর্ব্বে ৩।৩।৩১ সূত্রে অনিয়মের কথা বলা হইয়াছে এখন আবার নিয়মের কথা বলা হইল, তথাপি বিরুদ্ধ বলা হয় নাই) উভয় প্রকারই স্বীকার করিলেও অবিরোধ হইবে, একথা "তৎক্রতু"—ন্যায়মূলক, সুতরাং অপ্রমাণ নহে, অর্থাৎ 'যে যদ্বিষয়ক উপাসনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়'—এই অধিকরণ সূত্রে কামনানুসারেই ফলপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই কারণেও সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) সকামোপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, ক্রতুন্যায়সিদ্ধপ্রমাণ।

অপ্রতীকাধিকরণে তৎক্রতুর্ন্যায় ঈরিতঃ।
ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সকামস্যেতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫

অন্বয়—অপ্রতীকাধিকরণে "তৎক্রতুঃ" ন্যায়ঃ ঈরিতঃ ; তস্মাৎ সকামস্য ব্রহ্মলোকফলম্ ইতি বর্ণিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মসূত্রের অপ্রতীকাধিকরণে (চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ষষ্ঠাধিকরণে) যে "তৎক্রতু" নামক নিয়ম কথিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়।

টীকা—"ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী"তে উক্ত সূত্র এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫।৫, ৫।১০।২) শুনা যায়—(বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইবার পর) "প্রসিদ্ধ অমানব (মনুষ্যেতর) একজন পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকস্থিত সেই সকল উপাসককে সত্যলোকে লইয়া যান"—এস্থলে সংশয় এই—অমানব পুরুষ কি সকল উপাসককেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যান ? অথবা প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপর উপাসককে ? এস্থলে কোনও নিয়ামক না থাকায় বুঝিতে হইবে সকল উপাসককেই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাইয়া আমরা বলি, অমানব পুরুষ প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপর উপাসকদিগকে লইয়া যান—এইরূপ বাদরায়ণাচার্য্য মনে করেন। ভাল, তাহা হইলে "অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্" (৩।৩।৩১) এই সূত্রে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ব্রহ্মোপাসক সাধারণে সেই মার্গলাভ করিয়া থাকে, তাহার সহিত ত' বিরোধ হয় ; তদুত্তরে বলিতেছেন "উভয়থা অদোষাৎ"—কোন কোন উপাসককে লইয়া যান, কোন কোন উপাসককে লইয়া যান না এই উভয় প্রকার অবস্থা মানিলে, কোনও দোষ হয় না। তাৎপর্য্য এই—অনিয়মের উপদেশ প্রতীক ভিন্ন অন্যবিষয়ক

বলিয়া। নিয়ামক কি, তাহা বলিতেছেন—"তৎক্রতুঃ চ" 'ক্রতু' শব্দে উপাসনা। কার্যব্রহ্ম-বিষয়ক 'ক্রতু' হয় যে উপাসকের, তিনি 'তৎক্রতু'; আবার যে যাহার উপাসক, সে তাহাই পায়, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি সিদ্ধ বলিয়া, কার্যব্রহ্মোপাসক কার্যব্রহ্মই লাভ করিয়া থাকে, ইহাই অর্থ। প্রতীকোপাসনাসমূহে অর্থাৎ 'নামব্রহ্ম' ইত্যাদিরূপের উপাসনায়, ব্রহ্মপ্রতীকের (নামাদির) প্রতিবিশেষণ বলিয়া প্রতীকেরই প্রাধান্ত; এইহেতু প্রতীকোপাসকগণ ব্রহ্মোপাসক নহেন, কিন্তু পঞ্চাগ্নির উপাসকগণ অব্রহ্মোপাসক হইলেও, শ্রুতির বলে তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যাহার ব্রহ্ম-বিষয়ক ক্রতু বা সঙ্কল্প, সে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্যলাভ করে; আর যে নামাদিরূপ প্রতীকের ধ্যান করে, তাহার সঙ্কল্প ব্রহ্মবিষয়ক নহে বলিয়া, সে বিদ্যুল্লোক পর্যন্ত যায়; ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় না। ১৪৫

তাহা হইলে সকাম ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) সকাম নির্গুণোপাসকের ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি।

নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাত্তত্র তত্ত্বমবেক্ষতে।
পুনরাবর্ত্ততে নায়ং কল্পান্তে চ বিমুচ্যতে॥ ১৪৬

অন্বয়—নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাৎ তত্র তত্ত্বম্ অবেক্ষতে; অয়ম্ পুনঃ ন আবর্ত্ততে, কল্পান্তে চ বিমুচ্যতে।

অনুবাদ—নির্গুণোপাসনার সামর্থ্যবশতঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তথায় তত্ত্বদর্শন হয়। এই সকাম নির্গুণোপাসক আর সংসারে ফিরে না কিন্তু কল্পান্তে মুক্ত হইয়া যায়।

টীকা—[ইমম্ মানবম্ আবর্তম্ ন আবর্ত্তন্তে, ন আবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য উ, ৪।১৫।৫]—যাঁহারা উত্তরায়ণ, সম্বৎসর, আদিত্য, চন্দ্র হইতে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন—ইহাই দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ, এই পথে যাঁহারা গমন করেন—তাঁহারা পুনর্বার এই মানব আবর্ত্তে অর্থাৎ এই সংসার চক্রে আর ফিরিয়া আসেন না। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে প্রাপ্তে চ প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরম্ পদম্॥" (মহাভারত) (৫২ শ্লোকের টীকায় রত্নপ্রভাকৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে)। এইরূপ যে শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন আছে তাহার বলে সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকাম নির্গুণোপাসকের আর সংসারপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু মুক্তিই হয়। ১৪৬

এক্ষণে ওঙ্কারোপাসনা প্রসঙ্গে বুদ্ধিস্থিত সেই উপাসনার দ্বিপ্রকারতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঙ) প্রণবোপাসনা দ্বিবিধ।

প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।
ক্বচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা প্রণবোপাসনস্য হি॥ ১৪৭

অন্বয়—প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ঃ নির্গুণাঃ এব বেদগাঃ, ক্বচিৎ প্রণবোপাসনস্য সগুণতা অপি উক্তা হি।

অনুবাদ ও টীকা—বেদে যে সকল প্রণবোপাসনা উক্ত হইয়াছে, সে সকল প্রায়ই নির্গুণোপাসনা; তবে কোন কোন স্থলে প্রণবোপাসনার সগুণতাও উক্ত হইয়াছে। ১৪৭

প্রণবোপাসনার দ্বিবিধতার প্রমাণ বলিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত দ্বিবিধতার প্রমাণ।

পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্ণিতঃ।
পিপ্পলাদেন মুনিনা সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪৮

অন্বয়—পিপ্পলাদেন মুনিনা পৃচ্ছতে সত্যকামায় পরাপরব্রহ্মরূপঃ ওঙ্কারঃ উপবর্ণিতঃ।

অনুবাদ—শিষ্য সত্যকাম প্রশ্ন করিলে গুরু পিপ্পলাদমুনি তাঁহার প্রতি পর এবং অপর অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়প্রকার ব্রহ্মরূপ ওঙ্কারের বর্ণন করিয়াছিলেন। (প্রশ্ন উ, ৫।২)।

টীকা—[এতৎ বৈ সত্যকাম পরম্ চ অপরম্ চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি—প্রশ্ন উ, ৫।২]—এই যে ওঙ্কার তাহা পর এবং অপর ব্রহ্মরূপ; সেইহেতু বিদ্বান্ এই ওঙ্কারকেই আলম্বন বা আশ্রয় করিয়া নির্গুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম এই দুইটির একটিকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে, প্রণবোপাসনার উভয়রূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৪৮

কঠবল্লীতে অর্থাৎ কঠোপনিষদের ২।১৬ মন্ত্রে যমও "এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞা..."—'এই প্রণবরূপ আলম্বনকে জানিয়া' ইত্যাদি বাক্যে ওঙ্কারোপাসনার দুইপ্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন :—

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।
ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥১৪৯

অন্বয়—"এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা যঃ যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ" ইতি যমেন অপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে প্রোক্তম্।

অনুবাদ—যমও নচিকেতার প্রশ্নে এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন—"এই আলম্বনকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই তাহার সিদ্ধ হয়।"

টীকা—আচার্য্য কঠোপনিষদের ২।১৬, এবং ২।১৭ এই দুইটি মন্ত্র হইতে অক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয় রচনা করিয়াছেন। সেই দুইটি মন্ত্র এই :—[এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥—কঠ উ, ২।১৬]—এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ (অপর) ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপ। এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। [এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥—ঐ ১৭]—এই ওঙ্কারই অপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধন আলম্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলম্বন; এবং এই আলম্বনই পরব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন বলিয়া পর। এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের ন্যায় পূজা হয়। ১৪৯

অতীত চতুর্দশটি অর্থাৎ ১৩৬ হইতে ১৪৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে উক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(ঙ) অতীত চতুর্দশটি শ্লোকে উক্ত অর্থের উপসংহার।

ইহ বা মরণে চাস্য ব্রহ্মলোকেঽথবা ভবেৎ।
ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগ্ উপাসীনস্য নির্গুণম্ ॥ ১৫০

অন্বয়—অস্য সম্যক্ নির্গুণম্ উপাসীনস্য ইহ বা মরণে চ অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা যিনি সম্যক্ প্রকারে নির্গুণোপাসনা করেন তাঁহার বর্ত্তমান দেহেই হউক বা মৃত্যুকালেই হউক অথবা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান হইবেই। ১৫০

বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনে অসমর্থের নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে অধিকার আছে, এই কথা আত্মগীতায় সম্যক্ প্রকারে কথিত হইয়াছে ; ইহাই বলিতেছেন :—

(র) বিচারে অসমর্থের নির্গুণব্রহ্মধ্যানে অধিকার : প্রমাণ—আত্মগীতা।

অর্থোঽয়মাত্মগীতায়ামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ।
বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সন্ততম্ ॥ ১৫১

অন্বয়—'বিচারাক্ষমঃ সন্ততম্ আত্মানম্ উপাসীত' ইতি অয়ম্ অর্থঃ আত্মগীতায়াম্ অপি স্পষ্টম্ উদীরিতঃ।

অনুবাদ—যিনি বিচারে অক্ষম তিনি সতত আত্মার উপাসনা করিবেন—এই কথা আত্মগীতায় স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

টীকা— অচ্যুতরায় বলেন—শ্রুতিতে যেমন নির্গুণোপাসনার প্রসিদ্ধি আছে, স্মৃতি প্রভৃতিতে তাহার সেইরূপ প্রসিদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এইহেতু আচার্য্য আত্মগীতারই উল্লেখ করিলেন। [ইহা সম্ভবতঃ শঙ্করানন্দ বা নামান্তরে বিদ্যাশঙ্কর বিরচিত আত্মপুরাণ। ইনি ১২২৮ হইতে ১৩৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। সেইহেতু ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য উভয়েরই পূর্ব্ববর্ত্তী, শৃঙ্গেরী মঠাধ্যক্ষ।] ১৫১

পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোক আত্মগীতা হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

সাক্ষাৎ কর্ত্তুমশক্তোঽপি চিন্তয়েন্মামশঙ্কিতঃ।
কালেনানুভবারূঢ়ো ভবেয়ং ফলিতো ধ্রুবম্ ॥ ১৫২

অন্বয়—সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অপি অশঙ্কিতঃ মাম্ চিন্তয়েৎ ; কালেন অনুভবারূঢ়ঃ ধ্রুবম্ ফলিতঃ ভবেয়ম্।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি আমার সাক্ষাৎকারলাভে অসমর্থ হইবেন, তিনিও আমাকে অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মাকে যদি চিন্তন করেন, তাহা হইলে আমি কালক্রমে তাঁহার অনুভবে আরূঢ় হইয়া, তাঁহার জন্য মোক্ষরূপ ফল ধারণ করি। ১৫২

ধ্যান যে সম্যগ্ জ্ঞানের উপায় তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

যথাগাধনিধের্লব্ধৌ নোপায়ঃ খননং বিনা।
মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ ॥ ১৫৩

অন্বয়—যথা অগাধনিধেঃ লব্ধৌ খননম্ বিনা উপায়ঃ ন, তথা মল্লাভে অপি স্বাত্মচিন্তাম্ মুক্ত্বা চ অপরঃ ন।

অনুবাদ—যেমন গভীর ভূগর্ভে অবস্থিত রত্নের লাভ করিতে হইলে, ভূখনন বিনা উপায় নাই, সেইরূপ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, আত্মচিন্তা বিনা উপায়ান্তর নাই।

টীকা—"সেইরূপ আমার" ইত্যাদির দ্বারা দৃষ্টান্তটি দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিলেন। ১৫৩

ব্যতিরেকমুখে কথিত অর্থটী অন্বয়মুখে উপপাদন করিতেছেন :—

দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ পুনঃ।
খাত্বা মনোভুবং ভূয়ো গৃহ্ণীয়ান্মাং নিধিং পুমান্ ॥১৫৪

অন্বয়—দেহোপলম্ অপাকৃত্য পুনঃ বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ মনোভুবম্ ভূয়ঃ খাত্বা পুমান্ মাম্ নিধিম্ গৃহ্ণীয়াৎ।

অনুবাদ ও টীকা—মনোভূমি হইতে দেহরূপ পাষাণ উৎপাটিত করিয়া, বুদ্ধিরূপ কোদাল প্রয়োগ করিয়া, সেই মনোভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিলে লোকে নিধিরূপ আমাকে গ্রহণ করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারে। ১৫৪

জ্ঞানে (বিচারে) অসমর্থের ধ্যানে অধিকার, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রান্তর বাক্য প্রমাণরূপে পাঠ করিতেছেন :—

(ল) বিচারাসমর্থের নির্গুণব্রহ্মধ্যানের অধিকারবিষয়ে শাস্ত্রান্তর প্রমাণ।

অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্।
অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাৎ নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ ?॥

অন্বয়—অনুভূতেঃ অভাবে অপি "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি এব চিন্ত্যতাম্ ; অসৎ অপি ধ্যানাৎ প্রাপ্যতে ; পুনঃ নিত্যাপ্তম্ ব্রহ্ম কিম্। ১৫৫

অনুবাদ—(ব্রহ্মের সাক্ষাৎ) অনুভূতি না ঘটিলেও 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপই চিন্তা করিতে থাক ; অসৎ (অর্থাৎ অবিদ্যমান) বস্তুও যখন ধ্যানে পাওয়া যায়, তখন নিত্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে বস্তু তাহা যে ধ্যানে পাওয়া যাইবেই তাহাতে আর কথা কি ?

টীকা—'ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি' এই বিষয়ে কৈমুতিক ন্যায় প্রয়োগ করিতেছেন :—"অসৎ (অর্থাৎ অবিদ্যমান) বস্তুও" ইত্যাদি। (ভ্রমরাক্রান্ত) কীটের ভ্রমরভাবপ্রাপ্তির ন্যায়, উপাসকেরও পূর্বে অবিদ্যমান দেবভাব প্রভৃতির ধ্যানদ্বারা তৎপ্রাপ্তি ঘটে। তাহা হইলে উপাসকেরই স্বরূপ বলিয়া নিত্যপ্রাপ্ত যে সর্বাত্মক ব্রহ্ম তাহা যে ধ্যানপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? শ্রুতান্তরও বলেন { দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহদা উ, ৪।১।২,৩,৭]—'তিনি এই দেহেই দেবত্বলাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতাতেই মিলিয়া যান—এইরূপ শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায়, 'অসৎ' অবিদ্যমান হইলেও দেবত্বাদির, (অথবা মনুষ্যাতিরিক্ত দেবশরীর না থাকিলেও দেবাদির) মূর্তিদর্শন হয়। ১৫৫

ব্রহ্মধ্যানের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াও ধ্যান কর্তব্য। ইহাই বলিতেছেন :—

(ব) প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া ধ্যান কর্তব্য।

অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে।
পশ্যন্নপি ন চেদ্ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্বদ॥১৫৬

অন্বয়—ধ্যানাৎ দিনে দিনে অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যম্ ফলম্ পশ্যন্ অপি চেৎ ন ধ্যায়েৎ, অস্মাৎ অপরঃ কঃ পশুঃ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—ধ্যান হইতে প্রতিদিনই অনাত্মবুদ্ধির শিথিলতারূপ ফল দেখিয়াও যদি কেহ ধ্যান না করে, তবে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন্ পশু বা মূঢ় আছে বল অর্থাৎ এই ব্যক্তিই মূঢ়। (সেইহেতু বিচারে অচতুর ব্যক্তির সর্ব্বদা নির্গুণধ্যান বিধেয়)। ১৫৬

এক্ষণে উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(শ) ধ্যানদীপে উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন।

দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্।
পশ্যন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১৫৭

অন্বয়—ধ্যানাৎ দেহাভিমানম্ বিধ্বস্য অদ্বয়ম্ আত্মানম্ পশ্যন্ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভূত্বা অত্র হি ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

অনুবাদ—ধ্যানদ্বারা দেহাভিমানের উচ্ছেদ করিয়া অদ্বয়রূপ আত্মাকে দর্শন করিলে, মনুষ্য অমৃত হইয়া এই দেহেই ব্রহ্মলাভ করে।

টীকা—মরণশীল দেহে 'আমি' এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া "অমৃতঃ ভূত্বা"—অমর হইয়া "অত্র"—এই শরীরেই আপনার নিজরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ১৫৭

এই ধ্যানদীপ চিন্তনের ফল বলিতেছেন :—

(ষ) 'ধ্যানদীপ' অভ্যাসের ফল।

ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরামৃশতি যো নরঃ।
মুক্তসংশয় এবায়ম্ ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮

অন্বয়—যঃ নরঃ ইমম্ ধ্যানদীপম সম্যক্ পরামৃশতি, অয়ম্ মুক্তসংশয়ঃ এব সন্ততম্ ব্রহ্ম ধ্যায়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে মানব এই ধ্যানদীপ সম্যক্‌প্রকারে অভ্যাস করেন, তিনি সংশয়বিনির্মুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করেন। ১৫৮

ইতি ধ্যানদীপ (প্রকরণ) সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

দশম অধ্যায়—নাটকদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
অর্থো নাটকদীপস্য ময়া সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনিশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি নাটকদীপের অর্থ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

চৈতন্যাধ্যস্ত অহঙ্কারাদি ও তাহাদের প্রকাশক সাক্ষীর বর্ণন—নাটকের রূপকদ্বারা এই প্রকরণে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাটকদীপ।

আচার্য্য নাটকদীপ নামক প্রকরণের আরম্ভ করিবার বাসনায়, তাহার নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি কামনা করিয়া ইষ্টদেবতার স্বরূপ স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ প্রথম শ্লোকে "পরমাত্মার" নামোচ্চারণদ্বারা সম্পাদন করিলেন, পরে মন্দাধিকারিগণ যাহাতে নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ জাতিগুণক্রিয়াদির উল্লেখ দ্বারা পরিচালিত হইবার অযোগ্য, ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব, অনায়াসে অবধারণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে— "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চ্যতে। শিষ্যাণাং বোধসিদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞৈঃ কল্পিতক্রমঃ ॥" —অধ্যারোপ এবং অপবাদদ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুতে জগৎপ্রপঞ্চরূপ অবস্তুর আরোপ মানিয়া ও তাহার জন্মাদির ব্যাখ্যা করিয়া পরে সেই অবস্তুর বা মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণ জন্য উপদেশ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবস্তুর সম্যগ্ উপদেশ করিতে হয়; শিষ্যগণ এইরূপে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে তত্ত্বদর্শিগণ এই পরিপাটীর (বোধসামর্থ্যহেতু ব্যাপারের) কল্পনা করিয়াছেন—এই নীতির অনুসরণ করিয়া প্রথমে আত্মার অধ্যারোপ বর্ণন করিতেছেন:—

অধ্যারোপ ও অপবাদপূর্ব্বক বন্ধনিবৃত্তির উপায় বর্ণন। বিচার্য্য জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্র বর্ণন।

১। অধ্যারোপ ও সাধন (বিচার-জন্য জ্ঞান) সহিত অপবাদ।

(ক) আত্মার অধ্যারোপ।

**পরমাত্মাদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ॥ ১**

অন্বয়—পূর্ব্বম্ অদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পরমাত্মা স্বমায়য়া স্বয়ম্ এব জগৎ ভূত্বা জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বয় আনন্দস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মা নিজ মায়ার বলে আপনিই জগদ্রূপ হইয়া জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

টীকা—"পূর্ব্বম্"—সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন আত্মার সহিত 'অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার' সম্বন্ধ হয় নাই তখন, "অদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ"—[সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—"হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল"—এই শ্রুতিতে বর্ণিত 'অদ্বিতীয়

সত্বস্থ' ; [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩।৯।৩৪]—'জগতের মূলকারণ (বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয়সুখ হইতে ভিন্ন) জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই শ্রুত্যুক্ত 'জ্ঞানানন্দস্বরূপ' ; এবং [পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে—বৃহদা উ, ৫।১।১]—'ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ ; পূর্ণ জগৎকার্য্যই পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয় ; অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটে না'—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ স্বগতাদিভেদশূন্য (১ম খণ্ডে ২য় অ, ২০-২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) "পরমানন্দরূপ পরিপূর্ণ', "পরমাত্মা স্বমায়য়া"—[মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০]—'মায়াকে প্রকৃতি জগদুৎপত্তির কারণ বা উপাদান বলিয়া জানিবে, অদ্বিতীয় সুখচিন্মাত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে মায়ী, মায়ার স্বরূপ স্ফুরণপ্রদ অধিষ্ঠানরূপে উপকারক বলিয়া জানিবে'—এইরূপে শ্রুতি বর্ণিত স্বনিষ্ঠ মায়াশক্তির দ্বারা পরমাত্মা, "স্বয়ম্ এব জগৎ ভূত্বা"—আপনিই জগদ্রূপ হইয়া—[তৎ আত্মানম্ স্বয়ম্ অকুরুত—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭]—সেই 'অসৎ' শব্দবাচ্য ব্রহ্ম নিজে অর্থাৎ অন্য কিছুর দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া আপনাকে জগদ্রূপ করিলেন ; [সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ ঐ, উ ২।৬]—তিনি 'সৎ'—পৃথিবী অপ্ তেজ এই ভূতত্রয়রূপ মূর্ত্ত—চক্ষুরাদির গোচর এবং 'ত্যৎ'—সেই অর্থাৎ বায়ু আকাশ এই ভূতদ্বয়রূপ অমূর্ত্ত—চক্ষুরাদির অগোচররূপ ধরিলেন ; এইরূপে জগদাকারতাপ্রাপ্ত হইয়া, "জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ"—জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন ;—[তৎ সৃষ্ট্বা তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ—ঐ, উ ২।৬]—সেই জগৎ সৃজন করিয়া তাহারই ভিতর পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন ; এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ১

ভাল, একই পরমাত্মা যদি সকল শরীরেই প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান, তাহা হইলে পূজ্যাপূজকাদিভাবে প্রতীয়মান উত্তমাধমভাব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন :—

বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ।
মর্ত্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতাম্ ॥ ২

অন্বয়—বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু প্রবিষ্টঃ দেবতা অভবৎ, মর্ত্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতঃ দেবতাং ভজতি।

অনুবাদ—পরমাত্মা বিষ্ণুপ্রভৃতি উত্তমদেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবতা অর্থাৎ পূজনীয় হইয়াছেন এবং মনুষ্যপ্রভৃতি অধমদেহে অবস্থিত থাকিয়া সেই দেবতার ভজন করিতেছেন।

টীকা—এই উত্তমাধমভাব স্বাভাবিক নহে ; কিন্তু শরীরোপাধিবশতঃ প্রতীত হয় ; এইহেতু বস্তুতঃ বিরোধ নাই ; ইহাই অভিপ্রায়। ২

এই প্রকারে আত্মার অধ্যারোপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া সাধন সহিত তাহার অপবাদও সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) বিচারজন্য জ্ঞানরূপ সাধন সহিত অপবাদ। অনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি।
বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩

অন্বয়—অনেকজন্মভজনাৎ (জীবঃ) স্ববিচারম্ চিকীর্ষতি : বিচারেণ মায়ায়াম্ বিনষ্টায়াম স্বয়ম্ (পরমাত্মরূপেণ) শিষ্যতে।

অনুবাদ—অনেক জন্ম ধরিয়া কর্ম্মব্রহ্মার্পণরূপ ভজনা করিবার পর জীব ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানসাধন শ্রবণাদিরূপ বিচারানুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করে এবং বিচারদ্বারা মায়া বিনষ্ট হইলে অদ্বয়ানন্দপূর্ণ পরমাত্মরূপে থাকিয়া যায়।

টীকা—"অনেকজন্মভজনাৎ"—অনেক জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের ব্রহ্মে সমর্পণরূপ ভজনের ফলে, "স্ববিচারম্ চিকীর্ষতি"—আপনার ব্রহ্মরূপতা জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিরূপ বিচার করিবার ইচ্ছা করে; তদনন্তর, "বিচারেণ"—সেই আত্মবিচারজনিত জ্ঞানদ্বারা, "মায়ায়াম্ বিনষ্টায়াম্"—আপনার অদ্বয়ানন্দতাদিরূপের আচ্ছাদিকা, অজ্ঞান অবিদ্যা—ইত্যাদিশব্দদ্বারা সূচিতা মায়ার নিবৃত্তি হইলে, "স্বয়ম্ শিষ্যতে"—আপনিই অর্থাৎ অদ্বয়ানন্দপূর্ণরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।৩

ভাল, [তৎ ব্রহ্ম অহম্ ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ বিমুচ্যতে—কৈবল্য ১৭]—আমি হইতেছি সেই ব্রহ্ম এইরূপ জানিলে; সর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষজ্ঞানের ফল বলিয়া কথিত হওয়ায়, পরমাত্মরূপে অবশিষ্ট থাকা তাহার ফল—এইরূপ কথন ত' যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত অপবাদ যুক্তিরূপ জ্ঞানফলসাধক। অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বং চ দুঃখিতা।
বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতির্মুক্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৪

অন্বয়—অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বম্ চ দুঃখিতা বন্ধঃ প্রোক্তঃ, স্বরূপেণ স্থিতিঃ মুক্তিঃ ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার যে সদ্বয়ত্ব ও দুঃখিত্ব-ভ্রম হয়, তাহাকেই বন্ধ বলে; আর স্বরূপে অবস্থিতিকেই মোক্ষ বলে।

টীকা—অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বাস্তব বন্ধ বা মোক্ষ কোন প্রকারেই অবধারণ করিতে পারা যায় না বলিয়া, তাঁহাকে দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া যে ভ্রম হয় তাহাই বন্ধ; এবং স্বরূপে স্থিতিরূপই বন্ধের নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ। এইহেতু শ্রুতিসমূহের সহিত উক্ত বাক্যের বিরোধ নাই। এস্থলে অভিপ্রায় এই—মহাবাক্যের শ্রবণ হইতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এইপ্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান হয় তদ্দ্বারাই প্রপঞ্চসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তাহাকেই মোক্ষ বলে। কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ বলিয়া, মোক্ষ সেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইহাই ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত। কিন্তু "ন্যায়মকরন্দ"কার অদ্বৈতবাদী হইলেও কল্পিতের নিবৃত্তিকে অধিষ্ঠানরূপ বলিয়া মানেন না। তিনি বলেন, কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সদ্রূপ নহে, অসদ্রূপ নহে, সদসদ্রূপ নহে এবং সদসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়রূপও নহে; কিন্তু এই চারিপ্রকার হইতে বিলক্ষণ একপঞ্চম প্রকার। ইহা কিন্তু সমীচীন নহে, কেননা, উক্ত চারি প্রকারের বস্তুই লোকশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ, উক্ত চারিপ্রকার হইতে বিলক্ষণ কোন বস্তু প্রসিদ্ধ নহে। আর অপ্রসিদ্ধ কোনও বস্তুতে লোকের ইচ্ছা হইতে পারে না, প্রসিদ্ধ বস্তুতেই হইয়া থাকে। এইহেতু কল্পিতের নিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকাররূপ মানিলে তাহার পুরুষেচ্ছাবিষয়তারূপ পুরুষার্থতার অভাব হয়। এইহেতু সেই নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ বলিয়াই মানা সঙ্গত।

সেই অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিকে যদি অজ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ মানা যায়, তাহা হইলে প্রযত্ন বিনাই সকলের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। তাহা হইলে বেদোপদিষ্ট শ্রবণাদি সাধন নিষ্ফল হইয়া যায়। আবার যদি সেই নিবৃত্তিকে জ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তি বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে বিদেহ মোক্ষাবস্থায়, ব্রহ্মে জ্ঞাতত্ব (জ্ঞানবিষয়তারূপ) ধর্ম্মের অভাব বলিয়া মোক্ষ পরমপুরুষার্থরূপ হইতে পারে না; (কেননা, ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব (জ্ঞানবিষয়ক) সিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি যাবতীয় সাধনের উপদেশ)। আবার ব্রহ্মে যখন জ্ঞাতত্বরূপধর্ম্মই নাই, তখন জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট অথবা জ্ঞাতত্বোপহিত অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, কেননা 'বিশিষ্ট' হইলে যদ্দ্বারা বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাতত্বরূপ বিশেষণের এবং 'উপহিত' হইলে যদ্দ্বারা উপহিত অর্থাৎ জ্ঞাতত্বরূপ উপাধির, "যাবৎ কার্য্যাবস্থায়ী" হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যতকাল বিশেষণ ও উপাধি বিদ্যমান, ততকাল পর্য্যন্ত আপনাপন সম্বন্ধী বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া জানাইয়া দিলে যথাক্রমে বিশেষণ ও উপাধি হইতে পারে, কিন্তু বিদেহ মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মে জ্ঞাতত্বের অভাববশতঃ সেই জ্ঞাতত্ব বিশেষণরূপে বা উপাধিরূপে অজ্ঞাতাবস্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া জানাইতে পারে না। পরিশেষে কার্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি জ্ঞাতত্বদ্বারা উপলক্ষিত অধিষ্ঠানরূপই; কেননা, 'উপলক্ষণ' আপনার সদ্ভাবকালে (যখন বর্তমান তখন) এবং অভাবকালে (ভবিষ্যতে) এই উভয়কালেই আপনার সম্বন্ধীকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। এইহেতু যে প্রকার দেবদত্তের গৃহের উপলক্ষণ কাক বিদ্যমান থাকুক অথবা অবিদ্যমান থাকুক, এইটি দেবদত্তের গৃহ এইরূপ ব্যবহার হয়, সেইপ্রকার জীবন্মুক্তদশায় জ্ঞাতত্ব বিদ্যমান থাকিলেও, এবং বিদেহমুক্তির অবস্থায় অবিদ্যমান থাকিলেও, কার্য্য অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ যে অধিষ্ঠান, তাহা জ্ঞাতত্বদ্বারা 'উপলক্ষিত' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

আবার কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, এই পক্ষ সমর্থনে যাঁহার আগ্রহ, তাঁহাকে বলা যাইবে যে অনির্ব্বচনীয়ের নিবৃত্তি অনির্ব্বচনীয়ই হইবে, পঞ্চমপ্রকাররূপ হইতে পারে না। নিবৃত্তির নাম ধ্বংস; সেই ধ্বংস ন্যায়মতে অনন্ত অভাবরূপ, কিন্তু সিদ্ধান্তমতে ক্ষণিকভাববিকাররূপ। কেননা, যাস্কমুনি যে 'জায়তে', 'অস্তি', 'বর্দ্ধতে', 'বিপরিণমতে', 'অপক্ষীয়তে', 'বিনশ্যতি'—এই ছয়টি অনির্ব্বচনীয় ভাববিকার গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিনাশকে (নামান্তরে ধ্বংসকে) 'বিকার' মধ্যে অর্থাৎ ক্ষণিকরূপ বলিয়াই ধরিয়াছেন। এই সেই ধ্বংস ক্ষণিকভাবরূপ; তাহা জ্ঞানের উদ্ভবকালে এক্ষণ থাকে; পরে সেই নিবৃত্তির অত্যন্তাভাব হয়। সেই অত্যন্তাভাব ব্রহ্মরূপই; এইহেতু দ্বৈতের আশঙ্কা নাই। আর কল্পিতনিবৃত্তি, জ্ঞানজন্য (জ্ঞানোৎপন্ন) বলিয়া সাদি এবং ব্রহ্মরূপ বলিয়া অনন্ত। এইহেতু সিদ্ধান্তে মোক্ষ সাদি এবং অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। এই প্রকারে স্বরূপে স্থিতিরূপ যে বন্ধনিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ।* ৪

---

* বিশেষণ এবং একপ্রকারের উপাধি যাবৎ কার্য্যাবস্থায়ী হইলেও, তদুভয়ের প্রভেদ এই:—বিশেষণ সথক্রিয়রূপে অন্তর্নিবিষ্ট এবং উপাধির অন্তর্নিবিষ্টতা নাই। (৭।৮৪ শ্লোকের পাদটীকায় উদ্ধৃত মধুসূদনস্বামীর নির্দেশ দ্রষ্টব্য)। বিদেহ কৈবল্যদশায় যখন জ্ঞাতত্ব বা বৃত্ত্যারূঢ়ত্ব সম্বন্ধি-ব্রহ্মস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট নহে, তখন তাহা দ্বিতীয় প্রকারেরও উপাধি হইতে পারে না। পরিশেষে অন্তর্নিবিষ্টতা ও যাবৎ কার্য্যাবস্থায়িতা এই উভয়রহিত ব্যবর্ত্তকতারূপ যে উপলক্ষণ তাহাকেই জ্ঞাতত্বরূপেও বলিয়া মানিতে হয়।

ভাল, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গীতা ৩।২০)—কর্ম্মদ্বারাই জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি সংসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এইরূপে গীতারূপ স্মৃতি হইতে কর্ম্মকে মোক্ষসাধন বলিয়া জানা যায় ; তাহা হইলে এই বিচারজনিত জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) বন্ধনিবৃত্তির জন্য বিচারই কর্তব্য—বিচারের বিষয়।

অবিচারকৃতো বন্ধো বিচারেণ নিবর্ত্ততে।
তস্মাজ্জীবপরাত্মানৌ সর্ব্বদৈব বিচারয়েৎ ॥ ৫

অন্বয়—অবিচারকৃতঃ বন্ধঃ বিচারেণ নিবর্ত্ততে ; তস্মাৎ জীবপরাত্মানৌ সর্ব্বদা এব বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—বিচারের অভাববশতঃ উৎপন্ন যে বন্ধন, তাহা বিচারদ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পারে ; সেইহেতু জীব ও পরমাত্মা লইয়া বিচার সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

টীকা—বিচারের প্রাগভাবদ্বারা উপলক্ষিত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানকৃত যে বন্ধন তাহার, বিচারজনিত জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনদ্বারা, নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ; আর উদ্ধৃত স্মৃতিবচনে গীতাশ্লোকে সংসিদ্ধি* শব্দদ্বারা চিত্তশুদ্ধিই উক্ত হইয়াছে, মোক্ষ নহে ; ইহাই তাৎপর্য্য। বিচারদ্বারা যে বন্ধনিবৃত্তি কথিত হইল, সেই বিচারের বিষয়টি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—"সেইহেতু জীব" ইত্যাদি। তত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৫

২। উক্ত শ্লোকসূচিত বিচারের বিষয়—জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ।

সেই জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচারের মধ্যে প্রথমে জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(ক) জীব শব্দে ক্রিয়া-যুক্তকারণসহিত কর্ত্তা সূচিত হয়।

অহমিত্যভিমন্তা যঃ কর্ত্তাসৌ তস্য সাধনম্।
মনস্তস্য ক্রিয়ে অন্তর্বহির্বৃত্তী ক্রমোত্থিতে ॥ ৬

অন্বয়—যঃ অহম্ ইতি অভিমন্তা অসৌ কর্ত্তা ; তস্য সাধনম্ মনঃ ; তস্য ক্রমোত্থিতে অন্তর্বহির্বৃত্তী ক্রিয়ে।

অনুবাদ—যিনি 'আমি' এইরূপ অনুভব করেন তিনি কর্ত্তা ; মন তাঁহার সাধন ; সেই মনের ক্রিয়া ক্রমোৎপন্ন দুই প্রকার বৃত্তি—অন্তর্বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি।

টীকা—যে চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কার ব্যবহারদশায় দেহাদিতে 'অহম্'—আমি—এইরূপে অভিমান করে, "অসৌ কর্ত্তা"—সেই কর্ত্তৃত্বপ্রভৃতিধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ; ইহাই অর্থ। সেই কর্ত্তার করণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—মন তাহার সাধন (অর্থাৎ করণ)। অন্তঃকরণের যে ভাগ কামাদিবৃত্তিমান তাহার নাম মন। দণ্ড যেমন চক্রভ্রামণরূপ ক্রিয়াদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া করণ, সেইরূপ মনোরূপ করণ যে ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই ক্রিয়া বুঝাইতেছেন :—"সেই মনের ক্রিয়া ক্রমোৎপন্ন"—ইত্যাদি। ৬

এই অন্তর্বৃত্তির ও বাহ্যবৃত্তির স্বরূপ ও বিষয় বিবেচনপূর্ব্বক দেখাইতেছেন :—

(খ) মনের ক্রিয়ার স্বরূপ ও বিষয়।

অন্তর্মুখাহমিত্যেষা বৃত্তিঃ কর্ত্তারমুল্লিখেৎ।
বহির্ম্মুখেদমিত্যেষা বাহ্যং বস্ত্বিদমুল্লিখেৎ ॥ ৭

* ভাষ্যকার—"সংসিদ্ধিম্ মোক্ষম্ গন্তুম্, আস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ"—"সংসিদ্ধিম্ মোক্ষোপায়ম্"। মধুসূদন—"শ্রবণাদি সাধনে জ্ঞাননিষ্ঠাম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তাঃ"। শ্রীধর—"সংসিদ্ধিম্ সম্যগ্জ্ঞানম্"।

অন্বয়—অন্তর্মুখা 'অহম্' ইতি বৃত্তিঃ এষা কর্ত্তারম্ উল্লিখেৎ, বহির্মুখা 'ইদম্' ইতি এষা বাহ্যম্ ইদম্ বস্তু উল্লিখেৎ।

অনুবাদ—মনের যে অন্তর্মুখা বৃত্তি তাহা 'আমি' এই আকারের। এই বৃত্তি কর্ত্তাকেই বিষয় করে। মনের বহির্মুখা যে বৃত্তি, তাহা 'এই'—এই আকারের। তাহা ইহাকে অর্থাৎ বাহ্যবস্তুকে 'এই' বলিয়া বিষয় করে।

টীকা—" 'ইদম্' ইতি এষা"—'এই' এই আকারের,—এই পদত্রয়দ্বারা বহির্বৃত্তির স্বরূপের অভিনয় করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশদ্বারা ইহাদের অর্থপ্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট উত্তরার্দ্ধদ্বারা বহির্বৃত্তির বিষয় প্রদর্শন করিলেন। 'বাহ' শব্দের অর্থ দেহের বাহিরে বিদ্যমান, যাহাকে 'ইদম্' বা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ; "বস্তু উল্লিখেৎ"—বস্তুকে বিষয় করে ; ইহাই অর্থ। ৭

ভাল, মন থাকিলেই যখন সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধি হয় তখন নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ত' ব্যর্থ, এইরূপ আশঙ্কাই ত' আসিয়া পড়ে ; তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) সর্ব্বব্যবহারসাধন মন থাকিতেও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা।

ইদমো যে বিশেষাঃ স্যুর্গন্ধরূপরসাদয়ঃ।
অসাঙ্কর্য্যেণ তানভিন্দ্যাদ্ ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥ ৮

অন্বয়—ইদমঃ বিশেষাঃ যে গন্ধরূপরসাদয়ঃ স্যুঃ তান্ ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ অসাঙ্কর্য্যেণ ভিন্দ্যাৎ।

অনুবাদ—'ইদম্' (এই) এই শব্দ ও প্রত্যয়দ্বারা সামান্যরূপে বিষয়ীকৃত যে বস্তু, তাহার বিশেষ বিশেষ রূপ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ইহাদের প্রত্যেকটিকে, অমিশ্রিত রাখিয়া পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিবার সাধন—উক্ত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক।

টীকা—মনদ্বারা 'এই' এইরূপে বস্তুসামান্যমাত্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু তাহার বিশেষ—গন্ধাদিকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। এইহেতু সেই বস্তুর বিশেষের গ্রহণবিষয়ে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চকের উপযোগিতা সিদ্ধ হয়। ৮

এইরূপে সামগ্রীসহিত জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষী পরমাত্মার নিরূপণ।

কর্ত্তারঞ্চ ক্রিয়াং তদ্বদ্ ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি।
স্ফোরয়েদেকযত্নেন যোঽসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্বপুঃ॥ ৯

অন্বয়—কর্ত্তারম্ তদ্বৎ ক্রিয়াম্ চ ব্যাবৃত্তবিষয়ান্ অপি একযত্নেন চিদ্বপুঃ যঃ স্ফোরয়েৎ অসৌ অত্র সাক্ষী।

অনুবাদ—এই জীবরূপ কর্ত্তা, মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়া এবং পরস্পরবিভিন্ন বিষয়-সমূহকে অর্থাৎ রূপরসাদিবিষয় এবং অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়সমূহকেও একই প্রযত্নদ্বারা চৈতন্যময় যিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বেদান্ত শাস্ত্রে সাক্ষী বলা হয়।

টীকা—ষষ্ঠশ্লোকে উক্ত "কর্ত্তারম্"—অহঙ্কাররূপ কর্ত্তাকে, "ক্রিয়াম্"—'আমি' ও 'এই'—এই আকারের মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়াকে, "ব্যাবৃত্তবিষয়ান্ অপি"—ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং গ্রহণযোগ্য গন্ধাদি বিষয়সমূহকে, "একযত্নেন"—একইকালেই "যঃ

চিদ্বপুঃ”—চৈতন্যরূপ যিনি, “ভাসয়েৎ”—প্রকাশ করেন ও করিতে সমর্থ, “অসৌ অত্র”—তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রে, “সাক্ষী”—এই নামে কথিত হন। ৯

সাক্ষী যে একই যত্নে উক্ত সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ ইহাই অভিনয় করিয়া অর্থাৎ আকারাদির সাক্ষাৎ প্রদর্শক ইন্দ্রিয়াদির সঞ্চালন ক্রিয়াদ্বারা দেখাইতেছেন :—

ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্।
ইতি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥ ১০

অন্বয়—অহম্ ঈক্ষে, শৃণোমি, জিঘ্রামি, স্বাদয়ামি স্পৃশামি ইতি নৃত্যশালাস্থ দীপবৎ সর্ব্বম্ ভাসয়তে।

অনুবাদ—আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, শুঁকিতেছি, আস্বাদন করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি—এই প্রকারে অর্থাৎ অনুব্যবসায়রূপে সকলই নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায় প্রকাশ করেন।

টীকা—‘আমি রূপ দেখিতেছি’ এইরূপে ‘দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যরূপ’ ত্রিপুটীকে একই যত্নে প্রকাশ করেন। এই প্রকারে আমি, “শৃণোমি”—শব্দ শুনিতেছি ইত্যাদি ব্যবহারেও ‘শ্রোতা, শ্রবণ ও শ্রোতব্য’ ইত্যাদি ত্রিপুটীসমূহকে একই যত্নদ্বারা প্রকাশ করেন—এইরূপে অর্থ যোজনা করিয়া বুঝিতে হইবে। একই কালে নিজে অবিকৃত থাকিয়া অনেক বস্তুর প্রকাশক হওয়ার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায়”। ১০

৩। উক্ত দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণন; তাৎপর্য্য—পরমাত্মা নির্ব্বিকার থাকিয়া সর্ব্বপ্রকাশক।

উক্ত দৃষ্টান্তকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) দৃষ্টান্তের স্পষ্টীকরণ। নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্ত্তকীম্।
দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥ ১১

অন্বয়—নৃত্যশালাস্থিতঃ দীপঃ প্রভুম্ চ সভ্যান্ নর্ত্তকীম্ অবিশেষেণ দীপয়েৎ, তদভাবে অপি দীপ্যতে।

অনুবাদ—নৃত্যশালাস্থিত দীপ সভাপতিকে উপস্থিত সভ্যগণকে এবং নর্ত্তকীকে, কিছুমাত্র তারতম্য না করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা না থাকিলেও দীপের প্রকাশ তুল্যরূপ থাকে।

টীকা—“অবিশেষেণ”—‘সভাপতি’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রকাশনের জন্য আলোকের বৃদ্ধিহ্রাসরূপ বিকার বিনাই, ইহাই অর্থ। ১১

দৃষ্টান্তটি দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তের অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা। অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ ॥ ১২

অন্বয়—সাক্ষী অহঙ্কারম্ ধিয়ম্ বিষয়ান্ অপি ভাসয়েৎ, অহঙ্কারাদ্যভাবে অপি স্বয়ম্ পূর্ব্ববৎ ভাতি এব।

অনুবাদ—সেই প্রকার সাক্ষী, অহঙ্কারকে অর্থাৎ অহম্প্রত্যয়সিদ্ধ কর্ত্তাকে, বুদ্ধিকে এবং শব্দাদি বিষয়সমূহকেও প্রকাশ করিয়া থাকেন। অহংকারাদির অভাবেও স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্যমান থাকেন।

টীকা—সুষুপ্তি মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় অহঙ্কারাদির অভাব হইলেও, আত্মা সেই অভাবের সাক্ষী হইয়া প্রকাশিত থাকেন, ইহাই অর্থ। সভাপতিস্থানীয় অহঙ্কার এবং নর্ত্তকীস্থানীয় বুদ্ধি, দীপস্থানীয় সাক্ষিদ্বারা সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয় বটে, শব্দাদি বিষয় কিন্তু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অহংকারাবচ্ছিন্ন চিদাভাসরূপ প্রমাতার দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে, সেই বিষয়াদিকে কি প্রকারে সাক্ষাদ্ভাবে সাক্ষিভাস্য বলা যায়? এই আপত্তি সত্য। এইরূপ অনুপপত্তি হয় দেখিয়া বুঝিতে হইবে—'এক এক শরীরে এক এক জীব' এই মত যাহা সিদ্ধান্তবিন্দুতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আচার্য্যের অভিমত। তাহাতে সকল দৃশ্যই স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক। এইরূপে বিষয়সকল সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য—এইরূপে সঙ্গতি হইবে। ১২

ভাল, প্রকাশরূপ বুদ্ধিই অহঙ্কারাদি সকল বস্তুর অবভাসক হইতে পারে বলিয়া, সেই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ সাক্ষীর কল্পনার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন সর্ব্বপ্রকাশক সাক্ষীকে মানিতেই হইবে।

নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ।
তদ্ভাসা ভাসমানেয়ং বুদ্ধি র্নৃত্যত্যনেকধা॥ ১৩

অন্বয়—কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ নিরন্তরং ভাসমানে ইয়ম্ বুদ্ধিঃ তদ্ভাসা ভাসমানা অনেকধা নৃত্যতি।

অনুবাদ—কূটস্থ জ্ঞপ্তিরূপে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে নিরন্তর প্রকাশমান থাকায়, বুদ্ধি সেই কূটস্থের প্রকাশদ্বারা প্রকাশিত হইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য করিয়া থাকে।

টীকা—"কূটস্থে"—নির্ব্বিকার সাক্ষী, "জ্ঞপ্তিরূপতঃ"—স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপে, "নিরন্তরম্ ভাসমানে"—সদা প্রকাশমান থাকাতে, "ইয়ম্ বুদ্ধিঃ তদ্ভাসা"—এই বুদ্ধি সেই সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা, "ভাসমানা"—প্রকাশিত হইয়াই, "অনেকধা"—'ইহা ঘট' 'ইহা পট' ইত্যাদি জ্ঞানাকারে, "নৃত্যতি"—বিকারপ্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই—যেহেতু বুদ্ধি বিকারিতাহেতু জড় বলিয়া নিজে প্রকাশরহিত, এইহেতু বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, সর্ব্বাবভাসক এক সাক্ষী অঙ্গীকার করিতেই হয়, কেননা, বুদ্ধির সর্ব্বাবভাসকতা সাক্ষাদ্ভাবে সম্ভব নহে। ১৩

শ্রোতার বুদ্ধি যাহাতে উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত অর্থ অনায়াসে ধারণা করিতে পারে সেইহেতু নাটকের রূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত অর্থ সুগম করিবার জন্য নাটকের রূপকদ্বারা বর্ণন।

অহঙ্কারঃ প্রভুঃ সভ্যা বিষয়াঃ নর্ত্তকী মতিঃ।
তালাদিধারিণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ॥ ১৪

অন্বয়—অহঙ্কারঃ প্রভুঃ, বিষয়াঃ সভ্যাঃ, মতিঃ নর্ত্তকী, অক্ষাণি তালাদিধারিণী, অবভাসকঃ সাক্ষী দীপঃ।

অনুবাদ—অহঙ্কার হইতেছে সভাপতি, বিষয় সকল সভ্য, বুদ্ধি নর্ত্তকী, ইন্দ্রিয় সকল তালাদিধারক অর্থাৎ বাদ্যকর স্বরূপ; আর অবভাসক সাক্ষিচৈতন্য দীপস্বরূপ।

টীকা—অহঙ্কার বিষয়ভোগের পূর্ণতার ও অপূর্ণতার অভিমানজনিত হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হয় বলিয়া, নৃত্যের অভিমানী প্রভু বা রাজার স্থানীয়—অর্থাৎ নৃত্যের অভিমানী রাজা নৃত্যের সম্পূর্ণতার ও অসম্পূর্ণতার অভিমানহেতু হর্ষ-বিষাদযুক্ত হন, এবং সভাচারাপ্রযুক্ত নর্ত্তকীপ্রভৃতির আশ্রয় হন এবং নৃত্যশালার বায় নির্ব্বাহক হন, অনেক পত্নীর ভর্ত্তা, বৃহৎ কর্ম্মের কর্ত্তা, এবং বৃহদ্ভোগের ভোক্তা হন। সেই প্রকার অহঙ্কারও ভোগের সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাবশতঃ হর্ষ-বিষাদযুক্ত হয় এবং উপাদিরূপ হইয়া আত্মাধনযুক্ত হয় বলিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির আশ্রয় হয় এবং সমষ্টিব্যষ্টি-দেহরূপ শালার, 'আমি', 'আমার' এইরূপ ভাবধারা নির্ব্বাহক, এবং শুভাশুভবৃত্তিরূপ অনেক পত্নীযুক্ত হয়, এবং সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা, সর্ব্বভোগের ভোক্তা হয়: এইহেতু চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কার নৃত্যাভিমানী রাজার তুল্য। আবার চারিদিকে বিদ্যমান থাকিয়াও উক্তরূপ হর্ষবিষাদদ্বারা অনাক্রান্ত থাকে বলিয়া বিষয়সমূহ সভ্যগণস্থানীয় অর্থাৎ সভায় উপস্থিত পুরুষগণ যেমন রাজধর্ম্ম-রহিত হইয়া রাজার চারিদিকে উপবিষ্ট হয় এবং সভাপতি রাজার অধীন থাকে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয়সমূহ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-অহঙ্কারধর্ম্মরহিত হইয়া চারিদিকে পরিদৃশ্যমান হয় এবং অহঙ্কারের অধীন হয়; এইহেতু সভ্যগণসদৃশ। আবার নানাপ্রকার বিকারশীলা বলিয়া বুদ্ধি নর্ত্তকীস্থানীয়া, অর্থাৎ নর্ত্তকী যেমন অনেক প্রকার অঙ্গচেষ্টারূপ দেহবিকার দেখায় এবং দর্শকাভিমুখে হস্তপ্রসারণাদিদ্বারা তাহাদের মনে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত এই নব প্রকার মনোভাবদ্বারা রাজার প্রমোদ সম্পাদন করে, সেইপ্রকার বুদ্ধি কামাদি পরিণামরূপ বিকার-বর্ত্তী হইয়া এবং সকল বিষয়াকার ধরিয়া আপনার অগ্রভাগরূপ হস্তকে সকল দিকে প্রসারিত করে। বুদ্ধি নর্ত্তকী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশে দুই প্রকার নৃত্য করে। শাস্ত্রসংস্কারবর্জ্জিত হইলে প্রবৃত্তি-পরবশা বুদ্ধি (১) বস্ত্রভূষণাদির কিম্বা রাজদত্ত পদকপরিচ্ছদাদির শোভার অভিমানে শৃঙ্গাররস, (২) শারীর বলজনিত পৌরুষাভিমানে, যুদ্ধাদিপ্রসঙ্গে বীররস, (৩) পুত্রকলত্রাদির কিম্বা স্বজাতির দুঃখদর্শনে কোমলহৃদয় হইয়া করুণরস, (৪) ইন্দ্রজালাদি অপূর্ব্বদৃশ্যদর্শনে অদ্ভুতরস, (৫) (বুদ্ধি) আপনার উৎকর্ষাভিমানে অপরের বুদ্ধির অপকর্ষজনিত অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া হাস্যরস, (৬) দস্যুতস্করাদি শত্রুর উপদ্রব চিন্তায় ভয়ানকরস, (৭) গ্লানিকর পদার্থসংযোগে বীভৎসরস, (৮) ক্রোধাদি প্রসঙ্গে রৌদ্ররস এবং (৯) প্রিয়বিয়োগে ও অনিষ্টসংযোগে বৈরাগ্যাদিরূপ শান্তরস অনুভব করিয়া তত্তদ্রসবাচক নৃত্য করে। আবার শাস্ত্রসংস্কারমণ্ডিতা নিবৃত্তিপরা বুদ্ধি (১) দৈবীসম্পদ ও ব্রহ্মবিদ্যাদিজ্ঞানসাধনরূপ ভূষণযুক্ত হইয়া শৃঙ্গাররস, (২) কামাদি-শত্রুবধে বীররস, (৩) ত্রিতাপগ্রস্তজনতা দেখিয়া করুণরস, (৪) অদ্বিতীয় অসঙ্গ নির্ব্বিকার নিষ্প্রপঞ্চ সর্ব্বভেদরহিত অলৌকিক ব্রহ্মবস্তুকে নিত্যপ্রাপ্ত জানিয়াও গুরুকৃপায় অধুনাপ্রাপ্ত মানিয়া এবং কর্ত্তৃত্বাদি সবিকার প্রপঞ্চের স্বরূপ অবগত হইয়া অদ্ভুতরস, (৫) সংসারে অত্যুচ্চ রাজপদ হইতে পতিতের, ভিক্ষুকাবস্থাপ্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্মভাব হইতে পতিত জীবভাবপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে দেখিয়া অথবা অপরোক্ষ জ্ঞানবলেই নিরাবরণ স্বরূপানন্দ অনুভব করিয়া হর্ষবেগে হাস্যরস, (৬)

জ্ঞান বিনা অনিবারণীয় জন্মমরণাদি সংসার দুঃখ চিন্তায়, ভয়ানুভবে ভয়ানকরস, (৭) শিষ্ট-নিন্দিত যথেচ্ছাচরণরূপ দুরাচারে গ্লানি অনুভব করিয়া বীভৎসরস, (৮) অজ্ঞজনকে সন্মার্গে প্রবৃত্ত করিতে এবং সংসারদুঃখ হইতে ভয় জন্মাইতে অথবা তত্ত্বজ্ঞানের বলে কালকে ভয় দেখাইবার জন্য রৌদ্ররস, (৯) দোষদৃষ্টিজনিত বা মিথ্যাদৃষ্টিজনিত বৈরাগ্যোদয়দ্বারা অথবা জগদ্বিস্মৃতিরূপ উপরতির উদয়দ্বারা প্রপঞ্চে অরুচি উৎপাদন করিয়া শান্তরস এবং (১০) নিরাবরণ পরিপূর্ণ সর্বোত্তিক জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ—অতিরিক্ত (অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে দুর্লভ) দশম আনন্দরস, যাহা আচার্য মধুসূদন-প্রতিপাদিত দশম রস (ভক্তির প্রতিরূপক)—অনুভব করিয়া তত্তদ্রসবাঞ্জক নৃত্য করে। এই প্রকারে বুদ্ধি নয় ও দশ রস দেখাইয়া আভাসযুক্ত অহঙ্কারের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে। আর বুদ্ধির ব্যাপারসমূহের অনুকূল ব্যাপারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ তালাদিধারক বাদ্যকর-দিগের সদৃশ অর্থাৎ মৃদঙ্গ সারঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যকারগণ যেমন নর্তকীর অঙ্গ চেষ্টার অনুকূল ব্যাপারবান হয় এই প্রকার ইন্দ্রিয়গণও, বুদ্ধি যে যে বিষয় গ্রহণ করিতে ধাবমানা হয়, সেই সেই বিষয়ের সম্মুখীন হইয়া বুদ্ধির বিকারের বা পরিণামের অনুকূলতা করে। এই প্রকারে তাহারা বাদ্যকরদিগের সমান। আর এই সমস্তেরই অবভাসক হয় বলিয়া সাক্ষী নাট্যশালাস্থ দীপের সমান—এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যেমন নাট্যশালাস্থ দীপ সভা মধ্যে থাকিয়া ভিতরে, বাহিরে ও চারিদিকে সভাপতি রাজা ও সভার সকলকে প্রকাশ করে এবং সভাভঙ্গেও প্রকাশিত থাকে এবং নিজে গমনাগমনাদি ক্রিয়ারূপ বিকাররহিত হইয়া নির্বিকারভাবে স্বস্থানে অবস্থিত থাকে, সেই-প্রকার সাক্ষীও জাগ্রৎস্বপ্নকালে বর্তমান অহঙ্কারাদি সকলকেই প্রকাশ করেন এবং সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও সমাধিকালে এই সকলের অভাব হইলে, সেই অভাবকে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে গমনা-গমনাদি বিকাররহিত—একান্ত নির্বিকার থাকিয়া স্বমহিমায় অবস্থান করেন। এইহেতু সাক্ষী দীপের সমান। ১৪

ভাল, সাক্ষী যদি অহঙ্কারাদির অবভাসক হন, তাহা হইলে সেই অহঙ্কারাদির সহিত সম্বন্ধের উৎপত্তিবিনাশরূপ বিকারধর্ম ত' তাঁহাতে বর্তিবে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) সাক্ষীর দশন শ্লোকোক্ত নির্বিকারত্বার —দৃষ্টান্তপূর্বক বর্ণন।

স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্বতো ভাসয়েদ্ যথা।
স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৫

অন্বয়—দীপঃ যথা স্বস্থানসংস্থিতঃ সর্বতঃ ভাসয়েৎ, তথা স্থিরস্থায়ী সাক্ষী বহিঃ অন্তঃ প্রকাশয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন রঙ্গশালাস্থ দীপ নিজ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া চারিদিককেই প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষী সর্বকালেই অচল থাকিয়া ভিতর বাহির প্রকাশ করেন।

টীকা—"দীপঃ যথা"—যেমন গমনাদিবিকাররহিত দীপ আপনার স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই, আপনার সন্নিহিত সমস্ত পদার্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এইরূপ গমনাদিবিকাররহিত সাক্ষীও স্ব-স্বরূপে, নিজমহিমায় অবস্থিত থাকিয়া সর্ববস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য। যদি কেহ আপত্তি উঠান যে সাক্ষীর সহিত এই দীপদৃষ্টান্তটি বিষম, কেননা, সাক্ষী নির্বিকার, আর

দীপের তৈলবর্ত্তির হ্রাসরূপ, এবং প্রতিক্ষণ নূতন শিখারূপে পরিণামরূপ বিকার আছে এবং সেইহেতু 'পূর্ব্বদৃষ্ট দীপশিখাটি এই' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব, আর যে প্রত্যভিজ্ঞা প্রতীত হয় তাহা অতিসাদৃশ্যবশতঃ ; উত্তরে বলা যাইবে যে ব্যাবহারিক স্বপ্রকাশতা লইয়াই দৃষ্টান্তসিদ্ধি ; তাহাই বুঝাইতেছেন :—"রঙ্গশালাস্থ দীপ নিশ্চলভাবে থাকিয়া" ইত্যাদি। ১৫

পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপের সবিশেষ বর্ণন।

১। সাক্ষিপরমাত্মায়-বুদ্ধির চাঞ্চল্যারোপ।

ভাল, নাট্যশালাস্থ দীপ যেমন সভার ভিতর বাহির প্রকাশ করে তদ্রূপ সাক্ষীও ভিতর বাহিরের অবভাসক—এইরূপ বর্ণন ত' যুক্তিসহ নহে, কেননা, শ্রুতি সেই সাক্ষীর বাহ্যাভ্যন্তর নাই এইরূপ উপদেশ করিতেছেন যথা—[তৎ এতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্—বৃহদা উ, ২।৫।১৯]—'এই ব্রহ্মের পূর্ব্ব (কারণ নাই) অপর বা ভিন্ন পদার্থও নাই, অন্তর নাই এবং বাহিরও নাই ; এই ব্রহ্ম সর্ব্বানুভবিতা আত্মা' —এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) বাস্তবসাক্ষীর বাহির ভিতর নাই। বাহ্য ও অভ্যন্তর বস্তুর নির্দ্দেশ।

বহিরন্তর্বিভাগোঽয়ং দেহাপেক্ষো ন সাক্ষিণি।
বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহংকৃতিঃ ॥ ১৬

অন্বয়—অয়ম্ অন্তর্বহির্বিভাগঃ দেহাপেক্ষঃ, ন সাক্ষিণি ; বিষয়াঃ বাহ্যদেশস্থাঃ দেহস্য অন্তঃ অহংকৃতিঃ।

অনুবাদ— সাক্ষীর যে এই অন্তর্বাহ্যবিভাগ, তাহা দেহ লইয়াই বুঝিতে হইবে। সেই বিভাগ সাক্ষীতে নাই। শব্দাদি বিষয়সকল দেহের বাহিরে অবস্থিত, আর অহংকার দেহের ভিতর।

টীকা—তবে বাহ্যতা কাহার ? আন্তরতা কাহার ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :— "শব্দাদি বিষয়সকল দেহের বাহিরে" ইত্যাদি। ১৬

ভাল, পঞ্চদশশ্লোকে যে উক্ত হইল—"সেইরূপ, সাক্ষী সর্ব্বকালেই অচল থাকিয়া ভিতর বাহির প্রকাশ করেন"—অর্থাৎ উক্ত প্রকারে অবিকারী থাকিয়া সাক্ষী ভিতর ও বাহিরের অবভাসক—এইরূপ যে কথিত হইল, তাহা ত' সঙ্গত নহে, কেননা, 'আমি ঘট দেখিতেছি' এস্থলে 'আমি' এই প্রকারে ভিতরে অহংকারের সাক্ষী হইয়া প্রথমে ভাসক হইবার পর, "ঘট দেখিতেছি" এই প্রকারে ঘটাকার বৃত্তির স্ফুরণরূপে বাহিরে নির্গমণের অনুভব হয় ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) বাহিরে ভিতরে চলমান সাক্ষীতে বুদ্ধির চঞ্চলতারোপ।

অন্তস্থা ধীঃ সহৈবাক্ষৈর্বহির্যাতি পুনঃ পুনঃ।
ভাস্যবুদ্ধিস্থচাঞ্চল্যং সাক্ষিণ্যারোপ্যতে বৃথা ॥ ১৭

অন্বয়—অন্তস্থা ধীঃ অক্ষৈঃ সহ এব পুনঃ পুনঃ বহিঃ যাতি ; ভাস্যবুদ্ধিস্থচাঞ্চল্যম্ সাক্ষিণি বৃথা আরোপ্যতে।

অনুবাদ—বুদ্ধি দেহের ভিতরে অবস্থিত, তাহা ইন্দ্রিয়গণের সহিত বারবার

বাহিরে গমন করে। সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য এই বুদ্ধির চঞ্চলতা লোকে সাক্ষীতে অযথা আরোপ করিয়া থাকে।

টীকা—দৃষ্ট বস্তুর গ্রাহক* অর্থাৎ তাহাকে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত এবং দেহের ভিতরে অবস্থিত বুদ্ধি, 'ঐ বস্তুটি ঘট' ইত্যাদিরূপ আকারে, রূপাদিকে গ্রহণ করিবার—বিষয় করিবার জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করে, আর বুদ্ধিতে যে চাঞ্চল্য বিদ্যমান, তাহাকে লোকে "সাক্ষিণি বৃথা আরোপাত্তে" - মূঢ়তাবশতঃ বুদ্ধির অবভাসক সাক্ষীতে অযথা আরোপ করিয়া থাকে। এইহেতু সাক্ষীর বাস্তবিক বাহিরে ভিতরে গমনাগমনরূপ চাঞ্চল্য নাই, ইহাই অভিপ্রায়।১৭

প্রকাশকে প্রকাশ্যবস্তুর চঞ্চলতার আরোপ কোথায় দেখিয়াছেন?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) 'প্রকাশক' সাক্ষি-চৈতন্যে 'প্রকাশ্য' বুদ্ধির চঞ্চলতার আরোপ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো গবাক্ষাদাতপোঽচলঃ।
তত্র হস্তে নর্ত্ত্যমানে নৃত্যতীবাতপো যথা॥ ১৮

অন্বয়—গবাক্ষাৎ গৃহান্তরগতঃ স্বল্পঃ আতপঃ অচলঃ; তত্র হস্তে ন[illegible] মানে যথা আতপঃ নৃত্যতি ইব।

অনুবাদ—যেমন গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষীণ আলোকরশ্মি বস্তুতঃ অচল হইলেও, তাহাতে যদি কেহ আপনার হাত নাচায়, তাহা হইলে রশ্মিও যেন নাচিতেছে, মনে হয়।

টীকা—"গবাক্ষাৎ গৃহান্তরগতঃ স্বল্পঃ আতপঃ অচলঃ"—গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষীণালোক, অচঞ্চলভাবে অবস্থান করে, "তত্র"—সেই রৌদ্র রশ্মির ভিতরে, "হস্তে নর্ত্ত্যমানে"—কোনও ব্যক্তি আপনার করতল ইতস্ততঃ নাচাইতে থাকিলে, "যথা আতপঃ নৃত্যতি ইব (লক্ষ্যতে)"—যেমন সেই রৌদ্র বা সূর্য্যকিরণও নাচিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ। ১৮

(ঘ) দৃষ্টান্তবর্ণিত অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিরন্তর্গমাগমৌ।
অকুর্ব্বন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ করোতীব তথা তথা॥ ১৯

অন্বয়—নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিঃ অন্তঃ গমাগমৌ অকুর্ব্বন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ তথা তথা করোতি ইব।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ নিজস্থানে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সাক্ষিচৈতন্য বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন না করিলেও বুদ্ধির চঞ্চলতাবশতঃ প্রতীত হন যেন তাহাই করিতেছেন। ১৯

১। সাক্ষীর দেশকালরহিত নিজস্বরূপের বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুভব করিবার উপায় বর্ণন।

---

* এস্থলে রামকৃষ্ণ টীকায় "দৃষ্ট-গ্রাহক" এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ—'আমি' এই আকারের দ্রষ্টা যে সাক্ষী, তাহার গ্রাহক অর্থাৎ তাহাকে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত যে বুদ্ধি। "দেহান্তরবর্ত্তিনী" স্থানে "দেহান্তরবর্ত্তিনী" পাঠও আছে। [illegible] শব্দের এক [illegible] অর্থ একই।

সাক্ষীকে যে 'নিজস্থানে অবস্থিত' বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কি বুঝান হইতেছে যে সাক্ষী বাহ্যাকৃতি দেশে অবস্থিত থাকিতে পারেন ? উত্তরে বলিতেছেন—না, পারেন না :—

(ক) বুদ্ধির সম্বন্ধ অন্তর্দেশ ও বহির্দেশ হইতে পৃথক্ করিয়া সাক্ষীর নিজস্থান প্রদর্শন।

ন বাহ্যো নান্তরঃ সাক্ষী বুদ্ধের্দেশৌ হি তাবুভৌ।
বুদ্ধ্যাদ্যশেষসংশান্তৌ যত্র ভাত্যস্তি তত্র সঃ ॥ ২০

অন্বয়—সাক্ষী বাহ্যঃ ন আন্তরঃ ন, তৌ হি উভৌ বুদ্ধেঃ দেশৌ ; বুদ্ধ্যাদ্যশেষসংশান্তৌ সঃ যত্র ভাতি তত্র অস্তি।

অনুবাদ—সাক্ষিচৈতন্যের বাহ্য স্থানও নাই আন্তর স্থানও নাই। সেই সেই স্থান বুদ্ধির স্থানমাত্র। বুদ্ধ্যাদিরূপ অশেষ উপাধি বিনষ্ট হইলে, তিনি যথায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান, তাহাই তাঁহার দেশ।

টীকা—"বুদ্ধ্যাদি"—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সূচিত হইতেছে। "সংশান্তৌ"—শব্দদ্বারা সেই বুদ্ধির প্রতীতির নিবৃত্তি বুঝানই উদ্দেশ্য। অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের যে সাক্ষিতা তাহা সাক্ষ্যবস্তুর দ্বারাই নিরূপিত হয়। অজ্ঞানই সেই সাক্ষিতার প্রযোজক বা উৎপাদক বলিয়া সেই অজ্ঞাননাশে, 'তিনি সাক্ষী' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যবহারই সাক্ষীর নিজস্থান। ২০

ভাল, ঐ সপ্রকার ব্যবহার অর্থাৎ প্রতীতি নিবৃত্ত হইলে দেশেরও প্রতীতি হয় না। তাহা হইলে সাক্ষীর দেশে অবস্থিতির কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্য আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন :—

(খ) দেশাদিরহিত আত্মার সর্ব্বগত ও সর্ব্বসাক্ষিত্ব অবাস্তব।

দেশঃ কোঽপি ন ভাসেত যদি তর্হ্যস্ত্বদেশভাক্।
সর্ব্বদেশপ্রক্লৃপ্ত্যৈব সর্ব্বগত্বং ন তু স্বতঃ ॥ ২১

অন্বয়—যদি কঃ অপি দেশঃ ন ভাসেত, তর্হি অদেশভাক্ অস্তু ; সর্ব্বদেশপ্রক্লৃপ্ত্যা এব সর্ব্বগত্বম্, স্বতঃ তু ন।

অনুবাদ যদি বল (তখন) কোনও দেশেরই প্রতীতি হয় না, তবে বলি, তিনি কোনও দেশে অবস্থিত নহেন। সর্ব্বদেশের কল্পনাদ্বারাই সাক্ষীর বা আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁহার স্বরূপতঃ সর্ব্বগতত্ব নাই।

টীকা—তিনি কোন দেশে অবস্থিত নহেন—ইহার তাৎপর্য্য এই—যিনি দেশাদি কল্পনার অধিষ্ঠান, তাঁহার আপনা হইতে ভিন্ন, দেশের অপেক্ষা নাই। ভাল, দেশাদির অভাব হইলে শাস্ত্রে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে [নিত্যম্ বিভুম্ সর্ব্বগতম্—মুণ্ডক, উ ১।১।৬]—নিত্য, বিবিধ প্রাণিরূপ ও ব্যাপক, এবং [আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ]—আকাশের ন্যায় ব্যাপক ইত্যাদি ; এইরূপ উক্তি দেখা যায়, তাহা বিরুদ্ধ অর্থাৎ বাধিত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সর্ব্বদেশের কল্পনাদ্বারাই" ইত্যাদি। ভাল, সেই "সর্ব্বগতত্ব ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কেননা হইবে ?" তদুত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার স্বরূপতঃ সর্ব্বগতত্ব নাই। আত্মা অদ্বিতীয় ও অসঙ্গ বলিয়া তাঁহাতে বাস্তবিক সর্ব্বগতত্ব

নাই। তাহাতে সর্ব্বদেশ, সূর্য্যালোকে মৃগজল কল্লোলের ন্যায়, কল্পিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে, ইহাই অভিপ্রায়। ২১

সর্ব্বগতত্বের ন্যায় সর্ব্বসাক্ষিত্ব বাস্তব নহে ; ইহাই বলিতেছেন :—

অন্তর্ব্বহির্ব্বা সর্ব্বং বা যং দেশং পরিকল্পয়েৎ।
বুদ্ধিস্তদ্দেশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুষু যোজয়েৎ॥ ২২

অন্বয়—অন্তঃ বা বহিঃ বা যম্ সর্ব্বম্ দেশম্ বুদ্ধিঃ পরিকল্পয়েৎ তদ্দেশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুষু যোজয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তর্দ্দেশ বা বহির্দ্দেশ অথবা যে সকল বস্তুরূপ দেশ বুদ্ধিকর্ত্তৃক কল্পিত হইবে, সাক্ষী সেই দেশে অবস্থিত হইবেন এবং সেই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইবেন। ২২

পূর্ব্বোক্ত 'সেই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইবেন'—ইহাই সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধিকল্পিত বস্তুর সাক্ষিত্বের বর্ণন, সাক্ষীর নিজরূপ কথন।

যদ্যদ্রূপাদি কল্প্যেত বুদ্ধ্যা তত্তৎপ্রকাশয়ন্।
তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্বুদ্ধ্যগোচরঃ॥ ২৩

অন্বয়—যৎ যৎ রূপাদি বুদ্ধ্যা কল্প্যেত তৎ তৎ প্রকাশয়ন্ তস্য তস্য সাক্ষী ভবেৎ, স্বতঃ বাগ্বুদ্ধ্যগোচরঃ।

অনুবাদ—যে যে রূপাদিবস্তু বুদ্ধিদ্বারা কল্পিত হইবে সেই সেই বস্তুকে প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম (কূটস্থ) তৎসমুদয়ের সাক্ষী হইবেন, স্বরূপতঃ তিনি বাক্যবুদ্ধির অগোচর।

টীকা—তাহা হইলে তাঁহার নিজরূপটি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"স্বরূপতঃ তিনি" ইত্যাদি। ২৩

সাক্ষীর স্বরূপ বাক্যমনাতীত বলিয়া মুমুক্ষুজনের অগ্রাহ্য—এই বলিয়া শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষীর নিজরূপ অগ্রহণীয়—ইষ্টাপত্তি পরমাত্মরূপে অবশেষ।

কথং তাদৃঙ্ময়া গ্রাহ্য ইতি চেন্নৈব গৃহ্যতাম্।
সর্ব্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়মেবাবশিষ্যতে॥ ২৪

অন্বয়—তাদৃক্ কথম্ ময়া গ্রাহ্যঃ ইতি চেৎ, ন এব গৃহ্যতাম্ ; সর্ব্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়ম্ এব অবশিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি শঙ্কা কর 'সাক্ষী পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া মুমুক্ষুর গ্রহণের অতীত', তবে বলি, তুমি গ্রহণ করিও না ; সকল প্রকার গ্রহণের অর্থাৎ প্রতীতির সম্যক্ নিবৃত্তি হইলে, তিনি স্বয়ম্প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিবেন।

টীকা—ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় না, বাদীর এই আপত্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"তবে বলি তুমি গ্রহণ করিও না," আমি ত' আত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া মানি ; সেইহেতু আত্মার অগ্রহণ—বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় না হওয়া—আমার ইষ্টই। তবে শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা এবং মনের বৃত্তিব্যাপ্তিদ্বারা মন প্রভৃতির সাক্ষী স্বয়ম্প্রকাশরূপ সেই আত্মাকে জানা যায়। ভাল, আপনি যে (তৃতীয় শ্লোকে) বলিলেন "বিচারদ্বারা মায়া বিনষ্ট হইলে (জীব) অদ্বয়ানন্দ পূর্ণ পরমাত্মরূপে থাকিয়া যায়"—এই যে

পরমাত্মার অবশেষ থাকিয়া যাইবার কথা বলিলেন ইহা ত' সিদ্ধ হয় না ; তদুত্তরে বলিতেছেন :—আপনার অতিরিক্ত সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে তাহার যে নিবৃত্তি অর্থাৎ প্রতীতির উপশান্তি হয়, সেই নিবৃত্তির পর আত্মাই "অবিশিষ্যতে"—সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ; ইহাই তাৎপর্য্য। ২৪

যদ্যপি গতশ্লোকোক্ত নীতির দ্বারা বলা হইল, আত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান তথাপি তাঁহাকে অপরোক্ষ করিবার জন্য কিছু প্রমাণাপেক্ষা ত' আছে। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) উত্তমাধিকারীর আত্মানুভব উপায়—গুরুমুখে শ্রুতি শ্রবণ।

ন তত্র মানাপেক্ষাস্তি স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ।
তাদৃগ্‌ ব্যুৎপত্ত্যপেক্ষা চেচ্ছ্রুতিং পঠ গুরোর্মুখাৎ॥

অন্বয়—তত্র মানাপেক্ষা ন অস্তি, স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ। তাদৃগ্‌ ব্যুৎপত্ত্যপেক্ষা চেৎ গুরোঃ মুখাৎ শ্রুতিম্ পঠ। ২৫

অনুবাদ—সেই আত্মবিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই, কেননা, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ ; তথাপি যদি বল, সেইরূপ জ্ঞানের ত' অপেক্ষা আছে, তবে বলি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ কর।

টীকা—আত্মবিষয়ে যে প্রমাণাপেক্ষা নাই, তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন :—"কেননা, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ।" ভাল, 'আত্মা নিজের প্রকাশদ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত, তদ্বিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই'—এইরূপ জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য ত' প্রমাণের অপেক্ষা আছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ—"ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে শ্রুতির" ইত্যাদি। ২৫

উত্তমাধিকারীর আত্মানুভবোপায় বলিয়া এক্ষণে মন্দাধিকারীর তদুপায় বলিতেছেন :—

(চ) মন্দাধিকারীকে আত্মানুভব করাইবার উপায়।

যদি সর্ব্বগৃহত্যাগোঽশক্যস্তর্হি ধিয়ং ব্রজ।
শরণং তদধীনোঽন্তর্ব্বহি বৈষোঽনুভূয়তাম্॥ ২৬

অন্বয়—সর্ব্বগৃহত্যাগঃ যদি অশক্যঃ তর্হি ধিয়ম্ শরণম্ ব্রজ ; তদধীনঃ অন্তঃ বা বহিঃ এষঃ অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—যদি সর্ব্ববিষয় গ্রহণ পরিত্যাগ তোমার অসাধ্য হয়, তবে নিজবুদ্ধির শরণ লও অর্থাৎ বুদ্ধিকেই লক্ষ্য কর এবং বুদ্ধির অধীন (করিয়া) তাঁহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিপরিকল্পিত, আন্তর বা বাহ্যবিষয়ের সাক্ষিরূপে সেই পরমাত্মাকে অনুভব কর।

টীকা—"বুদ্ধিকেই লক্ষ্য··· (করিয়া) তাঁহাকে অনুভব কর"—ইহার অর্থ এই—যেমন প্রতিপদের সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় চন্দ্রকলা দেখাইবার জন্য কেহ 'চন্দ্র ঐ বৃক্ষ শাখায় রহিয়াছে' বলিলে স্থূলদৃষ্টি পুরুষ বৃক্ষশাখাকে লক্ষ্য করে, পরে (বাহুতাদি) ধর্ম্মসহিত বৃক্ষশাখার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া তৎসমীপস্থিতত্বহেতু 'শাখাধীন' চন্দ্রকে দেখে, সেই প্রকার, মৃদুবুদ্ধি অধিকারী গুরূপদেশানুসারে বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্য ও আন্তর ধর্ম্মসহিত বুদ্ধির দর্শন ছাড়িয়া অধিষ্ঠান-সাক্ষিরূপতাহেতু বুদ্ধির সমীপস্থিত বলিয়া 'যেন বুদ্ধির অধীন' পরমাত্মাকে স্ব-স্বরূপে অনুভব করে। সেই বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়ার ফল বলিতেছেন :—"বুদ্ধির অধীন (করিয়া) তাঁহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিপরিকল্পিত" ইত্যাদি। বুদ্ধির দ্বারা বাহ্য বা আন্তর যে যে বস্তু চারিদিকে পরিকল্পিত হয়, তাহার সাক্ষী বলিয়া—সেই বুদ্ধির (যেন) অধীন পরমাত্মাকে সেই সাক্ষিরূপেই অনুভব কর ; ইহাই অর্থ। ২৬

ইতি নাটকদীপনামক দশমপ্রকরণ সমাপ্ত হইল। "তত্ত্বপদ পরিশোধন" সমাপ্ত।
